আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ।

মহাকবি শ্রীলশ্রী কবিকর্ণপূর-

প্রণীতা।

সুখবর্ত্তিনীনামটীকায়া সমুদ্ভাসিকা

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেনানুবাদিতা

প্রকাশিতাচ।

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুরস্থ—রাধারমণযন্ত্রে

তেনৈব মুদ্রিতা।

সন ১৩০০, চৈত্র।

মূল্য ৮০ আনা।

ভূমিকা।

"আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ" মহাকবি শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামির বিরচিত। এই মহাকবি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতীব কৃপাপাত্র ছিলেন, ইনি "অলঙ্কার-কৌস্তুভ" "চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য" "আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ" এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাঁর কবিত্বশক্তি মহীয়সী, ইনি বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে লালিত্য, মাধুর্য্য ও প্রসাদাদিগুণে সমধিক ভূষিত, প্রাচীন কাদম্বরী, হর্ষচরিত ও বাসব-দত্তা প্রভৃতি গদ্যকাব্য পাঠ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, কাব্যরসের রসজ্ঞ পাঠক এই "আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ" পাঠে দেখিবেন ইহাতে তদ-পেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভূত হইবে ও এই গ্রন্থের অনুশীলনে প্রকৃত বৃন্দাবনের স্মৃতি হওয়ায় অতুল আনন্দ লাভ করিবেন। এই গ্রন্থকারের দুইটী নাম, পরমানন্দ দাস ও পুরীদাস, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহাঁর কবি-শক্তি দর্শনে ইহাঁকে 'কবিকর্ণপূর' এই উপাধি প্রদান করেন, ইহাঁর পিতার নাম শিবানন্দ সেন,গঙ্গার পশ্চিমতীরে রাঢ়দেশে ইহাঁর নিবাস ছিল। এই গ্রন্থের প্রথম স্তবকে পঞ্চম শ্লোকের টীকায় গ্রন্থকর্ত্তার বিবরণ লিখিত আছে। এই গ্রন্থ দ্বাবিংশতি স্তবকে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে প্রথম স্তবকে বৃন্দাবন বর্ণন, তৎপরে ছয়স্তবকে জন্ম অবধি বাল্যলীলা, তৎপরে পঞ্চদশ স্তবকে রাস ও দোলোৎসব প্রভৃতি কৈশোরলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীরূপগোস্বামির সমাদৃত এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনেরাও ইহার যথেষ্ট গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীম-দ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা এই চম্পূর প্রতি দৃষ্টি করিয়া ব্যাখ্যা করিলে ঐ ব্যাখ্যা সুরস হইবে॥

আমি গোপালচম্পূ, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ও বৃহদ্ভাগবতামৃত এই তিনখানি গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে অনেক রাজা,জমীদার ও ধনাঢ্য বৈষ্ণ-বগণকে সাহায্য করিতে প্রার্থনা করিয়া ছিলাম কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন না। এই বৃহৎকার্য্য সম্পাদন করা একাকী আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, সমর্থ ব্যক্তিগণ যদি সাহায্য না করেন তাহা হইলে বৈষ্ণবশাস্ত্র একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে॥

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা॰

উৎসর্গঃ।

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ—বীরচন্দ্রবর্ম্মমাণিক্য-
বাহাদুর—সমীপে নিবেদনমিদং।

মহারাজ !

সম্প্রতি মহাকবি শ্রীকবিকর্ণপূর—প্রণীত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থ যাহাতে ব্রজলীলার পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই মুদ্রাঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রন্থ অতিবিস্তৃত, লোকে কেবল এই গ্রন্থের নামমাত্রই জানিত, কখনও গ্রন্থ দেখে নাই, কিন্তু মহারাজের অনুগ্রহেই সকল লোক বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রন্থরাশি দেখিতে পাইল। এই গ্রন্থের মূল, টীকা ও বঙ্গভাষায় অনুবাদসহ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া আপনকার মকরন্দস্রাবি করকমলে সমর্পণ করিলাম, মহারাজ স্বয়ং এবং আপনকার সেক্রেটরি—সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীযুক্তবাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের দ্বারা পর্য্যালোচনা করিলে, আমি বৃহৎগ্রন্থে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছি, অবশ্য তাহা সার্থক বলিয়া বোধ করিব।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।
মুর্শিদাবাদ বহরমপুর—রাধারমণযন্ত্র।
৺হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ।

প্রথমঃ স্তবকঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

বন্দে কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং যস্মিন্ কুরঙ্গীদৃশাং
বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে বিলসতি স্নিগ্ধোঽঙ্গরাগঃ স্বতঃ।
কাশ্মীরং তলশোণিমোপরিতনঃ কস্তূরিকাং নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তিলহরী নির্ব্যাজমাতন্বতে ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ॥

বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সৎকাব্যতাং দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপমেতত্ত্বয়া। ইত্যাজ্ঞাপয়তেব যেন নিদধে শ্রীকর্ণপূরাননে বাল্যে স্বাঙ্ঘ্রিদলামৃতং গতিরসৌ চৈতন্যচন্দ্রোঽস্তু নঃ ॥ নিতান্তনৈসর্গিককৃষ্ণসারলীলাঢ্যমুচ্চৈঃপদমাত্মনীনং। শ্রীরূপসম্মত্যনুকূলমেব পূর্ব্বৈঃ শ্রিতং সংশ্রয়তে সুমেধাঃ ॥ নন্দোৎসবাদিরাসান্তাং হোলাদোলাদিকাধিকাং। শ্রীকৃষ্ণলীলাং জগ্রন্থ কর্ণপূরো মহাকবিঃ ॥ একেন স্তবকেনাহ বৃন্দারণ্যং তদাস্পদং। বাল্যলীলাং ততঃ ষড়্ভিঃ প্রাদুর্ভাবমুখাং হরেঃ ॥ ততস্তু পঞ্চদশভি লীলাং কৈশোরবর্ত্তিনীং। এবং দ্ব্যধিকয়া চম্পূর্বিংশত্যা স্তবকৈঃ কৃতা ॥ ০ ॥

কবিমুকুটমণি মহাকবি কর্ণপূর যদিও প্রত্যক্ষরূপে ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণকমলের সুরস পান করিয়াছেন তথাপি পুনর্ব্বার মানসভ্রমরদ্বারা যাহার নবনবমাধুর্য্যসম্পত্তি আস্বাদিত হইতেছে, তাদৃশ ভগবচ্চরণকমল আনন্দাবেশে বন্দনাপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করিতে যদিও

অথ সোঽয়ং কবিমুকুটমণিরাস্বাদিতচরণসৌরভ্যঃ পুনরপি মনোমধুপরাজেনোপভুজ্যমানাপূর্ব্বনবনবমাধুর্য্যসম্পত্তি শ্রীভগবচ্চরণকমলমানন্দাবেশেন বন্দমানএব তন্নির্দ্দেশপরমমঙ্গল সুধাধারাপরম্পরয়া নির্ম্মীয়মাণে প্রত্যূহতাপানুদ্গমকেঽপি প্রবন্ধে সদাচারসম্মানার্থমবশ্যকর্ত্তব্যং মঙ্গলাচরণমপ্যনুষঞ্জয়তি বন্দে ইতি।——অহং কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং বন্দে। যস্মিন্ কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে কুরঙ্গীদৃশাং প্রস্তোষ্যমাণত্বাদ্ব্রজসুন্দরীণাং অঙ্গরাগঃ স্বতঃ স্বভাবসিদ্ধঃ সন্ বিলসতি। অত্র যস্মিন্নিতি পদং তৎপদনিরপেক্ষমেব। যথোক্তং কাব্যপ্রকাশে। যচ্ছব্দস্তূত্তরবাক্যার্থগতত্বেনোপাত্তঃ সামর্থ্যাৎ পূর্ব্ববাক্যার্থগতস্য তচ্ছব্দস্যোপাদানং নাপেক্ষতে। যথা। সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতং, মীলিতং যদভিরামতাধিকে। উদ্যতা জয়িনি কামিনীমুখে; তেন সাহসমনুষ্ঠিতং পুনরিতি। কীদৃশে তাসাং বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে বক্ষোজয়োঃ স্তনয়োঃ প্রণয়ঃ প্রেম আশ্লেষলক্ষণং সখ্যং বা যস্য তথাভূতীকৃতে অর্থাত্তাভিরেবেত্যর্থঃ। যদ্বা বক্ষোজাভ্যামেব প্রণয়ীকৃতে প্রণয়োঽস্যাস্তীতি প্রণয়ি তথাভূতীকৃতে। তথা ভাবস্য সদাতনত্বেঽপি। যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতা ইতিবৎ চ্বিপ্রত্যয়ঃ। অভূততদ্ভাবো ঽত্র প্রাকট্য সময়মাত্র দৃষ্ট্যা বা। তেন তাসাং স্তনাশ্লেষেণ যদ্যপি তদীয়োঽঙ্গরাগোঽপি চরণদ্বয়ে সম্ভবতি তথাপি ত্রৈকালিকতৎসঙ্গসূচনার্থং স্বভাবাদেবাসৌ তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। যদ্বা নিরন্তরতদাশ্লেষাত্তত্তদঙ্গরাগ প্রলেপপৌনঃপুন্যেনৈব স্বাভাবিকতাং গতশ্চরণকমলাদেঃ শোণিমাদিগুণোঽভূদিত্যুৎপ্রেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। তমেব বিবৃণোতি। তলশোণিমা চরণযুগলতলস্থারুণিমা কাশ্মীরং স্তনাগ্রমণ্ডলবর্ত্তি কুঙ্কুমং। উপরিতন উপরিস্থঃ নীলিমা শ্যামতা কস্তূরিকাং স্তনাধোমণ্ডলবর্ত্তি মৃগমদং। তথা নখচন্দ্রাণাং কান্তিতরঙ্গঃ শ্রীখণ্ডং স্তনমধ্যমণ্ডলবর্ত্তি চন্দনং।

ভগবল্লীলাময় এই গ্রন্থে তদীয় নাম নির্দ্দিষ্ট থাকায় এবং অমৃতধারা-পরম্পরায় বিঘ্নতাপ কোনক্রমেই উপস্থিত হইতে পারে না, তথাপি সদাচারের সম্মাননার জন্যই প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—

আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দযুগল বন্দনা করি। যে পাদপদ্ম যুগল, হরিণলোচনা ব্রজসুন্দরীগণের স্তনদ্বয়ের প্রেমাস্পদ হইলে, ব্রজাঙ্গনাদিগের স্বভাবসিদ্ধ অঙ্গরাগ প্রকটিত হইয়া থাকে। এইরূপে অঙ্গরাগ জন্মে। যথা—চরণতলের অরুণিমা স্তনাগ্রমণ্ডলবর্ত্তী কুঙ্কুমকে চরণযুগলের উপরিস্থিত নীলিমা স্তনের অধোমণ্ডলবর্ত্তি কস্তূরিকাকে এবং নখচন্দ্রদিগের কান্তি তরঙ্গ স্তনের মধ্যমণ্ডলবর্ত্তী চন্দনকে অকপটে বিস্তার করিতেছে ॥ ১ ॥

শোণস্নিগ্ধাঙ্গুলিদলকুলং জাতরাগং পরাগৈঃ
শ্রীরাধায়াঃ স্তনমুকুলয়োঃ কুঙ্কুমক্ষোদরূপৈঃ।
ভক্তশ্রদ্ধামধুনখমহঃপুঞ্জকিঞ্জল্কজালং
জঙ্ঘানালং চরণকমলং পাতু নঃ পূতনারেঃ॥ ২॥

নির্ব্যাজং যথাস্থাত্তথা তত্তদেবেদং নতু শোণিমাদিকং ইত্যেবমাত্মতে বিস্তারয়ন্তি জ্ঞাপয়ন্তি তলশোণিমাদয় ইতি। কাশ্মীরস্য জাতিভেদেন হিঙ্গুলবর্ণত্বমপি প্রসিদ্ধং। যথা রমানাভং নবকুঙ্কুমারুণং ত্বিষ্যৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননা ইত্যস্য বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা চ বাহ্লীকদেশোদ্ভব কুঙ্কুমস্যারুণ্যমভিব্যক্তমিতি। অতএবামরে তৎপর্য্যায়ে। রক্ত-সঙ্কোচ-পিশুনং ধীর-লোহিতচন্দনমিতি। অভিধানান্তরেচ। কুঙ্কুমং রুচিরং রক্তমসৃগুক্ত পীতনমিতি। বর্ণভেদেন নামভেদ ইতি॥ ২॥

বর্ণিতমেবার্থমবিতৃপ্ত্যা পুনরত্যন্তমর্ব্বোৎকৃষ্টতমত্বপ্রাতপদকাঃ বিশেষণৈর্বিস্তা বর্ণয়ং স্তথাভূতএব তত্র স্বাভীষ্টবস্তুপ্রার্থনয়া ব্যঞ্জয়তি শোণেতি। পূতনারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণকমলং নোঽস্মান্ পাতু স্বসম্বাহনাদিসেবায়াং নিযোজনার্থং রক্ষতু। পূতনারেরিত্যেতৎ প্রাতিবন্ধক দুরিতকূটদমনে তৎক্ষপৈব গতিরিতি ভাবঃ। কীদৃশং। শোণাঃ স্নিগ্ধা অঙ্গুলয়এব দলকুলং যত্র তৎ। শ্রীরাধায়াঃ স্তনাবেব মুকুলৌ তয়োঃ কুঙ্কুমচূর্ণরূপৈঃ পরাগৈরেব তদাশ্লেষলব্ধৈর্জাতরাগং অন্যস্য পরাগৈরন্যস্য রাগবত্তেত্যাশ্চর্য্যং। ভক্তানাং শ্রদ্ধৈব মধু যত্র তৎ। সাররিনেব শ্রদ্ধায়াং তন্মাধুর্য্যানুভবাৎ শ্রদ্ধৈব মধ্বিত্যুপচারেণোচ্যতে সাতত্যেন তদাধিক্যেঽমঃ। অপিনাচ ভক্তানামেবং সম্ভবেত্তথাপি ভক্তপদোপাদানাক্রচ্যুত্তরকালভরাবিশিষ্টৈঃ। প্রভোরদ্বৈতা-ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতীত্যত্র শ্রদ্ধাপদস্য তথা ত করিয়াছেন, মিক্যেব সামান্যভূতা তদানীং মাধুর্য্যানুভবযোগ্যতানুপপত্তেরিতি। ভিমান প্রেম-তৎ॥ ২॥ নমালাতে

পূতনারি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্বীয় সম্বাহনাদিরূপ সেবায় রত করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে রক্ষা করুন। আহা! চরণকমলের মাধুরীর বিষয় কি বর্ণন করিব?, রক্তবর্ণ এবং স্নিগ্ধ অঙ্গুলী সকল ঐ চরণকমলের পত্র সমূহ, শ্রীমতী রাধিকার স্তনরূপ মুকুলে আলিঙ্গনলব্ধ কুঙ্কুমচূর্ণরূপ পরাগরাশি দ্বারা ঐ পাদপদ্মের অরুণিমা জন্মিয়াছে, ভক্তগণের শ্রদ্ধাই উহার মধু, নখাবলির প্রভাপুঞ্জই উহার কেশরজাল এবং জানুদ্বয়ই চরণপদ্মের নালস্বরূপ॥ ২॥

মাধুর্য্যৈর্মধুভিঃ সুগন্ধি ভজনস্বর্ণাম্বুজানাং বনং
কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈরুপচিতঃ সৎপ্রেমহেমাচলঃ।
ভক্তাম্ভোধরধোরণী বিজয়িনী নিষ্কম্পশম্পাবলি-

তদেবং তচ্চরণারবিন্দমাধুরীবর্ণনেনাত্মনস্তৎসেবৈকলালসত্বমভিব্যজ্য পুনস্তমেব কলিযুগাবির্ভাবিতগৌরস্বরূপং স্বলোচনসাক্ষাদনুভূতচরসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বর্ণয়তি মাধুর্য্যৈরিতি। চৈতন্যনামা কৃষ্ণশ্চৈতন্যকৃষ্ণঃ। শাকপার্থিবাদিঃ। প্রেম্না ভক্তচেতোহরণাৎ স্বমাধুর্য্যেণ স্বপর্য্যন্তবৈকুণ্ঠনাথাদিসর্ব্বচেতোহরণাদ্বা হরিঃ। বিজয়তাং বিশেষেণ স্বাংশেভ্যোঽপি পরমোৎকর্ষমাবিষ্করোতু। কীদৃশঃ ভজনানি নববিধানি শ্রবণকীর্ত্তনাদীন্যেব স্বর্ণাম্বুজানি বিরলপ্রচারত্বাৎ ভক্তসরোবরাবির্ভাবিত্বাচ্চ তেষাং বনং তদ্রূপঃ। ...বণাদি...সাধনভক্তিস্বরূপত্বং গৌরাকৃতিত্বং ভক্তমনোমধুকরামোদকত্ব...ক্তং। কীদৃশং বনং। মাধুর্য্যৈর্মধুভিঃ সুগন্ধি। অম্বুজপক্ষে মাধুর্য্যৈরেব মধুভিরিতি মধুনামত্র বৈলক্ষণ্যং। ভজনপক্ষে সাধনদশায়ামপি তেষাং শ্রবণাদীনাং কেবলরাগপ্রবর্ত্তমানত্বেন ঐশ্বর্য্যজ্ঞাননিরপেক্ষতয়া তত্তদদ্ভুতলীলাদিনিষ্ঠানাং যানি মাধুর্য্যাণি রোচকত্বলক্ষণানি তান্যেব স্বাদকত্বান্মধূনি তৈঃ সুগন্ধি সুগর্ব্বযুক্তং। বৈকুণ্ঠনাথাদিবিষয়েভ্যো ভজনেভ্যোঽপ্যাত্মপরমোৎকর্ষাবিষ্কারাৎ কিং পুনর্জ্ঞানযোগাদিভ্য ইতি। গন্ধো গন্ধক আমোদে লেশে স্বা... ...র্ব্বয়োরিতি বিশ্বঃ। অনেন স্বমাধুর্য্যামোদিতনিখিলভুবনত্বমুক্তং। পুনঃ কীদৃশঃ। স্তনাধোমণ্ড... ...নানাং প্রেম্নাং মহা... প্রেয়ামন্যপ্রেমত উৎক... ...নকগিরির্মেরুঃ। তত্র সতামিতি ... পর্ব্বোক্ত-

...তিক্তিজনিতসাধ্যপ্রেমভক্তিময়স্বরূপত্বমপ্যুক্তং। তথাভূতাচলঃ কীদৃশঃ ভগবল্লীলাময় এই ...নি কারুণ্যান্যেব অমৃতানি তন্ময়ৈ নির্ঝরৈরুপচিতঃ বাস্তবী কারুণ্যপরম্পরায় বিঘ্ন... ...ষ্ঠৈব তদাধারেষূদয়মানা প্রতীয়তে প্রেমাংশং বিনা তস্যাস্তত্রানুদয়দর্শনাৎ। সদাচারের

অধুনা কলিযুগে আবির্ভূত গৌরস্বরূপ এবং যাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুরী স্বকীয় লোচনদ্বারা পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছে, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বর্ণনা করিতেছেন। চৈতন্য নামে শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেম বশত ভক্তগণের চেতোহরণ হেতু হরি, বিশেষরূপে স্ব স্ব অংশ হইতেও পরম উৎকর্ষ আবিষ্কৃত করুন। ভক্তসরোবরে আবির্ভাব এবং বিরলপ্রচার হেতু শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিরূপ স্বর্ণকমলের তিনি অরণ্য স্বরূপ। ঐ বন মাধুর্য্যরূপমধুদ্বারা সুন্দর গর্ব্বযুক্ত,

দেবো নঃ কুলদৈবতং বিজয়তাং চৈতন্যকৃষ্ণো হরিঃ ॥ ৩ ॥
নমস্যামোঽস্যৈব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ

তথাহি উক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। জাতরতিভক্তনিরূপণে উৎপন্নরতয়ঃ সম্যগিত্যাদিনা সাধকভক্তস্য জাতরতিত্বমুদাহৃতথৈঞ্চকাদশস্কন্ধবচনং প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যম ইতি। ন সাধকভক্তেঽপি তাদৃশকৃপাদি সম্ভবতীতি। অনেন স্বকৃপামৃতধারাস্নপিত-জগজ্জীবত্বমুক্তং। অথোৎপন্নপ্রেমৈব ভগবৎসাক্ষাৎস্বরূপপ্রকাশচমৎকারেণ স্বাধারমলঙ্করোতীতি দ্যোতয়ন্ বিশিনষ্টি। নিষ্কম্পাণাং স্থিরাণাং শম্পানাং বিদ্যুতামাবলিঃ শ্রেণী তদ্রূপঃ। সা কীদৃশী ভক্তা এবাম্ভোধরাঃ প্রেমামৃতবর্ষণশীলত্বাৎ তেষাং ধোরণী শ্রেণী তত্রৈব বিজয়িনী পরমোৎকর্ষেণ স্থায়িনী। অনেন প্রেমভক্তিমজ্জনমাত্রলভ্যসাক্ষাৎ স্বরূপে প্রকাশত্বমুক্তং। তদেবং তদীয় শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপত্বমেব প্রথমং ভক্তেষু শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপেণ তিষ্ঠতি তদেব দৃঢ়াভ্যাসেনাসক্ত্যা অনশ্বরস্বরূপত্বমেব প্রেমরূপতামাপদ্যতে। তৎপ্রেমৈব সপরিকর ভগবৎসাক্ষাৎস্বরূপপ্রকাশানুভবচমৎকারতাং প্রাপ্নোতীতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তোঽপি ধ্বনিত ইতি ॥ ৩ ॥

বৎসলহৃদঃ অর্থান্মাদৃশেষু সর্ব্বেষু। যেঽমী স্বরূপাদ্যাঃ শ্রীদামোদরস্বরূপশ্রীরামানন্দরায়-শ্রীরূপশ্রীসনাতনাদ্যাঃ। কীদৃশাঃ অস্য প্রভোরেব সমানপ্রেমাণঃ। যদ্বা। পরস্পরমেব সমানঃ তারতম্যেন মাদৃশৈর্লক্ষয়িতুমশক্যঃ প্রেমা যেষাং তে। তানপি মুমঃ স্তুমঃ। অপি-কারাৎ অদ্বৈতাদীনপি নুমঃ। তানপি নমস্যাম ইত্যুভয়ত্রৈবোভয়ং যোজনীয়ং। প্রভোরদ্বৈতা-

---

অর্থাৎ তিনি স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা নিখিলভুবনতল আমোদিত করিয়াছেন, তিনি কারুণ্যরূপ অমৃতময় নির্ঝরসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত,শোভমান প্রেম-রাশির কনকগিরি অর্থাৎ সুমেরুসদৃশ,তথা তিনি ভক্তরূপ মেঘমালাতে বিজয়িনী স্থিরসৌদামিনীসমূহের ন্যায় এবং তিনি আমাদিগের কুলদেবতা স্বরূপ ॥ ৩ ॥

যাঁহারা মাদৃশজন সকলের প্রতি স্নেহাকুলচিত্ত এবং যাঁহারা সমস্ত জগতের দুরিতরাশি দলন করিয়া থাকেন, আমরা সেই প্রভু চৈতন্য-নামক শ্রীকৃষ্ণের অদ্বৈত প্রভৃতি প্রিয়পরিজনদিগকে নমস্কার করি। অপর, প্রভুর সদৃশ যাঁহাদের প্রেম,প্রভুর সমান যাঁহাদের গুণরাশি এবং প্রভুর তুল্য যাঁহাদের করুণা, সেই সকল সরস অথচ মধুর শ্রীদামোদর

স্বরূপাদ্যা যেঽমী সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ ॥ ৪ ॥
গুরুং নঃ শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয়বিধুং
নুমো ভূষারত্নং ভুব ইব বিভোরস্য দয়িতং।

দীন্ প্রভোঃ স্বরূপাদ্যা ইতি শ্লেষভঙ্গ্যা তচ্ছক্তিময়া এব তে ইতি বোধিতং ॥ ৪ ॥

অবনিদেবা বিপ্রাস্তদ্বংশে বিধুং চন্দ্রং তেন বিপ্রান্বয়স্য সমুদ্রত্বমুক্তং। ভুবঃ পৃথিব্যা ভূষা-রত্নমিব। উদ্বাহুরিব বামন ইতি ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরমিতি একা-বয়বসংস্থেন ভূষণেনেব কামিনীত্যাদি প্রয়োগদর্শনাৎ ইবেন সহ নিত্যসমাসবচনং বিভক্ত্যা-লোপ ইত্যস্য প্রায়িকত্বপ্রতিপাদনাদ্ব্যস্তপ্রয়োগোঽয়ং নানুপপন্ন ইতি। চন্দ্রোঽপি শিব-মূর্ত্তের্ভূষারত্নং ভবতি। অস্য বিভোঃ শ্রীচৈতন্যদেবস্য। যদা স্যাৎ যন্মুখাৎ উন্মীলন্ত্যাঃ নির-বকরায়াঃ নির্দ্দোষায়াঃ বৃন্দাবনস্য রহঃসম্বন্ধিকথায়া আস্বাদং। তস্য বিধুত্বাত্তন্মুখোদ্গীর্ণত্বেন কথায়া অমৃতত্বমিতি ভাবঃ। ক্বাপি জগতি ভোগ্যস্থলে ন রমতে নাসক্তো ভবতি বৃন্দাবন-এব শীঘ্রমাগচ্ছতীতি ভাবঃ ইতি স্বস্য বৃন্দাবনবাসে হেতুরপি দর্শিতঃ। অত্র যদ্যপি শ্রীগুরু-বন্দনানন্তরমেব দেবতাবন্দনং শ্রীসূতাদিষু দর্শনাৎ সদাচারপ্রাপ্তং তথাপি শ্রীশুকাদৌ বিপর্য্য-য়েণাপি দর্শনাদবিরুদ্ধমেবেদং। কিম্বা। বস্তুতো দীক্ষাগুরুরপ্যস্য শ্রীভগবানেব। তদাজ্ঞা-পারবশ্যেনৈব গুর্ব্বন্তরাশ্রয়ণং।*তথাহি কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। একদা মহাপ্রভুর্দ্বিত্র প্রিয়-সহচরসঙ্গী স্বপার্ষদপ্রবরস্যৈতৎ পিতুঃ শ্রীশিবানন্দসেনস্য সপরিজনস্য রথযাত্রাদর্শনচ্ছলেন স্বচরণান্তিকমাগতস্যাবাসমাগতস্তেন চ সসম্ভ্রমং বন্দিতচরণকমলস্তত্র চ বাল্যবিলাসং প্রপঞ্চ-

---

স্বরূপ, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতন প্রভৃতিকেও আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

অপর, যিনি ব্রাহ্মণবংশরূপ সমুদ্রে চন্দ্রস্বরূপ, যিনি পৃথিবীর আভরণরূপ রত্নসদৃশ এবং যিনি এই চৈতন্যদেবের প্রিয়পাত্র, আমাদের সেই শ্রীনাথ নামক গুরুদেবকে প্রণাম করি। যাঁহার মুখনির্গলিত

---

* এই কথা চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে যথা—একদা মহাপ্রভু দুই তিনজন প্রিয়-সহচর সঙ্গে করিয়া স্বীর পারিষদশ্রেষ্ঠ পরিজনে সমবেত এবং রথযাত্রাদর্শনচ্ছলে মহাপ্রভুর চরণপার্শ্বে সমাগত কবিকর্ণপূরের পিতা শ্রীশিবানন্দসেনের ভবনে উপস্থিত হন। ঐ শিবানন্দ তখন সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণকমল বন্দনা করেন। মহাপ্রভুর অনুগ্রহে পুরীতে (ক্ষেত্রে) জন্ম হয় বলিয়া ইহাঁর নাম "পুরীদাস" রাখা হয়। তৎকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম পঞ্চমবৎসর এবং তিনি বাল্যলীলা বিস্তার করিতেছিলেন। পিতার অনুমত্যনুসারে বালক,মহাপ্রভুর চরণবন্দন

যদাস্যাত্নুন্মীলন্নিরবকর বৃন্দাবনরহঃ
কথাস্বাদং লব্ধ্বা জগতি ন জনঃ ক্বাপি রমতে ॥ ৫ ॥

স্তনং পঞ্চবর্ষবয়সং শ্রীপরমানন্দপুরীং শ্রীপাদপ্রসাদাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রজাতত্বাৎ পুরীদাসনামানমেতং পিত্রা কারিতবন্দনমালোক্য সাধুস্তবায়ং পুত্রো জাত ইত্যভিনন্দ্য কৃপয়ৈতচ্ছিরসি চরণং দিধীযু র্বাল্যাবেশেন মুখং ব্যাদত্তবন্তমেনং কৌতুকেন চরণাঙ্গুষ্ঠমাস্বাদয়ামাস দিব্যকাব্যকর্ত্তৃত্বশক্তিমপ্যলক্ষিতং সঞ্চারয়ামাস বদ বদ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যুবাচ চ। ততোঽসৌ শিশুরুৎফুল্লমুখো ব্রূহি ব্রূহীতি পিত্রাদিভিঃ প্রযুজ্যমানোঽপি যদি নানুজগাদ প্রভুরপি বিস্ময়মভিনীয় বিশ্বমেব কৃষ্ণনাম গ্রাহয়িতুমহমশকং ন পুনরেনমেকমেবেত্যুবাচ। তদা শ্রীস্বরূপগোস্বামিভিরুক্তং ভগবতা স্বয়মেব স্বনাম মহামন্ত্রমুপদিষ্টোঽস্মি কথং পুনস্তমুচ্চৈরুচ্চারয়ামীত্যেবমস্য গম্ভীরহৃদয়মনুমীয়তে ইতি। পরেদ্যবি বৎস বদ কিঞ্চিদিত্যুক্ত এব প্রভুনা শীঘ্রং পদ্যমেকং ববন্ধ। শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনতরুণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তীতি। ততঃ সন্তুষ্টেন ভগবতা কবিকর্ণপুর ইতি নাম তদ্দিনমারভ্য কৃতবতা তদভীষ্টমন্ত্ররাজমপি হৃদৈব স্বয়মুপদিশ্যাপি লোকরীতিখ্যাপনায় সময়ে শ্রীনাথপণ্ডিতদ্বারাপি পুনরসাবুপদিদিশে ইতি ॥ ৫ ॥

নির্দ্দোষ বৃন্দাবনসম্বন্ধীয় গোপনীয় কথার আস্বাদন লাভ করিয়া কোন্ জন না জগতে কোনস্থানে অর্থাৎ ভোগ্যস্থলে আসক্ত না হয়?, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি শীঘ্রই বৃন্দাবনধামে আগমনকরিয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৫ ॥

করিলেন। তাহা দেখিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, তোমার এই পুত্র উত্তম হইয়াছে, এই বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া দয়াপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে চরণপ্রদান করিতে অভিলাষী হয়েন। বাল্যসুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ বালক যখন মুখ ব্যাদান করেন তখন তিনি কৌতুকাক্রান্ত হইয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি আস্বাদিত করান এবং অলক্ষিতভাবে দিব্যকাব্যকর্ত্তৃত্বশক্তি সঞ্চারিত করিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল" এই কথা বলিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ শিশু প্রফুল্লমুখে 'বল বল' এইরূপে পিতাপ্রভৃতি গুরুজনকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও যখন এই বাক্যের অনুবাদ না করিলেন, তখন মহাপ্রভুও বিস্ময়াপন্ন হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, আমি সমস্ত বিশ্বকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারি, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না, তৎকালে শ্রীস্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুকে বলিলেন, ভগবান্ স্বয়ংই আমাকে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, অতএব আমি কি প্রকারে সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিব, বালক এইরূপ বিবেচনা করিতেছে অতএব ইহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত গম্ভীর বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পরদিন মহাপ্রভু 'বৎস কিঞ্চিৎ বল' এই কথা বলিলে তখন ঐ বালক শীঘ্র এক শ্লোক রচনা করিলেন যথা—

গতে স্বস্বাভীষ্টং পদমহহ চৈতন্যভগবৎ-
পরীবারে পশ্চাদ্গতবতি চ যস্মিন্নিজপদং।
বিলুপ্তা বৈদগ্ধীপ্রণয়রসরীতির্বিগলিতা
নিরালম্বো জাতঃ সুকবি-কবিতায়াঃ পরিমলঃ ॥ ৬ ॥
তব স্তবং কিং করবাণি বাণি প্রাণী ন বক্তুং ক্ষমতে ত্বদীহাং।

প্রারিপ্সিতে বাক্যে বর্ণয়িতব্যস্য রসস্য প্রেম্নশ্চ সামস্ত্যেনাস্বাদকান্ অদৃষ্ট্বা খিদ্যন্নাহ। নিজপদং প্রপঞ্চাগোচরং নিজধাম প্রকাশবিশেষমিত্যর্থঃ। তদানীং তৎপরীবারাণাং কিয়তাং প্রাকট্যেঽপি তচ্ছোকব্যাকুলত্বেন বৈদগ্ধ্যাদ্যনাবিষ্কারেণ তদন্তিক গমনোন্মুখত্বেন চ গত-ইত্যুক্তং। ভাবিকালদৃষ্ট্যা বা। পরিমলঃ চর্ব্বণাবিশেষবিমর্দ্দোত্থ আস্বাদচমৎকাররূপ-মনোহর গন্ধঃ। বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে ইত্যমরঃ। তেন কবিতায়াঃ পুষ্প-মঞ্জরীত্বারোপেণাস্বাদনীয় রসত্বং ধ্বনিতং। নিরালম্বঃ তদাস্বাদকতাদৃশরসিকভক্তমধুপানাং বিরলপ্রচারত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবৎপ্রসাদজনিত বৈচিত্রীকাং স্ববাণীং সম্বোধয়ংস্তয়া শ্রীভগবন্তমেব স্তোতুং প্রতি

গ্রন্থকার যে গ্রন্থারম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের বাক্যে বর্ণনীয়রস এবং প্রেমের সম্পূর্ণরূপে আস্বাদকারিদিগকে দেখিতে না পাইয়া খিন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন। হায়! ভগবান্ চৈতন্যকৃষ্ণের পরিবারবর্গ স্ব স্ব অভীষ্টস্থানে গমন করিলে এবং পশ্চাৎ তিনিও প্রপঞ্চাতীত (অলৌকিক) প্রকাশময় নিজধামে গমন করিলে, প্রেমর-সের রীতি বা পরিপাটীযুক্ত বৈদগ্ধী বা চাতুরী এবং সুকবিগণের কবি-তারূপ মঞ্জরীর পরিমল নিরাশ্রয় হইয়াছে অর্থাৎ তাদৃশ রসের আস্বা-দক রসিক ভক্তরূপ মধুকরগণ বিরল প্রচার হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

তখন তিনি স্বীয় বাণী অর্থাৎ সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া, তদ্দ্বারা

"যিনি কর্ণযুগলের কুবলয়, নয়নযুগলের অঞ্জন, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রকান্তমণি নির্ম্মিত হার এবং বৃন্দাবনবাসিনী কামিনীগণের আভরণ, সেই হরির জয় হউক" তখন এই শ্লোক শুনিয়া ভগ-বান্ সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিন হইতে 'কবিকর্ণপুর' এই নামপ্রদান করিলেন। আপনার হৃদয়দ্বারা তদীয় অভীষ্ট মন্ত্ররাজের উপদেশ দিয়াও কেবল লৌকিকরীতি প্রকাশ করিবার জন্য সেই সময়ে দ্বিজবর 'শ্রীনাথ' নামক পণ্ডিতদ্বারাও তাহাকে দীক্ষিত করিলেন ॥

যতঃ সুবদ্ধৈব তনোষি মানং তমন্যথা সন্তমপি ক্ষিণোষি ॥ ৭॥
মাতর্বাণি তবানিশং করুণয়া লব্ধপ্রমোদা বয়ং
কিং নু ত্বাং স্তুমহে ত্বয়ৈব যজতাং তোয়েন কস্তোয়ধিং।
এতৎ প্রত্যুপকুর্ম্মহে ভগবতঃ কৃষ্ণস্য লীলামৃত-
স্রোতস্যেব নিমজ্জয়ামি ভবতীং নোত্থেয়মস্মাৎ পুনঃ ॥ ৮ ॥

জানীতে তবেতি। সুষ্ঠু বদ্ধৈব সতী মানমাদরং তনোষি অন্যথা ন সুষ্ঠু বদ্ধা সতী বর্ত্তমান-মপি তং মানং ক্ষিণোষি নাশয়সি। যেন দৃঢ়ং বধ্যসে তস্যৈব মানং বিস্তারয়সীতি বিচিত্রা তব চেষ্টেত্যর্থঃ। অতঃ কিমিতি স্তবং করবাণি সুষ্ঠু বধ্নাম্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

নন্থ প্রণয়রসনয়া হৃদি বদ্ধাপি ভক্তৈর্ভগবান্ স্তূয়ত এবেত্যতঃ স্তবে কো দোষস্তত্রাহ। তব করুণয়া লব্ধঃ প্রমোদো যৈস্তে বয়ং কিং নু ভোঃ ত্বয়ৈব বাণ্যৈব ত্বাং বাণীং স্তুমহে। জলেনৈব জলধিং জলাশয়ং কঃ পূজয়তু স্তবনসাধনস্যান্যস্যাভাবাৎ ন স্তুমহে ইত্যর্থঃ। ত্বৎ-কর্ত্তৃকানন্দদানস্য এতদেব প্রত্যুপকরণং কুর্ম্মহে। কৃষ্ণস্যৈব লীলামৃতস্রোতস্যেব নিমজ্জয়া-ম্যেবেত্যর্থসৌন্দর্য্যাদেবকারস্ত্রিষ্বেব যোজনীয়ঃ। অস্মাদমৃতস্রোতসঃ ভবত্যা পুনর্নোত্থা-তব্যমিতি। স্রোতোঽম্বুবেগেন্দ্রিয়য়োরিতি বিশ্বঃ ॥ ৮ ॥

ভগবান্‌কে স্তব করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছেন-হে মাতঃ! সরস্বতি! আমি কি করিয়া আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব। কোন প্রাণীই আপনার চেষ্টা নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম নহে। কারণ আপনি যদি উত্তমরূপে নিবদ্ধা হন, তাহা হইলেই বক্তার আদরবিস্তার করিয়া থাকেন আর যদি সুন্দররূপে গ্রথিতা না হন, তাহা হইলে আদর থাকিলেও তাহার নাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনার চেষ্টা বিচিত্র, অতএব স্তব আর কি করিব,বরং আপনাকে সুন্দররূপে বন্ধনই করি॥৭॥

হে মাতঃ! সরস্বতি! আপনারই নিরন্তর করুণাবলে আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি, অতএব আমরা আপনার দ্বারা (সরস্বতীদ্বারা)ই কি আপনাকে স্তব করিব! দেখুন, জলদ্বারা কোন্‌ব্যক্তি জলনিধির পূজা করিতে সমর্থ হয়? তবে আপনার নিকট আনন্দ লাভ করিয়া এইমাত্র প্রত্যুপকার করিতেছি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ অমৃতস্রোতে আমরা আপনাকে নিমগ্ন করিতেছি আপনি যেন পুনরায় এই অমৃত-প্রবাহ হইতে উত্থিত হইবেন না ॥ ৮ ॥

আত্মনঃ প্রিয়তয়া তনুভাজাং নাত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টিঃ।
সর্ব্বতস্তিমিরমস্যতি দীপো নাত্মমূলতিমিরং বিনিহন্তি॥ ৯॥
নির্ম্মলেঽপি সুজনাঃ স্বচরিত্রে দোষমেব পুরতঃ প্রথয়ন্তে।
উজ্জ্বলেঽপি সতি ধাম্নি পুরস্তাদ্ধূমমেব বমতি স্ফুটমগ্নিঃ॥১০॥
অর্থাদিপর্য্যাকলনং বিনাপি প্রহ্লাদয়ন্তে সুকবের্ব্বচাংসি।

নন্বু পূর্ব্বপূর্ব্বমহাকবিকৃতকাব্যেষ্বর্ব্বাচীনৈ র্ম্মটভট্টাদিভির্দোষোত্থাপনাৎ কাব্যনির্ম্মাণে কোঽয়মাগ্রহঃ। সত্যং যে বিদ্বাংসঃ পরকৃতে কাব্যে দোষান্ বিচিন্বন্তি তৎকৃতেঽপ্যন্যে তদ্বে-ত্যনবস্থিতিরেবেত্যর্থান্তরন্যাসেনাহ। তনুভাজামাত্মনঃ প্রিয়তয়া হেতুনা আত্মা হি প্রিয়ো ভবতীত্যত আত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টি র্ন স্যাৎ কিন্তু সা পরকৃতিষ্বেব স্যাদিত্যর্থঃ। অস্যতি দূরীকরোতি। আত্মমূলতিমিরং দীপমূলস্থমন্ধকারং দীপান্তরেণ তস্যাপি নাশঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ॥ ৯॥

সাধূনাং কবীনাং পুনরন্য এব স্বভাব ইত্যাহ। পুরতঃ প্রথমমেব প্রথয়ন্তে খ্যাপয়ন্তি পর্য্যালোচয়ন্তীত্যর্থঃ। স্বচরিত্রে স্বক্রিয়ায়াং নতু পরকৃতে। ধাম্নি স্বীয়তেজসি নির্ম্মলেঽপি সতি॥ ১০॥

ধ্বনিগুণালঙ্কারাদ্যবগাহনসমর্থ এব জনে কাব্যমিদং সফলীভবিষ্যতি নান্যত্রেতি চেদত-

অপর, যদি বল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাকবিকৃতকাব্যেও দোষোত্থাপন হইয়াছে তবে তোমার একাব্য নির্ম্মাণে আগ্রহ কেন? এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন-'আত্মাই প্রিয় হয়' এইরূপে আত্মার প্রিয়ত্বহেতু, শরীরধারী সকল লোকেরই আত্মকৃতিতে (নিজরচিত গ্রন্থে) দোষদৃষ্টি হইতে পারে না। দেখুন, প্রদীপ সর্ব্বপ্রকারে অন্ধকার নাশ করে বটে, কিন্তু সে আপনার মূলস্থ (দীপমূলস্থ) অন্ধকার বিনষ্ট করে না, অর্থাৎ অন্য দীপদ্বারা তাহার অন্ধকার নাশ সম্ভব হয়॥ ৯॥

কিন্তু সাধুকবিদিগের অন্যপ্রকার স্বভাব, সাধুকবিগণ নিজরচিতগ্রন্থ নির্ম্মল এবং নির্দ্দোষ হইলেও প্রথমে দোষই পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। দেখুন, নিজতেজ উজ্জ্বল হইলেও প্রথমে অগ্নি স্পষ্টই ধূম উদ্গীরণ করিয়া থাকেন॥ ১০॥

যেরূপ গঙ্গা যমুনাদি পুণ্যময়ী নদী সকল অবগাহন না করিলেও

বিনাবগাহাদপি দৃষ্টিমাত্রান্মনঃ পুনন্ত্যেব হি পুণ্যনদ্যঃ ॥ ১১॥
তাবৎ পদানি জায়ন্তে নির্দ্দোষাণি পৃথক্ পৃথক্।
যাবৎ স্বরসনাসূচ্যা তানি গ্রথ্নাতি নো কবিঃ ॥ ১২ ॥
নির্ম্মলয়সি ভুবনতলং সততাক্ষিপ্তেন পরমলেন।

আহ অর্থাদীতি। অর্থাদীনাং অর্থশব্দগুণালঙ্কাররসানাং পর্য্যালোচনং বিনাপি। মনঃ পুনন্তি কিং পুনর্দেহেন্দ্রিয়াদীন্। পুণ্যনদ্যঃ শ্রীগঙ্গাদ্যাঃ ॥ ১১ ॥

নন্থ পরকরিষ্যমাণং দোষাসঞ্জনং কিমিতি প্রথমং স্বয়মেবোরীকুরুষে নির্দ্দোষৈরেব পদৈঃ কিমিতি ন নিবধ্নাসি তত্রাহ তাবদিতি। মিলিতানি কৃত্বা রসনাসূচ্যা গ্রন্থনে নির্দ্দোষী-করণমতিদুষ্করমেবেতি ভাবঃ। তেন সহৃদয় হৃদয়বিক্ষেপকা রসাপকর্ষকা দোষা· এব হেয়াঃ কেচিদ্যমকানুপ্রাসাদ্যনুরোধেন উপাদেয়া অপি সর্ব্বথা নির্দ্দোষস্য কাব্যস্যৈকান্তমসম্ভবাদিতি প্রাচীনৈরপ্যুক্তমিতি ॥ ১২ ॥

গুণালঙ্কাররসোৎকর্ষেঽপি কেবলং দোষমেব যে গৃহ্ণন্তি তে পরকীর্ত্তিলোপচিকীর্ষবঃ খলা দূরে পরিহার্য্যা ইত্যাহ নির্ম্মলয়সীতি। হে খলজিহ্বে সম্মার্জ্জনি স্বর্ণমণিময়স্থলেঽপি কথঞ্চিদলক্ষিতমকিঞ্চিৎকরং সূক্ষ্মতৃণশর্করাদিখণ্ডরূপং মলমেব গ্রহীতুং তত্র পবিত্রে স্থানে নিজস্পর্শা-

---

কেবল দৃষ্টিমাত্রে পবিত্র করিয়া থাকেন, সেইরূপ অর্থালঙ্কার, শব্দালঙ্কার, গুণ, রীতি এবং রসপ্রভৃতির পর্য্যালোচনা ব্যতিরেকেও সুকবির বাক্য সকল আহ্লাদিত করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

যে পর্য্যন্ত কবি স্বীয় রসনারূপ সূচীদ্বারা মিলিত করিযা সেই সকল বাক্য পৃথক্ পৃথক্ নিবদ্ধ না করেন, তাবৎকাল পদ সকল নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। রসনারূপ সূচীদ্বারা গ্রথিত করিয়া গ্রন্থ নির্দ্দোষ করা অতিশয় দুষ্কর, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১২ ॥

অপিচ, গুণ, অলঙ্কার ও রস এসকলের উৎকর্ষসত্ত্বেও যাহারা কেবলমাত্র দোষ গ্রহণ করে তাহারা পরকীর্ত্তি লোপেচ্ছু খল, তাহাদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিবে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন—হে খলজিহ্বে সম্মার্জ্জনি! (ঝাঁটা) যদিচ তুমি সতত পর নিক্ষিপ্ত মলদ্বারা অপবিত্র ভুবনতলকে পবিত্র করিয়া থাক তথাপি তোমার স্পর্শে ভয় হইতেছে। অর্থাৎ স্বর্ণমণিময়স্থলেও অলক্ষিত অকিঞ্চিৎকর সূক্ষ্ম তৃণ

খলরসনে সম্মার্জ্জনি তদপি চ ভীতির্ভবৎস্পার্শে ॥ ১৩॥

ন লবোঽপি লবেন চ ব্যথায়াঃ
পরিবৃদ্ধৌ বিদুনোতি যস্য সর্ব্বঃ।
নঁ খলো নখলোমতো মতোঽন্য
স্তমবদ্ধাঃ কিল কে ন সংত্যজেয়ুঃ ॥ ১৪ ॥

দপাবিত্র্যমপি কর্ত্তুং প্রবিশতীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

যস্য লবেন ছেদেন ব্যথায়া লবোঽপি লেশোঽপি ন ভবতি। যস্য পরিবৃদ্ধৌ সত্যাং সর্ব্বো-জনো বিদুনোতিবিশেষেণ উপতপ্তো ভবতি। দুনোতিরয়মকর্ম্মকোঽপ্যস্তি দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন·দুনোমীত্যাদি গীতগোবিন্দদৃষ্টত্বাৎ। তথাভূতান্নখলোমতঃ খলোঽন্যো ন মতঃ ন জ্ঞাতঃ। যে নখা যানি লোমানি চ ছেদয়িতুমিষ্টানি তৎস্বরূপ এব খলোঽনুভূতস্তাদ্ধর্ম্ম্যাদি-ত্যর্থঃ। তমেতাদৃশং অবদ্ধাঃ স্বতন্ত্রাঃ কিল নিশ্চিতং কে ন সংত্যজেয়ুঃ। যে বদ্ধাস্তৎপারবশ্য বন্ধনে পতিতাস্ত এব ন ত্যজেয়ুরিতি। নখলোমান্যপি কারাগারস্থা এব ন ত্যজেয়ুরিত্য-নেনাপি সাধর্ম্ম্যং। তমিত্যস্য পুংস্ত্বনির্দ্দেশো দার্ষ্টান্তিকপক্ষস্যৈব প্রাধান্যাৎ। পূর্ব্বত্র তনু-ভাক্ শব্দোক্তানাং বিদুষাং পরকৃতকাব্যদোষোদ্ধৃত্যা তন্নিষ্ঠরসালঙ্কারগুণাদিপ্রকাশকত্বেন চ ঘটপটাদিনিষ্ঠতিমিরমাত্রহারকতত্তদ্রূপাদিপ্রকাশকদীপেনসাধর্ম্ম্যং। খলানাং পুনঃ সতোঽপি গুণালঙ্কারাদীনাচ্ছাদ্য কাব্যলোপচিকীর্ষয়া কেবলদোষাসঞ্জনমেব কুর্ব্বতাং মুখ-পাণ্যাদি সৌন্দর্য্যাচ্ছাদক দেহশোষক নখলোমসাধর্ম্ম্যমিতি বিবেকঃ। আত্মন ইত্যাদি দ্বয়ং

শর্করাদি খণ্ডরূপ মলকেও গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তুমি সেই পবিত্রস্থানে নিজস্পর্শ হেতু অপবিত্র করিবার নিমিত্ত প্রবেশ কর ॥ ১৩ ॥

যাহার (খলের) ছেদন হইলে ব্যথার লেশও হইতে পারে না এবং যাহার প্রাদুর্ভাব হইলে সকল লোকে বিশেষরূপে উপতপ্ত হইয়া থাকে, সকলেই সেই খলজনকে নখ এবং লোম হইতে অন্য বলিয়া জানেন না, অর্থাৎ নখ এবং লোমের সমান দূষিত বোধ করেন। অতএব কোন্ স্বাধীন ব্যক্তি এতাদৃশ খলজনকে না পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ?। যাহারা খলগণের অধীনতাবন্ধনে নিপতিত, তাহারই কেবল তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। যাহারা কারাগারস্থিত তাহারাই কেবল নখ লোম সকল ত্যাগ করে না, অতএব নখ লোমের সহিত খলদিগের সাধর্ম্ম্য রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

আনন্দবৃন্দাবননামধেয়াং, চম্পূমিমাং কৃষ্ণচরিত্রচিত্রাং। *
মনোবিনোদায় রসগ্রহাণাং, চক্রে স্বমোদায় চ কর্ণপূরঃ ॥১৫॥
যথা তথা স্যুঃ কুসুমানি মালা, চিত্রায়তে গুম্ফনকৌশলেন।
তত্রাপি চেত্তানি সুসৌরভাণি, ভবন্তি রম্যাণি তদা পুনঃ কিং ॥১৬॥

সামান্যত এব সাধূনামুত্তমত্বতারতম্যজ্ঞাপকং। তথা নির্ম্মলয়সীত্যাদিদ্বয়ং খলানামধমত্বতারতম্যজ্ঞাপকমিত্যেবং পদ্যচতুষ্টয়ং মধ্যপদ্যদ্বয়ানুরোধেন কাব্যপ্রকরণ এব ব্যাখ্যাতমিতি ॥১৪॥

ইমাং চম্পূং গদ্যপদ্যময়ী যা সা চম্পূরিত্যভিধীয়ত ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণাং আনন্দানাং বৃন্দং অবতি পালয়তি তথাভূতং নামধেয়ং যস্যাস্তাং। শ্লেষেণ আনন্দরূপং বৃন্দাবনং বৃন্দাবনসম্বন্ধিকৃষ্ণচরিত্রঞ্চ বর্ণনীয়ত্বেন বর্ত্ততে যত্র তন্নামধেয়ং যস্যাস্তাং। কবিকর্ণপূর ইতি নাম্নো ভগবতা কৃতত্বাৎ স্বকথনদোষসহনেনাপি তন্নির্দ্দেশঃ। তত্রাপ্যতিলজ্জয়া কবিশব্দাপ্রয়োগঃ ॥ ১৫॥

সুসৌরভাণি দশমস্কন্ধসম্বন্ধি কৃষ্ণচরিত্ররূপত্বেন রম্যাণি তত্রাপি বৃন্দাবনীয়ত্বেন সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

লজ্জাবশতঃ নিজে কবিশব্দ প্রয়োগ না করিয়া গ্রন্থকার নিজের "কর্ণপূর" এই নাম নির্দ্দেশকরত গ্রন্থের নামকরণ করিতেছেন। রসগ্রাহক লোকদিগের চিত্তবিনোদের নিমিত্ত এবং আপনার আনন্দের নিমিত্ত, কর্ণপূর, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রচিত্রিত, আনন্দবৃন্দাবন নামক এই চম্পূ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। গদ্য পদ্য এই উভয়াত্মক কাব্যের নাম চম্পূ, অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। আনন্দের বৃন্দ অর্থাৎ সমূহ, তাহাকে 'অবতি' অর্থাৎ পালন করে এইরূপে 'আনন্দবৃন্দাবন' শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। অথচ, পক্ষান্তরে আনন্দরূপ বৃন্দাবন অর্থাৎ বৃন্দাবনসম্বন্ধীয় কৃষ্ণচরিত্রসকল ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ অর্থও উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যে কোন প্রকারে পুষ্প সকল উৎপন্ন হউক্ কিন্তু নির্ম্মাণকৌশলদ্বারা মালা বিচিত্র হইয়া থাকে। তথাপি যদি সেই সকল পুষ্প সুন্দর সৌরভপূর্ণ এবং রমণীয় হয়, তাহা হইলে আর তথায় কি অভাব রহিল? তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধোক্ত কৃষ্ণচরিত্ররূপে

---

* কৃষ্ণচরিত্রবিচিত্রাং ইতি পাঠান্তরং। তথা সতি উপজাতি ভবতি।

অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারমপি ন বৈকুণ্ঠসারং। বপ্রভূতেষ্বপি নবপ্রভূতেষু চিন্মহঃসু সমুৎপন্নং। অকৃতকমপি কৃতকং প্রকৃতিসিদ্ধ-

বর্ণনীয়ানাং শ্রীকৃষ্ণবিলাষমহারত্নানাং খনিভূতত্বাৎ প্রথমং সপরিকরং বৃন্দাবনং বর্ণয়তি। অত্র দীর্ঘদীর্ঘেষু গদ্যেষু সুখবোধার্থং বাক্যমধ্যেঽপ্যঙ্কা দেয়াঃ। অতিহ্রস্বেষু তেষু বহুবাক্যান্তেঽপি ক্বাপি টীকাভাবাদপীত্যেবমত্র নাস্তি নিয়ম ইতি। বৃন্দাবনং নাম বনমস্তি। বর্ত্তমানপ্রয়োগোঽস্য নিত্যত্ববোধকঃ। সকলেভ্যো বৈকুণ্ঠেভ্যঃ সারং শ্রেষ্ঠমপি ন বৈকুণ্ঠসারং ন বৈ নিশ্চিতং কুণ্ঠঃ সারো বলং যস্য তৎ। সতাপি মহতা পরমৈশ্বর্য্যেণ ন কুণ্ঠীভূতং মহামাধুর্য্যরূপং বলমস্যেত্যর্থঃ। এবমাদিষু শব্দমাত্রেণৈব বিরোধাৎ বিরোধাভাস ইতি। বপ্রভূতেষু কেদাররূপেষু চিন্মহঃসু সম্যগুৎপন্নমিতি প্রতীতিমাত্রত্বজ্ঞাপনায় বস্তুতস্তু অনাদিসিদ্ধমেব। পুংনপুংসকয়োর্বপ্রঃ কেদারঃ ক্ষেত্রমিত্যমরঃ। চিন্মহসামপি জাতিপরিণামাভ্যামুৎকর্ষমাহ। নবানি নিত্যনবনবোদ্ভাসমানানি চ অনুরাগবিবর্ত্তময়ত্বাৎ প্রভূতানি প্রচুরতমানি চ পরিপূর্ণতমত্বাৎ তেষু। অকৃতকং অকৃত্রিমং কৃতকং কৃতং কং সুখং যেন তৎ প্রকৃত্যা স্বভাবেন স্বরূপশক্ত্যৈব সিদ্ধং ন প্রকৃত্যা মায়াশক্ত্যা সিদ্ধং। অকারো বিষ্ণুস্তস্য নিত্যরূপাণি ভূতানি প্রাণিনঃ পৃথিব্যাদীনি বা যত্র তৎ। যুক্তেক্ষ্মাদাবৃতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিম্বিত্যমরঃ। শোভনা রসা আস্বাদা যেষাং তথাভূতৈরর্থৈঃ ফলাদিবস্তুভিঃ

সৌরভযুক্ত হওয়ায় রমণীয়, তাহার মধ্যে আবার বৃন্দাবনসংক্রান্ত কথায় সকল লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে ॥ ১৬ ॥

অধুনা কৃষ্ণবিলাসরূপ মহারত্নের আকরস্বরূপ বৃন্দাবনের সবিস্তরে বর্ণনা করিতেছেন—বৃন্দাবননামে এক বন আছে। এই বন সমস্ত বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও নিশ্চয়ই ইহার বল কুণ্ঠিত হয় না, অর্থাৎ মহৎ পরম ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদ্বারা মহামাধুর্য্যরূপ বল কুণ্ঠিত হয় না। ইহা নবনব প্রকাশমান এবং প্রচুরতম, ক্ষেত্রস্বরূপ চিৎশক্তির তেজোরাশিতে সম্যক্‌রূপে উৎপন্ন। কিন্তু বাস্তবিক ইহা অনাদিকাল প্রসিদ্ধ । ইহা অকৃত্রিম হইলেও কৃতক, অর্থাৎ ইহাদ্বারা সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা 'প্রকৃতিসিদ্ধ' অর্থাৎ স্বরূপশক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইলেও 'অপ্রকৃতিসিদ্ধ' অর্থাৎ মায়াশক্তিদ্বারা সিদ্ধ নহে । অতএব ইহা 'নিত্যভূত' নিত্যস্বরূপ হইলেও 'অনিত্যভূত' অর্থাৎ অশব্দে বিষ্ণু তাঁহার

মপি অপ্রকৃতিসিদ্ধং। অতএব নিত্যভূতমপি অনিত্যভূতং স্বরসার্থ-বহুলমপি সুরসার্থদুর্ল্লভং ॥ ১৭ ॥

বিপল্লবৈরপি বিপল্লবস্যাপ্যপদৈরপ্রসবৈরপি সুপ্রসবৈঃ। লীলায়তনৈরপি অলীলায়তনৈঃ শাখিভিরাকীর্ণং মন্দারবহুলমপি অমন্দারং। বকুলৈরপি নবকুলৈস্তমালৈরপি নতমালৈরুপশোভিতং ॥ ১৮ ॥

শৃঙ্গারাদিরসৈর্বা বহুলং। সুরাণাং দেবানাং সার্থৈঃ সমূহৈর্দুর্ল্লভং। সঙ্ঘসার্থৌ তু জন্তুভিরিত্যমরঃ ॥ ১৭ ॥

শাখিভির্বৃক্ষৈরাকীর্ণং ব্যাপ্তং। কীদৃশৈঃ। বিশিষ্টাঃ পল্লবা যেষাং তৈঃ। বিপদাং লবস্য লেশস্যাপ্যপদৈঃ। ন বিদ্যতে প্রসবো জন্ম যেষাং তৈ নির্ত্যসিদ্ধত্বাৎ। শোভনাঃ প্রসবাঃ পুষ্পফলাদয়ো যেষাং তৈঃ। প্রসবস্তু ফলে পুষ্পে বৃক্ষাণামিতি বিশ্বঃ। লীলানামায়তনৈর্গৃহরূপৈঃ অলীনাং ভ্রমরাণাং ইলা বাচস্তাসাং অযতনং যত্নাভাবঃ সৌলভ্যং যত্র তৈঃ। ভূ গো-

---

পৃথিব্যাদি নিত্যপ্রাণি সকল ইহাতে বিদ্যমান আছে । যাহাদিগের অস্বাদ উৎকৃষ্ট, ঈদৃশ ফলপ্রভৃতি বস্তু, অথবা শৃঙ্গারাদি রসদ্বারা ইহা বহুল হইলেও সুরসার্থ অর্থাৎ দেবগণের দুর্ল্লভ হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

যে সকল বৃক্ষ বিপল্লব, অর্থাৎ বিশিষ্ট পল্লবযুক্ত হইলেও ‘বিপল্ল-বের’ অর্থাৎ অনুমাত্র বিপদের আস্পদস্বরূপ নহে, যে সকল বৃক্ষ ‘অপ্র-সব’ অর্থাৎ নিত্য হইয়াও ‘সুপ্রসব’অর্থাৎ উত্তমফল পুষ্পে পরিশোভিত এবং যে সকল তরু ‘লীলায়তন’ অর্থাৎ লীলার আস্পদ হইয়াও ‘অলী-লায়তন’ অর্থাৎ অলিগণের ‘ইলা’ বাক্যের ‘অযতন’ যত্নাভাব বা সুল-ভতাযুক্ত,এইরূপ বৃক্ষসমূহদ্বারা বৃন্দাবনপরিব্যাপ্ত । এই বৃন্দাবন ‘মন্দার বহুল’ অর্থাৎ বহুবিধ দেবতরুযুক্ত হইয়াও ‘অমন্দার’ অর্থাৎ অমন্দ বা সাধুগণের ‘আর’ অর্থাৎ গমন ইহাতে হইয়া থাকে। এই বৃন্দাবন ‘নবকুল’ অর্থাৎ যাহাদের সমূহ নূতন, এরূপ বকুলবৃক্ষশ্রেণী, এবং ‘নতমাল’ অর্থাৎ যাহাদিগের শ্রেণী নত হইয়াছে, এইরূপ তমালবৃক্ষ শ্রেণীদ্বারা পরিশোভিত ॥ ১৮ ॥

কিং বহুনা—ভগবদ্বপুরিব উজ্জৃম্ভমাণমন্মথকরজরেখা রক্ত-চন্দনধবলকুচপ্রিয়ালতালীভৃঙ্গরূপং পুরুকরুণঞ্চ ॥ ১৯ ॥

মুনিমণ্ডলমিব শাণ্ডিল্যলোমশাদিসহিতং উপনতবানপ্রস্থ-

বাচস্থিড়া ইলা ইত্যমরঃ। মন্দারৈর্দেবতরুভির্বহুলং। অমন্দানামুত্তমানামেব আরোগগমনং যত্র তৎ। ঋ গতৌ ঘঞন্তঃ। নবকুলৈ র্নূতনসমূহৈঃ। নতা নম্রা মালা শ্রেণী যেষাং তৈঃ ॥১৮॥

উজ্জৃম্ভমাণেন উদ্গচ্ছতা মন্মথেন কামেন হেতুনা যাঃ করজলেখাঃ নখরেখাস্তাভীরক্তৌ চন্দনেন ধবলৌ কুচৌ যাসাং তাঃ প্রিয়া এব লতাল্যস্তাসু ভৃঙ্গরূপং। পক্ষে উজ্জৃম্ভমাণং প্রকাশমানং মন্মথাদীনাং বৃক্ষভেদানাং রূপং সৌন্দর্য্যং যত্র তৎ। তত্র মন্মথঃ কপিত্থঃ করজলেখা করঞ্জশ্রেণী রক্তচন্দনধবৌ প্রসিদ্ধৌ লকুচো ডেহুআ ইতি খ্যাতঃ। অত্র কচিদপভ্রংশভাষা প্রায়ো গৌড়ীয়ানামেব লিখ্যতে। তালী তাড়িপত্র ইতি খ্যাতঃ। ভৃঙ্গং গুড়ত্বক্ ইতি। কপিত্থে স্যুর্দধিত্থগ্রাহি মন্মথাঃ। করজশ্চ করঞ্জকে। লকুচো নিকুচো ডহুঃ। রাজাদনং প্রিয়ালঃ স্যাৎ। তালী খর্জ্জূরী চ তৃণদ্রুমাঃ। ত্বক্‌পত্রং স্যুৎকটং ভৃঙ্গমিত্যমরঃ। পুরুকরুণং বহুকৃপাযুক্তং বহুকরুণবৃক্ষযুক্তঞ্চ। ইত্যেবমাদিষু উজ্জৃম্ভমাণেত্যাদি শব্দমাত্র সাম্যেনৈবোপমা সকলফলং পুরমেতজ্জাতং সংপ্রতি সিতাংশুবিম্বমিবেত্যাদিবৎ বিরোধাভাস ইব উপমাভাসোঽয়মিতি কশ্চিৎ ॥ ১৯ ॥

শাণ্ডিল্যেতি স্পষ্টং। পক্ষে। শাণ্ডিল্যো বিল্বতরুঃ। লোমশা জটামাংসী। বিল্বে শাণ্ডিল্য-

---

অধিক কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরীরের ন্যায়, উদ্গতমন্মথহেতু করজরেখা বা নখচিহ্নসমূহদ্বারা রক্ত এবং চন্দনদ্বারা ধবলবর্ণ যাহাদিগের ‘কুচ’ হইয়াছে, এই প্রকার ‘প্রিয়া’ সকলই ‘লতালী’ বা লতাশ্রেণীদিগের ভৃঙ্গরূপ এবং ‘বহুকরুণ’অর্থাৎ বহুকৃপাযুক্ত। পক্ষান্তরে প্রকাশমান মন্মথ (কপিত্থ) করজলেখা (করম্‌জাবৃক্ষশ্রেণী) রক্তচন্দন, ধব (বৃক্ষবিশেষ) লকুচ (ডেহুআ) প্রিয়াল বা রাজাদনবৃক্ষ, তালী (তাড়িপত্র) এবং ভৃঙ্গ অর্থাৎ গুড়ত্বক্ এই সকলবৃক্ষের রূপ বা সৌন্দর্য্য, বৃন্দাবনে বিরাজমান, এবং এই বৃন্দাবন বহুকরুণ, অর্থাৎ বহুতর করুণ বৃক্ষযুক্ত ॥ ১৯ ॥

এই বৃন্দাবন মুনিমণ্ডলের ন্যায় শাণ্ডিল্য এবং লোমশপ্রভৃতি মুনিগণ সমবেত, বানপ্রস্থ বা তৃতীয়াশ্রম প্রবিষ্ট মুনিগণ তথায় উপনীত,

গণঞ্চ গায়ত্রীজপাকুলিতঞ্চ। সমরস্থলমিব অম্লানবাণকরবীরকুলাকুলিতং। চর্ম্মিনির্ম্মিতক্রীড়ঞ্চ পীলুপরিবৃতঞ্চ ॥ ২০ ॥

কুরুপাণ্ডবায়োধনমিব গাঙ্গেয়ারুষ্করার্জ্জুনশরপরিপূর্ণং শিখণ্ডি

শৈলূষৌ। জটামাংসী জটিলা লোমশামিসীত্যমরঃ। বানপ্রস্থস্তৃতীয়াশ্রমী মহুআ ইতি খ্যাতঃ মধূকশ্চ। মধূকেতু গুড়পুষ্প মধুদ্রুমৌ বানপ্রস্থমধুষ্ঠীলাবিত্যমরঃ। গায়ত্রীতি স্পষ্টং পক্ষে গায়ত্রী খদিরঃ জপা ওড্রপুষ্পং। গায়ত্রী বালতনয়ঃ খদিরো দন্তধাবনঃ। ওড্রপুষ্পং জপা ইত্যমরঃ। সমরস্থলং যুদ্ধস্থানং অম্লানবাণযুক্তঃ করো যস্য তথাভূতেন বীরকুলেন আকুলিতং ব্যাপ্তং। পক্ষে অম্লানাদীনাং কুলেন ব্যাপ্তং অম্লানস্তু মহাসহা নীলা ঝিণ্টীদ্বয়োর্বাণা ইত্যমরঃ। চর্ম্মিভি র্যোধবিশেষৈঃ কর্ত্তৃভি র্ভূর্জ্জবৃক্ষৈঃ করণৈশ্চ নির্ম্মিতা ক্রীড়া যত্র তৎ। ভূর্জ্জে চর্ম্মিমৃদুত্বচাবিত্যমরঃ। পীলুর্হস্তী বৃক্ষভেদশ্চ। দ্রুমপ্রভেদমাতঙ্গকাণ্ডপুষ্পাণিপীলব ইত্যমরঃ ॥২০॥

আয়োধনং যুদ্ধং গাঙ্গেয়স্য ভীষ্মস্য অরুস্করা ব্রণকরা যে হর্জ্জুনশরাস্তৈঃ পরিপূর্ণং। ব্রণোহস্ত্রিয়ামীর্মরুরিত্যমরঃ। পক্ষে গাঙ্গেয়ং স্বর্ণং তন্নামা নাগকেশরঃ অরুস্করো ভল্লাতকী অর্জ্জুনশরৌ প্রসিদ্ধৌ। নাগকেশরঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ। বীরবৃক্ষো হরুষ্করো হগ্নিমুখী ভল্লাতকী

এবং গায়ত্রী জপদ্বারা আকুলিত। পক্ষান্তরে বৃন্দাবন 'শাণ্ডিল্য' অর্থাৎ বিল্ববৃক্ষ, 'লোমশ' অর্থাৎ জটামাংসী প্রভৃতি বৃক্ষগণ সমন্বিত, 'বানপ্রস্থ' অর্থাৎ মধূক (মহুআ) বৃক্ষ সমবেত এবং 'গায়ত্রী' অর্থাৎ খদিরবৃক্ষ এবং 'জপ' অর্থাৎ জবাবৃক্ষদ্বারা আকুলিত। সমরস্থল, অম্লান বাণযুক্ত যাহাদিগের কর, ঈদৃশ বীরকুলদ্বারা ব্যাপ্ত, তথা চর্ম্মী অর্থাৎ চর্ম্মধারী যোদ্ধা সকল ঐ সমরস্থলে ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং পীলু বা হস্তিসমূহকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, সেইরূপ বৃন্দাবনও অম্লান অর্থাৎ মহাসহাবৃক্ষ, বাণ অর্থাৎ ঝিণ্টী (ঝাঁটা) বৃক্ষ এবং করবীরসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত, চর্ম্মী অর্থাৎ ভূর্জ্জবৃক্ষসকল ইহাতে ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং পীলুবৃক্ষ শ্রেণীদ্বারা ইহা পরিব্যাপ্ত ॥ ২০ ॥

কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ যেরূপ 'গাঙ্গেয়' অর্থাৎ গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের 'অরুস্কর' অর্থাৎ পীড়াকারক অর্জ্জুনের শরদ্বারা পরিপূর্ণ এবং শিখণ্ডী অর্থাৎ দ্রুপদরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক ভূষিত, সেইরূপ বৃন্দাবনও গাঙ্গেয় অর্থাৎ স্বর্ণাখ্য নাগকেশর, 'অরুস্কর' অর্থাৎ ভল্লাতকীবৃক্ষ, অর্জ্জুনবৃক্ষ

মণ্ডিতঞ্চ স্বমিব নিরন্তরাশোকাতিমুক্তপুরুষপ্রায়ং ॥ ২১ ॥

নিরন্তরাল বিরাজমানজ্যোতিশ্চক্রমপি অবিকর্ত্তনং অনিশেশং

ত্রিষ্বিত্যমরঃ। শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্রঃ। পক্ষে ময়ূরঃ। যদ্বা। শিখণ্ডিপদেন কথঞ্চিদ্গুঞ্জা-যূথিকয়োরপ্যভিধানং। গুঞ্জায়াং যূথিকায়াং শিখণ্ডিনীতি বিশ্বঃ। স্বমিব বৃন্দাবনমিব নিরন্তরং সদা অশোকাঃ শোকরহিতাঃ অতিমুক্তা মুক্তানতিক্রান্তা ভক্তা যে পুরুষাস্তৎপ্রায়ং, প্রায়ো ভূম্ন্যন্ত গমনে চেত্যমরঃ। পক্ষে নিরন্তরা নিরবকাশা নিবিড়া ইতি যাবৎ। অশোকা অতিমুক্তা মাধবীলতা পুরুষাঃ পুন্নাগাস্তৎপ্রায়ং। অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ স্যাদ্বাসন্তী মাধবীলতা। পুন্নাগে পুরুষস্তুঙ্গ ইত্যমরঃ ॥ ২১ ॥

নিরন্তরালং নিবিড়ং যথা ভবত্যেবং বিরাজমানং জ্যোতিশ্চক্রং যত্র তথাভূতমপি অবিকর্ত্তনং সূর্য্যরহিতং অনিশেশং চন্দ্রশূন্যমিত্যাদীত্যেবমর্থমুদ্ভাব্য বিরোধঃ। বস্তুর্থশ্চ। নিবিড়ং বিরাজমানং জোতিষাং কান্তীনাং চক্রং সমূহো যস্য তৎ। যদ্বা। নিরন্তরং সর্ব্বদা অলবিলবশ্ছেদস্তদ্রহিতং কেনাপ্যনাশ্যমিত্যর্থঃ। তত্রত্যানামচ্ছেদকমিতি বা রাজমানজ্যোতিঃ প্রদীপ্ততেজস্কং চক্রং সুদর্শনাখ্যং যত্র তৎ। চক্রেণ রক্ষিতা মথুরেতি শ্রুতেঃ। যদ্বা। নিরন্তরমেব অলবিরাজমানং রবিণা বিনৈব রাজমানমিত্যর্থঃ রলয়োরৈক্যস্মরণাৎ জ্যোতিশ্চক্র

এবং শরবৃক্ষদ্বারা পরিপূর্ণ এবং শিখণ্ডীঅর্থাৎ ময়ূরগণভূষিত,অথবা গুঞ্জা (কুঁচ) তথা যূথিকাকর্ত্তৃক অলঙ্কৃত। বৃন্দাবন যেরূপ নিরন্তর 'অশোক' অর্থাৎ শোকরহিত, অতিমুক্ত অর্থাৎ মুক্তদিগকেও অতিক্রম করিয়াছে এরূপ ভক্তপুরুষগণ, প্রায়ই বাস করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাতেও 'নিরন্তর' অর্থাৎ নিবিড় অশোকবৃক্ষ,'অতিমুক্ত' অর্থাৎ বাসন্তীলতা এবং 'পুরুষ' অর্থাৎ পুন্নাগবৃক্ষের আধিক্য আছে ॥ ২১ ॥

তথায় নিবিড়রূপে জ্যোতিশ্চক্র বিরাজ করিতেছে। তথাপি সেই বৃন্দাবনে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু, কেহই নাই, অথচ নিস্তারকারক। অথবা বৃন্দাবনের কান্তি সমূহ নিবিড়রূপে বিরাজমান। বৃন্দাবনে যে সুদর্শন নামে চক্র বিরাজমান আছে, তাহার জ্যোতি প্রদীপ্ত এবং সেই জ্যোতি সর্ব্বদাই অবিনশ্বর। কারণ, বেদে উক্ত হইয়াছে যে, মথুরা শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র দ্বারা রক্ষিত অথবা ইহার প্রকাশমণ্ডল রবি ব্যতিরেকেও নিরন্তর বিরাজিত

অভৌমং বিবুধং অজীবং অকবিগম্যং অমন্দং বিকেতু বিতমঃ নিস্তারকং ॥ ২২ ॥

স্বতেজসা তু সুভাস্বৎ সুপীযূষকিরণং সুমঙ্গলং সুবুধং সুজীবং

প্রকাশমণ্ডলং যত্র তৎ। অবিকর্ত্তনেত্যাদি সূর্য্যচন্দ্রাদিরহিতমিত্যেষোঽর্থো ঽত্রাপি পক্ষে সঙ্গমনীয়ঃ। ন তত্র সূর্য্যো নচ চন্দ্রতারকে ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কবিঃ শুক্রঃ মন্দঃ শনিঃ তমোরাহুঃ। অর্থান্তরঞ্চ। ন বিদ্যতে বিশেষেণ কর্ত্তনং কালাদিভির্নাশো যত্র তৎ। অনিশমেব ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্র অনিশং ঈষ্টে ইতি বা। অভৌমং ন ভূমিবিকারঃ অপ্রাকৃতত্বাৎ। বিশিষ্টা বুধা বিজ্ঞা যত্র তৎ। অজীবং অবিদ্যাবৃত পুরুষরহিতং। অকবিগম্যং ন কবেঃ পণ্ডিতস্যাপি গম্যং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ। অমন্দং উত্তমং বিকেতু উৎপাতাদিচিহ্নরহিতং। কেতুর্দ্যুতৌ পতাকায়াং গ্রহোৎপাতাদি লক্ষ চেতি বিশ্বঃ। বিতমঃ বিগততমোগুণং নিস্তারকং নিস্তারকর্তৃ ॥ ২২ ॥

নন্বন্যদেশবত্তত্রাপি সূর্য্যাদয়ঃ প্রতীয়ন্ত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ স্বতেজসেত্যাদি। স্বকান্ত্যা তু সুভাস্বদিতি স্বীয়চিচ্ছক্তিপ্রকাশবিশেষময়ত্বাদপ্রাকৃতা এব সূর্য্যাদয়ঃ প্রাকৃতা ইব প্রতীয়ন্তে

আছে। বেদেও উক্ত হইয়াছে, তথায় সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই এবং তথায় নক্ষত্র সকলও নাই ।এইকারণে বৃন্দাবন অবিকর্ত্তন, অর্থাৎ কালাদিদ্বারা ইহার নাশও নাই,'অনিশেশ' অনিশ কৃষ্ণই ইহাতে ঈশ্বর,অভৌম, ইহা প্রাকৃতিক ভূমিবিকার নহে, বিবুধ, ইহাতে বিশিষ্ট বিজ্ঞ আছেন, 'অজীব' ইহাতে অবিদ্যাবৃত পুরুষ নাই, দুর্জ্ঞেয় বলিয়া সুপণ্ডিতেরও এই স্থানে প্রবেশাধিকার নাই, আনন্দ অর্থাৎ ইহা উৎকৃষ্ট, বিকেতু, অর্থাৎ উৎপাত প্রভৃতি চিহ্ন সকল, এইস্থানে বিদ্যমান নাই এবং ইহা বিতম অর্থাৎ তমোগুণশূন্য এবং নিস্তারকারক ॥ ২২ ॥

এই বৃন্দাবন স্বকীয় তেজোদ্বারা উত্তমরূপে সূর্য্য, উত্তমরূপে চন্দ্র, উত্তমরূপে মঙ্গল, উত্তমরূপে বুধ, উত্তমরূপে বৃহস্পতি,উত্তমরূপে শুক্র, উত্তমরূপে ভানুপুত্র শনি, উত্তমরূপে কেতু এবং উত্তমরূপে রাহু বিরাজমান আছে এবং এই বৃন্দাবনসুখে লোকদিগকে উত্তীর্ণকরিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে ঐ বৃন্দাবন স্বীয় কান্তিদ্বারা, সুভাস্বৎ অর্থাৎ শোভনপ্রভাযুক্ত, সুপীযূষকিরণ অর্থাৎ ইহাতে শোভন অমৃতময় কিরণরাশি বিদ্য-

সুকবিগম্যং সুভানবং সুকেতু সুতমঃ সুতারকং ॥ ২৩॥

ভূবিশেষকমপি ন ভূবিশেষকং সদা সক্ষণমপি ক্ষণরহিত

শ্রীকৃষ্ণস্য নরলীলত্ববৎ তৎপরিকরাণাং তেষামপি তথাতথালীলত্বমিত্যর্থঃ। তথাহু ভ ভাগবতামৃতে। প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যো হন্যে চন্দ্রসূর্য্যাদয়োগ্রহাঃ। লীলাহৈরন্বভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইবেতি। সুভানবং শোভনো ভানুপুত্রঃ শনির্যত্র তৎ। সুভাস্বদিত্যাদীনা পূর্ব্ববদর্থান্তরঞ্চ। সুভাস্বৎ শোভনচ্ছবিযুক্তং শোভনাঃ পীযূষময়াঃ কিরণা অংশবো যত্র ত শোভনাভির্ভাভিঃ কান্তিভির্নবং সুকেতু শোভনপতাকং সুতমঃ শোভনং সুখদায়ি তমো হন্ধকারো যত্র তৎ ব্রজাঙ্গনানাং কৃষ্ণাভিসারসাহায্যকারিত্বাৎ শোভনং তারকং মোক্ষদায়ক শক্তিবিশেষো যত্র তৎ ॥ ২৩॥

ভুবঃ পৃথিব্যা বিশেষকং তিলকরূপং। তমালপত্রতিলকচিত্রকাণি বিশেষকমিত্যমরঃ। ন ভূবিশেষকং প্রাকৃতো ভূমিবিশেষো ন তদিত্যর্থঃ। স্বার্থিকাঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনানাতি বর্ত্তন্ত ইতি কনন্তস্য ক্লীবত্বং। অয়মর্থঃ। যথা মহাবৈকুণ্ঠনাথাদ্যংশিনোহপি শ্রীকৃষ্ণস্য নরলীলত্বং তথা তদ্ধাম্নো বৃন্দাবনস্যাপি মহাবৈকুণ্ঠাদ্যংশিত্বেহপি ভূবিশেষলীলত্বং অতএব ভূতিলকায়মানত্বং। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তে তু শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতিত্বেহপি ন প্রাকৃতনরত্বং যথা তথা বৃন্দাবনস্যাপি ভূবিশেষাকৃতিত্বেহপি ন প্রাকৃত ভূবিশেষত্বমিতি। এতদেবাস্য বৈকুণ্ঠতো বৈলক্ষণ্যং যদযুগপদেব বাস্তব মিথ্যাবিরোধি ধর্ম্মদ্বয়াশ্রয়ত্বেন অকৃতত্বেহপি কৃতত্বং ক্ষণ রাহিত্যেপি ক্ষণসাহিত্যং পরিচ্ছিন্নত্বেহপি ব্যাপকত্বমিত্যেবং প্রায়ঃ সর্ব্বত্রৈবার্থান্তরং বিনৈব সিদ্ধান্তবিশেষ প্রতিপত্ত্যৈ ব্যাখ্যেয়মিতি। সক্ষণং সোৎসবং ক্ষণেন বিকারহেতু কালেন

মান আছে, সুমঙ্গল ঐস্থানে সকলেরই মঙ্গল ঘটে, সুবুধ উৎকৃষ্ট পণ্ডিত সকল ঐস্থানে বিরাজমান, সুজীব অর্থাৎ বৃন্দাবনের জীবগণ উৎকৃষ্ট, সুকবিগম্য অর্থাৎ সাধুপণ্ডিতেরাই ইহাঁর মহিমা অবগত হইতে পারেন, সুভানব অর্থাৎ শোভনপ্রভাদ্বারা নব, সুকেতু অর্থাৎ ইহাতে সুন্দর পতাকা আছে, সুতম অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনাগণ অভিসারপথে গমন করিবে বলিয়া বৃন্দাবনের অন্ধকারও সুখদায়ক এবং সুতারক অর্থাৎ বৃন্দাবনে মোক্ষদায়ক শক্তিবিশেষ বিদ্যমান আছে ॥ ২৩॥

এইবৃন্দাবন 'ভূবিশেষক' অর্থাৎ পৃথিবীর তিলকস্বরূপ হইয়াও 'নভূবিশেষক' অর্থাৎ হইা প্রাকৃতিক ভূমি বিশেষ নহে। ইহা 'সক্ষণ' অর্থাৎ উৎসবসমবেত হইলেও 'ক্ষণরহিত' অর্থাৎ বিকারহেতু কালবির-

ব্যাপকমপি ন ব্যাপকং কিঞ্চন নিখিলগুণবৃন্দাবনং বৃন্দাবনং নাম বনং ॥ ২৪ ॥

যত্র হি—ক্বচিন্মরকতস্থলী কনকগুল্মবীরুদ্দ্রুমাঃ
ক্বচিৎ কনকবীথিকা মরকতস্য বল্ল্যাদয়ঃ।
ক্বচিৎ কমলরাগভূস্ফটিকগুল্মবীরুদ্দ্রুমাঃ
ক্বচিৎ স্ফটিকবাটিকা কমলরাগবল্ল্যাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

রহিতং। যদ্বা। নির্ব্ব্যাপারস্থিতিরহিতং। নির্ব্ব্যাপারস্থিতৌ কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণ ইত্যমরঃ। ব্যাপারো হ্যত্র ভগবল্লীলা এব। নব্যস্য স্তব্যস্য বস্তুনঃ প্রেম্নঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বা আপকং প্রাপকং পুস্তুতাবিত্যস্য রূপং। নিখিলগুণবৃন্দানি অবতি পালয়তি তথা তদিতি ॥২৪

বর্ণ বৈবিধ্যাদৌচিত্যেন সৌন্দর্য্য বৈচিত্রীমাহ ক্বচিৎ মরকতমণিময়ী স্থলী অকৃত্রিমভূমিঃ তত্র কনকময়া গুল্মলতা দ্রুমাঃ সন্তীত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তস্যাস্তীত্যস্য বচনপরিণামেনাপ্যনুষঙ্গঃ। এবমগ্রেঽপি যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ং। কনকবীথিকা কনকময়ী বর্ত্ম ভূমিঃ। যদ্বা ক্বচিদ্বনভূমৌ কনকপঙ্‌ক্তিঃ স্বর্ণশ্রেণ্যেব নতু মৃত্তিকাপুঞ্জস্তত্রৈব মরকতস্য বল্লিগুল্মদ্রুমাঃ ॥ ২৫ ॥

হিত, ইহা ব্যাপক হইলেও 'নব্যাপক' অর্থাৎ নব্য স্তবযোগ্য প্রেম বা শ্রীকৃষ্ণের প্রাপক, অপিচ, এই বৃন্দাবন নামক অরণ্য, নিখিলগুণ বৃন্দাবন, অর্থাৎ নিখিলগুণবৃন্দকে পালন করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

বিবিধবর্ণ থাকাতে ঔচিত্যবশতঃ বিবিধ সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেছেন যথা—বৃন্দাবনের যে কোন স্থানে মরকতমণিময় অকৃত্রিম ভূমি আছে, তথায় কনকময় তরু লতা ও গুল্ম সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন স্থানে কনকময় পথভূমি, অথবা কোন বনভূমিতে কেবল স্বর্ণশ্রেণী, কিন্তু মৃত্তিকাপুঞ্জ নাই এবং তাহাতেই মরকতের তরু লতা ও গুল্ম সকল বিরাজমান, কোনও স্থানে পদ্মরাগমণিময় ভূমি এবং তাহাতে স্ফটিকমণির গুল্ম, লতা ও বৃক্ষ সকল শোভমান, কোনও স্থানে স্ফটিকের বাটিকা এবং তাহাতে পদ্মরাগমণির তরু, লতা ও গুল্ম সকল বিরাজিত আছে ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ—ক্বচিন্মরকতদ্রুমাঃ কনকবল্লিভির্বেল্লিতাঃ
ক্বচিৎ কনকপাদপা মরকতস্য বল্লীজুষঃ।
ক্বচিৎ স্ফটিকভূরুহাঃ কমলরাগবল্লীভৃতো
দ্রুমাঃ কমলরাগজাঃ স্ফটিকবল্লিভাজঃ ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥

যত্রচ—ন সোঽস্তি মণিভূরুহো বিবিধরত্নশাখো ন যঃ
সুচিত্রমণিপল্লবা ন খলু যা ন শাখাশ্চ তাঃ।
ন তেঽপি মণিপল্লবা বিবিধরত্নপুষ্পা ন যে

ন কেবলং ভূমিদ্রুমাদ্যোরেব পরমৌচিত্যেন পরস্পর বিজাতীয়বর্ণ রত্নময়তয়া সৌন্দর্য্যং কিন্তু পরস্পরমিলিতয়োর্বৃক্ষবল্ল্যোরপীত্যাহ ক্বচিদিতি। বেল্লিতা ব্যাপ্তাঃ। বেল্লিতং কুটিলে প্রোক্তং বাচ্যবদ্বিধুতে প্লুতে ইতি বিশ্বঃ। এবমত্র পূর্ব্বোক্তা বক্ষ্যমাণাশ্চ বৃক্ষজাতয় এব কাশ্চিন্মরকতাদি মণিময্যঃ কেবলং পত্রাকৃতি স্কন্ধবিন্যাসাদিভিরেব পরিচীয়ন্তে কাশ্চন স্বরূপেণাপি স্থিতা জ্ঞেয়াঃ ভগবতো বিচিত্রলীলৌপয়িকত্বাৎ। অতএব ক্বচিৎ ক্বচিদিতি শব্দ-প্রয়োগঃ। নচৈবমাদীনামেতাদৃশত্বস্য কবিবর্ণনামাত্র প্রমাণত্বং বাচ্যং বহুতর পুরাণাগম-সংহিতাশ্রুতিভিরপ্যেবমেবোক্তত্বাৎ। কিন্তু তথাভূতত্বেন কদাচিৎ কৈশ্চিদ্দৃশ্যতে ন দৃশ্যতে চেত্যাদি স্তবকান্তে সপ্রমাণকং ব্যাখ্যাস্যতে ইতি ॥ ২৬ ॥

অথৈকস্মিন্নপি বৃক্ষে তথা বর্ণ বৈচিত্রীমাহ। স মণিভূরুহো নাস্তি বিবিধরত্নময্যঃ শাখা যস্য তথাভূতো যো ন স্যাৎ। তাশ্চ শাখা ন সন্তি সুচিত্রা বহুবর্ণা মণিময়াঃ পল্লবা যাসু তথাভূতা যা ন স্যুঃ। তেঽপি বিচিত্রা মণিপল্লবা ন সন্তি যে বিবিধরত্নময় পুষ্পা ন স্যুঃ।

অপিচ, কোনও স্থানে মরকতময় তরুসকল কনকলতাদ্বারা ব্যাপ্ত, কোনও স্থানে স্বর্ণময়বৃক্ষ সকল মরকতময়ী লতার সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কোথাও বা স্ফটিকময় বৃক্ষ সকল, পদ্মরাগমণিময়ী লতার শোভাকে ধারণ করিয়াছে এবং কোথাও বা পদ্মরাগমণিপ্রভ বৃক্ষসকল স্ফটিকময়ী লতার সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৬ ॥

অপর একবৃক্ষেতেও বর্ণ বৈচিত্র্য দেখাইতেছেন যথা—ঐ বৃন্দাবনে তাদৃশমণিময় বৃক্ষ নাই, যাহার শাখা সকল বিবিধরত্নময় নহে, তাদৃশ শাখা সকলও বিদ্যমান নাই,যে সকল শাখার বহুবর্ণমণিময়পল্লব সকল দেখা যায় না,তাদৃশ মণিপল্লব সকলও বিদ্যমান নাই যে,যাহাতে বিবিধ

ন পুষ্পনিকরোঽপ্যসৌ বিবিধগন্ধবন্ধু র্ন যঃ ॥ ২৭ ॥

যত্রচ—বিহারমণিপর্ব্বতপ্রকরতঃ পতদ্ভির্ম্মণি-
দ্রবৈরিব সুনির্ঝরৈঃ স্বয়মিতস্ততঃ পূরিতা।
স্থলস্থলরুহাং মণীতরমণিভিরাকল্পিতা
তথা মণিপতত্রিভির্বিলসিতালবালাবলী ॥ ২৮ ॥

যেঽমী তরবঃ পরমেষ্ঠিন ইব স্বয়ম্ভুবঃ। ধূর্জ্জটয় ইব সুজটাঃ। তরণয় ইব সুচ্ছায়াঃ। সনকাদয় ইব সদাবালাঃ। চন্দ্রা ইব সমা-

---

অসৌ পুষ্পনিকরোঽপি নাস্তি বিবিধা মালত্যাদি গন্ধা এব সজাতীয়ত্বাৎ বন্ধবো যস্য তথাভূতো যো ন ভবতি বিবিধানাং গন্ধানামাশ্রয়রূপত্বাদ্বন্ধুরিতি বা ॥ ২৭॥

যেষু বৃক্ষেষু আলবালানামাবলী অস্তি কীদৃশী স্থলানাং স্থলরুহাং বৃক্ষাণাঞ্চ মণিভ্য ইতরমণিভিরাসম্যক্ কল্পিতা নির্ম্মিতা। বিহারসম্বন্ধি মণিময়পর্ব্বতানাং প্রকরতো গলদ্ভি র্মণিদ্রবৈরিব সুন্দরনির্ঝরৈঃ পূরিতা ॥ ২৮ ॥

স্বয়মেব ভবন্তীতি স্বয়ম্ভুবঃ। তরুপক্ষে জটা জড় ইতি খ্যাতঃ। শিখা জটেত্যমরঃ। তরণয়ঃ সূর্য্যাঃ। ছায়া কান্তিঃ পক্ষে আতপাভাবশ্চ। সন্তি শোভনানি আলবালানি যেষাং তে। আহ্লাদিনঃ পাদাঃ কিরণাঃ অজ্ঘ্রয়শ্চ যেষাং তে। পাদা রশ্ম্যঙ্ঘ্রি তুর্য্যাংশা ইত্যমরঃ।

রত্নময়পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত নহে এবং তাদৃশ পুষ্পসমূহও বিদ্যমান নাই যে, যে সকল পুষ্প বিবিধগন্ধের বন্ধু নহে ॥ ২৭ ॥

অপিচ, বৃন্দাবনস্থিত বৃক্ষসমূহের যে সকল আলবাল আছে, তাহা বিহারসম্বন্ধীয় মণিময়পর্ব্বতসমূহ হইতে দ্রবীভূতমণিপুঞ্জের ন্যায় চারিদিকে স্বয়ং গলিত সুন্দর প্রস্রবণশ্রেণীদ্বারা পরিপূর্ণ তথা স্থল এবং স্থলজাতবৃক্ষশ্রেণীর মণিভিন্ন অন্য মণিসমূহদ্বারা নির্ম্মিত এবং তাহা মণিময় বিহঙ্গকুলদ্বারা পরিশোভিত ॥ ২৮ ॥

অপর, বৃন্দাবনে এই যে সকল বৃক্ষ আছে, ইহারা পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মার) ন্যায় স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ নিত্য,ইহারা ধূর্জটী (মহাদেব) সমূহের ন্যায় 'সুজটা' অর্থাৎ বহুতর শিখা (জটা) যুক্ত, তথা সূর্য্যসমূহের ন্যায় 'সুচ্ছায়া' অর্থাৎ সূর্য্যপক্ষে কান্তি এবং বৃক্ষপক্ষে আতপের অভাব সমন্বিত, সনকাদি ঋষিগণ যেমন 'সদাবাল' অর্থাৎ সর্ব্বদা বাল্যবিশিষ্ট, সেইরূপ

হ্লাদিপাদাঃ। ধনুর্ভৃত ইব সুবলিতকাণ্ডাঃ। বিলাসিন ইব সুবল্কলাঃ। সুরসৈনিকা ইব সদাচ্ছবিশাখাঃ ॥ ২৯ ॥

কাণ্ডা ইব যোধা ইব সুপত্রাঃ। স্বর্গা ইব বর্ষা ইব বিলসৎ সুমনসঃ ॥ ৩০ ॥

কাণ্ডা বাণাস্তরুশরীরযষ্টয়শ্চ। সুষ্ঠু বলন্ত্যঃ কলাঃ চতুঃষষ্টিসংখ্যা যেষাং। ক্বিবন্তো বলধাতুঃ। সদা অচ্ছো নির্ম্মলঃ বিশাখঃ কার্ত্তিকেয়ো যত্র পক্ষে সদাচ্ছবিঃ কান্তির্যাসু তথাভূতাঃ শাখাঃ যেষাং ॥ ২৯ ॥

সুপত্রাঃ কাণ্ডপক্ষে সুপক্ষাঃ যোধপক্ষে সুবাহনাঃ বৃক্ষপক্ষে সুদলাঃ। পত্রং বাহনপক্ষয়োঃ পত্রং পলাশং ছদনমিত্যমরঃ। সুমনসো দেবা মালত্যঃ পুষ্পাণি চ। সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ। সুমনা মালতী জাতিঃ। স্ত্রিয়ঃ সুমনসঃ পুষ্পমিত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥

বৃক্ষসকলও 'সদাবাল' অর্থাৎ সুন্দর আলবালযুক্ত, চন্দ্রসকল যেরূপ আহ্লাদিপাদ, অর্থাৎ আহ্লাদজনক কিরণযুক্ত, সেইরূপ তরুশ্রেণীও সুন্দর পাদ, অর্থাৎ মূলযুক্ত, ধনুর্দ্ধারি পুরুষদিগের যেরূপ 'কাণ্ড' অর্থাৎ বাণসকল সম্বলিত থাকে, সেইরূপ বৃক্ষদেরও কাণ্ড (গুঁড়ি) সকল সম্বলিত আছে, বিলাসিলোকদিগের যেরূপ 'সুবল্কল' অর্থাৎ চতুঃষষ্টি প্রকার কলা (শাস্ত্র) জ্ঞান থাকে, তাহাদের ন্যায় ইহারাও 'সুবল্কল' অর্থাৎ সুন্দর বল্কলবিশিষ্ট। সুরসৈনিকদিগের যেরূপ 'সদাচ্ছবিশাখ' অর্থাৎ সর্ব্বদা নির্ম্মল বিশাখ (কার্ত্তিকেয়) আছেন, সেইরূপ এই সকল বৃক্ষেরও 'সদাচ্ছবিশাখ' অর্থাৎ নিয়ত কান্তিযুক্ত শাখা সকল বিদ্যমান আছে ॥ ২৯ ॥

কাণ্ড (শর) সকল যেরূপ 'সুপত্র' অর্থাৎ উত্তমপক্ষযুক্ত এবং যোদ্ধাগণ যেরূপ 'সুপত্র' অর্থাৎ উত্তম বাহন যুক্ত, সেইরূপ বৃক্ষসমূহও 'সুপত্র' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পত্রবিশিষ্ট। স্বর্গে যেরূপ 'সুমনস্' অর্থাৎ অমরগণ বিরাজমান আছেন এবং বর্ষাকালে যেরূপ 'সুমনস্' অর্থাৎ মালতী পুষ্পসকল বিকসিত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত বৃক্ষেরও পুষ্পসকল বিলাস পাইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

কর্ম্মযোগা ইব শরা ইব অব্যভিচারিফলাঃ। অবীজসমুৎপন্নাঃ অনারোপিতশ্রেণীবন্ধাঃ অপরিপালিতবর্দ্ধিতাঃ অনভিষিক্তস্নিগ্ধাঃ অসময় নিয়মপুষ্পফলাঃ ॥ ৩১ ॥

ন ব্যভিচারীণি ফলাণি কর্ম্মযোগপক্ষে অদৃষ্টানি শরপক্ষে লোহময়াগ্রাণি বৃক্ষপক্ষে সস্যানি যেষাং তে। লাভে সস্যে শরাদ্যগ্রে ব্যুষ্টৌ চ ফলকে ফলমিতি শাশ্বতঃ। বীজং বিনৈব সমুৎপন্নাঃ কর্ম্মণামনাদিত্বান্মূলবীজস্যাজ্ঞেয়ত্বেনাভাবাৎ। শরাণাং বাণানামপি শরবৃক্ষোদ্ভবত্বাত্তৈনৈক্যং। ততশ্চ তেষাং চ বীজং বিনৈব স্বজটোৎপন্নত্বাৎ। তরূণামপ্যত্রত্যানাং বস্তুতো নিত্যসিদ্ধত্বাৎ ত্রিষপি পক্ষেষু তুল্যোঽর্থঃ। ন আরোপিতঃ কেনাপি শ্রেণিবন্ধো যেষাং তে। কর্ম্মণাং ধারাবাহিস্বরূপত্বাৎ শরবৃক্ষাণামপি স্বতএব শ্রেণিবদ্ধত্বাৎ অত্রত্য তরূণামপি ভগবদিচ্ছয়া তথাভূতত্বাৎ। অপরিপালিতা অপি বর্দ্ধিতাঃ। অনভিষিক্তা অপি স্নিগ্ধাঃ। ন সময়স্য নিয়মো যেষাং তথাভূতানি পুষ্পাণি ফলাণি চ যেষাং তে। কর্ম্মপক্ষে ভোগাৎ প্রাক্ পরিণামবিশেষাঃ পুষ্পাণি শরপক্ষে ফলং নিষ্পত্তিঃ। ফলং বীজে চ নিষ্পত্তাবিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥৩১

কর্ম্মযোগ সকল যেরূপ অদৃষ্ট ফলদায়ক, এবং বাণসমূহের যেমন লোহময় অগ্রভাগসকল অব্যর্থ, সেইরূপ বৃক্ষসকলের সস্যশ্রেণীও অব্যভিচারী। কর্ম্মযোগ সকল যেরূপ অনাদি বলিয়া বীজ ব্যতিরেকে সমুৎপন্ন এবং শরবৃক্ষজাত বাণ সকলও যেরূপ বীজব্যতীত উদ্ভূত, সেই রূপ বৃন্দাবনস্থিত বৃক্ষরাজিও বিনা বীজে উৎপন্ন, কারণ উহারা অনাদিকালপ্রসিদ্ধ কর্ম্ম সকল ধারাবাহিক বলিয়া যেমন কেহই উহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করে নাই এবং শরবৃক্ষসকলও স্বতই শ্রেণীবদ্ধ বলিয়া যেমন উহাদিগকে কেহ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আরোপিত করে না, তদ্রূপ এই বৃন্দাবনস্থিতবৃক্ষসমূহও ভগবানের ইচ্ছাক্রমে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জন্মিয়াছে, কিন্তু কেহই উহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করে নাই। অতএব ইহারা পরি পালিত না হইয়াও বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং জলসিক্ত না হইয়াও সর্ব্বদা স্নিগ্ধ এবং ইহাদের পুষ্প ও ফল জন্মিবার কোনও সময়ের নিরূপণ নাই, কর্ম্ম করিলে ভোগের পূর্ব্বে কখন্ তাহার পরিণাম হইবে, তাহারও কাল স্থির থাকে না, এবং শরবৃক্ষেরও কখন নিষ্পত্তি হইবে, তাহারও সময় নিরূপণ নাই ॥ ৩১ ॥

চিত্রলেখা ইব সুকবিব্যাহারা ইব অন্যূনানতিরিক্তাঃ। সর্ব্ব এব সমকালমেবাঙ্কুরিত পল্লবিত মুকুলিত কুসুমিত ফলিত পচ্যমান পক্বফলা স্তদবস্থা এব সর্ব্বদা জরীজৃম্ভ্যন্তে ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ—যেষাং বিম্বিতপল্লবৈরুভয়তো বিস্তারভাজামিব
প্রস্ফারস্ফটিকালবালবলয়ে স্ফায়ন্ময়ূখাঙ্কুরে।
স্নাতুং নিঃসলিলেঽপি পূর্ণসলিলভ্রান্ত্যা ভৃশং পক্ষিণ-

• চিত্রাণাং লেখাঃ শ্রেণয় ইব সুকবীনাং ব্যাহারা উক্তয় ইব ন্যূনাতিরেকদোষরহিতাঃ। এককালমেব অঙ্কুরিতাশ্চ পল্লবিতাশ্চ মুকুলিতাশ্চ কুসুমিতাশ্চ ফলিতাশ্চ তথা পচ্যমানানি পক্কানি চ ফলানি যেষাং তে পচ্যমান পক্বফলাশ্চ তে তথা। তদবস্থা বর্ণিতাবস্থাঃ সন্ত এব জরীজৃম্ভ্যন্তে অতিশয়েন প্রকাশন্তে ॥ ৩২ ॥

যেষাং তরূণাং প্রস্ফারস্য প্রবৃদ্ধস্য স্ফটিকস্যালবালানাং বলয়ে মণ্ডলে নিঃসলিলেঽপি পূর্ণসলিলভ্রান্ত্যা পক্ষিণঃ স্নাতুং গরুতঃ পক্ষান্ চঞ্চূভির্বিকীর্য্য ধুন্বন্তি কম্পয়ন্তি। গরুৎ পক্ষচ্ছদাঃ পত্রমিত্যমরঃ। মজ্জন্তি স্নান্তি চ। বলয়ে কীদৃশে স্ফায়ন্তো বর্দ্ধমানাঃ ময়ূখানাং স্ফটিককিরণানাং অঙ্কুরা যত্র তস্মিন্। যেষাং কীদৃশানাং তত্র বিম্বিতৈঃ প্রতিবিম্বিতৈঃ

অপর চিত্রসমূহের ন্যায় এবং সাধুকবিগণের বাক্যের ন্যায় এইসকল বৃক্ষ, ন্যূনাতিরেক দোষ বিবর্জ্জিত। সেইরূপ এইসকল বৃক্ষ, এককালেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত, কুসুমিত, ফলিত, পচ্যমান (যাহা পাকিতেছে) ফল এবং পক্বফলযুক্ত হইয়া থাকে। চিত্রশ্রেণী ও সৎকবির বাক্য সকল যেরূপ চিত্রিত ও বর্ণিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা শোভা পাইয়া থাকে,সেইরূপ এই সকল বৃক্ষশ্রেণীও এককালে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ইত্যাদি অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই অত্যন্ত প্রকাশমান আছে, ॥ ৩২ ॥

অপিচ, যেসকল বৃক্ষ,আলবালে প্রতিবিম্বিত পল্লব রাশিদ্বারা ঊর্দ্ধে এবং অধোদেশে বিস্তার প্রাপ্তের ন্যায় হইয়াছে, সেইসকল শাখিদিগের বিস্তৃত স্ফটিক কিরণাঙ্কুরিত, অতিদীর্ঘ স্ফটিকের আলবালে, জলশূন্য হইলেও পরিপূর্ণ জলভ্রমে পক্ষিগণ স্নান করিবার নিমিত্ত চঞ্চুদ্বারা পক্ষ

শচঞ্চূভিঃ পরিতো বিকীর্য্য গরুতো ধুন্বন্তি মজ্জন্তি চ ॥৩৩॥

ক্বচন—আবালে জ্বলদিন্দ্রনীলঘটিতে তদ্রোচিষামূর্ম্মিভিঃ
কালিন্দীপয়সেব বাতচপলেনাপূরিতে সর্ব্বতঃ।
লক্ষ্যন্তে তরবস্তএব কতিচিদ্রোমাঞ্চিতাঃ কোরকৈ-
র্ধ্যানাবস্থিত কৃষ্ণকান্তিপটলাশ্লেষপ্রবৃত্তা ইব ॥ ৩৪ ॥

অন্যেচ—কেঽপ্যালবালকুরুবিন্দময়ূখবৃন্দৈ-
র্লাক্ষারসৈর্নিরবধীব কৃতাভিষেকাঃ।
অন্তর্নমান্তমিব সন্ততমেধমানং

পল্লবৈঃ উভয়তঃ অধশ্চোপরি চ বিস্তারভাজামিব ॥ ৩৩ ॥

তদ্রোচিষামিন্দ্রনীলকান্তীনাং উর্ম্মিভিরেব বাতচপলীকৃতেন কালিন্দীজলেনেবাপূরিতে আবালে প্রতিবিম্বিতত্বেন তএব তরবঃ ধ্যানেনাবস্থিতং উপস্থিতীকৃতং যৎ কৃষ্ণকান্তিপটলং তস্য আশ্লেষে প্রেম্নালিঙ্গন কর্ম্মণি প্রবৃত্তা ইব লক্ষ্যন্তে ॥ ৩৪ ॥

কেঽপি তরবঃ আলবালরূপাণাং কুরুবিন্দানাং রত্নবিশেষাণাং ময়ূখবৃন্দৈরেব লাক্ষারসৈর্নিরবধি নিরন্তরমিব কৃতোঽভিষেকো যেষাং তে। উৎপ্রেক্ষিতমপার্থমপহ্নুত্যা পুনরন্যথা সম্ভাবয়তি। কৃষ্ণানুরাগরসমেব সম্যগুদ্বমন্তি মূলেনোদ্গিরন্তি ন তে লাক্ষারসা ইত্যর্থঃ। অন্য

সকল বিস্তারিত করিয়া অবিরত কম্পিত এবং তাহাতে স্নানও করি-তেছে ॥ ৩৩ ॥

কোনও স্থানে বৃক্ষদিগের আলবাল প্রদীপ্ত নীলকান্ত মণিদ্বারা নির্ম্মিত এবং নীলকান্তমণির প্রভাপটলদ্বারা সেই আলবাল সকলদিকে পরিব্যাপ্ত। ইহাতে বোধ হইতেছে যেন ঐ আলবাল বায়ুকম্পিত যমুনাজলদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ঐ আলবালমধ্যে কতিপয় বৃক্ষপ্রতি-বিম্বিত হওয়াতে এরূপ বোধ হইতেছে যেন উহারা কলিকাধারণে রোমাঞ্চিত ও ধ্যানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাপটল উপস্থিত করিয়া তাঁহার আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ॥ ৩৪ ॥

অন্যান্য কতিপয় বৃক্ষ, যাহারা আলবালরূপ রত্নবিশেষের কিরণমালা দ্বারা নিরন্তর লাক্ষারসসমূহে অভিষিক্তের ন্যায় হইয়াছে, তাহারা যেন

কৃষ্ণানুরাগরসমেব সমুদ্বমন্তি ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্ব এব ভগবদবতারা ইব চিদাত্মকতয়া বিবিধশক্তিমত্ত্বেন চালৌকিকা এব লোকে লৌকিকা ইব দৃশ্যন্তে ॥ ৩৬ ॥

যত্রচ—বিলাসিন্য ইব ললিতপত্রাঙ্কুরাঃ। স্বাধীনভর্ত্তৃকা ইব প্রিয়েণ তরুণাভিরামেণ সদোপগূঢ়াঃ। অনুরাগিণ্য ইব সমুৎকলিকাঃ। নাকসংসদ ইব বিলসৎ সুপর্ব্বাণঃ ॥ ৩৭ ॥

যোগব্যবচ্ছেদক এবকার এবাপহ্নুতিলিঙ্গং। কথমুদ্বমন্তি অন্তঃ আত্মদেহমধ্যে ন মান্তং অবকাশমপ্রাপ্নুবন্তং কুতঃ সন্ততং এধমানং সদা বর্দ্ধমানং ॥ ৩৫ ॥

নন্বেবং ভূতত্বেন কিমিতি সর্ব্বৈরেব লোকৈঃ প্রকটং ন দৃশ্যন্তে তত্রাহ সর্ব্ব এবেতি। ততশ্চ তেষাং যথা প্রাকৃততুল্যাকারচেষ্টাদীনামপি বাস্তবত্বচিন্ময়ত্বেনোপাস্যত্বাদিকং শাস্ত্রে নির্ণীতং নতু মায়িকত্বমপি তথা অমীষাঞ্চ ॥ ৩৬ ॥

পত্রাঙ্কুরাঃ পত্রলেখাঃ পত্রাণি অঙ্কুরাশ্চ। প্রিয়েণ কীদৃশেন তরুণশ্চাসাবভিরামশ্চেতি তথা তেন। পক্ষে তরুণেতি তৃতীয়ান্তং। উৎকলিকা উৎকণ্ঠা উৎকণ্ঠোৎকলিকে সমে ইত্যমরঃ। পক্ষে উৎকৃষ্টা কলিকা। নাকসংসদঃ স্বর্গসভাঃ বিলসন্তঃ সুপর্ব্বাণো দেবা যত্র পক্ষে বিলসন্তি শোভন পর্ব্বাণি যাসু তাঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্ব্বদা বর্দ্ধমান অনুরাগরস, অন্তরে স্থান না পাওয়াতেই মূলদিয়া উদ্গিরণ করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

ভগবানের অবতার সকল যেরূপ চিন্ময় বলিয়া বহুবিধশক্তিসম্পন্ন, এবং সেই সকল অবতার অলৌকিক হইলেও যেমন জগতে লৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হন, সেইরূপ সমস্ত বৃক্ষই ভগবানের অবতারের ন্যায় চিন্ময়, বহুবিধশক্তিযুক্ত এবং অলৌকিক হইলেও জগতে উহারা লৌকিক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

অপর বৃন্দাবনে বিলাসিনী রমণীগণ যেরূপ 'ললিতপত্রাঙ্কুর'অর্থাৎ সুন্দর পত্রাঙ্কুর বা চন্দনদ্বারা দেহের সজ্জা ধারণ করে, সেইরূপ এই বৃক্ষগণের'পত্রাঙ্কুর' পত্র ও অঙ্কুর সকল সুরম্য। স্বাধীনভর্ত্তৃকা নারীদিগকে যেরূপ'তরুণাভিরাম' যুবা অথচ মনোহর পতি সর্ব্বদা আলিঙ্গন

পুষ্পবত্যোঽপি নীরজস্কাঃ। বক্রা অপি ন বক্রাঃ। চঞ্চলা অপি নাচিররোচিষঃ। সতত ভ্রমরা অপি অভ্রমরাঃ। মরুদান্দোলিতা অপি ন মরুৎস্পৃষ্টাঃ। সর্ব্বা এব সর্ব্বকামপ্রদা বীরুধঃ॥ ৩৮॥

যত্র চ—মণিময়ালবালোপরিকৃতোপধানতয়েব সুখসুপ্তেনেব

নীরজস্কা মালিন্যরহিতাঃ পুষ্পবত্যঃ স্ত্রিয়ো হি রজস্বলা ভবন্তি এতাস্তু ন তথেতি বিরোধঃ। বক্রা অনৃজু শরীরা অপি ন বক্রা ন ক্রূরাঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়াচরণাৎ। বক্রঃ স্যাৎ কুটিলে ক্রূরে ইতি বিশ্বঃ। ন অচিররোচিষঃ কিন্তু চিরসময়ব্যাপি কান্তয়ঃ। চঞ্চলা বিদ্যুতো হি অচিররোচিষো ভবন্তি। বিদ্যুচ্চঞ্চলা চপলাপি চেত্যমরঃ। সতত ভ্রমরাঃ নিরন্তর ভ্রমরযুক্তাঃ। ন ভ্রমং রান্তি দদতীতি তাঃ। ন মরুদ্ভির্দেবৈঃ স্পৃষ্টাঃ কৃষ্ণলীলাস্পদত্বাৎ। মরুতো পবনামরাবিত্যমরঃ॥ ৩৮॥

যত্র চ বৃন্দাবনে কানিচিদুপবনানি সন্তি। কীদৃশানি নারিকেলানাং পোতৈঃ অভিতঃ

তদ্রূপ পত্র ও অঙ্কুর সকল 'তরুণাভিরাম' অর্থাৎ সুন্দরবৃক্ষ কর্ত্তৃক নিয়ত আলিঙ্গিত। অনুরাগিণী স্ত্রীগণ যেরূপ 'সমুৎকলিকা' সম্যক্ উৎকণ্ঠিতা, সেইরূপ পত্র ও অঙ্কুর সকলও 'সমুৎকলিকা' উৎকৃষ্ট কলিকা-যুক্ত, স্বর্গসভাতে যেরূপ 'সুপর্বা' অর্থাৎ দেবগণ বিরাজ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহারাও 'সুপর্বা' অর্থাৎ ইহাদিগেরও সুন্দর পর্ব্ব সকল শোভা পাইতেছে॥ ৩৭ ॥

পুষ্পবতী স্ত্রীসকল যেরূপ রজস্বলা হয়, বৃন্দাবনের লতা সকল সেইরূপ পুষ্পবতী হইলেও মালিন্যরহিত। লতাসকল বক্র অর্থাৎ অসরল শরীর ধারণ করিলেও অবক্র, অর্থাৎ ক্রূর নহে, যেহেতু তাহারা পত্রপুষ্প ফলাদিদ্বারা সকলেরই প্রিয়াচরণ করিয়া থাকে। চঞ্চলা অর্থাৎ বিদ্যুৎ সকল ক্ষণপ্রভা বলিয়া বিখ্যাত, সেইরূপ ইহারা চঞ্চলা হইলেও ক্ষণ-প্রভা নহে কিন্তু চিরকাল ব্যাপিয়া ইহাদের কান্তি থাকে। ইহারা সর্ব্বদা ভ্রমরযুক্ত হইলেও 'অভ্রমরা' অর্থাৎ কাহাকেও ভ্রমদান করে না এবং ইহারা মরুৎ অর্থাৎ বায়ুকর্ত্তৃক আন্দোলিত (কম্পিত) হইলেও মরুৎ অর্থাৎ দেবগণকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট নহে, একমাত্র কেবল কৃষ্ণলীলারই আস্পদ স্বরূপ॥ ৩৮॥

বিভুগ্নবৃন্তেন ফলনিকুরম্বেণ পরিতঃ কৃতমূলমণ্ডনৈরিব নারিকেল-পোতৈরভিতোঽভিরমণীয়ানি ॥ ৩৯ ॥

তনুমধ্যমা মধ্যমানামিব করগ্রাহ্যাণাং ফলনিকরাণাং ভরেণা-ধোমুখৈরভিতো বিলম্বমানৈর্বৃন্দৈঃ পরিতঃ কৃতকণ্ঠমণ্ডনৈরিব পূগতরুভিরিতস্ততঃ কমনীয়ানি ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বতঃ অভিরমণীয়ানি। পোতাঃ পোধা ইতি খ্যাতাঃ। কীদৃশৈর্বিভুগ্নবৃন্তেন পতিতেন সতা ভূমিলগ্নেন ফলনিকুরম্বেণ পরিতঃ কৃতানি মূলস্য মণ্ডনানি যৈস্তৈঃ। ফলসমূহেন কীদৃশেন আলবালোপরি কৃতমুপধানং যেন তস্য ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা সুখং সুপ্তেনেব জনৈরুৎপ্রেক্ষ্য-মাণেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

পূগতরুভির্গুবাকবৃক্ষৈঃ কমনীয়ানি। কীদৃশৈঃ ফলনিকরাণাং বৃন্দৈঃ কান্দীতি খ্যাতৈঃ পরিতশ্চতুর্দিক্ষু কৃতানি কণ্ঠস্য মণ্ডনানি যেষাং তৈঃ। বৃন্দৈঃ কীদৃশৈঃ ভরেণ অধোমুখৈঃ। অতএব অভিতঃ সর্ব্বতো বিলম্বমানৈঃ। তনুমধ্যমা উত্তমাঙ্গনাস্তাসাং মধ্যমানাং মধ্যদেশা-নামিব করগ্রাহ্যাণাং মুষ্টিমাত্র গ্রাহ্যত্বাৎ পক্ষে বৃক্ষাণামত্যনুচ্ছ্রিতত্বাৎ মূলে স্থিত্বৈব করেণৈব গ্রহীতুং শক্যানাং ফলনিকরাণাং। মধ্যমং চাবলগ্নঞ্চ মধ্যোঽস্ত্রীত্যমরঃ ॥ ৪০ ॥

অপর, বৃন্দাবনে কতিপয় উপবন আছে। ঐ সকল উপবন চারি-পার্শ্বে নারিকেলবৃক্ষের শাবক (চারা) সমূহদ্বারা অত্যন্ত মনোহর। ইহাদের যে সকল ফল, আলবালের উপরে যেন উপধান (বালিস) করিয়া সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এবং যে সকল ফল বক্রবৃন্তধারণ করিয়া ভূমিসংলগ্ন হইয়া রহিয়ছে, সেই সকল ফলদ্বারা ঐ সকল নারি-কেলশিশুর মূলের চারিদিকে মণ্ডন (ভূষণ) সমূহ কৃত হইয়াছে ॥৩৯॥

অপিচ, ঐ সকল উপবন গুবাকবৃক্ষসমূহদ্বারা রমণীয় হইয়াছে। ঐ গুবাকবৃক্ষের ফলরাশির বৃন্দ (কাঁদি) সকল চারিদিকে বৃক্ষসমূহের কণ্ঠাভরণ রচনা করিয়াছে এবং বৃন্দসকল ফলভরে অধোমুখ হওয়াতেই যেন সকলদিকে লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। তথা তনুমধ্যমা (ক্ষীণাঙ্গী) রমণীগণের মধ্যদেশের ন্যায় ফলসমূহও করগ্রাহ্য, অর্থাৎ বৃক্ষসকল এত ছোট যে, তাহাদের মূলে থাকিয়াই তাহাদের ফল সকল হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতে পারাযায় ॥ ৪০ ॥

পরিপাকেঽপি নারঙ্গলতানারঙ্গলতা ফলনিকুরম্বেণ সতত সমুদিতামিতমঙ্গলপরম্পরা পরম্পরাগতান্যগ্রহমিব নভস্তলং বিদধানানি ॥ ৪১ ॥

সুপল্লবলীলতা নটনেন লবলীলতা নটনেন নয়নরঞ্জনানি ॥৪২॥

কেশরিনখরশিখরবিদারবিকসন্মৌক্তিকনিকরেণ রুধিরারুণেন করিকলভকুম্ভনিবহেন কৃতোপমৈঃ পরিপাকবিলোহিতৈর্বিদীর্য্য-

---

নারঙ্গলতা নারঙ্গীতি খ্যাতা তস্যাঃ ফলসমূহেন সতত সমুদিতা অমিতা অপরিমিতা মঙ্গলস্য মঙ্গলগ্রহস্য পরম্পরা ক্রমবাহুল্যং তৎপরং নভস্তলং বিদধানানি কুর্ব্বাণানি। মঙ্গলস্য লোহিতবর্ণত্বাৎ আকাশগতত্বাচ্চ এতৎ ফলসাধর্ম্ম্যং। তেনৈব হেতুনা পরাগতঃ পরাস্তঃ অন্যগ্রহো যত্র তথাভূতমিব উৎপ্রেক্ষ্যমাণমিত্যর্থঃ। ফলনিকুরম্বেণ কীদৃশেন পরিসর্ব্বতোভাবেন পাকেঽপি সতি ন অরমতিশয়েন গলতা স্রবতা ॥ ৪১ ॥

লবলীলতায়া লোআলি ইতি খ্যাতায়া নটনেন মন্দপবনান্দোলিতত্বাৎ। কীদৃশেন শোভনাঃ সুঃ পল্লবা যস্যাং তথা ভূতা লীলা যস্যাস্তস্যা ভাবঃ সুপল্লবলীলতা তস্যাঃ সুপল্লবলীলতায়াঃ স্থিতিঃ অনটনং অগমনং কিন্তু স্থিতিরেব যস্মিন্ তেন নটনেন ॥ ৪২ ॥

দালিমীলতায়া দাড়িমীলতায়া বনেন ডলয়োরৈক্যং যমকানুরোধাৎ। কীদৃশেন নিখিলানাং দিগ্বধূনাং সীমন্তস্য সিন্দূরপূরং অনুভাবয়ৎ সুজ্ঞাপয়ৎ সুৎপ্রেক্ষয়ৎ সু ইতি যাবৎ পুষ্প-

---

অপর, ঐ সকল উপবনের কোন ২ স্থানে নারঙ্গ (নারাঙ্গী) লতা আছে। তাহার ফলসমূহদ্বারা উপবনসকল যেন আকাশমণ্ডলকে সর্ব্বদা সমুদিত এবং অপরিমিত মঙ্গলগ্রহের পরম্পরাযুক্ত করিতেছে। মঙ্গলগ্রহ রক্তবর্ণ ও আকশস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং নারঙ্গফলের সহিত মঙ্গলগ্রহের সাদৃশ্য ঘটিয়াছে, এই হেতু এইরূপ উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে, যেন অন্য গ্রহ আকাশে পরাস্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বতোভাবে পক্ক হইলেও ফল সকল একেবারে অতিশয় গলিত হইতেছে না ॥ ৪১

কোনও স্থানে লবলী (লোআলী) লতার নটন অর্থাৎ মন্দপবন কর্ত্তৃক আন্দোলন দ্বারা উপবন সকল নেত্ররঞ্জনকারী হইতেছে। ঐ নৃত্যবিষয়ে সুন্দরপল্লবরাশির লীলা অবস্থিত আছে ॥ ৪২ ॥

কোথায় বা দাড়িম্বলতার বনদ্বারা উপবন সকল অত্যন্ত আশ্চর্য্য

মাণতয়া ব্যক্তবীজরাজিভিস্তৎকালাপতিত শুকচরণাঘাতসমধিকাবনতৈঃ ফলনিকরৈঃ সুললিতেন। নিখিলদিগ্বধূসীমন্তসিন্দূরপূরমনুভাবয়ৎ সুকুসুমসমূহেষু সদালিমীলতাবনেন দালিমীলতাবনেন চমৎকারকারীণি ॥ ৪৩ ॥

ষড়ূর্ম্মি খর্জ্জূরহিতানি খর্জ্জূরহিতানি ॥ ৪৪ ॥

সমূহেষু। সদা অলীনাং ভ্রমরাণাং মীলতাং মীলত্বং রসতৃপ্ততয়া তন্দ্রাং অবতীতি তথা তেন। মীলক্ষীল নিমেষণে পচাদিঃ। পুনঃ কীদৃশেন ফলনিকরৈঃ সুষ্ঠু ললিতেন। কীদৃশৈস্তৈর্বিদীর্য্যমাণতয়া ব্যক্তা বীজরাজি র্যেষাং তৈঃ। তস্মিন্নেব কালে আপতিতানাং শুকানাং চরণাঘাতেন সমধিকং যথা স্যাত্তথা অবনতৈঃ। করিকলভানাং হস্তিশাবকানাং কুম্ভনিবহেন সহক্কতা উপমা যেষাং তৈঃ। কুম্ভনিবহেন কীদৃশেন কেশরিণাং সিংহানাং নখরশিখরৈর্নখাগ্রৈর্বিদারাদ্বিকসন্তো মৌক্তিক নিকরা যস্মিংস্তেন। অতএব রুধিরেণ হেতুনা অরুণেন তদ্দৃগতত্বান্মৌক্তিকানামপ্যারুণ্যং প্রান্তগতং জ্ঞেয়ং ॥ ৪৩ ॥

ষড়ূর্ম্ময় এব খর্জ্জূর্ব্যাধিবিশেষঃ কণ্ডূঃ খর্জ্জূশ্চ কণ্ডূয়েত্যমরঃ। তয়া রহিতানি। শোকমোহৌ জরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসা ষড়ূর্ম্ময়ঃ। পক্ষে খর্জ্জূরৈর্বৃক্ষভেদৈর্হিতানি ॥ ৪৪ ॥

জনক হইয়াছে, উহারা নিখিল দিগঙ্গনাদিগের সীমন্তের সিন্দূর সকল জানাইয়া দিতেছে,এইরূপ পুষ্পসমূহে সর্ব্বদা রসতৃপ্তি হেতু ভ্রমরগণের (দাড়িম্ববন) তন্দ্রা জন্মাইতেছে। ঐ দাড়িম্ববন, ফলসমূহদ্বারা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। ইহাদের ফলসমূহ স্বয়ং বিদীর্ণ হওয়াতে উহাদের বীজ সকল প্রকাশিত এবং তৎকালে সমাগত শুকপক্ষিদিগের চরণাঘাতে সমধিক অবনত হইয়া রহিয়াছে, এই হেতু মৃগেন্দ্রগণের নখাগ্রদ্বারা বিদারণ হেতু যাহাতে মুক্তাসকল স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে অতএব রুধিরদ্বারা অরুণবর্ণ হস্তিশাবকদিগের কুম্ভসমূহের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য ঘটিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা,-এই ছয়প্রকার ঊর্ম্মি। ঐ সকল উপবন, এই ষড়্বিধ ঊর্ম্মিরূপ ব্যাধি বিশেষে বিরহিত, অথচ খর্জূর বৃক্ষ সমূহদ্বারা সুন্দর হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

নিঃসারিতৌকোমলেন মৃদ্বীকামধুরেণ মৃদ্বীকামধুরেণাবান্তর-কাননেন মনোহারীণি ॥ ৪৫ ॥

অভিতঃ ফলিনীভিঃ ফলিনীভিশ্চ পরমরমণীয়ানি ॥ ৪৬ ॥

সকামজনমনাংসীব সফলকর্ম্মরঙ্গাণি স্বরঙ্গনানীব ললিতরম্ভাণি সঙ্গীতানীব বিবিধরমণীয়তালানি। কর্ম্মকাণ্ডানীব নিরবধি স্থপাক-কণ্টকিফলানি। রূপকোপরূপকাণীব সফলশৈলূষাণি। মেরু-

---

নিঃসারিতানি দূরীকৃতানি ওকসাং স্থানানাং মলানি তৃণপর্ণজম্বালাদীনি যত্র তেন। মৃদ্বীকাভি র্দ্রাক্ষাভির্ম্মধুরেণ। মৃদ্বীকা গোস্তনী দ্রাক্ষেত্যমরঃ। অতএব মৃদ্বীনামঙ্গনানাং কামধুরা বাঞ্ছিতভারো যত্র তেন ॥ ৪৫ ॥

ফলবতীভিঃ প্রিয়ঙ্গুভিঃ। প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী ফলীত্যমরঃ ॥ ৪৬ ॥

সফলে স্বর্গাদিসাধকে কর্ম্মণি রঙ্গঃ কর্ত্তব্যত্বেন উৎসাহো যেষু তানি। পক্ষে ফলসহিতঃ কর্ম্মরঙ্গঃ কামরাঙ্গা ইতি খ্যাতো বৃক্ষো যেষু তানি। স্বঃ স্বর্গস্য অঙ্গনানি প্রাঙ্গণানি। ললিতা রম্ভা তন্নাম্নী অপ্সরা নাট্যার্থমাগতা যেষু তানি। পক্ষে রম্ভা কদলীবৃক্ষঃ। তালা নৃত্যবাদ্যনিষ্ঠাঃ তালবৃক্ষাশ্চ। সুষ্ঠু পাকে পরিণামে সতি কণ্টকযুক্তানি ফলানি স্বর্গাদীনি যেষু পাতশঙ্কা মাৎসর্য্যাসূয়াদিদোষ বাহুল্যাৎ। পক্ষে সুপক্ব পনসফলানি। রূপকাণি

যেস্থানে স্থানীয় তৃণপত্র জম্বালাদির মালিন্য সকল দূরীকৃত হইয়াছে, ‘মৃদ্বীকা’অর্থাৎ দ্রাক্ষাদ্বারা যাহা মনোহর এবং যে স্থানে ‘মৃদ্বীর’ অর্থাৎ কোমলাঙ্গী রমণীগণের ‘কামধুর’ বাঞ্ছিতবিষয় সকল সফল হইয়া থাকে, ঈদৃশ অবান্তর কানন দ্বারা ঐ উপবন সকল মনোহর ॥ ৪৫ ॥

চারিদিকে ‘ফলিনী’ অর্থাৎ ফলবতী ‘ফলিনী’ অর্থাৎ প্রিয়ঙ্গু লতাসমূহদ্বারা পরম মনোহর ॥ ৪৬ ॥

সকাম লোকদিগের অন্তঃকরণ সকল যেরূপ স্বর্গাদিসাধক সকল কর্ম্মে কর্ত্তব্যতাবোধে উৎসাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ সকল উপবন ‘সফলকামরঙ্গ’ অর্থাৎ ফলযুক্ত কামরঙ্গ (কামরাঙ্গা) বৃক্ষযুক্ত। স্বর্গেরপ্রাঙ্গণে যেরূপ‘ললিতরম্ভাদি’অর্থাৎ ললিতা ও রম্ভানামে অপ্সরা নৃত্য করিবার নিমিত্ত আসিয়া থাকে, সেইরূপ উপবনসমূহেও সুন্দর রম্ভাবৃক্ষসকল বিদ্যমান আছে। সঙ্গীতসকল যেরূপ বিবিধরমণীয় তাল

ন্দারশৃঙ্গবিশেষতেজাংসীব জম্বূজনিত শ্যামিমানি। নারায়ণতপাং-
সীব বদরিকাবনাধিকরণানি কানিচিদুপবনানি ॥ ৪৭ ॥
যস্যচ কালাতীতস্যাপি ষড়্ভিরেব ঋতুভির্ভগবল্লীলৌপয়িকতয়াঽ-
প্রাকৃতৈরপি প্রাকৃতৈরিব ভাসমানৈঃ কৃতবিভাগাঃ ষড়্বিভাগাঃ॥৪৮

নাটকাদীনি উপরূপকাণি নাটিকাদীনি সফলাঃ সার্থকাঃ শৈলূষা নটা যত্র তানি। শৈলূষা জায়াজীবাঃ কৃশাশ্বিনঃ। ভরতা ইত্যপি নটা ইত্যমরঃ। পক্ষে শৈলূষা বিল্ববৃক্ষাঃ। বিল্বে শাণ্ডিল্যশৈলূষাবিত্যমরঃ। মেরুমন্দারো নাম সুমেরুপার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতঃ তত্রৈব দ্বীপাখ্যাপকস্য মহাজম্বূবৃক্ষস্য সত্ত্বাদ্বদরিকাবনং বদরিকাশ্রমঃ অধিকরণং আশ্রয়ো যেষাং তানি। পক্ষে বদরীবনস্যাধিকরণানীতি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ ॥ ৪৭ ॥

যস্য বৃন্দাবনস্য ষড়্বিভাগাঃ সন্তি। কীদৃশাঃ ষড়্ভিঃ ঋতুভিঃ কৃতা বিভাগাঃ প্রতিস্বং বিশিষ্যভাগা যেষাং তে ॥ ৪৮ ॥

যুক্ত, উপবন সকলও নানাবিধ সুন্দরতালবৃক্ষ সমবেত। কর্ম্মকাণ্ড সকল যেরূপ নিরবধি পরিণামে পতন শঙ্কা এবং মাৎসর্য্য ও অসূয়াদি দোষ থাকাতে কণ্টকযুক্ত স্বর্গাদি ফল দান করিয়া থাকে, সেইরূপ উপবন সকল নিরন্তর সুপক্ব কণ্টকী (কাঁটাল) ফলযুক্ত। রূপক অর্থাৎ নাটকাদিতে, উপরূপক অর্থাৎ নাটিকাদিতে,যেরূপ সফল (সার্থক) 'শৈলূষ' অর্থাৎ নট সকল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ উপবন সকলে ফলযুক্ত 'শৈলূষ' বিল্ববৃক্ষ সকল বিদ্যমান আছে, মেরুমন্দার অর্থাৎ সুমেরুপার্শ্ববর্ত্তি পর্ব্বতের শৃঙ্গবিশেষস্থিত তেজ সকল যেরূপ জম্বূ অর্থাৎ জম্বূদীপ দ্বারা শ্যামবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ উপবন সকলেরও'জম্বূ'অর্থাৎ জামবৃক্ষদ্বারা শ্যামবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এবং নারায়ণের তপস্যা সকল যেরূপ বদরিকাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছিল, সেইরূপ উপবন সকলও বদরী (কুল) বনের আধারস্বরূপ হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

অপর বৃন্দাবনের ছয়টী বিভাগ আছে। উহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলার উপযুক্ত বলিয়া অপ্রাকৃত হইলেও প্রাকৃত তুল্য,এইরূপ কালাতীত হইলেও ছয়টী ঋতুদ্বারা বৃন্দাবনের বিভাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

যথা বর্ষাহর্ষঃ শরদামোদো হেমন্তসন্তোষঃ শিশিরসুখাকরো বসন্তকান্তো নিদাঘসুভগশ্চেতি ॥ ৪৯ ॥

তেষু চ ভগবদ্ভক্তিযোগ ইব সতত ঘনরসদঃ। ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার ইব সদানন্দদচিররোচিঃ। পার্ব্বতীবিগ্রহ ইব সদা সমুৎক-

---

তানেবাহ বর্ষাহর্ষ ইতি। বর্ষাভি র্হ্ষ্যতি হর্ষয়তীতি বা সঃ। সুখং করোতীতি সুখপ্রিয়াদানুলোম্যে ইতি ডাচ্ প্রত্যয়ান্তঃ। সুখনামাকর ইতি বা ॥ ৪৯ ॥

তেষু বিভাগেষু মধ্যে বর্ষাহর্ষোনাম বিভাগঃ। কীদৃশঃ সততং ঘনং নিবিড়ং রসং শ্রীকৃষ্ণানুরাগলক্ষণং দদাতীতি সঃ। পক্ষে ঘনরসো জলং মেঘপুষ্পং ঘনরস ইত্যমরঃ। সতামানন্দদং চিরং রোচিঃ প্রকাশো যত্র। পক্ষে সদানন্দন্তী অচিররোচির্বিদ্যুৎ যত্র সঃ। নীলকণ্ঠো মহেশো ময়ূরশ্চ। সদা অত্যূহে অতিশয়তর্কে বিচারাৎ কোলাহলো যত্র সঃ। পক্ষে দাত্যূহ কোলাহলেন সহ বর্ত্তমানঃ। দাত্যূহো ডাহুক ইতি খ্যাতঃ পক্ষী। গরুত্মান্ গরুড়ঃ সদাসারং সদাবলং গরুতং পক্ষং বিভ্রাণঃ। পক্ষে সারঙ্গাণাং চাতকানাং রুতং শব্দং পুষ্ণন্। সারঙ্গশ্চাতকে ভৃঙ্গে ইতি মেদিনিকরঃ। ককুভানাং দিশাং আবলিঃ শ্রেণী। টাপঞ্চাপি হল-

---

ঐ ছয়টী ভাগ এইরূপ যথা—বর্ষাকালে হর্ষ, শরৎকালে অমোদ, হেমন্তকালে সন্তোষ, শিশিরকালে সুখকর, বসন্তকালে রমণীয় এবং গ্রীষ্মে সুন্দর হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ঐ ছয়প্রকার বিভাগের মধ্যে প্রথম বর্ষাহর্ষনামক বিভাগে, ভগবদ্ভক্তিযোগ যেমন সতত 'ঘনরসদ' অর্থাৎ নিবিড় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ লক্ষণ রস দান করেন, সেইরূপ 'ঘনরসদ' অর্থাৎ জলদান করে, ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইলে যেরূপ 'সদানন্দদচিররোচি' অথাৎ সজ্জনগণের আনন্দদায়ক চিরকাল প্রকাশ আবির্ভূত হয়, সেইরূপ বর্ষাহর্ষ বিভাগে 'সদানন্দদচিররোচি' অর্থাৎ সর্ব্বদা আনন্দদায়িনী অচিররোচি অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে। পার্ব্বতীর শরীর দেখিলে যেমন নীলকণ্ঠ অর্থাৎ মহাদেব উৎকণ্ঠিত হন, সেইরূপ ইহাতেও নীলকণ্ঠ অর্থাৎ ময়ূর সকল উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। ন্যায়গ্রন্থে যেমন 'সদাত্যূহ' অর্থাৎ সর্ব্বদা অতিশয় তর্কে কোলাহল হইয়া থাকে, সেইরূপ বর্ষাহর্ষ দাত্যূহ (ডাহুক) পক্ষীদিগের কোলাহলের সহিত বিদ্যমান,

ণ্ঠিতনীলকণ্ঠঃ। ন্যায়গ্রন্থ ইব সদাত্যুহকোলাহলঃ। গরুত্মানিব সদা সারঙ্গরুতং বিভ্রাণঃ। দিনকর ইব বিকাসিত ককুভাবলিঃ ॥৫০

লীলৌপয়িকতয়া লঘুলঘু নিপতদম্বুকণনিকর নিরন্তরোৎপদ্যমান নবমৃদুলতৃণাঙ্কুরান্ মরকতমণিশিলাকিরণাঙ্কুরনিকুরম্বসম্ভালনয়া পরিতঃ পরিহায় মরকতমণিভূমিষ্বেব তৎ কিরণকন্দলীর্বাষ্পচ্ছেদ্যসস্যধিয়াচামস্তিশ্চমূরুচয়ৈরভিতোঽভিতঃ শোভমানঃ ॥ ৫১ ॥

স্তানামিতি বচনাৎ দিশা বাচেত্যাদিবৎ ককুভা শব্দোঽপি টাবন্তো দৃষ্টঃ। তথাচ কশ্যপঃ। ভূমি পুত্রাদয়ঃ সর্ব্বে যস্যামস্তমিতে রবৌ। দৃশ্যন্তে ককুভায়াং বৈ ততোঽনিষ্টং বিনির্দ্দিশেদিতি। পক্ষে ককুভো হর্জ্জুনবৃক্ষঃ ॥ ৫০ ॥

লীলৌপয়িকতয়া স্পৃহণীয়ত্বেনেত্যর্থঃ। লঘু লঘু যথা স্যাত্তথা নিপততামম্বুকণানাং নিকরেণ হেতুনা নিরন্তরং উৎপাদ্যমানা জায়মানা নবা মৃদুলাস্তৃণাঙ্কুরাস্তান্ মরকতমণিশিলানাং কিরণাঙ্কুরা এবৈতে নূনং ভবন্তি নতু পুনস্তৃণাঙ্কুরা ইতি সম্ভালনয়া সম্যগ্‌দৃষ্ট্যা নিরূপণেন। পরিত ইতি বামতো দক্ষিণতঃ পৃষ্ঠতশ্চ পরিত্যজ্য। আচামস্তির্ভুঞ্জানৈঃ। যথৈবাচমনমতৃপ্তিকরং তথৈব তেষামবাস্তবত্বাদতর্পকত্বাদ্ভক্ষণাভিনয়মাত্রমিতি ভাবঃ। চমূরবো মৃগভেদাঃ ॥ ৫১ ॥

গরুড় যেরূপ 'সদাসারঙ্গরুত' সদাসার অর্থাৎ বলযুক্ত গরুৎ (পক্ষ) ধারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বিভাগও সর্ব্বদা সারঙ্গ অর্থাৎ চাতকপক্ষিদের রুত (শব্দ) ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দিবাকর যেমন 'ককুভাবলি' দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাতেও 'ককুভাবলি' অর্থাৎ অর্জ্জুনবৃক্ষশ্রেণী বিকাসপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

এই বর্ষাহর্ষনামক বিভাগ, চমূরুজাতীয় মৃগসমূহদ্বারা চারিদিকে শোভিত হইয়াছে। লীলার উপযুক্ত অর্থাৎ অত্যন্ত স্পৃহণীয় বলিয়া ঐ সকল চমূরুমৃগ, অল্পে অল্পে নিপতিত জলকণাসমূহদ্বারা নিরন্তর উৎপন্ন নবীন অথচ কোমল তৃণাঙ্কুর সকল, 'ইহারা নিশ্চয়ই মরকতমণিশিলার কিরণাঙ্কুর, কিন্তু ইহারা তৃণাঙ্কুর নহে' এইরূপ নিরূপণ করিয়া, মরকতমণিময় ভূমিভাগেই, বাষ্পচ্ছেদ্য অর্থাৎ অতিকোমল সস্যবোধে, সেই মরকতমণির কিরণাঙ্কুর সকল আচমন অর্থাৎ ভক্ষণের অভিনয় করিতেছে মাত্র ॥ ৫১ ॥

মৃদুমৃদুসঞ্চরদিন্দ্রগোপনিকরৈরিতস্ততঃ সজীবৈরিব কমলরাগ-
শকলৈঃ কলিতং নবতৃণাঙ্কুরময়হরিতপট্টকূর্পাসকং ভুবোবক্ষসি
নিধাপয়ন্নিব লঘুতরশীকরনিকরবাহি কদম্বপরিমলবিমলজলধরানিল-
শীতলঃ স কিল বর্ষাহর্ষো নাম ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ—সমুন্মিষিতমালতীকুসুমসুস্মিতা মেদিনী
কদম্বতরুকোরকৈঃ পুলকিতা বনানাং ততিঃ।
অজস্রগলদস্রভৃদ্ঘনপয়ঃকণানাং গণৈ-

মৃদু মৃদু যথা স্যাত্তথা সঞ্চরদ্ভিরিন্দ্রগোপসমূহৈঃ। ইন্দ্রগোপাঃ লোহিতবর্ণসূক্ষ্মকীটবিশেষাঃ তৈঃ সজীবৈঃ প্রাণবদ্ভিরিব পদ্মরাগখণ্ডৈঃ কলিতং জটিতং নবতৃণাঙ্কুরময়ং হরিতং হরিদ্বর্ণং পট্টকূর্পাসকং পট্টকঞ্চুলিকাং নিধাপয়ন্ অর্পয়ন্নিব। চোলঃ কূর্পাসকঃ স্ত্রিয়া ইত্যমরঃ। লঘুতরশীকরনিকরবাহিনেতি মান্দ্যং কদম্বানাং পরিমলো যত্র তেনেতি সৌগন্ধ্যং বিমলজলধর-সম্বন্ধিনেতি শৈত্যমুক্তং তথাভূতেন অনিলেন শীতলঃ স্নিগ্ধোঽয়ং বর্ষাহর্ষো বিভাগঃ। ননু প্রাক্তন নিদাঘবদ্রুক্ষ ইতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

সম্যগুন্মিষিতৈর্বিকসিতৈর্মালতীনাং কুসুমৈরেব শোভনং স্মিতং যস্যাঃ সা মেদিনী তথা পুলকিতা পুলকবতী বনানাং ততিঃ শ্রেণী তথা হ্যরমণী দ্যৌরেব রমণী সাপি অজস্রং নিরন্তরং গলদস্রং বিভর্ত্তি কৈঃ ঘনা মেঘাস্তৎসম্বন্ধি পয়ঃকণানাং গণৈ র্যৎ যত্র বর্ষাহর্ষবিভাগে সমং তুল্য-

---

লোহিতবর্ণ সূক্ষ্ম কীটবিশেষের নাম ইন্দ্রগোপ। যে সকল ইন্দ্র-গোপকীট চারিদিকে মৃদু মৃদু সঞ্চরণ করিতেছিল,তাহাদের দ্বারা বর্ষা-হর্ষ বিভাগ সজীব সদৃশ পদ্মরাগমণিখণ্ড সমূহ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট নবতৃণাঙ্কুরময় হরিদ্বর্ণ পট্টকঞ্চুলিকা (কাঁচুলি) যেন পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিতেছে এবং যে বায়ু লঘুতর শীকর (জলকণা) সমূহবাহী প্রযুক্ত মান্দ্যগুণ ও কদম্বপুষ্পরাশির পরিমল প্রযুক্ত হেতু সৌগন্ধ্যগুণ এবং মেঘসম্বন্ধীয় হেতু শৈত্যগুণ সম্পন্ন এতাদৃশ বায়ুদ্বারা এই বর্ষাহর্ষ নামক বিভাগ শীতল অর্থাৎ স্নিগ্ধ হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

অপিচ, বিকসিত মালতীকুসুম নিচয় দ্বারা শোভন মৃদুমধুর হাস্য শালিনী পৃথিবী, কদম্ববৃক্ষের কলিকাসমূহদ্বারা পুলকিতা অর্থাৎ রোমা-ঞ্চিতা বনশ্রেণী এবং মেঘসম্বন্ধীয় জলকণসমূহদ্বারা অবিরতগলিত অশ্রু

রপি দ্যুরমণীসমং যদনুরাগমাতন্বতে ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ যত্র—পুরন্দরধনুর্লতাতিলকচারুভালস্থলা
তড়িৎকনককেতকীদললসত্তমঃকুন্তলাঃ।
বিলোলবিষকণ্ঠিকা বিমলমালভারিণ্যসৌ
নবোন্নতপয়োধরা হরিমনোহরা দিগ্বধূঃ ॥ ৫৪ ॥
সারঙ্গীকুলকাকুকর্ষণবিধেরাশ্বাসবাগ্মানিনী
মানক্ষোদনপেষণী ভ্রমিবলৎ সুস্নিগ্ধমন্দ্রধ্বনিঃ।

মেঘানুরাগং স্মিতপুলকাশ্রূণাং হর্ষানুভাবত্বাং। আতন্বতে বিস্তারয়ন্তি তিস্রো মেদিনী বন-ভতি দ্যুরমণ্যোঽনুরাগিণ্য ইবোৎপ্রেক্ষ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

দিগ্বধূঃ দিগেব বধূঃ হরের্মনোহরা অপূর্ব্বশোভয়েত্যর্থঃ। পুরন্দর ধনুর্লতৈব তদাকারং তিলকং তেন চারু সুন্দরং ভালস্থলং যস্যাঃ সা। তড়িতো বিদ্যুত এব কনককেতকীদলানি তৈ র্লসন্তি তমাংস্যেব কুন্তলাঃ কেশাঃ যস্যাঃ সা। বিলোলাভির্বিষকণ্ঠিকাভির্বকপঙ্ক্তিভি-রেব বিমলমালা ভারবতী। ইষ্টকেশিকা মালানাং চিততূলভারিম্বিতি হ্রস্বত্বং। বলাকা বিষকণ্ঠিকেত্যমরঃ। পয়োধরঃ স্তনো মেঘশ্চ স্ত্রীস্তনাব্দৌ পয়োধরাবিত্যমরঃ ॥ ৫৪ ॥

সারঙ্গীকুলানাং চাতকীসমূহানাং কাকুভির্বৈক্লব্যব্যঞ্জকধ্বনিবিকারৈ র্যঃ কর্ষণস্য বিধি-র্বিধানং আগত্যাস্মান্ শীঘ্রং জীবয় ইতি যৎ প্রার্থনকরণং তস্মাদ্ধেতোঃ তস্য আশ্বাসবাক্

জলধারিণী স্বর্গরূপা রমণী, এই তিনজন এককালে যে বর্ষাহর্ষবিভাগে সমান অনুরাগ বিস্তার করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

অপিচ, যে বর্ষাহর্ষনামক বিভাগে, দিক্‌রূপা রমণীর ইন্দ্রধনুলতা-রূপ তিলকদ্বারা ললাটস্থল সুন্দর হইয়াছে, বিদ্যুৎসমূহরূপ সুবর্ণময় কেতকীদল সমূহদ্বারা অন্ধকাররূপ কেশসকল বিকসিত হইয়াছে, চপল বকপঙ্‌ক্তিদ্বারা যেন বিমল মালা সকল ধারণ করিয়াছে এবং নব উন্নত পয়োধর (মেঘ এবং স্তন) শোভা পাইতেছে, এইরূপে দিক্‌বধূ পরম শোভাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণ করিতেছে ॥ ৫৪ ॥

বর্ষাহর্ষ বিভাগে মেঘশব্দ শ্রুত হইতেছে। সেইশব্দ শুনিয়া এই রূপ উৎপ্রেক্ষা করা যাইতেপারে যে, যেন, চাতকীদিগের কষ্টব্যঞ্জক শব্দ বিকার (কাকু) দ্বারা আকর্ষণ বিধানের আশ্বাসবাক্য, (অর্থাৎ তোমরা

নৃত্যন্মত্তময়ূরমৌরজরবঃ প্রাণেশবিশ্লেষিণী
প্রাণাকর্ষণমন্ত্রপাঠনিনদো মেঘস্বনঃ শ্রূয়তে ॥ ৫৫ ॥

কদাচিদপি যত্র—

দাত্যূহাঃ পরিতোরুবন্তি গণশঃ কোযষ্টিকাঃ সর্ব্বতো
মণ্ডূকাঃ প্রচলাকিনস্তত ইতো ধারাধরা ব্যোমনি।
আসারাঃ পয়সাং ঝপজ্ঝপদিতি স্নিগ্ধাতিমন্দ্রস্বরাঃ
সর্ব্বে মুগ্ধদৃশাং রতান্তসময়ে স্বাপোৎসবং কুর্ব্বতে ॥ ৫৬ ॥

ঔৎকণ্ঠ্যেন মাবিষীদত এষোঽহং বর্ষামীত্যেবমাকারেত্যর্থঃ। মানিনীনাং মানস্য ক্ষোদনী পেষণী তস্যা ভ্রমিশ্চূর্ণী করণার্থং ঘূর্ণনং ততো হেতো র্বলন সুস্নিগ্ধো মন্দ্রো গম্ভীরশ্চ ধ্বনিঃ। নৃত্যতাং মত্তময়ূরাণাং মৌরজঃ মুরুজসম্বন্ধী রবঃ। প্রাণেশাৎ স্বকান্তাৎ বিশ্লেষবতীনাং প্রাণাকর্ষণঃ প্রাণনিষ্কাশকঃ মন্ত্রপাঠস্য নিনদঃ শব্দঃ মেঘস্বনঃ শ্রূয়ত ইতি শ্রূয়মাণঃ সন্নেবমুৎপ্রেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

কোযষ্টিকাঃ টিঠীতি খ্যাতাঃ গণশঃ গণে গণে স্বীয়ে বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ। প্রচলাকিনো ময়ূরাঃ ঝপজ্ঝপদিতি বৃষ্টিশব্দানুকরণং ॥ ৫৬ ॥

উৎকণ্ঠিত হইয়া বিষণ্ণ হইও না, এই আমি বর্ষণ করিতেছি) ইত্যাকার প্রবোধবাক্য,মানবতী রমণীদিগের মানভঞ্জন-পেষণীযন্ত্রের (চাকীর) ঘূর্ণন হেতু যেন তাহা সুস্নিগ্ধ এবং গম্ভীর ধ্বনি ও নৃত্যশীল ময়ূরদিগের মুরজসম্বন্ধীয় শব্দ এবং পতি হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ বিয়োগিনী রমণীগণের প্রাণনিষ্কাশক মন্ত্রপাঠের ধ্বনি ॥ ৫৫ ॥

কখনও যে বর্ষাহর্ষবিভাগে চারিদিকে দাত্যূহ (ডাহুক) পক্ষী সকল শব্দ করিতেছে, কোযষ্টিক (টিঠী) সকল দলে দলে মিলিত হইয়া শব্দ করিতেছে,ভেকসকল সর্ব্বদিকে ধ্বনি করিতেছে,ময়ূর সকল চারিদিকে কেকারব করিতেছে, আকাশে মেঘসকল গর্জন করিতেছে এবং জলধারা সকল ঝপৎ ঝপৎ এইরূপ শব্দ করিতেছে। এই সকল স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর শব্দ সকল, সুরতান্ত সময়ে সুন্দরী রমণীদিগের নিদ্রার উৎসব বিধান করিতেছে ॥ ৫৬ ॥

যত্র চ—মধ্যে গৌরীপরিণতফলৈর্নম্রশালৈ রসালৈ-
রন্তে শ্যামা রুচিভিরভিতঃ পক্কজম্বূফলানাং।
প্রান্তে পাণ্ডুঃ স্ফুটসুরভিভিঃ সূচিভিঃ কেতকানা-
মুদ্যানশ্রীঃ স্ফুরতি বিবিধৈর্বর্ণ কৈশ্চিত্রিতেব॥ ৫৭॥

দ্বিতীয়স্তু ভগবচ্ছরণ ইব কমলাকরলালিতঃ। হরিভক্তজন ইব নিরবকরজীবনঃ পরমনির্ম্মলাশশ্চ॥ ৫৮॥

বর্ণকৈর্হরিতালাদি ঘটিতৈর্মধ্যে গৌরী পীতবর্ণা কুতঃ পরিণতানি পক্কানি ফলানি যেষাং তৈঃ অতএব নম্রাঃ শালাঃ স্কন্ধশাখা যেষাং তৈঃ। স্কন্ধশাখা শালে ইত্যমরঃ। এবম্ভূতৈ রসালৈ বর্ষাপরিণামিভিরাম্রভেদৈর্হেতুভিঃ। অন্তে তদ্বহির্মণ্ডলে শ্যামা প্রান্তে প্রকৃষ্টে অন্তে সর্ব্বতো বহির্মণ্ডল ইত্যর্থঃ। সূচিভিঃ সূচিতুল্যৈঃ পুষ্পদলৈঃ। অত্র আম্রাণাং শ্রেষ্ঠত্বাং মধ্যস্থত্বং জম্বূনাং ততো হবরত্বেন শ্যামতয়া বহিষ্ঠত্বাত্তদীয় মরকতপ্রাচীরায়মাণত্বং। কেতকীনাং নিষ্ফলত্বেনাপকৃষ্টানাং সূচিতুল্য পুষ্পদলতয়া শক্ত্যস্ত্রধারি তদীয় রক্ষকগণায়মানত্বমিতি বিবেক্তব্যং॥ ৫৭॥

দ্বিতীয়ঃ শরদামোদো নাম বিভাগঃ। কমলায়াঃ করাভ্যাং লালিতঃ মৃদু মৃদু সংবাহিতঃ পক্ষে কমলাকরৈস্তড়াগৈ র্লালিতঃ ললিতীকৃতঃ। নিরবকরং নির্দ্দোষং জীবনং জীবিতং জলঞ্চ যত্র সঃ। পরম নির্ম্মলা আশা ভক্তিবিষয়া দিশশ্চ যত্র সঃ॥ ৫৮॥

যে বর্ষাহর্ষবিভাগে পক্কফলযুক্ত অতএব নতস্কন্ধ শাখাসহিত রসাল-সমূহদ্বারা উদ্যান শোভা মধ্যে পীতবর্ণা, অন্তে পক্কজম্বূফলসমূহের প্রভাপটলদ্বারা চারিদিকে শ্যামবর্ণ এবং সর্ব্বপ্রান্তে কেতক দিগের সূচিতুল্য পুষ্পদলসমূহদ্বারা পাণ্ডুবর্ণা হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে বোধহইতেছে যেন হরিতাল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণসমূহদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে॥ ৫৭॥

শরদামোদনামক দ্বিতীয় বিভাগ, ভগবানের চরণ যেরূপ কমলা দেবীর করযুগলদ্বারা সেবিত,সেইরূপ কমলাকর অর্থাৎ তড়াগসমূহদ্বারা অত্যন্ত সুললিত, হরিভক্তজনের জীবন যেরূপ নির্দ্দোষ' সেইরূপ ইহা-তেও জীবন অর্থাৎ জল নির্ম্মল এবং হরিভক্তজনের আশা অর্থাৎ ভক্তি বিষয়ক বাসনা যেরূপ পরমনির্ম্মল, সেই রূপ ইহাতেও আশা অর্থাৎ দিক্ সকল অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে॥ ৫৮॥

বৈকুণ্ঠনাথমিব বিলসচ্চক্রং প্রফুল্লপদ্মাঞ্চ। ভগবতঃ পাণ্ডবদূত্যমিব সমদধার্ত্তরাষ্ট্রহেলিতং। অধ্যাত্মযোগমিব সঞ্চরৎপরমহংসং রামায়ণমিব অভিরামলক্ষ্মণালাপং ॥ ৫৯ ॥

ভগবদ্যশ ইব কুবলয়ামোদং। জ্বলন দিখিভাগমিব প্রভিন্নপুণ্ড-

পুনঃ কীদৃশঃ পরিতো জলাশয়ং আসম্যগ্ দধানঃ ধারয়ন্ পুষ্ণন্নিতি বা। জলাশয়মেব বিশিনষ্টি। চক্রং সুদর্শনং চক্রশ্চক্রবাকপক্ষী চ। ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাণ্ডবদূত্যং ভারতপ্রসিদ্ধং। সমদৈ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রৈর্দুর্য্যোধনাদৈ্যর্হেলিতমবজ্ঞাতং। পক্ষে মত্তানাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হংসবিশেষাণাং হেলিতং হেলা যত্র তং। ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সিতেতরৈঃ হেলা লীলেতি চামরঃ। অভিতো রামলক্ষ্মণয়োরালাপো যত্র তং। পক্ষে অভিরামঃ কমনীয়ঃ লক্ষ্মণায়াঃ সারস্যা আলাপো যত্র তং। হংসস্য যোষিদ্বরটা সারসস্য তু লক্ষ্মণেত্যমরঃ ॥ ৫৯ ॥

কুঃ পৃথিবী তস্যা বলয়স্য মণ্ডলস্য আমোদ আনন্দো যতস্তৎ। পক্ষে কুবলয়স্য নীলোৎপলস্য আমোদো গন্ধো যত্র তং। জ্বলনো বহ্নিঃ। প্রভিন্নোমত্তঃ পুণ্ডরীকঃ তন্নামাদি দিগ্-

---

এই দ্বিতীয় বিভাগ চারিদিকে জলাশয় ধারণ করিতেছে। বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুর হস্তে যেরূপ সুদর্শনচক্র বিলাস পাইয়া থাকে, সেইরূপ জলাশয়েও চক্রবাকপক্ষী সকল বিলাস পাইতেছে, পদ্মা অর্থাৎ কমলাদেবী যেরূপ নারায়ণের নিকট প্রফুল্ল হইয়া থাকেন, সেইরূপ জলাশয়েও পদ্মসকল প্রফুল্ল হইয়া আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পাণ্ডবদিগের দৌত্যকার্য্য করিয়া য়াছিলেন এবং সেই দৌত্যকার্য্যে যেরূপ মত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্র অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনাদির দ্বারা অবজ্ঞা ঘটিয়াছিল সেইরূপ জলাশয়েও মত্তধার্ত্তরাষ্ট্র অর্থাৎ হংসবিশেষদিগের হেলিত অর্থাৎ লীলা হইয়া থাকে, অধ্যাত্মযোগের অনুষ্ঠানে যেরূপ পরমহংস সকল সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ জলাশয়েও উৎকৃষ্ট হংস সকল সঞ্চরণ করিতেছে, রামায়ণের চারিদিকে যেরূপ রাম এবং লক্ষ্মণের আলাপ আছে, সেইরূপ এই জলাশয়ও 'অভিরাম লক্ষ্মণালাপ' অর্থাৎ ইহাতে লক্ষ্মণা অর্থাৎ সারসীর আলাপ অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

ভগবানের যশ যেরূপ 'কুবলয়' অর্থাৎ ভূমণ্ডল আমোদিত করিয়া

রীকং। নৈঋর্তকোণমিব কুমুদমদামোদিত মধুকরং। সায়ং সময়-মিব বিকসদ্রক্তসন্ধ্যকং পরিতোজলাশয়মাদধানঃ ॥ ৬০ ॥

সমরসমারম্ভ ইব বিলসচ্চন্দ্রহাসঃ। সত্যকাল ইব পূর্ণভাবেন মদমুদিতবৃষবিলাসঃ শরদামোদো নাম ॥ ৬১ ॥

যত্রচ—দুর্জ্জনবচনোত্তপ্তাঃ সুজনা ইব বহিরুষ্ণতামন্তঃশীত-

গজো যত্র তং। প্রভিন্নো গর্জ্জিতো মত্ত ইত্যমরঃ। পক্ষে প্রভিন্নানি বিকসিতানি প্রভেদ-যুক্তানি বা পুণ্ডরীকাণি সিতাম্ভোজানি যত্র তং। কুমুদঃ নৈঋর্তকোণস্থো দিগ্‌গজস্তস্য মদেনামোদিতা মধুকরা যত্র তং। পক্ষে কুমুদেষু মদামোদিতা মধুকরা যত্র তং। ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ। পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজা ইত্যমরঃ। বিকসন্তী বিরাজন্তী রক্তসন্ধ্যা যত্র তং। পক্ষে বিকসন্তি স্ফুটন্তি রক্তসন্ধ্যকানি যত্র তং হল্লকং রক্তসন্ধ্যকমিত্যমরঃ ॥ ৬০ ॥

সমরো যুদ্ধং চন্দ্রহাসঃ খড়্গশ্চন্দ্রপ্রকাশশ্চ বৃষোধর্ম্মঃ পুঙ্গবশ্চ ॥ ৬১ ॥

থাকে, সেইরূপ জলাশয়ও 'কুবলয়' অর্থাৎ নীলপদ্মের পরিমল ধারণ করিতেছে। অগ্নিকোণে যেরূপ পুণ্ডরীক নামে মত্তদিগ্‌গজ আছে, সেইরূপ জলাশয়েও বিকসিত 'পুণ্ডরীক' শ্বেতপদ্ম সকল অবস্থান করি-তেছে। নৈঋর্তকোণে যেরূপ 'কুমুদ' নামক দিগ্‌গজের মদজলক্ষরণে মধুকর সকল আমোদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জলাশয়েও কুমুদপুষ্পে মধুকর সকল হর্ষে আমোদিত হইয়া আছে। সন্ধ্যাকালে যেরূপ 'রক্ত সন্ধ্যক' অর্থাৎ রক্তবর্ণ সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, সেইরূপ জলাশয়েও 'রক্তস-ন্ধ্যক' অর্থাৎ (হেলা) পুষ্প সকল বিরাজমান আছে। শরদামোদনামক দ্বিতীয় বিভাগ এইরূপ সুরম্য জলাশয় ধারণ করিতেছে ॥ ৬০ ॥

যুদ্ধের প্রারম্ভে যেরূপ 'চন্দ্রহাস' অর্থাৎ খড়্গ সকল বিলসিত হয়, সেইরূপ এই বিভাগেও 'চন্দ্রহাস' অর্থাৎ চন্দ্রের প্রকাশ হইতেছে। এবং সত্যযুগে পূর্ণভাবে যেমন 'বৃষ' অর্থাৎ ধর্ম্মের বিলাস হইয়া থাকে, সেইরূপ এই শরদামোদনামক বিভাগেও মদমত্ত বৃষসকল শোভা পাইতেছে ॥ ৬১ ॥

যে বিভাগে,সজ্জনগণ দুর্জ্জনগণের বাক্যে উপতপ্ত হইয়া যেমন বাহিরে

লতাং দধানা মহাহ্রদাঃ ॥ ৬২ ॥

যত্র চ— শ্রীখণ্ডখণ্ডাঙ্গরাগা ইব দিগঙ্গনানাং পবনাবধূত সিত-সিচয়াঞ্চলখণ্ডা ইব নভোলক্ষ্ম্যাঃ। বিতত্যাতপে দত্তানীব কর্ত্তনীয় তূলকানি পবনকন্যকানাং সিততরজলদশকলানি ॥ ৬৩ ॥

যেষাঞ্চ প্রতিবিম্বে তরণিদুহিতুরম্ভসি সম্ভৃত বিলাসসম্ভারে সতি তস্যা এব সলিলগতানি সৈকতান্তরাণীব অথবা ভগবদবগাহন

উষ্ণতাং কৃত্রিমকোপং তপ্তত্বঞ্চ ॥ ৬২ ॥

যত্র চ সিততরাণি অতিশ্বেতানি জলদশকলানি মেঘখণ্ডানি শ্রীখণ্ডস্য চন্দনস্য খণ্ডভূতা অঙ্গরাগা ইব উৎপ্রেক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। পুনস্তেষামাকাশমধ্যগতত্বং চাঞ্চল্যঞ্চ বিলোক্যান্যথোৎপ্রেক্ষতে। পবনেন অবধূতানাং চালিতানাং সিতবস্ত্রাণাং অঞ্চলখণ্ডা ইব আকাশশোভাভূতায়াঃ স্ত্রিয়াঃ। পুনরপি লঘূনামেব তেষাং প্রতিক্ষণং বিস্তারমালোক্য ততোঽপ্যন্যথা উৎপ্রেক্ষতে। কর্ত্তনীয়ানি সূত্রনির্ম্মাণযোগ্যানি তূলকানি কার্পাসভবানীত্যর্থঃ। অতএব বিতত্য বিস্তার্য্য সূর্য্যাতপে দত্তানি অর্পিতানি পবনকন্যকানামিতি অতএব পবনেন পিত্রা-শোষণার্থং আতপে স্বয়মেব চাল্যমানানীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

তেষাং সিতমেঘখণ্ডানাং প্রতিবিম্বে কুত্র তরণিদুহিতুর্যমুনায়া অম্ভসি তস্যা এব যমুনায়া এব সৈকতান্তরাণি বালুকাময় পুলিনান্তরাণীব লক্ষ্যন্তে ইত্যর্থঃ। সৈকতং সিকতাময়মিত্য-

---

'উষ্ণতা' অর্থাৎ কৃত্রিমকোপ এক অন্তরে শীতলতা ধারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাহ্রদসকল বাহিরে 'উষ্ণতা' অর্থাৎ তপ্ততা এবং অন্তরে শীতলতা ধারণ করিতেছে ॥ ৬২ ॥

যে বিভাগে, অতিশয় শ্বেতবর্ণ মেঘখণ্ডসকল, দিগঙ্গনাদিগের চন্দনের খণ্ডস্বরূপ অঙ্গরাগ সকল বলিয়া,-গগনলক্ষ্মীর অর্থাৎ আকাশের শোভা-স্বরূপা রমণীর, পবনসঞ্চালিত শ্বেতবস্ত্র সমূহের অঞ্চলখণ্ডসকল বলিয়া,-এবং পবনের কন্যাদিগের বিস্তার করিয়া সূর্য্যাতপে অর্পিত, সূত্রনির্ম্মাণ-যোগ্য কার্পাসসম্ভূত বস্ত্রসকল বলিয়া উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে ॥ ৬৩ ॥

যে সকল শ্বেতবর্ণ মেঘখণ্ডের প্রতিবিম্বে, সূর্য্যতনয়া যমুনার জলে বিলাসবাহুল্য উৎপন্ন হইলে, সেই যমুনারই সলিলস্থিত অন্যান্য বালুকাময় পুলিনসকল যেন উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে। অথবা ভগবান্

সৌভাগ্যমিবাসাদয়িতু কামা স্থরসরিদেব গর্ব্ববাসমাসসাদেতি সকলৈরনুমীয়তে ॥ ৬৪ ॥

বিকচকমলকহ্লার হল্লকামোদমেদুরঃ সপ্তচ্ছদসৌরভদানগন্ধি রন্ধিত পুষ্পন্ধয়োঽন্ধকারিত দিগ্বলয়ঃ পবনমতঙ্গজশ্চ যত্র পরমামোদ মাতনোতি ॥ ৬৫ ॥

কূজৎ সারসকাঞ্চিকা মৃদুনদৎ কাদম্বপাদাঙ্গদা
চক্রাহ্বস্তনমণ্ডলা দরদলাদ্রাজীবকোষাননা।

মরঃ। মেঘখণ্ডানাং চাঞ্চল্যাৎ প্রতিবিম্বানামপি প্রবাহবচ্চাঞ্চল্যমালোক্য অন্যথা উৎপ্রেক্ষতে অথ বেতি আসাদয়িতুকামা প্রাপ্তকামা স্থরসরিদ্গঙ্গাগর্ত্তবাসং যমুনায়া গর্ত্তে বাসং ॥ ৬৪ ॥

বিকচানাং কমলাদীনাং আমোদৈর্গন্ধৈর্মেদুরঃ। সান্দ্র স্নিগ্ধস্ত মেদুর ইত্যমরঃ। সপ্তচ্ছদঃ ছাতিন ইতি খ্যাতো বৃক্ষঃ তস্য সৌরভেণ দানগন্ধির্মদগন্ধিঃ। হস্তিনাং মদোদানমিত্যমরঃ। অতএব অন্ধিতা ব্যাকুলীকৃতাঃ পুষ্পন্ধয়া ভ্রমরা যেন সঃ। নাসিকাস্তনয়োর্ধ্মাধেটোর্নাড়ীমুষ্ট্যোশ্চেতি যোগবিভাগাৎ খশ্ প্রত্যয়ঃ। উন্মীলন্নিজকান্তি কেতকসমাকৃষ্টাক্ষি পুষ্পন্ধয় ইতি কবিকল্পলতা। পরমং আমোদং গন্ধং আনন্দঞ্চ ॥ ৬৫ ॥

কাদম্বঃ কলহংসঃ দর ঈষৎ দলন্ প্রস্ফুটন্ রাজীবকোষ এবাননং যস্যাঃ সা। পরাগ এব

শ্রীকৃষ্ণের অবগাহন সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়া স্থরনদী গঙ্গাদেবী যেন যমুনার গর্ভে বাসপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই সকলে অনুমান করিতেছে ॥ ৬৪ ॥

বিকসিত কমল, কহ্লার, হল্লক (হেলা), পুষ্পাদিগের সৌরভে অত্যন্ত স্নিগ্ধ, সপ্তচ্ছদ (ছাতিন) বৃক্ষের সৌরভে মদগন্ধযুক্ত, অতএব ভ্রমরগণের ব্যাকুলতাকারক এবং দিঙ্মণ্ডলের অন্ধকারত্বসম্পাদক, বায়ুকোণের দিক্‌হস্তি, যে বিভাগে পরম 'আমোদ' অর্থাৎ গন্ধ এবং আনন্দ বিস্তার করিয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

কূজনকারি সারসপক্ষি সকল যাহার মেখলা অর্থাৎ কটীভূষণ, মৃদু শব্দকারি কলহংস সমূহই যাহার পাদ ভূষণ, চক্রবাক পক্ষি সমূহই যাহার স্তনমণ্ডল, ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্মকোষই যাহার মুখ, নীল-

নীলাম্ভোরুহলোচনা মধুকরশ্রেণীভ্রমদ্ভ্রূলতা-
যত্রাভাতি পরাগরঞ্জিবসনা মূর্ত্তেব দেবী শরৎ ॥ ৬৬ ॥
কিঞ্চ—যা কিল দেবহূতিরিব কর্দ্দমে প্রস্থিতে কপিলাস্য-
নিরীক্ষণক্ষণা ॥ ৬৭ ॥

কিঞ্চ—স্থলকমলবনান্তঃ কৌসুমং যস্য তল্পং
বিমলবহুলতারং ব্যোমমুক্তাবিতানং।
বিকসিতচলকাশাশ্চামরাণাং সমূহঃ
সঋতুরতুলকান্তির্যত্র রাজেব রেজে ॥ ৬৮ ॥

রঞ্জিরদ্রষ্টৃ রঞ্জকং বসনং যস্যাঃ সা ॥ ৬৬ ॥

যা শরৎ কর্দ্দমে শ্রীকপিলদেবপিতরি পক্ষে চ প্রস্থিতে প্রব্রজিতে সতি পক্ষে গতে নষ্টে সতীত্যর্থঃ। কপিলস্য স্বপুত্রস্য পক্ষে সঞ্চরন্তীনাং কপিলানাং আস্যনিরীক্ষণে মুখদর্শনে উৎসবো যস্যাঃ পক্ষে সময়বিশেষো যস্যাঃ সা। কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণ ইত্যমরঃ ॥ ৬৭ ॥

স ঋতুর্যত্র বিভাগে রাজা ইব রেজে দীপ্তিং চকার। কৌসুমং পতিত কুসুমদলময়ং মুক্তাবিতানং মুক্তাময়শ্চন্দ্রাতপঃ। বিকসিতাঃ পবনেন চলাঃ কাশাঃ কাশপুষ্পাণি ॥ ৬৮ ॥

পদ্ম সমূহই যাহার লোচন, মধুকর শ্রেণীই যাহার চঞ্চল ভ্রূলতা, পুষ্প-পরাগই যাহার দর্শকগণের মনোরঞ্জন বস্ত্র, শরৎরূপা দেবী যেন শরীর ধারণ করিয়া এই দ্বিতীয় বিভাগে শোভা পাইতেছেন ॥ ৬৬ ॥

অপিচ, 'কর্দ্দম' অর্থাৎ কপিলের পিতা 'প্রস্থিত' অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রম স্বীকার করিলে দেবহূতির যেরূপ কপিলের অর্থাৎ স্বীয় পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া 'ক্ষণ' অর্থাৎ উৎসব হইয়াছিল, সেই রূপ 'কর্দ্দম' অর্থাৎ পঙ্ক 'প্রস্থিত' অর্থাৎ নষ্ট হইয়া গেলে 'কপিলা' গোদিগের মুখ নিরীক্ষণে শরৎদেবীরও 'ক্ষণ' অর্থাৎ সময় বিশেষ হইয়াছিল ॥৬৭

অপিচ, যে বিভাগে সেই অনুপম শোভাযুক্ত শরৎ ঋতু, রাজার ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছিল। স্থলপদ্মের বনমধ্যে পতিত পুষ্পদলময় যাহার শয্যা, নির্ম্মল বহু সংখ্যক তারাযুক্ত আকাশ যাহার মুক্তাময় চন্দ্রাতপ এবং বিকসিত বায়ুকম্পিত কাশপুষ্প সকল চামর সমূহ হইয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

কিঞ্চ—অত্যাকৃষ্টা ইব হরিদিভৈর্ব্যোমবৃক্ষস্য শাখাঃ
প্রত্যাক্রান্তা ইব জলধরৈর্নম্রতাং যাঃ সমীয়ুঃ।
দূরং যাতাঃ কিমিব হরিতস্তৈর্বিমুক্তা ইহেত্থং
বর্ষাহর্ষাৎ ক্ষণমুপগতা যত্র তন্বন্তি তর্কং॥ ৬৯॥

অথ তৃতীয়োঽপি যত্র ভীম ইব মহাসহামোদমেদুরঃ। অর্জ্জুন

বর্ষাহর্ষাৎ প্রদেশাৎ যত্র শরদামোদে উপগতা জনা ইত্থমেবং তর্কং ঊহং তন্বন্তি বর্ষাহর্ষে আকাশস্য সর্ব্বতো মেঘাবৃতত্বাৎ দিশাং নিকটবর্ত্তিত্বং হস্তপ্রাপ্যমিব মত্বা শরদামোদে তু তদভাবাৎ দিশাং দূরবর্ত্তিত্বং লোচনাভ্যামপ্যগম্যং পরামৃশ্য এবমুৎপ্রেক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। ব্যোম এব বৃক্ষস্তস্য শাখা হরিদিভৈর্দিগ্‌গজৈরত্যাকৃষ্টা ইব অত্যন্তমাকৃষ্য অধঃপাতিতা ইবেত্যর্থঃ। যাঃ শাখা জলধরৈর্মেঘৈস্তেষাং সাহায্যকারিভিরিব প্রত্যাক্রান্তা উপরি আরুহ্য আক্রান্তা ইব নম্রতাং সমীয়ুঃ প্রাপ্তাঃ। ইহ শরদামোদে তু হরিতস্তা দিশঃ কিমিব দূরং যাতাঃ অতস্তদীয়ৈর্হস্তিভির্ব্যোম বৃক্ষশাখানাকৃষ্যন্ত ইতি ভাবঃ। তত্র কারণমিব তর্কয়ন্তো বিশিংষন্তি তৈর্জলধরৈর্বিমুক্তা ইতি তচ্ছাখাক্রমণার্থং তদুপরি মেঘৈরত্র নারুহ্যন্তে অতঃ সাহায্যাভাবাৎ স্বীয়গজানামতিদূরস্থশাখাকর্ষণাশক্তের্নিবৃত্তা ইত্যনুমীয়তে ইতি ভাবঃ॥ ৬৯॥

যত্র বিভাগেষু তৃতীয়ো হেমন্তসন্তোষঃ। মহৎ সহোবলং যস্য সঃ মোদেন হর্ষেণ স্নিগ্ধ ইতি

বর্ষাহর্ষ প্রদেশ হইতে যে শরদামোদ প্রদেশে ক্ষণকালের জন্য উপস্থিত হইয়া জন সকল এই রূপ তর্ক করিয়া থাকেন। আকাশরূপ বৃক্ষের শাখা সকল, দিগ্‌গজগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াই যেন এবং সাহায্যকারী মেঘগণ কর্ত্তৃক উপরে উঠিয়া আক্রান্ত হইয়াই যেন নম্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই শরদামোদ বিভাগে সেই সকল দিঙ্‌মণ্ডল কি দূরে গমন করিয়াছে? যে হেতু হস্তিগণ, ব্যোমশাখা সকল আকর্ষণ করে না? তদ্বিষয়ে কারণ, এই সকল শাখা মেঘগণ-কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইয়াছে এই স্থানে আকাশবৃক্ষের শাখা আক্রমণ করিবার নিমিত্ত,তদুপরি মেঘ সকল আরোহণ করে না। অতএব সাহায্যের অভাব হেতু দিগ্‌গজ সকল অতি দূরস্থিত শাখাকর্ষণ শক্তি না থাকায় ইহারা নিবৃত্ত হইয়াছে, এই রূপ লোকে অনুমান করিয়া থাকে॥ ৬৯॥

ইহার পর উক্ত বিভাগের মধ্যে হেমন্তসন্তোষ নামক তৃতীয়

ইব মধুসূদনপ্রিয়সহচরঃ। মহেশ ইব অনুগতবাণঃ। কৈলাশ ইব সহাবলোধ্রঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীভাগবতগ্রন্থ ইব মধুরশুকোদিতঃ। আয়ুর্ব্বেদ ইব প্রবীণ

পদদ্বয়ং। পক্ষে মহাসহা পুষ্পবিশেষ বাচী টাবন্তঃ। অম্লানস্তু মহাসহা ইত্যমরঃ। মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পক্ষে মধুসূদনানাং ভ্রমরাণাং প্রিয়ঃ সহচরঃ পীতঝিণ্টী যত্র সঃ। ইন্দিন্দিরশ্চঞ্চরীকো-রোলম্বো মধুসূদন ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। পীতা কুরুণ্টকো ঝিণ্টী তস্মিন্ সহচরীদ্বয়োরিত্যমরঃ। বাণো বলিপুত্রঃ। পক্ষে নীলঝিণ্টী নীলঝিণ্টীদ্বয়োর্বাণা ইত্যমরঃ। অবলয়া ভার্য্যয়া দুর্গয়া সহ বর্ত্তমানঃ উঃ শম্ভুস্তং ধরতীতি সহাবলোধ্রঃ। পক্ষে হাব উল্লাসকো ভাব-বিশেষঃ সহাবো লোধ্রবৃক্ষো যত্র সঃ ॥ ৭০ ॥

মধুরশ্চাসৌ শুকাদ্ব্যাসপুত্রাদুদিতঃ উদয়ং প্রাপ্তশ্চেতি স তথা। পক্ষে মধুরং শুকানা-মুদিতং কূজিতং যত্র সঃ। হারীতস্তচ্ছাস্ত্রপ্রবর্ত্তকো মুনিঃ। পক্ষে হরিতাল ইতি খ্যাতঃ

বিভাগ। ভীম যেরূপ 'মহাসহা' অর্থাৎ অত্যন্ত বলশালী এবং 'মোদ-মেদুর' অর্থাৎ হর্ষদ্বারা স্নিগ্ধ, সেই রূপ এই বিভাগও 'মহাসহামোদ-মেদুর' অর্থাৎ পুষ্পবাটী বিশেষের গন্ধদ্বারা স্নিগ্ধ। অর্জ্জুন যেরূপ 'মধুসূদন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সহচর, সেই রূপ এই স্থানেও 'সহচর' অর্থাৎ পীতঝিণ্টী পুষ্প, 'মধুসূদন' অর্থাৎ ভ্রমরদিগের অত্যন্ত প্রিয়। বলিপুত্র 'বাণ' যে রূপ মহাদেবের অনুগত, সেই রূপ এই বিভাগেও 'বাণ' নীলঝিণ্টী বিদ্যমান আছে, কৈলাস পর্ব্বত যেরূপ 'সহাব-লোধ্র, অর্থাৎ অবলা দুর্গার সহিত বর্ত্তমান উধ্র অর্থাৎ 'উ' মহাদে-বকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বিভাগেও সহাবলোধ্র অর্থাৎ উল্লাসকারী হাব অর্থাৎ ভাববিশেষের সহিত, লোধ্রবৃক্ষ বিদ্যমান আছে ॥ ৭০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ যেরূপ মধুর ব্যাসপুত্র শুকদেব হইতে উদয় প্রাপ্ত, সেইরূপ ইহাতেও শুকপক্ষিগণের মধুর কূজন বিদ্যমান, আয়ু-র্ব্বেদগ্রন্থে যেরূপ-প্রবীণ হারীত অর্থাৎ তৎ-শাস্ত্র প্রবর্ত্তক মুনির নৈপুণ্য আছে, সেই রূপ ইহাতেও প্রবীণ হারীত (হরিতাল) পক্ষিসকল বিদ্যমান, সাধুসঙ্গ যেরূপ 'সদা মদলাব' অর্থাৎ সর্ব্বদা মদ (অহঙ্কার)

হারীতঃ। সাধুসঙ্গ ইব সদা মদলাবঃ। ভগবদুপাসক ইব ক্রমশীতলী ভবজ্জীবনঃ॥ ৭১॥

অহরহ উপচীয়মানদোষোঽপি নির্দ্দোষঃ। পদ্মিনীগ্লানিকরোঽপি ক্ষণদাদৈর্ঘ্যেণ পদ্মিনীমহোৎসবকরঃ। স খলু হেমন্তসন্তোষো নাম॥ ৭২॥

যত্র নবদিনকরিকরণপরামর্শোন্মুখজনমনাংসি দিবসমুখানি। অভিনবারুণকিরণনিকরনিপাতধিষণতয়া হরিণরমণীভিঃ ক্ষণমুপ-

---

পক্ষিবিশেষঃ। মদং অহঙ্কারং লুনাতীতি সঃ। পক্ষে সতত মদযুক্তো লাবঃ পক্ষিবিশেষো যত্র সঃ। ক্রমেণোত্তরোত্তরপ্রাপ্যমানাধিক্যেন ভজনেন শীতেন চ শীতলী ভবন্তি জীবনানি জীবিতানি জলানি চ যস্য যত্র চ সঃ॥ ৭১॥

অহরহঃ প্রতিদিনং উপচীয়মানা বর্দ্ধমানা দোষা রজনী যেন সঃ। টাবন্তো দোষাশব্দোঽনব্যয়োঽপ্যস্তি। ততঃ কথাভিঃ সমতীতা দোষামারুহ্য সৈন্যৈঃ সহ পুষ্পকস্ত ইতি ভট্টিপ্রয়োগাৎ। প্রারম্ভো দোষায়াঃ প্রদোষ ইত্যমর টীকা সুপ্রদোষশব্দব্যখ্যানাচ্চ। পদ্মিন্যঃ কমলস্তম্বাঃ ক্ষণদা রাত্রিঃ পদ্মিন্যঃ সল্লক্ষণস্ত্রিয়ঃ॥ ৭২॥

দিবসমুখানি প্রভাতানি। অভিনবানাং অরুণস্য সূর্যস্য কিরণানাং নিপাতে ধিষণা নিশ্চয়বতী বুদ্ধির্যাসাং তাসাং ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা উপসেব্যন্তে শীতত্রাণার্থমিত্যর্থঃ।

ছেদন করে, সেইরূপ ইহাতেও সর্ব্বদা মদযুক্ত লাবনামক পক্ষিগণ বিদ্যমান আছে। ভগবানের উপাসকের 'জীবন' যেরূপ ক্রমে ক্রমে ভজনদ্বারা শীতল হইয়া থাকে, সেই রূপ ইহাতেও ক্রমান্বয়ে শীতদ্বারা 'জীবন' অর্থাৎ জল শীতল হইয়াছে॥ ৭১॥

এই হেমন্তসন্তোষবিভাগ, নিশ্চয়ই দিন দিন 'উপচীয়মান দোষ' অর্থাৎ দোষা-রাত্রি বর্দ্ধিত হইলেও নির্দোষ, পদ্মিনী অর্থাৎ কমলস্তম্ব সমূহের গ্লানিজনক হইলেও রাত্রির দীর্ঘতা হেতু পদ্মিনী অর্থাৎ সুল-ক্ষণা রমণীদিগের মহোৎসব কারক॥ ৭২॥

যে বিভাগে, প্রভাতকালে, জনগণের অন্তঃকরণ সকল, দিনকরের কিরণ সঙ্গ হইবে বলিয়া উন্মুখ হইয়া আছে। হরিণীগণ, অভিনব সূর্য্যকরজালের পতন হইবে বলিয়া নিশ্চয় করত পদ্মরাগ মণিময়

সেব্যন্তে কুরুবিন্দমণিময়ধরণিতলানি নোপগম্যন্তে চ হিমকর-কিরণনিকরধিয়া স্ফটিকমণিশিলাবিলাসবীথয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

কিং বহুনা শীতভীতেনেব ভগবতা কিরণমালিনাপি দহনদিগু-পকণ্ঠ এব সৌৎকণ্ঠ্যমালম্ব্যতে ॥ ৭৪ ॥

নবনবাঙ্কুরনিকরাকারকিরণকন্দলেষু মরকতমণিবীথিপরিসরেষু সচকিতমভিতোঽভিতো নিরীক্ষ্যমাণাশ্চমূরুরমণ্যো যবাঙ্কুরধিয়ৈব চরন্ত্যো নিরবধি ব্রজচমূরুনয়নানয়নচমৎকারং কারয়ন্তে ॥ ৭৫ ॥

যত্র চ—ক্রমাদ্ভানোরুষ্মা হ্রসতি হিমযোগেন মহতা বলন্তে

স্ফটিকমণিময়ীনাং শিলানাং বিলাসো যাসু তথাভূতা বীথয়ো ভূমিপ্রদেশাঃ পঙ্‌ক্তয়ো বা ॥ ৭৩

উপকণ্ঠঃ নিকটদেশঃ কণ্ঠস্য সমীপং উপকণ্ঠং তস্মিন্নিতি সপ্তম্যন্ততয়া ব্যাখ্যানে ভগবতাপি পরদারকণ্ঠে সৌৎকণ্ঠ্যমালম্ব্যতে ইতি দ্বিতীয়োঽপি বিরোধো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

কন্দলং সমূহঃ। কন্দলস্তু সমূহে স্যাদুপরাগে নবাঙ্কুরে ইতি বিশ্বঃ। সচকিতং অভিতোঽভিতঃ কর্ষকা অত্র সন্তি ন বাসন্তীতি নিরীক্ষ্যমাণাঃ চমূরবো মৃগবিশেষাস্তেষাং রমণ্যঃ ॥ ৭৫॥

বাম্যরহসো বাম্যসুরতস্য। রহোঽতিগুহ্যে সুরতে চেতি বিশ্বঃ। হ্রসিমা হ্রস্বত্বং

ধরণীতল সকল শীঘ্র সেবা করিতেছে, এবং হিমকর চন্দ্রের কিরণজাল বোধ করিয়া স্ফটিকমণিময়ীশিলাখণ্ডের শোভাযুক্ত ভূমিপ্রদেশে—উহারা গমন করিতেছে না ॥ ৭৩ ॥

অধিক কি, ভগবান্ কিরণমালী সূর্য্য, শীতে ভীত হইয়াই যেন অগ্নিকোণের কণ্ঠপ্রদেশ উৎকণ্ঠার সহিত অবলম্বন করিতেছেন ॥ ৭৪ ॥

যে সমুদায় মরকতমণিময় ভূমিপ্রদেশযুক্ত পরিসর সকল নব নব অঙ্কুরের আকারধারি কিরণসমূহসমন্বিত, সেই সকল পরিসরস্থানে হরিণীগণ, তৃণের অঙ্কুর বোধ করিয়াই বিচরণ করিতে করিতে ব্রজভূমে হরিণলোচনা রমণীদিগের নয়নের আশ্চর্য্য শোভা উৎপাদন করিতেছে ॥ ৭৫ ॥

যে বিভাগে, মহৎ হিমসম্পর্কে ক্রমে সূর্য্যের উত্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং স্তনদ্বয়ের পরিসরে তাপাধিক্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ক্রমে রাত্রির দৈর্ঘ্য অল্পতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং শীতার্ত্ত প্রিয়তমদিগের

বক্ষোজদ্বয় পরিসরেষূষ্মবিভবাঃ। ক্রমাদ্দৈর্ঘ্যং রাত্রে র্ভবতি হ্রসিমা
বাম্যরহসো বধূনাং শীতার্ত্তপ্রিয়তমপরিষ্বঞ্জনবিধৌ ॥ ৭৬ ॥

কুরুবককুসুমানি কেশপাশেষ্বলককুলেষু বহন্তি লোধ্রধূলীঃ।
স্রজমুরসি মহাসহাপ্রসূনৈর্ব্রজসুদৃশো ন মণীন্দ্রমণ্ডনানি ॥৭৭

কালীয়কালেপনমঙ্গরাগে লীলাগৃহে কেবল ধূপধূমঃ।
তাম্বূলমেলাদিকটুপ্রয়োগং নোষ্ণেতরো যত্র গুণোগুণায় ॥৮৮

অথ চতুর্থোঽপি যত্র সুহৃৎ সমাগম ইব সমুল্লসিতবন্ধুজীবঃ।

প্রেষ্ঠে বেতি তিকারস্য সংযোগপূর্ব্বস্যাপি লঘুত্বং প্রিয়তমেতি প্রেমৈবাত্র হেতুরিতি ব্যজ্যতে ॥ ৭৬ ॥

অম্লানস্ত মহাসহা তত্র শোণে কুরুবক ইত্যমরঃ। ন মণীন্দ্রেতি তেষাং শৈত্যাৎ ॥ ৭৭ ॥

কালীয়কং কলম্বক ইতি খ্যাতং উষ্ণেতরঃ শীতোগুণো যত্র ন গুণায় কিন্তু দোষায়ৈব ॥৭৮

চতুর্থঃ শিশিরসুখাকরঃ। বন্ধূনাং জীব আত্মা পক্ষে বন্ধুজীবঃ দোপহরিআ ইতি খ্যাতঃ পুষ্পবিশেষঃ। স্বচুহিতুঃ সংজ্ঞায়াঃ কঠোরতত্তেজঃসংশ্লেষদুঃখদূরীকরণায় কুন্দে চক্রভ্রমৌ আরোপিতঃ প্রভাকরঃ সূর্য্যো যেন। পক্ষে কুন্দপুষ্পে আরোপতাং সম্যগ্‌জানতাং প্রভাং

আলিঙ্গন কার্য্যে,রমণীগণের বিপরীত সুরতকার্য্যেরও দৈর্ঘ্য হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

ব্রজসুন্দরীগণ, কেশপাশে কুরুবক পুষ্প সকল এবং অলকসমূহে লোধ্রপুষ্পের পরাগ এবং বক্ষঃস্থলে মহাসহা অর্থাৎ পীতঝিণ্টীপুষ্পের মালা ধারণ করিতেছে, কিন্তু শৈত্যবশতঃ মণিময় আভরণ সকল ধারণ করিতে ইচ্ছুক নহে ॥ ৭৭ ॥

অঙ্গরাগ বিষয়ে কালীয়ক অর্থাৎ কলম্বক ইহার লেপন, লীলা-গৃহে কেবল ধূপের ধূম, এলা (এলাচ) প্রভৃতি কটু (ঝাল) রসযুক্ত তাম্বূল ব্যবহৃত হইতেছে। কারণ, এই হেমন্তকালে শীতল গুণ নহে অর্থাৎ দোষ বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৭৮ ॥

ইহার পর শিশিরসুখাকর নামক চতুর্থ বিভাগ। সুহৃৎ সমাগম যেরূপ 'বন্ধুজীব'অর্থাৎ বন্ধুগণের জীবন উল্লসিত করিয়া থাকে,সেই রূপ এই বিভাগেও 'বন্ধুজীব' নামক পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়। বিশ্বকর্ম্মা

বিশ্বকর্ম্মেব কুন্দারোপিতপ্রভাকরঃ। ভগবদ্বৈকুণ্ঠনাথ ইব সর্ব্ব দানবদমনকঃ। মহাবর্ষাগম ইব সমুল্লসিত মরুবকামোদঃ ॥ ৭৯ ॥ মুনিসমাজ ইব প্রমুদিত ভারদ্বাজঃ। লঙ্কাসমর ইব ক্রমশো বর্দ্ধমান-মানবাসরঃ ॥ ৮০ ॥

কান্তিং করোতীতি স তথা। কুন্দশ্চক্রভ্রমৌ মাঘ্যে ইতি বিশ্বঃ। সর্ব্বেষাং দানবানাং দমনং যস্মাৎ সঃ। পক্ষে সর্ব্বদা নবানি দমনকানি দোণা ইতি খ্যাতানি যত্র সঃ। সম্যগুল্লাসিতো মরুভূমাবপি বকানাং হর্ষো যেন সঃ। পক্ষে মরুবকস্য পুষ্পবিশেষস্যামোদঃ। ভবেন্মরুবকঃ পুষ্পভিচ্ছল্যক্রফনিজ্ঝকে ইতি মেদিনী ॥ ৭৯ ॥

ভারদ্বাজঃ ভরদ্বাজবংশঃ পক্ষে ভরদ্বাজপক্ষিসমূহশ্চ ব্যাঘ্রাটঃ স্যাদ্ভরদ্বাজ ইত্যমরঃ। লঙ্কায়াং সমরো যুদ্ধং মানবো মনুবংশোদ্ভবো রাঘবশ্চ আসরো রাক্ষসশ্চ ক্রব্যাদশ্রপ আসর ইত্যমরঃ ক্রমশো বর্দ্ধমানৌ তৌ যত্র সঃ। পক্ষে বর্দ্ধমানং মানং পরিমাণং যেষাং তথাভূতা বাসরা দিবসা যত্র সঃ ॥ ৮০ ॥

যেরূপ সংজ্ঞানাম্নী নিজকন্যায় সূর্য্যের কঠিন তেজঃ স্পর্শ হেতুক দুঃখ-দূর করিবার জন্য 'কুন্দ' অর্থাৎ চক্রভ্রমিতে 'প্রভাকর' অর্থাৎ সূর্য্যকে আরোপিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই বিভাগেও 'কুন্দ' অর্থাৎ কুন্দপুষ্পে সমর্পিত প্রভা উৎপাদন করিয়া থাকে, ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি যেরূপ 'সর্ব্বদানব দমনক' অর্থাৎ সমস্ত দানবদিগকে দমন করিয়াছিলেন, সেই রূপ ইহাতেও 'সর্ব্বদানব দমনক' অর্থাৎ সর্ব্বদা নব দমনক দোণা, নামক পুষ্প সকল বিদ্যমান আছে। মহাবর্ষার আগমনে যেরূপ সমুল্লসিত অর্থাৎ 'মরুবকামোদ' মরুভূমেও বকদিগের উল্লাস হয়,সেই রূপ মরুবক নামক পুষ্পাদিগের গন্ধও ইহাতে বিরাজিত আছে ॥ ৭৯ ॥

মুণিদিগের সমাজে যেরূপ 'ভারদ্বাজ' অর্থাৎ ভরদ্বাজবংশ প্রমুদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাতেও ভরদ্বাজ পক্ষিসমূহ আনন্দিত আছে। লঙ্কাতে যুদ্ধস্থলে যেরূপ ক্রমশ 'মানবাসর' মানব (মনুবংশীয়) রাঘব এবং আসর (রাক্ষস) রাবণ বর্দ্ধমান হইয়াছিল, সেইরূপ ইহাতেও 'বর্দ্ধমান-মানবাসর' অর্থাৎ পরিমাণে দীর্ঘ বাসর (দিবস) সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৮০ ॥

দয়িতপদ্মিনীবিয়োগনির্ব্বিণ্ণতয়ৈব কৃতোত্তরাপথপ্রয়াণেন সকলজনোপসেবিতপাদেন কিরণমালিনা বিরোচমানঃ শিশিরসুখাকরো নাম ॥ ৮১ ॥

যত্র অন্তবর্ত্তমান মণিগণকিরণকন্দলৈরিব জলতঃ সমুদিত্বরৈর্ধূমায়মানৈর্জলবাষ্পৈরলক্ষিতজলানি সরিৎসরসীপল্ললবনানি ধূমানুমিতবহ্নিমত্তয়েব ঝটিত্যনাসেবমানাভি র্হরিণতরুণীভিঃ সচকিতমীক্ষ্যমাণানি বাসরমুখানি ॥ ৮২ ॥

দয়িতা পদ্মিন্যেব দয়িতা পদ্মিনী সল্লক্ষণবতী স্ত্রী তস্যা বিয়োগেন নির্ব্বিণ্ণতা কিমতঃপরং গার্হস্থ্যাশ্রমেণেতি নির্ব্বেদস্তয়া হেতুনৈব কৃতং উত্তরাপথে বৈরাগ্যার্থং প্রয়াণং যেন তেন ততশ্চ সকলজনৈরুপসেবিতাঃ নিজ নিজ পাবিত্র্যার্থমিব পাদাঃ শীতনিবর্ত্তককিরণা এবাঙ্ঘ্রয়ো যস্য তেন কিরণমালিনা সূর্য্যেণ ॥ ৮১ ॥

সরিদাদীনি ঝটিতি শীঘ্রং ন আ সম্যক্ সেবমানাভিঃ কুতো ধূমৈরনুমিতো বহ্নিস্তদ্বত্তয়া অলক্ষিতজলত্বাৎ। সরিদাদীন্যেব বনানি বিতর্ক্য এতানি বহ্নিমন্তি ধূমেভ্য ইত্যেবমনুমায়েত্যর্থঃ। ঝটিতীত্যনেন পূর্ব্বপূর্ব্ব সঞ্চারে তত্র জলস্য দৃষ্টচরত্বস্মরণাৎ সন্দেহেন বিশেষতো নিভালনার্থং বাসরমুখানি প্রভাতানি নিরীক্ষ্যমাণানি প্রকাশাকাঙ্ক্ষয়েত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

যে কিরণমালী সূর্য্যদেব, প্রিয়তমা পদ্মিনী অর্থাৎ কমলিনী, পক্ষান্তরে পদ্মিনী অর্থাৎ সুলক্ষণা স্ত্রীবিয়োগে দুঃখিত হইয়াই অর্থাৎ ইহার পর আর গার্হস্থ্যাশ্রমে কি প্রয়োজন, এইরূপে শোকাকুল হইয়াই যেন বৈরাগ্যের নিমিত্ত উত্তরাপথে (উত্তরদিকে) গমন করিয়াছেন এবং যে সূর্য্যদেবের 'পাদ' অর্থাৎ রশ্মি সকল, সকলজনে সেবা করে, পক্ষান্তরে 'পাদ' অর্থাৎ যাঁহার চরণ সকলেই সেবা করে, সেই সূর্য্যদেবদ্বারা এই শিশিরসুখাকর নামক বিভাগ বিরাজমান ॥ ৮১ ॥

যে বিভাগে,মধ্যস্থিত মণিগণের প্রভাপটলের ন্যায় জল হইতে যে সকল ধূমাকার জলবাষ্প উত্থিত হইতেছে এবং তাহাদের দ্বারা নদী, সরোবর এবং ক্ষুদ্রসরোবর রূপ বনসমূহের জলসকল অলক্ষিত হইয়াছে । বনে দাবানল প্রজ্বলিত হইলে যেরূপ ধূমহেতু তদন্তর্গত অগ্নির সত্তা অনুমিত হয়, সেইরূপ নদীপ্রভৃতির মধ্যে ধূম হেতু বহ্নি

যবসশিখরসমুদীর্ণবিমলমৌক্তিকজালধিয়া নিশানিঃস্যন্দিতুহিন কণপটলানি ভগবতা বিভাবসুনাপি নিজকোমলকরাগ্রেণ হ্রিয়মাণানি যত্র দিবসমুখেষু মুহূর্ত্তাদেব বিরলায়ন্তে ॥ ৮৩ ॥

ঘনতরদলনিকরবিস্তারতয়া নিরস্তহিমনিপাত চটুলবিটপিনিকরতলমধ্যমধ্যাস্য মন্থরমভ্যস্যমানরোমন্থমধুরৈরতীতশীতভীতিভিরভিতঃ কৃষ্ণসারনিকুরম্বৈরতিরমণীয়াশ্চ যত্র বাসরান্তাঃ ॥ ৮৪ ॥

যবসানাং তৃণানাং শিখরেষু সমুদীর্ণানি বিমলানি মৌক্তিকজালান্যেব এতানীতি ধিয়া নিশায়াং নিঃস্যন্দিতুং শীলং যেষাং তানি হিমকণবৃন্দানি ভগবতাপি বিভাবসুনা সূর্য্যেণাপি শ্লেষেণ ধনবতাপি। বিভেত্যনেন প্রকাশবত্বাৎ সম্যঙ্‌নিভালয়িতুং শক্তবতাপি করাঃ কিরণা এব করাস্তদগ্রেণ নিজেত্যতিলোভান্নাপ্যন্যদ্বারেত্যর্থঃ। কুত এতদবসীয়তে তত্রাহ যত্রেতি দিবসমুখেষ্বেব রাত্রৌ তু সম্যক্ স্থিতানীত্যর্থঃ। মুহূর্ত্তাদেবেতি তত্রাপি চৌর্য্যকর্ম্মণি দক্ষতেতি ভাবঃ ॥ ৮৩ ॥

ঘনতরা অতিনিবিড়া দলনিকরা যত্র তথাভূতো বিস্তারো যেষাং তদ্ভাবেন হেতুনা নিরস্তো হিমানাং নিপাতস্তেন চটুলাঃ শ্লাঘনীয়া বিটপিনিকরা বৃক্ষসমূহাস্তেষাং তলমধ্যং অধ্যাস্য তত্রোপবিশ্য মন্থরং যথা স্যাত্তথা অভ্যস্যমানেন রোমন্থেন মধুরৈর্দর্শনীয়ৈরিত্যর্থঃ। চটুলঃ সুন্দরে চলে ইতি ধরণিঃ। নিগীর্ণ ঘাসাদীনাং পুনঃ সম্যক্ চর্ব্বণং রোমন্থঃ ॥ ৮৪ ॥

অনুমান করিয়াই যেন যুবতিহরিণীগণ শীঘ্র উহাদিগকে (নদীপ্রভৃতিকে) সেবা না করিয়া অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া সচকিতে প্রভাত কাল সকল (প্রকাশ আশঙ্কা করিয়া) নিরীক্ষণ করিতেছে ॥ ৮২ ॥

যে সকল প্রভাতকালে, তৃণদিগের শিখরপ্রদেশে সমুদ্গত বিমল মুক্তাজাল বোধ করিয়া, রাত্রিকালে গলিত হিমকণসকলকে ভগবান্ সূর্য্যও নিজকোমলকরের অগ্রভাগদ্বারা অপহরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতেই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তাহারা বিরল হইয়া পরিল ॥ ৮৩ ॥

অতিনিবিড় পত্ররাশি থাকাতে যাহাদের অত্যন্ত বিস্তার হইয়াছে, তাদৃশ বিস্তার ভাব হেতু হিমপতন নিরস্ত হইয়াছে এবং ঐ নিরস্ত হিমপতন দ্বারা যে সকল বৃক্ষ প্রশংসনীয়, সেই সকল বৃক্ষসমূহের তলমধ্যে উপবেশন করিয়া যে সমস্ত কৃষ্ণসার হরিণ অল্পে ২ রোমন্থ (উদ্গীর্ণচর্বণ)

পরিতপ্তায়ঃপিণ্ডপ্রকাণ্ডসদৃশ তরণিবিম্ববিনিপাতজলধিজলো-
দ্ভূতবাষ্পৈরিব তুহিনকণৈর্ম্মলীমসেভ্যো দিশাং মুখেভ্যঃ স্বস্ব নিবা-
বাসোন্মুখমুখর খগনিকরবিতত নভস্তলানি নিশামুখানি ॥ ৮৫ ॥

পরিতশ্চ—বিনমদতিঘনকিসলয়নিকরসমাসঙ্গসঙ্গতোষ্মকুলায়-
কুলকল্পস্থলবিশেষকৃতসুখশয়নানাং খগমিথুনানাং নিষ্কূজস্তিমিতৈ-

পরিতপ্তং অয়ঃপিণ্ডপ্রকাণ্ডং শ্রেষ্ঠলোহপিণ্ডং। প্রকাণ্ডমুদ্ধতল্লজৌ প্রশস্তবাচকানীত্য-
মরঃ। প্রশংসাবচনৈশ্চেতি সমাসঃ। তৎ সদৃশস্য তরণিবিম্বস্য সূর্য্যমণ্ডলস্য নিপাতেন ইব
হেতুনা জলধিজলেভ্য উদ্ভূতৈর্বাষ্পৈরুষ্মভিরিব উৎপ্রেক্ষ্যমাণৈ হিমকণৈঃ। স্বস্ব নিবাসান্
প্রতি উন্মুখৈর্ম্মুখরৈস্তদাগমনকালে কূজদ্ভিঃ খগনিকরৈর্ব্যাপ্তং নভস্তলং যেষু তানি ॥ ৮৫ ॥

বিশেষেণ নমতাং অতিনিবিড়ানাং কিসলয়নিকরাণাং সমাসঙ্গেন হেতুনা সঙ্গতঃ প্রাপ্ত
উষ্মা যত্র তথাভূতঃ কুলায়কুলকল্পঃ নীড়সমূহসদৃশঃ স্থলবিশেষস্তত্র কৃতং সুখেন শয়নং
যৈস্তেষাং খগমিথুনানাং স্ত্রীপুংসৌ মিথুনমিত্যমরঃ। নিষ্কূজং শীতনিবর্ত্তকোষ্মসুখানুভবেন

অভ্যাস করিতেছিল,সেই রোমন্থন হেতু সুন্দরাকৃতি এবং শীতভয় শূন্য
কৃষ্ণসার-মৃগসমূহদ্বারা যে বিভাগে দিবসের অন্ত অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল
সকল অতীব রমণীয় হইয়াছে ॥ ৮৪ ॥

পরিতপ্ত শ্রেষ্ঠ লৌহপিণ্ড সদৃশ সূর্য্য মণ্ডলের পতন হেতুই যেন
জল হইতে যে সকল বাষ্প অর্থাৎ উষ্মা উদ্গত হইয়াছে,হিমকণাসকল
যেন অবিকল তাহাদের তুল্য। ঈদৃশ হিমকণা সমূহদ্বারা যে সকল
দিঙ্মণ্ডল হইতে যে সকল বিহঙ্গকূল স্ব স্ব আবাসে গমন করিতে উন্মুখ
এবং আগমনকালে কূজন করিতেছিল,সেই সকল খগকূলদ্বারা রজনীমুখ
অর্থাৎ প্রদোষকালে আকাশ মণ্ডল সকল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৮৫ ॥

চারিদিকে, বিশেষরূপে নত এবং অতিনিবিড় পল্লবরাশির সম্পর্কে
যে স্থানে উষ্মা (তাপ) হইয়াছে, ঈদৃশ নীড়সমূহ তুল্য স্থল বিশেষে
খগ মিথুন সকল সুখে শয়ন করিয়া আছে, ঐ সকল খগমিথুনদিগের
শীতনিবারণকারী উষ্মাসুখের অনুভব হেতু একেবারে কূজনধ্বনি নিস্তব্ধ
হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে বৃক্ষসকল নিশ্চল অর্থাৎ স্থির হইয়া
দূরহিয়াছে। ঈশ বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা রজনী সকল অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে

স্তরুভিরতিরম্যাঃ শীতভিয়া চকোরৈরপ্যনভিষেব্যমাণশশধরকান্তি কন্দলিকাঃ ক্ষণদাঃ ॥ ৮৬ ॥

কিঞ্চ—গাঢ়ালিঙ্গনরঙ্গমেব শয়নং মানাপমানং গতো
দীর্ঘৈব প্রিয়সংকথা ন রজনী ক্ষীণেতি নিদ্রাগ্রহঃ।
আলেপঃ পরিরম্ভণব্যবহিতেঃ কর্ত্তেতি দূরে প্রিয়ঃ
স্পর্শোষ্মা প্রিয়য়োঃ স যত্র শিশিরঃ কালোঽপ্যতিপ্রেমদঃ॥৮৭
ন হি ভবতি তদানীং সম্ভবো দৈবগত্যা
ক্বনু দিনমণিভাসো গোচরাঃ পদ্মিনীনাং।

কূজনাভাবঃ নির্ম্মক্ষিকমিতিবৎ সমাসঃ তেন হেতুনা তৎসুখজ্ঞাপনোথ স্বানন্দরসেন স্তিমিতৈ-রব্যাকুলত্বেনার্দ্রৈস্তরুভিঃ ॥ ৮৬ ॥

রজনী ন ক্ষীণা ইতি হেতোর্নিদ্রায়াং অগ্রহঃ নগ্রহঃ আগ্রহো নাস্তীত্যর্থঃ। আলেপঃ কুঙ্কুমাদিসম্বন্ধী দূরে ত্যক্ত ইত্যর্থঃ। কুতঃ পরিরম্ভণস্য ব্যবহিতের্ব্যবধানস্য কর্ত্তা ইতি হেতোঃ। ততশ্চ প্রিয়য়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্গাঢ়ালিঙ্গনেন স্পর্শে য উষ্মা স এব প্রিয়ঃ ॥৮৭ ॥

তদানীং পদ্মিনীনাং পদ্মস্তম্বানাং সম্ভবো জন্মৈব ন ভবতি। ক্বনু পুনর্দিনমণেঃ স্বনায়-কস্য সূর্য্যস্য ভাসঃ কিরণাস্তাসাং গোচরাঃ স্যুরিত্যর্থঃ। তদপি তথাপি যস্মিন্ শিশিরসুখা-

---

এবং শীতভয়ে চকোর পক্ষী সকলও ঐ সকল রজনীতে শশধরের কির-ণাঙ্কুর সকল সেবা করিতে অভিলাষী নহে ॥ ৮৬ ॥

যে কালে শয্যাতে স্ত্রীপুরুষের গাঢ় আলিঙ্গনের কেলি হইয়া থাকে, পরস্পরের মান ও অপমান দূরে পলায়ন করে, প্রিয়কথোপ-কথন অত্যন্ত দীর্ঘ, রজনী শেষ হয় নাই বলিয়া উভয়ের নিদ্রাতেও আগ্রহ নাই, আলিঙ্গনের ব্যবধান কারক বলিয়া যে কালে কুঙ্কুমাদি লেপন দূরে পরিত্যক্ত হওয়াতে স্ত্রীপুরুষের গাঢ় আলিঙ্গনদ্বারা স্পর্শে যে উষ্মা (তাপ) জন্মে, তাহা অত্যন্ত প্রিয়, সেই শিশিরকালই অতিশয় প্রেমদায়ক ॥ ৮৭ ॥

তৎকালে দৈব বশতও 'পদ্মিনী' অর্থাৎ পদ্মস্তম্বসমূহের জন্মও হইতে পারে না, অতএব পদ্মিনীনায়ক সূর্য্যের কিরণ সকল কিরূপে পদ্মিনী-দিগের গোচর হইতে পারিবে ?। তথাপি যে শিশিরসুখাকরবিভাগে

তদপি কুতুকযোগাদাবলিঃ পদ্মিনীনা-
মুষসি ভজতি যস্মিন্ পৃষ্ঠতঃ সাদরং তাঃ ॥ ৮৮ ॥
কচভরমধিবন্ধুজীবমালা দমনকপল্লববল্লভোঽবতংসঃ।
উরসি চ নবকুন্দকোরকাণাং স্রগিতি বধূর্ন দধে মণীন্দ্রভূষাং ॥৮৯

অথ পঞ্চমোঽপি যত্র প্রিয়সংযোগ ইব অভিনবোৎকলিকাকুল রসালঃ। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস ইব সদোচ্ছ্বসদতিমুক্তঃ। ভগবদ্ভক্ত

করে পদ্মিনীনাং সল্লক্ষণস্ত্রীণাং শ্রেণী উষসি প্রভাতে তা দিনমণিভাসঃ পৃষ্ঠদেশেন সেবত ইত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৮৮ ॥

দমনকপল্লব এব বল্লভো যত্র সঃ ॥ ৮৯ ॥

পঞ্চমো বসন্তকান্তঃ। অভিনবানাং উৎকলিকানাং উৎকণ্ঠানাং সমূহেন রসালঃ সরসঃ। পক্ষে অভিনবং উদ্গতানাং কলিকানাং কুলং যত্র তথাভূতো রসাল আম্রবৃক্ষো যত্র সঃ। উচ্ছ্বসন্তঃ প্রেমানুভাবরূপোচ্ছ্বাসবন্তঃ। অতিমুক্তাঃ মুক্তানপি মহিম্না অতিক্রান্তা ভক্তা যত্র সঃ। পক্ষে উচ্ছ্বসন্তঃ বিকসন্তঃ অতিমুক্তা মাধব্যো যত্র সঃ। প্রফুল্লশ্চ রক্তশ্চ ভগবত্যনু-রাগী অশোকঃ শোকরহিতশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। পক্ষে প্রফুল্লো রক্তাশোকো যত্র সঃ। নবঃ

'পদ্মিনী' অর্থাৎ সুলক্ষণা রমণীদিগের শ্রেণী, প্রভাতকালে সেই সকল দিনমণির কিরণ, পৃষ্ঠদেশে সেবা করিয়া থাকে ইহাই আশ্চর্য্য ॥ ৮৮ ॥

কেশকলাপের উপর বন্ধুজীবপুষ্পের মালা, কর্ণাভরণ দমনকপুষ্পের পল্লবদ্বারা অত্যন্তরমণীয় এবং বক্ষঃস্থলে নবকুন্দপুষ্পের কলিকানির্ম্মিত মালা রহিয়াছে, সুতরাং স্ত্রীলোকে আর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মণিময়ভূষণ ধারণ করে নাই ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ বিভাগের মধ্যে বসন্তকান্ত পঞ্চম বিভাগ। প্রিয়সংযোগে যেরূপ অভিনব 'উৎকলিকাকুল রসাল' অর্থাৎ উৎ-কণ্ঠা সমূহদ্বারা—রসযুক্ত হয়, সেই রূপ ইহাতে উদ্গত কলিকাকুল যুক্ত আম্রবৃক্ষ বিরাজমান। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসে যেরূপ 'সদোচ্ছ্ব সদতিমুক্ত' অর্থাৎ মুক্তপুরুষদিগেরও মাহাত্ম্য বিজয়ী—ভক্তগণ সর্ব্বদা প্রেমানুভাবরূপ উচ্ছ্বাসযুক্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাতেও মাধবী লতা সকল বিকসিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত যেরূপ 'প্রফুল্লরক্তাশোক,

ইব প্রফুল্লরক্তাশোকঃ। শাস্ত্রার্থ ইব নবস্তবককোবিদারঃ ॥ ৯০ ॥

মহাসমরসমাবেশ ইব প্রভিন্নপুন্নাগনিকরঃ। মত্ত ইব মধুরসামোদমন্দারঃ রঘুনাথসেনাসন্নিবেশ ইব বিলসৎ কপিকঃ। জীব ইব সংসারসুখলবঙ্গত্বামোদিতঃ ॥ ৯১ ॥

নবীনঃ স্তবঃ শ্লাঘা যেষাং তথাভূতানাং কোবিদানাং আরো গমনং প্রবেশো যত্র সঃ। পক্ষে নবস্তবকঃ নূতনমুকুলযুক্তঃ কোবিদারঃ কাঞ্চনার ইতি খ্যাতো বৃক্ষো যত্র সঃ ॥ ৯০ ॥

প্রভিন্নানাং মত্তানাং পুন্নাগানাং পুরুষহস্তিনাং সমূহো যত্র সঃ। প্রভিন্নো গর্জ্জিতো মত্ত ইত্যমরঃ। পক্ষে বিকসিতানাং প্রভেদবতাং বা পুন্নাগবৃক্ষাণাং নিকরো যত্র সঃ। মধুনো রসস্য আমোদেন মন্দং ইয়র্ত্তি গচ্ছতীতি সঃ। পক্ষে মধুরঃ সামোদো মন্দারবৃক্ষো যত্র সঃ। বিলসন্তঃ কপয়ো বানরা যত্র সঃ। পক্ষে বিলসৎ কং সুখং যেষাং তথাভূতাঃ পিকাঃ কোকিলাঃ যত্র সঃ। সুখশীর্ষজলেষু কমিতি বিশ্বঃ। সংসারেষু সংসৃতিষু সুখলবং সুখলেশং গত্বা প্রাপ্য আমোদিতঃ আনন্দযুক্তঃ। পক্ষে সম্যক্ সারং সুখং যস্মাৎ তথাভূতং লবঙ্গং যত্র সঃ সংসারসুখ লবঙ্গো বসন্তঃ স্বয়মেব তস্য ভাবস্তত্ত্বং তেন আমোদিতঃ সুগন্ধযুক্তঃ ॥ ৯১ ॥

অর্থাৎ প্রফুল্ল, ভগবানের উপর অনুরক্ত এবং শোকরহিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাতেও রক্তবর্ণ অশোক প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। শাস্ত্রের অর্থ যেরূপ 'নবস্তবককোবিদার' অর্থাৎ যাহাদের নবীন স্তব অর্থাৎ শ্লাঘা আছে, এরূপ কোবিদ অর্থাৎ পণ্ডিতগণের 'আর' প্রবেশ হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাতেও নবস্তবক (গুচ্ছ) যুক্ত কোবিদার (কাঞ্চনার) বৃক্ষ বিদ্যমান আছে ॥ ৯০ ॥

মহাযুদ্ধের সমারোহে যেরূপ 'প্রভিন্ন পুন্নাগনিকর' অর্থাৎ মত্ত পুরুষহস্তিসমূহ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ইহাতেও বিকসিত পুন্নাগশ্রেণী অবস্থিতি করিতেছে। মত্ত ব্যক্তি যেরূপ 'মধুরসামোদমন্দার' অর্থাৎ মধুরসের আমোদে মন্দ মন্দ গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহাতেও মধুর এবং সুগন্ধযুক্ত মন্দার বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। রামচন্দ্রের সেনাসন্নিবেশ যেরূপ 'বিলসৎ কপিক' অর্থাৎ সুন্দর কপিকুলযুক্ত, সেইরূপ ইহাতেও যাহাদের 'ক' অর্থাৎ সুখ—বিলাস পাইয়া থাকে, ঈদৃশ পিক অর্থাৎ কোকিল সকল বিদ্যমান। জীব যেরূপ 'সংসারসুখ

ইক্ষ্বাকুবংশ ইব সদাবলমানবকুলঃ। স্বরসমূহ ইব স্ফুট সপ্ত-লাপঃ। দানপ্রবাহ ইব প্রভিন্নকরীরঃ। রাগীব সদা মন্দকুসুমা-শুগো বসন্তকান্তো নাম ॥ ৯২ ॥

যত্র হি—হিমবিগমবিমলতয়াঽমৃতকরোঽপি মৃতকরোপিত

সদাবলং মানবকুলং মনুবংশসমূহো মনুষ্যসমূহস্তত্তৎ প্রজারূপো বা যত্র সঃ। পক্ষে সদা-বলমানানি বকুলানি যত্র সঃ। বলতেরয়ং শানচ্ প্রত্যয়ান্তঃ। স্ফুটাঃ স্পষ্টাঃ সপ্তভির্নিষা-দাদ্যৈরেব লাপা আলাপা যত্র সঃ। পক্ষে স্ফুটাং প্রফুল্লাং সপ্তলাং আপ্নোতীতি সঃ। সপ্তলা নবমালিকা ইত্যমরঃ। প্রভিন্নকরিভ্যো মত্তহস্তিভ্য ঈরতি গচ্ছতি স্রবতীতি যাবৎ। পক্ষে বিকসিতকরীরবৃক্ষঃ। অমন্দঃ কুসুমাশুগঃ কামো যস্য সঃ পক্ষে মন্দঃ কুসুমসম্বন্ধী বায়ু-র্যত্র সঃ। আশুগো বায়ুবিশিখাবিত্যমরঃ ॥ ৯২ ॥

অস্য বিশেষতঃ কামোদ্দীপনত্বং বর্ণয়তি। অমৃতকরশ্চন্দ্রঃ শ্লেষেণ অমৃতময়হস্তঃ সন্ মধুরজনী র্বসন্তরাত্রীঃ শ্লেষেণ মধুরা বধূঃ। সমাঃ স্নুষা জনী বধ্ব ইত্যমরঃ। পরিরভতে

লবঙ্গত্বামোদিত' অর্থাৎ সংসারের সুখলেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রমোদিত হয়, সেইরূপ যাহা হইতে সম্যক্ রূপে সার অর্থাৎ সুখ হয়, ঈদৃশ লবঙ্গ যাহাতে বিদ্যমান, এবম্প্রকার সংসারসুখলবঙ্গ বসন্তের নিজভাবে ইহা সুগন্ধযুক্ত ॥ ৯১ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশে যেরূপ 'সদাবল মানবকুল' অর্থাৎ সর্ব্বদা বলযুক্ত মানবকুল অর্থাৎ মনুবংশসমূহ বিদ্যমান আছে, সেইরূপ ইহাতেও সর্ব্বদা বর্দ্ধমান, বকুল সকল বিরাজকরিতেছে।. স্বরসমূহ যেরূপ 'সপ্ত লাপ' অর্থাৎ নিষাদ, ঋষভ ও গান্ধার প্রভৃতি সাত প্রকারে আলাপ যুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাও সপ্তলা অর্থাৎ নবমালিকা পুষ্প প্রাপ্ত হইতেছে। করিকুম্ভ নিঃসৃত মদজলপ্রবাহ যেরূপ 'প্রভিন্ন করীর' অর্থাৎ মত্তহস্তীসমূহ হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ ইহাতেও কুসুমসম্বন্ধীয় বায়ু মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

বিশেষরূপে ইহার কামোদ্দীপকতা বর্ণনা করিতেছেন যথা—যে কালে হিমনাশে বিমলভাব ধারণ করিয়া 'অমৃতকর' অর্থাৎ চন্দ্র, শ্লেষে অমৃতময় হস্ত হইয়া এবং যেন মৃত ব্যক্তিদিগেরও উপরে জীবন

প্রাণ ইব পরিরভতে মধুরজনীর্মধুরজনীঃ ॥ ৯৩ ॥

মধুরা কামধুরা কাশতে ॥ ৯৪ ॥

কা মধুরা কা মধুরা রামরামণীয়কবতী ন ভবতি ॥ ৯৫ ॥

যত্র চ—শীলিতকুসুমোপবনঃ পবনঃ সেবিতারামা রামাঃ সমদাস্তরুণা স্তরুণা কুসুমিতেনামিতেনানিশবিহারা বিহারাঃ ॥৯৬

আলিঙ্গতি কীদৃশী মধুরা জনীরুৎপত্তির্যাসাং তাঃ। মৃতকেষপি রোপিতাঃ প্রাণা যেনেতি সর্ব্বসুখদায়ীত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

মধোর্বসন্তস্য রাকা পূর্ণচন্দ্রা রাত্রিঃ মধুরা সতী কাশতে প্রকাশতে। অত্র মধুরাকা মধুরাকেতি চতুর্ভিরক্ষরৈর্যমকং। এবমুপরিষ্টাদপি চতুঃপঞ্চাদিভির্জ্ঞেয়ং ॥ ৯৪ ॥

কা কা মধুরা কামিনী মধুরেষু আরামেষু রামণীয়কবতী রমণীয়ত্ববতী ন ভবতি অপি তু সর্ব্বৈবেত্যর্থঃ। রামণীয়কস্য সদাতনত্বেঽপ্যত্রাধিক্য বিবক্ষয়া কথনং ॥ ৯৫ ॥

অত্র হেতুং বর্ণয়তি। শীলিতং পুষ্পোদ্যানং যেন তথাভূতঃ পবনঃ। অতএব রামাব্রজতরুণ্যোঽপি সেবিতা রামাঃ পুষ্পচয়নচ্ছলেন প্রাপ্তোপবনাঃ। অতএব তরুণা যুবানঃ সমদাঃ। অত্র বর্ণনীয়স্য যূনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য একত্বেঽপি বহুত্বং প্রকাশবাহুল্যাপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং কীদৃশাস্তরুণা বৃক্ষেণ কুসুমিতেন পুষ্পিতেন অমিতেন অপরিমিতেন হেতুনা অনিশং বিহারো যেষাং তে অতএব বিহারা বিগলিতহারা বিশিষ্ট হারা ইতি বা ॥ ৯৬ ॥

সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ সকলের সুখদায়ক হইয়া, 'মধুরজনী' অর্থাৎ বসন্তকালের রাত্রিদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন ॥ ৯৩ ॥

'মধুরাকা' অর্থাৎ বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত্রি মধুর হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৯৪ ॥

'কামধুরা' অর্থাৎ কামাসক্তা কোন্ রমণী, মধুর উদ্যানসমূহে রমণীয়ত্ব যুক্ত নহে, অর্থাৎ সকলেই হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

এই বিষয়ে কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। যে বিভাগে সমীরণ পুষ্পোদ্যান কম্পিত করিতেছে, রমণীগণ, পুষ্পচয়নচ্ছলে উপবনে গমন করিয়াছে, যুবকগণ (অর্থাৎ বহুরূপে প্রকাশমান একাকী শ্রীকৃষ্ণ) হর্ষান্বিত হইয়াছেন, কুসুমিত বৃক্ষ থাকাতে অবিরত বিহার, অর্থাৎ ভ্রমণ করিতেছেন, এই হেতু বিহার বিগলিত হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥

কুসুমরজঃ পূর্ণা অপি দিগবলাগবলাভা মধুকরৈর্নীরজসোনীরজসোৎকণ্ঠৈরপি ॥ ৯৭ ॥

মকরন্দকরন্দদানানপি ন পিবতি কুসুমসমূহান্ সমূহান্ মধুকরনিকরোনিকরোতিমত্তয়াততয়া প্রকামকামহেলালসমহেলালসদাননগন্ধেন ॥ ৯৮ ॥

যত্র চ—কিংশুকচুঞ্চবঃ কিংশুকচুঞ্চবঃ কিমমী বনান্তা ইত্যসং

কুসুমানাং রজোভিঃ পূর্ণা অপি নীরজসঃ নির্ম্মলাঃ অতএব তদ্গন্ধেন বলাদাকৃষ্যমাণত্বাৎ নীরজেষু সোৎকণ্ঠৈরপি মধুকরৈর্দিগবলা দিগঙ্গনা এব গবলাভাঃ গবলং শুষিরভেদঃ শ্যামত্ব চিক্কণত্বাভ্যাং তদাভাঃ নতু সরাংসি গবলাভানীত্যর্থঃ। গবলং মাহিষং শৃঙ্গমিত্যমরঃ। ব্যবধানেনাপি বিরোধো যমকান্তরোধাদেব ॥ ৯৭ ॥

মকরন্দরূপং করং দদানান্ প্রযচ্ছতোঽপি কুসুমসমূহান্ ন পিবতি প্রত্যুত নিকরোতি তিরস্করোতীত্যর্থঃ। নিকারঃ স্যাৎ পরিভবে ইতি ধরণিঃ। তেন মধুকরনিকরস্য রাজকীয় পুরুষত্বং বসন্তস্য চ রাজত্বমারোপিতং। কীদৃশান্ সমূহান্ সম্যগূহঃ কথমস্মান্ন পিবতি কিমপরাদ্ধমস্মাভিরিত্যেবং লক্ষণস্তর্কো যেষাং তান্। প্রকামং যথা স্যাত্তথা কামহেলা কামসূচকভাববিশেষস্তয়া সজ্জতয়া অলসানাং সালসতামভিনয়ন্তীনাং মহেলানাং মহিলানাং লসতা আননগন্ধেন যা মত্ততা তয়া আততয়া বিস্তৃতয়া। মহেলা মহিলাতেতি দ্বিরূপকোষঃ ॥ ৯৮ ॥

কিংশুকানাং কীরাণাং চুঞ্চবঃ। চুঞ্চুশ্চঞ্চুস্তলতাল ইতি দ্বিরূপকোষঃ। কিমমী বনান্তাঃ বন-

---

দিগঙ্গনা সকল, পুষ্পপরাগদ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও নির্ম্মল, অতএব তাহাদের গন্ধে সমাকৃষ্ট কমলপুষ্পে ভ্রমরগণ উৎকণ্ঠিত হইলেও তাহাদের দ্বারা ঐ দিগ্বধূ সকল ছিদ্রাকার সদৃশ হইয়াছে ॥ ৯৭॥

যে সকল রমণী,নিরতিশয় কামসূচক ভাব বিশেষদ্বারা অলস হইয়া পড়িয়াছে,সেই সকল মহিলাগণের বিলসিত মুখগন্ধে অতি দীর্ঘ মত্ততা বশতঃ মধুকর নিকর, (কেন আমাদিগকে পান করিতেছে না, আমরা কি অপরাধ করিয়াছি) এই রূপে সম্যক্ তর্ক পরায়ণ পুষ্পসমূহ, (মকরন্দরূপ কর (রাজস্ব) দান করিলেও) পান করিতে ইচ্ছুক নহে, প্রত্যুত উহাদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকে ॥ ৯৮ ॥

যাহাতে ভ্রমরগণ, ইহারা কি শুকপক্ষিদের চঞ্চু, এই সকল বন

পলাশং পলাশবিপিনমনুতর্কয়ন্তি চঞ্চরীকাঃ ॥ ॥ ৯৯ ॥

কিং বহুনা—

মাকন্দানাং কলিতকলিকাস্বাদনঃ কোকিলোঽয়ং
চঞ্চচ্চঞ্চুর্যদয়মনদৎ কণ্ঠমূলং ধুনানঃ।
গ্রাসীভূতঃ সহ কলিকয়া যত্র লব্ধাবকাশো
মূর্ত্তো নাদঃ কুহুরিতি বহির্যাতি যত্র দ্বিরেফঃ ॥১০০॥

কিঞ্চ—মদকলকলকণ্ঠকণ্ঠঘণ্টাধ্বনিনিকরানুগিতস্বতন্ত্রচারঃ।

প্রদেশাঃ কীদৃশাঃ কিংশুকৈঃ পলাশৈঃ প্রথিতাস্তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্ চণপাবিতি চুঞ্চুপ্ প্রত্যয়ঃ। ইতি সন্দেহেন অসংপলাশং সম্যক্ পত্ররহিতং পলাশবিপিনং। চঞ্চরীকা ভ্রমরাঃ ॥ ৯৯ ॥

মাকন্দানামাম্রাণাং কলিতং কৃতং কলিকানাং আস্বাদনং যেন সঃ। তদৈব স্বপ্রতিবাদি কোকিলনিনদমাকর্ণ্য যদয়মনদৎ কূজিতবান্ চঞ্চন্তী চঞ্চুর্যস্য সঃ। কণ্ঠমূলং কম্পয়ন্ ততশ্চ কলিকয়া সহ গ্রাসীভূতঃ গ্রাসত্বং প্রাপ্তো দ্বিরেফো লব্ধাবকাশঃ সন্ বহির্যাতি। কীদৃশঃ কুহুরিতি নাদো মূর্ত্তো মূর্ত্তিমত্ত্বেন উৎপ্রেক্ষিত ইত্যর্থঃ। কুহূঃ স্যাৎ কোকিলালাপ নষ্টেন্দু কলদর্শয়োরিতি মেদিনিঃ। কুহূর্দীর্ঘান্তা হ্রস্বান্তা চেতি অমরটীকা। তেন ভ্রমরস্য মুকুল-লগ্নস্য কোকিলাগমনানুসন্ধানং কোকিলস্যাপি ভ্রমরোঽয়ং নকলিকেত্যবধানেঽপ্যসামর্থ্যং। তথা গ্রাসমুখত্বেঽপ্যুচ্চৈঃ কূজনঞ্চ মত্ততয়ৈবেতি জ্ঞেয়ং যত্র বসন্তে ॥ ১০০ ॥

কলকণ্ঠাঃ কোকিলাঃ। স্বতন্ত্রচারঃ স্বচ্ছন্দগামী স্মর এব গন্ধসিন্ধুরেন্দ্রঃ মহামত্ত দুর্দ্দান্ত

প্রদেশ কি পলাশবৃক্ষসমূহ দ্বারা প্রথিত? এই রূপ সন্দেহে শেষে সম্যক্‌রূপে পলাশ অর্থাৎ পত্রবিরহিত পলাশবন, বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

অধিক কি, যে বসন্তকালে এই কোকিল আম্রবৃক্ষসমূহের কলিকা-সকল আস্বাদন করিয়া, চঞ্চুবিস্তার এবং কণ্ঠমূল কম্পিত করত নিজের প্রতিবাদি কোকিল শব্দ শুনিয়া যে কূজন করিয়াছিল, তাহাতে একটী ভ্রমর, কলিকার সহিত কোকিলের গ্রাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং শেষে সে অবকাশ পাইয়া মূর্ত্তিমান্ 'কুহু' অর্থাৎ কোকিলের শব্দের ন্যায় বহির্গত হয় ॥ ১০০ ॥

অপিচ, যে বসন্তে মত্ততা হেতু কলধ্বনিকারি কোকিলগণের কণ্ঠ-

প্রতিসরতি স যত্র মত্তবামাকলকলদঃ স্মরগন্ধসিন্ধুরেন্দ্রঃ॥১০১

পুন্নাগৈরবতংসনং বিদধতী বাসন্তিকাভিঃ স্রজং
গুচ্ছার্দ্ধং বকুলৈর্ললাটফলকে সিন্দূরকং কিংশুকৈঃ।
চাম্পেয়ৈঃ কুচকঞ্চুকং কটিতটে শোণাম্বরং বঞ্জুলৈ-
র্নিত্যং মূর্ত্তিমতী সতী বিজয়তে শ্রীর্যত্র পৌষ্পাকরী ॥ ১০২॥

স্মিতকুসুমজুষো মরন্দবাষ্পাঃ প্রবিলসদঙ্কুরজাতরোমহর্ষাঃ।
নিরবধি কিল যত্র ভাববত্যো বনলতিকাঃ কতি কা নসংলসন্তি ॥১০৩

হস্তিবর্য্যঃ ॥ ১০১ ॥

কিঞ্চ গুচ্ছার্দ্ধং হারভেদং। হারভেদা যষ্টিভেদাদ্গুচ্ছ গুচ্ছার্দ্ধ গোস্তনা ইত্যমরঃ। বঞ্জুলৈ-রশোকৈঃ পুষ্পাকরো বসন্তস্তদীয়া ॥ ১০২ ॥

কা বনলতিকাঃ কতি ন সংলসন্তি ॥ ১০৩ ॥

দেশের ঘণ্টা শব্দ সমূহদ্বারা যাহার স্বচ্ছন্দ গমন অনুমিত হইয়া থাকে, সেই স্বচ্ছন্দগামী কন্দর্পরূপ মহামত্ত দুর্দ্দান্ত হস্তিশ্রেষ্ঠ, মত্তরমণীদিগের কোলাহল শব্দ উৎপাদন করিয়া প্রতিদিকে গমন করিতেছে ॥ ১০১ ॥

যে বসন্তকালে, বাসন্তী শোভা যেন শরীরধারণ করিয়া বিশেষ রূপে নিত্য উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। পুন্নাগপুষ্পসমূহদ্বারা কর্ণভূষণ করিতেছে, মাধবী পুষ্পসমূহদ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিতেছে, বকুলপুষ্প দিয়া গুচ্ছার্দ্ধ অর্থাৎ হারবিশেষ প্রস্তুত করিতেছে, পলাশপুষ্পদ্বারা ললাটদেশে সিন্দূর পরিয়াছে, চম্পক পুষ্পদ্বারা স্তনাচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিতেছে এবং অশোক পুষ্প দিয়া কটিদেশে রক্তবর্ণ বসন পরিধান করিতেছে ॥ ১০২ ॥

যে সকল বনলতিকা আছে, তাহারা কত না শোভা পাইতেছে। যে হেতু বনলতিকা সকল বিকসিত কুসুমরূপ হাস্য ও মকরন্দরূপ বাষ্প-সমূহে বিরাজিত হইতেছে এবং বিলসিত অঙ্কুরসমূহ যেন উহাদের রোমাঞ্চরাজি উদ্গত হইয়াছে। অতএব ইহারা নিয়তই যেন বসন্তকালে কামসূচক ভাববিশেষযুক্ত রমণীগণের ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ১০৩ ॥

অথ ষষ্ঠোঽপি যত্র কাশ্মীরদেশ ইব সততোৎপদ্যমানতয়া সুরভিতয়াচ বিলসৎকপীতনঃ। কাসার ইব প্রফুল্লমল্লিকাক্ষালিতঃ। শরৎকাল ইব সম্পন্নপাটলঃ। নাক ইব সদোৎফুল্লশক্রঃ ॥ ১০৪ ॥

কমলাকর ইব স্ফুটতরশতপত্রকঃ। পর্ব্বতগতবহ্ন্যনুমান

ষষ্ঠো নিদাঘসুভগঃ। বিলসৎ কং সুখং যস্মাৎ তথাভূতং পীতনং কুঙ্কুমং যত্র সঃ। অথ কুঙ্কুমং কাশ্মীরজন্মাগ্নিশিখং বরং বাহ্লীকপীতনে ইত্যমরঃ। পক্ষে বিলসন্ প্রফুল্লঃ কপীতনঃ শিরীষো যত্র সঃ। শিরীষস্তু কপীতন ইত্যমরঃ। প্রফুল্লৈর্ম্মল্লিকাক্ষৈর্হংসভেদৈরলিতঃ শোভিতঃ। অল ভূষণে ধাতুঃ। মল্লিনৈর্ম্মল্লিকাক্ষাস্তে ইত্যমরঃ। পক্ষে প্রফুল্লাভির্ম্মল্লিকাভিঃ ক্ষালিতঃ শোধিতঃ। পাটলঃ শরদ্ভবধান্যবিশেষঃ। আশুব্রীহিঃ পাটলঃ স্যাদিত্যমরঃ। পক্ষে পাটলাপুষ্পভেদঃ। শক্রঃ ইন্দ্রঃ কুটজবৃক্ষশ্চ। অথ কুটজঃ শক্রো বৎসক ইত্যমরঃ ॥ ১০৪ ॥

শতপত্রং কমলং শতপত্রকঃ পক্ষিবিশেষশ্চ। অথ স্যাচ্ছতপত্রকঃ দার্ব্বাঘাট ইত্যমরঃ। নিয়তাং অব্যভিচারিতাং ধূম্যাং ধূমসমূহং অটতি গচ্ছতি অনুসন্ধত্তে ইতি যাবৎ। সমূহার্থে

অনন্তর ঐ সকল বিভাগের মধ্যে নিদাঘসুভগ ষষ্ঠবিভাগ। সর্ব্বদা সৌরভ উৎপন্ন হওয়াতে কাশ্মীরদেশ যেরূপ 'বিলসৎকপীতন' অর্থাৎ যাহা হইতে সুখ উৎপন্ন হয়, ঈদৃশ কুঙ্কুমযুক্ত, সেইরূপ ইহাতেও 'কপীতন' অর্থাৎ শিরীষবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। ক্ষুদ্রসরোবর যেরূপ 'প্রফুল্লমল্লিকাক্ষালিত' অর্থাৎ প্রফুল্ল মল্লিকাক্ষ নামক হংস বিশেষদ্বারা ভূষিত, সেইরূপ ইহাও বিকসিত মল্লিকা পুষ্পদ্বারা ক্ষালিত অর্থাৎ শোধিত। শরৎকালে যেরূপ'পাটল' অর্থাৎ আশুধান্য বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ইহাতেও পাটলা নামক পুষ্পবিশেষ বিরাজ করিতেছে এবং স্বর্গে যেরূপ 'শক্র' অর্থাৎ ইন্দ্র প্রফুল্ল হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করেন, সেইরূপ ইহাতেও 'শক্র' অর্থাৎ কুটজবৃক্ষ অবস্থিতি করিয়া থাকে॥১০৪

তড়াগে যেরূপ অত্যন্ত প্রস্ফুটিত 'শতপত্রক' অর্থাৎ পদ্মপুষ্প বিরাজ করে, সেইরূপ ইহাতেও 'শতপত্রক' নামক এক জাতীয় পক্ষী বিদ্যমান আছে। পর্ব্বতস্থিত অগ্নির অনুমানপ্রয়োগ করিতে হইলে যেরূপ'নিয়তধূম্যাট'অর্থাৎ অব্যভিচারী ধূমজালের অনুসন্ধান করিতে হয়,

প্রয়োগ ইব নিয়তধূম্যাটঃ। প্রহ্লাদান্বয় ইব প্রচণ্ডবিরোচনঃ। বৈষ্ণবজন ইব স্পৃহণীয়বিধুপাদঃ॥ ১০৫॥

ঈশ্বর ইব অখণ্ডনমজ্জনসুখঃ। সাধুজনসঙ্গ ইব ক্রমহীয়মান দোষাবসরঃ। হরিভক্ত ইব সদানুকূলজগৎপ্রাণঃ। পুণ্যবান্ জন ইব ভদ্রশ্রী রসবিলাসসুখো নিদাঘসুভগো নাম॥ ১০৬॥

যৎ প্রত্যয়ঃ। পক্ষে নিয়তো ধূম্যাটঃ ফিঙ্গা ইতি খ্যাতঃ পক্ষিবিশেষো যত্র সঃ। কলিঙ্গভৃঙ্গ ধূম্যাটা ইত্যমরঃ। বিরোচনঃ প্রহ্লাদপুত্রঃ সূর্য্যশ্চ। বিধুর্বিষ্ণুশ্চন্দ্রশ্চ। পাদশ্চরণঃ কিরণশ্চ॥ ১০৫॥

অখণ্ডং পূর্ণং নমতাং জনানাং সুখং যস্মাৎ সঃ। পক্ষে ন বিদ্যতে খণ্ডনং যস্য তথাভূতং মজ্জনে সুখং যত্র সঃ। ক্রমেণ হীয়মানঃ ক্ষীয়মাণো দোষাণাং বৈগুণ্যানাং রাত্রীণাঞ্চাবসরঃ উদ্গমঃ ক্ষণশ্চ যত্র সঃ। সদা অনুকূলা জগতাং প্রাণা যত্র সঃ। তথাচোক্তং। যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবরা জঙ্গমা অপীতি। পক্ষে জগৎ প্রাণঃ পবনঃ। জগৎপ্রাণ সমীরণা ইত্যমরঃ। ভদ্রা শ্রীরবিচ্ছিন্না সম্পত্তিঃ তয়া রসবিলাসাৎ শৃঙ্গারাদিবিলাসাৎ সুখং যস্য সঃ। পক্ষে ভদ্রশ্রী রসচন্দনদ্রবঃ। ভদ্রশ্রীশ্চন্দনোঽস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ॥ ১০৬॥

সেইরূপ ইহাতেও 'সততধূম্যাট' অর্থাৎ সর্ব্বদা ধূম্যাট (ফিঙা) পক্ষী বিদ্যমান আছে। প্রহ্লাদের বংশে যেমন'প্রচণ্ডবিরোচন'অর্থাৎ প্রহ্লাদের পুত্র প্রচণ্ড বিরোচন বিদ্যমান আছেন, সেইরূপ ইহাতেও প্রচণ্ড 'বিরোচন' অর্থাৎ সূর্য্য বিরাজমান আছেন। বৈষ্ণবজন যেরূপ 'স্পৃহণীয়বিধুপাদ' অর্থাৎ বিষ্ণুর চরণ ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই কালেও চন্দ্রকিরণ, সকলের প্রার্থনীয়॥ ১০৫॥

ঈশ্বর যেরূপ 'অখণ্ডনমজ্জনসুখ' অর্থাৎ প্রণতজনগণের অখণ্ডসুখ বিধান করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই কালেও জলমর্জ্জনে অখণ্ডসুখ হইয়া থাকে। সাধুজনের সঙ্গে যেরূপ ক্রমে ক্রমে 'দোষাবসর' অর্থাৎ দোষসমূহের উদ্গম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এইকালেও রাত্রিসকলের ক্ষণ ক্রমে অল্পতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্ত যেরূপ সর্ব্বদা সমস্ত জগতের অনুকূল প্রাণ বলিয়া গণ্য, সেইরূপ ইহাতেও 'জগৎ প্রাণ'

যত্র চ——ঘনঘর্ম্মজনিতমর্ম্মবাধয়া সর্ব্বতঃ পলায়মানেনেব শৈত্যগুণেন ব্রজপদ্মিনীজনস্তনদুর্গাশ্রয় এব কেবলং বিধীয়তে ইব। যত্রচ—তরবো বীরুধশ্চ নিদাঘপীড়িতা ইব নিরন্তরমন্যোন্যং লঘু-লঘু বিচলদ্ভিঃ কিসলয়ব্যজনৈঃ সদয়ং বিজয়ন্তীব। নিজনিজঘনবিটপচ্ছায়য়াচ্ছাদ্য শিশিরীকৃতেন মণিময়ালবালসলিলেন কৃপাপ্রপা-মিবোপকল্প্য পরমাতিথ্যকুশলা ইব খগমৃগকুলস্য পিপাসানিরাশায় যতন্তে বিশ্রময়ন্তি চ পুণ্যবৎস্বিব সদাচ্ছায়েষু নিজতলেষু ॥ ১০৭ ॥

কৃপাপ্রপাং কৃপয়া পানীয়শালিকাং যতন্তে তরব ইতি পূর্ব্বস্যৈবানুষঙ্গঃ। বিশ্রময়ন্তি বিগতশ্রমং কুর্ব্বন্তি। বিভক্তিবিপরিণামেন খগমৃগকুলমেব। ছায়া কান্তিরাতপাভাবশ্চ ॥১০৭॥

অর্থাৎ বায়ু সর্ব্বদা সকলের অনুকূল এবং পুণ্যবান্ লোক যেরূপ 'ভদ্রশ্রীরসবিলাসসুখ' অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সম্পত্তিদ্বারা শৃঙ্গারাদি রসবি-লাস হইতে সুখ উৎপাদন করে, সেইরূপ এই কালেও চন্দনরসের বিলাস হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥

যে নিদাঘসুভগকালে অতিশয় ঘর্ম্মজন্য মর্ম্মপীড়ায় শৈত্যগুণ যেন সকল দিকে পলায়ন করিয়া অবশেষে ব্রজবাসিনী পদ্মিনী রমণীগণের স্তনরূপ দুর্গ কেবল আশ্রয় করিয়া থাকে। যে কালে তরু এবং লতাগণ, গ্রীষ্মতাপে পীড়িত হইয়াই যেন মৃদু মৃদু সঞ্চলিত পল্লবরূপ ব্যজনসমূহদ্বারা সদয়ভাবে নিরন্তর পরস্পর পরস্পরকে বীজন করিতেছে। নিজ নিজ নিবিড় শাখার ছায়াদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অতিসুশীতল মণিময় আলবালের জলদ্বারা আতিথ্যনিপুণ ব্যক্তিগণের ন্যায় কৃপাপূর্ব্বক পানীয়শালা নির্ম্মাণ করিয়া পক্ষি এবং মৃগকুলের পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত ঐ তরুসকল যত্নবান্ হইতেছে এবং পুণ্য-বান্ ব্যক্তিগণ যেরূপ সর্ব্বদা কান্তিযুক্ত সেইরূপ সর্ব্বদা আতপের অভাবযুক্ত নিজতল—প্রদেশে ঐ তরুগণ, খগ এবং মৃগদিগকে শ্রমশূন্য করিতেছে ॥ ১০৭ ॥

যত্র চ——খরতরদিনমণিকিরণানুবিদ্ধদিনমণিপটলসমুদ্ঘটিত-দহনদাহনির্ব্বাপণচনমণিময়বিহারশিখরিশিখরনিঃস্যন্দমানশিশির-তরনির্ঝরজলপ্রপাতশীতলেষু ঘনতরবিটপিবিটপনিবারিতবাসরমণি-ময়ূখজালেষু বনপথেষু পরস্পরকরাসঙ্গভঙ্গিমরঙ্গবত্যো ঝনঝনায়-মানমণিনূপুরনিনদসরসং তাদৃশ্যপি নিদাঘে বসন্তকাল ইব সকুতুকং খেলন্তি ব্রজদেব্যঃ ॥ ১০৮ ॥

যত্র চ——দিবসকরকরনিকরজ্বালজটালতয়া বিষমবিষধরনিঃ-শ্বাসা ইব করালতরাঃ স্বয়মেব স্বয়মেবোত্তাপয়ন্তঃ সন্ততমনির্বৃতা

খরতরৈরতিতীক্ষ্ণৈ র্দিনমণিকিরণৈরনুবিদ্ধেভ্যঃ দিনমণিপটলেভ্যঃ সম্যগুদ্ঘটিতো যো দহ-নাদিব দাহস্তস্য নির্ব্বাপণচণৈর্নির্ব্বাপণেন প্রশস্তৈর্মণিময়বিহারপর্ব্বতশিখরাৎ নিঃস্যন্দমানৈঃ শিশিরতরৈর্নির্ঝরসম্বন্ধিজলপ্রপাতৈঃ শীতলেষু ॥ ১০৮ ॥

যত্র চ নিদাঘে যদি ক্ষণদা রাত্রিঃ ক্ষণদাপতিনা চন্দ্রেণ রুচিরা সতী রুচিরামণীয়কং রোচ-কত্বেন রমণীয়ত্বং আপ প্রাপ্তবতী। অত্র হেতুমুৎপ্রেক্ষ্যতে। জনানাং তদা দিবসাদিব ঘর্ম্ম-

যে কালে প্রখর দিনকরের কিরণ সম্বলিত সূর্য্যকান্তমণিপটল হইতে যে দাহ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা যেন অগ্নি হইতে সমুদ্ভূত দাহ। সেই দাহ নির্ব্বাণ করিতে যে জল দক্ষ এবং মণিময় বিহার পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে যে জল নির্গলিত, সেই অতিশয় সুশীতল নির্ঝরজলের পতনদ্বারা যে সকল বনপথ শীতল এবং যে সকল বনপথে অতিনিবিড়বৃক্ষশাখা দ্বারা দিনমণির কিরণজাল নিবারিত, সেই সকল বনপথে পরস্পর হস্তধারণ করিয়া রঙ্গভঙ্গ করিতে করিতে ব্রজসুন্দরী-গণ বসন্তকালের ন্যায় তাদৃশ ভীষণ গ্রীষ্মকালেও ঝনঝন শব্দযুক্ত মণি-ময় নূপুরশব্দ অতিশয় মধুরভাবে খেলা করিতেছে ॥ ১০৮ ॥

যে নিদাঘকালে বায়ু সকল, দিনমণির করজাল জ্বালায় জটিলভাব ধারণ করিতে যেন অতিশয় করাল বিষম বিষধরের নিঃশ্বাসরাশির ন্যায় নিজেই অতিশয় উত্তাপিত করিতেছে। এই কারণে বায়ু সকল সর্ব্বদা অসুখী হইয়াই যেন প্রত্যেক জলাশয়ে নিমগ্ন হইতেছে অথচ আপনাকে যেন সুখী করিতে পারিতেছে না; এই কারণে শীতল হই-

ইব প্রতি সলিলাশয়ং মজ্জন্তোঽপি চাত্মানং নির্ব্বাপয়িতুমসমর্থা ইব ব্রজপদ্মিনীজনস্তনপরিমলমিলনার্থমিবোপসর্পন্তি শীতলা ভবিতুমনিলাঃ। যত্র চ——দিবসাদিব সাধ্বসাৎ ক্ষণাদাপক্ষণদাপতিরুচিরারুচিরামণীয়কং জনানাং তদা তদা সঙ্গেন তে নিদাঘমেব শ্লাঘন্তে ॥ ১০৯ ॥

কর্পূর ত্রসরেণু বন্ধুভিরপাং নিঃস্যন্দিভির্বিন্দুভি-
শ্চঞ্চচ্চামরচারুমারুতধুতৈর্মুক্তাবিতানৈরপি।
আকীর্ণে জলযন্ত্র বেশ্মনিসরোবাপ্যাদি মধ্যস্থিতে
কৃষ্ণো যত্র মুদা নিদাঘদিবসে শেতে সমং কান্তয়া ॥ ১১০ ॥

দুঃসহাৎ দিনাদিব সাধ্বসাদ্ভয়াৎ তদ্বিলোক্য কৃপয়া নিবারয়িতুমিবেত্যর্থঃ। তদাসঙ্গেন তস্যাং রাত্রাবাসক্ত্যা তৎশৈত্যসুখানুভবজনিতয়া নিদাঘমেব ধন্যোঽয়ং নিদাঘসময়ঃ যত্রৈব-তাদৃশী রাত্রিরিতি শ্লাঘন্তে ॥ ১০৯ ॥

কর্পূরাণাং ত্রসরেণুবন্ধুভিঃ সূক্ষ্মকণসহিতৈরপাং বিন্দুভির্নিঃস্যন্দিভিঃ নিতরাং স্রবদ্ভিঃ। মুক্তাময়ৈর্বিতানৈশ্চ আকীর্ণে ব্যাপ্তে তৈর্দ্বৈয়ঃ কীদৃশৈঃ চঞ্চতাং চঞ্চলানাং চামরাণাং চারুণা মারুতেন ধুতৈঃ কম্পিতৈঃ ॥ ১১০ ॥

বার নিমিত্ত যেন ব্রজবাসিনী পদ্মিনী রমণীগণের স্তনপরিমলের মিলন প্রত্যাশায় তাহাদের নিকট গমন করিতেছে এবং যে নিদাঘে রাত্রি রজনীপতি চন্দ্রের দ্বারা সুন্দরী হইয়া রুচিপূর্ব্বক রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ের কারণ এই——ঘর্ম্মদ্বারা অসহ্য দিবস হইতে সকল লোকেরই ভয় উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিয়া তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্তই যেন রাত্রিতে আসক্তি থাকাতে লোক সকল 'এই গ্রীষ্ম কাল ধন্য, যে কালে রাত্রি এইরূপ সুন্দর' এই বলিয়া ঐ গ্রীষ্মকালকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ১০৯ ॥

সরোবর এবং দীর্ঘিকাদির মধ্যে এক জলযন্ত্রগৃহ আছে। সেই গৃহ কর্পূরসমূহের সূক্ষ্মকণ সহিত জলবিন্দুদ্বারা এবং চঞ্চলচামরদিগের চারু বায়ুকম্পিত মুক্তাময় চন্দ্রাতপ দ্বারা ব্যাপ্ত। যে নিদাঘকালে শ্রীকৃষ্ণ, নিদাঘকালের দিবসে সহর্ষে কান্তার সহিত শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১১০ ॥

ভালপ্রান্তনিবদ্ধকুন্তলভরো মুক্তাস্রজা স্থূলয়া
বাসঃকাঞ্চনবারিহারি পবনস্পন্দানুমেয়ং দধৎ।
মল্লীকোরকমালয়া দ্রুততর শ্রীখণ্ডপঙ্কেন চ
দ্বিত্রেণ প্রিয়মণ্ডনেন চ কৃতাকল্পো হরিঃ খেলতি ॥ ১১ ॥
কর্ণালঙ্করণং শিরীষকুসুমৈরুত্তংসনং পাটলৈ-
র্মালাং মল্লিভিরঙ্গদাদি কুটজৈঃ সম্পাদয়ন্ত্যাত্মনঃ।
আলীভির্বনরাজিভিঃ সহ সদৃগ্‌ভূষাভিরীশাঙ্ঘ্রয়ঃ
সেব্যন্তে দিবসাবসানসময়ে যস্মিন্নিদাঘশ্রিয়া ॥ ১১২ ॥

এবং দ্বন্দ্বশো দ্বন্দ্বশশ্চ ঋতুভির্বিভেদিতা অপরেঽপি ত্রয়ো-

ভালস্য প্রান্তে নিবদ্ধো দ্বিধা বিভক্তঃ কুন্তলভরো যস্য সঃ। বাসঃ উত্তরীয়ং। পবনস্য স্পন্দেন চলনেন অনুমেয়ং অনুমাতুং শক্যং নান্যথেত্যতিসূক্ষ্মত্বাৎ কাঞ্চনজলমিব হারি মনোহরং। দ্বিত্রেণেতি বহুতরাণাং ধারণাসহনাৎ তত্রাপি প্রিয়েতি স্বতঃ শৈত্যগুণকেনে-ত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥

উত্তংসনং শিরোভূষণং ॥ ১১২ ॥

এবং বৃন্দাবনস্য ষড়্‌বিভাগান্ বর্ণয়িত্বা অপরমপি বিভাগ চতুষ্কং তত্তদ্বর্ণনেনৈব বর্ণিত-

---

শ্রীকৃষ্ণ স্থূলমুক্তামালাদ্বারা ললাটের প্রান্তভাগে কেশকলাপ দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন, পবন কম্পনদ্বারা অনুমান করিবার যোগ্য অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম এবং সুবর্ণের জলের ন্যায় মনোহর বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, মল্লিকাপুষ্পের কলিকার মালা দ্বারা এবং দ্রবীভূত চন্দনলেপদ্বারা এবং অধিক সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া দুই তিনখানি মনোহর অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ১১১ ॥

যে নিদাঘকালে শিরীষপুষ্পদ্বারা কর্ণাভরণ, পাটলপুষ্পদ্বারা মস্তকাভরণ, মল্লিকাপুষ্পদ্বারা গলমালা এবং কুটজপুষ্পদ্বারা আপনার অঙ্গদ বলয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া নিদাঘশোভা সমানভূষণধারিণী সহচরী বনরাজিদিগের সহিত দিবসের অবসান সময়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করিয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

এইরূপে বৃন্দাবনের ছয়ভাগ থাকিলেও পুনর্ব্বার শরৎ প্রভৃতি দুই

বিভাগা ইতি নবকাননমেব বৃন্দাবনং । মূলভূতস্তু ষড়্ভিরেব ঋতুভিরুপশোভিতমিত্যঙ্গাঙ্গিভাবেন দশবিভাগমিতি ॥ ১১৩ ॥

যত্র ষড়্ৃতুকে বিভাগে—
সীমন্তে নবনীপকং করতলে লীলারবিন্দং নব
স্নিগ্ধং লোধ্ররজঃ কপোলফলকে বন্ধূকমালাং গলে ।
কর্ণে বঞ্জুলপল্লবং স্তবকিনং মল্লীস্রজং কুন্তলে
বিভ্রত্যো ব্রজসুভ্রুবঃ প্রতিদিনং কৃষ্ণং সদোপাসতে ॥ ১১৪ ॥

প্রায়মুত্ত্বস্বতি দ্বন্দশো দ্বন্দশ ইতি। অত্র.শসৈব বীপ্সাবগতৌ দ্বির্ব্বচনং নোপপদ্যত ইতি ন বাচ্যং একৈকশো দেহীত্যাদৌ দ্বির্ব্বচনেনৈব তদবগতৌ পুনঃ শস্প্রত্যয়দর্শনাৎ। তথা হ্ক্তং ন্যাসকারেণাপি ভোজং ভোজং ব্রজতীত্যাদৌ দ্বির্ব্বচনসাপেক্ষৈণৈব ণমুলা উচ্যতে পাপচ্যত ইত্যাদৌ দ্বির্ব্বচন নিরপেক্ষৈণৈব যঙা আভীক্ষ্ম্যমুচ্যতে যথা হ্যেক এব ভাবঃ কদাচিদেকেনৈব কেনচিদ্ব্রতে কদাচিদন্যসাপেক্ষৈণৈব কেনচিদিতি। দ্বন্দশো দ্বন্দশো দ্বয়েন দ্বয়েন কৃত্বা ঋতুভিঃ শরদাদিভির্বিভেদিতা বিভেদং প্রাপিতাঃ যথা শরদ্ধেমন্তয়োর্নিতত্তল্লক্ষণবত্ত্বেন শরদ্ধেমন্তসন্তোষ একঃ। শিশিরবসন্তকান্তোঽন্যঃ নিদাঘ বর্ষাহর্ষোঽপর ইতি ত্রয়ো বিভাগাঃ। অঙ্গাঙ্গিভাবেনেতি ষড়্ৃতুক বিভাগঃ সর্ব্বর্ত্তুসুখদনামা ধ্বঙ্গী বর্ষাহর্ষাদয় স্তদঙ্গানীত্যর্থঃ॥১১৩॥

সীমন্ত ইতি নীপারবিন্দাদীনি ক্রমেণ বর্ষাদিলক্ষণস্থচকানি। বঞ্জুলোঽশোকঃ ॥ ১১৪ ॥

দুই ঋতুদ্বারা অন্য তিনটী বিভাগ ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে যথা—শরৎহেমন্তসন্তোষ এক, শিশিরবসন্তকান্ত দ্বিতীয় এবং নিদাঘবর্ষাহর্ষ তৃতীয় এই কারণে বৃন্দাবন নবকানন। কিন্তু যে মূলীভূত, সে ছয়প্রকার ঋতুদ্বারা পরিশোভিত । এই হেতু অঙ্গাঙ্গিভাবে বৃন্দাবনের দশপ্রকার বিভাগ হইয়া থাকে । সকল ঋতুর সুখদনামক অঙ্গী এবং বর্ষাহর্ষ প্রভৃতি উহার অঙ্গ ॥ ১১৩ ॥

যে ছয়ঋতুর বিভাগে, ব্রজসুন্দরীগণ, সীমন্তে নূতন কদম্বপুষ্প, করতলে লীলাপদ্ম, কপোলফলকে নূতন অথচ স্নিগ্ধ লোধ্রপুষ্পের পরাগ, গলদেশে বন্ধূকপুষ্পের মালা, কর্ণে স্তবকযুক্ত অশোকপল্লব এবং কুন্তলে মল্লিকার মালাধারণ করিয়া প্রতিদিন, সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১১৪ ॥

যস্মিন্ মঞ্জুলকুঞ্জমণ্ডপকুলং নানামণীন্দ্রালয়-
স্পর্দ্ধা বর্দ্ধিতসৌভগং পিককুলৈর্ভৃঙ্গৈশ্চ নিষ্কূজিতং।
যস্মিন্নোষধয়ো জ্বলন্তি রজনৌ দীপায়িতাঃ সৌরভং
কস্তূরী হরিণাঙ্গনা বিদধতে লূমৈশ্চমর্য্যো মৃজাং ॥ ১৫ ॥

এবং ভূতস্য বৃন্দাবনস্য মধ্যে ইন্দ্রনীলমণিহারযষ্টিরিব ইন্দীবরমালেব কজ্জলপরিখেব অসিতশাটীব বৃন্দাটবীদেব্যাঃ কাচন যমুনা নাম নদী ॥ ১১৬ ॥

যা খলু সতরঙ্গাপি নতরঙ্গাধায়িকা। সকমলাপি নশ্যৎকমলা।

যস্মিন্ বর্ণিতলক্ষণে বৃন্দাবনে মঞ্জুলং কুঞ্জমণ্ডপকুলমস্তি। নানামণীন্দ্রা বৈদূর্য্যাদয়স্তন্ময়ৈরালয়ৈ গৃহৈঃ সহ যা স্পর্দ্ধা তস্যাং বর্দ্ধিতং সৌভগং যস্য তৎ। নিষ্কূজিতমিতি কর্ম্মণি-ক্তান্তং। ততশ্চ তে ভৃঙ্গাদয় এব যস্য গুণস্তবনার্থং বন্দিজনায়ন্ত ইতি ভাবঃ। লূমৈঃ পুচ্ছৈঃ। পুচ্ছোঽস্ত্রী লূমলাঙ্গুলে ইত্যমরঃ। মৃজাং মার্জনীকৃত্য বিদধতে কুর্ব্বন্তি ॥ ১১৫ ॥

ইন্দ্রনীলেতি লাবণ্যেন ইন্দীবরেতি শৈত্যসৌগন্ধ্যসৌকুমার্য্যৈঃ। কজ্জলেতি লোচনরোচকত্বেনাংশেন। অসিতশাটীতি অব্যভিচারিনেপথ্যসাধকত্বেন ॥ ১১৬ ॥

সতরঙ্গা তরঙ্গসহিতা নতানাং নম্রত্বাত্তক্তানাং রঙ্গস্য প্রেমসুখস্য আধায়িকা অর্পয়িত্রী।

যে বৃন্দাবনে মনোহর কুঞ্জমণ্ডপ সকল বিদ্যমান আছে। নানাবিধ উৎকৃষ্ট মণিময় গৃহসমূহের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া ঐ মণ্ডপগণের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পিককুল ও ভৃঙ্গসমূহদ্বারা ঐ সকল মণ্ডপ নিনাদিত হইয়া থাকে। যে বৃন্দাবনে ওষধি (তৃণাদি জাতি) সকল, রাত্রিকালে দীপের ন্যায় জ্বলিয়া থাকে ও কস্তূরীগন্ধযুক্ত হরিণীগণ সৌরভ উৎপাদন এবং চমরী হরিণীগণ, পুচ্ছদ্বারা সম্মার্জ্জনীর কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

ঈদৃশ মনোহর বৃন্দাবনের মধ্যে ইন্দ্রনীলমণির হারলতার ন্যায়, নীলপদ্মের মালার ন্যায়, কজ্জলের পরিখার ন্যায় এবং কৃষ্ণবর্ণ শাটীর ন্যায়, বৃন্দাবনদেবীর যমুনা নামে কোন এক নদী আছেন ॥ ১১৬ ॥

ঐ যমুনানদী 'সতরঙ্গা'অর্থাৎ তরঙ্গসহিত হইলেও 'নতরঙ্গাধায়িকা'

সসারসাপি বিসারসারস্যা মজ্জনসুখদাপি ন মজ্জনসুখদা॥ ১১৭॥

বিবিধলতিকাকারচিত্রচিত্রিতকঞ্চুলিকয়েব চিন্মণিশৈবাল-লতিকাবিতত্যা পরিবৃতবক্ষঃস্থলবিলাসিরথাঙ্গপয়োধরা কলিত-কহ্লারাদি পরাগপটলচিত্রপটা ভ্রমদ্ভ্রমরঘটাবদ্ধবেণিরিন্দীবরনয়না বিকসদরবিন্দমুখী প্রফুল্লহল্লকলসদধরৌষ্ঠী সারসসারসনাঞ্চিতপুলিন-নিতম্বা কলহংসহংসকামূর্ত্তেব রমণীয়তা দেবী তরলতরতরঙ্গহস্তে-

---

সকমলা পদ্মসহিতাপি নশ্যন্তি ন হ্রাসং প্রাপ্নুবন্তি কমলানি জলানি যস্যাঃ সা। শো তনূক-রণে শত্রন্তঃ। সলিলং কমলং জলমিত্যমরঃ। নশ অদর্শনে ইত্যস্য রূপে প্রথমোপস্থাপিতে বিরোধঃ সারসঃ পক্ষী বিসারা মৎস্যাস্তেষাং সারস্যং বলং যস্যাং সা। নমতাং জনানাং সুখদা॥১১৭

চিদ্রূপাণাং মণিময়ীনাং শৈবাললতিকানাং বিতত্যা নিমজ্য উদ্গতত্বেন পরিবৃতৌ আবৃতৌ যমুনায়া মধ্যদেশ এব বক্ষঃস্থলং তত্র বিলাসিনৌ রথাঙ্গাবেব পয়োধরৌ যস্যাঃ সা। সারসাঃ

অর্থাৎ নতভক্তগণের প্রেমসুখ উৎপাদন করিয়া থাকেন। ‘সকমলা’ অর্থাৎ কমলপুষ্পযুক্ত হইলেও ‘নশ্যৎকমলা’ অর্থাৎ ইহার জল কখন হ্রাস প্রাপ্ত হয়না। ‘সসারসা’ অর্থাৎ সারসপক্ষী সমন্বিত হইলেও ইহা ‘বিসারসারস্যা’ অর্থাৎ মৎস্যগণের সারস্যা (বল) সম্পাদন করিয়া থাকেন। এবং এই যমুনা, মজ্জনে সুখদায়িনী হইলেও ‘নমজ্জনসুখদা’ অর্থাৎ প্রণতজনগণের সুখদান করিয়া থাকেন॥ ১১৭॥

বহুবিধ লতিকাকৃতির চিত্রদ্বারা চিত্রিত কঞ্চুলিকার (কাঁচুলির) ন্যায় যে সকল চিৎস্বরূপ মণিময় শৈবাললতা আছে, তাহাদের বিস্তার দ্বারা যমুনানদীর বক্ষঃস্থলে বিলসিত চক্রবাকযুগলরূপ স্তনদ্বয় আবৃত হইয়াছে। কহ্লার প্রভৃতি বহুবিধ পুষ্পপরাগসমূহদ্বারা যেন ইহাঁর বিচিত্র বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। চঞ্চল ভ্রমরমালাদ্বারা ইহাঁর বেণী নিবদ্ধ হইয়াছে। ইন্দীবর অর্থাৎ নীলপদ্মই যমুনার নয়ন, বিকসিত অরবিন্দই ইহাঁর বদন, প্রফুল্ল হল্লক (হেলা) পুষ্পদ্বারা ইহাঁর অধর এবং ওষ্ঠ শোভিত হইয়াছে, সারসপক্ষী সকলই যেন ইহাঁর চন্দ্রহার এবং ঐ

নেব জলজকুসুমৈঃ শ্রীকৃষ্ণারাধনমবাধমনিশমেব কুর্ব্বাণা জরীজৃম্ভ্যতে ॥ ১১৮ ॥

যস্যাঞ্চোভয়োরেব কূলয়োঃ কুসুমভরভজ্যমানবিটপবিটপিপটলপ্রতিবিম্বেন সলিলান্তরেঽপি কুসুমিতং কাননান্তরমিব ব্যঞ্জয়ন্ত্যাং সহ প্রতিবিম্বিতং বিহগকুলমপি বৈসারিণা যত্র জিঘৎসবস্তুণ্ডেন খণ্ডয়ন্তঃ ক্ষণমবতিষ্ঠন্তে ॥ ১১৯ ॥

রজনাবপি বিম্বিতং নক্ষত্রগ্রহনিকরমপি সর্ব্বতঃ কেনাপি

পক্ষিণ এব কূজনসাধর্ম্ম্যেণ সারসনং কাঞ্চী তেনাঞ্চিতঃ পুলিনরূপো নিতম্বো যস্যাঃ সা। কলহংস এব হংসকঃ পাদকটকং যস্যাঃ সা। জরীজৃম্ভ্যতে অতিশয়েন প্রকাশতে ॥ ১১৮ ॥

কুসুমানাং ভরেণৈব ভজ্যমানাঃ প্রাপ্যমান ভঙ্গা বিটপাঃ পল্লবা যস্য তথাভূতস্য বিটপিসমূহস্য প্রতিবিম্বেন সহ প্রতিবিম্বিতং বিহগকুলং তত্রস্থ পক্ষিসমূহং জিঘৎসবঃ অত্তুমিচ্ছবঃ বৈসারিণা মৎস্যাঃ অবতিষ্ঠন্তে। সংপ্রব্যবেভ্যঃ স্থ ইত্যাত্মনে পদং ॥ ১১৯ ॥

চন্দ্রহার দ্বারা যমুনার পুলিনরূপ নিতম্ব প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে । কলহংসই যেন ইহাঁর পাদভূষণ। অতএব যমুনানদী যেন মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য দেবী। এই যমুনা অতিশয় চঞ্চল তরঙ্গরূপ বাহুদ্বারা যেন জলজাতপুষ্প সমূহ দিয়া অবাধে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১১৮ ॥

ইহাঁর উভয় তীরে যে সকল বৃক্ষশ্রেণী আছে, তাহাদের শাখাসকল, কুসুমভরে ভাঙ্গিয়াগিয়াছে । এই সকল বৃক্ষশ্রেণীর প্রতিবিম্ব দ্বারা যমুনানদী যেন জলমধ্যেও অন্য একটী কাননের দৃশ্য প্রকাশিত করিতেছেন। ঐ বৃক্ষসমূহের সহিত যে সমস্ত বিহঙ্গম জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৎস্যসকল ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিতে লাগিল ॥১১৯॥

রাত্রিকালেও যে সকল গ্রহ নক্ষত্র, ঐ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকেও মৎস্য সকল, (যেন চারিদিকে কেহ লাজ (খই) সমূহ ছড়াইয়াছে) এইরূপ বোধ করিয়া প্রত্যেককে ভোজন করিবার

বিকীর্ণং লাজজালমিব মন্যমানাঃ শফরা অপি প্রত্যেকমত্তুমুৎকণ্ঠন্তে ॥ ১২০ ॥

মধ্যে চ যস্যাঃ কর্পূরপূরময়ানীব তিমিরনিকরোদ্বান্তকান্তকৌমুদীশকলানীব বৃন্দাটবীদেব্যাঃ শ্রীখণ্ডখণ্ডাঙ্গরাগপটলানীব বিস্রস্তবেণীদণ্ডান্তরান্তরা বিরাজমানমালতীমাল্যখণ্ডানীব নবানি পুলিনানি ॥ ১২১ ॥

যেষু চ কুত্রাপি নবনবসমুজ্জৃম্ভমাণ মরকতাঙ্কুরায়মাণ মণিতৃণাঙ্কুরেষু বিবিধান্যেব কুসুমোপবনানি। অন্তরা অন্তরা মঞ্জুলানি

শফরাঃ প্রোষ্ঠীনামানো মৎস্যভেদাঃ ॥ ১২০ ॥

কর্পূরপ্রবাহময়ানীবেত্যনেন শৈত্যসৌগন্ধ্যশৌক্ল্যং ধ্বনিতং। ততশ্চ মৃগমদপ্রবাহময্যা অপীতি ব্যঞ্জিতয়া উৎপ্রেক্ষয়া জীবিতো বিরোধোঽপি দ্যোতিতঃ। নন্বু কর্পূরপূরময়ত্বেনোৎপ্রেক্ষসে চেৎ পুলিনানি তর্হি কথং তেষাং স্থৈর্য্যমিত্যাশঙ্ক্য অন্যথোৎপ্রেক্ষতে তিমিরেতি। নন্বু তর্হি কুতঃ পরস্পরং পুনরপি বাধ্যবাধকত্বাভাবস্তেষামিত্যাশঙ্ক্য পুনরন্যথোৎপ্রেক্ষতে শ্রীখণ্ডেতি। নন্বু তর্হি নদীমধ্যগতান্যপি তানি তয়া কথং ন বাহিতানীতি পুনরপ্যাশঙ্ক্য পুনস্ততোঽপ্যন্যথা নদীসহিতান্যেব তান্যুৎপ্রেক্ষতে বিস্রস্তেতি ॥ ১২১ ॥

যেষু পুলিনেষু মধ্যে কুত্রাপি কেষুচিৎ তেম্বন্যানি বহূনি পুলিনানি তৃণগুল্মাদিরহিতানি

নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ১২০ ॥

যে যমুনার মধ্যদেশে নবপুলিন সকল, কর্পূরের প্রবাহময় বলিয়া তিমির নিচয় উদ্গিরণ করাতে রমণীয় জ্যোৎস্নাখণ্ডসমূহ বলিয়া বৃন্দাবনদেবীর চন্দনখণ্ডের অঙ্গরাগপটল বলিয়া এবং স্খলিতবেণীদণ্ডের মধ্যে মধ্যে বিরাজমান মালতীপুষ্পের মাল্যখণ্ডসমূহ বলিয়া, যেন উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে ॥ ১২১ ॥

যে সকল পুলিনের মধ্যে কোন কোন পুলিন, নবনব প্রকাশমান মরকতমণির অঙ্কুরাকৃতি তৃণাঙ্কুর সমূহদ্বারা বিরাজিত এবং ঐ সকল পুলিনে বহুবিধপুষ্পোদ্যান সকল বিদ্যমান আছে। মধ্যে মধ্যে মনোহর

কৈশ্চিদ্দ্বারোঽপি ভঙ্গীবিরচনরুচিরা ভিত্তয়ঃ কৈশ্চিদন্যৈঃ
পুষ্পৈঃ প্রালম্বচূড়াকলসবিরচনা চামরাদীনি কৈশ্চিৎ ॥১২৬॥

অথ যস্য বৃন্দাবনস্য মধ্যে পুরুষাবতার ইব সহস্রশিরাঃ সহস্র-পাচ্চ মহাবিনোদীব অমলমণিকটকো বিবিধমণিকুণ্ডলশ্চ শব্দগ্রাম

বল্লীনাং বিটপকুলৈঃ পল্লবসমূহৈঃ ছদীংষি ছাউনীতি খ্যাতানি কল্পিতানি। কৈশ্চিদ্বল্লীনাং বিটপকুলৈর্ভঙ্গ্যা সন্নিবেশকৌশলেন যদ্বিরচনং তেন রুচিরাশ্চতস্রোদ্বারোঽপি কল্পিতাঃ। তথা তৈরেবান্যৈঃ কৈশ্চিদ্ভিত্তয়ঃ তথা পুষ্পৈস্তাদৃশ তাদৃশবিন্যাস বৈশিষ্ট্যেন স্থিতৈঃ প্রালম্বাদীনীতি। তত্র প্রালম্বানি পটলেভ্যো লম্বমানমাল্যানি বিরচনা বিবিধপত্রাবল্যাদিরচনা রচনা স্যাৎ পরিস্পন্দ ইত্যমরঃ ॥ ১২৬ ॥

সহস্রমসংখ্যানি শিরাংসি মস্তকানি শৃঙ্গাণি চ। পাদাশ্চরণাঃ প্রত্যন্তশৈলাশ্চ। পাদাঃ প্রত্যন্তপর্ব্বতা ইত্যমরঃ। বিনোদো বিলাসঃ। কটকং বলয়ঃ পক্ষে কটকোঽস্ত্রী নিতম্বো হদ্রে রিত্যমরঃ। মণিময়ানি কুণ্ডানি লাতীতি সঃ। ধাতবো ভূ যা বা দিব প্রভৃতয়ঃ মনঃ-

---

হওয়াতে যেন চারিটী বড়ভী হইয়াছে। পুষ্পিতলতাসকলের শাখাসমূহ দ্বারা যেন ছদি (ছাউনী) সকল কল্পিত হইয়াছে। কোন কোন বল্লীর শাখাসমূহদ্বারা সন্নিবেশকৌশলে নির্ম্মাণ করাতে অতিসুন্দর চারিটী দ্বার এবং ঐরূপ প্রণালীদ্বারা ভিত্তিসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। তথা ঐরূপ পুষ্পরাশি দিয়া লম্বমান চূড়াকলস ও লম্বমান ত্রিবিধ পত্রাবল্যাদিরচনা এবং কোন কোন পুষ্পসমূহদ্বারা চামরাদি কল্পিত হইয়াছে ॥ ১২৬ ॥

অনন্তর যে বৃন্দাবনের মধ্যে গোবর্দ্ধননামে এক পর্ব্বতরাজ বিদ্যমান আছে। পুরুষাবতার যেরূপ সহস্রমস্তক ও সহস্রচরণযুক্ত, সেইরূপ ইহারও সহস্র সহস্র শৃঙ্গ এবং সহস্র সহস্র সীমাস্থিত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পর্ব্বত সকল বিদ্যমান আছে। মহাবিলাসির যেমন বিমল মণিময় ‘কটক’ অর্থাৎ বলয় এবং বিবিধ মণিময় ‘কুণ্ডল’ অর্থাৎ কর্ণাভরণ থাকে, সেইরূপ এই পর্ব্বতেরও বিমলমণিময় ‘কটক’ অর্থাৎ নিতম্বপ্রদেশ আছে এবং বিবিধ মণিময় ‘কুণ্ডল’ অর্থাৎ কুণ্ডদিগকে ধারণ করিয়া আছে। শব্দসমূহ যেরূপ বিবিধ ‘ধাতুযোনি’ অর্থাৎ

ইব বিবিধধাতুযোনিঃ ধ্রুব ইব ভূভৃৎকুলভূষণোঽপি ভগবদনুগ্রহেণ লঙ্ঘিতসকলোপরিতনলোকঃ ॥ ১২৭ ॥

সুনাসীরনাসীর ইব দুরবগাহগুহালঙ্কৃতঃ । মলয় ইব সর্ব্বতোভদ্রশ্রীরপি ন ভুজগাবাসঃ । হর ইব চন্দ্রচূড়োঽপ্যনুগ্রঃ । ভগবানিব বিচিত্রবনমালঃ । আনন্দ ইব মহোৎসবেষ্টঃ ॥ ১২৮ ॥

শিলাদয়শ্চ । ভূভৃৎ রাজা পর্ব্বতশ্চ । ভূভৃদ্ভূমিধরে নৃপে ইত্যমরঃ । উপরিতনলোকঃ স্বর্লোকঃ। পক্ষে বৈকুণ্ঠঃ ॥ ১২৭ ॥

সুনাসীর ইন্দ্রঃ নাসীরস্তস্য সেনা । গুহঃ কার্ত্তিকেয়ঃ পক্ষে দেবখাতবিলে গুহে ইত্যমরঃ । সর্ব্বতো ভদ্রশ্রীশ্চন্দনতরুর্যত্র । পক্ষে সর্ব্বেভ্যোঽপি ভদ্রা শ্রীঃ সমৃদ্ধির্যস্য সঃ । পর্ব্বতপক্ষে চূড়া শৃঙ্গং অনুগ্রঃ সৌম্যঃ । বনমালা আপাদলম্বিমাল্যং বনশ্রেণী চ । মহতি উৎসবে মঙ্গলকর্ম্মণি ইষ্টঃ প্রশস্তঃ । পক্ষে মহদ্ভিরুৎসৈঃ প্রস্রবণৈর্বেষ্টোবেষ্টনং যস্য সঃ । উৎসঃ প্রস্রবণমিত্যমরঃ ॥ ২৮ ॥

ভূ,স্থা, গম্ প্রভৃতিধাতু হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই পর্ব্বতও বহুবিধ গৈরিক এবং মনঃশিলাপ্রভৃতি ধাতুসমূহের কারণ । ধ্রুব রাজকুলের আভরণ হইলেও যেরূপ ভগবানের অনুগ্রহে সকলের উপরিস্থিত স্বর্গলোক লঙ্ঘন করিয়াছেন, সেইরূপ এই পর্ব্বত, পর্ব্বতকুলের অলঙ্কার হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে সকলের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধামকেও লঙ্ঘন করিয়াছে ॥ ১২৭॥

ইন্দ্রসেনা যেরূপ অনতিক্রমণীয় ‘গুহালঙ্কৃত’ অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় দ্বারা ভূষিত, সেইরূপ ইহাও দুষ্প্রবেশ গুহাসমূহদ্বারা অলঙ্কৃত । মলয়-পর্ব্বতের চারিদিকে যেরূপ ‘ভদ্রশ্রী’ অর্থাৎ চন্দনবৃক্ষ সকল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ইহারও সর্ব্বাপেক্ষা ‘ভদ্রশ্রী’ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সম্পত্তি আছে । অথচ মলয় পর্ব্বতের ন্যায় ইহা সর্পগণের আবাস ভূমি নহে। মহাদেবের ন্যায় চন্দ্রচূড় হইলেও তিনি যেরূপ উগ্র (ভীষণ) সেইরূপ ইহা উগ্র নহে। ভগবানের যেরূপ বিচিত্রবনমালা,অর্থাৎ আপাদলম্বিনীমালা আছে, সেইরূপ ইহাতেও ‘বনমালা’ অর্থাৎ বনশ্রেণী বিরাজমান। আনন্দ যেরূপ ‘মহোৎসবেষ্ট, অর্থাৎ মহৎ উৎসব অর্থাৎ

ভূবলয় ইব লোকালোকরমণীয়ঃ। আনন্দকন্দরবটোঽপি আনন্দকন্দরাবটঃ। বনরাজীসত্ত্বানামপ্যবনরাজীসত্ত্বানাং গোবর্দ্ধনো নাম গিরিবরঃ॥ ১২৯॥

যঃ খলু কৈলাসেনাপি নোপমীয়তে অরূপ্যত্বাৎ নচ মেরুণাপি অজাতরূপত্বাৎ॥ ১৩০॥

লোকালোকস্তন্নামা পর্ব্বতঃ পক্ষে লোককর্তৃকদর্শনং। আনন্দানাং কন্দং মূলং রান্তি তথাবিধা বটবৃক্ষা যত্র সঃ। আনন্দরূপঃ কন্দরাণাং অবটো গর্ত্তো যত্র সঃ। সত্ত্বানাং প্রাণিনাং অবনেন পালনেন রাজিতুং শীলং যস্য সোঽবনরাজী সত্ত্বানাং কীদৃশানাং বনরাজীসত্ত্বানাং বনরাজীষু সত্ত্বং বর্ত্তমানত্বং যেষাং তেষাং মৃগাদীনামিত্যর্থঃ। বিরোধাভাসদ্যোতকোঽপি কারঃ॥ ১২৯॥

অরূপ্যত্বাৎ রূপকেণ বর্ণয়িতুমশক্যত্বাৎ অদৃষ্টোপমত্বাদিত্যর্থঃ। পক্ষে রূপ্যং রজতং তন্ময়ত্বাভাবাৎ কৈলাসশৈলো হি রজতময়ো ভবতি অয়ন্তু বিবিধমণিশিলাময় ইতি ভাবঃ। অজাতরূপত্বাৎ নিত্যসিদ্ধরূপত্বাৎ। মেরুস্তু প্রকৃতিজন্যরূপ ইতি। পক্ষে জাতরূপং কনকং তন্ময়ত্বাভাবাৎ মেরুর্হি কনকময়ো ভবতীতি॥ ১৩০॥

মঙ্গলকর্ম্মে প্রশস্ত, সেইরূপ মহৎউৎস অর্থাৎ প্রস্রবণদ্বারা ইহার বেষ্টন হইয়া আছে॥ ১২৮॥

ভূমণ্ডল যেরূপ লোকালোকপর্ব্বতদ্বারা রমণীয়, সেইরূপ ইহাও লোকদিগের আলোক অর্থাৎ দর্শনদ্বারা রমনীয়। ইহাতে যে সকল বট-বৃক্ষ আছে, তাহারা 'আনন্দকন্দর' অর্থাৎ আনন্দের মূল দান করিলেও এই পর্ব্বত 'আনন্দকন্দরাবট' অর্থাৎ ইহার দরীর অবট বা গর্ত্ত আনন্দ-রূপ। ইহার বনরাজীতে যে সকল সত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণীগণের সত্ত্ব(অস্তিত্ব) আছে, সেই সকল প্রাণিগণের 'অবনরাজী' অর্থাৎ পালন দ্বারা ইহা বিরাজমান আছে॥ ১২৯॥

'অরূপ্যত্ব' অর্থাৎ রূপকদ্বারা বর্ণনা করা অসাধ্য অথবা ইহার উপমা দৃষ্ট হয় না বলিয়া, পক্ষান্তরে ইহা রজতময় নয় বলিয়া নিশ্চয়ই কৈলাসপর্ব্বতের সহিত ইহার সাদৃশ্য ঘটিতে পারে না 'অজাতরূপত্ব' অর্থাৎ ইহা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া, পক্ষান্তরে ইহা জাতরূপ অর্থাৎ স্বর্ণময়

যত্র আদিরসবর্ণনাবর্ণসমূহ ইব রূপকোপরূপকব্যাপার ইব মাধুর্য্যোপযোগী নটবর্গঃ ॥ ১৩১ ॥

যত্র কিল কালীয়কতরুমূলবাহিনা নির্ঝরেণ পরিমলপরিভাবিতাসূপত্যকাসু সকলা এব তৃণজাতয়োগন্ধতৃণতামভিপদ্যন্তে॥১৩২

হরিণ্মণিদ্রবমূলবাহিষু শুকপক্ষচ্ছবিষু নির্ঝরেষু কৃতাবগাহাঃ সর্ব্বা এব রুরু চমরু চমূর গবয় গন্ধর্ব্ব স্থমর রোহিষ শশ সম্বর প্রভৃতয়ো হরিণজাতয়ো হরিণ্মণিঘটিতা ইব পরস্পরং ন পরিচিন্বন্তি। যশ্চ

আদিরসস্য বর্ণনায়াং যো বর্ণসমূহস্তত্র মাধুর্য্যোপযোগী টবর্গো ন ভবতি। তথাহুক্তং। মূর্দ্ধি বর্গান্ত্যগাঃ স্পর্শা অটবর্গা রলৌ লঘূ। অবৃত্তির্মধ্যবৃত্তিশ্চ মাধুর্য্যে ঘটনামতেতি। রূপকোপরূপকয়োর্নাটকনাটিকয়োর্যো ব্যাপারস্তত্র মাধুর্য্যমুপযুঙ্ক্তে নটানাং নর্ত্তকানাং বর্গঃ। যত্র গোবর্দ্ধনে নটাঃ শোণালু ইতি খ্যাতাস্তেষাং বর্গোঽপি মাধুর্য্যোপযোগী। নটকট্বঙ্গটুণ্টুকা ইত্যমরঃ ॥ ১৩১ ॥

কালীয়কঃ কলম্বক ইতি খ্যাতঃ। ভাবিতাসু বাসিতাসু উপত্যকাসু শৈলসমীপবর্ত্তি ভূমিষু ॥ ১৩২ ॥

হরিণ্মণির্মরকতং দরীদৃশ্যতে। দৃশির্যঙন্তঃ। চামীকরং কনকং ॥ ১৩৩ ॥

নয় বলিয়া কখনই সুমেরু পর্ব্বতের সহিত উপমিত হইতে পারে না ॥ ১৩০ ॥

যে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে আদিরসের রচনাতে বর্ণসমূহের ন্যায় এবং নাটক ও নাটিকার ব্যাপারের ন্যায় মাধুর্য্যের উপযোগী 'নটবর্গ' অর্থাৎ টবর্গ নাই অথচ নট বা নর্ত্তকবর্গ আছে । অথচ এই পর্ব্বতে নট বা (শোণালু) সমূহও মাধুর্য্যের উপযোগী হইয়া থাকে ॥ ১৩১ ॥

ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে কালীয়ক (বা কলম্বক) নামক বৃক্ষের মূলপ্রবাহী নির্ঝরদ্বারা পরিমল সুবাসিত উপত্যকা ভূমিতে সমস্ত তৃণজাতি, গন্ধতৃণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

হরিণ্মণিদ্রববৃক্ষের মূলবাহী এবং শুকপক্ষীদিগের পক্ষসদৃশ নির্ঝর সমূহে রুরু, চমর, চমূরু, গবয়, গন্ধর্ব্ব, স্থমর, রোহিষ, শশ এবং সম্বর প্রভৃতি সমস্তই হরিণজাতি অবগাহন করিয়া, যেন মরকতমণি নির্ম্মিত

ক্বচন-মহানীলমণিশিলাময়ূখচ্ছবিচ্ছুরিতস্ফটিকমণিগণ্ডশৈলঃ কলিত-নীলনিচোলো হলধর ইব দরীদৃশ্যতে। ক্বচন-চারুচামীকরশিলাকিরণচ্ছুরিতাধোভাগমহামরকতগণ্ডশৈলঃ পীতাম্বরোনারায়ণ ইব॥১৩৩

ক্বচন—কনকমণিশিলাপট্টসজ্ঘট্টভাস্বরহীরকোপলভিত্তি র্হরগৌরীবিগ্রহ ইব। ক্বচন চ——মরকতগণ্ডশৈলমনূভয়তঃ প্রপাতিনির্ঝরজলোমণ্ডলীকৃতকোদণ্ডঃ সীতাপতিরিব॥ ১৩৪॥

ক্বচন চ—রজতগণ্ডশৈলোপরিগতকমলরাগশিলাপট্টসন্নিবেশো মহাহংসাধিরূঢ়ঃ কমলযোনিরিব॥ ১৩৫॥

অমূ লক্ষীকৃত্য উভয়তঃ ভাগদ্বয়ে বক্রীভূয় প্রপাতীনি প্রপতনশীলানি নির্ঝরাণাং জলানি যত্র সঃ॥ ১৩৪॥

কমলযোনি ব্র্হ্মা॥ ১৩৫॥

হইয়া পরস্পর, পরস্পরকে জানিতে পারিতেছে না। কোনও স্থানে মহানীলকান্তমণির প্রস্তররাশির কিরণপ্রভায় স্ফটিকমণিময় গণ্ডশৈলসকল প্রদীপিত হওয়াতে ঐ গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে নীলবসন পরিধায়ী বলরামের ন্যায় দেখা গিয়া থাকে এবং কোনও স্থানে সুন্দর সুবর্ণশিলার কিরণপ্রভায় মহামরকতমণিময় গণ্ডশৈলসমূহের অধোভাগ খচিত হওয়াতে ইহাকে পীতবসনপরিধায়ী নারায়ণ বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ১৩৩॥

কোনও স্থানে সুবর্ণমণির শিলাপট্টের সম্মীলনে হীরকপ্রস্তরের ভিত্তি সকল বিলাসিত হওয়াতে ইহা হরগৌরীর শরীরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। কোথাও বা মরকতমণিময় গণ্ডশৈল লক্ষ্য করিয়া উভয়পার্শ্বে ইহার নির্ঝরজলরাশি পতিত হওয়াতে ইহাকে বোধ হইতেছে যেন সীতাপতি রামচন্দ্র ধনুক বক্র করিয়া রাখিয়াছেন॥ ১৩৪॥

কোথাও বা রজতময়গণ্ডশৈলের উপরিভাগে পদ্মরাগমণির শিলাপট্ট সন্নিবেশ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে ইহা বোধ হইতেছে যেন

ক্বচন—চোচ্চতরমণিগণ্ডশৈলশিখরতঃ প্রবলতরতরসা নিঃস্যন্দমানেন বিবিধমণিকিরণচ্ছটাচ্ছুরিতেন নির্ম্মলনির্ঝরেণ ঋজূভূয় লম্বমানসুরপতিকোদণ্ড ইব ॥ ১৩৬ ॥

ক্বচন চ——বিবিধমণিপাষাণশবলীভাবভাস্বরস্য সানুনঃ সমুদিত্বরেণ কিরণনিকরেণ নভসি নির্ম্মীয়মাণঃ শক্রশরাসন ইব ॥১৩৭

ক্বচন চ—বৈদুর্য্যমণিশিখরশিখাসমুদ্ভূতকিরণকন্দলীভিরনবচ্ছিন্নধূমলেখাভ্রমেণ ভ্রমদ্ধূম্যাটনিকর ইব ॥ ১৩৮ ॥

প্রবলতর তরসা অতিবেগিনা নিঃস্যন্দমানেন নিষ্পততা নির্ম্মলনির্ঝরেণ হেতুনা বিবিধমণীনাং কিরণচ্ছটাভিঃ ছুরিতেন তেনাস্য পীতরক্তনীলাদিবিবিধবর্ণময়ত্বেন ইন্দ্রধনুঃসারূপ্যং ॥ ১৩৬ ॥

শবলীভাবঃ মিশ্রীভাবঃ তেন ভাস্বরস্য বিবিধকান্তিমত ইত্যর্থঃ। সানুনঃ প্রস্থদেশস্য। প্রস্থঃ সানুরস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ ॥ ১৩৭ ॥

ধূম্যাটো ধূমলবর্ণঃ পক্ষিবিশেষঃ ॥ ১৩৮ ॥

কমলযোনি ব্রহ্মা মহাহংসের উপর আরোহণ করিয়াছেন ॥ ১৩৫ ॥

কোনও স্থানে উচ্চতর মণিময়গণ্ডশৈলের শিখরপ্রদেশ হইতে প্রবলতর বেগে যে নির্ম্মল-নির্ঝর নির্গত হইতেছে এবং ঐ নির্ম্মল নির্ঝর, বিবিধমণির কিরণপটলে প্রভাসিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন সরল ভাবে ইন্দ্রধনু লম্বমান হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৩৬ ॥

কোনও স্থানে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের সানুপ্রদেশ বিবিধমণিময় পাষাণের মিশ্রণে উজ্জ্বল হওয়াতে তাহা হইতে যে কিরণমালা উদ্গত হইতেছে, তাহাদ্বারা বোধ হইতেছে যেন আকাশে ইন্দ্রধনু নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৩৭ ॥

কোনও স্থানে বৈদূর্য্যমণির শিখরশিখা হইতে যে কিরণজাল সমুদ্ভূত হইতেছে, তাহাদ্বারা নিরবচ্ছিন্ন ধূমলেখা ভ্রমে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের মধ্যে ধূমলবর্ণ ধূম্যাট (ফিঙা) পক্ষিসকল ভ্রমণ করিতেছে ॥১৩৮॥

ক্বচন চ—শ্রীকৃষ্ণস্য মণিসিংহাসনায়মান-সুসীম-সুষীমশিলা-বিলাসঃ ॥ ১৩৯ ॥

ক্বচন চ—শ্রীকৃষ্ণস্য রাসবিলাসবিশেষসমুচিতমণিস্থলীপরিসরঃ। ক্বচন চ—শ্রীকৃষ্ণস্য মন্দিরায়মানকন্দরনিকরঃ। ক্বচন চ—পবনসমুদ্ধূত বিবিধকুসুমপরাগবিততির্বিতন্যমানশ্রীকৃষ্ণার্থকসিত-বিতানঃ। ক্বচন—চামূলবিকসিতলোধ্রতরুনিকরেণাভিতোঽভিতঃ প্রতানিতপটকুট্টিমপটলায়মানঃ ॥ ১৪০ ॥

ধব খদির পলাশ শল্লকী নিচুল শিংশপা করজ মধূক পনস-প্রিয়াল তালী প্রভৃতিভির্বনরাজিভিরপহৃতাতপঃ সহজনির্বৈরবিসদৃশ-

---

শোভনা সীমা যাসাং তাসাং সুষীমাণাং শীতলানাং শিলানাং বিলাসো যত্র সঃ। সুষীমঃ শিশিরো জড়ঃ ইত্যমরঃ ॥ ১৩৯ ॥

বিতানশ্চান্দোআ ইতি খ্যাতঃ। প্রতানিতৈ র্বিস্তারিতৈঃ পটৈরেব কুট্টিমং শিল্পচাতুর্য্যেণ উচ্চীকৃতমণিবন্ধভূভাগবিশেষস্তৎসমূহ ইবাচরন্ ॥ ১৪০ ॥

শল্লকী গজভক্ষ্য গন্ধবৃক্ষঃ। নিচুলো হিঁজল ইতি খ্যাতঃ। করজঃ করঞ্জঃ। বনরাজীভিঃ কত্রীভিঃ ধবাদিভিঃ কিরণৈর্বা অপহৃত আতপো যত্র সঃ। সহজং নির্বৈরং বৈরাভাবো

কোনও স্থানে এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের মণিময়সিংহাসনের তুল্য, উত্তম সীমাযুক্ত শীতলশিলাসমূহের শোভা প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৩৯ ॥

কোথাও বা ইহার শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাবিশেষের সমযোগ্য মণিময় অকৃত্রিম ভূমির পরিসর রহিয়াছে। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণের মন্দির-তুল্য দরী সকল বিদ্যমান আছে। কোনও স্থানে বা পবনকম্পিত বহু-বিধপুষ্পপরাগরাশিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শুভ্রবর্ণচন্দ্রাতপ যেন বিস্তৃত করা হইয়াছে। কোথাও বা আমূল বিকসিত লোধ্রবৃক্ষশ্রেণীদ্বারা চারিদিকে বিস্তারিত বস্ত্রসমূহদ্বারা যেন কুট্টিম অর্থাৎ শিল্পকৌশলে অত্যুচ্চ মণিবদ্ধ ভূভাগবিশেষ সকল কল্পিত হইয়াছে ॥ ১৪০ ॥

ধব, খদির, পলাশ, শল্লকী (গজভক্ষ্য গন্ধবৃক্ষ), নিচুল (হিঁজল)

সত্ত্বসমাকুলশ্চ। অপরে তৎপাদা অপি তদ্গুণা এব॥ ১৪১॥

এবমুক্তপ্রকারগোবর্দ্ধনসমঃ কশ্চন তস্যাদূরত এব নন্দীশ্বরাখ্যো দ্বিতীয় ইব নন্দীশ্বরঃ ক্ষিতিধরঃ। যশ্চ চারুতরধবাক্রীড়োঽপি মাধবাক্রীড়ঃ। কিংশুকবানপি ন কিংশুকবান্ সুপ্রস্থশোভোঽপি অসুপ্রস্থশোভঃ॥ ১৪২॥

যেষাং তৈর্বিসদৃশৈ ব্যাঘ্রমৃগাদিভিঃ সত্ত্বৈঃ সমাকুলঃ॥ ১৪১॥

নন্দীশ্বরো মহেশঃ অতএবাস্য শুভ্রবর্ণত্বমায়াতং। চারুতরৈর্ধববৃক্ষৈরাক্রীড় উদ্যানং যত্র সঃ। মাধবস্য আসম্যক্ ক্রীড়া যত্র সঃ। অত্র নঞর্থো মাশব্দো বিরোধাভাসগমকঃ। শুকবান্ কিং ন অপি তু শুকযুক্তঃ। অসূনাং প্রাণানাং প্রস্থা প্রকর্ষেণ তিষ্ঠন্তী শোভা ভক্ষ্যপেয়াদিবস্তু সৌলভ্যলক্ষণা যত্র সঃ। যদ্বা। ন সুষ্ঠু প্রস্থশঃ প্রস্থপরিমাণেন ভা কান্তির্যস্য অপি তু মহাভারাদিপরিমাণেনৈব কথঞ্চিদিত্যর্থঃ। প্রস্থোঽস্ত্রী সানুমানয়োরিত্যমরঃ॥১৪২॥

করজ (করমজা), শিংশপা, মধূক, পনস (কাঁটাল), প্রিয়াল এবং তাল প্রভৃতি বনরাজি দ্বারা আতপতাপ নিবারিত হইয়াছে। ব্যাঘ্র হরিণ প্রভৃতি বিসদৃশ প্রাণিগণ, স্বাভাবিক বিপক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া ইহার চারিদিকে বিদ্যমান আছে। অন্যান্য যে সকল ইহার ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহাদেরও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের তুল্য গুণগ্রাম বিদ্যমান॥ ৪১॥

এই পূর্ব্বোক্ত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের তুল্য, দ্বিতীয় নন্দীশ্বর বা মহাদেবের ন্যায় নন্দীশ্বর নামে কোনও এক পর্ব্বত, ইহার নিকট বিদ্যমান আছে। যে নন্দীশ্বরপর্ব্বতে অতিশয় সুন্দর ধববৃক্ষদ্বারা 'আক্রীড়' (উদ্যান) আছে, অথচ, ইহা 'মাধবাক্রীড়' অর্থাৎ ইহাতে মাধবের (শ্রীকৃষ্ণের) সম্যক্‌রূপে ক্রীড়া হইয়া থাকে কিংশুকবান্ অর্থাৎ ইহা কিংশুকবৃক্ষযুক্ত হইয়াও 'ন কিং শুকবান্ ?' অর্থাৎ ইহাতে কি শুকপক্ষী সকল বিদ্যমান নাই ? অবশ্যই আছে, ইহাই তাৎপর্য্য। 'সুপ্রস্থশোভ' অর্থাৎ ইহার সানুদেশের শোভা সুন্দর হইলেও 'অসুপ্রস্থশোভ' অর্থাৎ যাহাতে প্রাণ থাকে এ রূপ ভক্ষ্যপেয়াদি বস্তুর সুলভতা রূপ শোভা, এই পর্ব্বতে বিদ্যমান আছে॥ ১৪২॥

বামন ইব স্বরসার্থসমুৎপাদনখনিঃস্যন্দমান-সলিলনির্ঝরশীত-শিবঃ ॥ ১৪৩ ॥

প্রৌঢ়মানিনীজন ইব সহচরীপ্রসাদরচনাভেদ্যমনঃশিলাসারঃ। হর ইব সদোপগূঢ়শৈলজঃ ॥ ১৪৪ ॥

শোভনা রসা ত্রিপাদপরিমিতা প্রার্থিতা বৃত্তিকরী ভূমিস্তদর্থং সমুদ্গতস্য পাদস্য নখাৎ নিঃস্যন্দমানেন সলিলনির্ঝরেণ গঙ্গাখ্যেন শীতঃ শীতলীকৃতঃ শিবো যেন সঃ। যদ্বা। স্বর-সার্থে দেবসমূহে বিষয়ে সমুৎ সহর্ষঃ ইতি পৃথক্ পদং তথা পদনখেতি পূর্ব্ববদর্থঃ। গিরি পক্ষে স্বরসানামর্থানাং বস্তূনাং সম্যগুৎপাদন্যঃ খনয়ো যত্র সঃ। তথা নিঃস্যন্দমান সলিল-নির্ঝরেষু গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিবল্লক্ষণয়া তত্তটেষু শীতশিবং শোঁফ মহুরীতি খ্যাতা লতা যত্র সঃ। বিদ্বঃ শীতশিবং শম্যাং শৈলেয়শতপুষ্পয়োরিতি বিশ্বঃ ॥ ১৪৩ ॥

সহচরীভিঃ সখীভিঃ প্রসাদরচনাভিরেব ভেদ্যো ভেত্তুং শক্যো মন এব শিলাসারো যস্য সঃ। পক্ষে সহচরী পীতঝিণ্টী তস্যাঃ প্রসাদরচনা প্রফুল্লতা পরিপাটী তয়া অভেদ্যঃ আকৃত্যা ভিন্নো ভবিতুমনর্হঃ মনঃশিলাসারো যত্র সঃ। সদা উপগূঢ়া আলিঙ্গিতা শৈলজা পার্ব্বতী যেন সঃ। পক্ষে উপ সমীপে গূঢ়ং শৈলজং শিলাজতু রসো যত্র সঃ। শৈলজন্তু শিলাজ-ত্বিত্যমরঃ ॥ ১৪৪ ॥

বামন যেরূপ ত্রিপাদ পরিমিত ভূমির জন্য স্বকীয় চরণ উত্তোলিত করিয়া সেই পদনখনির্গলিত গঙ্গানামক সলিলনির্ঝরদ্বারা মহাদেবকে সুশীতল করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইহাতেও সুন্দর বস্তুসমূহের উৎপা-দিকা খনি সকল বিদ্যমান আছে এবং নিঃস্যন্দিত নির্ঝর তটে শীতশিব "শোঁফ মহুরী" নামক লতা বিরাজ করিতেছে ॥ ১৪৩ ॥

প্রৌঢ়া মানিনী স্ত্রীলোকের মনোরূপ শিলাময় যেরূপ সহচরীগণের প্রসাদরচনাদ্বারা ভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ সহচরীর (পীতঝিণ্টীর) প্রসাদরচনা বা প্রফুল্লতা পারিপাট্যদ্বারা মনঃশিলা (পর্ব্বতীয়ধাতু) সার কিছুতেই ইহাতে আকারে ভিন্ন হইবার উপযুক্ত নহে। মহাদেব যেরূপ সর্ব্বদা 'শৈলজা' অর্থাৎ পার্ব্বতীকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন সেইরূপ এই নন্দীশ্বরপর্ব্বতের সমীপে 'শৈলজ' অর্থাৎ শিলাজতুনামক ধাতু দ্রব্য নিগূঢ় আছে ॥ ১৪৪ ॥

যত্র কাচন রাজধানী ব্রজপুরঃ পুরন্দরস্য। যত্র খলু মেখলা-শৃঙ্খলাদিষ্বেব খল ইতি স্বস্বসরঃস্বেব মৎসর ইতি চন্দ্র এব দোষাকর ইতি পরিমলাদিষ্বেব মল ইতি ছত্রচামরাদিদণ্ডেষ্বেব দণ্ড ইতি নীবিরসনাদিবন্ধ এব বন্ধ ইতি চন্দনকুঙ্কুমাদিপঙ্কেষ্বেব পঙ্ক ইতি সমাধ্যাদৌ কেবলমাধিরিতি আপীড়াদৌ পীড়েতি শব্দঃ শ্রূয়তে॥১৪৫

অত্রাদি শব্দেভ্যো যথাক্রমেণ ব্রীহি খল সুখ লম্পট মুখলাবণ্যেষু তথা ধূমল শ্যামলকমলেষু ইক্ষুদণ্ডভুজদণ্ড তিথিনক্ষত্রদণ্ডেষু। তথা কাব্যবন্ধেষু চন্দনকস্তূরীকর্পূরপঙ্কেষু তথা রাজাধিকারে তথা স্তনোপপীড়ালিঙ্গনে ইতি শব্দঃ শ্রূয়তে ইতি পদদ্বয়েন সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তেন খলজনমাৎসর্য্যবৈগুণ্যাদীনাং তত্রাসম্ভব ইতি॥ ১৪৫॥

যে নন্দীশ্বরপর্ব্বতে ব্রজপুরীর পুরন্দর (ইন্দ্র) স্বরূপ গোপরাজ নন্দের কোন এক রাজধানী আছে। যে রাজধানীতে মেখলা শৃঙ্খলা প্রভৃতি শব্দেই কেবল 'খল' এই শব্দ বিদ্যমান আছে। স্ব স্ব সরোবরেই 'মৎসর' অর্থাৎ আমার সরোবর পক্ষান্তরে মাৎসর্য্য দোষ বিদ্যমান, চন্দ্রেই কেবল 'দোষাকর' এই শব্দ নিহিত আছে। দোষা শব্দে রাত্রি, তাহার কর্ত্তা। কিন্তু দোষের আকর অন্য লোকে নাই। 'মল' এই শব্দটী কেবল পরিমল শ্যামল ধূমলপ্রভৃতি শব্দে বিদ্যমান আছে। 'দণ্ড' এই শব্দটী কেবল ছত্রদণ্ড চামরদণ্ড ইক্ষুদণ্ড ভুজদণ্ড এবং তিথিনক্ষত্রদণ্ডেই বিদ্যমান। 'বন্ধ' এই শব্দটী কেবল নীবীবন্ধ মেখলাবন্ধ এবং কাব্যবন্ধ প্রভৃতি স্থলে প্রযুক্ত, অন্যত্র নহে। 'পঙ্ক' এই শব্দটী কেবল চন্দনপঙ্ক, কুঙ্কুমপঙ্ক, কস্তূরীপঙ্ক ইত্যাদি শব্দেই ব্যবহৃত হয়, নতুবা 'পঙ্ক' শব্দে যে পাপ, তাহা কোনও স্থানে নাই। 'আধি' অর্থাৎ মানসিক ব্যথা, এই শব্দটী কেবল সমাধি, রাজাধিকার ইত্যাদি শব্দেই বিদ্যমান আছে। এবং 'পীড়া' এই শব্দটীও কেবল পুষ্পাপীড়, স্তনোপপীড় সমালিঙ্গন ইত্যাদি স্থলেই শ্রুত হওয়া যায়॥ ১৪৫॥

কিঞ্চ—কুন্তলাদৌ কৌটিল্যং হারাদৌ লৌল্যং করচরণাদিষু রাগঃ অবলগ্নাদৌ মধ্যমাখ্যাপলোম্নিত এব পলিতং কুসুমাদি ধূলীষ্বেব রজঃ অন্ধকার এব তমঃ রত্নাদিষ্বেব কাঠিন্যং যুগ্ম এব দ্বন্দ্বং পবনাদৌ মন্দতা মধ্যাদাবেব ক্ষীণতা লোচনাদাবেব চাঞ্চল্যং জলেষ্বেব নীচগামিতা ব্যভিচারিভাবেষ্বেব গ্লানিশঙ্কাদৈন্যবিষাদাদয়ঃ ॥১৪৬

কুন্তলাদাবিত্যত্রাদিশব্দেভ্যঃ ক্রমেণ কটাক্ষে বস্ত্রাঞ্চলে নেত্রান্ততাল্বধরোষ্ঠজিহ্বানখে। মধ্যাঙ্গুলৌ। কর্পূরলোধ্রধেনুধূলিষু স্বর্ণরজতাদিষু হসিতে কেশরোমনখে কিসলয়ে ইতি। অত্র অবলগ্নং মধ্যদেশঃ। মধ্যমং চাবলগ্নং চেত্যমরঃ। যুগ্ম এব দ্বন্দ্বং নতু কলহে। দ্বন্দ্বং কলহযুগ্ময়োরিত্যমরঃ। ইহ ব্যভিচারিভাবেষ্বিত্যুপলক্ষণং। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধাদানন্দচিদেকমাত্রত্বেন শৃঙ্গারাদিরসেষূপযুক্তাশ্চেৎ পূর্ব্বোক্তাঃ খলত্বমৎসরত্বাদয়োঽপি ভাবা ভূষণাবহা এব নতু দূষণাধায়কাঃ। যথা রাধাচন্দ্রাবলীযূথয়োঃ পরস্পরেষ্টানিষ্টবাধনসাধনাভ্যাং খলত্বমাৎসর্য্যদোষোদ্গারাদয়ো দৃষ্টা এব। তথা শ্রীকৃষ্ণপিতামহাদীনাং শতশঃ শ্রুতিস্মৃত্যাগমবাক্যসাধিতনিত্যসিদ্ধভাবানামপি পালিত্যাদিকং বাৎসল্যাদিরসপোষকত্বাৎ লোকবল্লীলাকৈবল্যমিতি ন্যায়েন কালিকমিব প্রতীতমপ্যবিরুদ্ধমচিন্ত্যত্বাদেব নতু তর্কবিরোধমেব প্রমায় নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবদিত্যাদি বচনজাতমবিস্রভ্যান্যথা প্রতিপত্তব্যং অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিতি প্রভাসখণ্ডবচনেন তত্র তত্র তর্কযোজনায়া নিষিদ্ধত্বাদিতি ॥১৪৬॥

অপিচ, 'কৌটিল্য' এই শব্দটী কুন্তল কটাক্ষ ইত্যাদি স্থলেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'লৌল্য' এই শব্দটী কেবল হার প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয়। 'রাগ' এই শব্দটী কেবল করচরণ প্রভৃতিস্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'মধ্যম' এই আখ্যাটী মধ্যদেশপ্রভৃতি স্থানে ও মধ্যমাঙ্গুলিতে ব্যবহৃত হয়। 'পলিত' এই শব্দটী অপলোমন্ ইত্যাদি স্থলে প্রযুক্ত হয়। 'রজ' এই শব্দ কুসুম, কর্পূর, ধেনু ও ধূলি প্রভৃতি স্থলে শ্রুত হইয়া থাকে। অন্ধকারেই কেবল 'তম' রত্নাদিতেই 'কাঠিন্য' এই শব্দ, যুগ্মশব্দেই 'দ্বন্দ্ব' এই কথাটী ব্যবহৃত হয়। পবন প্রভৃতি স্থলেই 'মন্দতা' শব্দ, মধ্য প্রভৃতি দেশেই 'ক্ষীণতা' শব্দ, লোচনপ্রভৃতি স্থলেই 'চাঞ্চল্য' জলেই কেবল 'নীচগামিতা' এই শব্দ এবং ব্যভিচারিভাবসমূহের মধ্যেই কেবল গ্লানি, শঙ্কা, দৈন্য এবং বিষাদপ্রভৃতি বিদ্যমান আছে।

মুক্তাদিম্বেব ছিদ্রং কটাক্ষাদিম্বেব তৈক্ষ্ণ্যং রসবিশেষ এব কটুত জাতাবেব সামান্যং রজত এব দুর্ব্বর্ণতা ॥ ১৪৭ ॥

যত্র চ—সর্ব্ব এব নানাগুণখনয়োঽপি মুক্তাবস্থাঃ ॥ ১৪৮ ॥

যত্র চ—অরুণোদয় ইব প্রাচীরাগমঃ। উৎসবপ্রদেশ ইব

আদিশব্দাভ্যাং শৃঙ্গবংশীনলেষু। বুদ্ধ্যনুরাগনখাগ্রেষু। দুর্ব্বর্ণতা দুর্ব্বর্ণশব্দবাচ্যতা দুর্ব্বর্ণং রজতং রূপ্যমিত্যমরঃ॥ ১৪৭ ॥

সর্ব্বে ভগবৎপরীবারাঃ যথোচিতং নানাগুণানাং বৃদ্ধত্বতারুণ্যপৌগণ্ডবাল্যনিষ্ঠানাং বাৎসল্যাদিরসপোষকাণাং গুণানাং খনিরূপা অপি শ্রীকৃষ্ণপিতামহাদয়ঃ মুক্তাবস্থাঃ ত্যক্তকালিকভাবাঃ কালকৃতবিকাররহিতা ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তযুক্তেরেব বিশেষঃ কালিকোঽবস্থা ইত্যমরঃ সগুণত্বেঽপি মুক্তাবস্থত্বমিতি শ্রবণাদ্বিরোধাভাসঃ॥ ১৪৮ ॥

প্রাচ্যা দিশো রাগেণ রক্তিম্না যা শোভা যতঃ সঃ। পক্ষে প্রাচীরৈরগমোঽগম্যঃ। বিতানিতং বিতানযুক্তং বিস্তারিতঞ্চ মণিময়ং তোরণং বন্দনমালা সিংহদ্বারাখ্যবহির্দ্বারঞ্চ

নতুবা রজোগুণ, তমোগুণ, ক্ষীণতা মন্দতা চাঞ্চল্য এবং নীচগামিতা প্রভৃতি মানবীয় দোষ সকল ঐ রাজধানী হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে ॥ ১৪৬ ॥

মুক্তা, শৃঙ্গ এবং বংশীনলেই 'ছিদ্র' এই শব্দটী ব্যবহৃত হইত, নতুবা কেহই ছিদ্রান্বেষী ছিল না। কটাক্ষ, বুদ্ধি এবং নখাগ্র ইত্যাদি স্থলেই 'তীক্ষ্ণতা' ছিল, কিন্তু অন্যস্থলে ছিল না। রসবিশেষেই'কটুতা' ছিল, কিন্তু অন্য স্থানে ছিল না। জাতিতেই কেবল 'সামান্য, অর্থাৎ সাধারণত্ব ছিল, অন্যস্থানে সামান্যশব্দ প্রযুক্ত হইত না। 'দুর্ব্বর্ণতা' কেবল রজতেই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ঐ রাজ্যে কেহই দুষ্ট বর্ণ ছিল না ॥ ১৪৭ ॥

যাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমস্তই পরিবারবর্গ, বার্দ্ধক্য, তারুণ্য, পৌগণ্ড এবং বাল্যনিষ্ঠ অখিলগুণের খনিস্বরূপ হইয়াও কালকৃত বিকাররহিত অর্থাৎ মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৪৮ ॥

যাহাতে উপনন্দ প্রভৃতির পুর সকল অরুণোদয়ের ন্যায় 'প্রাচীরাগম' অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের রক্তিমা দ্বারা যেরূপ অরুণোদয়ের শোভা হয়,

বিতানিতমণিতোরণঃ। সূর্য্য ইব হরিদশ্বরশ্মিমহারথ্যঃ। হর-নটনবিলাস ইব মহাট্টহাসঃ ॥ ১৪৯ ॥

সূর্য্যোদয় ইব নিজমহসোরুচারিমণিনিশান্তঃ। নারায়ণ ইব

যত্র সঃ। হরিদশ্মা হরিণ্মণিঃ তদ্বদ্রশ্ময়ঃ কিরণা যেষাং তে মহারথ্যা মহান্তো রথবাহকা অশ্বা যস্য সঃ। অতএব হরিদশ্ব ইতি সূর্য্যনাম প্রসিদ্ধং। রথ্যো বোঢ়া রথস্য য ইত্যমরঃ। পক্ষে হরিদশ্মানাং রশ্ময়ো যাসু তা মহত্যো রথ্যাঃ প্রতোল্যো যত্র সঃ। রথ্যা গলীতি খ্যাতা। অট্টহাসো বিকটহাস্যং অট্টালিকা প্রকাশশ্চ ॥ ১৪৯ ॥

নিজস্য মহসা তেজসা উরুচারিমণি সতি অধিকচারুতায়াং সত্যাং নিশায়া রাত্রেরন্তো নাশো যত্র সঃ। পক্ষে নিজমহসা উরুচারীণি মণিময়ানি নিশান্তানি মন্দিরাণি যত্র সঃ। নিশা-ন্তবস্ত্যসদনমিত্যমরঃ। চামীকরং স্বর্ণং তদ্বর্ণং পটং লাতীতি সঃ। পক্ষে পটলং ছাউনীতি খ্যাতং উপযুক্তা মুক্তাবলী মুক্তাশ্রেণী যত্র সঃ। পক্ষে উপযুক্তাভিরাধিক্যেন লগ্নাভিরুপল-

সেইরূপ ইহারাও 'প্রাচীরাগম' অর্থাৎ প্রাচীরদ্বারা অগম্য বা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। উৎসবপ্রদেশ যেরূপ 'বিতানিত' মণিতোরণ, অর্থাৎ চন্দ্রাতপযুক্ত মণিময়বন্দনমালাদ্বারা শোভিত, সেইরূপ এই সকল পুরও বিস্তারিত মণিময়সিংহদ্বারদ্বারা বিরাজিত। সূর্য্যের যেরূপ হরিদ্বর্ণ মণিকিরণশালী দীর্ঘাকার রথবাহক অশ্ব সকল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ঐ সকল পুরেরও দীর্ঘাকার 'রথ্যা' (গলী) প্রদেশে হরিদ্বর্ণ মণিসমূহের রশ্মিজাল নিপতিত হইয়া আছে। মহা-দেবের নৃত্যবিলাস যেরূপ 'মহাট্টহাস' অর্থাৎ অত্যুচ্চ অট্টহাস্যে পরি-পূর্ণ, সেইরূপ ইহাতেও অতিদীর্ঘ অট্টালিকাদিগের সম্যক্ রূপে প্রকাশ হইতেছে ॥ ১৪৯ ॥

সূর্য্যপ্রকাশ হইলে, সূর্য্যের তেজোদ্বারা অতিশয়চারুতা হইলে পর যেমন নিশার অন্ত হয়, সেইরূপ ইহাতেও নিজপ্রভা দ্বারা ঊর্দ্ধগামী মণিময়গৃহ সকল বিরাজমান আছে। নারায়ণ যেরূপ 'চামীকরপটল অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ পীতবসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাতেও স্বর্ণময় 'পটল' অর্থাৎ (ছাউনী) বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মানন্দ হইলে যেরূপ উপযুক্ত মুক্তপুরুষগণ বিরাজ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহা-

চামীকরপটলঃ। ব্রহ্মানন্দ ইব উপযুক্তমুক্তাবলীকঃ। সংসেনানীসার ইব বিদূরবলভীকঃ॥ ১৫০॥

চকোরনিকর ইব শশধরকান্তগোপানসীমঃ। রত্নাদ্রিরিব বিবিধরত্নপ্রঘণঃ। হর ইব সদা মহোমাঙ্গনঃ পুরনিকরঃ॥ ১৫১॥

ক্ষিতং বলীকং পুজ্জা ইতি খ্যাতং যত্র সঃ। বলীকনীব্রে পটলপ্রান্তে ইত্যমরঃ। যদ্বা। উপযুক্তা মুক্তা আবলীকং বলীকপর্য্যন্তং যত্র সঃ সারো মুখ্যঃ। বিদূরাবলানাং সেনানাং ভীর্যস্মাৎ সঃ যমাশ্রিত্য সেনাঃ পরেভ্যো ন বিভ্যতীত্যর্থঃ। পক্ষে বিদূরা বলভী পাড়ীতি খ্যাতং অন্তর্গৃহোর্দ্ধবর্ত্তি দারুখণ্ডং যত্র সঃ॥ ১৫০॥

শশধরস্য চন্দ্রস্যৈব কান্তানাং কমনীয়ানাং গবাং রশ্মীনাং পানে সীমা মর্য্যাদা যস্য সঃ। পক্ষে চন্দ্রকান্তমণিময়ীভি র্গোপানসীভি র্ধাড়ীতি খ্যাতাভি র্মা শোভা যস্য সঃ। গোপানসী তু বড়ভী চ্ছাদনে বক্রদারুণীত্যমরঃ। বিবিধৈ রত্নৈঃ প্রঘণঃ অতিনিবিড়ঃ। পক্ষে বিবিধরত্নময়ালিন্দঃ। প্রঘাণপ্রবণালিন্দা বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠকে ইত্যমরঃ। সদা মহ উৎসবো যস্যাং সা। উমা পার্ব্বতী অঙ্গনা যস্য সঃ। পক্ষে সদাম দামযুক্তং হোমাঙ্গনং হোমচত্বরং যত্র সঃ। পুরনিকরঃ উপনন্দাদিস্বামিকঃ॥ ১৫১॥

তেও অধিক রূপে সংলগ্ন মুক্তা সমূহ 'বলীক' অর্থাৎ (ছাঁইচ) বিদ্যমান আছে। উৎকৃষ্ট সেনাপতির অগ্রগণ্যকে পাইলে যেরূপ 'বিদূর বলভীক' অর্থাৎ সৈন্যদিগের ভয় অতিশয় দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ এই সকল পুরের 'বলভী' অর্থাৎ গৃহমধ্যস্থিত ঊর্দ্ধবর্ত্তী কাষ্ঠ (পাইড়) অত্যন্ত উচ্চ॥ ১৫০॥

চকোরপক্ষিসকল যেরূপ 'শশধরকান্ত গোপানসীম' অর্থাৎ শশধরের রমণীয় কিরণপানে মর্য্যাদা বোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সকল পুরেরও চন্দ্রকান্তময় 'গোপানসী' অর্থাৎ আচ্ছাদনকারী বক্রকাষ্ঠ সমূহ দ্বারা শোভা হইয়া থাকে। রত্নগিরি যে রূপ বিবিধ রত্নসমূহদ্বারা অতিশয় নিবিড়, সেইরূপ ইহাদের বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠসকল বিবিধমণিময়। মহাদেব যেরূপ 'সদা মহোমাঙ্গন' অর্থাৎ সর্ব্বদা উৎসব শালিনী পত্নী উমার সহিত বিদ্যমান, সেইরূপ এই সকল পুরসমূহেও দাম বা মাল্যযুক্ত হোমচত্বর বিদ্যমান আছে॥ ৫১॥

যস্য প্রধানতমমসারপ্রাচীরং মরকতগৃহং হেমপটলং প্রবাল-স্তম্ভালিস্ফটিকবৃতিবৈদূর্য্যবড়ভিঃ। মহানীলেন্দ্রাট্টং বিমলকুরুবিন্দোপলমহাপ্রতীহারং নানাকৃতিজিতবিমানাবলিপুরং ॥ ১৫২ ॥

কুড্যে যস্য মণিপ্রবেকরচিতে শিল্পক্রিয়াকল্পিতৈঃ
প্রত্যাসজ্য শুকৈঃ সমং গৃহশুকেষ্বাসাদিতস্থেমসু।
সপ্রাণাঃ কিমমী ইমে কিমথ বেত্যুন্মীলতঃ সংশয়া-
দ্দাতুং দাড়িমবীজকানি সুচিরং মুহ্যন্তি মুগ্ধাঙ্গনাঃ ॥ ১৫৩ ॥

প্রধানতমং শ্রীমন্নন্দস্বামিকং পুরং প্রতীহারো দ্বারং নানাকৃতয়ো বিবিধচিত্রাণি ॥ ১৫২ ॥

কুড্যে ভিত্তৌ মণিপ্রবেকো মণিশ্রেষ্ঠঃ। ক্লীবে প্রধানং প্রমুখপ্রবেকানুত্তমোত্তমা ইত্যমরঃ। চিত্রিতৈঃ শুকৈঃ সহ প্রত্যাসজ্য প্রত্যাসক্তিং কৃত্বা সখ্যং বিধায়েত্যর্থঃ। অতএব আসাদিতঃ স্থেমা স্থৈর্য্যং স্বীকৃততদ্ধর্ম্মতয়া নিষ্পন্দত্বং যৈস্তেষু। উন্মীলতঃ সংশয়াৎ উন্মীলন্ উদ্ভবন্ সংশয়ঃ সন্দেহস্তস্মাদ্ধেতোঃ ॥ ১৫৩ ॥

যে সকল পুরের মধ্যে নন্দের পুরটী সর্ব্বপ্রধান। এই পুরের প্রাচীর সকল চন্দ্রের সারাংশ ঘটিত। ইহার গৃহ সকল মরকত মণিময়, ইহার পটল বা (ছাউনী) সকল হেমবর্ণ, ইহাতে প্রবালের স্তম্ভসকল বিদ্যমান আছে, বৃতি (বেড়া) স্ফটিকময় এবং ইহার বড়ভী সকল (চিলের ঘর) বৈদূর্য্যমণিযুক্ত। ইহার অট্টালিকা সকল মহানীলকান্তমণি সংঘটিত, ইহার দীর্ঘাকার দ্বার সকল পদ্মরাগ মণিদ্বারা নির্ম্মিত, ইহা বিবিধ বর্ণে চিত্রিত এবং এই পুরের নিকট বিমান সকল পরাস্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫২ ॥

যে পুরের ভিত্তিপ্রদেশ মণিশ্রেষ্ঠ দ্বারা বিরচিত। ঐ ভিত্তিপ্রদেশে শিল্পক্রিয়া দ্বারা বিরচিত বা চিত্রিত শুকপক্ষিদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গৃহশুক সকল তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া নিষ্পন্দ ভাব প্রাপ্ত হইলে, সুন্দরীরমণীগণ, 'ইহারা কি জীবিত? অথবা উহারা জীবিত?' এইরূপে সংশয়ের আবির্ভাব হেতু দাড়িম্ববীজ সকল প্রদান করিতে অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ১৫৩ ॥

যত্র পুরে মূর্ত্ত ইব বাৎসল্যরসঃ। শরীরভৃদিব শুদ্ধসত্ত্বং। সার ইব সকল সৌভাগ্যস্য। দ্বীপ ইবানন্দসমুদ্রস্য শ্রীনন্দো নাম ব্রজরাজঃ। যঃ খলু ভগবৎপিতৃভাবভাবুকস্নভগম্ভাবুকঃ। চিদ্বিলাস ইব সদৈকাবস্থঃ॥ ১৫৪॥

যস্য চ—ভগবৎপ্রকাশফলাকল্পবল্লী মূর্ত্তিমতীব বাৎসল্যরসশ্রীঃ সঞ্চারিণীব তেজোমঞ্জরী স্বকুলযশোদা যশোদা নাম সধর্ম্মচারিণী॥ ১৫৫॥

যত্র চ—রাজধান্যাং বহব এব গোদুহঃ। সর্ব্বে পশুপতয়ো-

ভগবৎপিতৃভাবঃ পিতৃত্বং তদেব ভাবুকং তেন স্নভগম্ভাবুকঃ স্নভগো ভবতীতি সঃ। সদা একাবস্থা যস্য সঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য চরমকৈশোরে নিত্যস্থিতিবৎ অস্যাপি তিলতণ্ডুলিতকেশতাপাদকপ্রথমবার্দ্ধকে বয়সি নিত্যস্থিতিরিত্যর্থঃ। অস্মিন্নপি তথাবিধ এব নন্দে উপলক্ষণমেতৎ। অন্যেষামপি ভগবৎ তথা তথা ধ্যায়কানাং ত্রৈকালিকানামুপাসকানামনাদিপরম্পরা এব তত্তৎসাক্ষাৎকারশ্রবণাৎ শ্রুতিস্মৃত্যাগমীয়পরঃ শতবচনেভ্যঃ যৌবন কৈশোর পৌগণ্ডাদন্য। উপলক্ষণমেতৎ। অন্যেষামপি ভগবৎপরীবারাণাং স্বস্বরসপোষকত্বেন তথা তথা ভাবে এষৈব যুক্তিরনুসন্ধেয়া॥ ১৫৪॥

যস্য চ সধর্ম্মচারিণী যশোদা নাম ইত্যন্বয়ঃ॥ ১৫৫॥

গোদুহো গোপা অহরা শ্চোররহিতাঃ অভবাঃ সংসাররহিতাঃ অনুগ্রাঃ সৌম্যাঃ। হরা-

যে পুরে মূর্ত্তিমান্ বাৎসল্য রসের ন্যায়, শরীরধারী শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায়, সকলপ্রকার সৌভাগ্যের সারভাগের ন্যায় এবং আনন্দসাগরের দীপের ন্যায় শ্রীনন্দনামে ব্রজরাজ বাস করিয়া থাকেন। যে নন্দ, ভগবানের পিতৃভাব রূপ মঙ্গল দ্বারা সৌভাগ্যশালী হইতেছেন এবং চিদ্বিলাসের ন্যায় সর্ব্বদাই একপ্রকার অবস্থা ধারণ করিয়া আছেন। ভগবানের সমস্ত পরিবারবর্গ একরূপ অবস্থাপন্ন, কদাচ সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই॥ ১৫৪॥

ঐ গোপরাজ নন্দের যশোদা নামে এক সধর্ম্মচারিণী (স্ত্রী) ছিল। ভগবানের প্রকাশই যাহার ফল, তিনি এ রূপ কল্পলতিকার ন্যায়, মূর্ত্তিমতী বাৎসল্যরসের শোভার ন্যায়, গমনশীলা তেজোমঞ্জরীর ন্যায় এবং স্ববংশের যশোদায়িনী ছিলেন॥ ১৫৫॥

যে রাজধানীতে অনেক গোপ সকল বিদ্যমান আছে। ঐ সমস্ত

হপি অহরা অভবা অনুগ্রাশ্চ গব্যা জীবা অপি ন গব্যাজীবাঃ ॥১৫৬

তত্র চ—কেচন ব্রজরাজস্য সনাভয়ঃ কেচন পরম্পরাসম্বন্ধজঃ। তেষামপত্যানি শ্রীকৃষ্ণসহচরাঃ। কেচন গোদুহো মূর্ত্তা ইব ভগবদ্ধর্ম্মাস্তৎপত্ন্যশ্চ মূর্ত্তা ইব ভক্তিবৃত্তয়ঃ। তদুৎপন্নাঃ কন্যা ভগবৎপ্রেয়স্যঃ ॥ ১৫৭ ॥

যেতু শ্রীকৃষ্ণসহচরা বালকাস্তে সর্ব্বে সনকাদয় ইব নিত্যকৌমারাঃ ॥ ১৫৮ ॥

দীনাং পশুপতিবাচকত্বেন বিরোধঃ। গব্যমেব আজীবো জীবিকা যেষাং তে। গোঃ পৃথিবী তদ্ভবা গব্যাঃ দিগাদিত্বাৎ যৎ। তে জীবাঃ গব্যাঃ পার্থিবা ন ভবন্তি কিন্তু চিন্ময়া ইত্যর্থঃ॥১৫৬

সনাভয়ঃ সপিণ্ডাঃ ॥ ১৫৭ ॥

নিত্যকৌমারা ইতি শ্রীকৃষ্ণসবয়স্ত্বাৎ প্রায়ো নিত্যকৈশোরত্বেঽপি তৎক্রিয়াকারিত্বাসম্ভবান্নিত্যকৌমারা এবোচ্যন্তে। অতঃ শ্রীকৃষ্ণসখিষু বলদেবাদিকং বিনা সর্ব্বেষাং চেটবিটাদীনাং শৃঙ্গাররসসাহায্যচাতুর্য্যেঽপি সনকাদিভিরেব সাধর্ম্ম্যমিতি ॥ ১৫৮ ॥

গোপগণ পশুপতি হইলেও উহারা 'অহর' অর্থাৎ উহাদিগের চোর ছিল না, 'অভব' অর্থাৎ উহারা সংসার জন্ম মরণাদি শূন্য ছিল এবং 'অনুগ্র' অর্থাৎ উহারা সকলেই সৌম্যমূর্ত্তি ছিল। পক্ষান্তরে পশুপতি হইয়াও শিববাচক 'হর-ভব-উগ্র' শব্দের সহিত কোনও সংস্রব ছিল না। ঐ সকল গোপগণ 'গব্যাজীব' অর্থাৎ উহাদিগের গব্যই জীবিকা ছিল, তথাপি উহারা 'ন গব্যাজীব' অর্থাৎ পার্থিব জীব নহে। যে হেতু উহারা সকলেই চিত্স্বরূপ ছিল ॥ ১৫৬ ॥

তন্মধ্যে কতিপয় গোপ, ব্রজরাজ নন্দের সপিণ্ড (জ্ঞাতি) ছিলেন। কতিপয় গোপ পরম্পরাসম্বন্ধে আত্মীয় ছিলেন। তাঁহাদের অপত্য সকল শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিলেন। কতিপয় গোপ যেন মূর্ত্তিধারী ভগবদ্ধর্ম্ম এবং তাঁহাদিগের পত্নীগণ যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তিবৃত্তি ছিলেন, ঐ সকল গোপ এবং গোপীগণ হইতে যে সকল কন্যা উৎপন্ন হন, তাঁহারা সকলেই ভগবানের প্রেয়সী ছিলেন ॥ ১৫৭ ॥

যে সকল বালকেরা শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সনক সনন্দ প্রভৃতি ঋষিগণের ন্যায় নিত্যই কৌমার অবস্থাপ্রাপ্ত ॥ ১৫৮ ॥

বনপ্রদেশা ইব সবয়সঃ হারভেদা ইব পরস্পরতোঽবিসদৃশ-গুণাঃ। শরৎপদ্মাকরা ইব বৃহস্পতিবংশা ইব সদাচ্ছবিকচাঃ। ঈশানদিগ্বিভাগা ইব সমদস্থপ্রতীকাঃ ॥ ১৫৯ ॥

শরদ্বিলাসা ইব পদ্মাস্যাঃ। ষড়্জমধ্যমপঞ্চমস্বরা ইব সমান-

বয়াংসি পক্ষিণস্তৈঃ সহিতাঃ। পক্ষে সমানং বয়ো যেষাং তে। খগবাল্যাদিনোর্বয়-ইত্যমরঃ। গুণাঃ সূত্রাণি সৌহার্দ্দাদয়শ্চ। পদ্মাকরপক্ষে। সদা অচ্ছা নির্ম্মলা বিকচাঃ প্রফুল্লা পদ্মানাং প্রফুল্লতৈব পদ্মাকরেঽপ্যুপচর্য্যতে বৃহস্পতিবংশপক্ষে সদাচ্ছবিঃ সদা কান্তিযুক্তঃ কচঃ শুক্রাচার্য্যশিষ্যত্বেন প্রসিদ্ধো যেষু। সহচরপক্ষে কচাঃ কেশাঃ সুপ্রতীকো দিগ্‌গজঃ। পক্ষে সমদা মৃগমদচর্চ্চাযুক্তাঃ শোভনাঃ প্রতীকা অঙ্গানি যেষাং তে ॥ ১৫৯ ॥

ইদানীং মুখাদিচরণপর্য্যন্তং প্রত্যেকমঙ্গং শব্দসাধর্ম্ম্যেণ উপমিমানো বিশিনষ্টি। পদ্মানাং আস্যা স্থিতির্যেষু। স্থাদাস্যা ত্বাসনং স্থিতিরিত্যমরঃ। পক্ষে পদ্মতুল্যাননাঃ। সমানাস্তুল্য-সঙ্খ্যকাঃ শ্রুতয়ো যেষাং তে। তথাহি। সপ্তস্বরাণাং দ্বাবিংশতিশ্রুতিকত্বে ষড়্জমধ্যমপঞ্চমানাং চতস্রশ্চতস্র ইতি দ্বাদশ শ্রুতয়ঃ। নিষাদগান্ধারয়ো র্দ্বে দ্বে ইতি চতস্রঃ। ঋষভধৈবতয়ো-

---

বনপ্রদেশ সকল যেরূপ 'সবয়স'অর্থাৎ বিহঙ্গযুক্ত, সেইরূপ গোপ-কুমারদিগেরও পরস্পর বয়ঃক্রম সমান ছিল। হারবিশেষ সকল যেরূপ পরস্পর সাদৃশ্যসূত্রযুক্ত, ইহাঁরাও সেইরূপ সমান সৌহার্দ্দগুণাবলম্বী। শরৎকালের তড়াগসকল যেরূপ সর্ব্বদা নির্ম্মল ও প্রফুল্ল এবং বৃহ-স্পতির বংশে যেরূপ সর্ব্বদা কান্তিযুক্ত কচনামেপ্রসিদ্ধ একজন শুক্রা-চার্য্যের শিষ্য ছিলেন, সেইরূপ গোপশিশুদিগেরও কেশসকল সর্ব্বদা সুন্দর। ঈশানদিগ্বিভাগে যেরূপ মদমত্ত সুপ্রতীক নামে গজ আছে, সেইরূপ এই সকল গোপবালকদিগের শোভন অঙ্গসকল মৃগমদচর্চ্চা যুক্ত ॥ ১৫৯ ॥

শরদ্বিলাস যেরূপ 'পদ্মাস্য' অর্থাৎ পদ্মসমূহের আস্যা অবস্থিতিযুক্ত, সেইরূপ ইহাঁরাও'পদ্মাস্য'অর্থাৎ পদ্মমুখ। ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চমস্বরের যেরূপ সমানসংখ্যক শ্রুতি থাকে, সেইরূপ ইহাঁদেরও কর্ণ পরস্পর সমান। কুসুমরাশি যেরূপ 'সুঘ্রাণ' অর্থাৎ সুন্দর পরিমলযুক্ত, সেইরূপ

শ্রুতয়ঃ। কুসুমসমূহা ইব সুঘ্রাণাঃ ॥ ১৬০ ॥

অক্ষদেবিন ইব চঞ্চলাক্ষাঃ। রঘুনাথসহায়া ইব ওজস্বিসুগ্রীবাঃ। করভা ইব পীনায়তহস্তাঃ মথ্যমানক্ষীরনীরধিতরঙ্গা ইব প্রসন্নবক্ষোভাঃ ॥ ১৬১ ॥

করিণ ইব পীনকটাঃ সদা সুখিন ইব মহোরবঃ চন্দ্রা ইব কোমলপাদাঃ। সদৈকদশা অপি ত্রিদশৈকাধিকাস্তে চ শ্রীদাম-

---

স্তিস্রস্তিস্র ইতি ষট্ ইত্যেবং। দ্বাবিংশতিরিতি। পক্ষে সমানকর্ণাঃ ॥ ১৬০ ॥

চঞ্চলৌ অক্ষৌ পাশকৌ যেষাং তে। অক্ষমিন্দ্রিয়ে না দ্যূতাঙ্গে ইত্যমরঃ। পক্ষে স্পষ্টং। ওজস্বী সুগ্রীবো যেষু তে। পক্ষে ওজস্বিনী শোভনা গ্রীবা যেষাং তে। কৃষ্ণেন সহ কৌতুকসঙ্গরার্থং তথৌচিত্যাৎ। কলভা হস্তিশাবকাঃ। প্রকর্ষেণ সীদতীতি প্রসৎ সদের্গত্যর্থত্বাৎ। প্রসন্ প্রসরন্ নবঃ ক্ষোভো যেষাং তে। পক্ষে প্রসন্না বক্ষসো ভা দীপ্তির্যেষাং তে ॥ ১৬১ ॥

কটোগণ্ডঃ কটিশ্চ। গণ্ডঃ কট ইতি, কটো না শ্রোণি ফলকং কটিরিতি চামরঃ। মহেন উৎসবেন উরবঃ প্রবীণাঃ। পক্ষে স্পষ্টং। পাদা রশ্ময়শ্চরণাশ্চ সদা একৈব দশা যেষাং তে।

ইহাঁদের ও নাসিকা অতিশয় সুন্দর ॥ ১৬০ ॥

পাশক্রীড়াকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ 'চঞ্চলাক্ষ' অর্থাৎ উহাদের পাশক্রীড়নক যেমন চঞ্চল হয়, সেইরূপ ইহাঁদেরও নেত্র চঞ্চল। রঘুনাথের সহায়গণমধ্যে যেরূপ তেজস্বী সুগ্রীব আছে,সেইরূপ ইহাঁরাও তেজস্বী এবং ইহাঁদেরও সুন্দরগ্রীবা আছে। করিশাবকদিগের 'হস্ত' অর্থাৎ শুণ্ড যেরূপ স্থূল এবং দীর্ঘ, সেইরূপ ইহাঁদেরও হস্ত স্থূল এবং দীর্ঘ ক্ষীরসমুদ্র মথিত হইলে তাহার তরঙ্গ সকল যেরূপ 'প্রসন্নবক্ষোভ' অর্থাৎ নূতন বিলোড়ন প্রসারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাঁদেরও বক্ষঃস্থলের প্রভা প্রসন্ন আছে ॥ ১৬১ ॥

হস্তিদের 'কট' অর্থাৎ মস্তকস্থিত কুম্ভপ্রদেশ যেরূপ স্থূল, সেইরূপ ইহাঁদেরও কটিদেশ স্থূল। সর্ব্বদা সুখী ব্যক্তিগণ যেরূপ উৎসবে প্রবীণ হয়, সেইরূপ ইহাঁদেরও উরুদেশ অত্যন্ত দীর্ঘ। চন্দ্রের 'পাদ' অর্থাৎ কিরণ যেরূপ কোমল, সেইরূপ ইহাঁদেরও 'পাদ' অর্থাৎ চরণ অতিশয় কোমল। ঐ সকল শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম এবং সুবল

সুদাম-বসুদাম-সুবলাদয়ঃ ॥ ১৬২ ॥

দ্বিতীয়গোদুহাস্তু তাঃ কন্যাঃ। সুকবিতা ইব সুকুমারপদাঃ। মনোবৃত্তয় ইব নিরুপমজঙ্ঘালতাঃ। বনবাসপ্রবৃত্ত-রামরাজ্যশ্রিয় ইব স্ববরজানুগতসকলসৌভাগ্যাঃ। উৎসবভূময় ইব ঘনোরুরম্ভাস্তম্ভারোপাঃ ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য চরমকৈশোরাবির্ভাবকালে যে যদ্বয়সস্তে তথাবয়স্ত্বেন নিত্যস্থিতিমন্তঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬২ ॥

অথ ভগবৎপ্রেয়সীরপি চরণাদিকেশান্তং তথৈবোপমিমানো বিশিনষ্টি। নিরুপমা জঙ্ঘালতা শীঘ্রগামিতা যাসাং তাঃ। জঙ্ঘালোঽতিজব ইত্যমরঃ। পক্ষে স্পষ্টং। শোভনে অবরজে কনিষ্ঠে ভরতে অনুগতং সকলং সৌভাগ্যং যাসাং তাঃ। পক্ষে স্বয়োর্ব্বরয়োর্জানুনোর্গতং প্রাপ্তং সকলং সৌভাগ্যং কিং পুনঃ সর্ব্বাঙ্গেষু যাসাং তাঃ। ঘনো নিবিড়ঃ উরূণাং বিপুলানাং রম্ভাস্তম্ভানাং আরোপো যাসু তাঃ। পক্ষে ঘনাভ্যাং উরুভ্যাং রম্ভাস্তম্ভৌ সৌন্দর্য্যেণ আলুম্পন্তীতি তাঃ। রলয়োরৈক্যাৎ ॥ ১৬৩ ॥

প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ, সর্ব্বদা একমাত্র কৈশোরদশা প্রাপ্ত হইলেও 'ত্রিদশৈকাধিক' অর্থাৎ একমাত্র দেবগণ অপেক্ষাও অধিক ॥১৬২

দ্বিতীয় গোপগণের কন্যাসকলও গোপশিশুগণের তুল্য। যেমন সুন্দর কবিতাসমূহের 'পদ' (সুবন্ত তিঙন্ত) অত্যন্ত কোমল হয়, সেইরূপ ইহাদেরও চরণ অত্যন্ত কোমল। মনোবৃত্তিসমূহের 'জঙ্ঘালতা' অর্থাৎ শীঘ্রগামিতা যেরূপ অনুপম, সেইরূপ ঐ সকল গোপকন্যাদিগেরও জঙ্ঘারূপ লতা অত্যন্ত সুন্দর। বনবাসে প্রবৃত্ত শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যসম্পত্তি সকল যেরূপ 'স্ববরজানুগত সকল সৌভাগ্য' অর্থাৎ সুন্দর কনিষ্ঠভ্রাতা ভরতের অনুগত সকল সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ ইহাঁদেরও সমস্ত সৌভাগ্য, স্বকীয় শ্রেষ্ঠজানুদ্বয়ে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। উৎসব ভূমি প্রদেশে যেরূপ বিপুল রম্ভাবৃক্ষের স্তম্ভ সকল নিবিড়ভাবে আরোপিত হয়, সেইরূপ এই সকল গোপকন্যাও 'ঘনোরু রম্ভাস্তম্ভারোপ' অর্থাৎ নিবিড় উরুদ্বয় দ্বারা সৌন্দর্য্যে রম্ভাস্তম্ভকেও লোপ করিয়া থাকেন ॥ ১৬৩ ॥

দুরূহগ্রন্থবৃত্তয় ইব প্রকটিতটীকাঃ। বন্ধুজনচিরকালাসঙ্গতয় ইব বন্ধুরোদরাঃ। ভগবন্নামকীর্ত্তয় ইব সদাবর্ত্তনাভীকাঃ। ভগবৎ-কৃপা ইব দীনাবলগ্নাঃ ॥ ১৬৪ ॥

বর্ষাশ্রিয় ইব নবপয়োধরাঃ। হেমন্তশ্রিয় ইব সুবলিতায়ত-দোষাঃ, অভিষেকাবসানশিরঃশ্রিয় ইব কম্বুকন্ধরাঃ। নারায়ণকরশাখা

টীকাবিবরণং। পক্ষে প্রকৃষ্টা কটিতটী যাসাং তাঃ। বন্ধূনাং রোদং রোদনং রান্তীতি তাঃ। পক্ষে বন্ধুরং অশ্বত্থদলবৎ উন্নতানতং উদরং যাসাং তাঃ। সদা আবর্ত্তনেন পুনঃ পুনরুচ্চারণেন ন বিদ্যতে ভীর্ভয়ং কুতশ্চিদপি যাভ্যস্তাঃ। পক্ষে সন্ শোভন আবর্ত্তো যস্যাং তথাভূতা নাভী যাসাং তাঃ। দীনেষু অবলগ্নাঃ সঙ্গতাঃ। পক্ষে দীনং অবলগ্নং মধ্যদেশো যাসাং তাঃ ॥ ১৬৪ ॥

সুষ্ঠু বলিতা প্রতিদিনং বর্দ্ধমানা অতএব আয়তা দীর্ঘা দোষা রাত্রির্যাসু তাঃ। পক্ষে সুবলিতে আ ঈষদায়তে দোষে বাহূ যাসাং তাঃ। দোষা রাত্রৌ ভুজেঽপিচেতিবিশ্বঃ। অভিষে-কস্যাবসানে অন্তে শিরসঃ শোভা ইব কম্বুঃ শঙ্খস্তদীয়ং কং জলং ধরন্তীতি তাঃ। পক্ষে কম্বু-

---

দুরূহগ্রন্থের বৃত্তি সকল যেরূপ ‘প্রকটিতটীকা’ অর্থাৎ তাহাতে টীকার সাহায্য আবশ্যক হয়, সেইরূপ ইহাঁদেরও কটিতট অত্যন্ত সুন্দর। বহুকাল বন্ধুজনের বিরহে যেরূপ ‘বন্ধুরোদর’ অর্থাৎ বন্ধুদি-গের রোদন গৃহীত বা উপস্থিত হয়, সেইরূপ ইহাঁদেরও উদর বন্ধুর বা অশ্বত্থপত্রের তুল্য উন্নতানত। ভগবানের নাম মহিমা সকল যেরূপ ‘সদাবর্ত্তনাভীকা’ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে কাহা হইতেও ভয় হইতে পারে না, সেইরূপ ইহাঁদেরও নাভিপ্রদেশ সুন্দর আবর্ত্তযুক্ত। ভগবানের কৃপা যেরূপ ‘দীনাবলগ্ন’ অর্থাৎ দীনজনের উপর সঙ্গত, সেইরূপ ইহাঁদেরও মধ্যদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ ॥ ১৬৪ ॥

বর্ষাকালের শোভাতে যেরূপ নবপয়োধর বিদ্যমান থাকে, সেই-রূপ ইহাঁদেরও নবপয়োধর আছে। হেমন্ত সৌন্দর্য্যরাশিতে যেরূপ ‘দোষা’ অর্থাৎ রাত্রি, প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয় বলিয়া আয়ত বা দীর্ঘ, সেইরূপ ইহাঁদেরও ‘দোষা’ অর্থাৎ বাহুযুগল সুগঠিত এবং আয়ত। অভিষেকের অবসানে মস্তকশোভা যেরূপ ‘কম্বুকন্ধরা’ অর্থাৎ শঙ্খ-

ইব মার্জ্জিতকমলাননাঃ ॥ ১৬৫ ॥

বসন্তশ্রিয় ইব তিলকুসুমগন্ধবহাঃ, ভগবন্মূর্ত্তয় ইব ঈক্ষণানুগৃহীতকুবলয়াঃ। ভগবদ্গুণকথা ইব শ্রবণরম্যাঃ। কুবেরপুরশ্রিয় ইব বিলসদলকাভিখ্যাঃ। পশ্চিমদিগ্বিভাগলক্ষ্ম্য ইব অভিরামকেশ-

বত্রিরেখাঙ্কিতগ্রীবাঃ। করশাখাঃ করাঙ্গুল্যঃ। মার্জ্জিতং কমলায়া লক্ষ্ম্যা আননং যাভিস্তাঃ। পক্ষে মার্জ্জিতং বিমলীকৃতং কমলমিবাননং যাসাং তাঃ ॥ ১৬৫ ॥

তিলকুসুমস্য গন্ধং বহন্তীতি তাঃ। পক্ষে তিলকুসুমমিব গন্ধবহা নাসিকা যাসাং তাঃ। ক্লীবে ঘ্রাণং গন্ধবহা ইত্যমরঃ। ঈক্ষণেন অবলোকনেনৈব অনুগৃহীতং কুবলয়ং ভূমণ্ডলং যাভিস্তাঃ। পক্ষে ঈক্ষণাভ্যাং নেত্রাভ্যাং অনুগৃহীতং স্পর্দ্ধাযোগ্যত্বাসম্ভবাৎ অনুকম্পিতং কুবলয়ং নীলোৎপলং যাভিস্তাঃ। শ্রবণেন শ্রবণাভ্যাঞ্চ রম্যাঃ। শ্রিয় ইব সম্পদ ইব বিলসন্তী অলকায়াঃ পুর্য্যাঃ অভিখ্যা শোভা যাভ্যস্তাঃ। অভিখ্যা নাম শোভয়োরিত্যমরঃ। পক্ষে বিলসদ্ভিরলকৈশ্চূর্ণকুন্তলৈঃ শোভা যাসাং তাঃ। অভিরামস্য কেশস্য কং জলং তস্যেশ্বরস্য

সম্বন্ধীয় জলধারণ করে, সেইরূপ ইহাঁরাও কম্বুকণ্ঠী বা ইহাঁদের গ্রীবাদেশ শঙ্খবৎ ত্রিরেখাঙ্কিত। নারায়ণের করাঙ্গুলি সকল যেরূপ কমলাদেবীর আনন মার্জ্জিত করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহাঁদেরও মুখ মার্জ্জিত বা বিমল কমলের তুল্য সুন্দর ॥ ১৬৫ ॥

বসন্তশ্রী যেরূপ তিলকুসুমের গন্ধ বহন করে, সেইরূপ ইহাঁদেরও গন্ধবহা (নাসিকা) তিলকুসুম তুল্য। ভগবানের মূর্ত্তি সকল যেরূপ অবলোকনদ্বারা কুবলয় (ভূমণ্ডল) অনুগৃহীত করিয়া থাকেন, ইহাঁরাও সেইরূপ নেত্রযুগল দিয়া কুবলয়(নীলপদ্মকে)অনুকম্পা করিয়া থাকেন, ভগবানের গুণকথা যেরূপ শ্রবণদ্বারা রমণীয়, সেইরূপ ইহাঁরাও নেত্রদ্বয় দ্বারা অত্যন্ত রম্য। কুবের-পুরীর সম্পত্তি সকল যেরূপ বিলসিত অলকাপুরীর শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাঁদেরও বিলসিত অলক (চূর্ণকুন্তল) সমূহদ্বারা শোভা ঘটিয়া থাকে। পশ্চিমদিকের লক্ষ্মী যেরূপ রমণীয় 'কেশ' অর্থাৎ জলপতি বরুণের কলা (শিল্প) সকল রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহাঁরাও অতিশয় রমণীয় কেশক-

কলাপাঃ ॥ ১৬৬ ॥

আসাং মধ্যে সকলরমণীমৌলিমণিমালেব। বৈদর্ভীরীতিরিব মাধুর্য্যৌজঃ প্রসাদাদি সকলগুণবতী সকলালঙ্কারবতী রসভাবময়ী চ। কনককেতকীব প্রেমারামস্য। তড়িন্মঞ্জরীব মধুরিমজলধরস্য। কনকরেখেব সৌন্দর্য্যনিকষপাষাণস্য। কৌমুদীবানন্দকুমুদবান্ধবস্য। ভুজদর্পাবলিরিব কুসুমায়ুধস্য। সারশ্রীরিব লাবণ্যজলধেঃ। হাস-

---

বরুণস্থ কলাঃ শিল্পানি পান্তীতি তাঃ। পক্ষে রমণীয়কেশসমূহবত্যঃ ॥ ১৬৬ ॥

বৈদর্ভীতি তথাচোক্তমলঙ্কারকৌস্তভে। অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা সমস্তগুণভূষিতা। বৈদর্ভী সা তু শৃঙ্গারে করুণে চ প্রশস্যতে ইতি। কেতকীতো বিলক্ষণা অতিমধুরগন্ধা কনককেতকীতি তৎপ্রেম্নঃ সর্ব্বপ্রেমাচ্ছাদক স্ববৈভবত্বমুক্তং। তড়িদিতি সর্ব্বমাধুর্য্যগুণস্যাপি মধুরতা ধায়কত্বং তন্মাধুর্য্যস্য। কনকেতি সর্ব্বসৌন্দর্য্যগুণেনাপি সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব পরীক্ষয়া উত্তীর্ণত্বং তৎসৌন্দর্য্যস্থ। কৌমুদীতি সর্ব্বানন্দগুণস্যাপি বিশিষ্টানন্দকতাধারকত্বং তন্নিষ্ঠানন্দস্য। তথোক্তং শশী ব্যোমোৎসঙ্গং শশিনমভিতঃ কান্তিলহরীতি। ভুজদর্পেতি নিজবিজয়িনরনারায়ণাদ্যবতারিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি তয়ৈব বিজয়াৎ। তেন চ সর্ব্বকান্তাগণাশক্যবশীকারস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মানসরোধকত্বং তৎকামতান্ত্রিকতায়াঃ। সারশ্রীরিতি সর্ব্বলাবণ্যস্যাপি মূলভূতসম্পত্তিরূপত্বং তল্লাবণ্যস্য। হাসেতি ভুজদর্পেতিবৎ। মধুর্বসন্তঃ। তেন চ

লাপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৬৬ ॥

এই সকল গোপকন্যাদিগের মধ্যে শ্রীরাধিকা নামে কোনও এক উৎকৃষ্ট গোপকন্যা আছেন। এই শ্রীমতী রাধিকা সমস্ত রমণীদিগের মস্তকস্থিত মণিময় মালার তুল্য। অলঙ্কারশাস্ত্রে বৈদর্ভী নামে এক রীতি আছে। এই বৈদর্ভী রীতি যেরূপ মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ প্রভৃতি গুণগণে বিভূষিত থাকে, সেইরূপ শ্রীরাধিকাও মাধুর্য্যাদি সকল গুণালঙ্কৃতা এবং ঐ বৈদর্ভী রীতির ন্যায় সমস্ত অলঙ্কার সংযুক্ত এবং সমস্ত রসভাব পরিপূর্ণ। প্রেমরূপ উদ্যানের তিনি কনক কেতকী, মাধুর্য্যরূপ জলধরের যেন তড়িৎরূপা মঞ্জরী, সৌন্দর্য্যরূপ কষ্টিপাষাণে যেন সুবর্ণরেখা, আনন্দরূপ কুমুদবান্ধব (চন্দ্রের) যেন কৌমুদী, পুষ্পশর মদনের যেন বাহুদর্পশ্রেণী, লাবণ্যরূপ সমুদ্রের

লক্ষ্মীরিব মধুমদস্য। আকরভূরিব কলাকলাপস্য। খনিরিব গুণ-মণিগণস্য। কাপি শ্রীরাধিকা নাম॥ ১৬৭॥

যা খলু গৌরী চ গৌরীসহস্রাধিকা। তথাপি শ্যামা অনাদি-রপি কিশোরী। স্বরূপাপি অস্বরূপা সখীনিকুরম্বস্য। সৌকুমার্য্য-বতী চাসৌ কুমার্য্যবতীহ সকলসৌভাগ্যং॥ ১৬৮॥

যাং খলু মহালক্ষ্মীরিতি কেচন লীলেতি তান্ত্রিকাঃ আন-

তৎকামতান্ত্রিকতায়াঃ সময়গতবৈলক্ষণ্যস্যাপি সার্ব্বদিকত্বপ্রতীতিঃ। আকরভূরিব খনীনাং জন্মভূরিব। তেন সর্ব্ববৈদগ্ধ্যগুণস্যাবির্ভাবকপ্রকাশলবকত্বং। তদীয়বৈদগ্ধীনাং। খনি-রিতি তথৈবার্থঃ। গুণাঃ পূর্ব্বোক্তেভ্যো ভিন্না দয়া ক্ষান্ত্যাদয়ো জ্ঞেয়াঃ॥ ১৬৭॥

গৌরী গৌরবর্ণা গৌরীসহস্রাৎ পার্ব্বতীসহস্রাদপ্যধিকা। শ্যামা শীতকালে ভবেদুষ্মা উষ্মকালে চ শীতলা। স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতেত্যুক্তলক্ষণা। অস্বরূপা প্রাণরূপা। পুংসি ভূম্ন্যসবঃ প্রাণা ইত্যমরঃ। অসৌ কুমারী সকলং সৌভাগ্যং অবতি বশীকরোতি। কীদৃশী সৌকুমার্য্যবতী॥ ১৬৮॥

আনন্দিনী হ্লাদিনী। তথাহ্যুক্তং। হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী। তৎ-সারভূতেতি। কেচিদিত্যত্রৈব স্বারস্যং আনন্দিনীভিঃ স্বাভিঃ শক্তিভিরিতি রাসান্তে স্বয়ং বর্ণয়িষ্যমাণত্বাৎ মহালক্ষ্যাস্ত এতদীয়ৈশ্বর্য্যবৈভবময়াংশভূতাত্বেন তথা লীলাশক্তেশ্চ পাদ্ম-

---

যেন সারশ্রী অর্থাৎ মূলীভূত সম্পত্তিরূপা, বসন্তমদের যেন প্রকাশ লক্ষ্মী, অথবা মদমত্ততার হাস্য লক্ষ্মী, চতুঃষষ্টিকলার যেন আকরভূমি এবং গুণরূপ মণিশ্রেণীর যেন খনিস্বরূপা ছিলেন॥ ১৬৭॥

যে শ্রীরাধিকা গৌর বা গৌরবর্ণা হইলেও গৌরী বা পার্ব্বতীসহস্র-অপেক্ষাও অধিক। তথাপি তিনি শ্যামা। যে শীতকালে উষ্ণ এবং উষ্ণকালে শীতল এবং যাহার স্তনদ্বয় অত্যন্ত কঠিন, সেই স্ত্রীর নাম শ্যামা কিন্তু শ্যামবর্ণা নহে। অনাদি হইলেও সখীগণের অনুরূপা অর্থাৎ প্রাণস্বরূপা। ঐ কুমারী শ্রীরাধিকা সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও এই জগতে সকল প্রকার সৌভাগ্য বশীভূত করিয়াছেন॥ ১৬৮॥

কতিপয় পণ্ডিত,যাঁহাকে নিশ্চয়ই মহালক্ষ্মী বলিয়া থাকেন, কতি-পয় শাস্ত্রবিৎপণ্ডিতেরা যাঁহাকে লীলা বলিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ

ন্দিনীশক্তিরিতি কেচিদামনন্তি ॥ ১৬৯ ॥

যস্যাশ্চ বিশাখাললিতাদয়ঃ সমানগুণরূপাস্তৎপ্রতিচ্ছায়া রূপাঃ প্রিয়সখ্যঃ ॥ ১৭০ ॥

দ্বিতীয়া চ কাচিদযূথপা চন্দ্রাবলীব পরমাহ্লাদিনী। প্রকৃতিরিব গুণময়ী নয়নেন্দ্রিয়বৃত্তিরিব রূপবতী। অপাং বৃত্তিরিব রসময়ী কুসুমাবলিরিব পরমোদরা শ্রীচন্দ্রাবলীনাম ললনারত্নং। যস্যাশ্চ পদ্মা শৈব্যাদয়ঃ প্রিয়সখ্যঃ। এবং শ্রীরাধাসপক্ষা শ্যামা নাম কাপি যূথপেতি বহ্ব্য এব যত্র যূথপাঃ ॥ ১৭১ ॥

কার্ত্তিকমাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধ্যা এতদীয়বিহারকাননপালিবৃন্দাত্বেন চ বৈষ্ণবতোষণ্যাদিষু নির্দ্ধারিতত্বাচ্চেতি ॥ ১৬৯ ॥

ললিতায়া জ্যেষ্ঠত্বেঽপি বিশাখায়াঃ প্রাধান্যং রাধয়া সহৈক্যদৃষ্ট্যা। তথাহ্যুক্তং। নামরূপগুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব যেতি ॥ ১৭০ ॥

কুসুমাবলিপক্ষে পরেষাং মোদং হর্ষং আসম্যক্ রাতীতি সা ॥ ১৭১ ॥

তান্ত্রিক আনন্দিনী অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া থাকেন ॥ ১৬৯ ॥

ঐ শ্রীরাধিকার বিশাখা ললিতাপ্রভৃতি কতিপয় প্রিয়সখী আছেন। ঐ সকল সখীগণ,শ্রীরাধিকার সমান ও রূপগুণশালিনী হইলেও তাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপা বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৭০ ॥

ঐ সকল গোপকন্যাদিগের মধ্যে শ্রীমতী চন্দ্রাবলী, নামে দ্বিতীয় কোনও এক রমণীরত্ন বিদ্যমান আছেন, ইনি যূথেশ্বরী। চন্দ্রশ্রেণীর ন্যায় চন্দ্রাবলী পরম হ্লাদদায়িনী, প্রকৃতি যেরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা, সেইরূপ ইনিও সকল গুণে বিভূষিতা। নয়নেন্দ্রিয় বৃত্তি যেরূপ রূপবিশিষ্ট, সেইরূপ ইনিও রূপবতী। জলসত্তা যে রূপ রসময়ী বা রসযুক্ত, সেইরূপ ইনিও রসবতী। কুসুমশ্রেণী যেরূপ পরমমোদ (হর্ষ) দান করিয়া থাকে, সেইরূপ ইনিও পরম উদারস্বভাবা। এই চন্দ্রাবলীর পদ্মা শৈব্যা প্রভৃতি কতিপয় প্রিয়সখী আছেন। এইরূপে শ্রীরাধারও সপক্ষ শ্যামা নামে কোনও যূথেশ্বরী আছেন, যাঁহার অধীনে অনেকানেক যূথেশ্বরী অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৭১ ॥

অথ যত্র রাজধান্যাং মূর্ত্তা ইব ভগবদ্ধর্ম্মাশ্চোর্ব্বীগীর্ব্বাণাঃ পরমদয়ালবঃ শমদমতিতিক্ষোপরতীনাং মূর্ত্তয় ইবাপি সাত্ত্বতশাস্ত্রপ্রবক্তারঃ। তদনুকূলবেদাভ্যাসনিরতাঃ কেচন পঞ্চরাত্রনিষ্ঠাঃ ব্রজরাজকৃতদানমাত্রপ্রতিগ্রহীতারঃ। তদেকযাজকাঃ ॥ ১৭২ ॥

যে খলু জ্ঞানানন্দয়োঃ কাতর্য্যোপযুক্তা অপি ন কাতর্য্যোপযুক্তা। বিদ্যাবিদ্যোতেষু পরমচাতুর্য্যবন্তোঽপি ন চাতুর্য্যবন্তঃ ॥ ১৭৩ ॥

উর্ব্বীগীর্ব্বাণা বিপ্রাঃ। শমো ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিতা। দম ইন্দ্রিয়বশীকারঃ। তিতিক্ষা ক্ষমা। উপরতির্বৈরাগ্যং। সাত্ত্বতশাস্ত্রং শ্রীভাগবতাদি। নারদপঞ্চরাত্রোক্তধর্ম্মপরাঃ তমেকং ব্রজরাজমেব যাজয়ন্তি নান্যং ॥ ১৭২ ॥

প্রস্তুতত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনোর্জ্ঞানানন্দয়োর্মধ্যে কাতর্য্যে কতরস্যৈকতরস্য ভাবঃ কাতর্য্যং তত্র উপযুক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ঐশ্বর্য্যে কেচিৎ প্রবিষ্টাঃ কেচিন্মাধুর্য্যে চেত্যর্থঃ। এবমপি ন কাতর্য্যে কাতরত্বে উপযুক্তাঃ অন্যানুপঘাত্য সিদ্ধান্তজ্ঞা ইত্যর্থঃ। তথা বিদ্যানামষ্টাদশানাং বিদ্যোতেষু বিচারাদিভিঃ প্রকাশনেষু। নচ আতুর্য্যং আতুরত্বং পরাজয়স্তদ্বন্তঃ ॥ ১৭৩ ॥

অনন্তর যে রাজধানীতে মূর্ত্তিমান্ ভগবানের ধর্ম্ম সমূহের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ পরম দয়ালু। শম অর্থাৎ কৃষ্ণনিষ্ঠবুদ্ধিতা, দম (ইন্দ্রিয়বশীকরণ) তিতিক্ষা (ক্ষমা) এবং উপরতি (বৈরাগ্যে) প্রভৃতির মূর্ত্তিসমূহের ন্যায় হইলেও ঐ ব্রাহ্মণগণ,সাত্ত্বত অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতাদিশাস্ত্রের বক্তা, ঐ সকল ব্রাহ্মণ, তদনুকূল বেদাভ্যাসে একান্ত আসক্ত। কেহ কেহ নারদপঞ্চরাত্র শাস্ত্রোক্তধর্ম্মপরায়ণ। ব্রজরাজ নন্দ যাহা দান করেন, ঐ সকল ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র তাহাই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা কেবল একমাত্র ব্রজপতিরই যাজনকার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ১৭২ ॥

বৃন্দাবনবাসী যে সকল ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং আনন্দের মধ্যে 'কাতর্য্যোপযুক্ত' অর্থাৎ যে কোন এক বিষয়ে উপযুক্ত, অর্থাৎ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে এবং কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে প্রবিষ্ট হইলেও 'নকাতর্য্যোপযুক্ত' অর্থাৎ কেহই কাতরতায় উপযুক্ত নহে। অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার বিচারাদি দ্বারা যাঁহারা বিখ্যাত (প্রকাশমান) তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমচাতুর্য্যযুক্ত হইলেও কিন্তু তাঁহারা

সদারমাধুর্য্যা অপি নরমাধুর্য্যাঃ প্রকৃতিগুণশাবল্যা অপি ন প্রকৃতিগুণশাবল্যাঃ ॥ ১৭৪ ॥

কিং বহুনা-তৈলিক-তাম্বূলিক-মালিক-কাম্ববিক-গান্ধিক-স্বর্ণকার ঘটকার-ব্যোকার-পটকারাদয়োঽপি চিদ্রূপা অপি মনুষ্যধর্ম্মাণঃ মনুষ্য-

---

সদৈব রমাণাং সম্পত্তীনাং ধুর্য্যাঃ দারসহিতানামেব মাধুর্য্যং যেষাং তে ইতি বা। নরাণামিব মাধুর্য্যং যেষাং তে। প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব যে গুণা মৈত্র্যাদয়স্তৈঃ শাবল্যং বৈচিত্র্যং যেষাং তে। কিন্তু ন প্রকৃত্যাগুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সাবল্যং মিশ্রীভাবো যেষাং তে অপ্রাকৃতাঃ শুদ্ধসত্ত্বময়া ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৪ ॥

কাম্ববিকঃ শঙ্খবণিক্। ব্যোকারো লৌহকারকঃ। মনুষ্যধর্ম্মাদ্যাস্ত্রয়স্তথা কুবেরাদ্যাশ্চ ত্রয় একপর্য্যায়া এবেতি বিরোধঃ। ন কুৎসিতং বেরং শরীরং যেষাং তে। ন একঃ পিঙ্গো-

---

'ন চাতুর্য্যবন্তঃ' অর্থাৎ আতুরভাব বা পরাজয়যুক্ত নহেন ॥ ১৭৩ ॥

ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা 'রমাধুর্য্য' অর্থাৎ সম্পত্তির ধুরন্ধর হইলেও 'নরমাধুর্য্য' অর্থাৎ নরগণের ন্যায় তাঁহাদের মাধুর্য্য। স্বভাবতঃ মৈত্রী-প্রভৃতি গুণসমূহদ্বারা শাবল্য (বৈচিত্র্য) থাকিলেও ঐ সকল ব্রাহ্মণগণে, সত্ত্বরজস্তম এই প্রাকৃতিক গুণসমূহদ্বারা মিশ্রণ ভাব ঘটে নাই,অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণই অপ্রাকৃত এবং শুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়া গণ্য॥১৭৪

অধিক কি বলিব, তৈলিক (তেলী), তাম্বূলিক (বারুই), মালিক (মালাকার)কাম্ববিক (শাঁখারি), গান্ধিক (গন্ধবণিক্), স্বর্ণকার(সেঁক্রা), ঘটকার (কুম্ভকার),ব্যোকার (কর্ম্মকার),এবং পটকার (তন্তুবায়),প্রভৃতি সকলেই চিৎ-স্বরূপ হইলেও মনুষ্যধর্ম্মাবলম্বী। মনুষ্যধর্ম্মী হইলেও শ্রীদ, অর্থাৎ সম্পত্তিদায়ক হইলেও এবং পুণ্যজনেশ্বর অর্থাৎ পুণ্যশীল মানবগণের ঈশ্বর হইলেও (মনুষ্যধর্ম্মা, শ্রীদ এবং পুণ্যজনেশ্বর, এই তিনটি কুবেরের নাম) তথাপি কেহই 'নকুবের' কুবের নহে, অর্থাৎ কাহারও শরীর কুৎসিত নহে, 'নৈকপিঙ্গ' অর্থাৎ উহাদের মধ্যে একজনও পিঙ্গলবর্ণ নহে, এবং 'ন নরবাহন' অর্থাৎ বেতন হইতে কি বিষ্টি হইতে কোন মানবই বহনক্লেশভাগী নহে। কুবেরের ন্যায় একপিঙ্গ

ধর্ম্মাণোঽপি শ্রীদা অপি পুণ্যজনেশ্বরা অপি ন কুবেরা নৈকপিঙ্গা ন নরবাহনাঃ ॥ ১৭৫ ॥

কিং বহুনা—পুলিন্দা অপি যত্র বর্ষাভ্রমরা ইব জাতিনাম্নৈব বিকলা অপি সকলসুমনসাং রতিপ্রদাঃ ১৭৬ ॥

যত্র চ—অতিদীর্ঘতর মহাস্ফটিকমণিভিত্তিচতুষ্টয়মধি মরকত-
গোপানসীখণ্ডাচটুলচরমভাগদীর্ঘতরকনকবংশাকীর্ণাঃ।

ঽপি যেষু তে। বিষ্টিতো বেতনতো বা ন নরা বহনক্লেশভাজঃ। নৈককীর্ত্তি নৈ র্কযশা ইতিবন্নঞো নলোপাভাবঃ। নশব্দেন সহ সুপ্ সুপেতি বা সমাসঃ ॥ ১৭৫ ॥

জাতি র্মালতীপুষ্পং তন্নাম্নৈব বিকলা অপি আনন্দাবেশেন বিহ্বলা অপি সকলসুমনসাং সর্ব্বপুষ্পাণাং রতিপ্রদাঃ। পক্ষে পুলিন্দেতি নাম্নৈব বিকলা নিন্দ্যা অপি সকলদেবানাং রতিপ্রদাঃ। সুপর্ব্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকস ইত্যমরঃ ॥ ১৭৬ ॥

যত্র চ রাজধান্যাং। মহাগোগৃহাঃ কীদৃশাঃ অতিদীর্ঘতরে মহাস্ফটিকমণিময়ে ভিত্তিচতুষ্টয়ে যানি মরকতমণিময়ানি গোপানসীখণ্ডানি চত্বারীত্যর্থাৎ। তেষু অচটুলৈরচঞ্চলৈর্দৃঢ়নিবদ্ধৈরিত্যর্থঃ। চরমভাগো দীর্ঘতরো যেষাং তৈঃ কনকময়ৈর্বংশৈ র্বরগা ইতি গৌড়ে

এবং নরবাহন শব্দও কুবের বাচী। কিন্তু ইহাদের সহিত কোনও সাদৃশ্য নাই ॥ ১৭৫ ॥

অধিক কি, বর্ষাকালের ভ্রমরগণ যেরূপ জাতি, অর্থাৎ মালতীপুষ্পের নামদ্বারাই বিকল, অর্থাৎ আনন্দের আবেশে বিহ্বল হইলেও সকল সুমনস্ অর্থাৎ পুষ্পের যেরূপ আনন্দ প্রদ হইয়া থাকে, সেইরূপ পুলিন্দ (ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ) গণ, জাতিনামে, অর্থাৎ 'পুলিন্দ' এই নামমাত্রেই বিকল (নিন্দনীয়) হইলেও সকল সুমনস্ (দেব) গণের প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

যে রাজধানীতে অতিদীর্ঘাকার গোগৃহ (গোয়াইলঘর) সকল বিদ্যমান আছে। অতিশয় দীর্ঘতর মহাস্ফটিক মণিময় চারিটী ভিত্তির মধ্যে মরকতমণিময় যে চারিটী গোপানসী (চিলেঘর) খণ্ড আছে, তাহাতে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ, অতিশয় দীর্ঘ শেষভাগযুক্ত কনকময় বংশ (বর্গা) অর্থাৎ কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা ঐ সকল গৃহ ব্যাপ্ত। এবং চারি কোণে যে অতি-

চতুষ্কোণাবস্থিতমহাগোপানসীচতুষ্টয়াবষ্টব্ধসুস্থিত-
কুরুবিন্দময়কৌণিকচতুষ্টয়াবষ্টব্ধমহাবড়ভীকাঃ ॥১৭৭॥

ভূধরভূময় ইব বিমলনানামণিপটলাঃ। বিচক্ষণা ইব নিঃ-স্তম্ভাঃ। সহৃদয়া ইব বিষদপ্রকীর্ণতরাঃ। মহারাজপুরগোপুর-নিকরা ইব পরিতোবিরাজিবহুপ্রতীহারাঃ স্ফুরৎপবনধূতধূলয়ঃ পরিতো মহাগোগৃহাঃ ॥ ১৭৮ ॥

খ্যাতৈঃ কাষ্ঠখণ্ডৈরাকীর্ণা ব্যাপ্তাঃ। পুনঃ কীদৃশাঃ চতুর্ষু কোণেষু অবস্থিতেন মরকতময়ং যন্মহাগোপানসীচতুষ্টয়ং তত্রাবষ্টব্ধেন পূর্ব্বগোপানসী উপরিগতা ক্ষুদ্রা ইয়ং তু পটলোপান্ত-গতা মহতী জ্ঞেয়া। অতএব সুস্থিতেন নিশ্চলেন কুরুবিন্দমণিময়েন কৌণিকানাং কোণা-ইচ্ ইতি খাতানাং চতুষ্টয়েন অবষ্টব্ধা মহাবড়ভী পাড়ীতি খ্যাতং ঊর্দ্ধগতং দারুখণ্ডং যেষাং তে ॥ ১৭৭ ॥

বিমলানাং নানামণীনাং পটলং সমূহো যেষু তে। পক্ষে বিমলং নানামণিময়ং পটলং ছাউনীতি খ্যাতং যেষাং তে নিঃস্তম্ভা নিরহঙ্কৃতাঃ স্থূণারহিতাশ্চ বিষদা নির্ম্মলাঃ প্রকীর্ণতরা অসঙ্কুচিতাঃ পুরগোপুরাণি পুরদ্বারাণি প্রতীহারা দ্বারপালা দ্বারাণি চ ॥ ১৭৮ ॥

দীর্ঘ গোপানসী চতুষ্টয় আছে, তাহাতে সংলগ্ন এবং সুন্দর ভাবে অব-স্থিত অর্থাৎ নিশ্চল পদ্মরাগমণির চারিটী কৌণিক (কোণাচ্) দ্বারা ঐ সকল গৃহের মহাবড়ভী অর্থাৎ [পাইড়] অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতকাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন হইয়া আছে ॥ ১৭৭ ॥

পর্ব্বতীয় ভূমিভাগ সকল, যেরূপ বিবিধ বিমল মণিপটলে পরি-পূর্ণ, সেইরূপ ঐ সকল গোগৃহের পটল অর্থাৎ (ছাউনী) নানাবিধ বিকলরত্নদ্বারা বিরাজিত। পণ্ডিতগণ যেরূপ নিঃস্তম্ভ অর্থাৎ নিরহঙ্কৃত, সেইরূপ ঐ সকল গোগৃহস্তম্ভ অর্থাৎ স্থূণা [খুঁটী] বিরহিত। সহৃদয় মানবগণের ন্যায় ঐ সকল গৃহ, নির্ম্মল এবং অসঙ্কুচিত। মহারাজের সমস্ত পুরদ্বারে যেরূপ চারিদিকে অনেক দ্বারপাল সকল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই সকল গোগৃহেরও অনেক দ্বার চারিদিকে বিরা-জিত আছে। ঐ সমস্ত দীর্ঘাকার গোগৃহগণের সম্মুখে পবনকম্পিত ধূলীপটল উড়িতেছে ॥ ১৭৮ ॥

যেষামঙ্গণেষু সরস্বতীশরীরমিব পূর্ণিমানক্তমিব সর্ব্বশুক্লং। নীলমণিশৈলাগ্রমিব শ্যামশৃঙ্গং। অঙ্গনানিকুরম্বমিব ঘনায়ত বাল-হস্তং। ভগবচ্চক্রমিব মহসারিপুচ্ছং ॥ ১৭৯ ॥

তীর্থসলিলমিব অতিতরসা স্নানমিতং। গণপতিশরীরমিব মহাপীনং। মন ইব অবশং ॥ ১৮০ ॥

ঘনা নিবিড়া আয়তা দীর্ঘা বালহস্তাঃ কেশসমূহা যস্য। পাশঃ পক্ষশ্চ হস্তশ্চ কলাপার্থাঃ কচাৎ পরে ইত্যমরঃ। পক্ষে বালহস্তঃ পুচ্ছপূর্ব্বভাগঃ। বালহস্তস্ত বালধিরিত্যমরঃ। মহসা তেজসা রিপুং ছ্যতি ছিনত্তি। ছো ছেদনে কপ্রত্যয়ান্তঃ। পক্ষে মহেন উৎসবেন নিরন্তরশ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিতেন সারি প্রসরণশীলং পুচ্ছং যস্য তৎ ॥ ১৭৯

অতিতরসা অতিবেগেন স্নানবিষয়ে মিতং মানযুক্তং। যদ্বা। স্নানং লোককর্ত্তৃকমজ্জনং ইতং প্রাপ্তং। পক্ষে অতিতরা সাস্না গলকম্বলস্তয়া নমিতং। মহাপীনং অতিবিপুলং। পক্ষে মহৎ আপীনং উধো যস্য তৎ। উধস্ত ক্লীবমাপীনমিত্যমরঃ। অবশং অনধীনং। পক্ষে ন বিদ্যতে বশা বন্ধ্যা যত্র। বশা বন্ধ্যা ইত্যমরঃ ॥ ১৮০ ॥

ঐ সকল গোগৃহের প্রাঙ্গণে গোসমূহ বিদ্যমান আছে। ঐ সকল গোযূথ সরস্বতীর শরীরের ন্যায় এবং পূর্ণিমার রজনীর ন্যায় সমস্ত শ্বেত। নীলকান্তমণির শৈলাগ্রের ন্যায় ইহাদের শৃঙ্গ সকল শ্যামবর্ণ। নারীসমূহ যেরূপ ঘন অথচ দীর্ঘ কেশকলাপ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহাদেরও পুচ্ছের পূর্ব্বভাগ নিবিড় এবং দীর্ঘ। ভগবানের চক্র যেরূপ তেজোদ্বারা রিপুকে ছেদন করিয়া থাকে,সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শন জনিত উৎসব দ্বারা গোগণেরও পুচ্ছ প্রসারিত হইতেছে ॥ ১৭৯ ॥

তীর্থজল যেরূপ অতিবেগে স্নানবিষয়ে মানযুক্ত, অথবা লোক-কর্ত্তৃক মজ্জন প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইহারাও অতিদীর্ঘ সাস্না অর্থাৎ গল-কম্বলদ্বারা নমিত। গণেশের শরীর যেরূপ মহাপীন অর্থাৎ অতিশয় বিপুল, সেইরূপ ইহাদের আপীন (পালান) অত্যন্ত স্থূল। মন যেরূপ অবশ, সেইরূপ ইহারাও অবশ, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কেহই বশা অর্থাৎ বন্ধ্যা নাই ॥ ১৮০ ॥

তপস্বিকুলমিব সদা সুব্রতং চিন্তামণিকুলমিব সকলকামদুঘং নিদাঘকাননমিব সদোৎফুল্লবৎসকং সুকবি-কাব্যমিব নানাবর্ণবিন্যাসঞ্চ নৈচিকীনিকুরম্বং ॥ ১৮১ ॥

যত্র চ ভুবি নিপতিতাঃ কৌমুদীনাং সজীবা ইব গর্ভাঃ। সঞ্চরন্ত ইব শিলাখণ্ডাঃ কৈলাসস্য। গ্রন্থয় ইব হরহাসস্য। হিণ্ডীরা ইব ক্ষীরসমুদ্রস্য। মাংসপিণ্ডা ইব শুদ্ধসত্ত্বস্য তত ইতো ধাবমানা বৎসনিবহাঃ ॥ ১৮২ ॥

সদা সুনিয়মযুক্তং। পক্ষে সদা সুব্রতা যত্র তৎ। সুব্রতা সুখসংদোহ্যা ইত্যমরঃ। সকলান্ কামান্ দোগ্ধি পূরয়তীতি তৎ। পক্ষে সকলা অপি কামদুঘা যত্র তৎ। সদা উৎফুল্লা বৎসকাঃ কুটজপুষ্পাণি শাবকাশ্চ যত্র তৎ। নানাবর্ণানাং মাধুর্য্যাদি ব্যঞ্জকাক্ষরাণাং বিশিষ্টো ন্যাসঃ সন্দর্ভো যত্র তৎ। পক্ষে শ্বেতনীলপীতাদিবর্ণযুক্তং। পূর্ব্বত্রোক্তং সর্ব্বশুক্লত্বমেকৈকনিকুরম্বমপেক্ষ্য জ্ঞেয়ং। অতোঽত্র নিকুরম্বমিতি জাত্যপেক্ষয়া একবচনং ॥ ১৮১ ॥

কৌমুদীনামিত্যাদি শুক্লপ্রাধান্যেন। তত্র কৌমুদীনামিত্যাহ্লাদকত্বং প্রাধান্যেনোক্তং। কৈলাসস্যেতি শ্বৈত্যিম্না। হরহাসস্যেত্যনর্গলপ্রফুল্লত্বং। হিণ্ডীরা ইতি মার্দ্দবং। শুদ্ধসত্ত্বস্যেত্যপ্রাকৃতত্বং। ধাবমানা ইতি তাচ্ছীল্যশানচান্তং ॥ ১৮২ ॥

তপস্বি সকল যেরূপ সর্ব্বদা সুব্রত অর্থাৎ সুনিয়মযুক্ত, সেইরূপ ইহারাও সুখে দোহনীয়। চিন্তামণি সমূহ যেরূপ সকল কামনা পূরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় কামদুঘা অর্থাৎ কামধেনু। নিদাঘকালের কাননে যেরূপ সর্ব্বদা বৎসক অর্থাৎ কুটজপুষ্প সকল বিকসিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাদেরও বৎসগণ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। সুকবির কাব্যগ্রন্থ যেরূপ মাধুর্য্যাদি রসব্যঞ্জক নানাবিধ বর্ণমালার বিন্যাস অর্থাৎ রচনাযুক্ত, সেইরূপ ইহারাও নীলপীত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণযুক্ত ॥ ১৮১ ॥

যাহাতে ভূতলনিপতিত কৌমুদীর সজীব গর্ভসমূহের ন্যায়, কৈলাসপর্ব্বতের সঞ্চরণশীল শিলাখণ্ডসমূহের ন্যায়, মহাদেবের হাস্যগ্রন্থিসমূহের ন্যায়, ক্ষীরসমুদ্রের ফেণরাশির ন্যায় এবং শুদ্ধসত্ত্বের মাংসপিণ্ড রাশির ন্যায় বৎসগণ, চারিদিকে ধাবমান হইয়া থাকে ॥ ১৮২ ॥

যত্র চ—গণ্ডশৈলা ইব স্ফটিকাচলস্য। মহোর্ম্ময় ইব মহোদধেঃ। মুনয় ইব সায়ং গৃহাঃ। জীবন্মুক্তা ইব স্বৈরচারিণঃ॥ ১৮৩॥

দিগ্‌গজা ইব মহাবিষাণাঃ। নৃপা ইব মহাককুদাঃ। মত্তা ইব স্তব্ধারুণলোচনাঃ। মহাগর্ব্ববন্ত ইব সদাহংবাদাঃ। বিরক্তা ইব লম্বমান গলকম্বলাঃ। বিবিধমণিবপ্রোৎখাতরেখাশবলিতশৃঙ্গ-

স্ফটিকেতি স্বচ্ছত্বং দৃঢ়ত্বঞ্চ প্রাধান্যেনোক্তং। মহোর্ম্ময় ইতি দুর্ব্বারবেগত্বং। সায়মেব গৃহা আশ্রয়িতব্যত্বেন বর্ত্তন্তে যেষাং তে॥ ১৮৩॥

মহাদন্তা বৃহৎশৃঙ্গাশ্চ। বিষাণং স্যাৎ। পশুশৃঙ্গেভদন্তয়োরিত্যমরঃ। মহাককুদা ইতি প্রাধান্যে রাজলিঙ্গে চ বৃষাঙ্গে ককুদোঽস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। সদা অহমেব বিদ্বান্ শূর ইত্যেবং

যাহাতে মহাবৃষ সকল যেন স্ফটিকপর্ব্বতের ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায়, মহাসমুদ্রের মহাতরঙ্গমালার ন্যায় বিরাজমান। মুনিগণ যেরূপ যেস্থানে সন্ধ্যা হয়, সেইস্থানেই বসতি করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহারাও যেস্থানে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত সেইস্থানেই আশ্রয় লইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ যেরূপ স্বেচ্ছাবিহারী, সেইরূপ ইহারাও যদৃচ্ছাক্রমে সঞ্চরণ করিয়া থাকে॥ ১৮৩॥

দিগ্‌গজদিগের যেরূপ মহাদন্ত থাকে,সেইরূপ ইহাদেরও শৃঙ্গসকল অতিশয় দীর্ঘ। ভূপতিগণের যেরূপ মহাককুদ্ অর্থাৎ রাজচিহ্ন থাকে, সেইরূপ বৃষগণের ককুদ্ অর্থাৎ স্কন্ধস্থিত উচ্চ মাংসপিণ্ড অতিশয় বৃহৎ। মত্তব্যক্তিগণের ন্যায় ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং নিস্তব্ধ। মহাগর্ব্বিত ব্যক্তিগণ যেরূপ 'আমিই বিদ্বান্ এইরূপে অহংবাদ অর্থাৎ অহঙ্কার বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারাও সর্ব্বদা হম্বারব গ্রহণ করিয়া থাকে। নিস্পৃহ সাধুগণের গলদেশে যেরূপ কম্বল লম্বমান থাকে, সেইরূপ ইহাঁদেরও গলকম্বল লম্বিত আছে। বিবিধমণিময় বপ্র অর্থাৎ প্রাচীরের কোণস্থিত (বুরুজ) নামক পদার্থদ্বারা যে সকল রেখা উৎখাত হয়, তাহাদের দ্বারা উহাদের শৃঙ্গ সকল বিচিত্রিত হওয়াতে ঐ সকল বৃষগণের শৃঙ্গ সকল নানাবর্ণ হইয়াছে, স্বস্ব খুরদ্বারা মণিময় ভূমিভাগ কুট্টিত করাতে (খোঁড়াতে) যে সকল ধূলিরাশি

তয়া নানাবর্ণবিষাণা ইব, খুরক্ষুণ্ণমণিধরণিরজোভিরভিতো ধূষরা মূর্ত্তিমন্তশ্চতুষ্পাদা ধর্ম্মা ইব মহোক্ষাঃ। যস্য গোকুলস্য কলাকলাংশেন স্বরভিলোকঃ সমপাদি ॥ ১৮৪ ॥

যস্য শাখানগরেষু শৃঙ্গাটকানামভিতোঽভিতঃ সমসূত্রনিপাতপাতিতা ইব শ্রেণীকৃতা মহারাজবিজয়সময়া ইব বিলসৎপতাকিন্যঃ মুক্তাস্ফোটা ইব মৌক্তিকপ্রালম্বাঃ। বসন্ততরব ইব প্রবালপ্রঘণাঃ। বিবিধমণিঘটাঘটিতা বিপণিবিততয়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

বাদো যেষাং তে। পক্ষে হম্বা ইতি শব্দং আদদতীতি তে। বপ্রঃ প্রাচীরকোণাদিগতো বুরুজ্ ইতি খ্যাতঃ। স্বরভিলোকো গোলোকঃ ॥ ১৮৪॥

শাখানগরেষু নগরপ্রান্তেষু শৃঙ্গাটকানাং চতুষ্পথানামিতি ষষ্ঠী সমসূত্রেত্যনেনান্বয়াৎ। পশ্চাদভিতোঽভিতো বর্ত্তমানা ইত্যনেনান্বয়েঽপি ন দ্বিতীয়া। ন হি প্রসক্তো বচনশতেনাপি নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ইতি ন্যায়াৎ। সময়া ইবেতি সময়শব্দো ভুজাশব্দবৎ টাবন্তো দ্রষ্টব্যঃ। মুক্তাঃ স্ফোটাঃ শূক্তয়ঃ। মৌক্তিকানাং মুক্তানাং প্রকৃষ্ট আলম্বো যেষু। পক্ষে মৌক্তিকৈঃ প্রালম্বং ঋজুলম্বি মাল্যং যাস্থ তাঃ। প্রবালৈঃ প্রঘণাঃ নিবিড়াঃ প্রবালমঙ্কুরেঽপ্যস্ত্রীত্যমরঃ। পক্ষে প্রবালময়া অলিন্দা যত্র তাঃ। বিদ্রুমঃ পুংসি প্রবালমিত্যমরঃ। বিপণিবিততয়ো হট্টবর্ত্মসমূহাঃ ॥ ১৮৫ ॥

উদ্গত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা উহাদের চতুষ্পার্শ্বে ধূষরবর্ণ হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন মূর্ত্তিমান্ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম সকল বিরাজ করিতেছেন। যে গোকুলের কলা এবং কলাংশদ্বারা গোলোকধাম উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৮৪ ॥

যে গোকুলের নগরপ্রান্তে চতুষ্পথসমূহের (চৌমাথার) চারিপার্শ্বে বিপণিশ্রেণী বিরাজমান আছে। চতুষ্পথসমূহের সমসূত্রপাতদ্বারা পাতিত হইয়াই যেন উহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে, মহারাজগণের বিজয়কালে যেরূপ পতাকিনী (সেনা) আনন্দিত হয়, সেইরূপ ঐ সকল বিপণিশ্রেণীতে পতাকা সকল শোভা পাইতেছে, শূক্তি অর্থাৎ ঝিনুক্সমূহের মধ্যে যেরূপ উত্তমরূপে মুক্তা সকল লম্বিত থাকে, সেইরূপ ইহাদের মধ্যেও মুক্তামালা সকল সরলভাবে লম্বমান আছে। বসন্তকালের বৃক্ষশ্রেণীতে যেরূপ নিবিড়ভাবে প্রবাল অর্থাৎ নব-

কাশ্চিদ্বসন্তশ্রিয় ইব নানাকুসুমসৌরভসুবাসিতাঃ কাশ্চিন্মহাশৈলাধিত্যকা ইব বিবিধগন্ধদ্রব্যসুগন্ধয়ঃ। কাশ্চিন্মণিখনয় ইব বিবিধমণিগণকান্তিকন্দলিতাঃ। কাশ্চিদ্বিলাসিজনবক্ষস্তট্য ইব চন্দনাগুরুকস্তূরীঘনসারসৌরভোদ্গারাঃ। কাশ্চিৎ পক্বশালিকেদারবিততয় ইব শালিপরিমলোদ্গারগরীয়স্যো বণিজাং নিবাসভূতাঃ ॥ ১৮৬ ॥

এবম্বিধস্য ব্রজপুরস্য পরিতশ্চ মহানগরং জলধিতটানীব সমুল্লসিতবিক্রমাণি। মহাসৈন্যানীব বিবিধকুঞ্জরাণি নানাবিধগুল্মা-

শৈলাধিত্যকাঃ শৈলোপরিগতা ভূময়ঃ। ঘনসারঃ কর্পূরং। শালয়ো ধান্যানি। বণিজামিতি মাল্যগন্ধরত্নচন্দনধান্যাদ্যুপজীবিনাং ॥ ১৮৬ ॥

ব্রজপুরস্য সম্বন্ধি মহানগরং শ্রীমন্নন্দরাজাধিবাসং পরিতস্তস্য চতুর্দিক্ষু। অভিতঃ পরিতঃ সময়েত্যাদিনা দ্বিতীয়া। বিক্রমাঃ প্রবালাখ্যরত্নানি বিশিষ্টদ্রুমাশ্চ। কুঞ্জরা হস্তিনঃ। পক্ষে

পল্লব সকল বিদ্যমান থাকে সেইরূপ বিপণিশ্রেণীর বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠ সকল প্রবালময় ঐ সমস্ত বিপণিশ্রেণী বিবিধরত্নরাজিদ্বারা বিলাসিত॥ ১৮৫

বণিক্ মালাকার গান্ধিক রত্নজীবী এবং কৃষক প্রভৃতির আবাস স্বরূপ যে সকল বিপণি আছে, তাহাদের মধ্যে কতিপয় বিপণি, বসন্তশ্রীর ন্যায় নানাবিধ পুষ্পের সৌরভদ্বারা সুবাসিত। কতিপয় বিপণি, মহাপর্ব্বতের অধিত্যকা অর্থাৎ পর্ব্বতোপরি স্থিত ভূমিভাগের ন্যায় বিবিধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা সুগন্ধি। কতিপয় বিপণি, রত্নখনীর ন্যায় নানাবিধ রত্নরাজির প্রভাপটলদ্বারা পরিপূর্ণ। কতিপয় বিপণি, বিলাসিজনের বক্ষঃস্থলের ন্যায় চন্দন, অগুরু, চন্দন, কর্পূরের সৌরভ উদ্গিরণ করিতেছে। কতিপয় বিপণি, পক্বধান্যক্ষেত্রশ্রেণীর ন্যায় ধান্য পরিমল উদ্গিরণ করাতে গুরুতর হইয়াছে ॥ ১৮৬ ॥

এবম্প্রকার ব্রজপুরের মধ্যে মহারাজ নন্দের আবাসভূমি এক মহানগর আছে। ঐ মহানগরের চারিদিকে কতক গুলি বন আছে। সমুদ্রের সমুদয় তটপ্রদেশে যেরূপ বিদ্রুম (প্রবাল) নামক মণি সকল বিরাজ করে, সেইরূপ ঐ সকল বনেও বিদ্রুম অর্থাৎ বিশিষ্ট বৃক্ষ

নি চ। তপস্বিকুলানীব নানাপ্রকারব্রততীব্রাতানি। রসিকনিকুরম্বানীব সদা বিলাসেনামোদিত বয়াংসি বিপিনান্তরাণি ॥ ১৮৭ ॥

যেষু অবিরলগলদনাবিলবল্গু-গুগ্‌গুলু-নির্যাসপিচ্ছিলেষু বর্ত্মস্বু পরস্পরনিবদ্ধকরকমলমভিসরন্তি বিপিনদেব্যঃ। বনবৃষভককুদ্দরকষণচূর্ণীভূতবদরতরুষণ্ডসমুৎপদ্যমানজতুরজোভিরনবরতনিঃস্যন্দমান-মকরন্দভরনির্ভরতিম্মিততয়া চরণকমলেষ্বনায়াসযাবকপঙ্কানুলেপো জরীজৃম্ভ্যতেবনীদেবতানাং ॥ ১৮৮ ॥

বিবিধকুঞ্জযুক্তানি। গুল্মাঃ সৈন্যবিশেষাঃ বীরুধশ্চ। নানাপ্রকারেষু ব্রতেষু তীব্র আতঃ প্রবেশসাতত্যং যেষাং তানি। অত সাতত্যগমনে ইত্যস্মাৎ। পক্ষে ব্রতত্যো লতাঃ বয়াংসি আয়ূংষি পক্ষিণশ্চ ॥ ১৮৭ ॥

ককুদাং দরকষণং কণ্ডূয়নার্থমীষদ্ঘর্ষণং। তিমিততয়া স্তিমিতত্বেন। তিম ষ্টিম আর্দ্রীভাবে ধাতুঃ। জরীজৃম্ভ্যতে অতিশয়েন প্রকাশতে ॥ ১৮৮ ॥

সকল বিদ্যমান আছে। মহা সৈন্যদলের মধ্যে যেরূপ বিবিধ কুঞ্জর অর্থাৎ হস্তী অবস্থান করে, সেইরূপ ঐ সকল বনও বহুতর কুঞ্জযুক্ত। মহাসৈন্যের মধ্যে যেরূপ গুল্ম (সৈন্য) বিশেস বিদ্যমান আছে, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ গুল্ম অর্থাৎ লতাজাতি বিশেষ অবস্থিতি করিয়া থাকে। তপস্বিগণ যেরূপ নানাপ্রকার ব্রতে তীব্রভাবে সর্ব্বদা প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ঐ সকল বনমধ্যে ব্রততী (লতাসমূহ) বিদ্যমান আছে। রসিকলোক সকল যেরূপ সর্ব্বদা বিলাসদ্বারা আপনাদের বয়স্ অমোদিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ঐ সকল বনমধ্যেও বয়স্ অর্থাৎ বিহঙ্গকুল আমোদিত হইয়া আছে ॥ ১৮৭ ॥

যে সকল বনপ্রদেশের পথ সকল, অবিরলধারে অকলুষিত এবং সুন্দর গুগ্‌গুলু নির্যাস (আঠা) নিপতিত হওয়াতে পিচ্ছিল (পিছল) হইয়াছে এবং ঐসকল পথে বনদেবীগণ পরস্পর করকমল ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বনবৃষদিগের কণ্ডূয়ন (চুলকনার) জন্য ঈষৎ ঘর্ষণে বদরীতরু সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ঐ চূর্ণিত বদরীবৃক্ষ হইতে যে সকল জতু (গালা) পরাগ উত্থিত হইতেছে, তাহা-

মদমুদিতরোমন্থমন্থরবনমেষমুখকুহরসমুদীর্ণজীর্ণককোলফল-সৌরভস্থবাসিতানি দিশাং মুখানি। বনমহিষবিষাণশিখরক্ষুণ্ণশরল-স্থরদারুচারু-ত্বগামোদমেদুরং গগনতলং। বনকরিকরভঘটাভগ্ন-লগ্ন-শল্লকীপল্লবাস্তীর্ণানি গিরিতটানি ॥ ১৮৯ ॥

বনধেনুগণাস্বাদিতগন্ধতৃণরুচিরশাদ্বলসৌগন্ধ্যবন্ধূনি ধরণিতলানি। কর্ণপূরীভূত-স্থললিত-মরিচগুচ্ছকাভিরভিতঃ পুলিন্দস্থন্দরীভিঃ কর-তলভগ্নকর্পূরকদলিকানির্যাসসংবাসিত—দলিততাম্বূলীদলদংশসর-

শল্লকী গজভক্ষ্যা গন্ধবৃক্ষঃ। গজভক্ষ্যা তু শল্লকীতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ১৮৯ ॥
বর্ত্তুলং নিস্তলং বৃত্তমিত্যমরঃ। গোস্তনী দ্রাক্ষা ॥ ১৯০ ॥

দের দ্বারা অবিরত নির্গলিত মকরন্দ রসরাশির বাহুল্যে আর্দ্রভাব হও-য়াতে বনদেবীদিগের চরণকমলে, অনায়াসে অলক্তক পঙ্কের লেপন, অতিশয় প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৮৮ ॥

মদহৃষ্ট এবং ধীরে ধীরে রোমন্থকারি-বন্য মেষগণের মুখ বিবর হইতে নির্গত, জীর্ণ কক্কোল (কাঁকোল) ফলসমূহের সৌরভদ্বারা দিঙ্মণ্ডল সকল স্থবাসিত হইয়াছে। বন্যমহিষগণের শৃঙ্গাগ্রদ্বারা যে সকল সরল এবং স্থরতরুদিগের স্থন্দর বল্কলরাশি ঘর্ষিত হইয়াছে, সেই সকল বল্কলের সৌরভে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে। এবং বন্য-করিশাবকসমূহদ্বারা যে সকল শল্লকী অর্থাৎ গজভক্ষ্য গন্ধবৃক্ষ ভগ্ন হইয়া পতিত হইয়াছে, তাহাদের পল্লবে গিরিতট সকল ব্যাপ্ত হই-য়াছে ॥ ১৮৯ ॥

বন্যধেনুগণ যে সকল গন্ধতৃণ এবং স্থন্দর হরিদ্বর্ণ ঘাস সকল আস্বাদন করিয়াছে, তাহাদের সৌরভে ধরণীতল নিতান্ত মনোহর হই-য়াছে। যে সকল পুলিন্দ অর্থাৎ বন্যজাতীয় রমণীগণ, স্থন্দর মরিচ-পুষ্পের স্তবক কর্ণাভরণ করিয়াছে এবং যে সকল পুলিন্দরমণীগণ, কর-তল দিয়া ভাঙিয়া কর্পূর ও কদলিকার নির্যাস দ্বারা স্থবাসিত করিয়া দলিত তাম্বূলপত্রের দংশনে অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে, সেই সকল বন্যজাতীয় রমণীগণ দ্বারা বনভূমির প্রান্তভাগ সকল চারিদিকে পরি-

সাভিরবগাঢ়া বিপিনসীমানঃ। কপিকুলকবলীকৃতনিস্তলনিস্তল-গোস্তনীফলগুচ্ছসমাচ্ছন্নানি ভুবস্তলানি ॥ ১৯০ ॥

কিঞ্চান্যান্যপি কাননানি রসাল-পনসার্জ্জুন-ক্রমুক-নারিকেলা-সনৈঃ। পলাশ-বট-পর্কটী-খদির-বিল্ব-জম্বাদিভিঃ। মধূক-গিরিমল্লিকা-বকুল-নাগ-পুন্নাগকৈ-রশোক-বক-পাটলী-কনকচম্পকৈশ্চম্পকৈঃ॥১৯১

শিরীষ-ধব-শিংশপা-লকুচ-লোধ্র-কোষাতকী-
প্রিয়াল-নটশল্লকী-শরল-শাল-পীল্বাদিভিঃ।
কপিত্থ-করমর্দ্দকৈ-প্রিয়ক-তিন্দুকাম্রাতকৈঃ-
করীর-করবীরকৈঃ কদলিকা-লবল্যাদিভিঃ ॥ ১৯২ ॥

অন্যানি বর্ণিতলক্ষণাদ্বৃন্দাবনাদিতরাণি কাম্যবনাদীনীত্যর্থঃ। রসালাদিভিঃ পরিবৃতানীতি চতুর্থশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। ক্রমুকো গুবাকঃ। পর্কটী প্লক্ষঃ ॥ ১৯১ ॥

লকুচো ডহুঃ। কোষাতকী ঘিআ তরই ইতি খ্যাতা। জ্যোৎস্নী পটোলিকায়াঞ্চ কোষাতকীত্যমরঃ ॥ ১৯২ ॥

ব্যাপ্ত হইয়াছে। এবং বানরগণ যে সকল অনুপম বর্ত্তুল দ্রাক্ষাফল সকল গ্রাস করিয়াছে, তাহাদের গুচ্ছদ্বারা ভূমিতল আচ্ছন্ন হইয়াছে ॥ ১৯০ ॥

অপিচ, অন্যান্য কাম্যবন সকল, আম্র, পনস, অর্জ্জুনবৃক্ষ, গুবাক, নারিকেল, অসন, পলাশ, বট, পর্কটী (পাকুড়), খদির, বিল্ব, জম্বূ (জাম) প্রভৃতি, মধূক (মৌল), গিরিমল্লিকা, বকুল, নাগপুন্নাগ, অশোক, বক, পাটলী (পারুলগাছ), কনকচম্পক (কনকচাঁপা) এবং চম্পকবৃক্ষদ্বারা বেষ্টিত ॥ ১৯১ ॥

শিরীষ, ধব, শিংশপা (শিশুগাছ), লকুচ (মাদার), লোধ্র (লোধ-গাছ), কোষাতকী (ঝিঙে), প্রিয়াল (প্রিয়াসাল), নট, শল্লকী (গজভক্ষ্য গন্ধবৃক্ষ), সরল, সাল এবং পীলু প্রভৃতি, কপিত্থ (কদ্‌-বেল), করমর্দ্দ (করম্‌চা), প্রিয়ক, তিন্দুক (গাবগাছ), আম্রাতক (আমড়া), করীর, করবীর, কদলী এবং লবলী (নোড়) প্রভৃতি বৃক্ষ-দ্বারা ঐ সকল বন পরিবেষ্টিত ॥ ১৯২ ॥

তমাল-নবমালিকা-কনকযূথিকা-যূথিকা
কুরুণ্ডক-লবঙ্গিকা-দমনকাতিমুক্তাদিভিঃ।
অপি স্থলসরোজিনী বিচকিলাদিভিঃ কন্দলী-
প্রিয়ঙ্গুতুলসীমুখৈরপি বিচিত্রবীরুদ্গণৈঃ ॥ ১৯৩ ॥
সিতাসিতবিলোহিতোৎপলসরোজকহ্লারকৈ-
রথাঙ্গবকসারসৈঃ কুরর-হংসকারণ্ডবৈঃ।
বিরাজিততরঙ্গকৈর্বিমলবারিভির্বাপিকা
তড়াগ সরসীমুখৈঃ পরিবৃতানি তোয়াশয়ৈঃ ॥ ১৯৪ ॥

তেষামেকতমং বৃহদ্বনং নাম বনং। যত্র ব্রজপুরন্দরস্য যথোক্ত-প্রকারং রাজধান্যন্তরমাস্তে ॥ ১৯৫ ॥

অতিমুক্তোমাধবী বিচকিলো মল্লিকা। আদ্যন্তয়োরসালতুলস্যো র্নির্দ্দেশঃ সর্ব্বেষামপি বৃক্ষাণাং মঙ্গলময়ত্বসূচকঃ ॥ ১৯৩ ॥

তোয়াশয়ৈর্জলাশয়ৈঃ পরিবৃতানি কীদৃশৈঃ সিতেত্যাদিভির্জলস্থপুষ্পৈঃ রথাঙ্গাদিভির্জলচর-পক্ষিভির্বিরাজিতাঃ শোভিতাস্তরঙ্গা যেষাং তৈঃ। বাপীসরস্যোর্মহদল্পত্বাভ্যাং ভেদঃ ॥ ১৯৪ ॥

উক্তপ্রকারং শ্রীনন্দীশ্বরগনতিক্রম্য ॥ ১৯৫ ॥

তমাল, নবমালিকা, কনকযূথিকা (স্বর্ণযূই), যূথিকা (যুইফুল) কুরুণ্ডক, লবঙ্গ, দমনক (দোনাগাছ), অতিমুক্তা (মাধবীলতা) প্রভৃতি এবং স্থলকমলিনী, বিচিকিল (মল্লিকা) প্রভৃতি এবং কন্দলী, প্রিয়ঙ্গুলতা, তুলসী প্রভৃতি বিচিত্র লতা সমূহদ্বারা ঐ সকল বন পরি-ব্যাপ্ত ॥ ১৯৩ ॥

যে সকল জলাশয়ে শ্বেত রক্ত লোহিতবর্ণ পদ্ম, সরোজ এবং কহ্লারপুষ্প সকল বিরাজিত,যে সকল সরোবরে চক্রবাক, বক, সারস, কুরর, হংস এবং কারণ্ডব প্রভৃতি জলচরপক্ষি সকল সঞ্চরণ করে এবং যে সকল সরোবরে তরঙ্গ সকল বিরাজমান এবং যাহাদের জল অতি-শয় স্বচ্ছ, ঈদৃশ বাপী, তড়াগ এবং সরোবর প্রভৃতি জলাশয় সমূহদ্বারা ঐ সকল বন ব্যাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

ঐ সকল বনের মধ্যে বৃহদ্বন নামে কোনও এক বন আছে, ঐ বনে ব্রজপতি গোপরাজ নন্দের যেরূপ নন্দীশ্বর, সেইরূপ অন্য এক রাজধানী আছে ॥ ১৯৫ ॥

উক্তমেতদখিলমলৌকিকমপি ভগবদিচ্ছয়া স্বীকৃতলোকমধ্যপাতিত্বং মাংসচক্ষুষো লৌকিকমেব পশ্যন্তি নয়নদোষবশাচ্ছঙ্খমপি পীতমিব ॥ ১৯৬ ॥

উক্তং অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারমিত্যুপক্রম্য বর্ণিতং অলৌকিকং প্রকৃতিজন্যলোকভিন্নং কেবলসচ্চিদানন্দরসময়মপীত্যর্থঃ। ভগবদিচ্ছয়েতি অনাদিসিদ্ধয়ৈবেত্যর্থঃ। ততশ্চ তথাভূতত্বেনৈবাস্য নিত্যত্বে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে প্রপঞ্চাভাবেঽপি যোগমায়াকল্পিতস্য প্রপঞ্চস্যান্তর্বর্ত্তিত্বং জ্ঞেয়ং। তথাভূতস্বরূপত্বেনৈবাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতিত্বেন লৌকিকালৌকিকসর্ব্বতো বিলক্ষণলীলাদিভির্মহাবৈকুণ্ঠনাথাদিভ্যোঽপি চমৎকারকারিত্বমিব মহাবৈকুণ্ঠাদিভ্যোঽপি উৎকর্ষো নিঃসীমমাধুর্য্যাবিষ্কারেণ ভাগবতামৃতাদিষু সিদ্ধান্তিতো ঘটত ইতি। কিঞ্চ। প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তিত্বেঽপি সর্ব্বপ্রপঞ্চব্যাপকত্বমস্য ভগবদ্বিগ্রহস্যেব অতর্ক্যতয়ৈবাস্তি। এতৎপ্রদেশৈকদেশেঽপি ব্রহ্মণা সপরিকরাণাং ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাং সাক্ষাদ্দৃষ্টত্বাদিতি লৌকিকং দেশান্তরসাধারণং নয়নয়োর্দোষঃ পিত্তপ্রকোপস্তদ্বশাৎ। দেশান্তরসাধারণ্যমস্য সর্ব্বতো বৈলক্ষণ্যেন নিরুপধিচিত্তাকর্ষকত্বলক্ষণমহাগুণানুভবাদপি জ্ঞেয়ং। পরানন্দো যস্মিন্নয়নপদবীভাজি ভবিতা ত্বয়া বিজ্ঞাতব্যো মধুবরবশোঽয়ং মধুরিপুরিতি। যত্র প্রকৃত্যা রতিরুত্তমানাং তত্রানুমেয়ঃ পরমোঽস্বভাবঃ ইত্যাদের্ভগবতস্তদীয়ানাং ভক্তধামাদীনাঞ্চ চিত্তাকর্ষকত্বলক্ষণগুণেনাপি পরিচিতত্বোক্তেঃ। অতস্তথাভূতচিত্তাকর্ষকত্বতারতম্যেনাপি তেষামুৎকর্ষতারতম্যং লক্ষ্যতে ভক্তসুধীভিঃ তথৈবাকৃষ্টচেতস্তারতম্যেনৈব তত্তদ্দ্রষ্টুরপ্যুত্তমত্বতারতম্যং জ্ঞায়তে। নতু বর্ণিতলক্ষণমণিময়বৃক্ষভূম্যাদিময়ত্বস্যাদর্শনাদেব উত্তমত্বহানিকরং মাংসচক্ষুষ্ট্বং বাচ্যং। ভগবদিচ্ছয়া বিনা দৃষ্টিযোগ্যজনৈরপি তস্য দ্রষ্টুমশক্যত্বাৎ। যথোক্তং শ্রীভাগবতামৃতে। লীলাঢ্যোঽপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিল কৈশ্চন। শূন্য এবেক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগ্যৈরপ্যপরৈরপীতি। তথা সামান্যাকারেণ দৃষ্টানামপি বৃক্ষগুল্মাদিময়ভূমীনামপি চিন্ময়ত্বমেব প্রতিপাদিতং। নতু তদন্যথাত্বং। অলং বিচারবিস্তারেণ। মল্লানামশনিরিত্যাদৌ বিরাট্ত্বেন দৃষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেব মাংসচক্ষুভিরনাকৃষ্টমনস্কৈরাসুরভাবাক্রান্তৈরপি দৃষ্টানাং তত্তৎপ্রদেশানাং নাচিন্ময়ত্বং কিন্ত

'সকল বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে যে সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অলৌকিক অর্থাৎ অপ্রাকৃত হইলেও কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বেচ্ছাক্রমে জগতের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চর্ম্মচক্ষু মানবগণ যেরূপ নয়নের পিত্তদোষ বশতঃ শ্বেতবর্ণ শঙ্খকেও পীতবর্ণ দর্শন করে, সেইরূপ অলৌকিক বস্তুকেও লৌকিক বলিয়া দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৯৬ ॥

ভগবদিচ্ছা তু যথা ॥ ১৯৭ ॥

আসাতে পিতৃমাতৃভাবভবিকৌ কৃষ্ণস্য যত্রাধিপা-
বেকো নন্দ ইতি প্রথামুপযযাবন্যা যশোদেতি যৌ।

কৃষ্ণনিষ্ঠস্বরূপং স্যাদদৈত্যৈঃ সুগমং জনৈরিতি রীত্যা তদানীং তত্তদর্থক্রিয়াকারিত্বাভাব-ইতি॥ ১৯৬॥

ভগবদিচ্ছেতি। তাদৃশলীলাস্থিতে স্তদ্ধেতুকত্বেঽপি তচ্ছব্দেনাভিধানমুপচারেণৈব। সচ তস্যাঃ বিলক্ষণমাধুর্য্যাপাদকতদিচ্ছামাত্রৈকপ্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোদিতেত্যাদিনা ভাগবতামৃতোক্তং দ্বিধাভূতায়া এব লীলায়া নিত্যস্থিতিপরিপাটীমাহ আসাতে ইতি। ॥১৯৭॥

যত্র গোকুলে যৌ অধিপৌ অধীশ্বরৌ আসাতে নিত্যং বিরাজমানৌ বর্ত্তেতে ইত্যর্থঃ। কীদৃশৌ কৃষ্ণস্য পিতৃমাতৃভাব এব ভবিকং মঙ্গলং যয়োস্তৌ। কৌ তাবিত্যপেক্ষায়ামাহ। একো নন্দ ইতি অন্যা যশোদেতি প্রথাং খ্যাতিং উপবসুদেবদেবক্যাদিভ্যোঽপ্যাধিক্যেন যযৌ। তাভ্যাং এষ শ্রীকৃষ্ণো নিত্যকিশোরঃ শিশুরিব প্রাদুর্ভবন্। শিশুবদিতি কৈশোরাচ্ছাদনাংশ-মাত্রবিবক্ষয়া বস্তুতস্তু শৈশবাদীনামপি নিত্যত্বমগ্রিমগ্রন্থে স্পষ্টমেব স্থাপয়িষ্যতে গ্রন্থকৃতা। মোদত ইতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ নিরন্তরমেবতত্রাপ্রকটলীলায়াং পরস্পরাসংপৃক্তস্বরূপৈর্ব হুভিঃ প্রকাশৈঃ। প্রকটলীলায়াং তু কদাচিৎ ক্বচন ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দে একেনৈব প্রকাশেন তত্র প্রত্যেকমন্তরান্তরাপ্রকটিতাবান্তরপ্রকাশেনেতি ভেদঃ। ননু নিত্যকিশোরত্বং শৈশবাদি

ভগবানের ইচ্ছাও এইরূপ, যথা— ॥১৯৭ ॥

যে গোকুলে যে দুই জন অধীশ্বর নিত্যই বিরাজমান আছেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃভাবে এক জনের এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতৃভাবে অপরের মঙ্গল হইয়া থাকে। ঐ উভয়ের মধ্যে এক জন নন্দ এবং অন্য যশোদা এইরূপ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বসুদেব এবং দেবকী অপে-ক্ষাও এই উভয়ের প্রাধান্য। ঐ নন্দ এবং যশোদার সহিত নিত্য কৈশোরদশা প্রাপ্ত এই শ্রীকৃষ্ণ, শিশুর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া নিরন্তর প্রমোদিত হইয়া আছেন। কৈশোর অবস্থার ন্যায় শৈশবাবস্থাও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, ইহা পরে গ্রন্থকার সপ্রমাণ করিবেন। কিশোর ভাব এবং শিশুভাব এক পদার্থে এককালে অবস্থান করিলেও কোনও বিরোধ ঘটিতে পারে না। যে হেতু অচিন্তনীয় লীলাশক্তির

তাভ্যাং নিত্যকিশোর এষ শিশুবৎ প্রাদুর্ভবন্ মোদতে
লীলায়াঃ কিমশক্যমস্তি ভগবদ্বর্য্যস্য লীলানিধেঃ ॥ ১৯৮ ॥

বাৎসল্যমামোদয়িতুং তয়োস্তৎ
শিশুর্ভবন্ পালনলালনাভ্যাং।
অলৌকিকৈরেব সমস্তভাবৈঃ

মত্বঞ্চ একত্র যুগপদ্বিরোধি স্যাত্তত্রাহ লীলায়াঃ কিমশক্যমস্তি অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বমপি সুশক্যমেবেত্যর্থঃ। কিমশক্যমিত্যনেন সূচিতেন দুর্ঘটত্বেন শৈশবাদীনামপি নিত্যত্বমত্রাপি সূচিতমভূদেব ইতি। ভগবদ্ভ্যো বৈকুণ্ঠনাথাদিভ্যোঽপি বর্য্যস্য শ্রেষ্ঠস্য। কেন বর্য্যত্বমিত্যপেক্ষায়াং হেতুগর্ভিতং বিশিনষ্টি লীলানিধেরিতি। তদুক্তং লীলাপ্রেম্না প্রেমাধিক্যমিত্যাদীতি ॥১৯৮॥

নন্থ তস্য লোকবল্লীলাবত্বে কিং প্রয়োজনমিত্যপেক্ষায়াং ভক্তবিনোদনং বিনা নান্যন্মুখ্যং প্রয়োজনমিতি সামান্যেন বক্তুং বিশিষ্য তদেবৈকমাহ তয়োর্নন্দযশোদয়োঃ শিশুর্ভবন্ সন্ পালন লালনাভ্যাং তৎপ্রসিদ্ধং শৈশবাদি চেষ্টোত্থং বাৎসল্যং আমোদয়িতুং প্রকাশয়িতুং তদাদি সর্ব্বভক্তসুখার্থং। যদ্বা। অনুমোদয়িতুং অপ্রকটলীলায়াং তদাদি তাদৃশ সিদ্ধান্ প্রকটলীলায়ান্তু সাধকান্ সমস্তানপীত্যর্থঃ। অলৌকিকৈঃ কুত্রাপ্যদৃষ্টাশ্রুতচরেণ মাধুর্য্যেণ তদাচ্ছাদিতৈশ্বর্য্যেণ চ লোকমতিক্রান্তৈঃ সমস্তভাবৈর্বাল্যপৌগণ্ডাদিভির্লোকে অপ্রকটে প্রকটেঽপি লৌকিকত্বং নরলীলত্বং এতি প্রাপ্নোতি। স্বয়ং লৌকিকত্বমেতীত্যনেন লৌকি-

---

অসাধ্য কি আছে ?। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি ভগবদ্গণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্ব্বপ্রকার লীলার নিধি স্বরূপ। এইরূপ একত্র দুই পদার্থের এককালে অবস্থান হইলে কোনও বিরোধ নাই, অথচ কৈশোর অবস্থার ন্যায় শৈশব অবস্থাও নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৯৮ ॥

ভগবানের লীলা প্রকাশ কেবল ভক্তবিনোদ মাত্র। ইহা ভিন্ন আর মুখ্য প্রয়োজন দেখা যায় না। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ, ঐ নন্দ এবং যশোদার শিশু হইয়া,লালন এবং পালনদ্বারা শৈশবাদি চেষ্টায় সমুৎপন্ন বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কোথাও অদৃষ্ট পূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ঈশ্বরত্বের আচ্ছাদনকারী মাধুর্য্যদ্বারা লোকাতীত অর্থাৎ অলৌকিক বাল্য ও পৌগণ্ড প্রভৃতি সমস্ত ভাব ধারণপূর্ব্বক, জগতে

সলৌকিকত্বং স্বয়মেতি লোকে ॥ ১৯৯ ॥
গোগোপগোপীনিকরৈর্বিলাসো-
ঽলোকেঽপি তস্মিন্ ভবিতুং ক্ষমেত।
বাল্যাদিলীলাসুরনাশলীলে

কত্বস্যৈব স্বয়ং রূপত্বলক্ষণত্বমিতি ভাবঃ ॥ ১৯৯ ॥

ননু কথং কেবলং বাৎসল্যানুমোদনার্থমিত্যুচ্যতে মধুররসস্য তত্র প্রাধান্যে সত্যপীতি তত্রাহ। তস্মিন্ প্রসিদ্ধে অলোকেঽপি প্রপঞ্চাদ্বহির্ভূতে মহাবৈকুণ্ঠীয়গোলোকেঽপি বিলাসঃ শৃঙ্গাররসনিষ্ঠঃ ভবিতুং ক্ষমেত যুজ্যেত। ভবতীত্যনুক্ত্বা ভবিতুং ক্ষমেতেত্যনেন যথা লৌকিকে মাধুর্য্যপোষেণ স্যাত্তথা ন সম্ভবতীতি দ্যোতয়তি। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানমিত্যাদি ব্রহ্মসংহিতানুসারেণ সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দেবলীলত্বেন ঐশ্বর্য্যস্যৈব পোষণাধিক্যাৎ। তথাপ্যসৌ তত্র শোভত এব। কিন্তু বাল্যাদিলীলা তথা অসুরনাশলীলা চেতি দ্বে লোকং বিনা শোভাং নার্হত এব। কৃষ্ণস্য দেবলীলত্বান্মহৈশ্বর্য্যসাক্ষাৎকারেণ তত্রত্য বাৎসল্যস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তথা মহানীল-নীলাভমিত্যুপক্রম্য অনঃপূতনাদীন্নিহন্তুঃ প্রবৃত্তমিত্যাদিক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ ধাতৄণাং বৈধভক্তানাং প্রাপ্যত্বেন তত্র বর্তমানায়া অপি অসুরনাশলীলায়াশ্চ তথৈব দেবলীলতয়া মহৈশ্বর্য্যদৃষ্ট্যা সঙ্কোচাদ্যভাবান্নাট্যবদকিঞ্চিৎকরত্বমেবেতি। অতস্তত্তদনুমোদনোপলক্ষণভূতস্য বাৎসল্যানুমোদনস্যৈব হেতুত্বপ্রাধান্যাৎ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন বাৎসল্যমামোদয়িতুমিত্যুক্তং। ন পুনর্মধুররসানুমোদনাদীনাং হেতুত্বাভাব এব। কেবলমিতি গোকুলস্য ঐশ্বর্য্যময়ত্বং ভাগবতামৃতে ব্যক্তং যথা। যত্তু গোলোকনাম স্যাত্তত্তু গোলোকবৈভবং তদাত্মবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ। যথা পাতালখণ্ডে। অহো মধুপুরী ধন্যেত্যাদীতি। অতঃ সাধুক্তমত্রাপি গ্রন্থকৃতা বর্ণনারম্ভ এব। অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারং বৃন্দাবনং নাম বনমিতি। তথা ব্রহ্মলোকদর্শনপ্রস্তাবে চ শ্রীমন্নন্দাদীনামনুভবেনাপি ব্যঞ্জয়িষ্যতে চাস্যৈব গোকুলস্য

স্বয়ং লৌকিকভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯৯ ॥

সেই প্রসিদ্ধ মহাবৈকুণ্ঠ সম্বন্ধীয় গোলোকধাম, প্রপঞ্চাতীত হইলেও, তাহাতে গো, গোপ এবং গোপীসমূহ দ্বারা শৃঙ্গাররসাত্মক বিলাস হওয়া উপযুক্ত কারণ, বাল্যাদিলীলা এবং অসুরনাশলীলা,

লোকং বিনা নার্হত এব শোভাং ॥ ২০০ ॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনে ভগবৎস্থানতত্ত্ববল্লীবিস্তারে
প্রথমঃ স্তবকঃ ॥ * ॥

পরমোৎকর্ষ ইতি ॥ ২০০ ॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং সুখবর্ত্তন্যাং প্রথমস্তবকসঙ্গমনং ॥ * ॥

আনন্দবৃন্দাবনসুপ্রবেশে টীকাস্তু দৃশ্যা সুখবর্ত্তনীয়ং।
সংশোধ্যতামর্হতু তৈর্মহদ্ভির্যেষাং স্বসর্ব্বস্বমিয়ং হি লীলা ॥

এই দুইটী লোক ব্যতীত কিছুতেই শোভা পাইতে পারে না ॥ ২০০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন কৃতানুবাদে
ভগবৎস্থানতত্ত্ববল্লীবিস্তার নামক
প্রথম স্তবক ॥ * ॥

দ্বিতীয় স্তবক।

অথ তয়োঃ পিত্রোস্তথাবিধসৌভাগ্যমেধয়িতুং রাজন্যাপদেশ-সুরেতরযূথপযুতনির্ভরভরভজ্যমানবপুষো ধরণিদেব্যাঃ পরমাভীল-মাভীলমালোক্য পরিদূনেন পরমেষ্ঠিনা নিবেদিতক্ষীরোদশায়ি-বিজ্ঞাপিতমাত্মানঞ্চ লৌকিকলীলয়া রসয়িতুমবতিতীর্ষুরবনিতলে-

দ্বিতীয়ে স্তবকে কৃষ্ণজন্মলীলাস্থলদ্বয়ে। পুরে বৃহদ্বনে বর্ণ্যা সমাসব্যাসতঃ ক্রমাৎ। তয়ো-র্নন্দযশোদয়োঃ। এধয়িতুং বর্দ্ধয়িতুমিত্যেকো হেতুঃ। আত্মানঞ্চ শৃঙ্গারাদিরসৈরসয়িতুমিতি দ্বিতীয়ঃ। নন্বেতদ্ধেতুদ্বয়ং অপ্রকটলীলায়াং যোগমায়াকল্পিতপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তিষু শ্রীগোকুল-প্রকাশেষু বর্ত্তত এবেত্যত আহ অবনিতলেঽপীতি। মায়িকপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তি ভূর্লোকেঽপি। অত্রত্ব-সাধারণস্তু হেতুদ্বয়ং আত্মারামান্মধুরচরিতৈরিত্যাদিনা বক্ষ্যতে। কীদৃশমাত্মানং ধরণি-দেব্যাঃ আভীলং কষ্টমালোক্য পরিদূনেন পরমেষ্ঠিনা ব্রহ্মণা তত্ত্রাণার্থং নিবেদিতো যঃ ক্ষীরো-

দ্বিতীয় স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, পুরর এবং বৃহদ্বন এই দুই স্থানে ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইবে—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীনন্দ এবং যশোদা এই পিতামাতার তাদৃশ সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন। ইহাই তাঁহার জন্মসম্বন্ধে প্রথম কারণ। ক্ষত্রিয়নামধারি সহস্র সহস্র অসুরদলপতিগণের সাতিশয় ভরে ধরণীদেবীর শরীর যখন ভাঙিয়া পড়ে, তখন পদ্মযোনি ব্রহ্মা পৃথিবীর কষ্ট দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত মনে ক্ষীরোদশায়ি পালন-কর্ত্তা শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করেন যে, আপনাকে পৃথিবীর ভার মোচন করিতে হইবে। কারণ, আপনার আত্মাই পৃথিবীর পরম ভয় বিনাশ করিতে সমর্থ। তৎকালে ভগবান্ লৌকিকলীলা অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার আত্মাকে শৃঙ্গারাদি রসদ্বারা রসযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন।

হপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সকলমুক্তপ্রকারমাবির্ভাবয়ামাস ॥ ১॥

বিশেষতস্তূক্তপ্রকারাণাং নিত্যসিদ্ধানাং গোপদুহিতৃণাং লোকমধ্যাবির্ভাবসময়ে সমমেব তৎকামকামিতাঃ শ্রুতয়ো মুনয়শ্চ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ সীতাসখস্য দাশরথের্বিলাসমালোক্য তথা জাতমনোরথাস্তত্তৎসাধনৈঃ সিদ্ধদশামাপদ্যমানাস্তত্তৎসৌভাগ্যভাজনং বপুরাসাদ্য উক্তপ্রকারাণাং দ্বিতীয়গোপমিথুনানাং ভবনে প্রাদুরভূবন্॥২

দশায়ী পালনকর্ত্তা বিষ্ণুস্তেন বিজ্ঞাপিতং অবতারার্থমিত্যর্থঃ। আভীলং কীদৃশং। পরমাং ভিয়ং লাতি দদাতীতি তৎ। স্যাৎ কষ্টং কৃচ্ছ্রমাভীলমিত্যমরঃ। উক্তপ্রকারং পিতৃমাতৃবন্ধুকুলং ॥ ১ ॥

বিশেষত ইতি উক্তপ্রকারাদপ্রকটলীলাগতাদয়ন্তু বিশেষ ইত্যর্থঃ। নিত্যসিদ্ধানাং রাধাচন্দ্রাবল্যাদীনাং তাসাং কামে অভিলাষে কামিতং কামনা যাসাং তাঃ। সমমেব সহৈব শ্রুতয়ো বৃহদ্বামনাদিষু প্রসিদ্ধাঃ। তথা তেনৈব প্রকারেণ স্বেষ্টদেব শ্রীমদনগোপালে জাতো মনোরথো যেষাং তে ॥ ২ ॥

ইহাই তাঁহার ভূতলে অবতীর্ণ হইবার দ্বিতীয় কারণ। এই দ্বিবিধ কারণে তিনি মায়াকল্পিত প্রপঞ্চের অন্তর্গত ভূর্লোকেও অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার, অর্থাৎ পিতৃমাতৃ বন্ধুসমূহকে আবির্ভূত করিলেন ॥ ১ ॥

তবে এইমাত্র বিশেষ যে, পূর্ব্বোক্তনিত্যসিদ্ধ শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপকন্যাগণ, যে সময়ে লোকমধ্যে আবির্ভূত হয়েন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের সহিত শ্রুতি সকল অন্য গোপগোপীদের ভবনে আবির্ভূত হয়েন। কারণ, শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীপ্রভৃতির অভিলাষ বিষয়ে শ্রুতিদিগের কামনা ছিল এবং দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের,সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের মধুরবেশ দর্শন করিয়া ঐপ্রকারে স্বকীয় ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালের প্রতি অভিলাষ জন্মে। এই কারণে তাঁহারা তত্তৎসাধনসমূহদ্বারা সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এবং তত্তৎসৌভাগ্যভাজন শরীর লাভ করিয়া উক্তপ্রকার দ্বিতীয় অর্থাৎ অন্য গোপগোপীদিগের ভবনে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ২ ॥

যোগমায়া চ ভগবতী ভগবতো নিরুপমা শক্তিরশেষবিশেষ-দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্ত্বমুররীকৃত্য ভগবৎপ্রেষিতৈব তত্রালক্ষ্য বিগ্রহৈ-বাবততার ॥ ৩ ॥

তত্র তাবদ্বৃহদ্বন এব ভগবদবতারতঃ প্রাগেব শ্রীনন্দাদয়ো ঽবতীর্ণাঃ। ভগবদবতারানন্তরং ভগবতঃ সখায়ঃ প্রেয়স্যশ্চ নিত্য-সিদ্ধাঃ। অনন্তরং দ্বিবিধা অপ্যন্যা ইতি ॥ ৪ ॥

এবমাসন্নে ভগবদবতারসময়ে চিরসময়সমুপসীদদ্দয়িতা দয়িতা ইব

তত্র গোকুলে যশোদায়ামিত্যর্থঃ। বসুদেবেন ততো দেবক্যাস্ততঃ কংসাদিভিশ্চ লক্ষ্য-বিগ্রহত্বং তস্যা অংশভূতায়া এব তত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থং। পূর্ণতমা তু গোকুলাদন্যত্র ক্বাপি ন গচ্ছতি পূর্ণতমঃ শ্রীকৃষ্ণ ইবেতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩ ॥

বৃহদ্বন এবেতি তদানীং কেশিভয়েন নন্দীশ্বরে তৎপিত্রা পর্জ্জন্যেন স্থাতুমশক্যত্বাৎ। অন্যাঃ সাধনসিদ্ধাঃ দ্বিবিধাঃ শ্রুতিচর্য্যা মুনিচর্য্যাঽপি। অবতীর্ণা ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

তত্র সর্ব্বেষাং তত্ত্ববস্তূনামুপলক্ষণত্বেন প্রথমং পঞ্চানামপি ভূতানাং হর্ষেণ তাৎকালিক-বৈলক্ষণ্যমাহ। চিরসময়েভ্যঃ বহুকালানন্তরং সমুপসীদন্ সম্যক্ সমীপমাগচ্ছন্ দয়িতঃ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুপমা শক্তিস্বরূপা ভগবতী যোগমায়া অশেষ-প্রকার বিশেষ দুর্ঘটঘটনাতে পটুতা স্বীকার করিয়া, ভগবৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এবং অলক্ষ্য শরীর ধারণ করিয়াই সেই গোকুলে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৩ ॥

সেই বৃহদ্বনে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীনন্দ এবং যশোদা প্রভৃতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে, পরে তদীয় নিত্যসিদ্ধ সখা এবং প্রেয়সীগণ অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর সাধনসিদ্ধ দ্বিবিধ, অর্থাৎ শ্রুতিনিষ্ঠ এবং মুনিচর্য্যাধারীও অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৪ ॥

এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, বহুদিনের পর পতি নিকটে আসিলে পত্নী যেরূপ বিপুল আনন্দে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ পৃথিবীও প্রচুর আনন্দভরে নিমগ্না হই-

হর্ষভরপৃথ্বী পৃথ্বী ॥ ৫ ॥

ভগবদুপাসকমনাংসীব সুপ্রসন্নানি মোদিতভুবনানি ভুবনানি ॥৬॥

পাঞ্চজন্য ইব দক্ষিণাবর্ত্তঃ সমুজ্জ্বলনো জ্বলনোঽপি ॥ ৭ ॥

ভগবজ্জনাঙ্গসঙ্গ ইব শীতলস্নিগ্ধমধুরো জগৎপবনঃ পবনঃ ॥৮॥

ভগবদ্ভক্তহৃদয়মিব নৈর্ম্মল্যপুষ্করং পুষ্করং ॥ ৯ ॥

হরিভজনজনজননানীব সদা সুফলানি নিরাকুলানি কুলানি বিটপিনাং ॥ ১০ ॥

কান্তো যস্যাঃ সা। দয়িতা ইব হর্ষভরেণ পৃথ্বী বিপুলা। বিসঙ্কটং পৃথু বৃহদিত্যমরঃ ॥ ৫ ॥

মোদিতভুবনানি আনন্দিতলোকানি ভুবনানি জলানি। জীবনং ভুবনং বনমিত্যমরঃ ॥৬

পাঞ্চজন্যো বিষ্ণুশঙ্খঃ সম্যগুৎকর্ষেণ জ্বলতি দ্যোততে ॥ ৭ ॥

জগৎ বিশ্বমেব পুনাতি ॥ ৮ ॥

নৈর্ম্মল্যেন পুষ্করং পুষ্কলং পুষ্টমিত্যর্থঃ। যমকানুরোধেন রলয়োরৈক্যং পুষ্করমাকাশং ॥৯॥

হরিং ভজন্তে ইতি হরিভজনা জনাস্তেষাং জননানি জন্মানি ॥ ১০ ॥

লেন ॥ ৫ ॥

তৎকালে ভগবদুপাসকগণের চিত্তসমূহের ন্যায় ভুবন (জগৎ এবং জল) সকল, লোকদিগকে আমোদিত করিয়া প্রসন্ন হইল ॥ ৬ ॥

পাঞ্চজন্য বিষ্ণুশঙ্খ যেরূপ দক্ষিণাবর্ত্ত, সেইরূপ অগ্নিও দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

হরিভক্তজনগণের অঙ্গস্পর্শ যেরূপ সুশীতল, সুমধুর, সুস্নিগ্ধ এবং জগৎ পবিত্র করিয়া থাকে, ঐ রূপ সমীরণ তৎকালে অবিকল বহিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

হরিভক্তজনের অন্তঃকরণের ন্যায় আকাশমণ্ডল নিরতিশয় নির্ম্মল হইয়া উঠিল ॥ ৯ ॥

যাঁহারা হরিপাদপদ্ম ভজনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্ম সকল যেরূপ সফল ও নিশ্চিন্ত, সেইরূপ বৃক্ষশ্রেণীও সুফলযুক্ত এবং প্রফুল্ল হইল ॥ ১০ ॥

বিবুধদ্রুহামায়ুষ ইবাপলিতানি পলিতানি ॥ ১১ ॥

ফলোন্মুখানীব দিবিষদামাশালতা নিকুরম্বাণি কুরম্বাণি ॥ ১২ ॥

হরিতো লব্ধপ্রসাদা হরিতো লব্ধপ্রসাদা মনোবৃত্তয় ইব ভাগবতানাং ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রৌষধমণিভিরপহৃতানীব ধরণ্যাঃ কিল্বিষাণি বিষাণি। প্রাণিনামেব দুঃখানি প্রশমিতানি শমিতানি চ ভুবনজনমনাংসি ॥১৪

বিবুধদ্রুহামসুরাণাং আয়ুষঃ পলিতানি জরাবিকৃতানি আপলিতানীব আগতানীব ইতি সম্ভাবনা। তেষামাসন্নমরণলক্ষণদর্শনাৎ। পল গতৌ। পলিতং জরসা শৌক্ল্যং কেশাদাবিত্যমরঃ ॥ ১১ ॥

কুরম্বাণি কৌ পৃথিব্যাং লম্বমানানি। রবিলবীত্যাদি গত্যর্থাঃ ॥ ১২ ॥

হরিতো দিশঃ লব্ধপ্রসাদাঃ প্রাপ্তপ্রকাশাঃ হরিতো হরিং প্রাপ্য ॥ ১৩ ॥

কিল্বিষাণি পাপিষ্ঠাসুরসমূহভররূপাণি বিষাণি। তদেব বিশিষ্য বিবৃণোতি প্রাণিনামিতি। শমিতানি শং কল্যাণমিতানি প্রাপ্তানি ॥ ১৪ ॥

সুরদ্রোহী অসুরগণের পরমায়ুর জরাজনিত বিকাররাশি যেন তৎকালে উপস্থিত হইল, অর্থাৎ তাহাদের আসন্ন মৃত্যুচিহ্ন যেন দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১১ ॥

স্বর্গবাসি দেবগণের আশালতাসমূহ যেন ফলোন্মুখ হইয়া পৃথিবীতে লম্বমান রহিল ॥ ১২ ॥

ভগবদ্ভক্ত জনগণের মনোবৃত্তি সকল, 'হরিতঃ' অর্থাৎ হরি হইতে যেরূপ প্রসাদ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ তৎকালে 'হরিতঃ' অর্থাৎ দিক্‌সকল প্রসাদ অর্থাৎ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইল ॥ ১৩ ॥

ঐ সময়ে পৃথিবীর পাপিষ্ঠ অসুরসমূহের ভররূপ পাপবিষ সকল মণি, মন্ত্র এবং ঔষধদ্বারা যেন উপশমিত হইল। প্রাণিবর্গের সমুদয় দুঃখ দূর হইয়াগেল এবং ভুবনবাসি জনবৃন্দের অন্তঃকরণ সকল কল্যাণ প্রাপ্ত হইল ॥ ১৪ ॥

প্রবর্ত্তিতমিব জনানামঙ্গলমঙ্গলতারুণ্যেন উল্লসিতমিব সকল-গুণভাজনেন সভাজনেন ॥ ১৫ ॥

ফলিতমিব সকলভুবনজনানাং সুকৃতেন সুকৃতেন।

উন্মীলিতানীব চক্ষুষ্মতাং চক্ষুষামশাতানি শাতানি ॥ ১৬ ॥

এবং পরিপূর্ণমঙ্গলগুণতয়া দূষণদ্বাপরান্তে দ্বাপরান্তে নিরন্তরাল-ভাদ্রপদে ভাদ্রপদে মাসি মাসিতে পক্ষেঽপক্ষে পরহিতে হিতে-রসময়ে সময়ে গুণগণারোহিণীং রোহিণীং সরতিসুধাকরে সুধাকরে যোগে ॥ ১৭ ॥

অঙ্গলতায়াং মঙ্গলস্য যত্তারুণ্যং তেন প্রবর্ত্তিতমিবেতি কর্ম্মবিশেষানুক্তেরঙ্গনিষ্ঠং রূপগুণ-চেষ্টাদিকং কর্ম্মসামান্যমেব জ্ঞেয়ং। তচ্চ বৃত্তমপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তিতমিত্যর্থঃ। সকলৈগুর্ণৈঃ সভাজনং স্তুতির্যস্য তথাভূতেন সতা ॥ ১৫ ॥

সুকৃতেন সুষ্ঠু কৃতেন সুকৃতেন পুণ্যেন। চক্ষুষাং শাতানি সুখানি অশাতানি অদুর্ব্বলানি। শো তনূকরণে ইত্যস্য রূপং। শাতং শিতঞ্চ দুর্ব্বলে ইতি মেদিনী ॥ ১৬ ॥

দূষণস্য দ্বাপরঃ সন্দেহস্তস্যাপি অন্তো নাশো যত্র তথাভূতে দ্বাপরযুগস্যান্তে। নিরন্তরালস্য নিবিড়স্য ভাদ্রস্য ভদ্রসমূহস্য পদে আশ্রয়ে। সমূহার্থে ভিক্ষাদিত্বাদন্ *। মাসিতে অসিতে পক্ষে গুণগণমারোঢ়ুং শীলং যস্যাস্তাং সরতি প্রাপ্নুবতি সতি সুধাকরে আয়ুষ্মতিযোগে ॥ ১৭ ॥

তৎকালে জনসকলের অঙ্গনিষ্ঠ রূপগুণাদি সমুদয় চেষ্টা যেন প্রবল-ভাবে প্রবর্ত্তিত হইল। সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সভ্যজন যেন উল্লাস প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥

ঐ সময়ে সমস্ত বিশ্বমণ্ডলস্থিত জনসমূহের সুকৃত অর্থাৎ সুন্দর-রূপে আচরিত, সুকৃত যেন ফলিত হইল। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের নেত্র-রাশির প্রবল সুখরাশি যেন প্রকাশিত হইয়া উঠিল ॥ ১৬ ॥

এইরূপে পরিপূর্ণ মঙ্গলভাবে দোষসন্দেহের বিনাশকারী দ্বাপর-যুগের অবসানে, সাতিশয় ভদ্রজনগণের আশ্রয়স্বরূপ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষে এবং অবিরোধি পরহিতকর হিত রসময় সময়ে এবং সুধাকর গুণগণযুক্ত রোহিণীনক্ষত্র এবং আয়ুষ্মান্ নামক যোগ প্রাপ্ত হইলে॥১৭

---

* ভিক্ষাণাং সমূহঃ ভৈক্ষং ইতিবৎ ॥

যোগেশ্বরেশ্বরো মধ্যে ক্ষণদায়াঃ ক্ষণদায়াঃ পূর্ণানন্দতয়া জীব-বজ্জননীজঠরসম্বন্ধাভাবাদ্বন্ধাভাবাচ্চ কেবলং বিলসৎকরুণয়াঽরুণয়া তথাবিধলীলালীলাসিকয়া কয়াচন পুরন্দরদিগঙ্গনোৎসঙ্গ ইব রজনীকর স্বপ্রকাশতয়া প্রাদুর্ভাবমেব ভাবয়ন্ ॥ ১৮ ॥

অগ্রে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জনি-জনিত-তপঃসৌভাগ্যফলেনোপলব্ধপিতৃ-মাতৃভাবয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোর্বাসুদেবস্বরূপেণাবির্ভাবং ভাব-

ক্ষণদায়া রাত্রেঃ ক্ষণদায়া উৎসবদায়িন্যাঃ। বিলসন্তী যা করুণা তয়ৈব হেতুভূতয়েত্যর্থঃ। অরুণয়া অরুণবর্ণয়া সর্ব্বজীবং প্রতি অনুরাগবত্যেত্যর্থঃ। কীদৃশ্যা তথাবিধানাং লীলানাং আলী শ্রেণী তস্যা লাসিকয়া প্রকাশিকয়া। যদ্বা। তথাবিধা করুণাব্যঞ্জনময়ী লীলৈব। আলী সখী তস্যা লাসিকয়া নর্ত্তক্যা কয়াচন অনির্ব্বচনীয়য়া ভাবয়ন্ কুর্ব্বন্। করোত্যর্থস্য যঃ কর্ত্তা ভবতেঃ স প্রযোজক ইতি স্মৃতেঃ। তথা কথনং প্রাদুর্ভাবাদয়ো লীলাশ্চিন্ময্যঃ স্বতন্ত্রা এব বর্ত্তন্তে। লোকে তাসাং প্রকটনেন স্বস্য প্রযোজকত্তামাত্রমিতি জ্ঞাপনার্থং ॥ ১৮ ॥

অগ্রে প্রথমং উপলব্ধঃ জ্ঞাতঃ পিতৃমাতৃভাবো যাভ্যাং তয়োঃ উপলব্ধিস্তু তয়োর্নিত্যসিদ্ধত্বং রহস্যত্বাদ্গোপয়তঃ। ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি। তদায়ং সুতপানামিত্যাদিনা তাদৃশভক্তিপ্রচারার্থং তদা তদা অবতরতঃ সাধকরূপান্ তত্তদংশান্ এব তত্ত্বেন নির্দ্দিশতো ভগবতো বচনাদেব বস্তুতস্তু নিত্যসিদ্ধয়োরেব তয়োস্তত্তদংশ-প্রবেশ-এব সাধনসিদ্ধত্ব-খ্যাপকঃ। তদানীং ভগবতা তথোক্তিস্তু তয়োর্ভক্তিবৃদ্ধ্যর্থমৈশ্বর্য্যভাবপোষাদেব। দ্রোণধরাংশিনো-

যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, উৎসবদায়িনী রজনীর মধ্যভাগে, পূর্ণানন্দভাবে এবং জীবের ন্যায় জননীর জঠরসম্বন্ধের এবং বন্ধের অভাব হেতু,কেবল জীবগণের প্রতি অনুরাগ বিলসিত করুণাদ্বারা এবং তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় লীলাশ্রেণীর প্রকাশ পূর্ব্বক পূর্ব্বদিক্ রূপবধূর উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) চন্দ্রমার ন্যায় স্বপ্রকাশরূপে অপনার আবির্ভাব করিয়া উৎপন্ন হইলেন ॥ ১৮ ॥

প্রথমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তপস্যাদ্বারা যেরূপ সৌভাগ্য উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা বসুদেব এবং দেবকী, ভগবানের পিতৃভাব এবং মাতৃভাব জানিতেপারেন। অবশেষে ভগবান্ বাসুদেবস্বরূপ ধারণ করিয়া ঐ উভয়ের সম্বন্ধে স্বীয় আবির্ভাব প্রকাশ করিয়া এবং ক্ষণকালের জন্য

য়িত্বা স্তনন্ধয়ত্বাভিমানমেব ক্ষণং তয়োঃ প্রকটয্য পশ্চান্নিত্যসিদ্ধ-পিতৃমাতৃভাবয়োঃ শ্রীনন্দযশোদয়োরপি শ্রীগোবিন্দস্বরূপেণ স্বরূপেণ তনয়তামাসসাদ ॥ ১৯ ॥

তদনু কংসভিয়া বসুদেবানীতবাসুদেবস্বরূপেণ সহৈক্যং গতে সতি তত্র শঙ্খচক্রাদ্যঙ্করূপেণ করচরণয়োরেব স্থিতানি কৌস্তুভ-বেণুবনমালাঃ সহাবতীর্ণা অপি সময়ং প্রতীক্ষমাণা অলক্ষ্য তত্রৈব স্থিতাঃ ॥ ২০ ॥

তত্র চ—পূর্ব্বমেব নৃশংসকংসভিয়া দেবকীতরভার্য্যাকদম্বস্য

নন্দযশোদয়োরপি তথাভূতত্বেঽপি নিত্যসিদ্ধ-পিতৃমাতৃভাবয়োরিত্যুক্তিস্তদানীং তথাত্বেন কেনাপি তয়োরজ্ঞাপিতত্বাৎ বাদরায়ণিনৈব দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইত্যাদিনা পরীক্ষিতে প্রোক্তত্বাদিতি স্বরূপেণ স্বেনৈব পূর্ণতমেন রূপেণ লীলাপুরুষোত্তমাখ্যেনেত্যর্থঃ। ভাগবতামৃতেঽপ্যেবমেবোক্তং। ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহ আনকদুন্দুভেরিত্যাদিনা। এতচ্চাতি-রহস্যত্বান্নোক্তং। তত্র কথান্তর ইত্যন্তেন ॥ ১৯ ॥

তত্র গোবিন্দে স্থিতানীতি তদঙ্কৈঃ সহৈক্যং গতানীত্যর্থঃ। শঙ্খচক্রাদীনি গদায়াঃ করতল এব স্থিতির্জ্ঞেয়া ॥ ২০ ॥

সাপি রোহিণীদেব্যপি তত্রৈব ব্রজরাজস্য ভবনএব তং সঙ্কর্ষণং অজীজনৎ জনয়ামাস ॥২১॥

বসুদেব এবং দেবকীর স্তনন্ধয়ত্ব (পুত্রত্ব) অভিমান প্রকটিত করিয়া পশ্চাৎ যাঁহাদের পিতৃভাব এবং মাতৃভাব অনাদিকাল-সিদ্ধ, সেই শ্রীনন্দ এবং যশোদারও স্বকীয় পরিপূর্ণরূপ শ্রীগোবিন্দস্বরূপে পুত্রত্ব স্বীকার করেন ॥ ১৯ ॥

অনন্তর বসুদেব কংসভয়ে বাসুদেবকে আনয়ন করেন, ঐ বাসুদেবের স্বকীয় লীলারূপের সহিত গোবিন্দদেহস্থিত চিহ্ন সকল,শঙ্খচক্রাদির সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার করতলে এবং চরণতলে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নরূপে সকল চিহ্নই অবস্থিত ছিল। কৌস্তুভমণি, বংশী এবং বনমালা, তাঁহার সহিত অবতীর্ণ হইলেও কেবল সময় প্রতীক্ষা অলক্ষ্যভাবেই অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

তন্মধ্যে প্রথমেই নৃশংস কংসের ভয়ে দেবকী ভিন্ন সমুদয় পত্নীকে স্থানান্তরে পাঠাইতে মনন করেন। অবশেষে বসুদেব,প্রিয় সুহৃৎ ব্রজ-

স্থানান্তরপ্রাপণবিধৌ বসুদেবেন প্রিয়সখস্য শ্রীব্রজরাজস্য ভবন-এব প্রাপিতায়াং শ্রীরোহিণীদেব্যাং দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ব্ভে ভগবতো ধামবিশেষে শ্রীসঙ্কর্ষণে ভগবদিচ্ছয়ৈব ভগবত্যা যোগমায়য়া তদ্গর্ব্ভং প্রাপিতে সতি সময়ে সাপি তত্রৈব ভগবদবতারাৎ প্রাগেব তমজীজনৎ ॥ ২১ ॥

অথ—আত্মারামান্মধুরচরিতৈর্ভক্তিযোগে বিধাস্য-
ন্নানালীলারসরচনয়ানন্দয়িষ্যন্ স্বভক্তান্।
দৈত্যানীকৈর্ভুবমতিভরাং বীতভারাং করিষ্য-
ন্মূর্ত্তানন্দো ব্রজপতিগৃহে জাতবৎ প্রাদুরাসীৎ ॥ ২২ ॥

আবির্ভূতিভূতিসমকালমেবমেব যোগমায়ামায়াসরাহিত্যে-

প্রাদুর্ভাবে যথাপূর্ব্বং শ্রৈষ্ঠ্যেন কারণত্রয়মাহ আত্মারামানিতি। তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং। ভক্তিযোগবিধানার্থমিত্যাদিভ্যঃ। বীতভারাং গতভারাং, জাতবৎ প্রাকৃতো বালো যথা জাতস্তদ্বৎ ॥ ২২ ॥

সৎ সুন্দরং সূতিকাসদনং অনন্দয়ৎ কদা আবিভূতেরাবির্ভাবস্য যা ভূতিরুৎপত্তিঃ। যদ্বা।

রাজ শ্রীনন্দের ভবনে শ্রীমতী রোহিণী ও দেবকীকে পাঠাইয়াদেন। তৎকালে ভগবানের ইচ্ছাদ্বারাই, ভগবতী যোগমায়ার প্রভাবে ভগবানের ধামস্বরূপ এবং দেবকীর সপ্তমগর্ব্ভ স্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ (বলরাম) রোহিণীর গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইলে, ঐ রোহিণী দেবীও সেই ব্রজরাজ ভবনে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই সেই বলরামকে উৎপাদন করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর আত্মারাম মুনিদিগকে ভক্তিযোগবিষয়ে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, লীলারসের অনুষ্ঠানদ্বারা স্বীয় ভক্তদিগকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত এবং দৈত্যসমূহের ভরে অতিশয় ভারাক্রান্তা পৃথিবীর ভার মোচন করিবার নিমিত্ত, সেই মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ ভগবান্ হরি, ব্রজরাজনন্দের গৃহে,প্রাকৃত বালক যেরূপ উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ২২ ॥

তিনি, এইরূপে আবির্ভাবরূপ ঐশ্বর্য্যের সমকালেই, অনায়াসে

নৈব সম্পাদয়ন্মণিভিত্তিভিত্তিমিততনুচ্ছায়াচ্ছায়ামিষেণ সচ্চিদানন্দ-গুণনিকায়-কায়ব্যূহমিব নিদধানঃ কুসুমসুষুমাভরপরাজিতাঽপরা-জিতা বল্লিমণ্ডপমিব পরমরমণীয়তাসূতিসূতিকাসদনং সদনন্দয়ৎ॥২৩

ততশ্চ-অনাঘ্রাতং ভৃঙ্গৈরনপহৃতসৌগন্ধ্যমনিলৈ-
রনুৎপন্নং নীরেষ্বনুপহতমূর্ম্মীকণভরৈঃ।

আবির্ভূতিরূপায়া ভূতিঃ সম্পত্তিস্তস্যাঃ সমকালমেব। যোগমায়াং রাসমহিষীবিবাহাদিষু মূলগ্রন্থোক্তানুবাদরীত্যা যুগপদেকস্যৈব কায়স্য পৃথক্ পৃথগ্বহুবিধপ্রকাশপ্রকাশিকাং স্বরূপ-ভূতাচিন্ত্যাদ্ভুতশক্তিং আয়াসরাহিত্যেনৈব সম্পাদয়ন্ তাং শক্তিমনালম্ব্যৈব তৎকার্য্যমিব প্রকটয়ন্নিত্যুৎপ্রেক্ষৈবেয়ং। নতু তদৈবেতি তত্র তৎ কার্য্যে বিম্বপ্রতিবিম্বত্বাযোগাৎ মণিভি-ত্তীনাং ভিদো ভেদাঃ। সম্পদাদি-ক্বিপ্। তাসু তিমিতাঃ স্নিগ্ধাঃ যাস্তনুচ্ছায়া একস্যৈব দেহস্য প্রতিবিম্বাস্তাসাং ছায়া শোভা তন্মিষেণ প্রতিবিম্বাস্তে ন ভবন্তি কিন্তু দেহা এবেত্যপহ্নু-তেত্যর্থঃ। সচ্চিদানন্দগুণানাং নিকায়ো যেষু এবম্ভূতানাং কায়ানাং ব্যূহং সমূহমিব। ততশ্চ সূতিকাসদনং কথম্ভূতমিব কুসুমানাং শোভাভরেণ পরাজিতং পরাক্রান্তং যৎ অপরাজিতা-লতামণ্ডপং তদিব। অতএব রমণীয়তায়াঃ সূতিরুৎপত্তির্যস্মিন্ তৎ॥ ২৩॥

উক্তলক্ষণো মূর্ত্তানন্দ এব ওজঃ তেজঃ স্বরূপং তৎ যশোদায়াঃ ক্রোড়ে কুবলয়মিবাভু-দিত্যন্বয়ঃ। অত্র তদাদি শব্দানাং ক্বচিদুদ্দেশ্যলিঙ্গত্বং ক্বচিদ্বিধেয়লিঙ্গত্বঞ্চ ভবেৎ। যথা। শরীরসাধনাপেক্ষং নিত্যং যৎকর্ম্ম তদ্যমঃ। নিয়মস্তু স যৎকর্ম্ম নিত্যমাগন্তু সাধনমিতি। অতএবাত্র তৎশব্দো বিধেয়স্যৌজসো লিঙ্গং ধত্তে ইতি। ভৃঙ্গৈরনাঘ্রাতং পূর্ব্বপূর্ব্বভক্তৈ-

---

পৃথক্ অথচ বহুপ্রকাশ প্রকাশিকা নিজস্বরূপা অচিন্তনীয় অদ্ভুতশক্তি অবলম্বন করিয়া, মণিময় যাবতীয় ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত এক দেহের সুস্নিগ্ধ বহুপ্রকার প্রতিবিম্বচ্ছলে যেন সচ্চিদানন্দ গুণ শ্রেণীযুক্ত দেহ-সমূহ ধারণ করিয়া, পুষ্পদিগের শোভাভরে পরাজিত অপরাজিতা লতামণ্ডপের ন্যায় পরমরমণীয়তার আস্পদস্বরূপ সেই সুন্দর সূতিকা-গৃহকে আনন্দিত করিলেন॥ ২৩॥

অনন্তর চিদানন্দ সরোবররূপা যশোদার ক্রোড়দেশে সেই মূর্ত্তিমান্ আনন্দ স্বরূপ তেজ যেন নীলকমলের তুল্য হইয়াছিল। কোনও ভৃঙ্গ ঐ নীলোৎপল আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সমীরণেও কখন ইহার

অদৃষ্টং কেনাপি ক্বচন চ চিদানন্দসরসো
যশোদায়াঃ ক্রোড়ে কুবলয়মিবৌজস্তদভবৎ ॥ ২৪ ॥
নিদ্রাণে সতি সূতিকাপরিজনে মাত্রা সমং সর্ব্বতঃ
সদ্যো জাতশিশুস্বভাবসরসং চক্রন্দ বালো হরিঃ।
ওঙ্কারঃ কিমিবাতনোদ্ভগবতঃ কণ্ঠোপকণ্ঠং গত-
স্তল্লীলোৎসবকর্ম্মণোঽস্য মহতঃ প্রাঙ্মঙ্গলদ্যোতনাং ॥ ২৫ ॥

নারায়ণাদিরূপমেবাস্বাদিতমিত্যর্থঃ। অনিলৈরিতি পূর্ব্বপূর্ব্বমহাকবীশ্বরৈর্নারায়ণাদিযশ-এব বর্ণনৈর্বিস্তারিতমিত্যর্থঃ। নীরেষ্বিতি প্রপঞ্চলোকেষু নাবির্ভূতমিত্যর্থঃ। উর্ম্মীকণেতি প্রপঞ্চগতগুণতরঙ্গৈরস্পৃষ্টং। ক্বচন বৈকুণ্ঠাদাবপি কেনাপি জন্মমাত্রেণৈব শ্লেষেণ ব্রহ্মণাপ্য-দৃষ্টং। কিম্বা তন্মাধুর্য্যাদেঃ প্রতিক্ষণমেব নবনবস্বভাবত্বাত্তস্যাপ্যনুরাগিভক্তাদ্যৈরপি অনা-ঘ্রাতত্বাদিকমিব ভবতি সদৈব কিমুত সাক্ষাত্তদবতারারম্ভ এবেতি তথোক্তং। যদ্বা তদানীং লৌকৈরনুভবেন তথৈব প্রতীতত্বাত্তথা বর্ণিতমিতি ॥ ২৪ ॥

সদ্যোজাতশিশূনাং স্বভাবেন সরসং যথা স্যাত্তথা চক্রন্দ। ওঙ্কারস্যৈব নাসাস্বরবিশে-ষেণ পুনঃ পুনরুচ্চারিতস্য তৎক্রন্দনসাজাত্যাত্তথোৎপ্রেক্ষতে। ওঙ্কারঃ কণ্ঠস্য উপকণ্ঠং সমীপং গতঃ সন্ প্রাক্ প্রথমারম্ভে মঙ্গলদ্যোতনাং কিং অতনোৎ। যদুক্তং। ওঙ্কারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভাবিতি ॥ ২৫ ॥

সৌরভ অপহরণ করিতে পারে নাই, কোনও জলে ইহা উৎপন্ন নহে এবং প্রপঞ্চের অন্তর্গত গুণ-তরঙ্গসমূহদ্বারা এই পদ্ম স্পৃষ্ট নহে। অধিক কি, কেহ কখনই এমন কি ব্রহ্মাও দর্শন করেন নাই ॥ ২৪ ॥

জননী যশোদার সহিত সূতিকাগৃহের সমস্ত পরিজন নিদ্রিত হইলে, বালক হরি সদ্যোজাত-শিশুর ন্যায় সুন্দররূপে রোদন করিয়া উঠিলেন। তাহাতে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল, ওঙ্কার কি ভগ-বানের কণ্ঠনিকটে গমন করিয়া তাঁহার মহৎ লীলোৎসব কর্ম্মের পূর্ব্বে মঙ্গলসূচনা করিয়াছে? কারণ, ওঙ্কার মঙ্গলবাচক শব্দ। পূর্ব্বে ইহা ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

অথ তস্য কলরোদনস্বনমাকর্ণ্য তৎকালজাগরিতা ব্রজপুরপুরন্ধ্র্যঃ। অভ্যক্তমিব স্বরভিতমস্নেহেন উদ্বর্ত্তিতমিব সৌরভ্যেণ স্নাতমিব মাধুর্য্যেণ মার্জ্জিতমিব লাবণ্যেন ॥ ২৬॥

অনুলিপ্তমিব সৌন্দর্য্যেণ ভূষিতমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা পূজিতমিব ভবনদেব্যা গন্ধফলীভিরিব সূতিপ্রদীপকলিকাপ্রতিচ্ছায়াভিঃ।

ঐক্ষিষত দৃষ্টবত্যঃ। তৎকালোচিতমভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিকং তস্য স্বতএব সিদ্ধমিত্যুৎপ্রেক্ষতে। স্বরভিতমেন নিরুপাধিনা স্নেহেন বাৎসল্যরতিপরিণামবিশেষেণ বস্তুপ্রভাবতো হঠাজ্জনিতেনেত্যর্থঃ। অন্যোঽভ্যঙ্গস্তু স্নেহাশ্রয়তৈলাদিনৈব ভবতীতি ততোঽস্য বৈলক্ষণ্যমপি ধ্বনিতং। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। সৌরভ্যেণ স্বতঃ সিদ্ধস্বাঙ্গসম্বন্ধিনা। উদ্বর্ত্তনন্তু কস্তূর্য্যাদিগন্ধবদ্বস্তুঘটিতমেব ভবতি। মাধুর্য্যস্যাপাদমস্তকব্যাপিত্বাত্তেন স্নাতমিব স্নানন্তু মাধুর্য্যবতৈব জলাদিনা ভবতি। কিঞ্চ। তৎ স্নানং হি তাৎকালিকীং কামপি সর্ব্বাঙ্গস্য শোভাং জনয়তি। এতন্মাধুর্য্যন্তু সার্ব্বকালিকমিতি ধ্বনিতং। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ। রূপং কিমপ্যনির্ব্বাচ্যং তনোর্ম্মাধুর্য্যমুচ্যতে। লাবণ্যেনেতি তল্লক্ষণং তত্রৈব। মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে ইতি। অন্যত্র মার্জ্জনাদেব দর্পণায়মানত্বকারিলক্ষণকং লাবণ্যং কস্যাপি স্বচ্ছাঙ্গস্যৈব জায়তে। অত্র তু স্বয়ং লাবণ্যেনৈব মার্জ্জনমিত্যতিবৈশিষ্ট্যং ॥ ২৬ ॥

অনুলেপস্তু উচিতাঙ্গবিন্যস্তৈঃ সৌন্দর্য্যজনকৈরেব কুঙ্কুমাদিভির্ভবতি। ভূষিতমিতি ত্রৈলোক্যস্যাপি লক্ষ্ম্যা সমুদিতশোভয়ৈব ভূষণন্তু যৎ কিঞ্চিল্লক্ষ্মীবদ্ভিরেব কুণ্ডলাদিভির্ভবতি। ভবনদেব্যা গৃহাধিষ্ঠাত্র্যা দেবতয়া গন্ধফলীভিশ্চম্পকৈঃ। কুবলয়ং নীলোৎপলং তৎকলিকা-

---

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অব্যক্তমধুর রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজপুরবাসিনী রমণীগণ, তৎকালে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, শিশু যেন অনুপম স্নেহরসে লিপ্ত, স্বভাবসিদ্ধ স্বকীয় দেহসৌরভে যেন কস্তূরিকা প্রভৃতি সুগন্ধ বস্তুদ্বারা সংসৃষ্ট, যেন মাধুর্য্যরসে স্নাত এবং লাবণ্যদ্বারা মার্জ্জিত ॥ ২৬ ॥

দেখিলেন, যেন সদ্যোজাত শিশুর শরীরে চন্দনের ন্যায় সৌন্দর্য্য অনুলিপ্ত হইয়াছে, ত্রৈলোক্যের শোভা দ্বারা যেন অলঙ্কৃত, ভবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সূতিকাগৃহের প্রদীপ কলিকার তুল্য চম্পকপুষ্পা-

স্তোকানামপ্যবয়বকিসলয়ানামোজসা কুর্ব্বন্তমিব কুবলয়কলিকায়মানানি সূতিপ্রদীপনিকুরম্বাণি ॥ ২৭ ॥

অঙ্কুরমিব নবনীলমণীন্দ্রস্য পল্লবমিব তমালস্য কন্দলমিব নবাম্ভোদস্য কস্তূরিকাতিলকমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাঃ সিদ্ধাঞ্জনমিব সৌভাগ্যসম্পদঃ ॥ ২৮ ॥

সরসীকুর্ব্বন্তমরিষ্টমপি সকলারিষ্টশমনং বালকমপি নবালকং। মৃদুমধুরতরকরশাখাভির্ভগবল্লক্ষণানি মৎস্যাঙ্কুশাদি লক্ষ্মাণি গোপ-

---

সদৃশানি এতেনাভিরূপ্যমুক্তং। তথাচ তল্লক্ষণং। যদাত্মীয়গুণোৎকর্ষৈর্ব স্বন্যন্নিকটস্থিতং। সারূপ্যং নয়তি প্রাজ্ঞৈরাভিরূপ্যং তদুচ্যত ইতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীমূর্ত্তিনিষ্ঠান্ গুণানভিব্যজ্য সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপং বর্ণয়তি অঙ্কুরমিতি। স্বচ্ছত্বেন স্তোকত্বেন চ পল্লবমিতি। মৃদুলত্বেন কন্দলমিতি। অতিস্নিগ্ধত্বেন কস্তূরীতিলকমিতি। সৌরভবত্ত্বেন সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেন চ সিদ্ধাঞ্জনমিতি। চৈক্কণ্যেন সর্ব্বাকর্ষণশক্তিমত্ত্বেন চ উপমা ॥ ২৮ ॥

অরিষ্টমপি সূতিকাগৃহমপি সকলান্যরিষ্টানি শময়তীতি তথা তং। অরিষ্টং সূতিকাগারে

দ্বারা যেন তাঁহাকে পূজা করিতেছেন। এবং তিনি অন্যান্য ক্ষুদ্র অঙ্গরূপ পল্লবসমূহের তেজোদ্বারা সূতিকাগৃহের প্রদীপমালাকে যেন পদ্মপুষ্পের কলিকার সমান করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

দেখিলেন, সদ্যোজাত শিশু যেন নূতন এবং উৎকৃষ্ট নীলকান্ত মণির অঙ্কুর, যেন তমালতরুর পল্লব, যেন নবজলধরের নবাঙ্কুর, যেন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর কস্তূরিকার তিলক এবং যেন সৌভাগ্যসম্পত্তির সুস্নিগ্ধতম কজ্জল ॥ ২৮ ॥

আরও দেখিলেন, বালক যেন সমস্ত অরিষ্ট অর্থাৎ অশুভনাশক অরিষ্ট অর্থাৎ সূতিকাগৃহকেও শুভান্বিত করিতেছেন। তিনি বালক হইলেও 'নবালক' অর্থাৎ নব-নূতন চূর্ণকুন্তলধারী। কোমল অথচ অত্যন্ত মধুর করাঙ্গুলিদ্বারা ভগবানের চিহ্ন মৎস্য অঙ্কুশপ্রভৃতি চিহ্ন সকল গোপন করিবার নিমিত্তই যেন তিনি করকমলের কলিকা সকল মুষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তৎকালে ঐ শিশু ঊর্দ্ধমুখ হইয়া শয়ন

য়িতুমিব মুষ্টীকৃতকরকমলকোরকমুত্তানশায়িনং মুকুলিতাক্ষমৈক্ষিযত ॥ ২৯ ॥

অনন্তরমাসামেব হর্ষনিঃস্বনেন জাগরিতা জননী চ।
জ্ঞাত্বা জাতমপত্যমীক্ষিতুমথ ন্যঞ্চত্তনুস্তত্তনা-
বালোক্য প্রতিবিম্বিতাং নিজতনূমন্যেতি শঙ্কাকুলা।
গচ্ছারাদিতি তন্নিরাসনপরা পশ্যন্ত্যমুষ্যাননং
মুক্তাহারমিবোপঢৌকিতবতী স্নেহাশ্রুণো বিন্দুভিঃ ॥ ৩০ ॥

চক্রে চিহ্নে শুভেঽশুভে ইতি বিশ্বঃ। নবা অলকাশ্চূর্ণকুন্তলা যস্য তৎ ॥ ২৯ ॥

ঈক্ষিতুং ন্যঞ্চন্তী তনুর্যস্যাস্তথাভূতা সতী নিজতনূমেব তত্তনৌ বালকতনৌ প্রতিবিম্বিতামালোক্য অন্যা ইতি শঙ্কয়া আকুলা মৎপ্রসবকালে মায়য়া মদাকারধারিণী বালকহারিকা যোগিনী কাচিদত্র প্রবিষ্টেতি ত্রাসেন বিহ্বলেত্যর্থঃ। ততশ্চ আরাদ্দূরে গচ্ছেতি তন্নিরাসনপরা নৃসিংহনামস্মৃত্যা তন্নিঃসারণপ্রবৃত্তেত্যর্থঃ। তদৈব ভয়শ্বাসোত্থ নিশ্বাসযোগবশাৎ প্রতিবিম্বাদর্শনে সতি অমুষ্য আননং পশ্যন্তী মুক্তাহারমিবেতি। নিঃসীমহর্ষাবেশেন তং ত্রাসমপি বিস্মৃতবতীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

করিয়াছিলেন এবং তখন তাঁহার নয়নযুগল মুদ্রিত ছিল ॥ ২৯ ॥

অনন্তর সূতিকাগৃহবাসিনী রমণীগণের আনন্দসূচক শব্দদ্বারাই জননী যশোদাও জাগরিতা হইলেন। পরে পুত্র জন্মিয়াছে জানিয়া ঐ পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আপনার শরীর নীচ (নিম্ন) করিলেন। তখন বালকের শরীরে নিজদেহ প্রতিবিম্বিত দেখিয়া 'ইহা অন্যকোন রমণী' এই রূপ আশঙ্কা করিয়া, অর্থাৎ আমার প্রসব-সময়ে মায়া করিয়া আমার আকার ধারণ পূর্ব্বক বালকহারিণী কোন যোগিনী এই সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পরিশেষে 'তুমি দূরে গমন কর' এইরূপে নরসিংহদেবের নামস্মরণ পূর্ব্বক তাহার নিবারণে প্রবৃত্তা হইয়া এবং সেই কালে ঐ বালকের মুখদর্শন করিয়া স্নেহাশ্রুবর্ষণের বিন্দুদ্বারা যেন মুক্তাহারকেই উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

অথ কস্তূরীকর্দ্দমমিব শ্যামামৃতমহোদধিমথনসমুদ্ভিন্ন-নবনীত-পিণ্ডমিব মৃগমদরস মেচকিতং পয়ঃফেনশকলমিব সুকুমারতনুরপি সম্ভাব্যমাননিজতনুপারুষ্যভয়েন স্বাঙ্কমারোপয়িতুং বিভ্যতীব ক্ষণ-মবনততনুরেব স্নেহস্নুতপয়োধরাপয়োধরাগ্রমধরপুটে বিন্যস্য পয়ঃ পায়য়ামাস ॥ ৩১ ॥

তদনু ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিরভিতঃ শিক্ষ্যমাণা নিজাঙ্কমারোপ্য পুনঃ

কস্তূরীত্যাদিত্রয়াণামেষাং সৌকুমার্য্যেণোত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ং। তদপি কস্তূ-রীতি সৌরভ্যশ্যামত্বাভ্যামপি। কর্দমশব্দোঽর্দ্ধার্চ্চাদিঃ। শ্যামামৃতেতি। স্নেহময়স্বরূপত্বেনাপি অদ্ভুতোপমেয়ং। তত্র শ্যামেতি তদীয়বর্ণসাজাত্যার্থং অমৃতেতি তদীয়স্নেহস্যাতিমধুরত্বার্থং মৃগমদস্য রসেন মেচকিতং শ্যামলীকৃতং দুগ্ধফেনখণ্ডমিবেতি পাবিত্র্যেণাপি। কাল শ্যামল-মেচকা ইত্যমরঃ। এবং সুকুমারশরীরাপি সা জননী স্ববালকস্যাঙ্গসৌকুমার্য্যমালোক্য তদ-পেক্ষয়া সম্ভাব্যমানং যন্নিজতনোঃ পারুষ্যং কঠোরত্বং তস্মাদ্ভয়েন মৎক্রোড়াভিমর্শেন ব্যথাং প্রাপ্স্যতি বালকোঽয়মিতি শঙ্কয়া কিঞ্চিৎ কুব্জীভূয় অবনততনুঃ পয়োধরাগ্রং স্তনাগ্রং স্ববাম-হস্তেনৈব ধৃত্বা কৃষ্ণস্যাধরপুটে বিন্যস্য ॥ ৩১ ॥

সদ্যোজাতবালক এবমঙ্কে ধ্রিয়তে ইতি হস্তনিধাপনাদিনা অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন

অনন্তর যশোদা দেখিলেন, শিশুর শরীর কস্তূরীপঙ্কতুল্য, কৃষ্ণবর্ণ অমৃতযুক্ত মহাসমুদ্রের মন্থনকালে সমুৎপন্ন নবনীতপিণ্ডের ন্যায় বাল-কের দেহ স্নেহময় এবং মৃগমদ অর্থাৎ কস্তূরিকার রসে শ্যামবর্ণ যেন দুগ্ধফেনখণ্ড। যদিচ জননীর দেহ অত্যন্ত কোমল ছিল, তথাপি বাল-কের অঙ্গকোমলতা নিরীক্ষণ করিয়া তদপেক্ষা নিজদেহের কঠোরতা সম্ভাবনা করিয়া ভীত হইলেন। ভাবিলেন, আমার ক্রোড়স্পর্শে এই বালক ব্যথিত হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া কিঞ্চিৎ কুব্জভাব ধারণ পূর্ব্বক অবনতদেহ হইলেন এবং তৎকালে স্নেহভরে তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অধরপুটে স্তনাগ্র অর্পণ করিয়া তাঁহাকে দুগ্ধপান করাইলেন ॥ ৩১ ॥

তৎপরে ব্রজপুরবাসিনী পতিপুত্রবতী রমণীগণ এইরূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, সদ্যোজাত শিশুকে এইরূপে ধারণ করিতে হয়।

পয়োধরং পায়য়ন্তী স্নেহাবেগেন নিরাবাধরীয়মাণং মূর্ত্তমমৃতরস-মিব স্তনরসমশেষপানাসমর্থতয়া মৃদুলবিম্বাধরপ্রান্ততো নিপত্য কপোলতলমাপ্লাবয়ন্তং তমথ চীনতরাঞ্চলেন নিঃসারয়ন্তী স্তনদানতো বিরম্য সাদরং সস্নেহং তমালোকয়ন্তী চ পরমবিস্ময়মাপন্না ॥৩২॥

নীলমণিনেব সকলাবয়বানাং কুরুবিন্দেনেব বিম্বাধরস্য কমল-রাগেণেব পাণিপাদস্য শিখরমণিনেব নখরনিকরস্য নির্ম্মাণমিতি মত্বা কদাচিন্মণিময়োঽয়মিতি বা ॥ ৩৩ ॥

ইন্দীবরেণেব সকলাবয়বস্য বন্ধূকেনেব বিম্বাধরৌষ্ঠস্য জপা-

শিক্ষ্যমাণা জননী নিরাবাধং নির্ব্যবধানং যথা স্যাত্তথা রীয়মাণং ক্ষরন্তং। রীঙ স্রবণে দৈবা-দিকঃ। তং স্তনরসং চীনতরেণ অতিসূক্ষ্মেণ অঞ্চলেন ॥ ৩২ ॥

শিখরমণিনা মাণিক্যভেদেন। পক্বদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুরিত্যভিধানাং ॥৩৩

পুনশ্চ তদঙ্গানামতিমার্দ্দবং পরামৃশ্য মণিময়ত্বে কাঠিন্যং প্রসজ্জেত্তোতন্যথা সম্ভাবয়তি

এইরূপ যশোদা সর্ব্বতোভাবে শিক্ষিত হইয়া পুত্রকে আপনার ক্রোড়ে আরোপিত করিয়া পুনর্ব্বার স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। তখন স্নেহভরে মূর্ত্তিমান্ আনন্দরসের ন্যায় অবাধে স্তন্যদুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন বালকও একেবারে ঐ সমস্ত স্তন্য দুগ্ধ পান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণের কোমল বিম্বাধরের প্রান্তভাগ হইতে নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলকে আপ্লাবিত করিল। যশোদা অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিলেন এবং স্তনদান কার্য্য হইতে বিরত হইয়া আদর পূর্ব্বক স্নেহভরে পুত্রকে অবলোকন করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩২ ॥

বিস্মিত হইবার কারণ এই, নীলকান্তমণি-দ্বারাই যেন ইহার সমস্ত অবয়ব নির্ম্মিত হইয়াছে, পদ্মরাগমণিদ্বারাই যেন বিম্বাধরের নির্ম্মাণ হইয়াছে, পদ্মরাগমণিদ্বারাই যেন হস্ত এবং চরণ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মাণিক্যদ্বারাই যেন নখসমূহের নির্ম্মাণ হইয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া মনে করিলেন যেন, এই বালক কখনও মণিময়ও হইতে পারে ॥ ৩৩ ॥

নীলকমলদ্বারাই যেন এই শিশুর সমস্ত অবয়ব নির্ম্মিত হইয়াছে,

কুসুমেনেব পাণিপাদস্য মল্লীকোরকেণেব নখরনিকরস্যেতি কদাচিদয়ং কুসুমময়ো বা কেনাপি নিরমায়ি ন মমায়ং তনূজ ইত্যসম্ভাবনয়া বিতর্কয়ন্তী ॥ ৩৪ ॥

বক্ষসি দক্ষিণভাগে মৃণালতন্তুক্ষোদসোদরসুভগসুস্নিগ্ধশ্রীবৎসাখ্য-রোমরাজিলক্ষ্মলক্ষয়িত্বা স্তনরসকণনিপাতবিন্যাসবিশেষোঽয়মিতি পুনরপি মৃদুতরচীনসিচয়াঞ্চলেনাপসারয়ন্তী যদা তন্নাপসরতি তদা কিমপীদং মহাপুরুষলক্ষণমিতি চিন্তয়ন্তী ॥ ৩৫ ॥

পুনরপি বক্ষসো বামভাগে লক্ষ্মরূপাং লক্ষ্মীমালোক্য তনুতর-

ইন্দীবরেণেত্যাদিনা মল্লীকোরকস্য জাতিভেদাৎ প্রান্তরক্তত্বেন নখসাধর্ম্ম্যং ॥ ৩৪ ॥

মৃণালতন্তূনাং ক্ষোদস্য চূর্ণস্য সোদরং সদৃশঞ্চ তৎসুভগং চেত্যাদি লক্ষ্ম লক্ষয়িত্বা দৃষ্ট্বা প্রাগ্‌ভবং কপোলাপ্লাবিনং স্তনরসং স্মরন্তী নিশ্চিনোতি স্তনরসেতি ॥ ৩৫ ॥

তনুতরেণ অতিসূক্ষ্মেণ পীতবর্ণেন বিহঙ্গিকাপোতেন ক্ষুদ্রপক্ষিবালকেন পরস্পরিত-

---

বন্ধূক পুষ্পদ্বারাই যেন ইহার বিম্বাধর নির্ম্মিত হইয়াছে, জবাপুষ্পদিয়াই যেন ইহার হস্ত ও চরণের নির্ম্মাণ হইয়াছে এবং মল্লিকাকুসুমের কলিকাদ্বারাই যেন বালকের নখরসমূহ গঠিত হইয়াছে, অতএব কখনও এই বালককে কেহ কুসুমময় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বালক আমার পুত্র নহে, এইরূপ অসম্ভাবনা বোধ করিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে ২ বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে মৃণালতন্তুর চূর্ণ সদৃশ এবং সুন্দর ও সুস্নিগ্ধ শ্রীবৎস নামক রোমরাজির চিহ্ন দর্শন করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, আমি পূর্ব্বে যে দুগ্ধপান করাইয়াছিলাম, সেই স্তন্যদুগ্ধরসের কণ-নিপতনদ্বারা কোনও এক চিহ্ন বিশেষ ঘটিয়াছে। অতএব পুনর্ব্বার যখন অতিকোমল ও সূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা ঐ দুগ্ধরসের চিহ্ন বিশেষ অপসারণ করিয়াও অপসৃত হইল না, তখন 'ইহা কোনও এক অনির্ব্বচনীয় মহাপুরুষ চিহ্ন' এইরূপ চিন্তা করিয়া জননী বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৩৫ ॥

পুনর্ব্বার বক্ষঃস্থলের বামভাগে লক্ষ্মীচিহ্ন দর্শন করিয়া বিবেচনা

পীতবিহঙ্গিকাপোতেন কৃতাবাসং তমালপল্লবমেবেদং সহ জাত-
ৱৈব বিদ্যুৎকলিকয়া কলিতো জলধরাঙ্কুর এবায়মিতি কনকরেখয়া
রঞ্জিতং নিকষপাষাণশকলমেবেদমিতি ॥ ৩৬ ॥

পুনর্নিভালয়ন্তী কদাচিদরুণতর-করচরণপল্লবতয়া চতুঃ পঞ্চা-
রুণকমলকোষং যমুনাতরঙ্গমিব মন্যমানা ॥ ৩৭ ॥

সদ্যোমকরন্দসন্দোহাতিপানমদাতিশয়েন ভ্রমণাসমর্থতয়া
নিশ্চলং মধুকরনিকরমিব কুটিলক-চকলাপং। প্রতি নবান্ধতমসা-

শ্লেষেণ তু বিহঙ্গিকা বাঁহুকা ইতি প্রসিদ্ধা তস্যাঃ পোতেন অতিসূক্ষ্মতয়া তয়েত্যর্থঃ। লক্ষ্মী-চিহ্নস্যাপি তথাকারত্বাৎ। অত্র পল্লববিহঙ্গিকয়োরৌৎপত্তিকো ন সংযোগ ইত্যন্যথোৎ-প্রেক্ষ্যতে সহ জাতয়েতি। তত্র কলিকয়েতি সূক্ষ্মত্ববিবক্ষয়া তদপি বিদ্যুতঃ স্বাভাবিকমস্থৈ-র্য্যমাশঙ্ক্য কনকরেখয়েতি অত্রাপি নিত্যসংযোগিত্বার্থং সহজাতয়েত্যনুবর্ত্ত্যং ॥ ৩৬ ॥

পুনরিতি। সামান্যতঃ প্রথমং সর্ব্বাঙ্গমিত্যর্থঃ। চত্বারো বা পঞ্চ বা অরুণকমলকোষা যত্র তং। তত্র পঞ্চ বেতি নাভেরপি রক্তকমলকোষ সাম্যমভিপ্রেত্যোত্যবসীয়তে ॥ ৩৭ ॥

ততো মুখারবিন্দং পশ্যন্তী তদবয়বান্ ক্রমেণোৎপ্রেক্ষতে সদ্য ইত্যাদিনা। প্রতিনবং নবান্

করিলেন যেন অতিশয় সূক্ষ্ম পীতবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষিশাবক, তমালপল্লবে আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে, অথবা এককালোৎপন্ন বিদ্যুল্লতা যেন জলধরাঙ্কুর স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, কিম্বা স্বর্ণরেখা-দ্বারা যেন নিকষ-পাষাণ (কষ্টিপাথর) খণ্ড রঞ্জিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

পুনর্ব্বার কখনও নিরূপণ করিতে লাগিলেন যে, অতিশয় অরুণ-বর্ণ করপল্লব এবং চরণপল্লব থাকাতে বোধ হইল যেন যমুনা তরঙ্গ মধ্যে অরুণবর্ণ চারি পাঁচটী কমলপুষ্প ভাসিতেছে ॥ ৩৭ ॥

কখনও তাঁহার কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপ দেখিয়া বোধ করিলেন যেন, সদ্য মকরন্দরাশি অতিশয় পান করিয়া তাহার জন্য অত্যন্ত মত্ততা হওয়াতে ভ্রমণ করিতে না পারিয়া নিশ্চলভাবে ভ্রমরকুল অবস্থান করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার চূর্ণকুন্তল সকল যেন নব নব গাঢ়তিমিরের অঙ্কুররাশি। লোচনযুগল যেন দুইটী মুদ্রিত নীলোৎপল। গণ্ডদ্বয় যেন

ঙ্কুরানিব অলকপ্রকরান্ মুকুলিতনীলোৎপলে ইব লোচনে। দ্রুত-তরনীলমণিজলমহাবুদ্বুদায়মানং গণ্ডযুগলং। শ্যামমহোলতিকায়াঃ প্রত্যগ্রোন্মিষিতপল্লবযুগমিব শ্রবণযুগলং॥ ৩৮॥

তিমিরদ্রুমাঙ্কুরায়মাণং নাসিকাশিখরং তরণিতনয়াতনুবুদ্বুদায়-মানং নাসাপুটকং দ্বিদলজবাকোরকায়মানমোষ্ঠাধরং পরিপক্কস্তোক-তরযমজম্বুফলায়মানং চিবুকমপি নিরূপ্য পরিণতমিব মে নয়ন-নির্ম্মাণফলমিতি মন্যমানা স্নাতমিবাত্মানমানন্দজলনিধাবিয়মাত্মানং বিদাঞ্চকার॥ ৩৯॥

তৎসময়সমকালমেব মহাভাগবততনয়ো জাত ইতি পুরন্ধ্রী-জনমুখতশ্চিরতরনিদাঘদ্রাঘিমপরিশুষ্যমাণস্য পল্ললস্য বিদারবিবরং

নবান্ অন্ধতমসাঙ্কুরানিব। প্রত্যগ্রোন্মিষিতং অভিনবপ্রকাশিতং। প্রত্যগ্রোঽভিনবো নব্য ইত্যমরঃ॥ ৩৮॥

তিমিরস্যাতিনিবিড়ত্বেনাতিকঠিনেন ক্রমেণ রূপকং। ততশ্চ তস্যাঙ্কুরতুল্যমিতি শ্যামত্ব-চিক্কণত্বয়োরপি লাভঃ। শিখরমগ্রদেশঃ তৎপার্শ্বদ্বয়গতং তাদৃশবুদ্বুদদ্বয়ং ভবতি চেৎ তদা নাসিকায়াঃ সাদৃশ্যমিত্যর্থঃ। পরিণতমিব পরিপাকং প্রাপ্তমিব ইয়ং শ্রীযশোদা॥ ৩৯॥

পুরন্ধ্রীজনানাং মুখতঃ কমপি শব্দমাকর্ণ্য কমিব চিরতরস্য বহুকালব্যাপকস্য নিদাঘস্য

দ্রবীভূত নীলকান্তমণির জলের মহাবুদ্বুদ তুল্য। এবং শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ-যুগল যেন নীলবর্ণ তেজোবল্লীর অভিনব এবং প্রকাশিত পল্লব-যুগল॥ ৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণের নাসিকার অগ্রভাগ যেন তিমির (অন্ধকার) বৃক্ষের অঙ্কুর তুল্য। তাঁহার নাসাপুট যেন সূর্য্যদুহিতা যমুনানদীর দেহের বুদ্বুদ সদৃশ। তাঁহার ওষ্ঠ এবং অধর যেন দ্বিদল জবাপুষ্পের কলিকাতুল্য। শ্রীকৃষ্ণের চিবুকপ্রদেশ যেন পরিপক্ক অথবা ক্ষুদ্রতর যমজ (যুগ্ম) জম্বু (জাম) ফলতুল্য। শ্রীমতী যশোদা এইরূপ নিরীক্ষণ করিয়া 'আমার নেত্র-নির্ম্মাণের ফল সফল হইয়াছে' এইরূপ বিবেচনা করিয়া আপনার আত্মাকে যেন আনন্দসাগরে নিমগ্ন বোধ করিলেন॥ ৩৯॥

সেই সময়ের সমক্ষণেই 'হে মহাভাগ! আপনার পুত্র জন্মিয়াছে' এইরূপ শব্দ, ব্রজরাজনন্দ, পতিপুত্রবতী রমণীবর্গের মুখ হইতে শ্রবণ

সরসীকৃত্য পূরয়ন্তমমৃতাসারমিব চিরতরতনয়বাসনাফলপ্রতিবন্ধ-পরুষিতস্য হৃদয়স্য পরমনির্বৃতিকরং কমপি শব্দমাকর্ণ্য সুস্নাত-ইব হর্ষবর্ষাসু প্রবিষ্ট ইব অমৃতমহার্ণবেষু আলিঙ্গিত ইবানন্দমন্দা-কিন্যা ॥ ৪০ ॥

তদবলোকনোৎকণ্ঠাসমুৎপত্তেরগ্রত এব ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার-চমৎকারেণ বপুষ্মতেব স্বয়মুপব্রজ্য সূতিভবনং প্রবেশিত ইব চির-

---

দ্রাঘিম্না দীর্ঘত্বেন হেতুনা সর্ব্বতঃ শুষ্যমাণস্য পল্বলস্যাল্পসরসঃ অমৃতাসারং অমৃতময়ং ধারা-সম্পাতমিব। নির্বৃতিরানন্দঃ সুস্নাত ইতি আপাদমস্তকং সর্ব্বাঙ্গমেব হর্ষপুলকাকুলিতং জাতমিতি ভাবঃ। বর্ষাস্বিতি বিশ্বমপি হর্ষপূর্ণং মন্যমান ইতি ভাবঃ। প্রবিষ্ট ইতি স্বকর্ত্তৃক-প্রবেশোঽপি তাদৃশানন্দে আলিঙ্গিত ইত্যানন্দকর্ত্তৃকপ্রবেশোঽপি স্বস্মিন্নিত্যুভয়াম্বয়েন আনন্দমহাসম্মর্দ্দজনিতাং মূর্চ্ছাং প্রাপ্তবানিতি ভাবঃ। মন্দাকিন্যা ইতি তস্যানন্দস্য শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মকত্বং ধ্বনিতং ॥ ৪০ ॥

তামেবানন্দমূর্চ্ছাং সর্ব্বেন্দ্রিয় লয়সাধর্ম্ম্যেণোৎপ্রেক্ষ্যতে ব্রহ্মানন্দেতি বপুষ্মতা মূর্ত্তিমতা। তদা সূতিকাগৃহপ্রবেশোঽসম্ভবন্নপি তয়া আনন্দমূর্চ্ছয়ৈব স্বকারণতদ্বার্ত্তাশ্রবণানন্দসংস্কারবিশেষ-বশাৎ কারিত ইত্যর্থঃ। নন্বু স্খলনমপি তদা কুতো নাভূত্তত্রাহ চিরসময়েতি। সুকৃতচয়স্য চাতুর্য্যং অন্যতো বৈলক্ষণ্যেন স্বপ্রকাশকারিত্বং তেন কর্ত্রা স্বয়ং দত্তো হস্তাবলম্বো যস্য স

করিলেন। বহুকাল গ্রীষ্মকালের দীর্ঘতাহেতু ক্ষুদ্রসরোবর পরিশুষ্ক হইলে তাহার বিদারণগর্ত্ত সুন্দর করিয়া ঐ পুত্রজন্মশব্দ যেন অমৃতময় ধারাসম্পাত পরিপূর্ণ করিতেছে। অতএব বহুকাল পুত্র কামনাফলের প্রতিবন্ধ-বশত হৃদয় শোকার্ত্ত হইলে ঐ পুত্রজন্মের ধ্বনি যেন ঐ দুঃখিত-হৃদয়ের পরম আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। ব্রজরাজনন্দ অনির্ব্বচনীয় পুত্রজন্মশব্দ শ্রবণ করিয়া যেন আনন্দরূপ বর্ষাতে স্নাত হইলেন, যেন অমৃতময় মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং আনন্দরূপা মন্দাকিনীকর্ত্তৃক যেন আলিঙ্গিত (স্পৃষ্ট) হইলেন ॥ ৪০ ॥

পুত্রদর্শনজন্য উৎকণ্ঠার উৎপত্তির পূর্ব্বেই যেন ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎ-কারের চমৎকার, শরীর ধারণ করিয়া স্বয়ং নিকটে আসিয়া ব্রজরাজ-নন্দকে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইল, বহুকাল সংবর্দ্ধিত পুণ্যরাশির

সময়সমুপচিত সুকৃতচয়চাতুর্য্যেণ দত্তহস্তাবলম্ব ইব উৎকলিকা ভগ-
ভগবত্যা পৃষ্ঠতঃ সমধিকং নুন্ন ইব ॥ ৪১ ॥

ত্বরিতমভ্যর্ণমভ্যেত্য বীজমিব ঘনানন্দস্য ॥ ৪২॥

অঙ্কুরমিব জগন্মঙ্গলমঙ্গলোদয়স্য ॥ ৪৩ ॥

পল্লবমিব সিদ্ধাঞ্জনলতায়াঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যত্রত আকর্ষণং পৃষ্ঠতোঽনুন্ন ইতি স্বহস্তাভ্যাং পৃষ্ঠং ধৃত্বা বলেন চালিত ইব ইত্যর্থঃ। উৎকণ্ঠোৎকলিকে সমে ইত্যমরঃ। উৎকণ্ঠাসমুৎপত্তেরগ্রত এব মূর্চ্ছায়া জাতত্বেঽপি তস্যাঃ পশ্চাদুৎকণ্ঠায়াঃ প্রাকট্যং পূর্ব্বোক্তহেতোরেবেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

উৎকণ্ঠয়ৈব বৃদ্ধিং গচ্ছন্ত্যা মূর্চ্ছায়া ভঙ্গে কৃতে সতি অভ্যর্ণং নিকটমভ্যেত্য তনয়মালোক্য অলৌকিকীং দশামাসাদ্য স্থিতঃ। কীদৃশং ব্রজেশ্বরীবপুরেব অপরাজিতা লতা তস্যাঃ কুসুমমিব তথা ঘনানন্দস্য বীজমিবেতি। এতস্মাদেব সর্ব্বোঽপ্যানন্দো জায়ত ইতি ভাবঃ। যদ্বা। তস্য তদানীমেব নিঃসীমানন্দদায়িত্বেঽপি অগ্রে ভাবিবাল্যপৌগণ্ডাদিবিলাসময়ং ঘনানন্দমপেক্ষ্য বীজমিব তৎসূচকত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

জগতাং মঙ্গলস্য মঙ্গলেন স্বস্তিমত্বেন ন স্বল্পকালমাত্রনশ্বরত্বেন য উদয়স্তস্যাঙ্কুরমিবেতি বীজমিব পূর্ব্বং গর্ভস্থস্যৈব তস্য তদ্বীজারিতত্বসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধাঞ্জনেতি। অঞ্জনস্য নেত্রসুখদত্বাৎ সিদ্ধত্বে জগদ্বশীকারিত্বাৎ কৃষ্ণস্যাপি স্বসৌন্দর্য্যেণ তথাভূতত্বাৎ তল্লতায়াস্ত দৃশ্যবস্তুত্বাদঙ্কুরবীজদশয়োর্ব্বাস্তবনিজবর্ণানুপলব্ধেঃ কৃষ্ণস্যাপি গর্ভস্থিতিচিত্তস্থিতিদশয়োর্নয়নানুভূততাদৃশরূপত্বাৎ তৎপল্লবায়িতত্বমেব যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রভাবে ব্রজপতি যেন পুণ্যরাশিরহস্তাবলম্বন (হস্তাশ্রয়) প্রাপ্ত হইলেন এবং ভগবতী উৎকণ্ঠাদেবী যেন পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া তাঁহাকে সমধিকভাবে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪১ ॥

ব্রজরাজ শীঘ্র নিকটে আসিয়া নিবিড় আনন্দের বীজ তুল্য পুত্রকে দর্শন করিলেন ॥ ৪২ ॥

দেখিলেন, পুত্র যেন ত্রিভুবনের মঙ্গলের মঙ্গলোদয়ের অঙ্কুর তুল্য, অর্থাৎ ত্রিভুবনের মঙ্গলরাশি যেন ইহাঁর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

দেখিলেন, পুত্র যেন সুস্নিগ্ধ সিদ্ধ কজ্জল-লতার পল্লব ॥ ৪৪ ॥

কুসুমমিব চিরতরসময়সমুৎপন্নসুকৃতকল্পমহীরুহারামস্য ॥৪৫

ফলমিব সকলোপনিষৎ কল্পলতাবিততেঃ। ব্রজেশ্বরীব পুর-পরাজিতায়াঃ প্রসূনমিব তনয়মালোক্য ॥ ৪৬ ॥

সম্পন্ন ইব সকলমনোরথসম্পত্ত্যা সিদ্ধ ইবানন্দসাক্ষাৎকার-চমৎকারেণ উৎকীর্ণ ইব লিখিত ইব পুনঃ সুপ্তোত্থিত ইব বলমান-

---

চিরতরেতি চিরতরাৎ সময়াৎ সম্যগুৎপন্নানাং পুণ্যকল্পবৃক্ষাণাং আরামস্য কুসুমমিবেতি পুণ্যানাং বাঞ্ছিত মহাহুল্লভার্থপ্রসবিত্বাৎ কল্পবৃক্ষত্বং বহুতরত্বাদারামত্বং;শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশ-পুণ্যচয়ফলভূতত্বাৎ বৃক্ষাণাঞ্চ ফলপ্রয়োজনত্বাৎ ফলস্যাপ্যুৎপত্তিদশায়াং কুসুমত্বাৎ কৃষ্ণস্য তদ্দিনোৎপন্নস্য কুসুমেনোপমাযুক্তৈব ॥ ৪৫ ॥

উপনিষৎকল্পলতাশ্রেণ্যাস্তু কৃষ্ণস্য প্রাকট্যমনপেক্ষ্যাপি নিত্যবিরাজমানত্বং প্রতিপা-দয়ন্ত্যাস্তদেকমাত্র প্রয়োজনায়াঃ ফলেনৈব সদৈব কৃষ্ণস্যোপমাযুক্তৈব। এবঞ্চ ক্রমেণ বীজত্বা-ঙ্কুরত্বপল্লবত্বকুসুমত্বফলত্বানাং একস্যৈব যৌগপদ্যেন বর্ণনাদ্বিরোধালঙ্কারঃ ॥ ৪৬ ॥

সম্পন্ন ইবেতি বৈষয়িকস্য সিদ্ধ ইবেত্যৈশ্বরস্যাপি সর্ব্বসুখস্য প্রাপ্তির্ব্যঞ্জিতা। উৎকীর্ণ ইবেতি আনন্দসাক্ষাৎকারভাবেন প্রথমং বিক্ষিপ্ত ইব প্রতিপত্তব্য মূঢ় ইবেত্যর্থঃ। ততস্তে-নৈব জড়ীকৃতো লিখিতশ্চিত্রিত ইব ততস্তং বোঢ়ুমশক্তত্বাদিব প্রাপ্তমূর্চ্ছত্বেন আদৌ সুপ্ত ইব তত উত্থিত ইবেতি। কৃষ্ণদর্শনসুখং পুনরনুভাবয়িতুমিব চেতনাদেব্যৈব প্রতিবোধিত-ত্বেনেতি ভাবঃ। বলমানং বিপুলাৎ কাৎ সুখাৎ হেতোঃ পুলকং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা দশা-

---

পুত্র যেন বহুকাল সম্ভূত পুণ্যরূপ কল্পতরু পুষ্পোদ্যানের বিকসিত পুষ্প তুল্য ॥ ৪৫ ॥

পুত্র যেন সকল উপনিষৎস্বরূপ কল্পলতাশ্রেণীর ফল তুল্য এবং ব্রজেশ্বরী যশোদার শরীররূপ অপরাজিতার পুষ্প সদৃশ ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ পুত্রদর্শন করিয়া ব্রজরাজ নন্দের যেন সমস্ত মনোরথের সিদ্ধি সম্পন্ন হইল, যেন তাঁহার আনন্দ সাক্ষাৎকার জন্য চমৎকার ভাব পরিপূর্ণ হইল, তিনি তৎকালে প্রস্তরখোদিত এবং চিত্র লিখিত পুত্তলিকার ন্যায়, আদৌ নিদ্রিত, পশ্চাৎ উত্থিত ব্যক্তির ন্যায়, অব-স্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রচুর সুখ হইতে তাঁহার দেহে

বিপুলকপুলকমানন্দবাস্পকণনিকরনিপাতনিস্তিমিতামলৌকিকীং দশামাসাদ্য স্থিতঃ ॥ ৪৭ ॥

সানন্দৈরুপনন্দসন্নন্দাদিভির্ভূসুরবরেণ পুরোধসা কারিতজাতকর্ম্মাদিক্রিয়ঃ স্বতনয়াভ্যুদয়ায় দীয়মানৈঃ কলধৌতকলধৌতবিষাণখুরৈর্মণিময়মাল্যলাল্যমানকণ্ঠৈ র্নবপ্রসূতৈ র্গবাং নিকুরম্বকৈরবনিনির্জরাণাং প্রতিগৃহমেব সুরভিলোকমেকৈকমুৎপাদয়ামাস ॥ ৪৮ ॥

প্রত্যঙ্গণমপি তিলপর্ব্বতং হিরণ্যপর্ব্বতং মণিপর্ব্বতমপি তেষা-

মাসাদ্য স্থিতঃ। বলমানমিতি শানজন্তো বলতিঃ। সুখশীর্ষজলেষু কমিতি বিশ্বঃ। নিস্তিমিতাং নিঃশেষেণাদ্রীভূতাং ॥ ৪৭ ॥

কলধৌতেন সুবর্ণেন কলধৌতেন রূপ্যেণ চ যথাসংখ্যং যুক্তানি বিষাণানি শৃঙ্গাণি খুরাশ্চ যেষাং তৈঃ। কলধৌতং রূপ্যহেম্নোরিত্যমরঃ। যদ্বা। কলধৌতয়োঃ স্বর্ণরূপ্যয়োঃ করৈঃ কিরণৈঃ রলয়োরৈক্যাৎ ক্রমেণ ধৌতানীব শৃঙ্গাণি খুরাশ্চ যেষাং তৈঃ। অবনিনির্জরাণাং ভূদেবানাং ॥ ৪৮ ॥

একৈকশঃ একস্যৈকস্য বিপ্রস্য প্রত্যঙ্গণমঙ্গণে অঙ্গণে তিলাদিপর্ব্বতত্রয়ং নির্ম্মিতবান্। তেন তদানীং দত্তানি বস্তূনি পর্ব্বতাদি-ক্রমেণৈব কথঞ্চিদ্গণয়িতুং শক্যানি নতু টঙ্কাদিক্রমে-

---

প্রবলভাবে রোমাঞ্চ আবির্ভূত হইল এবং আনন্দজন্য অশ্রুকণাসমূহের পতনে নিস্তব্ধ অথচ অলৌকিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

তখন উপনন্দ সন্নন্দ প্রভৃতি আহ্লাদিত হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুরোহিত দ্বারা পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার কার্য্য সকল সম্পন্ন করাইলেন। তৎকালে ব্রজরাজ, স্বকীয় পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া যে সকল নবপ্রসূত ধেনু দান করিলেন এবং যে সকল ধেনুর শৃঙ্গ ও খুরশ্রেণী স্বর্ণরজতময় এবং যে সকল ধেনুর গলদেশে মণিময় মাল্যজাল শোভা পাইতেছিল, সেই সমস্ত নবপ্রসূত ধেনু দ্বারা ব্রজরাজ, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে যেন এক একটী সুরভিলোক উৎপাদন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

ব্রজপতি নন্দ, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একএকটী ব্রাহ্মণের

মেকৈকশো নির্ম্মিতবান্ নিমেষমাত্রেণৈব ব্রজরাজঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্য বিতরণসময়ে চিন্তামণিকল্পতরুকামধেনুগণশ্চ শক্তিহীন-ইব রত্নাকরা অপি যাদোমাত্রাবশিষ্টা ইব। কিং বহুনা। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরপি লীলাপদ্মৈকশেষা বভূব ॥ ৫০ ॥

অনন্তরঞ্চ শ্রীব্রজপুরপুরন্দরস্য শুভকুমার আবিরাসীদিতি জগন্মঙ্গলমঙ্গলো ধ্বনিরধ্বন্যধ্বনি মুখান্মুখতো যদৈব সমন্ততঃ সঞ্চচার তদৈব তদগ্রতো বা সানন্দোপনন্দসন্নন্দপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বএব গোদুহো

শেতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

তদালোক্য তদানীন্তনজনানাং সম্ভাবনামাহ চিন্তামণীত্যাদি। অন্যেষাং স্বপুরস্থ কনকাদীনাং কা কথা যোঽয়ং নন্দস্য দানাবেশো লক্ষ্যতে ততশ্চিন্তামণ্যাদীনাং গণশ্চ শক্তিহীনো বভূব রত্নানি প্রসবিতুমিত্যর্থাৎ। ভবিষ্যতীতি বক্তব্যে ভূতপ্রায়ত্বসম্ভাবনয়া বভূবেত্যুক্তং। যাদোমাত্রেতি তদীয়রত্নানি তু আনীয় দত্তপ্রায়াণ্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

তদগ্রতো বেত্যেবমিব সম্ভাব্যত ইত্যুৎপ্রেক্ষৈবেয়ং। বিহঙ্গিকা বাঁহকা ইতি খ্যাতা। বিহঙ্গিকা ভারযষ্টিরিত্যমরঃ। তক্রং হ্যুদশ্বিন্মথিতং পাদাম্ব্বর্দ্ধাম্বু নির্জ্জলং। আমিক্ষা সা

প্রত্যেক অঙ্গণে, মুহূর্ত্তমাত্র তিলপর্ব্বত, স্বুবর্ণপর্ব্বত এবং মণিপর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

ব্রজরাজ যৎকালে ধনবিতরণ করেন, সেই সময়ে চিন্তামণি, কল্পতরু এবং কামধেনুগণ, রত্ন সকল প্রসব করিতে যেন শক্তিহীন হইয়াছিল। রত্নাকরদিগের রত্নরাশি আনয়ন করিয়া দান করাতে তাহারাও যেন জলজন্তুমাত্রে পরিণত হইয়াছিল, অর্থাৎ রত্নাকরেও আর রত্ন ছিল না অধিক কি, ত্রিভুবন লক্ষ্মীও একমাত্র লীলাপদ্মরূপে পরিণত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি পদ্মালয়া হইয়াও তাহার হস্তে কেবল একটী মাত্র পদ্ম ছিল ॥ ৫০ ॥

অনন্তর 'শ্রীব্রজপুরের পুরন্দর তুল্য শ্রীনন্দের শুভ পুত্র আবির্ভূত হইয়াছে' এইরূপ ত্রিভুবনের মঙ্গলের মঙ্গলধ্বনি যখন পথে পথে প্রত্যেক লোকের মুখ হইতে চারিদিকে প্রচারিত হইল, সেই সময়েই, অথবা তাহার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে উপনন্দ সন্নন্দ প্রভৃতি সমস্ত গোপগণ

নিজনিজপরিজনৈর্বিবিধপট্টসূত্র-কল্পিতশিগ্‌ভির্মণিময়-বিহঙ্গিকাভির্মণিঘটপটলপূরিতান্ ঘৃতদধিনবনীতমথিতোদশ্বিদামিক্ষাদি বিবিধগোরসান্ সমানায্য বিবিধমণিমণ্ডন-মণ্ডিতামঙ্গল-হারিদ্র-বসনানুকারি ক্ষণপ্রভাপ্রভাতিরস্কারিচারুচামীকরবসনৈঃ কৃতাকল্পাঃ কনকমণিদণ্ডপাণিকমলাঃ সমুন্মর্য্যাদপরমানন্দবারাং নিধের্মহোর্ম্ময় ইব সকলাএব দিশো ব্যানশিরে ॥ ৫১ ॥

তৎসমকালমেব যাবজ্জনুরননুভূতপ্রভূতামোদমুদিতমেদুরমনা মনোরথাতীতং কমপি তদুদন্তমত্যন্তকমনীয়ং কর্ণাবতংসীকৃত্য

শৃতোঞ্চে যা ক্ষীরে স্যাদ্দধিযোগত ইত্যমরঃ। হরিদ্রারসাক্তবসনানাং মাঙ্গল্যাত্তেষাস্বতিতুচ্ছত্বাং তদনুকারিভিরেব ক্ষণপ্রভায়া বিদ্যুতোঽপি প্রভায়াস্তিরস্কারিভিশ্চারুচামীকর রসাক্তৈর্বসনৈঃ কৃত আকল্পো বেশো যৈস্তে ব্যানশিরে ব্যাপ্তবন্তঃ ॥ ৫১ ॥

তৎসমকালমেব ব্রজরাজসদনং নাগরীণামাবলিঃ ইয়ায় ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশী। যাবজ্জনুর্জ্জন্ম-

---

আহ্লাদিত হইলেন। ঐ সকল গোপগণের পরিজনবর্গ, বিবিধ পট্টসূত্র নির্ম্মিত শিক্য (শিকা) যুক্ত মণিময় বিহঙ্গিকা (বাঁক্) সমূহদ্বারা মণিময় কলসরাশি পূরিত, ঘৃত দধি, নবনীত, মথিত (নির্জলনবনীত), উদশ্বিৎ (অর্দ্ধভাগজলযুক্ত নবনীত) এবং আমিক্ষা (ছানা) প্রভৃতি নানাবিধ গব্যরস আনয়ন করিল। উপনন্দ সন্নন্দ প্রভৃতি সকলেই বিবিধ মণিময় আভরণে অলঙ্কৃত হইলেন এবং মঙ্গলসূচক হরিদ্রাবস্ত্রের অনুকরণকারী এবং ক্ষণপ্রভার (বিদ্যুতের) প্রভাপটলের তিরস্কারকারী সুন্দর সুবর্ণরসাক্ত বসনে স্বস্ব বেশ কল্পনা করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই করকমলে সুবর্ণ ও মণিময় দণ্ড সকল ধারণ করিলেন। অবশেষে স্বস্ব পরিজন কর্ত্তৃক আনীত দ্রব্যসমূহদ্বারা উচ্ছলিত পরমানন্দ সমুদ্রের মহাতরঙ্গরাশির ন্যায় সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করিলেন ॥ ৫১ ॥

সেই সময়েই ব্রজনগরের নাগরীগণ, ব্রজরাজনন্দের ভবনে আগমন করিলেন। যাহারা আসিয়া তৎকালে উপস্থিত হইল, তাহাদের জন্মাবধি কখনও ঐ রূপ আনন্দ অনুভূত হয় নাই। এই কারণে তাহাদের

কৃত্যপরীহারেণ হারেণ সতা লসতা ললিতকণ্ঠোৎকণ্ঠোত্তরলা॥৫২॥

তরলায়মানমাণিক্য শকলাঽশকলাতিমঞ্জিমকঙ্কণা কঙ্কণায়-মানহীরকনিকরশুভগাঙ্গদাঙ্গদাক্ষিণ্যকারি সকলাভরণা ॥ ৫৩ ॥

ভরণার্হমহার্হকাঞ্চিকাঞ্চিতজঘনা ঘনারোহারোহাতিমুখর-

পর্য্যন্তং। ন অনুভূতঃ প্রভূতঃ প্রচুর আমোদস্তেন মুদিতং প্রাপ্তহর্ষং মেদুরং সান্দ্রস্নিগ্ধং মনো যস্যাঃ সা। উৎকণ্ঠাভিরুত্তরলা ॥ ৫২ ॥

তরলে হারমধ্যগমণৌ অয়মানং ঘটমানং মাণিক্যশকলং মাণিক্যখণ্ডং যস্যাঃ সা। অশ-কলোঽখণ্ডঃ পূর্ণ এব মঞ্জিমা মঞ্জুত্বং যেষাং তানি কঙ্কণানি যস্যাঃ সা। তরলো হারমধ্যগ-ইত্যমরঃ। কমিতি মান্তমব্যয়ং জলবাচকং তস্য কণায়মানৈঃ কণসদৃশৈ হীরকনিকরৈঃ শুভগমঙ্গদং যস্যাঃ সা। অঙ্গানাং দাক্ষিণ্যকারীণি অনুকূলানি সকলান্যাভরণানি যস্যাঃ সা ॥ ৫৩ ॥

ভরণার্হয়া মঞ্জুষিকান্তর এব রক্ষণার্হয়া। কিঞ্চ.মহার্হয়া উৎসবযোগ্যয়া উৎসবসময়মাত্র-ধার্য্যয়েত্যর্থঃ। কাঞ্চিকয়া অনুকম্পিতকাঞ্চ্যা অঞ্চিতং পূজিতং জঘনং যয়া সা। ঘনে

মন হৃষ্ট এবং নিবিড় সুস্নিগ্ধ হইল। তখন তাহারা মনোরথের অতীত অনির্ব্বচনীয় এবং অত্যন্ত রমণীয় ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণের আভরণ অর্থাৎ শ্রবণ করিয়া সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের কণ্ঠদেশে সুন্দর এবং শোভমান হার শোভা পাইতে লাগিল এবং আসিবার উৎকণ্ঠায় সকলেরই মন চঞ্চল হইয়াছিল ॥ ৫২ ॥

তাহাদের সকলেরই হারমধ্যস্থিত মণিতে মাণিক্যের খণ্ড সংলগ্ন ছিল। তাহারা যে সমস্ত কঙ্কণাভরণ পরিয়াছিল, তাহাদের সৌন্দর্য্য অখণ্ড। তাহাদের অঙ্গদ (বাজু) জলকণ সদৃশ স্বচ্ছ হীরকসমূহদ্বারা আরও সুন্দর হইয়াছিল। তাহাদের সমস্ত অভরণই সমস্ত অঙ্গের অনুকূল ছিল ॥ ৫৩ ॥

তাহাদের জঘন প্রদেশে যে মেখলা ছিল,তাহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত না, সর্ব্বদাই তাহা মঞ্জুষা (বাক্স) মধ্যে থাকিত এবং তাহা কেবল উৎসব সময়েই ব্যবহৃত হইত, অথবা তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল,

কিঙ্কিণিকা ॥ ৫৪ ॥

কনককমনীয়-হংসকাহংসকান্তগতিবিলোলকেশবন্ধা কেশবন্ধা মণিকামকমনীয়ং তৎকালাবির্ভূতমালোকয়িতুং কনকভাজনোপনীত-মঙ্গলনির্ম্মঞ্ছনিকার্হফলকুসুম-দধিদূর্ব্বাক্ষতমণি-দীপনিকরাদিকমতিমৃদুল-চীন-হারিদ্রবসন-শকলেনাপিধায় নিজনিজকরকমলতলেনোপগৃহ্য ঝণঝণায়মান-মণিনূপুরকলনিনাদৈর্মুখরয়ন্তীব দশদিশো ব্রজরাজসদনমিয়ায় ব্রজনগরনাগরীণামাবলিঃ ॥ ৫৫ ॥

অনন্তরং প্রবিশ্য সূতিকাভবনমালোক্যচ তমভিনবং নবং নয়ন-

নিবিড়ে আরোহে নিতম্বে আরোহ আরোহণং যস্যাঃ সা চাসৌ মুখরা চ কিঙ্কিণী যস্যাঃ সা। আরোহস্ত্ববরোহেঽপি বরারোহা কটাবপীতি মেদিনী ॥ ৫৪ ॥

হংসকঃ পাদকটকঃ। হংসস্যেব কান্তা গতির্যস্যাঃ সা। কেশবং কৃষ্ণং ধাম্না স্বকান্ত্যা নিকামং যথেপ্সিতমেব কমনীয়ং ॥ ৫৫ ॥

সম্বিদোঽনুভবময্যা বুদ্ধের্জন্মনো বিফলীভাবো বৈফল্যং তস্যা ভাবে নিমিত্তে মহৌষধি-

---

তাহাদের ঘন নিতম্বদেশে যে কিঙ্কিণী ভূষণ আরোহণ করিয়াছিল, তাহা মধুরশব্দে শোভমান হইয়াছিল ॥ ৫৪ ॥

তাহাদের চরণে সুবর্ণের পাদবলয় (মল্) ছিল। তাহাদের গতি হংসের ন্যায় মনোহর ছিল। দ্রুততর গমনে সকলেরই কেশবন্ধন স্খলিত হইয়াছিল। তৎকালে যিনি জগতে আবির্ভূত হইলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনার দেহপ্রভায় অত্যন্ত মনোহর। তাহারা ঐ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত, সুবর্ণ পাত্রস্থিত মঙ্গল বরণডালার উপযুক্ত ফল, পুষ্প, দধি, দূর্ব্বা, অক্ষত (আতপতণ্ডুল) এবং মণিময় দীপ প্রভৃতি দ্রব্য সকল, অতি কোমল চীনদেশীয় সূক্ষ্ম হরিদ্রাক্ত বসনখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া এবং নিজ নিজ করকমলতলে গ্রহণ করিয়া, ঝণ ঝণ শব্দযুক্ত মণিময় নূপুরের অব্যক্ত মধুররবে দশদিক্ যেন প্রতিধ্বনিত করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর নাগরীগণ সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া অভিনব শুভ-

নির্ম্মাণস্য ফলমিব সংবিজ্জন্মনো বিফলীভাবাভাব-মহৌষধিপল্লব-মিব নিজবাৎসল্যসরসো নীলমহোৎপলমিব চিরঞ্জয়েতি মঙ্গলাশীঃ-প্রসূনৈরভ্যর্চ্চ্য বিনিমেষমনুবেলমীক্ষমাণা ব্রজেশ্বরী সৌভাগ্যসারঃ শরীরবান্নয়মিতি তামেব স্তবত্যঃ ॥ ৫৬ ॥

মুহূর্ত্তানন্তরমলিন্দ-তলমাসাদ্য মঙ্গলসঙ্গীতি-স্বরীতি-ললিত-বদনা অন্তর-গুঞ্জদলিপুঞ্জ-কলমধুরঝঙ্কারকোলাহললুলিতকমলাঃ

পল্লবমিব। নয়নেতি বহিঃসুখস্য। সম্বিদিত্যান্তরসুখস্য নিজেতি। সুখময়সাহজিক ভাবস্য চ প্রকাশঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্তরে মধ্যে গুঞ্জতাং অলিপুঞ্জানাং কলো মধুরাস্ফুটধ্বনিরেব মধু তৎ রাতি দদাতি বর্ষতীতি যাবৎ তথাভূতো ঝঙ্কারকোলাহলস্তেন লুলিতানি আকুলিতানি কমলানি অগ্রস্থিতত্বান্মুখাকারাণি পুষ্পাণি যাসাং তাঃ কমলিন্যঃ কমললতা ইব। অত্র মঙ্গলসঙ্গীতীনাং ভ্রমর-

---

কুমারকে দর্শন করিল। দেখিল, সেই শিশু যেন তাহাদের নয়ন নির্ম্মাণের নূতন ফল। সেই শিশু যেন অনুভবময়ী বুদ্ধি এবং জন্মের সফলতা নিমিত্ত মহৌষধির পল্লব সদৃশ। সেই শিশু যেন নিজ বাৎসল্যরূপ সরোবরের মহৎ নীলকমল। তাহা দেখিয়া তাহারা 'তোমার চিরমঙ্গল হউক' এইরূপে মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ ও পুষ্পরাশিদ্বারা ঐ সদ্যোজাত শিশুর অর্চ্চনা করিয়া নির্নিমেষ-নয়নে অনুক্ষণ তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল এবং ব্রজেশ্বরী যশোদার সৌভাগ্যসার যেন শরীর ধারণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, এইরূপে তাহারা ব্রজেশ্বরী-কেই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৬ ॥

ক্ষণকালপরে তাহারা বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠের তলদেশে উপস্থিত হইয়া সুন্দর পদ্ধতিপূর্ব্বক সুললিত সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং তাহা-দ্বারা তাহাদের বদনও অতিশয় সুন্দর দেখাইতে লাগিল, তাহাতে এই-রূপ উৎপ্রেক্ষা করা যাইতে পারে, যেন কমললতাসমূহের কমল পুষ্প-শ্রেণীর মধ্যে ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিয়া মধুর অথচ অস্ফুট ধ্বনিরূপ মধু

কমলিন্য ইব ॥ ৫৭ ॥

পরস্পরমতিকৌতুকেন কেনচন প্রণয়ভরসরসকর-সরসীরুহকুট্মলেন পরস্পর-বদনশশধরমণ্ডলমতিবিমলসুরভিতর-তৈল-হারিদ্রদ্রব-নবনব-নবনীতাদিভিরভিতোদশনকিরণভরালসলসদমল-বন্ধূকবন্ধুরাধরকিসলয়ং হসন্ত্য এব লিম্পন্ত্যো যদা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী-সৌভাগ্যমধরীচক্রুস্তা নাগর্য্যঃ ॥ ৫৮ ॥

তদৈবাঙ্গণভুবি ব্রজপুরপুরন্দরং সময়াসময়াসাদিতপরমানন্দ-সন্দোহাস্তএব গোদুহো মহামদমুদিতা ইব ইন্দুকন্দুকৈরিব নবনীত-

---

ঝঙ্কার উপমানং মুখানাং কমলানি নারীগণানাং কমলবল্ল্য ইতি ॥ ৫৭ ॥

প্রণয়স্য ভরেণেব সরসেন করকমলকুট্মলেন দশনকিরণানাং দন্তকান্তীনাং ভরেণ ভারেণ অলসং লসতঃ কান্তিমতো অমলবন্ধূকাদপি বন্ধুরং সুন্দরং অধরকিসলয়ং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা হসন্ত্যঃ অধরীচক্রুন্য্যূনীচক্রুঃ ॥ ৫৮ ॥

অঙ্গণভুবীতি। অলিন্দে তু স্ত্রীভিরাবৃতত্বেন তত্রানবকাশাৎ ব্রজপুরস্য পুরন্দরমিন্দ্রং শ্রীনন্দং সময়া শ্রীনন্দস্য নিকটে ইত্যর্থঃ। অভিতঃ পরিতঃ সময়েত্যাদিনা দ্বিতীয়া। সময়ান্তিক-

---

বর্ষণ করিয়া ঝঙ্কার কোলাহল করিতেছে ॥ ৫৭ ॥

তাহারা পরস্পর কোনও এক প্রকার কৌতুক করিয়া স্বস্ব কর-পদ্মের মুকুল যেন প্রণয়ের ভরেই সুন্দর করিয়া তুলিল। সেই কর-কমলের মুকুলদ্বারা এবং অতিবিমল ও অত্যন্ত সৌরভপূর্ণ তৈল, হরিদ্রার দ্রব (হলুদবাটা) এবং নব নবনীতপ্রভৃতিদ্রব্যসমূহদ্বারা পরস্পরের মুখচন্দ্রমণ্ডল, চারিদিকে লিপ্ত করিয়া, যখন দন্তকান্তির ভারে অলসভাবে এবং শোভমান নির্ম্মল বন্ধূক পুষ্পাপেক্ষাও সুন্দর অধর পল্লবসহ কারে হাস্য করিতে লাগিল, তখন ঐ সকল নাগরী রমণীগণ, ত্রিভুবন লক্ষ্মীর সৌভাগ্য গর্ব্বকেও খর্ব্ব করিয়াছিল ॥ ৫৮ ॥

সেই সময়েই, বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে স্থানাভাব প্রযুক্ত, প্রাঙ্গণভূমে, ব্রজপুরের ইন্দ্রস্বরূপ শ্রীনন্দের নিকটে, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গোপগণ, তৎ-কালে নিরতিশয় আনন্দরাশি প্রাপ্ত হইলেন। এবং তাঁহারা মহাহর্ষে

পিণ্ডৈঃ স্থূলতর-করকানিকরৈরিব আমিক্ষাগেণ্ডুকৈঃ। দধিজলধি-কর্দ্দমগোলৈরিব চন্দ্রিকাপললখণ্ডৈরিব দধিপিণ্ডৈঃ ॥ ৫৯ ॥

পরস্পরং নিঃসাধ্বসমভিঘ্নন্তো মণিময়জলযন্ত্রপূরিতানাং পয়োদধিমণ্ডমথিতোদশ্বিদাদীনাং দ্রুতকনকপয়সামিব হারিদ্রসলিলানামপি মহাসুগন্ধিতৈলানাঞ্চ ধারাপাতৈঃ পরস্পরং সিঞ্চন্তো মৃদুমৃদঙ্গ-পণব-ডমরু-ঝর্ঝর-মৃদুলমর্দ্দলকুল-কাহল-ভেরীপ্রভৃতি মঙ্গলবিচিত্র-বাদিত্র নিনদানুগততালক্রমং নৃত্যন্তো গায়ন্তশ্চ মঙ্গলসঙ্গীতান্তর্গত-

---

মধ্যয়োরিত্যমরঃ। গোদুহো গোপাঃ। করকা বর্ষোপলঃ। আমিক্ষায়া এব নিবিড়ত্বাৎ নিস্তলত্বাচ্চ গেণ্ডুকতুল্যত্বং গোলো গোটা ইতি খ্যাতো বর্ত্তুলপিণ্ডঃ। চন্দ্রিকায়াঃ পলল-খণ্ডৈর্মাংসপিণ্ডৈরিব ইতি সুখস্পর্শত্বমুক্তং ॥ ৫৯ ॥

চর্চ্চরিকাদয়ো গীতচ্ছন্দোভেদাঃ। এবম্ভূত নানাবিধগানং কর্ম্ম। তং অপূর্ব্বং কুমারং প্রযোজ্য কর্ম্মভূতং সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব অনুভাবয়ন্ত ইব। কিম্বা গানমেব প্রযোজ্য কর্ম্ম-

---

প্রমোদিত হইয়াই যেন চন্দ্রের কন্দুকতুল্য (বস্ত্র নির্ম্মিত গোলাকার ক্রীড়নক বিশেষ) নবনীত পিণ্ডদ্বারা, অত্যন্ত স্থূল করকারাশির ন্যায় আমিক্ষা (ছানা) কন্দুকদ্বারা এবং দধিসাগরের কর্দ্দম পিণ্ডের ন্যায় এবং জ্যোৎস্নার মাংসপিণ্ডের ন্যায় দধিপিণ্ডদ্বারা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভয়ে আঘাত করিতে লাগিল। দুগ্ধ দধিমণ্ড, মথিত (নির্জল-ঘোল) এবং উদশ্বিৎ (অর্দ্ধজল মথিত ঘোল) প্রভৃতি যে সকল বস্তু মণিময় যন্ত্রে পূরিত ছিল, সেই সকল দ্রব্যের ধারাবর্ষণদ্বারা এবং সলিল তুল্য হরিদ্রাজলেরও সুবর্ণ মহাসুগন্ধি তৈলের ধারা বর্ষণদ্বারা তাঁহারা পরস্পর গাত্রে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই পণব (ঢক্কাবিশেষ), ডমরু (বাদ্যবিশেষ), ঝর্ঝর এবং মৃদুমর্দ্দল (মাদল) সমূহ, কাহল (জয়ঢক্কাবিশেষ) ও ভেরীপ্রভৃতি মঙ্গলসূচক বিবিধ বাদ্য-শব্দের সহিত তালের প্রণালী সঙ্গত করিয়া নৃত্য করিতে এবং গান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মঙ্গল সঙ্গীতের অন্তর্গত চর্চ্চরিকা

চর্চ্চরিকা-দ্বিপদিকা-জম্ভলিকা তেনাদি নানাবিধ গানমনাকলিতমপি সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব তৎকালাবির্ভূতং তমপূর্ব্বং কুমারং ব্রজরাজ মাহ্লাদয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৬০॥

ইতস্ততশ্চ উর্ব্বী--গীর্ব্বাণ-সঞ্চয়--মঙ্গলাশীঃ--স্বনসহচরবেদ-নির্ঘোষৈরভিতোঽভিতঃ সকলজনমুখোদ্গীর্ণ-জয়জয়রবৈঃ পরিতশ্চ চারু-চারণ-মাগধ-সূত-বন্দিবৃন্দোপনীত-বাস্তব-স্তবস্তবকৈরপি নাদ-ব্রহ্মময় ইব সময়ঃ সমপাদি ॥ ৬১ ॥

ততশ্চ—তমতিমহোৎসবমহারসং জরয়িতুমসমর্থেব সা ব্রজ-

ভূতং সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব দর্শয়ন্ত ইব তং কুমারমিত্যর্থঃ। গানং কীদৃশং অনাকলিতমপি পূর্ব্বমনভ্যস্তমননুভূতমপি তদানীং ভগবদিচ্ছয়ৈব সহসা স্ফুরিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

চারণা নটাঃ সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশ-শংসকাঃ। বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয় ইতি ॥ ৬১ ॥

(গানের ছন্দ), দ্বিপদিকা (গীতের ছন্দ) এবং জম্ভলিকা (গানের ছন্দ) প্রভৃতি যে সকল গান করিতে লাগিলেন, ঐ সকল গীত যেন পূর্ব্বে তাঁহাদের আয়ত্ত (অভ্যস্ত) ছিল না। কিন্তু তৎকালে ভগবানের স্বেচ্ছাক্রমে সহসা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারা তৎকালপ্রাদুর্ভূত সেই অপূর্ব্ব শিশুকে ঐ অপূর্ব্ব সঙ্গীত যে অনুভব করাইয়া ব্রজরাজ-নন্দকেও আহ্লাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

তৎকালে চারিদিকে ভূমিদেব ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদশব্দ সহকৃত বেদধ্বনিদ্বারা, চারিদিকে সকল লোকের মুখোচ্চরিত জয় জয় শব্দদ্বারা এবং চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর চারণ (নট), মাগধ (বংশাবলী বক্তা), সূত (পুরাণবক্তা) এবং বন্দী (অমলপ্রজ্ঞ প্রস্তাবসদৃশ বক্তা) গণের স্বস্ব মুখোচ্চরিত বাস্তবিক স্তুতিবাদদ্বারা সময় যেন শব্দব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৬১ ॥

অনন্তর সেই ব্রজপুরভূমি, সেই অতিমহোৎসব রস জীর্ণ করিতে

পুরভূরভূৎ পুরপ্রণালিকা নিকরমুখনিঃসৃতদধিদুগ্ধাদিধারাপ্রপাত-মিষেণ মুহুর্বমন্তীব সুরভয়তিস্ম চ পুরমার্গান্ ॥ ৬২ ॥

যদ্ধারাজলং গৃহীতবিহগাকারা নাকিনোঽপি সাদরমুপস্পৃশন্তি স্ম পিবন্তি স্ম চ ॥ ৬৩ ॥

তস্মিন্নেব সময়ে সকলা এব ধেনবো নবোন্নীত-নবনীত-হরিদ্রা-তৈলরূষিতাঃ কনকমণিবিভূষণভূষিতাঃ সবৎসা জগৎসারভূতা নিজ-নিজমনসি কৃষ্ণাবির্ভাবভাবুকসুভগংভাবুকা হর্ষহম্বারবেণ মুখরয়ন্ত্যো ভুবনতলং নাত্মানমপি সস্মরুঃ কিমুতাহারপানাদি ॥ ৬৪ ॥

এবমতিকালকলিতমহোৎসবমাভীরীনিকুরম্বং ভগবতী শ্রীবসু-

বমন্তীবাভূদিতি সম্বন্ধঃ ॥ ৬২ ॥

নাকিনো দেবাঃ ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণাবির্ভাব এব ভাবুকং মঙ্গলং তেন সুভগন্তাবুকাঃ সুভগা ভবন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

রভসস্ত হর্ষস্য রভসা বেগস্তদ্বশাৎ। রভসা টাবন্তো ঽপ্যস্তি। রভসা হর্ষবেগয়োরিতি

অসমর্থ হইয়াই যেন নগরের পয়োনালীসমূহের মুখনির্গত দধি দুগ্ধাদির ধারানির্ঝরচ্ছলে বারম্বার তাহা বমন করিয়াছিল এবং পৌর পথ সকল সৌরভপূর্ণ করিয়াছিল ॥ ৬২ ॥

স্বর্গবাসী দেবগণও পক্ষিদের আকার ধারণ করিয়া আদরপূর্ব্বক যে পুরের ধারাজল আচমন এবং পান করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

সেই সময়েই সমস্ত ধেনুগণ বৎসগণসমভিব্যাহারে নবসমর্পিত নবনীত, হরিদ্রা এবং তৈলদ্বারা স্পৃষ্ট হইল। সমস্ত ধেনুই সুবর্ণ এবং মণিময় আভরণে বিভূষিত হইল। তৎকালে ধেনুগণ যেন জগতের সারস্বরূপ হইয়া নিজ নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব মঙ্গলদ্বারা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী হইল এবং হর্ষসূচক হম্বারবে ভুবনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া আত্মাকেও স্মরণ করে নাই, অতএব কিরূপে তাহারা ভোজনপান স্মরণ করিবে ॥ ৬৪ ॥

এইরূপে গোপীবৃন্দ তৎকাল কল্পিত নিরতিশয় মহোৎসবে মগ্ন

দেবপত্নীরোহিণী তৈলসিন্দূরমাল্যবসনাভরণাদিভিরভিপূজ্যাভিনব-শুভকুমারাভ্যুদয়মভ্যর্থয়ামাস। বহিশ্চেতরেতরমনবরত-রভসরভসা-বশাৎ সহসহর্ষকৃতযজ্ঞাবভৃথস্নানাস্ত এবোপনন্দাদয়ো ব্রজপুরপুর-ন্দরং পুরস্কৃত্য প্রতিজনমেব মণিময়মণ্ডলমহার্হাবসনমালাচন্দনতাম্বূ-লাদিভিরভ্যর্চ্চ্য সবিনয়মভিনবশুভকুমারমঙ্গলোদয়মাচকাঙ্ক্ষুঃ॥৬৫॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনেপ্রাদুর্ভাবলীলালতাবিস্তারে
দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ ॥ * ॥

ত্রিকাণ্ডশেষপাঠাৎ ॥ ৬৫ ॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং সুখবর্ত্তন্যাং দ্বিতীয়স্তবকসঙ্গমনং ॥ * ॥

হইল। তৎকালে শ্রীবসুদেবপত্নী ভগবতী রোহিণী ঐ সকল গোপী-দিগকে তৈল সিন্দূর মাল্য এবং বসনাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অভিনব শুভ কুমারের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে বাহিরে উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ, পরস্পর অবিরত হর্ষবেগবশতঃ একত্র সহর্ষে যজ্ঞান্ত স্নান সমাপন করিয়া এবং ব্রজপুরের ইন্দ্র নন্দকে অগ্রে করিয়া, মণিময় অলঙ্কার, মহামূল্য বসন, মাল্য, চন্দন এবং তাম্বূলাদিদ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্চ্চনা করিয়া, বিনয় সহকারে অভিনব শুভ কুমারের মঙ্গ-লোদয় প্রার্থনা করিলেন॥ ৬৫॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে
প্রাদুর্ভাব লীলালতাবিস্তারে
দ্বিতীয় স্তবক ॥ * ॥

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ।

তৃতীয় স্তবক॥

—০—

এবং ভুবমবতীর্ণে নরাকৃতিনি পরব্রহ্মণি সমুপগতে চ স্তনন্ধয়তাং পূর্ব্বাবতীর্ণঃ সচ ব্রহ্মভূতো লোকঃ কেবলং লৌকিক ইব লোকৈর্দৃশ্যমানোঽপি সহাবতীর্ণয়া শ্রিয়ৈব পুনরপ্যলৌকিকোজায়মানঃ সকলজননয়নমনশ্চমৎকারকারী বভূব॥ ১॥

তন্মধ্য এব লৌকিকতাপন্নৌ ব্রজরাজে রাজ্ঞঃ কংসস্য বার্ষিকং গোরসাদি-কর-মুপপাদয়িতুং পুরপরিরক্ষণার্থমাপ্ততম-স্থবিরাভীর-

---

তৃতীয়ে পূতনাঘাতঃ শ্রীযশোদাতিরোদনং। বর্ণ্যতে মথুরাতোঽথ নন্দস্যাগমনং গৃহে॥০॥

সচ প্রসিদ্ধঃ ব্রহ্মভূতঃ তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হীতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। শ্রিয়া শোভয়া॥ ১॥

নিযোজ্যৈঃ কিঙ্করৈঃ। নিযোজ্য-কিঙ্কর-প্রৈষ্য-ভুজিষ্য-পরিচারকা ইত্যমরঃ। যদ্বাজ-

---

তৃতীয় স্তবকে পূতনাবধ, শ্রীমতী যশোদার অত্যন্ত রোদন এবং মথুরা হইতে নন্দের স্বভবনে আগমন বর্ণিত হইতেছে॥ ০॥

এইরূপে নরাকৃতিধারী পরব্রহ্ম, ভূতলে অবতীর্ণ এবং বালকভাব প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্বে অবতীর্ণ সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ লোক শ্রীকৃষ্ণ, সাধারণ নরলোকের চক্ষে কেবল লৌকিক বা প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় দৃষ্ট হইলেও, তাঁহার সহিত অবতীর্ণ তদীয় শ্রী (শোভা) দ্বারা পুনর্ব্বার তিনি অলৌকিক ব্যক্তির ন্যায় উৎপন্ন হইয়া, সকল লোকের মন এবং নয়নের চমৎকার কারক হইয়াছিলেন॥ ১॥

তাহার মধ্যেই ব্রজরাজ নন্দ, লৌকিকভাব অবলম্বন করাতে কংসরাজের গব্যরসাদি বার্ষিক কর সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এবং নগররক্ষার নিমিত্ত, আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রাচীন গোপদিগকে

নিকরং নিযোজ্য নিযোজ্যৈরেব কিয়দ্ভির্যদুরাজধানীং গতবতি সতি দুরাত্মনা তেনৈব কংসাভিধেন নৃশংসেন পূর্ব্বজনুষি কালনেমিতয়া-খ্যাতেন পূর্ব্ববৈরমনুস্মরতা 'কিং ময়া হতয়া মন্দ ক্বচিজ্জাতস্তবান্তকঃ' ইতি যোগমায়োদিতেন তদনুসন্ধানধুরন্ধরতয়া তদপচিকীর্ষয়া প্রেষিতঃ পূতনা নাম বালগ্রহঃ প্রথমমেব তামেব ব্রজরাজ-রাজধানী-মাসসাদ । সা পূতনা নাম কামরূপিণী রূপিণী সৌন্দর্য্যসম্পত্তিরিব সকলজন-নয়ন-চমৎকারকারিণী চ সমপদ্যত ॥ ২ ॥

যামভিবীক্ষ্য উর্ব্বশি উর্ব্বশিবং তে সৌভগং । অলংবুষে অলং বুষেণেব তে দর্পেণ । রম্ভেহরং ভেকীব ত্বমসি । ঘৃতাচি ঘৃতা-

---

ধানীং মথুরাং । তস্য নিজশত্রোরপচিকীর্ষয়া অপকারেচ্ছয়া ॥ ২ ॥

হে উর্ব্বশি উরু অধিকং অশিবং অমঙ্গলং যস্য তথাভূতং সৌভগং তবাভূৎ অনয়া স্বীয়-সৌন্দর্য্যেণ তব তিরস্কারাদিতি ভাবঃ । বুষেণেব তৃণাদি ক্ষোদেনেব । ক্বরঙ্গবোবুষং ক্লীবে

নিযুক্ত করিয়া, কতিপয় সেবকগণের সহিত যদুগণের রাজধানী মথুরা-নগরে গমন করিলেন। তৎকালে পূর্ব্বজন্মে যাহার নাম কালনেমি ছিল, "হে মূঢ় ! আমাকে মারিয়া তোমার কি হইবে, তোমার নিধন-কারী, কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন" এইরূপে যোগমায়া যাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দুরাত্মা কংসনামক নৃশংসব্যক্তি, পূর্ব্ব-জন্মের শত্রুতা স্মরণ করিয়া এবং দক্ষতার সহিত শত্রুর অনুসন্ধান করিতে এবং নিজশত্রুর অপকার করিবার বাসনায় পূতনানামক এক বালকগ্রহ (শিশুবধের উপায়) প্রেরণ করেন। অশুভ-গ্রহস্বরূপ সেই পূতনা প্রথমেই ব্রজরাজ নন্দের রাজধানীতে উপস্থিত হয়। সেই পূতনা যদৃচ্ছাক্রমে রূপধারণ করিয়া মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যের সম্পত্তির ন্যায় সকল লোকের নয়নের চমৎকারকারিণী হইয়াছিল ॥ ২ ॥

হে উর্ব্বশি ! তোমার সৌভাগ্যে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিয়াছে। হে অলম্বুষে ! বুষ (আগড়া) সদৃশ তোমার দর্পে এখন কোনও ফল নাই। হে রম্ভে ! তুমি শীঘ্র ভেকবধূর তুল্য হইতেছ। হে ঘৃতাচি ! তোমার

চতেব তে যশো-নবনীতাবলিঃ মেনকে মে নকে ত্বামুপহসন্তি। প্রম্লোচে প্রম্লোচেন গতং তে রূপসৌভগং। চিত্রলেখে চিত্রলেখেব তে মূর্ত্তিঃ। তিলোত্তমে তিলোত্তমেব তে কীর্ত্তিঃ ॥ ৩ ॥

ইতি সকলৈরেব পুরজনৈর্নাকবেশবিলাসিনীরুপহস্য কিমিয়ং মূর্ত্তেব ব্রজপুরদেবতা কিমিয়ং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীঃ কিমিয়মনম্বুধরা-তড়িন্মঞ্জরী কিমিয়ং নিষ্কুমুদবান্ধবা কৌমুদীতি বিতর্ক্যমাণা ব্রজপুর-পরমেশ্বরীভবনমেব সা প্রবিবেশ ॥ ৪ ॥

ইত্যমরঃ। হে রম্ভে অরং দ্রুতং ভেকীবৎ ত্বং। হে ঘৃতাচি তে তব যশাংস্যেব নবনীতানি তেষামাবলিঃ সা অধুনা ঘৃতা জলাদিনা সিক্তা চিতাঃপ্রেতদাহিকাহগ্নিশ্রেণীব। ঘৃ ঘৃ সেচনে। হে মেনকে মে মম সম্বন্ধিনঃ কে ন ত্বাং উপহসন্তি অপি তু সর্ব্ব এব। প্রম্লোচেন প্রবাহেন। চিত্রলেখা রেখা ইব স্তব্ধেত্যর্থঃ। তিলোত্তমা তিলাদপ্যুত্তমা অতিশ্যামা অপকীর্ত্তিরভূদিত্যর্থঃ॥৩

ইতি নাকবেশবিলাসিনীঃ স্বর্গাপ্সরসঃ উপহস্য তিরস্কৃত্য ব্রজপুরদেবতেতি দুষ্প্রধর্ষত্বাংশেন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরিতি পরমশোভয়া তড়িন্মঞ্জরীতি গৌরকান্ত্যা কৌমুদীতি সুশীতলচ্ছবিতয়া॥৪

যশোরূপ নবীতশ্রেণী, জলাদিদ্বারা সিক্ত চিতাভূমির তুল্য হইতেছে। হে মেনকে! আমার যতলোক আছে, তাহারা সকলেই তোমাকে উপহাস করিতেছে। হে প্রম্লোচে! তোমার রূপসৌভাগ্য, প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। হে চিত্রলেখে! তোমার মূর্ত্তি এখন চিত্ররেখার ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থিত হইয়াছে। হে তিলোত্তমে! তোমার কীর্ত্তি এখন তিল হইতেও উত্তম অর্থাৎ অত্যন্ত শ্যামবর্ণ (অপকীর্ত্তি) বলিয়া গণ্য হইয়াছে ॥ ৩ ॥

এইরূপে সমস্ত পুরবাসী জনগণ, ঐ পূতনাকে দেখিয়া স্বর্গবাসিনী বারবিলাসিনীদিগকে উপহাস করিতে লাগিল। অবশেষে পৌরগণ এইরূপে মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল, এই রমণী কি মূর্ত্তিমতী ব্রজপুরের দেবতা! এই রমণী কি ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী! অথবা এই রমণী কি জলধরবিহীনা বিদ্যুল্লতা! কিম্বা এই রমণী কুমুদবান্ধব শূন্যা কৌমুদী!। অনন্তর সেই রমণী, ব্রজপুরের পরমেশ্বরী যশোদার ভবনে প্রবেশ করিল ॥ ৪ ॥

তথা সতি ইয়ং খলু ব্রজপুরপুরন্দরমন্দিরাবতীর্ণ পরমমহাপুরুষচরণপরিচরণচাতুর্য্যধুর্য্যতয়া ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরেব সমুপসর্পতীতি পুনস্তৈরিদমেব নিরটঙ্কি ॥ ৫ ॥

অনন্তরং চোরমূর্ত্তিরিব মহাসাহসা। লোভোপহতা জনতেব নির্ল্লজ্জা। কোপবৃত্তিরিব অসমীক্ষ্যকারিণী ॥ ৬ ॥

সা ভবনং প্রবিশ্য জ্বলন্তমিব সকলাশুভসমূহভস্মীকরণচনমহানলস্ফুলিঙ্গং। নিখিলরিপুনিকরবহলতমঃ সমুদ্ঘাটনপাটবৈক-

---

ইদমেব নিরটঙ্কি নির্ণীতং। অত্র পূতনায়ামাবিশ্য ভগবতো যোগমায়ৈব লীলাসিদ্ধ্যর্থং তাদৃশসৌন্দর্য্যং স্ফোরয়িত্বা তান্ মোহয়ামাসেতি জ্ঞেয়ং। তস্যা বরাক্যাঃ তামস্যা তয়া মায়য়া শুদ্ধসত্ত্বাবরণসামর্থ্যান্যথানুপপত্তেরিতি ॥ ৫ ॥

মহাসাহসেতি সহসা অন্তঃপুরপ্রবেশসামর্থ্যমুক্তং। নির্ল্লজ্জেতি স্বকার্য্যসাধন এব তাৎপর্য্যং। অসমীক্ষ্যকারিণীতি তাদৃশ সুভগ শ্রীমূর্ত্তিদর্শনেঽপি ঘাতুকত্ব ব্যবসায়াঃ ত্যাগঃ ॥৬॥

সা তমঙ্কমারোপয়িতুং কৃতমতির্জননা ন প্রত্যষেধি। কীদৃশং তং সকলানামশুভসমূহানাং কাষ্ঠস্থানীয়ানাং ভস্মীকরণচনং ভস্মীকরণেন খ্যাতং মহাগ্নিকণং। এতেনাধিকারিবিশেষানিয়মেনৈব স্পর্শমাত্রেণৈব নিঃশেষপাপহারিত্বমুক্তং। নিখিলা রিপুনিকরা এব বহলানি তমাংসি তেষাং সম্যগুদ্ঘাটনস্য পাটবে দক্ষতায়াং একং চটুলং চঞ্চলং পরমসমর্থমিত্যর্থঃ। এতেন রিপুপ্রবর্ত্ত্যমানদুর্ব্যাপারারম্ভমাত্রেণৈব অক্ষোভেণ তন্নাশকারিস্বভাবত্বমুক্তং সংসার-

---

ঐ নারী যখন যশোদার গৃহে প্রবেশ করে, তখন পুনর্ব্বার পৌরজনবর্গ, এইরূপ নির্ণয় করিল যে, ত্রিভুবন লক্ষ্মী, নিশ্চয়ই ব্রজপুরের ইন্দ্রস্বরূপ নন্দের গৃহে অবতীর্ণ মহাপুরুষের চরণ পরিচর্য্যার চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া স্বয়ং মহাপুরুষের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতেছেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর মহাসাহসান্বিত চোরমূর্ত্তির ন্যায়, স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত নির্ল্লজ্জ লোভাকৃষ্ট জনতার ন্যায় এবং নৃশংসতায় পূর্ণ অবিবেকপরতন্ত্র কোপবৃত্তির ন্যায়, সেই রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৬ ॥

তখন দেখিল, সদ্যোজাত শিশু যেন সমস্ত অশুভরাশির ভস্মীকরণকার্য্যে একান্ত বিখ্যাত জ্বলন্ত মহাগ্নির স্ফুলিঙ্গ সদৃশ। ঐ বালক, নিখিল রিপুকুল রূপ গাঢ় তিমির রাশির দলন কার্য্যে একান্ত সমর্থ,

চটুলং বিলক্ষণং দীপশিখরমিব। সংসারবিষমবিষমহাকূপারনিঃশেষ-নিঃশোষকারিণং মুনিবিশেষমিব। মথ্যমানচন্দ্রিকাচয়-ফেণধবল-শয়নতলশয়িতং কর্পূরধূলিকেদারতটসমুৎপন্নং মহামরকতাঙ্কুরমিব॥৭

খলবাণীব বহিঃসরসা বারীব বহিরাবৃতা মণিকোষাঞ্চিতা কালায়সকরপালিকেব দর্শনসুখদা কল্পলতিকায়মানা বিষলতিকেব॥ ৮॥

এব বিষমস্য বিষস্য মহাকূপারঃ সমুদ্রঃ তস্য নিঃশেষেণ নিঃশোষকারিণং। এতেন তাদৃশ শত্রূণামপি সংসারবন্ধচ্ছেদকত্বেন পরমদয়ালুত্বং। ইত্যেবং তটস্থলক্ষণেন মহাগুণানুট্টঙ্ক্য তদানীন্তনে স্বরূপলক্ষণেনাপি পরমমাধুর্য্যং বর্ণয়তি মথ্যমানেতি। মথ্যমানানাং চন্দ্রিকাচয়ানাং ফেণমিব ধবলমিত্যুপলক্ষণং। শীতলং কোমলঞ্চ যৎ শয়নতলং তত্র শয়িতং। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে কর্পূরধূলীত্যাদি॥ ৭॥

বহিঃপ্রকাশরূপেণ সরসা অন্তঃস্বগতরূপেণ তু অতিক্রূরা বাণী। পূতনাপি বহির্বাৎসল্যপ্রকাশিনী অন্তস্ত মারণব্যবসায়বতীত্যর্থঃ। দুর্ম্মদগজানাং বন্ধনেন বশীকারার্থং বারী যথা তৃণাদিভির্বহিরাবৃতা অন্তস্তু বিবরময়ীত্যর্থঃ। কালায়স করপালিকা তীক্ষ্ণখড়্গলতিকা॥ ৮॥

অলৌকিক দীপশিখার তুল্য। সংসাররূপ বিষমবিষময় সমুদ্রের নিতান্ত শোষণকারী যেন অপর একজন অগস্ত্যমুনি। সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্রের সহিত যে সকল কৌমুদী উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই কৌমুদীরাশির ফেণতুল্য শ্বেতবর্ণ শয্যাতলে ঐ বালক শয়ান আছেন। তাহাতে বোধ হইতেছে যেন তিনি কর্পূরধূলি-যুক্ত ক্ষেত্রতটে সমুৎপন্ন মহামরকত মণির অঙ্কুর তুল্য॥ ৭॥

খলজনের বাক্য যেরূপ বাহিরে সুমিষ্ট এবং অন্তরে অতিশয় ক্রূর, পূতনাও অবিকল সেইরূপ ছিল। দুর্দ্দান্ত গজদিগকে বশীভূত করিবার জন্য গজবন্ধনী যেরূপ বাহ্যিক তৃণাদিদ্বারা আবৃত থাকে এবং তাহার অন্তরে গর্ত্ত থাকে, পূতনাও অবিকল সেইরূপ ছিল। মণিময় কোষ (খাপ) সমবেত তীক্ষ্ণ খড়্গলতা যেরূপ দর্শনে সুখ দান করে, পূতনাও সেইরূপ দর্শনকালে সুখদায়িনী। অধিক কি পূতনা যেন কল্পলতার আকারধারিণী বিষলতা ছিল॥ ৮॥

সস্নেহং জননীব তমঙ্কমারোপয়িতুং কৃতমতির্জনন্যা ব্রজপুর-পরমেশ্বর্য্যা বসুদেবভার্য্যয়ার্য্যয়া চ কিমিয়ং ভগবতী গৌরী কিমিয়ং ভূতধাত্রী কিমিয়মিন্দ্রাণী কিমিয়ং বরুণানী কিমিয়মগ্নায়ী মদাত্মজং প্রতি বৎসলতয়া সমুপসন্নেতি বিতর্কপরয়া ন প্রত্যষেধি ॥৯॥

কিমহমস্য মাতা কিমিয়ং বেতি নির্দ্ধারয়িতুমসমর্থায়ামিব ব্রজেশ্বর্য্যাং নিঃসাধ্বসমেব তমর্ভকমঙ্কে বিধাতুমারেভে ॥ ১০ ॥

উরীকৃতাজ্ঞভাবেন জ্ঞানঘনবিগ্রহেণ ভগবতাপি পরম-কারুণিকেন জননীবেশমাত্রপরিলোচনপরিতুষ্টেনেব তয়া স্পৃষ্ট-

---

বসুদেবভার্য্যয়া রোহিণ্যা চ ন প্রত্যষেধি। গৌরীত্যনুপমসৌন্দর্য্যদৃষ্ট্যা ভূতধাত্রীতি পরম-কৃপোদরদৃষ্ট্যা ইন্দ্রাণীতি স্বাধিকারপ্রকাশনদৃষ্ট্যা বরুণানীতি স্নিগ্ধচ্ছবিদৃষ্ট্যা অগ্নায়ীত্যতিদুর্দ্ধর্ষত্বদৃষ্ট্যা বিতর্কঃ ॥ ৯ ॥ অঙ্কে ক্রোড়ে ॥ ১০ ॥

উরীকৃতোঽঙ্গীকৃতোঽজ্ঞভাবোঽজ্ঞত্বং যেন তস্য সর্ব্বদা মধুরলীলাবিষ্টস্বেঽপি উৎপাতাগম-

---

এইরূপে পূতনা যখন জননীর ন্যায় সস্নেহে সেই পুত্রকে ক্রোড়ে লইতে বাসনা করে, তখন কৃষ্ণজননী ব্রজপুরের পরমেশ্বরী যশোদা এবং মহামান্যা বসুদেবপত্নী রোহিণী মনে করিতে লাগিলেন, 'এই রমণী কি ভগবতী গৌরী ? এই রমণী কি ভূতাধিষ্ঠাত্রী ? এই রমণী কি ইন্দ্রাণী ? এই রমণী কি বরুণানী ? অথবা এই রমণী কি অগ্নিপত্নী ? আমার পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ?' এইরূপ তর্ক করিয়া স্তন্যপান করাইতে প্রবৃত্তা সেই পূতনাকে নিবারণ করিলেন না ॥ ৯ ॥

'আমিই কি এই বালকের মাতা? অথবা এই রমণীই ইহার জননী?' ব্রজেশ্বরী যেন এইরূপ নিশ্চয় করিতে তৎকালে অসমর্থা হইলেন। তখন পূতনা নির্ভয়ে সেই শিশুকে ক্রোড়ে করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥১০॥

তখন পরমকারুণিক ভগবান্‌ও নিবিড়জ্ঞানস্বরূপ হইলেও অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র জননীর বেশ পর্য্যালোচনা করিয়াই যেন তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন এবং যেমন সেই রমণী শিশুকে স্পর্শ করিল, তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোড়দেশে আরোহণ করিলেন। সেই

মাত্রেণৈব তদঙ্কতলমারুরুহে। সাচ সাদরমঙ্কে নিধায় মাত্রোঃ পশ্যন্ত্যোঃ পরমবৎসলা জননীব পয়োমুখং বিষকুম্ভমিব পয়োধরমধরে নিধাপয়ামাস ॥ ১১ ॥

ততশ্চ—পিবন্ দুগ্ধং স্নিগ্ধোদরদলিতবন্ধূককলিকা-
দলদ্রোণীতাম্রাধরপুটচমৎকারকলয়া।
অমূং চক্রে লীলাময়নবশিশুঃ প্রাণধমনী-
সমাকৃষ্ট্যা সদ্যঃসকলকরণগ্লানিবিবশাং ॥ ১২ ॥

অনন্তরং—মুঞ্চেতি ব্যথমানমানসতয়া ক্ষিপ্তোঽপি গাঢ়ং তয়া

কালে সহসৈবৈশ্বর্য্যস্ফুরণস্বভাবত্বাৎ ॥ ১১ ॥

অমূং পূতনাং সকলানাং করণানাং ইন্দ্রিয়াণাং গ্লানিভির্বিবশাং চক্রে। প্রাণধমনী প্রাণনাড়ী তস্যাঃ সমাকৃষ্ট্যা সম্যগাকর্ষণেন। কথং তদাকর্ষণমিত্যপেক্ষায়াং তং বিশিনষ্টি। স্নিগ্ধমুদরং যস্যাঃ সাচ দলিতা দলবতী যা বন্ধূককলিকা তস্যা দলমেব দ্রোণী পানপাত্রী তদ্রূপং যত্তাম্রবর্ণমধরপুটং তেন যা চমৎকারস্য কলা বৈদগ্ধী তয়া দুগ্ধং পিবন্। আবেশেন চূষণশব্দানুকরণং চমৎকারঃ ॥ ১২ ॥

মুঞ্চেতি। বালং ন মুঞ্চত্যপি মাত্রিকেণ, যা মুঞ্চ মুঞ্চেত্যপসারিতাঽপি। তাং পূতনাং

পূতনাও আদর করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া এবং যে দুইজন জননী দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি যেন অধিক স্নেহপরায়ণা জননীস্বরূপ হইয়া পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় আপনার পয়োধর, শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্পণ করিল ॥ ১১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের তাম্রবর্ণ অধরপুট, স্নিগ্ধগর্ভ অথচ দলযুক্ত বন্ধূক পুষ্পের কলিকার দলরূপ পানপাত্র ছিল। সেই পানপাত্ররূপ লোহিতবর্ণ অধরপুটদ্বারা চূষণচাতুর্য্য সহকারে দুগ্ধ পান করিয়া ঐ লীলাময় নবশিশু, প্রাণনাড়ীর সম্যক্ আকর্ষণপূর্ব্বক, ঐ পূতনাকে তৎক্ষণাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্লানিদ্বারা বিবশ করিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর 'ছাড় ছাড়' এই বলিয়া ব্যথিত চিত্তে পূতনা, বালককে গাঢ়রূপে নিক্ষেপ করিলেও তখন শ্রীকৃষ্ণ, আপনার সুকোমল অধর-

চুম্বন্নেব সুকোমলাধরপুটে নাতৃপ্তবৎ কৌতুকী।
বিভ্রত্যাঃ সহজাকৃতিং বিষপয়ঃ পীত্বাষ্টিবত্তাং তনূ-
মাবাসান্নিরসীসরদ্বহিরসৌ তৎক্রোড়বর্ত্তী চ সঃ ॥ ১৩ ॥

তদনুচক্রবর্ত্তিরাজেব সকলপ্রজাকরালঃ, লঙ্কাপরিসর ইব

মুঞ্চতি নৈষ বালঃ, স্বং মুঞ্চ মুঞ্চেত্যপসারয়ন্তীং॥ সহজাকৃতিং বিভ্রত্যাঃ পূতনায়া বিষপয়ঃ পীত্বেতি তদানীং লব্ধাবসরয়া সংহারিকয়া শক্ত্যেব তৎ পানং। তস্য তু। ব্যপদেশমাত্রং শক্তি-শক্তিমতোরভেদাদিতি ন্যায়াৎ। এতচ্চ বর্ণয়িষ্যমাণদাবানলপানপ্রসঙ্গবদেব জ্ঞেয়ং। তস্যাস্তাং বিকটাং তনুং আবাসাৎ নগরাদ্বহির্নিরসীসরৎ নিঃসারয়ামাস। নগরমধ্যে তৎসম্মর্দ্দনেন বহু-তরলোকনাশং পরামৃশ্য বহিশ্চিক্ষেপেত্যর্থঃ। স্বয়ঞ্চ তৎক্রোড়বর্ত্তী ত্যহো আশ্চর্য্যমিতি ॥১৩॥

তদ্দেহঃ ক ইব চক্রবর্ত্তী রাজা সর্ব্বমণ্ডলেশ্বরঃ স ইব সকলানাং প্রজানাং করং আলাতি গৃহ্লাতীতি সঃ। পক্ষে। সকলপ্রজানাং সম্বন্ধে করালো ভীষণঃ। বিভীষণস্য মাহাত্ম্যং মহিমা যত্র। পক্ষে। বিশিষ্টং ভীষণং ভয়প্রদং মাহাত্ম্যং মহাকায়ত্বং যস্য সঃ। তালানাং প্রকর্ষেণ বেষ্টনং যত্র সঃ। পক্ষে। তালৌ তালবৃক্ষাবিব প্রবেষ্টৌ বাহূ যস্য সঃ। ভুজবাহু প্রবেষ্টৌ দো-

---

পুটে তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণের স্তনপান করিয়া তৃপ্তি হয় নাই। তখন পূতনা আপনার স্বাভাবিক রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি তাহার বিষমিশ্রিত স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া, তাহার সেই বিকট মূর্ত্তিকে নগর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। কারণ, নগরমধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহার আঘাতে বহুতর লোকের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল। অথচ স্বয়ং তাহার ক্রোড়মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য ॥ ১৩॥

তৎপরে ভগবান্ তাহার যে দেহ নগরের বাহিরে নিক্ষিপ্ত করেন' সেই দেহ সর্ব্বভূমণ্ডলের অধীশ্বর যেরূপ সমস্ত প্রজাগণের 'করাল, অর্থাৎ কর গ্রহণ করেন, সেইরূপ সমস্ত প্রজাগণসম্বন্ধে 'করাল'অর্থাৎ ভীষণ ছিল। লঙ্কার পরিসর ভূমিতে যেরূপ বিভীষণের মহিমা প্রক-টিত হইয়াছিল, সেইরূপ ইহার শরীরেরও মাহাত্ম্য অর্থাৎ দীর্ঘকায়ত্ব বিশেষরূপে ভীষণ ছিল। সঙ্গীতকার্য্যে যেরূপ 'প্রবেষ্ট' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট-

বিভীষণমাহাত্ম্যঃ, গানব্যবহার ইব তালপ্রবেষ্টঃ, মহামহীধ্র ইব গণ্ড-শৈলপয়োধরঃ ॥ ১৪ ॥

বলিরিব পাতালাস্থ্যঃ, মহাশৈল ইব কন্দরাগভীরগন্ধবহঃ, মহা-যোধসমূহ ইব সংযুগপ্রবলদন্তঃ, ধ্বজিনীসঙ্ঘ ইব মহাধ্বজিহ্বঃ ॥১৫॥

যাদোগণ ইব মহাহ্রদোদরঃ, বনপ্রদেশ ইব মহাবটাক্ষঃ, শালো-

রিত্যমরঃ। গণ্ডশৈলেষু পয়োধরা মেঘা যস্য সঃ। পক্ষে। গণ্ডশৈলাবিব পয়োধরৌ স্তনৌ যত্র সঃ ॥ ১৪ ॥

পাতালে আস্যা স্থিতির্যস্য সঃ। পক্ষে। পাতালবৎ আস্যং মুখং যস্য সঃ। কন্দরাসু গভীরো গন্ধবহো বায়ুর্যত্র সঃ। পক্ষে। কন্দরে ইব গভীরে গন্ধবহে নাসিকে যস্য সঃ। গন্ধবহো, ঘোণা নাসা চ নাসিকেত্যমরঃ। সংযুগে যুদ্ধে এব প্রবলন্ অন্তো মরণং যস্য সঃ। পক্ষে। সম্যগ্ যুগা ইব প্রবলা দন্তা যস্য সঃ। রথসীরাঙ্গয়োর্যুগ ইতি বিশ্বঃ। ধ্বজিনী সেনা মহাধ্বজিনং সেনান্যং হ্বয়তে ইতি সঃ। পক্ষে। মহান্ অধ্বা মার্গ ইব জিহ্বা যস্য সঃ ॥ ১৫ ॥

মহাহ্রদেষ্বেব উৎকর্ষেণ ইয়র্ত্তি গচ্ছতীতি পচাদ্যচ্। পক্ষে। মহান্ হ্রদ ইব উদরং যস্য সঃ।

রূপে তাল সকলের বেষ্টন থাকে, সেইরূপ ঐ দেহের 'প্রবেষ্ট' অর্থাৎ বাহুযুগল তালবৃক্ষ সদৃশ। মহাপর্ব্বতের গণ্ডশৈল অর্থাৎ অত্যুচ্চ শিলাখণ্ডে যেরূপ 'পয়োধর' অর্থাৎ মেঘ সকল বিরাজ করে, সেইরূপ ইহারও 'পয়োধর' অর্থাৎ স্তনদ্বয়, মহাপর্ব্বতের গণ্ডশৈল তুল্য, ॥ ১৪ ॥

বলি যেরূপ 'পাতালাস্থ্য' অর্থাৎ পাতালে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহার পাতালের মতন মুখ ছিল। মহাগিরির দরীতে যেরূপ গভীর 'গন্ধবহ' অর্থাৎ বায়ু বিদ্যমান থাকে; সেইরূপ ইহারও 'গন্ধবহা' অর্থাৎ নাসিকা, পর্ব্বতদরীর ন্যায় ভীষণ ছিল। মহাযোদ্ধাগণের যেরূপ 'সংযুগ' অর্থাৎ যুদ্ধে 'প্রবলদন্ত' অর্থাৎ প্রবলভাবে অন্ত অর্থাৎ বিনাশ হয়, সেইরূপ ইহারও 'সংযুগ' অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে রথাঙ্গ বা লাঙ্গলাঙ্গের ন্যায় প্রবল দন্তপংক্তি বিদ্যমান ছিল। সেনাসমূহ যেরূপ 'মহাধ্বজিহ্ব' অর্থাৎ সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া থাকে, সেইরূপ মহান্ অধ্বা অর্থাৎ পথের তুল্য ইহার জিহ্বা ছিল ॥ ১৫ ॥

অপিচ, জলজন্তুগণ যেরূপ 'মহাহ্রদোদর' অর্থাৎ মহাহ্রদের মধ্যে

রুশ্চ সার্দ্ধযোজনব্যাপী তদ্দেহস্তদানীং পুর-বাহ্য-বন-পরিসরে নিপতন্নবনিরুহানপি পাতয়ামাস ॥ ১৬ ॥

তদনু তদেতৎ কুহকমিতি জানতী তমাত্মজমনবেক্ষমাণা ব্রজরাজমহিষী বৎসবৎসলা গৌরিব অহো কষ্টমহো কিমিদং ক্ক মে তনয় ইতি মূর্চ্ছন্তী ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিরাশ্বাস্যমানা সংজ্ঞামবলম্ব্য হা ধিক্ হা বত নীলোৎপলমিতি কর্ণাবতংসীকর্ত্তুং কিমপহ্নুতো

মহান্তো বটা অক্ষাশ্চ বৃক্ষভেদা যত্র সঃ। অক্ষো বহেড়া ইতি খ্যাতঃ। পক্ষে। মহান্তৌ আবটৌ গর্ত্তাবিবাক্ষিণী যস্য সঃ। গর্ত্তাবটৌ ভুবি শ্বভ্রে ইত্যমরঃ। শালাভিঃ শাখাভিঃ শালবৃক্ষৈর্বা উরুবৃ্ংহন্। পক্ষে। শালবৃক্ষাবিব উরূ যস্য সঃ। অবনিরুহান্ কংসোপভোগ্যফলান্ তদারামস্থান্ তামসপ্রকৃতীনাম্রাদীন্ ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৬ ॥

তদানীন্তনং ব্রজেশ্বরীচেষ্টিতং বর্ণয়তি কুহকমিতি। যদয়ং তস্যা দিব্যবেশঃ। যচ্চ

উৎকর্ষসহকারে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাহ্রদের তুল্য ইহার উদর ছিল। বনপ্রদেশে যেরূপ 'মহাবটাক্ষ' অর্থাৎ মহাবট এবং অক্ষ (বহেড়া) বৃক্ষ সকল বিদ্যমান থাকে এবং যেমন তাহা 'শালোরু' অর্থাৎ শালা বা শাখাসমূহ, বা শালবৃক্ষসমূহদ্বারা বৃহৎ হয়, সেইরূপ ইহারও 'মহাবটাক্ষ' অর্থাৎ মহৎ অবট অর্থাৎ গর্ত্তদ্বয়ের তুল্য নেত্রযুগল ছিল এবং শালবৃক্ষদ্বয়ের তুল্য উরুদ্বয় ছিল। পূতনার ঈদৃশ ভীষণদেহ সার্দ্ধযোজন ব্যাপিয়াছিল। তৎকালে ঐ দেহ নগরের বাহিরে বনপরিসরে পতিত হইয়া, কংস যাহাদের ফলভোগ করেন, সেই কংসের উদ্যানস্থিত আম্রাদি সমুদয় বৃক্ষশ্রেণী পাতিত করিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ-মহিষী যশোদা 'সেই রমণীর বাৎসল্য,ক্রোড়ে গ্রহণ, স্তন্য দান' এই সমস্তই কুহক বোধ করিয়া, পুত্রকে না দেখিতে পাইয়া বৎসহারা গাভির ন্যায়,হায় কি কষ্ট! হায়! এ কি হইল! আমার পুত্র কোথায়! এই বলিয়া মূর্ছিত হইলেন। তৎকালে ব্রজপুরবাসিনী পতিপুত্রবতী নারীগণ, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। তাহাদের শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন। হায়! আমাকে ধিক্!

নাকনারীভিঃ, নীলরত্নমিতি শিরঃশেখরীকর্ত্তুং চোরিত ইব, নাগ-নাগরীভিঃ, তমালকুসুমমিতি চিকুরোত্তংসীকর্ত্তুং কিমপসারিতো, গন্ধর্ব্বীভিঃ, সিদ্ধাঞ্জনমিতি নিহ্নুত্য রক্ষিত ইব, যোগিনীভিঃ, তুহিন-কিরণকোরক ইতি, জটাটবীং প্রাপিতো ধূর্জ্জটিনা। কিং মমৈব প্রবলতরদুর্নিয়তিদেব্যা বিলসিতমিদং কিমহমযোগ্যা জননীতি স্বয়মেব জনন্যন্তরমাসাদিতবানিতি পুনঃ স্খলন্তী মূর্চ্ছামেব কাল-ক্ষেপকরীমূরীচকার ॥ ১৭ ॥

তদনন্তরমবিলম্বমেবানয়া তনয়ো লভ্যতামিতি স্বয়মেব মূর্চ্ছয়া

বাৎসল্যং অঙ্কনিধাপনং স্তনদানঞ্চ তদেতৎ সর্ব্বমিত্যর্থঃ। সংজ্ঞাং চেতনাং। দুর্নিয়তি দুর-দৃষ্টং সৈব দেবী তস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

অনয়া মূর্চ্ছয়া ত্যজ্যমানা লবলী লোআলি ইতি খ্যাতা। পুরতোরণং পুরবহির্দ্বারং ॥১৮॥

হায়! কি কষ্ট! স্বর্গবাসিনী রমণীগণ, নীলোৎপল বোধ করিয়া কর্ণা-ভরণ করিবার নিমিত্তই কি আমার পুত্রকে হরণ করিয়া লইল? নাগ-বধূগণ, নীলরত্ন বোধে মস্তকাভরণ করিবার নিমিত্তই কি আমার পুত্রকে চুরী করিয়াছে? গন্ধর্ব্বপত্নীগণ, তমালকুসুম বিবেচনা করিয়া কবরী-ভূষণ করিবার নিমিত্তই কি আমার পুত্রকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে? যোগিনীগণ, সিদ্ধাঞ্জন বোধ করিয়া কি আমার পুত্রকে গোপন করিয়া অন্য স্থানে রাখিয়া দিয়াছে? ধূর্জ্জটিই কি বালসুধাংশুভ্রমে আমার তনয়কে আপনার গহন জটাজূটের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন? ইহা কি আমারই প্রবলতর দুষ্ট নিয়তি অর্থাৎ দুরদৃষ্টরূপা দেবীর বিলাস? আমি কি ইহার জননী হইবার অযোগ্য বলিয়া স্বয়ং অন্য কোন জননীর নিকটে গমন করিয়াছে? এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে স্খলিত পদে, কালক্ষেপ কারিণী কেবল মূর্চ্ছাকেই অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর 'তুমি তনয় লাভ কর' এই কথা বলিতেই যেন অবিলম্বে সেই মূর্চ্ছা, স্বয়ং ব্রজেশ্বরীকে ছাড়িয়া ছিল। তখন তিনি পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করিয়া 'অহে! তোমরা কে জান, বল, কেহ কি আমার

ত্যজ্যমানেব সা পুনঃ সংজ্ঞামবলম্ব্য হংহো কে জানীথ কথয়ত কেনাপ্যপহৃতং মেঽপত্যং ক্ব গতাঽহং লপ্স্যে ইতি প্রবলতর-পবন-ভুগ্ন-লবলী-লতেব মলিনা পদে পদে স্খলন্তী ব্রজপুরপুরন্ধ্রীজনৈর্ধার্য্যমাণাপি সোরস্তাড়নমুচ্চৈস্তরাং রুদতী বিগলিতচিকুরকলাপা করুণস্য মূর্ত্তিরিব যাবৎ পুর-তোরণমাসসাদ ॥ ১৮॥

তাবদেব কিমিদং বিনা বাত্যামেব নিপতিতং গিরিশৃঙ্গং কিময়ং পৃথিব্যা এব মৃতগর্ভঃ কিমিয়ং নভসো গলিত এব মাংস-পিণ্ডঃ কিময়ং দিশামস্থিসংঘাতঃ কিময়ং রাক্ষসীদেহ ইতি ॥ ১৯ ॥

পরিতো ধাবদ্ভিরাভীরৈস্তন্থুরসি নিঃসাধ্বসমেব খেলন্তং

গিরিশৃঙ্গমিত্যুচ্চত্বেন মৃতগর্ভ ইতি লালাদ্যাবৃতত্বেন মাংসপিণ্ড ইতি অতিবিততত্বাদলক্ষ্য-মাণমুখাদ্যবয়ববিশেষত্বেন। অস্থিসংঘাত ইতি দংষ্ট্রানখাদিপ্রদেশদৃষ্ট্যা পৃথিব্যা নভসো দিশামিতি ক্রমেণ অধস্ত উপরিতঃ অভিতো বা আগতোঽয়ং তিসৃভ্য এতাভ্যো বিনা কুত-স্ত্যোঽয়ং ভবিষ্যতি চতুর্থপদার্থস্যাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তদ্ব্যপদেশেন পূতনাপ্রাণাকর্ষণচ্ছলেন বিতর্কয়দ্ভিরাভীরৈর্দৃশ্যমানা ইতি তেভ্যোঽপ্যতি-

---

পুত্র অপহরণ করিয়াছে? আমি কোথায় যাইলে তাহাকে লাভ করিতে পারিব, এই বলিয়া মলিনবেশে প্রবলতর পবনভরে অবনত লবলী (লোঙালী)লতার ন্যায় পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিল। তখন ব্রজপুরের পতিপুত্রবতী রমণীগণ তাঁহাকে ধারণ করিল। তথাপি তিনি বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎ-কালে তাঁহার কেশকলাপ বিগলিত হইয়া গেল। বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ করুণার মূর্ত্তি বিরাজমান। পরে যেমন তিনি পুরের বহির্দ্বারে আসিলেন— ॥ ১৮ ॥

—অমনিই ইহা কি বিনা বাত্যায় পর্ব্বতশৃঙ্গ নিপতিত হইয়াছে? ইহা কি পৃথিবীর মৃতগর্ভ? ইহা কি আকাশ হইতে মাংসপিণ্ড গলিত হই-য়াছে? ইহা কি দশ দিকের অস্থিরাশি? ইহা কি রাক্ষসীর দেহ?॥১৯ এই কথা বলিয়া আভীর (আহির জাতীয়) গোপগণ চারিদিকে ধাবমান হইল। এই সকল আভীরগণ, পূর্ব্বগামী যে সকল পুরন্ধ্রী লোকদিগকে

সর্ব্বএব মাং পশ্যেয়ুরিতি করুণয়া তদ্ব্যপদেশেন বহির্ভূতমিব মহা-গিরিবরোপরি জলধরাঙ্কুরমিব লীলাশিশুং তমালোক্য অহো অদ্ভুতমিদং পুরনিবেশসময়ে যেয়মবলোকিতা সৈবেয়ং ব্রজপুর-পুরন্দরনন্দনদ্রোহার্থমাগতা স্বয়মেব তেনৈবাপরাধেন ননাশেতি কিমহো ভাগ্যমস্মাকমিতি বিতর্কয়দ্ভির্দৃশ্যমানা এব ব্রজপুরপুরন্ধ্র্যো গিরিতটমিব তদ্দেহমারুহ্য তদুরস্তঃ স্মিতসুভগবদনমকুতোভয়ং তমাদায়করাৎ করান্তরমুপসাদয়ন্ত্যো ব্রজপুরেশ্বরীং প্রতি অয়ি সুকৃতিনি তনয়োঽয়ময়ং ধ্রিয়তামিতি যদোচুস্তদা তদুদীরিতাং

ত্বরয়া তাসাং প্রথমং তত্র গমনাৎ তং ব্রজেশ্বরীতনয়ং করাৎ করান্তরমিতি সর্ব্বাসামেব তাসাং তদ্গ্রহণৌৎসুক্যাৎ। তত্র মহতি জনসঙ্ঘট্টে অবকাশাভাবাদেকয়া তমাদায় শীঘ্রমাগন্তুমশক্য-

---

দেখিতে লাগিল, 'তাহারা সকলেই নির্ভয়ে ইহার বক্ষঃস্থলে খেলা করিলে আমাকে দেখিতে পাইবে' এইরূপ বোধ করিয়া করুণাপ্রকাশ পূর্ব্বক ঐ ছলে শ্রীকৃষ্ণ যেন নগরের বহির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন,সেই লীলাময় শিশু যেন মহাপর্ব্বতের উপরে জল-ধরের অঙ্কুরবৎ শোভা পাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সমস্ত গোপ-গণ এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিল যে, আহা! এ কি আশ্চর্য্য! পুরপ্রবেশকালে আমরা যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই রমণীই ব্রজ-পুরের ইন্দ্রস্বরূপ শ্রীনন্দের নন্দনকে বধ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছিল এবং সেই অপরাধেই স্বয়ং মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। অতএব আমাদের কি সৌভাগ্য! তখন ব্রজপুরবাসিনী পতিপুত্রবতী রমণীগণ, আভীরগণকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া গিরিতট তুল্য তাহার দেহে আরোহণ করিয়া, তাহার বক্ষঃস্থল হইতে সেই মৃদুমধুরহাস্যযুক্ত সুন্দরবদন নির্ভীক বালককে গ্রহণ করিয়া,একহস্ত হইতে হস্তান্তরে প্রদান করিতে লাগিল। যখন পতিপুত্রবতী ব্রজসুন্দরীগণ,ব্রজপুরেশ্বরীর প্রতি বলিতে লাগিল, হে পুণ্যবতী! এই-এই তোমার পুত্র, তুমি ধর ধর, তখন

গিরমপি স্বপ্নবাণীমিব মন্যমানা কিং প্রতারয়ন্তি মাং ভবত্য ইতি শোকগ্রহাভিভূতেব সা যদা ন প্রত্যেতি তদোৎসঙ্গেঽর্পিতস্য সুতস্য স্পর্শএব প্রত্যায়য়াঞ্চকার ॥ ২০ ॥

তদনু শোকনিদ্রাতো লব্ধজাগরেব পুনরাসাদিতজীবনেব পুনরুৎপন্নসম্বিদিব মূর্চ্ছয়েব পরিবর্ত্তিতসকলেন্দ্রিয়বৃত্তিরিব তনয়মুখমভিবীক্ষ্য যাবন্নির্বৃণোতি তাবদেব কৃতকৌতুকমঙ্গলং গোপুচ্ছভ্রামণ গোমূত্রস্নপনাদিভিঃ সংস্কার্য্য রোহিণীসহিতা উপনন্দসন্নন্দপ্রমুখভার্য্যা ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিঃ সমং নিজনিজমত্যনুসারেণ সারেণ ভগ-

---

ত্বাচ্চেত্যর্থঃ। অয়নয়মিত্যতিহর্ষেণ দ্বিরুক্তিঃ ॥ ২০ ॥

লব্ধজাগরেবেতি তদপি ঘূর্ণালস্যাদীনীব কার্শ্যমালিন্যাদীনি প্রথমং তস্যা ন নষ্টানীতি ভাবঃ। আসাদিতেতি ততশ্চ জীবাত্মনা তস্যা দেহে পুনঃ প্রবিষ্টমিবেতি ভাবঃ। উৎপন্নেতি ততো বুদ্ধ্যাপি। পরিবর্ত্তিতেতি তত এবেন্দ্রিয়ৈরপীতি। তনয়মুখমিতি তত এব দর্শনং সম-

---

তখন তিনি তাহাদের মুখোচ্চারিত বাক্য স্বপ্নবাক্য বোধ করিয়া তোমরা কি আমাকে প্রতারণা করিতেছ, এই বলিয়া, যখন শোকরূপ গ্রহাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করিলেন, তখন স্বীয় ক্রোড়দেশে সমর্পিত পুত্রের স্পর্শ সুখই তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরী যেন শোকনিদ্রা হইতে জাগরণ প্রাপ্ত হইলেন, যেন তাঁহার পুনর্ব্বার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল, যেন পুনর্ব্বার তাঁহার অনুভবময়ী বুদ্ধি উৎপন্ন হইল এবং মূর্চ্ছা যেন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। ইহার পর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া যেমন তিনি সুখিনী হইলেন, অমনই সেই সময়ে গোপুচ্ছের ভ্রামণ (ঘোরান) এবং গোমূত্র দ্বারা স্নপন (স্নান করান) প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যদ্বারা যাঁহার কৌতুক মঙ্গল সমাপ্ত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের সংস্কার করিয়া,রোহিণী ও উপনন্দ সন্নন্দপ্রভৃতির পত্নীগণ, ব্রজপুরের পতিপুত্রবতী রমণীগণের সহিত, স্বস্ব বুদ্ধিবৃত্তির অনুসারে

বন্নামগ্রামেণ তদঙ্গরক্ষাং বিদধতি স্ম ॥ ২১ ॥

অপরতশ্চ সর্ব্ব এব গোদুহো মহাটঙ্কৈরিব গিরিবরপাষাণান্ কুঠারৈঃ পূতনাবয়বান্ খণ্ডশঃ কৃত্বা নয়নয়োরপরিচিতাং চিতাং বিধায় পুরুভিরিন্ধনৈরিন্ধনৈকাভ্রংলিহেন পুরুতরশিখাবতা শিখাবতা দীপয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ২২ ॥

ভগবদুপভুক্ততয়া তচ্চিতাধূমস্তু কালাগুরুধূপধূম ইব গগনতলমারুহ্যোপরিতনসপ্তভুবনজনঘ্রাণতর্পণো বভূব ॥ ২৩ ॥

ভবদিতি ভাবঃ। সারেণ শ্রেষ্ঠেন ॥ ২১ ॥

টঙ্কৈঃ টাঁকীতি খ্যাতৈঃ। টঙ্কঃ পাষাণদারণ ইত্যমরঃ। অপরিচিতামবিষয়াং দূরে ইত্যর্থঃ। ইন্ধনৈঃ কাষ্ঠৈঃ শিখাবতা বহ্নিনা। কীদৃশেন পুরুতর শিখাবতা বহুতরজালাযুক্তেন অতএব ইন্ধনেন দীপ্ত্যা একং মুখ্যং অভ্রং দূরগতমেঘমপি লেঢ়ি ব্যাপ্নোতীতি তেন দীপয়াঞ্চক্রুঃ জ্বালিতবন্তঃ ॥ ২২॥

উপরিতনানাং সপ্তভুবনানাং ভুবঃ স্বর্মহর্জনস্তপঃ সত্য বৈকুণ্ঠানাং যে জনাস্তেষাং ঘ্রাণতৃপ্তিকারী ॥ ২৩ ॥

ভগবানের সার নাম গ্রহণদ্বারা, তাঁহার অঙ্গরক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

অন্যদিকে সমস্ত গোপগণ, মহাটঙ্ক, অর্থাৎ পাষাণবিদারী যন্ত্রসমূহ দ্বারা যেরূপ গিরীন্দ্রের পাষাণরাশি বিদীর্ণ করা যায় সেইরূপ কুঠার সমূহদ্বারা পূতনার অবয়ব সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া নয়নের অগোচর স্থলে চিতা সজ্জিত করিয়া, বহুতর কাষ্ঠদ্বারা, স্বপ্রভায় দূরবর্ত্তী মেঘব্যাপী এবং বহুতর স্ফুলিঙ্গযুক্ত অনল প্রজ্বালিত করিয়া, সেই অনলে তাহার দেহ জ্বালাইয়া দিলেন ॥ ২২ ॥

পূতনার শরীর ভগবানের উপভুক্ত হওয়াতে তদীয় চিতাধূম, কৃষ্ণঅগুরুচন্দনের ধূপধূমের ন্যায়, গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া, উপরিবর্ত্তী 'ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য এবং বৈকুণ্ঠ' এই সপ্তভুবনবাসী লোক দিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকারী হইয়া ছিল ॥ ২৩ ॥

কিং বহুনা—যদুৎপন্না ধূমযোনয়োঽপি যানি যানি সলিলানি বেমুস্তৈরপি ভূরপি সৌগন্ধ্যবতী সমপদ্যতেত্যহো কিং বক্তব্যং ভগবতঃ কারুণ্যং। যদিয়ং বিষমবিষময়পয়ঃপ্রদানার্থং গৃহীতজননী-বেশাভাসাপি জননীলোকমাসাদিতা ॥ ২৪ ॥

এবং সতি দূরতো মথুরাতঃ প্রতিনিবর্ত্তমানে ব্রজপুরপুরন্দরে তদনুবর্ত্তিনো ধূমলেখামবলোক্য সন্দিহানাঃ স্বামিনমূচুঃ। ব্রজরাজ কিময়ং দ্যোদেব্যা আপ্রপদীনো ধূমলনিচোলঃ পবনেন ব্যাধূয়তে। কিমমূর্ব্বা মূর্ব্বাচ্ছবয়ো ধরণিতলমাচ্ছিদ্য রসাতলত এব মহাহিমণ্ডলী-

---

ধূমযোনয়ো মেঘা বেমু র্ববৃষুরিতি যাবৎ। অত্র বমের্দন্ত্যোষ্ঠ্যবকারাদিত্বেঽপি বেমতু-র্ববমতুরিত্যুভয়স্যাপি ভাগবৃত্তৌ দৃষ্টত্বাৎ। তথৈব কবিকল্পক্রমেঽপি ফণাদিমধ্যপঠিতত্বাৎ ন শশদদবাদিগণানামিত্যাদি প্রতিষেধঃ প্রায়িকঃ ॥ ২৪ ॥

দ্যৌরেব দেবী তস্যা নীলঃ প্রচ্ছদপটঃ আপ্রপদং ব্যাপ্নোতীতি খ-প্রত্যয়ঃ। পৃথিবীত-স্তচ্ছদগমং সম্ভাব্য পুনঃ সংশয়ানা আহুঃ। মূর্ব্বা তৃণবিশেষস্তত্তুল্যদীপ্তয়ঃ। বিশ্বমেব সর্ব্ব-

---

অধিক কি, ধূমযোনি মেঘ সকল, যাহার চিতাধূম হইতে উৎপন্ন হইয়া যে সকল জলবর্ষণ করিয়াছিল, সেই মেঘবৃষ্ট সলিলদ্বারা পৃথিবীও সৌগন্ধ্য যুক্ত হইয়া ছিল। আহা! ভগবানের করুণার বিষয় আর কি বলিব! যেহেতু, এই পূতনা বিষম বিষময় স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করিবে বলিয়া কেবল জননীবেশের আভাস মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি ভগবান্ অনুকম্পা করিয়া ইহাকে জননীলোকে সংস্থাপিত করিয়া ছিলেন ॥ ২৪ ॥

এইরূপ ঘটিলে, ব্রজপুরপুরন্দর শ্রীনন্দ, অতিদূরবর্ত্তী মথুরামণ্ডল হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অনুচর যে সকললোক, তাহারা সকলেই ধূমজাল অবলোকন করিয়া, সন্দিহান চিত্তে প্রভুকে নিবেদন করিল। হে ব্রজরাজ! ইহা কি স্বর্গরূপা দেবীর পাদাগ্রপর্য্যন্ত ব্যাপী নীলবর্ণ প্রচ্ছদ বস্ত্র (ওড়না) পবন ভরে কম্পিত হইতেছে? অথবা এই সকল কি মূর্বা (তৃণবিশেষ) প্রভাশালী, মহাসর্প মণ্ডলীর ফণা-

ফণামণিবিশেষভাসো বিশ্বমেব জগদণ্ডভাণ্ডবিবরং পিদধতি। কিম্বা দিক্করিণ এব পরস্পরং যুধ্যমানা ইতস্ততো ধাবন্তি ॥ ২৫ ॥

কিম্বা জলধরা এব ভুবি নিপত্য পুনরুদ্গচ্ছন্তো মলিনয়ন্তি দিশাং মুখানি। কিম্বা ধরণিরেব রজোভাবমাসাদ্য দিবমারোহতি। কিম্বা অকাল সন্তমসান্যেতানীতি ॥ ২৬ ॥

কিয়দাসন্নতয়া বিভক্তাকৃতিত্বেনাহো ধূমলেখৈবেয়মিতি যদা নিশ্চিক্যুস্তদৈব তৎসৌরভেণ পুনর্জাতসন্দেহাঃ কথমকস্মাদেবৈতাবানগুরুধূপধূমঃ কিম্বা পৃথিব্যা নিজগুণো গন্ধ এব ধূমাকারতামাসাদ্য স্বাত্মনা নভসঃ শব্দগুণজিগীষয়া বিশ্বমেব ব্যাশ্নুতে ॥ ২৭ ॥

নেব পিদধতি আচ্ছাদয়ন্তি পুনরিতস্ততো ধূমখণ্ডানালোক্যাহুঃ দিক্করিণ ইতি ॥ ২৫ ॥

পুনরিতি নৈবিড্যৈনৈকীভূয় উদ্গচ্ছতো মূলধূমানবলোক্যাহুঃ। জলধরা মেঘাঃ। পুনস্তদ্ব্যাপ্তং ভূতলং ধূমেনাচ্ছন্নমালোক্যাহুঃ কিম্বা ধরণিরেবেতি ততশ্চ ইতস্ততঃ সর্ব্বমেব ব্যাপ্তমুপক্রান্তং ধূমসমূহমালোক্যাহুঃ অকালেতি। বিশ্বক্ সন্তমসং তম ইত্যমরঃ ॥ ২৬ ॥

নিশ্চিক্যুঃ নিশ্চিতবন্তঃ ব্যাশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

মণ্ডল স্থিত রত্নবিশেষের কিরণজাল রসাতল হইতে ভূতল ভেদ করিয়া বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের গর্ত্ত আচ্ছাদন করিতেছে? অথবা দিক্‌হস্তী সকল পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে?॥২৫॥

কিম্বা জলধর সকল ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনর্ব্বার উদ্গত হওত দিঙ্মণ্ডল মলিন করিতেছে? অথবা পৃথিবী দেবী রজস্বলা ভাব ধারণ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিতেছে? অথবা অসময়ে এই সকল বিশ্বব্যাপী গাঢ়তিমির পটল ॥ ২৬ ॥

অল্পমাত্র নিকটে আসিয়া তাহার আকার বিভক্ত হইলে ব্রজরাজের অনুচরগণ যখনই নিশ্চয় করিলেন যে, অহে! ইহা নিশ্চয়ই ধূমলেখা, সেই সময়েই তাহার সৌরভে তাহাদের পুনর্ব্বার সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিপ্রকারে অকস্মাৎ এত অধিক পরিমাণে অগুরুচন্দনের ধূপ ধূম উৎপন্ন হইল? অথবা ইহা কি পৃথিবীর গন্ধগুণ, ধূমের আকার

ইতি বিতর্কয়ৎসু তেষু ব্রজরাজেঽপি কিমিদং কিমিদমিতি শঙ্কমানে ত্বরিতমুপব্রজদ্ভির্ব্রজস্থৈঃ কথিতে সকল এব বৃত্তান্তে বৃত্তান্তে চ পূতনাখ্যে বালগ্রহে ॥ ২৮ ॥

কুমারানাময়-রসময়-বিবরণ-সমাবেশ-পেশলতয়া ত্বরিতমেবোপগম্য কৃতনয়ে তনয়েক্ষণক্ষণপরবশে ॥ ২৯ ॥

রবশেষবিরতৌ সুতমঙ্কমারোপয়তি রোপয়তি চ পরমানন্দ-

বৃত্তো নির্ব্যূঢ়োঽন্তো নাশো যস্য তথাভূতে বালগ্রহে কথিতে সতি সকল এব বৃত্তান্তে কথিতে ইত্যনেনৈব পূতনাগমননাশপর্য্যন্তকথনস্যাপি সিদ্ধত্বাৎ বৃত্তান্তে চ পূতনাখ্যে ইতি পুনঃ কথনং পূতনাস্তনপানাদিকথাশ্রবণে ব্রজরাজস্য মূর্চ্ছারম্ভমালোক্য কথামন্তরান্তরা সাতু পূতনামৃতৈব মৃতৈব.তব পুত্রস্তু মাতুরঙ্কে সম্প্রতি খেলন্নেব বর্ত্ততে কিমিতি ক্লাম্যসীতি সান্ত্বনার্থং ॥ ২৮ ॥

কুমারস্য অনাময়রসময়বিবরণং আরোগ্যনিমিত্তকরসময়গোমূত্রস্নপনাদি স্বস্ত্যয়নবিবৃতিস্তত্র সমাবেশে পেশলতয়া চতুরতয়া ত্বরিতং নিকটমাগত্য কৃতো নয়ো যেন তথাভূতে শ্রীব্রজরাজে তনয়স্য ঈক্ষণেন ক্ষণ উৎসবস্তৎপরবশে ॥ ২৯ ॥

রবাণাং আনন্দকোলাহলানাং শেষস্য বিরতৌ সত্যাং সুতং ক্রোড়মারোপয়তি আরোহয়তি সতি পরমানন্দানাং বীজানি হৃদয়ে ক্ষেত্ররূপে মনসি রোপয়তি সতি অত্র সুতস্য যদ-

---

হইয়া স্বয়ং আকাশের শব্দ গুণ জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া বিশ্বমণ্ডল ব্যাপ্ত করিতেছে ? ॥ ২৭ ॥

এইরূপে তাহারা সকলেই তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। ব্রজরাজ নন্দও ইহা কি হইল ! ইহা কি হইল ! এই বলিয়া শঙ্কাকুল হইলেন, তখন ব্রজবাসী লোকসকল সত্বর তাঁহার নিকটে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত এবং পূতনা নামক বালগ্রহেরও মরণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, ইহা নিবেদন করিল ॥ ২৮ ॥

কুমারের আরোগ্য নিমিত্ত গোমূত্রদ্বারা স্নপনাদি স্বস্ত্যয়নবৃত্তান্ত বিষয়ে মনোযোগের একান্ত আসক্তি হইলেন, তখন তিনি শীঘ্রই নিকটে গিয়া যথানিয়মে পুত্রের দর্শনরূপ উৎসবে নিমগ্ন হইলেন ॥২৯

আনন্দ কোলাহল ধ্বনি সকল বিরত হইলে, ব্রজরাজ আপনার হৃদয়-

বীজানি হৃদয়ে মূর্দ্ধানমাজিঘ্রতি ॥ ৩০ ॥

মনস্যমানিব প্রমোদভরো হর্ষাশ্রুভরমিষেণ নয়নাভ্যামুৎস-সর্পেব ॥ ৩১ ॥

॥*॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনে পূতনাবধলীলালতাবিস্তারে তৃতীয়ঃ স্তবকঃ ॥*॥

ঙ্কারোপণং তৎপরমানন্দবীজানাং হৃৎক্ষেত্রে রোপণমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা। হৃদয়ে আনন্দবীজানাং রোপণেন সহ সুতস্যাঙ্কারোপণমিতি সহোক্তির্বা ব্যঙ্গ্যা ॥ ৩০ ॥

এবম্ভূতে ব্রজরাজে প্রমোদভরো মনসি অমানিব অতিবৃদ্ধ্যা অবকাশমপ্রাপ্নুবন্নিব হর্ষাশ্রু-ভরচ্ছলেন নেত্রাভ্যাং উৎসসর্পেব উচ্ছলিতবানিবেত্যপহ্নুতিঃ। তত্রানন্দবীজানাং হৃৎক্ষেত্রে তদানীমেব রোপণং তদানীমেব প্রমোদভরবৃক্ষরূপেণাতিবৃদ্ধ্যা তত্রাবকাশাভাবেন বহিঃ-প্রসরণমিতি সমুচ্চয়ালঙ্কারস্য ব্যঞ্জিকে সহোক্ত্যপহ্নুতী ইতি ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং সুখবর্ত্তন্যাং তৃতীয়স্তবকসঙ্গমনং ॥ * ॥

ক্ষেত্রে আনন্দবীজ বপনের তুল্য আপনার পুত্রকে অঙ্কদেশে অর্পণ করিয়া পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

ব্রজরাজের হৃদয়ে এরূপ অতুল্য প্রমোদরাশি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা যেন তাঁহার মনে স্থান না পাইয়াই আনন্দাশ্রু প্রবাহচ্ছলে তাঁহার নয়নযুগল হইতে যেন নির্গত হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ ইতি আনন্দবৃন্দাবনে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতে
পূতনাবধ নামক লীলালতা বিস্তারে
তৃতীয় স্তবক ॥ * ॥

চতুর্থঃ স্তবকঃ।

———०———

অথ কিয়তাবিলম্বেন কদাচিদৌত্থানিকে কর্ম্মণি জন্মনক্ষত্র-যোগে ॥ ১ ॥

বৎসলতা-লতানামিব মুৎসবভূতানামুৎসবভূতানামিব সুকৃত-মহোদয়ানামহো দয়ানারত-রতহৃদয়ানামহৃদয়ানামতিকৌতুকালং

চতুর্থেঽনস্তৃণাবর্ত্তৌ স্থৈর্য্যচাঞ্চল্যশালিনৌ। খণ্ড্যেতে শিশুনা মাতুঃ শোকশ্চ স্ববিয়োগজঃ ॥ ০ ॥

কিয়তা বিলম্বেনেতি তৃতীয়ে মাসীত্যর্থঃ। ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্ত ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধাৎ। উত্থানং শিশোরঙ্গপরিবর্ত্তনং তদর্হে কর্ম্মণি ঘোষেশ্বরী যোষিতাং শ্রেণীমাদায় তনয়মভিষিচ্য শায়য়িত্বা ঘোষযোষিতামর্চ্চনং বিদধতী তস্য শিশোরোদনকলং নাকলয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

ব্রজযোষিতাং কাসামিব বৎসলতায়াঃ বাৎসল্যস্য লতানামিব। মুৎ আনন্দস্তস্যাঃ সবভূতানাং যজ্ঞরূপাণাং। যজ্ঞঃ সবোঽধ্বরো যাগ ইত্যমরঃ। উৎসবস্য ভুবি স্থানে উৎপত্তৌ

চতুর্থস্তবকে ঐ লীলাময় শিশু স্থৈর্য্য এবং চপলতাশালী শকটাসুর ও তৃণাবর্ত্তের বধ এবং আপনার বিয়োগে জননীর শোকও বর্ণিত হইবে॥০

অনন্তর কিছু কাল গত হইলে, অর্থাৎ তিনমাসের সময়, একদা শিশুর অঙ্গ পরিবর্ত্তন যোগ্য কর্ম্ম এবং জন্মনক্ষত্রের যোগ উপস্থিত হইল ॥ ১ ॥

তৎকালে ব্রজাঙ্গনাদিগকে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা বাৎসল্যরসের লতাস্বরূপ। তাহারা যেন আনন্দের যজ্ঞস্বরূপ ছিল। তাহারা যেন উৎসবের স্থানে বা উৎপত্তি বিষয়ে গ্রথিত ছিল। পুণ্য-রাশির মহোদয় কেবল তাহাদেরই উপরে বিদ্যমান ছিল। আহা! কি আশ্চর্য্য! তাহাদের সকলেরই হৃদয়, নিরন্তর দয়া কার্য্যে আসক্ত

কৌতুকালঙ্কুর্ব্বতীনাং তীব্রম্মোষিতাং ব্রজযোষিতাং শ্রেণীমাদায় ॥২॥

কৃতনয়ং তনয়ং মঙ্গলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তননিবর্ত্তনানন্তরমভিষিচ্য মঙ্গলাভিবাদ্যবাদ্যনির্ঘোষে ঘোষেশ্বরীকৃতমার্জনং কৃতমার্জ্জনং মঙ্গলকজ্জলেনাকজ্জলেনাঞ্জিতনয়নং নয়নন্দিতপুরজনাবৃতানাবৃতা নন্দ-

---

বা উত্তানামিব গ্রথিতানামিব সুকৃতানাং মহান্ উদয়ো যাসু তাসাং। অহো আশ্চর্য্যং দয়ায়াং অনারতং নিরন্তরমেব রতং হৃদয়ং যাসাং তাসাং। অকারো বিষ্ণুস্তত্রৈব হৃদো মনসঃ অয়ঃ শুভাবহো বিধি র্যাসাং। কৌ তুপৃথিব্যাস্তু কালং সময়ং অতিকৌতুকেন অলং অলঙ্কৃতং কুর্ব্বতীনাং। শ্রেণীং কীদৃশীং তীব্রেণ জয়েন মহতা সর্ব্বোৎকর্ষেণ উষিতাং কৃতবাসাং। অধিকরণে নিষ্ঠা ॥ ২ ॥

তনয়ং কীদৃশং কৃতনয়ং কৃতনয়োনীতিস্তদ্দিনোচিতাচারো যত্র তং মঙ্গলৈরপি অভিবাদ্যানাং নমস্কর্ত্তুং যোগ্যানাং বাদ্যানাং মৃদঙ্গাদীনাং নির্ঘোষে সতি অভিষেকানন্তরং কৃতং মার্জ্জনং যস্য তং। অতএব কৃতং মা শোভা তস্যা অর্জনং যেন তং। অকং দুঃখমিবাচরৎ

ছিল। তাহাদের হৃদয়ের শুভ জনক বিধি কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপরেই নিহিত ছিল। তাহারা সকলেই অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে সময়কে অলঙ্কৃত করিতেছিল। এই সমস্ত ব্রজাঙ্গনাদিগের শ্রেণী অত্যন্ত মহৎ উৎকর্ষের সহিত বাস করিতেছিল ॥ ২ ॥

গোপেশ্বরী, যশোদা এই পূর্ব্বোক্ত গোপাঙ্গনা শ্রেণী সঙ্গে লইয়া মঙ্গলজনক অভ্যঙ্গ (তৈলাদি লেপন) এবং উদ্বর্ত্তনাদি কার্য্যের অনন্তর, তদ্দিবসে যে কার্য্য করা উচিত, তাহা করিয়া পুত্রকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর মঙ্গলদ্বারাও নমস্কার করিবার যোগ্য মৃদঙ্গাদি বাদ্যের শব্দ হইলে, অভিষেকের পর পুত্রের মার্জ্জন সমাপ্ত হইল। মার্জ্জনের-পর ঐ শিশু যেন শোভা উপার্জ্জন করিলেন। পরে যাহা 'অকজ্জল' অর্থাৎ যাহার জল কুৎসিত নহে, এইরূপ মঙ্গলময় কজ্জলদ্বারা শিশুর নেত্রযুগল রঞ্জিত হইল। তখন ব্রজেশ্বরী কৌলিক আচারে সন্তুষ্ট পৌরজন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইলেন। ব্রজরাজ নন্দও আবরণ শূন্য সুখসমূহে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজরাজকে অগ্রে

ব্রজরাজং ব্রজরাজং পুরস্কৃত্য কৃত্যকোবিদয়া দয়াদিসকলগুণাধি-রোহিণ্যা রোহিণ্যা সমং কর্পূরপূরবলক্ষলক্ষমূল্যতল্পতলে শনকৈঃ শায়য়িত্বা ॥ ৩ ॥

সমায়াতানাং ঘোষযোষিতামর্চ্চনং বিদধতী মৃদুমৃদঙ্গপণবভেরী-কাহলদুন্দুভিনির্হ্রাদৈরবনিসুরবরাশীরাশিনিঃস্বনৈঃ সূতমাগধবন্দি-বৃন্দোদীরিতগুণগণোদ্গারকোলাহলৈঃ সঙ্গীতাচার্য্যবর্য্য-সঙ্গীত-সঙ্গীতকলকলতরঙ্গৈশ্চ মুখরিতেষু দিগ্বলয়েষু ক্ষুদ্বাধয়া স্তন্যকামস্য তস্য লীলাশিশো লীলাশিশোভস্য রোদনকলং নাকলয়ামাস ॥ ৪ ॥

জলং রসো যস্য তেন। আচারে ক্বিবন্তাং ক্বিপ্। অকজ্জলেন অকুৎসিতজলেন নয়েন নীত্যানন্দিতৈঃ পুরজনৈরাবৃতা। অনাবৃতে আবরণশূন্যে আনন্দব্রজে সুখসমূহে রাজত ইতি তং ব্রজরাজং পুরস্কৃত্য দয়াদীনাং সকলগুণানাং অধিরোহিণ্যা নিশ্রেণীরূপয়া। নিশ্রেণীস্ত্বধিরোহিণীত্যমরঃ। কর্পূরপূরাদপি বলক্ষে শুক্লবর্ণে লক্ষাণি মূল্যং যস্য তস্মিন্ শয্যাতলে-শনকৈরিতি নিদ্রাভঙ্গশঙ্কয়েতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

সঙ্গীতাচার্য্যাণাং গানশাস্ত্রাধ্যাপকানাং বর্য্যৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ সম্যগ্গীতানি সঙ্গীতানি তেষাং কলকলতরঙ্গৈঃ লীলাশিশোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কীদৃশস্য ঈরাশিশোভস্য ঈরাশের্লক্ষ্মীসমূহস্যাপি শোভা যতস্তস্য রেফদ্বয়স্য লত্বং যমকার্থং ॥ ৪ ॥

করিয়া, কার্য্যদক্ষা এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি সমস্তগুণের সোপান স্বরূপা রোহিণীর সহিত, কর্পূরপূর অপেক্ষাও শ্বেতবর্ণ এবং বহুমূল্য শয্যা-তলে ধীরে ধীরে পুত্রকে শয়ন করাইলেন ॥ ৩ ॥

পুত্রকে শয়ন করাইয়া, তৎকালে সমাগত ব্রজাঙ্গনাদিগের অর্চ্চনা করিলেন। তৎকালে মৃদুমৃদঙ্গ পণব ভেরী কাহল দুন্দুভিপ্রভৃতির বাদ্য-রবে, ভূমিদেব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের আশীর্ব্বাদরাশির শব্দে সূত, মাগধ এবং বন্দিবৃন্দের মুখোচ্চরিত গুণগানবর্ণনার কোলাহলে এবং কৃতবিদ্য-সঙ্গীতাচার্য্যগণের সম্যক্ গীত সঙ্গীতসমূহের কল কল লহরীদ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইলে, ব্রজেশ্বরী ক্ষুধার্ত্ত, স্তন্যপানার্থী এবং শোভারাশিরও শোভাদাতা সেই লীলাশিশুর রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন না ॥ ৪ ॥

অনাকলিতে চ তস্মিন্ রুদিতকলে সকলে সবিধগতশকট-শকলীকরণায় নবদলবদলসবিলসদঙ্ঘ্রিতলময়মাশ্চর্য্যোত্তানশায়ী সমুন্মীল্য সমুদক্ষি সমুদক্ষিপৎ ॥ ৫ ॥

তচ্চ তচ্চরণযুগং মৃদুল কমলদলমলদললিততা লুলিতং ন বর্দ্ধিতং ন বর্দ্ধিতং সনং ॥ ৬ ॥

শকলীকরণায় খণ্ডীকর্ত্তুং অয়ং আশ্চর্য্যরূপঃ উত্তানশায়ী বালকঃ নূতনদলবৎ অলসং বিলসচ্চ অঙ্ঘ্রিতলং সমুদক্ষি সানন্দনয়নং যথাস্যাত্তথা সম্যগুদক্ষিপৎ উৎক্ষিপ্তবান্। মাতরমবধাপয়িতুং রোদনরাবৈরপারয়ন্ কৃষ্ণঃ। শকটবিঘটনশব্দৈঃ ক্রুধেব তামাকুলীচক্রে ॥ ৫ ॥

আশ্চর্য্যোত্তানশায়ীত্যুক্তমাশ্চর্য্যত্বং বিবৃণোতি। তচ্চ তস্য কৃষ্ণস্য চরণযুগং শকটভঙ্গকার্য্যার্থং নৃসিংহাবতারস্যেব হিরণ্যকশিপুবিদারণার্থং ন জাত্যৈব কাঠিন্যমিত্যাহ। মৃদুলস্য কমলদলস্যাপি মলদা তিরস্কারিণী যা ললিততা লালিত্যং তয়া অলুলিতং অখণ্ডিতং। নচ বামনাবতারস্যেব কটাহভেদার্থং তাৎকালিকীং বৃদ্ধিং প্রাপ্তমিত্যাহ। ন বর্দ্ধিতমিতি কীদৃশং নবা নবীনা ঋদ্ধির্যত্র তথাভূতং তং সনং অলঙ্কারো যত্র তৎ ॥ ৬ ॥

শিশুর ঐ রোদনধ্বনি কেহই শুনিতে পাইল না। তখন শকটাসুর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও তৎকালে আশ্চর্য্য ভাবে উর্দ্ধমুখ হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ শকটাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া সানন্দনয়নে এবং নূতনদলের তুল্য অলস অথচ বিলসিত চরণতল উৎক্ষিপ্ত করিলেন ॥ ৫ ॥

শকটাসুরকে বধ করিবার জন্য যে চরণতল উৎক্ষিপ্ত করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণযুগলের লালিত্য, অতি কোমল কমলদলেরও তিরস্কার করিয়া থাকে এবং ঐ লালিত্য অখণ্ডিত ছিল। অতএব নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপু বিদারণের তুল্য কঠিন নহে। বামনাবতারে যেমন তাঁহার চরণযুগল বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেইরূপ তদীয় চরণযুগল বর্দ্ধিত নহে, অথচ শ্রীকৃষ্ণের পদযুগে যেরূপ অলঙ্কার আছে, তাহার সমৃদ্ধি নূতন ॥ ৬ ॥

নচ তদতি নিকটমেব শকটং তথাপি তথা পিঞ্জলতয়া কট-কটায়মান-বিকটকটুরটনপুরঃসরং বিঘটিত কুপ্যঘটঘটীঘটাকমারা-দেব বিদলিতাক্ষ-কূবরবরপ্রাসঙ্গসঙ্গত-ভূমিতলমিতস্ততো ব্যস্ততয়া পর্য্যবর্ত্তত ॥ ৭ ॥

অনন্তরং নিপততস্তমনসোঽস্তমনসো রবমাশ্রুত্য শ্রুত্যরঞ্জকং সর্ব্ব এব জনাস্তদ্বেদনাবেদনাবেদনাতুরা ইব ধাবমানা ধাবমানাকুল-

পিঞ্জলতয়া অত্যাকুলতয়া সমুৎপিঞ্জপিঞ্জলৌ ভৃশমাকুলে ইত্যমরঃ। তথা পর্য্যবর্ত্তত যথা অনন্তরং সর্ব্ব এব তদুপকণ্ঠং উৎসস্থপুরিত্যন্বয়ঃ। কটকট ইতি তদ্ভঙ্গশব্দানুকরণং তদ্বৎ কটুরটনং পুরঃসরং যথা ভবত্যেবং ইতস্ততো ব্যস্ততয়া ভগ্নাবয়বত্বেন পর্য্যবর্ত্তত পতিত্বা বৈপরীত্যেনাতিষ্ঠৎ। কীদৃশং বিঘটিতা কুপ্যাদীনাং ঘটা যত্র তৎ। কুপ্যানি স্বর্ণরজতাতিরিক্তকাংস্যাদিময় পাত্রাণি। ঘটঘট্যো বৃংহত্বাল্পত্বাভ্যাং ভেদঃ। আরাৎ শিশোর্নিকট এব বিদলিতৈঃ খণ্ডিতৈ রক্ষাদিভিঃ সঙ্গতং ভূতলং যত্র তদ্যথাস্যাদেবং। অক্ষো আখ ইতি খ্যাতঃ। কূবরস্তু যুগন্ধরঃ। প্রাসঙ্গো যুগঃ॥ ৭ ॥

নিপততোঽনসঃ শকটস্য তং রবং আশ্রুত্য অস্তানি ক্ষিপ্তানি মনাংসি যেষাং তে। রবং কীদৃশং শ্রুতীনাং কর্ণানাং অরঞ্জকং। তস্য শিশোর্বেদনা পীড়া তস্যা বেদনাজ্ঞাপনং শকটাঘাতশব্দেনৈব ইত্যর্থঃ। তয়া যা বেদনা স্বপীড়া তয়া আতুরা ধাবমানাঃ ধাবমানানি

যদিচ ঐ শকট অত্যন্ত নিকটে আসে নাই, তথাপি সে অত্যন্ত আকুলভাবে, শকটভঙ্গের কটকট শব্দযুক্ত বিকট অথচ কঠিন রটনা পূর্ব্বক কাংস্যাদি নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘট সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। শিশুর সন্নিকটেই অক্ষ, কূবর এবং যুগ (জোয়াল) প্রভৃতি শকটের অঙ্গ সকল খণ্ডিত করিয়া ভূমিতল ব্যাপ্ত করিয়া, ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ পতিত হইয়া বিপরীত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

অনন্তর সেই শকটাসুর পতিত হয়, তাহার সেই কর্ণকঠোর শব্দ শুনিয়া সকল লোকেরই প্রাণ উড়িয়াগেল। তখন তাহারা শকটাঘাত-শব্দে শিশুর বেদনা বোধ করিয়া আপনারাও স্বকীয় বেদনায় আকুল হইল। আকুল হইয়া ধাবমান হইল এবং নৃশংসতাপ্রভৃতি দোষ না থাকিলেও তাহাদের অন্তঃকরণ আকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহারা

মানসাস্ত্বরিতমেব তদুপকণ্ঠমুৎকণ্ঠমুৎসসৃপুঃ। উপসৃত্য চ অহো কিমিদমাকস্মিকং নঃ শঙ্কটং ॥ ৮ ॥

. যদিদং প্রভূতকালমেবং বিধমেব নির্ব্যাহতমেব ভবনমধ্যমঙ্গলভূতমিব বরীবৃত্যতে কস্মাদকস্মাদদ্য বিনা বিনাশসামগ্রীং বিপর্য্যস্তং শকটং ॥ ৯ ॥

কথং বা সুসম্পন্ন সুকৃত পরিপাকস্য পাকস্য শয়নতলং পরিপত্য পরিতঃ পরিতস্থুষাং ঘটাদীনাং কতমদপি মদপিচ্ছিল ইবাবয়বেন লগ্নমিতি ॥ ১০ ॥

পৈশুন্যাদিদোষরাহিত্যেন শুদ্ধানি অতএব আকুলানি মানসানি যেষাং তে ধাবু গতি শুদ্ধ্যোঃ তস্য শিশোরুপকণ্ঠং নিকটং। উৎ উচ্চীকৃতঃ কণ্ঠো যত্র তদ্যথা স্যাদেবং ॥ ৮॥

যদ্যস্মাদিদং শকটং প্রভূতকালং বহুতরকালং ব্যাপ্য বরীবৃত্যতে। অতিশয়েন বর্ত্ততে ।৯

পাকস্য বালকস্য। পোতঃ পাকোঽর্ভকো ডিম্ভ ইত্যমরঃ। শয়নতলং পরিতঃ শয্যাতলস্য চতুর্দ্দিক্ষু পরিতঃ পরিতস্থুষাং অভিতঃ স্থিতবতাং ঘটাদীনাং মধ্যে কতমদপি মদপিচ্ছিলে মৃগমদেন পিচ্ছিলে ইব অবয়বে অঙ্গে ন লগ্নং ॥ ১০॥

শীঘ্রই উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গমন করিল। তাঁহার নিকটে গিয়া বলিতে লাগিল, হায়! আমাদের এই কি অকস্মাৎ সঙ্কট উপস্থিত হইল? ॥ ৮ ॥

কারণ, এই শকট, এইরূপ ভাবেই, অব্যাহত হইয়াই, নিশ্চলভাবে গৃহমধ্যে মঙ্গলস্বরূপ হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। অদ্য কি কারণে অকস্মাৎ বিনাশসামগ্রী ব্যতীত এই শকট বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইল? ॥ ৯ ॥

এই বালক, সুসম্পন্ন সুকৃতরাশির পরিণাম স্বরূপ। এই বালকের শয্যাতলের চারিপার্শ্বে যে সমস্ত কাংস্যাদি ঘট সকল উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলই পতিত হইয়াছে। অথচ তাহাদের মধ্যে একটী বস্তুও কস্তুরী লেপনদ্বারা চিক্কণ এই বালকের অঙ্গে কেনই বা সংলগ্ন হয় নাই? ॥ ১০ ॥

ব্রজপুরেশ্বর, শুভবতো ভবতো নিখিল-সভার্য্যস্য সভার্য্যস্য কীদৃশং স্তবকীদৃশং স্তবনার্হং ভাগধেয়মিতি চ ব্রুবাণেষু তেষু ॥১১॥

তদভ্যর্ণ সমুপস্থিতাঃ শিশবো যথাবলোচিতং বলোচিতং কলস্বরমনেনসানেন সাক্রোশং নাম রুদতা মরুদতাণ্ডবিতকমল-কোরকাচরণৌ চরণৌ সমুদস্যতাস্য তাদবস্থ্যং বিঘটিতং ঘটিতঞ্চ

হে ব্রজপুরেশ্বর শুভবতঃ মঙ্গলযুক্তস্য নিখিলাসু সভাসু আর্য্যস্য শ্রেষ্ঠস্য ভবতো ভাগধেয়ং ভাগ্যং স্তবনার্হং কীদৃশং তন্নির্ব্বক্তুং বয়ং ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। স্তবকিনী স্তবকযুক্তা ঈলক্ষীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ তাং পশ্যতীতি ইগুপধত্বাৎ কঃ। স্তবকীদৃশং সম্পত্তিলতায়া স্তবকং ব্যঞ্জয়তি তব ভাগ্যমিত্যর্থঃ অগ্রেতু পুষ্পফলে অপি ব্যঞ্জয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

যথা বলোচিতং যথাদৃষ্টং বলোচিতং শ্রীকৃষ্ণপরাক্রমোচিতং কলস্বরং যথাস্যাত্তথোক্তবন্তঃ। অনেন কুমারেণ অনেনসা এনোপরাধস্তদ্রহিতেন সাক্রোশং রুদতা ক্রন্দতা ক্ষুধাতুরোঽয়ং স্তন্যং ন প্রাপ্নোতীতি কোঽস্যাপরাধঃ অতএবায়ং নোপালভ্য ইতি ভাবঃ। চরণৌ

হে ব্রজপুরেশ্বর! আপনি সকল সভাতেই শ্রেষ্ঠ এবং আপনি সস্ত্রীক মঙ্গলযুক্ত। আপনার স্তবযোগ্য সৌভাগ্য যে কিরূপ, তাহা আমরা বলিতে সক্ষম নহি। কারণ, আপনার সৌভাগ্য, স্তবকযুক্ত সম্পত্তি প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে সকল লোক, ব্রজপতির গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

তৎকালে গোপশিশুগণ, তাঁহাদের নিকটে আগমন করিয়া, পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমোচিত কলস্বরে সেইরূপই নিবেদন করিল। তাহারা বলিল, এই শিশুর কোনও অপরাধ নাই। কারণ, এই বালক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্তন্যপানের নিমিত্ত উচ্চস্বরে রোদন করিতেছিল। কিন্তু যখন স্তন্যদুগ্ধ পাইল না, তখন আর ইহাঁর এই বিষয়ে অপরাধ কি? এবং ইহাঁকে তিরস্কার করাও অনুচিত। পবনভরে কম্পিত না হইলে কমলকলিকার যেরূপ অবস্থা ঘটে, তখন তিনি রোদন করিতে করিতে তাদৃশ চরণযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া এই শকটের এইরূপ অবস্থা করিয়াছেন। তাহার পরেই তাহার ভূতলে পতন ঘটি-

ভূমৌ নিপতনমিতি যথোক্তবন্তস্তদা ন কেঽপি শ্রদ্দধিরে দধিরেতু মনসা কিমপ্যলক্ষ্যং কারণমিতি ॥ ১২ ॥

অথ তৎপতনসমকালমেব তনয়ং প্রতি শঙ্কমানা ব্রজরাজমহিষী মহীতলমধিনিপপাত। ততশ্চ সবৈয়গ্র্যং পুরন্ধ্রীভিঃ সহ রোহিণ্যা সত্বরমুত্থাপ্য কুমারস্য সৌবস্তিকবৃত্তবার্ত্তবার্ত্তয়া সমাশ্বাসিতাসিতা-পাঙ্গী সংজ্ঞামাসাদ্য বাষ্পমুজ্জগার ॥ ১৩ ॥

বালো মে নবনীততশ্চ মৃদুলস্ত্রৈমাসিকোঽস্যান্তিকে
হা কষ্টং শকটস্য ভূমিপতনাদ্ভঙ্গোঽয়মাকস্মিকঃ।

সমদস্যতা রোদনবৈকুল্যমুদ্রয়া উৎক্ষিপতা অস্য শকটস্য তাদবস্থ্যং তদবস্থত্বং বিঘটিতং চরণৌ কীদৃশৌ মরুতা বায়ুনা অতাণ্ডবিতয়োঃ অনর্ত্তিতয়োঃ কমলকোরকয়োরিব আচরণং স্বধর্ম্মো যয়োস্তৌ ॥ ১২ ॥

সৌবস্তিকং স্বস্তিরূপং যদ্বৃত্তং চরিত্রং বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্ তেন হেতুনা বার্ত্তা নিরাময়া যা বার্ত্তা বৃত্তান্তঃ। বার্ত্তো নিরাময়ঃ কল্য ইত্যমরঃ। তয়া সমাশ্বাসিতাসিতাপাঙ্গী শ্রীযশোদা সংজ্ঞাং চেতনাং ॥ ১৩ ॥

য়াছে। যখন শিশুগণ এই সকল কথা বলিতে লাগিল, তৎকালে কেহই তাহাদের কথায় প্রত্যয় করিল না, কিন্তু তাহারা মনে মনে কোনও এক অনির্ব্বচনীয় কারণ স্থির করিল ॥ ১২ ॥

অনন্তর ব্রজরাজমহিষী, শকটাসুরের পতনক্ষণেই আপনার তনয়ের প্রতি অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎপরে রোহিণী, পতিপুত্রবতী রমণীবর্গের সহিত ব্যগ্রতাপূর্ব্বক শীঘ্র তাঁহাকে উত্তোলিত করিয়া, পুত্রের স্বস্তিরূপ চরিত্রহেতু অনাময় বার্ত্তা প্রদান করিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন। তখন কৃষ্ণাপাঙ্গী শ্রীমতী যশোদা রোহিণীর সান্ত্বনায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া নেত্রজল মোচন করিলেন ॥ ১৩

এবং কহিতে লাগিলেন, আমার এই তিনমাসের শিশু নবনীত অপেক্ষাও কোমল। হায়! কি কষ্ট! ইহার নিকটে শকটের ভূতলে পতন হেতু এই আকস্মিক ভঙ্গ হইয়াছে। এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও

তচ্ছ্রুত্বাপি ন মে গতং যদসুভিস্তেনাস্মি বজ্রাধিকা
ধিঙ্মে বৎসলতা মহো সুবিদিতং মাতেতি নাম্নৈব মে ॥ ১৪ ॥
কিঞ্চ—যন্নিষ্পাতজবৈর্মহী বিচলিতা যস্যা রবৈঃ সর্ব্বতঃ
সর্ব্বেঽপ্যমী বধিরীকৃতা নিপতিতে তস্মিন্ সমীপে শিশুঃ।
লব্ধ্বা ভূরিভয়ং যদেষ তদিতঃ স্মৃত্যাপি জীবত্যহো
মন্দদৈবফলং মহদ্‌ব্রজপতের্ভাগ্যৈঃ কিয়দ্বার্য্যতাং ॥ ১৫ ॥
ইতি সত্বরমুপসর্পন্তী সসাধ্বসাসাধ্বসাবতিবিধুরাবিধুরামণীয়-

মাতা ইতি নাম্নৈব মম নতু মাতৃকার্য্যকারিত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥
আরবৈঃ শব্দৈঃ তস্মিন্ শকটে সমীপে নিপতিতে সতি যদেষ শিশুঃ ভূরিভয়ং লব্ধ্বা ইতঃ অস্মাদেব স্থানাৎ তৎ শকটপতনং স্মৃত্বাপি অহো আশ্চর্য্যং জীবতি তত্তস্মাৎ অনুমিতস্য মন্দদৈবস্য ফলং মহদিদং পূতনাগমন শকটপতনাদ্যুৎপাতবাহুল্যং। তথাপি তত্তচ্ছান্তিদর্শনলিঙ্গেন অনুমিতৈর্ব্রজপতের্ব্রজরাজস্য ভাগ্যৈর্বহুভিঃ কিয়ৎ নিবার্য্যতাং। ন জানে পুনরপ্যগ্রে মন্দদৈবং কীদৃশং ফলিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥
সাধু সুষ্ঠু অতিবিধুরা অতিব্যাকুলা বিধোশ্চন্দ্রস্যাপি রামণীয়কহারি রমণীয়ত্বহরণশীলং

যখন আমার প্রাণ বহির্গত হয় নাই, তখন আমি বজ্রাপেক্ষাও কঠিন। অতএব আমার বাৎসল্যে ধিক্! হায়! আমি যে কেবল নামে জননী, তাহা বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

যাহার পতনবেগে ধরণী কম্পমানা হইয়াছে, যাহার শব্দে, সকল দিকে এই সমস্ত লোক বধির হইয়াগিয়াছে, সেই শকট নিকটে নিপতিত হইলে, এই শিশু যে প্রচুর ভয় পাইয়া, এই স্থান হইতে সেই শকট পতন স্মরণ করিয়াও আহা! জীবিত আছে, সেই হেতু আমি অনুমান করিতেছি যে, ইহা আমার দুর্ভাগ্যের মহৎ ফল। তাহা না হইলে পূতনার আগমন এবং শকটপতনাদি উৎপাত ঘটিবে কেন?। অতএব ব্রজপতির ভাগ্যে আর কতটুকু অমঙ্গল নিবারিত হইবে? জানি না ইহার পরেও আমার কি দুর্দ্দৈব ঘটিবে ॥ ১৫ ॥

এইরূপ বিলাপ করিয়া ঐ যশোদা সভয়ে সত্বর পুত্রের নিকটে গমন করিলেন, তখন তিনি যৎপরোনাস্তি আকুল হইলেন। দেখি-

কহারিবদনং তমঙ্কমারোপ্যমারোপ্যমান সৌভগং সমালোক্য সমালোক্য মধুরিমাধুরিমানসং মানসং তোষতো ন চকার ॥ ১৬ ॥

অনন্তরং তরঙ্গিতমঙ্গলস্বস্ত্যয়নাদিনাদিনা নীরাজিতং নীরাজিতং স্বমহসৈব সৈবমতিস্নেহস্নুতং স্তনরসং নরসংকাশং পরং ব্রহ্মবালকমপি ন বালকং মূর্ত্তমপি অমূর্ত্তং প্যায়য়িত্বা নিদ্রাণমিব মত্বা পুনরন্যশয়নে শয়নে যতয়া সংযোজ্য যাবৎ স্বাপয়তি তাবদেব বসুদেবভার্য্যা বসুদেবভার্য্যামহোৎসবাগতব্রজবনিতানিতান্যমানপূজাব-

---

বদনং যস্য তং মা শোভা তয়া রোপ্যমাণং প্রকাশ্যমানং সৌভগং যস্য তং। যশোদা কীদৃশী সমালোক্যঃ অঙ্কগতেন কৃষ্ণেন হেতুনা সম্যগালোকয়িতুং যোগ্যা মধুরিমা মাধুর্য্যং যস্যাঃ সা। ততশ্চ মানশ্চিত্তসমুন্নতিঃ তেন সন্তোষতো হেতো ধুরি চিন্তায়াং মানসং মনো ন চকার॥১৬

স্বস্ত্যয়নাদিনা কীদৃশেন আদিনা প্রথমতঃ কৃতেন নীরাজিতং নির্ম্মঞ্ছিতং স্বমহসা স্বকান্ত্যৈব নিঃশেষেণ রাজিতং নরসংকাশং নরাকারেণৈব সম্যক্কাশঃ প্রকাশো যস্য তং। নবা নবীনা অলকা যস্য-তং। অমূর্ত্তং অকঠিনং। মূর্ত্তঃ কাঠিন্যকায়য়োরিত্যমরঃ। নিদ্রাণমিবেতি

লেন, পুত্রের বদন, শশধরেরও সৌন্দর্য্য হরণ করিতেছে এবং শোভাদ্বারা আরও সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। তখন যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। পুত্রকে ক্রোড়ে করাতে যশোদার আরও অভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্যপ্রকাশ পাইয়াছিল। তখন চিত্তের উন্নতিজন্য আনন্দবশত যশোদা, চিন্তাবিষয়ে মন করিলেন না ॥ ১৬ ॥

অনন্তর প্রথমে মঙ্গলস্বস্ত্যয়নাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করা হইল। শ্রীকৃষ্ণ, আপনার দেহপ্রভায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরমূর্ত্তিধারী পরব্রহ্ম বালক হইয়াও নব অলক বা চূর্ণকুন্তলদ্বারা বিরাজিত, মূর্ত্তিধারী হইয়াও 'অমূর্ত্ত' অর্থাৎ কঠিন নয়। তখন যশোদা, স্নেহভরে ক্ষরিত স্তন্যরস, পুত্রকে পান করাইলেন। পান করাইয়া বোধ করিলেন, পুত্রের নিদ্রার পূর্ব্বাবস্থা উপস্থিত। পরে তিনি যেমন হস্তগ্রাহ্য বোধে সংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য শয্যায় শয়ন করাইতে লাগিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ সুন্দর দেবজাতির তুল্য প্রভাশালিনী এবং আর্য্যা বসুদেবভার্য্যা রোহিণী, মহোৎসব সমাগত ব্রজবনিতাদিগের

শেষং সমাপয়ামাস ঘোষাধীশোঽপি কতমধরামরোদীরিতমঙ্গলস্বস্তি বাচনাদিনা পুনরপি শকটং তথৈবাচারলব্ধতয়া স্থাপয়ামাস ॥ ১৭ ॥

অথ কস্মিন্নপি রসময়ে সময়ে মণিকিরণপ্রঘণেপ্রঘণে সদয়ং মুৎসঙ্গমুৎসঙ্গমারোপ্য জনন্যা জনন্যায়বিদয়া শ্রীযশোদয়া লাল্যমানো মানোন্নতধীরধীনমায়ো মাযোগরুচিরো রুচি-রোপিতনরদারক-

---

নিদ্রাপূর্ব্বভাবো ব্যঞ্জিতঃ। শয়নে যতয়া,শয়োপানী,তাভ্যাং নেতয়া গ্রাহ্যতয়া। পঞ্চশাখঃ শয়ঃ পাণিরিত্যমরঃ। বসুদেবভার্য্যা রোহিণী কীদৃশী শোভনস্য দেবস্য দেবজাতেরিব ভা কান্তিস্তয়া আর্য্যা পূজ্যা। মহোৎসবাগতাভির্ব্রজবনিতাভিঃ সহ তাসামেব বা নিতরাং তান্যমানায়াঃ বিস্তার্য্যমানায়াঃ পূজায়া অবশেষং ॥ ১৭ ॥

কস্মিন্নপীতি একবর্ষবয়ঃপ্রাকট্যে একহায়ণ আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সেতি দশমস্কন্ধোক্তেঃ। তদন্তবালবর্ত্তি নামকরণাদিলীলোল্লঙ্ঘনেন প্রথমত এব এতদ্বর্ণনন্তু দশমস্কন্ধোক্তক্রমানুরোধেনৈব ইত্যেবমেবান্যত্রাপি জ্ঞেয়ং। স বালকৃষ্ণঃ সঙ্গংস্যমানং প্রবলানিলরূপং দানবং প্রমায় গরিমাণং ততানেত্যন্বয়ঃ। প্রঘণে অলিন্দে কীদৃশে মণীনাং কিরণৈঃ প্রকর্ষেণ ঘনে নিবিড়ে মুদাং আনন্দানাং সঙ্গো যত্র তদ্বথা স্যাত্তথাভূতয়া যশোদয়া লাল্যমানঃ সংগংস্যমানং সঙ্গতীভবিষ্যন্তং স্বয়ং কথম্ভূতঃ অম্বরান্তঃ আকাশমধ্যে অতিশয়েন রংস্য-

---

শ্বের শ্রীনন্দও কোনও ব্রাহ্মণের মুখোচ্চরিত মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়নাদিদ্বারা কৌলিক আচার বলিয়া, পুনর্ব্বার শকটকে সেইরূপেই স্থাপনা করিয়া রাখিলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর কোন রসময় সময়ে, (শ্রীকৃষ্ণ একবৎসরের হইলে)মণিকিরণের নিবিড়প্রভাশালী বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে, জননী শ্রীমতী যশোদা, নিরতিশয় আনন্দ সহকারে পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন। যশোদা জনগণের নীতি বুঝিতে না তাহাতেই তিনি সেই বালক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি প্রমাণ সম্বন্ধে উন্নত ছিল। তৎকালে উৎপাত উপস্থিত হইলে,আপনার সেবা করিবার সময় জানিয়া সহসা ঐশ্বর্য্যশক্তি উপস্থিত হইলে,শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিদ্বারা তাহা অবধান করিতে পারিলেন। মায়াশক্তি,শ্রীকৃষ্ণের বশবর্ত্তিনী ছিল,সৌন্দর্য্যসংযোগে আপনি আপনার রুচিদানও করিয়া থাকেন এবং রুচিগ্রহণও করিয়া থাকেন।

লীলো জ্ঞানঘনোঽজ্ঞানঘনোদকো ভ্রময়ন্ কৃতপ্রাকৃতচরিতোঽচ-
রিতোঽহঃ স বালকৃষ্ণঃ সংগংস্যমানমতিরংস্যমানমতিরম্বরান্তরিষ্য-

মানা মতির্যস্য সঃ। আকাশসঞ্চাররূপক্রীড়ার্থমিত্যর্থঃ। তং কীদৃশং উপশমায় নাশায় ইষ্যমাণং সঙ্কল্প্যমানং প্রাণায় নির্দ্ধার্য্য তদ্বধার্থমপীত্যর্থঃ। ইতি প্রয়োজনদ্বয়মুদ্দিষ্টং তদা তস্মিন্ সময়ে নবং অভূতপূর্ব্বং গরিমানং গৌরবং ততান বিস্তৃতবান্। নন্থ কেবলমাধুর্য্যানুভবশালিশ্রীযশোদাদিনাংবৎসল্যরসাবেশময় লীলস্য তস্য কুতস্তথা স্ফূর্ত্তির্যতস্তৃণাবর্ত্তাগমজ্ঞানেন নিজভারকল্পনমিত্যত আহ মানেন প্রমাণেন উন্নতা ধীর্যস্য সঃ। তদানীমুৎপাতাগমে নিজসেবাবসরমাজ্ঞায় সহসৈবোপস্থিতায়াঐশ্বর্য্যশক্ত্যাং বুদ্ধিবৃত্ত্যা অবধানাদিত্যর্থঃ। নম্বন্যদা তস্য নিজৈশ্বর্য্যাস্ফূর্ত্তৌ মায়াবৃতং তত্ত্বং কেনচিৎ কিমিতি নাশঙ্ক্যতেত্যত আহ। অধীনা বশবর্ত্তিনী মায়া যস্য সঃ। নন্থ কদাচিদৈশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তিঃ কদাচিন্নিত্যেবমনিয়ত লীলত্বং কথং তস্যেতি তত্রাহ। মাযোগরুচির ইতি মা শোভা সৌন্দর্য্যং তস্যা যোগেন রুচিং রাতি দদাতীতি গৃহ্লাতীতি বা সঃ। নিখিলশক্তিকদম্বসেব্যমানস্য তস্য যথা যথালীলায়াঃ সৌন্দর্য্যেণ রোচকত্বং ভবতি তথা তথৈবাবসরে স্বশক্ত্যানুমোদনমিত্যর্থঃ। তেন ন কেবলং অসুরাদ্যাগমে তদ্বধার্থং স্বজনপালনার্থঞ্চ ঐশ্বর্য্যসুখানুভবিতক্তাগমে চ তৎপ্রসাদার্থং নিজমহৈশ্বর্য্যস্ফূরণং। কিন্তু মাধুর্য্যাস্বাদে যথা নব্যাহন্যেত প্রত্যুত প্রণয়গাঢ়তয়া নিজ সম্বন্ধ মননস্যাতিদার্ঢ্যেন সনর্ম্মবিস্ময় কৌতুকাসক্ত্যা পরিপুষ্যাতৈব। তথা নিজনিখিলকান্তাচক্রবর্ত্তিনীনাং মহামাধুরীবিবর্ত্তবর্ত্তনীনাং শ্রীরাধিকাদীনামপি সংসীদ দশাবতারশেষশায্যাদিলীলাবিস্কারার্থমপীত্যলং বিস্তরেণ। নন্থ যদি তদানীমৈশ্বর্য্যং স্ফূরিতং তদা বামনাদ্যবতারেষু ত্রিবিক্রমাদিরূপবৎ তদ্বধানু-

---

এই কারণে তিনি আপনার রুচি অনুসারে নরবালকের লীলাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানঘন ছিলেন। তিনি তৃণাবর্ত্তপ্রভৃতি মূঢ়দিগকে ভ্রমজালে নিপতিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি তাঁহার তাহাদের উপরেও দয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। কারণ, তিনি সংসার দুঃখ দূর করিয়া থাকেন। তিনি বালক হইয়াও সিংহবালকের ন্যায় ভীষণ নহেন, কেবল প্রাকৃত লোকের ন্যায় তাঁহার আচার ব্যবহার ছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের উপর কাহারও তর্ক করিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, এই স্থানে তৃণাবর্ত্ত অসুর উপস্থিত হইবে এবং সে আকাশের মধ্যে আবির্ভূত হইবে বলিয়া মানস করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে বধ

মাণমুপশমায় প্রমায় প্রবলানিলরূপং দানবং তদা নবং ততান গরিমাণং ॥ ১৮ ॥

মৎকৃতে মম কথং জনয়িত্রী বাত্যয়া পরিভবং সমুপৈতু।
ইত্থমঙ্কগত এব স তাদৃক্ স্তোক এব বহুদুর্বহ আসীৎ ॥ ১৯ ॥

সা চ তদা তদাক্রমণপীড়িতাঽপীড়িতা ভুবনজনৈর্বৎসলতয়া লতয়া ফলভরণতয়া সদৃশী কথঞ্চিৎ চিদেকরসং তমাত্মজমাত্মজবেন স্খলন্তং তত্রৈবোপবেশয়ামাস ॥ ২০ ॥

রূপং বৃহৎস্বরূপং কিমিতি নাবিশ্চক্রে তত্রাহ রুচিরোপিতেতি রুচ্যা রোপিতা নরদারকস্যেব লীলা যেন সঃ। বালকবপুষৈব তাদৃশ দুষ্টবধে বিস্ময় বৈলক্ষণ্যং স্যাৎ। মাধুর্য্যাস্বাদবিঘাতশ্চ ন ভবেদিতি ভাবঃ। নন্বীদৃশানেকপ্রয়োজনককার্য্যচাতুরী সহসৈব তস্য কথমভূদিতি তত্রাহ জ্ঞানঘন ইতি। প্রয়োজনান্তরমপ্যাহ অজ্ঞানতৃণাবর্ত্তাদীন্ ভ্রময়ন্ বালকাকারস্থাপনেন ভ্রান্তান্ কর্ত্তুং তথাপি তেষপি মুক্তিদায়িত্বেন দয়ালুত্বমাহ অঘনোদকঃ। অঘং সংসারদুঃখং নুদতি দূরীকরোতীতি সঃ। নচ বালত্বেঽপি সিংহবালকস্যেব অসুরান্ প্রতি ভয়ানকত্বপ্রদর্শনমিত্যাহ কৃত প্রাকৃতচরিত ইতি। অতএব ন চরিতঃ সংচরিত উহস্তর্কো যত্র সঃ ॥ ১৮ ॥

ভাবপ্রকটনে মুখ্যং প্রয়োজনমাহ মৎকৃত ইতি ॥ ১৯ ॥

ইতি তাস্ত তা কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্ট্যা উপবেশয়ামাস একরসং একরূপস্বরসং। চিদেকরসং তদানীং জ্ঞানৈকবীর্য্যং। শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে গুণে রাগে দ্রবে রস ইত্যমরঃ ॥ ২০ ॥

করিবে বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ, অসুরকে প্রবল পবন তুল্য স্থির করিয়া তৎকালে নূতন গৌরব বিস্তার করিলেন ॥ ১৮॥

আমার জন্য আমার জননী বাত্যাদ্বারা ক্লেশ পাইতে পারেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই অল্পবয়স্ক ক্ষুদ্রশিশু, জননীর ক্রোড়ে থাকিয়াই নিজের দেহ গুরুত্বে পরিপূর্ণ করেন ॥ ১৯ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের জননী ত্রিভুবনবাসি লোকের পূজ্য হইলেও, আপনার ক্রোড়স্থিত শিশুর আক্রমণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। ফলভরে অবনত লতার যেরূপ অবস্থা হয়, যশোদাও বাৎসল্যরসে সেইরূপ

অথ ভগবদিচ্ছয়াচ্ছয়াচ্ছুরিতমানসামানসারতয়বিবেকেনৈব নৈব চিন্তয়িত্বা বিহায়াপি তং হা যাপিতং তং সময়মবিদতী বিদতী চ সহানীতমিতি মিতি হীনপ্রভাবং প্রভাবন্তং গৃহমধ্যে প্রবিশ্য যদা কার্য্যান্তরনিযুক্তা তস্থুষী ॥ ২১ ॥

অথ সা যদা কার্য্যান্তরনিযুক্তা তস্থুষী স্থিতবতী তস্মিন্নেবাবসরে তৃণাবর্ত্তাখ্যঃ কোঽপি বাত্যাবিবর্ত্ত আবিরাসীদিত্যন্বয়ঃ অচ্ছয়া নির্ম্মলয়া ভগবদিচ্ছয়া হেতুনা মানস্য পুত্রাতিভর-প্রমাণস্য সারতয়া নিবিড়তয়া অবিবেকেনৈব চ্ছুরিতং মানসং যস্যাঃ সা। অতএব তং পুত্রং বিহায় বহিঃ স্থাপয়িত্বাপি নৈব চিন্তয়িত্বা হা খেদে যাপিতং গমিতং তং ঘোরং সময়ং অবিদতী অজানতী। কিঞ্চ। অঙ্গনাদ্যদা গৃহং প্রবিষ্টবতীতি দেবপুত্রমপি সহ স্বেনৈব আনীতং বিদতি ভ্রমাদেব জানতী নম্ন কথং তাদৃশীনামেবং ভ্রমস্তত্রাহ। মিতিঃ প্রমাণং তয়া হীনঃ প্রভাবো যস্য তং। তদিচ্ছাপ্রভাবেণৈব ভ্রমোঽপি জনিত ইতি ভাবঃ। নম্ন বিকটবাত্যয়া বহিঃস্থিতস্য তস্যাতিস্থকুমারত্বেন পরিভবঃ সম্ভবেৎ তত্র ন হি নহীত্যাহ। প্রভাবন্তং ঐশ্বর্য্যা-বেশেন দেদীপ্যমানং ॥ ২১ ॥

নতভাব ধারণ করিলেন। তখন তিনি একরূপ স্বভাবাক্রান্ত এবং জ্ঞান-বীর্য্য চিৎস্বরূপ আত্মজকে আপনার বেগে স্খলিত হইলেও,সেই স্থানেই কষ্টে সৃষ্টে উপবেশন করাইলেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর স্থনির্ম্মল ভগবানের ইচ্ছা হেতু পুত্রের ভার প্রমাণ অতিশয় নিবিড় হইয়া উঠে এবং সেই অবিবেকে যশোদার মন আচ্ছন্ন হয়। এই কারণে তিনি পুত্রকে বাহিরে রাখিয়াও চিন্তাকুল হইলেন না। হায়! এই যে ভীষণ কাল অতি বাহিত করিলেন, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। তখন তিনি প্রাঙ্গণ হইতে যে সময়ে গৃহে প্রবেশ করেন, তখনই তাঁহার বোধ হইল যেন, তিনিই পুত্রকে যেন ভ্রমক্রমে স্বয়ং সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। ভ্রম হইবারও কারণ এই, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সর্ব্ব প্রমাণের অগোচর এবং তিনি অত্যন্ত প্রভাশালী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের আবেশে দেদীপ্যমান। তখন যশোদা অন্য কোন সংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

তস্মিন্নেবাবসরে যুগপদ্বিপ্রযুক্তনাগনাগরীনিকুরম্বস্য দীর্ঘোষ্ণো নিশ্বাস ইব কাললোহকারেণাস্ফালিতায়া ভূভস্ত্রায়াঃ সমুচ্ছ্বাস ইব। যুগপদেব দিগ্মাতঙ্গানাং শ্রবণসূর্পাস্ফালনতঃ কম্পমানস্য নভসঃ স্যন্দ ইব ॥ ২২ ॥

বাতাত্মকোঽপি পিত্ত-কফ-ব্যাধিরিব রজস্তমো বহুলঃ ॥ ২৩॥

খল ইব বহিঃশর্করাবর্ষী অন্তর্দুরধিগমঃ। মদ ইব অন্ধঙ্করণঃ।

যুগপদেককালমেব বিপ্রযুক্তানাং বিরহিণীনাং নাগনাগরীণাং সমূহস্য নিশ্বাস ইতি অতি-কটুত্বেন ভূভস্ত্রায়া ইতি বিততত্বেন স্যন্দঃ ক্ষরণং বিদীর্য্য উপরিতোঽধঃপতনমিতি যাবৎ ইত্যতিভয়ানকত্বেন ॥ ২২ ॥

বাতধাতোঃ সাত্ত্বিকত্বেনায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উক্তত্বাৎ বিরোধঃ। পিত্তকফয়োস্তু রাজসত্বতামসত্বাভ্যাং পক্ষে রজোধূলিস্তমোঽন্ধকারঃ ॥ ২৩ ॥

শর্করা সিতা কর্পরা চ। প্রসরদ্ভিঃ করেণূনাং হস্তিনীনাং সংঘাতৈঃ কৃতোঽন্ধকারো

সেই অবকাশেই তৃণাবর্ত্ত নামে কোনও বাত্যা (ঘূর্ণিবায়ু) আবির্ভূত হইল তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, এককালে সমস্ত সর্পবধূ পতিবিরহে অধীর হইয়া উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। অথবা বোধ হইল যেন, কালরূপ কর্ম্মকার,আস্ফালন করিয়া পৃথিবীরূপ ভস্ত্রা অর্থাৎ চর্ম্মযন্ত্রের উচ্ছ্বাস ধ্বনি করিতেছি। কিম্বা বোধ হইতে লাগিল যেন, এক কালে দিক্‌হস্তীগণের কর্ণরূপ সূর্পের (কুলার) সঞ্চালনে কম্পিত হইয়া আকাশমণ্ডল, ঊর্দ্ধ হইতে অধোদিকে পতিত হই-তেছে ॥ ২২ ॥

ঐ তৃণাবর্ত্ত, বাতস্বরূপ হইলেও পিত্তজ্বর এবং কফজ্বর যেরূপ যথা-ক্রমে রজোগুণ এবং তমোগুণযুক্ত, সেইরূপ ধূলিপটলে এবং তিমির জালে পরিপূর্ণ ॥ ২৩ ॥

খলের হৃদয় যেরূপ বাহিরে শর্করা (চিনি) বর্ষণ করে এবং অন্তরে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ ইহাও বাহিরে খর্পর (খাপরা) বর্ষণ করিতেছে এবং উহার মধ্যস্থল সকলেরই অগম্য। মদ যেরূপ

পিত্তজ্বর ইব মহাবেগঃ। সংগ্রাম ইব প্রসরৎকরেণুসংঘাতকৃতান্ধকারঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চভূতাত্মকতামপনীয় একভূতাত্মকং কুর্ব্বন্নিব ত্রিভুবনং কংসপ্রহিততৃণাবর্ত্তাখ্যঃ।

ঊর্দ্ধোর্দ্ধাবর্ত্তনৃত্যৎপ্রচুরতৃণ-রজঃ-শর্করাপূরদূর-
ভ্রংশৈরভ্রংলিহাগ্রো গ্লপিতজনতনুঃ কোঽপি বাত্যাবিবর্ত্তঃ।
কল্পান্তপ্রজ্বলিষ্যৎফণিপতিবদনব্যূহবহ্নেরুদীর্ণৈঃ
ক্ষৌণীং নির্ভিদ্য ধূমৈরিব ভুবনজনানন্ধয়ন্নাবিরাসীৎ ॥ ২৫ ॥

যত্র পক্ষে প্রসরন্তি কানি সুখানি যেভ্যস্তথাভূতৈরেণুসঙ্ঘাতৈরিতি ॥ ২৪ ॥

একভূতাত্মকং পবনময়ং। কীদৃশঃ ঊর্দ্ধোর্দ্ধং উপর্য্যুপরি আবর্ত্তো ভ্রমিঃ তত্র নৃত্যতামিব তৃণরজঃশর্করাপূরাণাং দূরতো ভ্রংশৈর্গ্লপিতা জনানাং তনবো যেন সঃ। কল্পান্তে প্রকর্ষেণ জ্বলিষ্যন্ যঃ ফণিপতেরনন্তস্য বদনব্যূহতো বহ্নিস্তস্য ধূমৈরিব ক্ষৌণীং নির্ভিদ্য উপরিগতভুবনস্থজনান্ অন্ধয়ন্ অন্ধীকুর্ব্বন্ ॥ ২৫ ॥

লোকদিগকে অন্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহাও চারিদিকে অন্ধকার করিয়াছে। পিত্তজ্বরের ন্যায় ইহারও বেগ অত্যন্ত প্রবল। যুদ্ধভূমি যেরূপ হস্তিনীগণের সঞ্চরণে ঘোর তিমির জালে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ সুখধ্বংসী ধূলিপটলদ্বারা ইহাও চারিদিকে অন্ধকার করিয়াছে ॥ ২৪ ॥

ঐ কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত্ত. পাঞ্চভৌতিক ত্রিভুবনের পাঞ্চভৌতিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া যেন ত্রিভুবনকে একমাত্র পবনরূপভূতে পরিণত করিতেছে। তৎকালে উপর্য্যুপরি বাত্যাঘূর্ণনের মধ্যে ধূলি এবং শর্করা (খাপরা) শ্রেণী যেন নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাদের দূরপতনে ঐ অভূতপূর্ব্ব বাত্যাঘূর্ণি, মানবদিগের শরীরে গ্লানি উৎপাদন করিল। ইহার অগ্রভাগ, মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে। প্রলয়কালে ফণিপতি অনন্তের সহস্রবদন হইতে অনল প্রজ্বলিত হইবে, সেই অনলনিঃসৃত ধূমপটলদ্বারা যেন ঐ তৃণাবর্ত্ত, পৃথিবীভেদ করিয়া এবং শেষে পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া ভুবনবাসি লোকদিগকে অন্ধ করিয়া প্রকাশিত হইল ॥ ২৫ ॥

অয়মেতি মহানিলোঽসুরঃ স্বয়মেব স্ববিনাশকারণং।
উররীকুরুতামিতি প্রভুর্গরিমাণং ন তথা ততান সঃ ॥ ২৬ ॥

এবমন্ধতমসান্ধতমসারূপ্যং গতেষু সকলেষু পরিতস্তৃণরজঃ-শর্করাবর্ষে চ মহতি হতিকারকে সতি ভবনমধ্যমধ্যবস্থায় চিন্তয়ৎসু পুরজনেষু চ মাত্রা যথৈবোপবেশিতং তথৈবাকুতোভয়স্য কুতোভয়স্য কথাপীতি নিরাতঙ্কং তং কঞ্জনয়নং নয়ননন্দিতভুবনজনং ভুবন-

---

ন তথেতি পূর্ব্বং যথা মাতুরঙ্কে তথা ন কিন্তু তদ্বলানুরূপন্তু ততানৈবেত্যর্থঃ। অন্যথা স্বভিলাঘবেন সদ্য এবাতুচ্চদেশোন্নয়নে স্বস্য শ্রমঃ সম্ভবেদিতি ॥ ২৬ ॥

অন্ধতমসেন গাঢ়ধ্বান্তেন হেতুনা অন্ধতমৈরতিশয়ান্ধৈঃ সারূপ্যং তুল্যরূপতাং গতেষু পরিতঃ সর্ব্বত ইতি কারকে ঘাতকে সতি তং কঞ্জনয়নং কমলনেত্রং স্বস্য অন্তকরণায় মারণায় মহাসুরো হৃতবান্ নয়েন নীত্যা তাদৃশদানববধনিবন্ধন তাদৃশচাতুর্য্যময্যানন্দিতাভুবনজনা দেবাপয়ো যেন তং। ভুবনং জলং তত্র জাতং কমলং তদ্বৎ নন্দি শৈত্যসৌরভ্যসৌকুমার্য্যাদি-সমৃদ্ধিযুক্তং করচরণতলং যস্য তমপীত্যতি দুরাত্মত্বেন তস্য নির্দ্দয়ত্বমুক্তং। কিঞ্চ। সুরদ্রুহা

এই মহাপবনস্বরূপ তৃণাবর্ত্ত অসুর উপস্থিত হইতেছে। এই অসুর স্বয়ংই আপনার নিধন কারণ প্রাপ্ত হউক। এই কারণে সেই প্রভুবর শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বে জননীর ক্রোড়ে থাকিয়া যেরূপ গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন, এইবারে সেইরূপ গৌরব বিস্তার করেন নাই, তদীয় বলের অনুরূপ গৌরব প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

এইরূপে পুরবাসী সমস্ত মানবগণ, গাঢ়তিমির হেতু অন্ধের তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইল। অবশেষে চারিদিকে যখন প্রাণবিনাশী ভীষণ তৃণ-ধূলি এবং শর্করা (খাপরা) বর্ষণ হইতে লাগিল, তখন পৌর জনবৃন্দ, ভুবন মধ্যে অবস্থান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তৎকালে জননী, পুত্রকে যেরূপ ভাবে বসাইয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ ভাবেই অকুতোভয়ে, কি ভীত এবং কি নির্ভীক, সকল লোকেরই কথা শুনিতে লাগিলেন। ঐ কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ তৎকালোচিত আচরণে ভুবনবাসী সমস্ত লোকদিগকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের করতল এবং পদতল, শৈত্য সৌরভ্য এবং সৌন্দর্য্যে কমলের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া-

জনন্দি করচরণতলং রণতলং গতানাং গতানাঞ্চানাং সুরদ্রুহামন্তক-মন্তকরণায় স্বস্য স মহাসুরোহরতি স্ম ॥ ২৭ ॥

সচ বালব্রহ্ম ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতো বিতোদঃ প্রকটামোদো মোদোদ্ধুরঃ পটে নিবধ্য নীয়মানোহনল ইব কণ্ঠশোধনার্থং কণ্ঠে-কৃতঃ কালকূট ইব স্বয়ং নিমন্ত্র্যানীয়মানো মৃত্যুরিব তেনাহ্রিয়-মাণঃ ॥ ২৮ ॥

মসুরাণামন্তকং কীদৃশানাং রণতলং গতানাং আছি আয়ামে আঙ্ আয়ামঃ আঙ্গোহনাঙ্গঃ গতোহনাঙ্গো যেষাং শৌর্য্যাদ্যায়ামবতামিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

বিতোদঃ গতব্যথঃ। প্রকটব্রহ্মরুদ্রাদিলোকপর্য্যন্তং বাত্যয়া সঞ্চার্য্যমাণ আমোদোহঙ্গ-সৌরভ্যং যস্য সঃ মোদেন তদ্বধোৎসাহময়হর্ষেণ উদ্ধুরঃ। তেন তৃণাবর্ত্তেন পটে নিবধ্যেতি তেনাকর্ষণং কৃষ্ণস্য কণ্ঠেতি কৃষ্ণেনাকর্ষণং বাল্যাদ্ভীত্যেব তৎকণ্ঠস্য। স্বয়মিতি ততশ্চ তস্য মৃত্যুরেবেত্যুক্তং। অনলস্য জলাদিনা প্রতীকারোহস্তীতি কালকূট ইতি তস্যাপি মন্ত্রাদি-নেতি চেৎ মৃত্যুরিতি ॥ ২৮ ॥

ছিল। যে সকল অমরবিনাশী এবং দীর্ঘায়তন অসুরগণ, রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই বধ করিতে সমর্থ। তখন মহাসুর তৃর্ণাবর্ত্ত, আপনার বধের নিমিত্ত ঐ কোমলপ্রকৃতি বালক শ্রীকৃষ্ণকেও হরণ করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥

সেই বালক ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবগণেরও পরম পূজ্য। শ্রীকৃষ্ণের তাহাতে কোনও কষ্ট হয় নাই। তৎকালে তাঁহার অঙ্গসৌরভ বাত্যাদ্বারা শিবলোক এবং ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে সঞ্চারিত হইয়া প্রকটিত হইল। ঐ অসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই হর্ষে তিনি প্রবল হইয়া উঠিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন ঐ অসুর, বস্ত্রে বন্ধন করিয়া অগ্নি লইয়া যাইতেছে, কণ্ঠশোধনের নিমিত্ত যেন কণ্ঠ-দেশে কালকূট বিষ রাখিয়াছে এবং যেন স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছে। তৃণাবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিলে সত্যই এই-রূপ অনুমিত হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥

সুরপুরপুরন্ধ্রীকৃতদর্শনার্ত্তিপূর্ত্তয় ইব তৎস্বরূপয়া নিঃশ্রেণিকয়া নাকতলমুজ্জিগমিষুরিব কিয়দ্দূরমুদযাতঃ। প্রিয়সুহৃদমিব তং মৃগমদমেচকিতবিসবল্লীবল্লীলেন স্তোকেনৈব ভুজবলয়েনাধিকণ্ঠতটং তথা শনৈঃ শনৈর্নিপীড়য়ামাস যথাস্য নির্গচ্ছন্তোঽপ্যসবো বিলম্ব্য বিলম্ব্য সপদি চূর্ণপেষং পিষ্টা ইব নির্জগ্মুঃ। অহো কৌশলং কুশলিনঃ খেলাশিশোস্তস্য ভগবতঃ ॥ ২৯ ॥

অথ বিগতাসৌ গতাসৌভগে ভগবদঙ্গসঙ্গাদঙ্গসংগানসমুচিতে

সুরপুরস্য পুরন্ধ্রীভিঃ কৃতা যা দর্শনে আর্ত্তিরুৎকণ্ঠা তস্যাঃ পূর্ত্তয়ে বাত্যাকারয়া নিঃশ্রেণিকয়া সিঁঢ়ী ইতি খ্যাতয়া মৃগমদেন মেচকিতায়াঃ শ্যামলীকৃতায়াঃ বিসবল্ল্যা মৃণাললতায়া ইব লীলা যস্য তেন শনৈঃ শনৈরিতি একদৈবাতিপীড়নে সহসৈব তৎপ্রাণত্যাগে সতি দূরতো বেগতএব তদ্বপুষঃ পতনে স্বশ্রমঃ আপদ্যেতেতি ভাবঃ। চূর্ণপেষমিতি শুষ্কচূর্ণরূক্ষেষু পিষ ইতি ণমুন্ চূর্ণবৎ পিষ্ট্বা ইত্যর্থঃ। বিলম্ব্য বিলম্ব্য জগ্মুরিতি তেন শনৈঃ শনৈস্তদ্বপুষো নিপতনে সতি নিঃশ্রেণিকয়েবাবতরণমপি ভগবতঃ সুখেনৈবাভূদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

বিগতা অসবো যস্য তস্মিন্ তথাপি গতং অসৌভগং যস্য তস্মিন্। কুতঃ ভগবতো-

---

সুরপুরনিবাসিনী পতিপুত্রবতী রমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবে বলিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাদের দর্শনোৎকণ্ঠা দূর করিবার নিমিত্তই যেন বাত্যাস্বরূপ সোপানদ্বারা স্বর্গলোকে গমন করিতে অভিলাষী হন। শেষে স্বর্গগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণ, কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে গমন করেন। তখন তিনি, কস্তূরিকাদ্বারা শ্যামবর্ণ মৃণাললতার শোভাসম্পন্ন, স্বকীয় ক্ষুদ্রবাহুবলয়দ্বারা প্রিয়সুহৃদের ন্যায় সেই অসুরের কণ্ঠদেশে, সেইরূপ ধীরে ধীরে আঘাত করিলেন, যাহাতে তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াও বিলম্ব করিয়া বিলম্ব করিয়া তৎক্ষণাৎ চূর্ণবৎ পেষিত হইয়াই যেন নির্গত হইল। অহো! সেই সর্ব্বশক্তিমান্ লীলাশিশু ভগবানের কি কৌশল! ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ঐ অসুর যদিচ গতাসু হইল সত্য, তথাপি ভগবানের অঙ্গস্পর্শে তাহার কোনও অংশে সৌভাগ্যের ত্রুটি হয় নাই। তখন সে ঐ

প্রাগাবেগবেগতো গতোৎকর্ষেঽপি পাংশুশর্করাবর্ষিণি পবমানে পবমানে স্বকুলং তস্মিন্নপি নিপততি তৎকণ্ঠাবলম্বি নীলমণিহার ইব অলব্ধ ভূতলস্পর্শ এব তেন সহ ভুবস্তলং যাবদালম্বতে তাবদেব শাম্যতি বাত্যাবর্ত্তে পূর্ব্বমেব তনয়ানবলোকশোকশুষ্যমাণমনা মনাগপ্যবস্থাতুমসমর্থা সমর্থামেব মূর্চ্ছামবলম্ব্যাবলম্ব্যাহস্তধীরধীরতয়া ব্রজেশবনিতা নিতান্তমবনিতলে নিপপাত ॥ ৩০ ॥

ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিরভিরভ্যমানা জীবনানুমাপকশ্বাসা শ্বাসা-

হঙ্গস্য সঙ্গাৎ অঙ্গে তস্মিন্নাকারেঽপি সংগানমুৎকর্ষস্তস্য সমুচিতে পবমানে বায়ৌ স্বকুলং পবমানে পবিত্রী কুর্ব্বতি তস্মিন্নসুরে নিপততি সতি অলব্ধভূতলস্পর্শ ইতি ব্যথাভাবো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ৩০ ॥

অভিরভ্যমাণা আলিঙ্গনাকারেণ ধ্রিয়মাণা। আশ্বাসস্য ■মান্দ্যেন আধিক্যেনেত্যর্থঃ

শরীরেও উৎকর্ষ লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াছিল। প্রবলতর সৌভাগ্যবশত উৎকর্ষ লাভ করিলেও, ঐ বায়ু মূর্ত্তিধারী মহাসুর ধূলি শর্করাদি বর্ষণ করিতে লাগিল। তথাপি সেই অসুর আপনার গোত্র পবিত্র করিতে ত্রুটি করে নাই। অবশেষে অসুর যখন ভূতলে নিপতিত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ, সেই অসুরের কণ্ঠলম্বিত নীলকান্তমণির হারের ন্যায় তাহারই সহিত ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু ভূতলস্পর্শ করিলেন না। এই হেতু তাঁহার শরীরে কোনও ব্যথা হইল না। সেই সময়েই বাত্যাঘূর্ণি নিবৃত্ত হইল ও ব্রজরাজপত্নী যশোদার হৃদয়, প্রথমেই পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া শোকে শুষ্ক হইয়া গেল। ক্ষণকালের নিমিত্তও প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কেবল তৎকালের সহচরী মূর্চ্ছাকেই একেবারে অবলম্বন করিলেন। তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। অবশেষে অধীরভাবে ধরাতলে নিপতিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

ব্রজপুরের পতিপুত্রবতী সীমন্তিনীগণ, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধারণ করিল। জীবনের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে, কেবল

মান্দ্যেন বোধয়ন্তীভির্ধয়ন্তীভিরিব তচ্ছোকানলকীলাঃ কীলালেন মুখমাসিঞ্চন্তীভিঃ কিমপি সমূচে ॥ ৩১ ॥

স্বকৃতিনি কৃতিনি পরমভাগধেয়েন যেন তাদৃশো দৃশো রতি-রসদো রসদোহবিতত নয়স্তনয় সমাসাদি ॥ ৩২ ॥

তেনৈব স্বস্তিস্বস্তিমানসৌ মানসৌভাগ্যোদয়ো বাং দম্পত্যোঃ পত্যোর্ব্রজপুরস্য রস্য এব ॥ ৩৩ ॥

ধয়ন্তীভিরনুভবন্তীভিরিতি যাবৎ। কীলাঃ জ্বালাঃ। কীলালেন জলেন আসিঞ্চন্তীভিঃ সর্ব্বতঃ ক্ষালয়ন্তীভিঃ অপস্মারাভ মূর্চ্ছয়া মুখস্য লালাক্লিন্নত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

হে পুণ্যবতি হে কৃতিনি পণ্ডিতে যেন ভাগধেয়েন ভাগ্যেন। কীদৃশেন। পরমঃ পরভাগ উৎকর্ষো ধেয়ো ধার্য্যো যস্য তেন অতিরসদোঽতিসুখদঃ। রসস্যানুরাগস্য দোহেন পূরণেন বিততো বিস্তৃতো নয়ো যেন সঃ ॥ ৩২ ॥

তেনৈব ভাগধেয়েন হেতুনা স্বস্তিমান্ কুশলী অসৌ তনয়ঃ স্বস্তি সুখেন অস্তি কীদৃশঃ। বাং যুবয়ো- র্ব্রজপুরস্য স্বামিনো র্মানসৌভাগ্যয়োরুদয়রূপঃ রস্য ইতি তথাত্বেনৈব সর্ব্বৈ-রনুভবনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এইরূপ ভাবে নিশ্বাস বহিতে লাগিল। এইরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস দেখিয়া তাঁহারা তৎকালে বহুপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং যেন যশোদার শোকানলের স্ফুলিঙ্গরাশি পান, অর্থাৎ অনুভব করিতে লাগিল। শেষে সকলেই তাঁহার মুখে জলসিঞ্চন করিয়া কিছু বলিতে লাগিল॥৩১

হে পুণ্যবতি! হে পণ্ডিতে! তোমার সৌভাগ্য অনির্ব্বাচ্য। তোমার সৌভাগ্যের উৎকর্ষ সকলেরই ধার্য্য করা হইয়াছে। তোমার পুত্রও নয়নযুগলের সুখদান করেন এবং অনুরাগ পূরণ করিয়া আপনার নীতি অর্থাৎ আচার বিস্তারিত করিয়াছেন। সেই পুত্রকেও তুমি যে সৌভাগ্যে লাভ করিয়াছ, সেই সৌভাগ্য বশতই তোমার সেই পুত্র মঙ্গলযুক্ত হইয়া সুখে জীবিত আছেন। তোমরা দুই জনেই ব্রজপুরের অধীশ্বর এবং অধীশ্বরী। কিন্তু ঐ পুত্র যে তোমাদের দুইজনের মান এবং সৌভাগ্যের কারণ, তাহা সকল লোকেই অনুভব করিতে পারি-য়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

তদলং মোহেনমোহেন ক্লেশয়মানসং মানসং তাপী হি মানসজ্বরঃ স খলু কুশলী সম্প্রতি সম্প্রতিপৎস্যতেঽকস্মাদেব কস্মাদেবমুত্তাম্যসীতি তাসাং চিরাশ্বাসগিরা লব্ধজাগরেব সা যচ্চেতনামাপদ্যতে স্ম সৈব তস্যাঃ শোকোদ্গারিণী সমজনিষ্ট ॥ ৩৪ ॥

তদ্যথা—ইত এব ময়োপবেশিতো বত বোঢ়ুং হ্যসমর্থয়া ভরং
মম দুর্নিয়তিস্বরূপয়া তনয়ো হা ধিগহারি বাত্যয়া ॥
ক্ব শিশোর্বত তাদৃশোভরঃ সহতেয়ং বত ন প্রসূরপি।
অতএব তথানুমীয়তে মম দুর্দ্দৈব বিজৃম্ভিতং হি তৎ ॥ ৩৫ ॥

মা উহেন অপায়তর্কেণ মানসং ক্লেশয়মানসজ্বরো হি মানসং তাপী অপি তু সন্তাপক এব মা ইতি নিষেধে ॥ ৩৪ ॥

দুর্নিয়তি দুরদৃষ্টং ॥ ৩৫ ॥

অতএব আর মোহে প্রয়োজন নাই, আর মোহে প্রয়োজন নাই। পুত্রের অনিষ্ট শঙ্কা বোধ করিয়া আর আপনি আপনার হৃদয় ব্যথিত করিবেন না। মানসিকজ্বর কি উত্তাপ প্রদান করে না? নিশ্চয়ই আপনি আপনার সেই কুশলী পুত্রকে এখনই লাভ করিতে পারিবেন। অতএব অকস্মাৎ কি কারণে আপনি এত ব্যথিত হইতেছেন? এইরূপে তাহাদের চির আশ্বাস বচনে যশোদা যেন নিদ্রাবসানে জাগরিতা হইলেন। জাগরিতা হইয়া তিনি যে চেতনা লাভ করিয়াছিলেন, অবশেষে সেই চেতনাই তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

চৈতন্য লাভ করিয়া যেরূপ শোকাকুল হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। যথা—হায়! আমি পুত্রের ভর সহিতে না পারিয়া, নিশ্চয়ই এই স্থানে উপবেশন করাইয়াছিলাম। হায়! আমাকে ধিক্! সেই বাত্যাই আমার দুরদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া পুত্রকে হরণ করিয়াছে। হায়! তোমরা বল দেখি, শিশুর আবার সেরূপ ভর কোথায়! যে ভর সহ্য করিতে জননীও পারে না। অতএব আমি ঐরূপ অনুমান করিতেছি যে, নিশ্চয়ই তাহা আমার দুর্ভাগ্যের বিলাস ॥ ৩৫ ॥

নবনীতমিবাতিকোমলো ব্যথতে যো বত মাতুরঙ্কতঃ।
স কথং খরপাংশুশর্করাতৃণবর্ষং সহতে স্ম মে সুতঃ॥ ৩৬॥
স যথৈব নিশাচরীবিষস্তনপানাচ্ছকটস্য পাততঃ।
অবিতঃ কিল যেন বেধসা স ইদানীমপি তং সদাবতু ॥৩৭॥
অধুনা পরমেশ্বরেণ চেদবিতোঽসৌ যদি লভ্যতে সুতঃ।
ন কদাপি তদাঙ্কমধ্যতো বত ভূমৌ বিজহামি হা পুনঃ ॥৩৮॥
ত্বরিতং পরিতোঽবলোক্যতাং ক্বনু নীতঃ ক্বনু পাতিতোঽর্ভকঃ।
মম যাবদপৈতি জীবিতং ন বহিস্তাবদমুং সমানয় ॥
ইতি ভূয়ো মূর্চ্ছতি॥৩৯

ব্যথতে ব্যথাং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥
অবিতো রক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥
পরমেশ্বরেণ অস্মদিষ্টদেবেন ॥ ৩৮ ॥
ক্ব নীতঃ বাত্যয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

হায়! আমার পুত্র নবনীতের তুল্য কোমল। যে জননীর ক্রোরে থাকিয়াও ব্যথা পাইত, আমার সেই পুত্র, কি রূপে প্রচণ্ড ধূলি, ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড এবং তৃণবর্ষণ সহ্য করিয়াছে? ॥ ৩৬॥

রাক্ষসীর বিষময় স্তনপান এবং শকটের পতন হইতে যে বিধাতা, যেরূপেই আমার সেই শিশুকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখনও সেই বিধাতা, সর্ব্বদা তাহাকে রক্ষা করুন ॥ ৩৭ ॥

হায়! পরমেশ্বর যদি আমার পুত্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আমি যদি তাহাকে এখন লাভ করিতে পারি, হায়! তাহা হইলে আমি পুনর্ব্বার কখনও ক্রোড়মধ্য হইতে ভূতলে ছাড়িয়াদিব না। ॥ ৩৮ ॥

তোমরা শীঘ্র চারিদিক্ অবলোকন কর। দেখ, কোথায় আমার শিশু, বাত্যাভরে গমন করিয়াছে, এবং কোথাই বা পড়িয়া আছে। আমার প্রাণ থাকিতে আর তাহাকে বাহিরে রাখিও না। এই বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন ॥ ৩৯ ॥

ততশ্চ ভূয়স্তাভিঃ কৃতাশ্বাসাশ্বাসাপি তমপি জীবিতং জহতী হতীব্রতরধী বৈধুর্য্যা ধুর্য্যা মলিনবদনারবিন্দারবিন্দারুণমিব দহন্তং শোকমাবহন্তী হন্তীব যদা জনমনাংসি ॥ ৪০ ॥

তদৈব পুরতোরণস্য পুরতো-রণস্য প্রথমারম্ভ ইবারম্ভ ইবাতি-সমীচীনে নির্জ্জিতবিপক্ষোঽপক্ষোদভূতস্য ভূতস্য রিপোরুরসি রসিকো মহাকণ্টকগহনে বিকচমেকমপরাজিতা কুসুমমিব ॥ ৪১ ॥

শ্বাসেন পূর্ব্বমূর্চ্ছাভঙ্গানন্তরং নিশ্বাসেন আপিতং প্রাপিতমপি জীবিতং জহতী ত্যজন্তী হ স্ফুটং ধুর্য্যা শ্রেষ্ঠা। দারুণং রবিমিব দহন্তং ॥ ৪০ ॥

তদৈব পুরতোরণস্য পুরবহির্দ্বারস্য পুরতোঽগ্রতঃ রিপোরুরসি স বালকৃষ্ণো রোচতে স্ম ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশঃ রণস্য যুদ্ধস্য প্রথমারম্ভ ইব অরং শীঘ্রং ভে নক্ষত্রে অতিসমীচীনেন স্বভাবেন স্বরাশিগণন গত্যা চ শীঘ্র বিজয়প্রদ ইব নির্জ্জিতো বিপক্ষো যেন সঃ। রিপোঃ কীদৃশস্য অপক্ষোদভূতস্য চূর্ণীভূতস্য অতিশয়েন নষ্টস্যেত্যর্থঃ। ভূতস্য ভুবি পৃথিব্যাং উতস্য স্যূতস্যেবেত্যর্থঃ। অত্রস্থং তমুৎপ্রেক্ষতে মহাকণ্টকেতি স্বাকৃষ্ট বিকটতৃণস্তম্ব শর্করাপুঞ্জভবিতস্বেন ॥ ৪১॥

তাহার পর, ব্রজবাসিনী পতিপুত্রবতী রমণীগণ, পুনর্ব্বার তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। কেবল নিশ্বাসদ্বারা তাঁহার জীবনের অস্তিত্ব অনুমিত হইতে লাগিল। সেই জীবনকেও তিনি ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে তাঁহার একেবারে বুদ্ধিলোপ হইল। অথচ প্রকাশ্যে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মুখপদ্ম ম্লান হইয়া গেল। কোকনদের তুল্য রক্তবর্ণ শোকানল ধারণ করিয়া যেন তিনি তাহাদ্বারা সকল লোকের অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

সেই সময়েই, নগরের বহির্দ্বারের সম্মুখে বিপক্ষের বক্ষঃস্থলে সেই বালক শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতে লাগিলেন। যুদ্ধের প্রথম উপক্রমে স্বীয় রাশিগণনার অনুসারে, অনুকূল নক্ষত্র থাকিলে যেরূপ শীঘ্র জয় লাভ করা যায়, তাহার ন্যায় তিনিও শত্রুনিপাত করিয়াছেন। যে শত্রুকে নিধন করেন, তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রোথিত করিয়াছিলেন। ঐ বালক শ্রীকৃষ্ণ, রসিকের অগ্রগণ্য

তৃণস্তম্বান্ধজীর্ণসরসি সমুদ্দণ্ডমেকমসিতোৎপলমিব। ঘনতরতিমিরপটলোপরি দীপাঙ্কুর ইব। মহামোহোপরি পরমজ্ঞানামৃতমিব। মরুভুবি সুরতরুকরম্ব ইব পরমদুঃখবৃক্ষশিখরে সান্দ্রানন্দকুসুমমিব স বালকৃষ্ণো রোচতে স্ম॥ ৪২॥

তমকুতোভয়মর্ভকমাকলয্য ক্রমসমুপচীয়মানে মানেন হীনে জনচয়ে। কেচন অয়মেব পামরোঽমরোদয়দ্বেষী বাত্যা কৃত্যা কৃত্যান্তরায় ভূতো ভূতোদমিব কুর্ব্বন্ ব্রজরাজকুমারমপহর্ত্তুং কৃতো-

তৃণস্তম্বান্ধেতি বহিস্তৃণাদ্যাচ্ছন্নত্বেন তদাকারস্থ দুর্লক্ষ্যতয়া ঘনতিমিরেতি তৎসাহজিকবর্ণত্বেন দীপাঙ্কুর ইবেত্যনেন পূর্ব্বোক্তাপরাজিতা কুসুমত্বনীলোৎপলত্বাভ্যাং তস্য প্রাপ্তঃ তৎসঙ্গজনিতকিঞ্চিৎকৃষ্ণত্বং বারিতং জ্ঞানামৃতমিবেত্যনেন তৎসাহিত্যোঽপি তেন প্রষ্টুমশক্যত্বং ধ্বনিতং তন্মোক্ষদায়কত্বঞ্চ। মরুভুবীতি অতিকঠোরত্বেন। সুরতর্ব্বিতি। অতিবিস্ময়াস্পদত্বেন উৎপ্রেক্ষা পরমদুঃখেতি সান্দ্রানন্দেত্যাভ্যাং তত্র গতজনানাং অসুরশরীরং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ যুগপৎ পশ্যতাং নিঃসীমদুঃখং নিঃসীমসুখঞ্চ যুগপদেব জাতমিতি ব্যঞ্জিতং॥ ৪২॥

ক্রমেণ সমুচীয়মান ইতি প্রথমং দশ ততো বিংশতি স্ততস্ত্রিংশদিতি ক্রমেণ সংখ্যা বৃদ্ধে-

ছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, মহাকণ্টকসমাকীর্ণ নিবিড় কানন মধ্যে একটী অপরাজিতা পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে॥ ৪১॥

তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই এই রূপ বোধ হইতে লাগিল যেন, তৃণস্তম্বদ্বারা অন্ধকারময় জীর্ণ সরোবরে একটী নীলকমল ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। অতিগাঢ় তিমির পটলের উপরে যেন দীপাঙ্কুর শোভা পাইতেছে। অত্যন্ত অজ্ঞানের উপরে যেন তিনি পরম জ্ঞানামৃত স্বরূপ। তিনি যেন, মরুভূমে সুরশাখির প্রান্তভাগ, অথবা তিনি যেন,পরম দুঃখরূপ বৃক্ষের অগ্রভাগে ঘন আনন্দকুসুম॥৪২

সেই শিশুকে নির্ভীক বোধ করিয়া পূর্ব্বে যে দশ বিশ ত্রিশ ইত্যাদি ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ক্রমে তাহাদের পরিমাণ হ্রাস হইয়াগেল। তৎকালে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, এই পাষণ্ডই দেবগণের অভ্যুদয় নষ্ট করিবে বলিয়া বাত্যাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক সকল

দ্যমোঽদ্য মোহিতঃ স্বয়ৈব কিল্বিষবিষজ্বালয়ালয়ান্তমপি গন্তুমশক্তো নভস্ত এব নিপপাতেতি ॥ ৪৩ ॥

কেঽপি চ। অয়ে অয়মেব মহাপ্রভাবপ্রভাবর্দ্ধিষ্ণুরীশিতা শিতাস্ত্রমমোঘমিব সদা নবো দানবোত্তমানাং প্রাবল্যমবধায়বধায় তেষামবততারেব। তেনারম্ভ এব পরি পূতনামা পূতনা মারকোঽয়মনো ভঞ্জকো মনোঽভঞ্জকো জনানামধুনাধুনানমিব ভুবনমিমঞ্চ ঘাতয়ামাসেতি ॥ ৪৪ ॥

ত্যর্থঃ। অতঃ ক্ষণমাত্রেণৈব মানেন পরিমাণেন হীনে সতি জনসমূহে অমরাণাং দেবানাং উদয়দ্বেষী ভুবঃ পৃথিব্যাস্তোদং ব্যথামিব কুর্ব্বন্ আলয়ান্তং গৃহসমীপং ॥ ৪৩ ॥

কেপীতি মহাদুর্জ্জয়স্যাসুরস্য পতনে শ্রয়ৈবেত্যাদ্যুক্তং যুক্ত্যাভাসমকিঞ্চিৎকরং মন্যমানাঃ স্ববুদ্ধি প্রতিভা তেনানুমানেনৈব বাস্তবার্থ স্ফূর্ত্তিমন্ত ইত্যর্থঃ। সদা এব নবঃ। সনাতনোঽপি নিত্যনূতন প্রতীতি কো নতু বস্তুত ইদানীন্তন এবেত্যর্থঃ। অনসঃ শকটস্য ভঞ্জকঃ ॥৪৪॥

কার্য্যেরই বিঘ্ন স্বরূপ হইয়াছিল। এই পামর যেন ধরাদেবীর পীড়া উৎপন্ন করিয়াছিল। অবশেষে ব্রজরাজের কুমারকে অপহরণ করিতে উদ্যোগ করিয়া, অদ্য আপনারই দুষ্কর্ম্মবিষের জ্বালায় মোহিত হইয়াছে, গৃহের নিকটেও গমন করিতে পারে নাই, তাহাতেই আকাশ হইতে এইস্থানে পড়িয়া আছে ॥ ৪৩ ॥

অপরে বলিতে লাগিল, অহে! এই বালকই পরমেশ্বর এবং আপনার মহা ঐশ্বর্য্যের প্রভাও আপনিই বৃদ্ধি পাইয়াছেন। ইনিই অমোঘ শাণিত শস্ত্রতুল্য, ইনিই সনাতন পরব্রহ্ম। ইনি অসুরপতিদিগের প্রবলতা অবধারণ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিবেন বলিয়াই যেন ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই কারণে প্রথমেই ইনি পবিত্র নাম ধারণ করিয়া পূতনা বধ করিয়াছিলেন। ইনিই শকটাসুরকে বধ করেন এবং ইহা দ্বারাই সকল লোকের মনের কষ্ট দূর হয়। এক্ষণে যে ত্রিভুবন কাঁপাইতেছিল, সেই অসুরকেও ইনি বধ করিয়াছেন ॥৪৪॥

কেচিদপি—অয়ে ব্রজপুর-পুরন্দরস্যৈব পূর্ব্বপূর্ব্বজনিজনিত-তপঃসু কৃতং সুকৃতং যৎ পুঞ্জিতং জিতং তেনৈব তদৃতে যদিদমস্য দমস্য, কলাপদাং পদান্তরং নাকলয়ামঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি গদন্তোঽগদন্তোকং তমাদায় দায়লব্ধং মহাধনমিব নিঃ-সঙ্কোচতয়াঙ্কে কুর্ব্বন্তো নিজজনানামন্তঃপুরমন্তঃপুরং প্রাপয়া-মাসুঃ ॥ ৪৬ ॥

হর্ষকলকলেনানুমায় কুশলিতাং তদনু দনুজদমনস্য মনস্যতীব পীবরেণ বরেণ হর্ষতরঙ্গেণ রঙ্গেণ বিকসদ্বদনাভি ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভি-র্নিজগদে ॥ ৪৭ ॥

কেচিদপীতি। তদুক্তমতিসাহসং মত্বা দৃঢ়েন যুক্ত্যন্তরেণৈব সমাদধানা ইত্যর্থঃ। সর্ব্ব এবৈতে তৎপ্রেমমাধুরীবিবর্ত্তবর্ত্তিন এব যথোত্তরশ্রেষ্ঠা জ্ঞেয়াঃ। তপঃসু মধ্যে পুঞ্জিতং যৎ সুকৃতং পুণ্যং কৃতং তেনৈব জিতং উৎকর্ষেণ বর্ত্তিতং। তদৃতে তদ্বিনা। অস্য সকলাপদাং পূতনাদিপ্রযুক্তানাং দমস্য দমনস্য নাশস্যেতি যাবৎ। পদান্তরং লক্ষণান্তরং ॥ ৪৫ ॥

অগদং নিরাময়ং তোকং বালকং। কীদৃশং নিজজনানামন্তঃ অন্তঃকরণং পিপর্ত্তি পূরয়-য়তীতি ক্বিপ্ তং ॥ ৪৬ ॥

মনসি অতীব পীবরেণ অধিকমধিকং পুষ্টীভবতা। বরেণ শ্রেষ্ঠেন ॥ ৪৭ ॥

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ব্রজপুরের ইন্দ্রস্বরূপ শ্রীনন্দের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে যে সকল তপস্যা সঞ্চিত হইয়াছিল এবং সেই সকল তপ-স্যার মধ্যে যে রাশীকৃত পুণ্য, ইহা কেবল তাহারই উৎকর্ষ মাত্র। এস্থানে আমরা ইহা ভিন্ন, পূতনাদি বধপ্রযুক্ত সমস্ত বিপদের বিনাশ সম্বন্ধে অন্য কোনও কারণ দেখি না ॥ ৪৫ ॥

এই কথা বলিয়া পুরবাসিগণ, আত্মীয়জনের মনোবাঞ্ছাপূরণকারী সেই ক্লেশবিমুক্ত শিশুকে দায়লব্ধ মহাধনের ন্যায় গ্রহণ করিয়া এবং অসঙ্কুচিত ভাবে ক্রোড়ে করিয়া অন্তঃপুরে প্রেরণ করিল ॥ ৪৬ ॥

আনন্দকোলাহলশব্দে সকলেই বালকের মঙ্গল অনুমান করিতে পারিল। তৎপরে দনুজদলনকারি শ্রীকৃষ্ণের মনে আনন্দতরঙ্গ, সাতি-শয় পুষ্টি লাভ করিল। সেই আনন্দলীলা অবলোকন করিয়া ব্রজপুরের

জগদেকপূজ্যে ভাগ্যবতি ভবতি ভবদ্ভাগ্যেন সমুপসন্নোঽসন্নোঽয়ং ভবত্তনয় ইতি হর্ষকথাসাদিতরসা তরসা পূর্ণজলদাবলী জলদাবলীঢ়-বনভূমিরিব জীবিতাঙ্কুররুচিরা রুচিরামণীয়কস্নিগ্ধা ক স ক স ইত্যুৎ-কলিকোৎকলিকোদয়বশ্যাবশ্যায়লিপ্তকমলাকৃতিনয়নাকৃতি-নয়-না-মানুরূপগুণা সদ্য এব ভবন্তী তনয়াবলোকনার্থমুদ্গতামুদ্গতাধিক্যে-নাত্মানমপি ন সস্মার যশোদা ॥ ৪৮ ॥

হে ভবতি অসন্নঃ অবিসন্নঃ। তরসা বেগেন পূর্ণজলদাবলীনাং জলেন দাবলীঢ়া বনভূমি-রিব জীবিতেন অঙ্কুরেণ তৃণাদিসম্বন্ধিনা। পক্ষে। জীবিতস্য জীবনস্য অঙ্কুরেণ রুচিরা। উৎক-লিকায়া উৎকণ্ঠায়া যা উৎকলিকা উদ্গতঃ কোরকঃ তস্যা উদয়েন হেতুনা বশ্যা মূর্চ্ছোত্থাপ-নাদিনা বশীকর্ত্তুং শক্যা অবশ্যায়েন নীহারেণ লিপ্তয়োঃ কমলয়োরিব আকৃতির্যয়োস্তথা-ভূতে নয়নে যস্যাঃ সা। অত্র তনয়প্রাপ্তিহর্ষোত্থস্বাদশ্রূণাং শৈত্যান্নীহারেণোপমা। ইতি মুদ্গতং আনন্দনিষ্ঠং মদাধিক্যং তেন ॥ ৪৮ ॥

পতিপুত্রবতী সীমন্তিনীগণ প্রফুল্লবদনে বলিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

হে ভাগ্যবতি! আপনি জগতের মধ্যে একমাত্র পূজ্য আপনার সৌভাগ্যে আপনার এই পুত্র, অবিষণ্ণ না হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই আনন্দবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যশোদার মনে সুখসঞ্চার হইল। পরি-পূর্ণ জলদমালার সবেগে জলপতনে দাবানলদগ্ধ বনভূমি যেমন সজীব তৃণাদি সম্বন্ধীয় অঙ্কুরে পরম রমণীয় এবং রুচিকর সৌন্দর্য্যে সুস্নিগ্ধ হয় সেইরূপ যশোদাও জীবনের অঙ্কুরে পরম রমণীয় এবং রুচিকর সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ হইলেন। 'সে কোথায় সে কোথায়' এইরূপ উৎ-কণ্ঠার উদ্গতকলিকার আবির্ভাবে তাঁহাকে তখন মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া সক-লেই বশীভূত করিতে পারিলেন। তৎকালে যশোদার নেত্রযুগল, হিম-স্পৃষ্ট কমলযুগলের আকৃতি ধারণ করিল। যশোদার যেরূপ কার্য্য, যেরূপ আচরণ এবং যে রূপ নাম ছিল, তাঁহার তদনুরূপ গুণসমষ্টিও বিদ্যমান ছিল। তৎকালে যশোদা তৎক্ষণাৎ আপনার নামের কার্য্যের এবং আচরণের অনুরূপগুণ ধারণ করিয়া,পুত্রকে দেখিতে অভিলাষিণী

ততস্তু তস্তুতিপরাভিরপরাভিরয়মামিতি মৃতসঞ্জীবনৌষধমিব স তদুৎসঙ্গে সঙ্গেয়মহিমা ন্যধায়ি ॥ ৪৯ ॥

সা চ নষ্টলব্ধধনমিবাঙ্কমারোপ্য সস্পৃহমীক্ষণমাণাহক্ষমাণমানন্দানুভববহনস্য করণানাং করণান্ধ্য ইব জাতেক্ষণং স্তিমিতমনাঃ সতী তনয়মুবাচ ॥ ৫০ ॥

জাত জাতমাত্র এব মাত্র এবমতিখেদমুপনয়সি নয়সিদ্ধিরিয়ং

ততস্তুতিপরাভিঃ স্তবকর্ত্রীভিঃ। স শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ৪৯ ॥

সা যশোদা করণানাং ইন্দ্রিয়াণাং করণেষু স্বস্বব্যাপারেষু অনান্ধ্যে চক্ষুষ্মত্ত্বে জাতে সতি পূর্ব্বং মূর্চ্ছয়া তেষামান্ধ্যমাসীদিত্যর্থঃ। করণানাং কীদৃশানাং আনন্দানুভবানাং বহনস্য ধারণস্য অক্ষমাণাং অসমর্থানাং ॥ ৫০ ॥

হে জাত হে পুত্র জাতমাত্র এব মাত্রে জনন্যৈ মহ্যং এবং অতিখেদং উপনয়সি দদাসি ইয়ং

হইয়া উত্থিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার এতঅধিক পরিমাণে আনন্দ হইয়াছিল যে, তাহাদ্বারা যশোদা আপনাকেও ভুলিয়াগিয়াছিলেন ॥৪৮

অনন্তর অন্যান্য রমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত স্তব করিতে আরম্ভ করিল। 'এই কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ' এই বলিয়া মৃতসঞ্জীবনী ওষধির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা গান করিয়া তাঁহাকে যশোদার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া মনে করিলেন যেন, আমি হৃত ধন লাভ করিয়াছি। এইরূপ বোধ করত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া সতৃষ্ণনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। যশোদা পূর্ব্বে মূর্চ্ছিত ছিলেন, এই হেতু তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল, আনন্দের অনুভব করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যেন স্বস্ব ব্যাপারে চক্ষু ফুটিয়াছিল। তাহাতেই যশোদা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ মনে অবস্থান করিয়া পুত্রকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

হে পুত্র! তুমি জন্মিবামাত্রই তোমার জননীকে (আমাকে) এইরূপ অতিশয় কষ্ট দান করিতেছ। কিন্তু ইহা তোমার নীতিসিদ্ধ কার্য্য

ন ভবতঃ। অথবা কিন্তে দূষণং বহিরবস্থাপ্য ভবন্তং গৃহাগতানাং দারুদারুণাং নাম্নৈব মাতরং মাং প্রতি মাতৃনাম্না নাম্নাতপারুষ্যো রুষ্যোদ্রেকং ন গতো গতোঽপি যৎ পুনরাগা নিরাগা নিতরামতো ভবান্ মাতৃবৎসলো বৎসলোকাতীতোঽসি মমৈবাগ ইতি চিরং লালয়ন্তী স্নেহস্নুতং স্তনরসং নরসংকাশং তমথ মূর্ত্তমানন্দং সানন্দং স্বাপ্রয়ামাস ॥ ৫১ ॥

সা পায়

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবিস্তারে শকটতৃণাবর্ত্ত-বিবর্ত্তো নাম চতুর্থঃ স্তবকঃ ॥ * ॥

ভবতো নীতিসিদ্ধি র্ন ভবতি মাতৃনাম্না মাতৃত্বস্য নামমাত্রত্বেন হেতুনাপি ন আম্নাতং অভ্যস্তং পারুষ্যং কঠোরত্বং যেন সঃ। যতো রুষ্যোদ্রেকং ক্রোধোদ্রেকং ন গতঃ। ভাবে কৃত্যপ্রত্যয়ঃ। যৎ পুনরাগাঃ। আগতোঽসি অতো নিরাগাঃ নিরপরাধঃ। স্বয়মাক্রম্য সংস্থাপ্য মন্মনশ্চক্র-মারুতং। গোকুলং গোকুলানন্দ তেনাঙ্কীকৃতমুদ্ধর ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দানটীকায়াং সুখবর্ত্তন্যাং চতুর্থস্তবকসঙ্গমনং ॥ * ॥

নহে। অথবা তোমারই বা দোষ কি ? তোমাকে বাহিরে রাখিয়া সকলেই গৃহে গমন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে আমিও একজন। অতএব আমি কাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ঠুর এবং আমি কেবল নামেই তোমার জননী। তথাপি মাতৃনাম থাকাতে আমার উপর তুমি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ কর নাই। নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিলে অবশ্যই আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতা। বিশেষত তুমি যখন গিয়াও পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়াছ, এই হেতু তুমি নিতান্ত নিরপরাধী। হে বৎস! তোমার মাতৃভক্তি অপূর্ব্ব এবং তুমি অলৌকিক, এই বিষয়ে আমারই অপরাধ হইয়াছে, এই বলিয়া তিনি নরাকার অথচ মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ সেই পুত্রকে, স্নেহনির্গলিত স্তন্যদুগ্ধ বহুক্ষণ পানকরাইয়া, আনন্দসহকারে শয়ন করাইলেন ॥ ৫১ ॥

॥ * ॥ ইতি আনন্দবৃন্দাবনে বাল্য-লীলালতাবিস্তারে শ্রীরামনারায়ণ-বিদ্যারত্নানুবাদিতে শকট এবং তৃণাবর্ত্তবিবর্ত্ত নামক চতুর্থস্তবক ॥ * ॥

অথ কস্মিন্নপি দিবসে তনয়ং লালয়ন্তী ব্রজপুরপরমেশানাশানামেকবিশ্রামভূতস্য তস্য জৃম্ভমাণস্য বদনকমলং কমলং কুর্ব্বদিব নিরীক্ষমাণা তত্রৈব ধরণিধরণিধরজলধিপুরতরুপ্রভৃতিভুবন-

---

জৃম্ভণং রিঙ্গণং নামকরণং গব্যমোষণং। মৃদ্ভক্ষণং বিশ্বরূপদর্শনং পঞ্চমে ক্রমাৎ ॥ ০ ॥

ব্রজপুরপরমেশানা শ্রীযশোদা তনয়ং লালয়ন্তী জৃম্ভমাণস্য তস্য বদনকমলং নিরীক্ষমাণা ধরণ্যাদিকং বিলোক্য পরমবিস্মিতৈবাসীৎ। তত্র জৃম্ভণকালস্যাত্যল্পপ্রমাণত্বাৎ তন্মধ্য এব ধরণ্যাদিসমস্তপদার্থপ্রত্যেকাবলোকনমসম্ভবদপি দুস্তর্কভগবদৈশ্বর্য্যশক্ত্যা এব তদানীং তন্নয়নবৃত্তিমাবিশন্ত্যা নির্ব্বাহিতমিত্যবসেয়ং। আশানাং মনোরথানাং বদনকমলং মুখপদ্মং কং সুখং অলং অতিশয়েন কুর্ব্বদিব নির্ম্মিমাণমিব কং সুখমপি ভূষয়দিবেতি বা। তত্রৈব সজৃম্ভমুখকমল এব ধরণ্যাদিপ্রভৃতি বস্তুজাতমিত্যর্থঃ। তত্র কীদৃশে। ভুবনকোষং প্রকর্ষেণ বিভর্ত্তি ইতি ক্বিপ্ তস্মিন্। ভুবনকোষগৃহ ইবেত্যত্র ভুবনকোষপদস্য উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবাস্তমেতি চেত্যাদিবদুদ্দেশ্যপ্রতিনির্দ্দেশ্যত্বেন পৌনরুক্ত্যমদোষঃ। লোকে ভবং লৌক্যং চরিতং তদতিক্রান্তত্বেন। অত্র কারিকাঃ। পূতনাদিবধৈশ্বর্য্যং ন প্রেমসমচুকুচৎ। প্রত্যুতাবর্দ্ধয়ত্তস্মিন্নরিষ্টপ্রতিশঙ্কয়া। নন্দভাগ্যাদিহেতূনাং তত্রাভূদবদিকল্পনং। ততো নির্হেতু-

---

পঞ্চমস্তবকে, ক্রমান্বয়ে ভগবানের জৃম্ভণ (হাঁইতোলা), পাদস্খলন, নামকরণ, দধিদুগ্ধাদি গব্য চুরি, মৃত্তিকাভক্ষণ এবং বিশ্বরূপ দর্শন, এই সকল বিষয় বর্ণিত হইবে॥

অনন্তর কোনও দিবসে, ব্রজপুরের পরমেশ্বরী যশোদা, পুত্রকে স্তন্যপান করাইয়া দেখিলেন, পুত্র জৃম্ভণ করিতেছে। ভাবিলেন, পুত্র সকল-প্রকার আশার শেষসীমা। তদীয় মুখপদ্ম যেন অত্যন্ত রূপে সুখ উৎপাদন করিতে অর্থাৎ সুখকেও অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। আরও নিরীক্ষণ করিলেন, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডারে যেরূপ পৃথিবী, পর্ব্বত, মহাসাগর, নগর এবং তরু প্রভৃতি বস্তু থাকে, পুত্রের জৃম্ভিত বদনকমলেও সেইরূপ পৃথিবী পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদয় বস্তু নিহিত আছে। অধিক কি, পুত্রের মুখের মধ্যে আপনাকে এবং আপনার পতি নন্দকে অবলোকন

কোষপ্রভৃতিভুবনকোষ গৃহ ইবাত্মানমাত্মনঃ পতিঞ্চাবলোক্য লৌক্য-চরিতাতীতত্বেন পরমবিস্মিতৈবাসীৎ ॥ ১ ॥

তথৈবাপরেদ্যুরপি তনয়মঙ্কমারোপ্য লালয়ন্তী তন্মুখকমল-কোষমালোকয়ন্তী চ ব্রজপুরপরমেশ্বরী কিমপি সকৌতুকমাজ-গাদ ॥ ২ ॥

জৃম্ভস্ব তাত বদনং পরিলোকয়ামি
দন্তাঙ্কুরাস্তব কিমুদ্মিষিতা ন বেতি।
ব্যাদত্ত এব বদনেঽস্য দদর্শ মাতা
লগ্নান্নিজস্তনরসস্য কণানি বৈ তান্ ॥ ৩ ॥

রেবেয়মৈশ্বরীশক্তি য়াগতা। বিভুত্বদর্শিকা কৃষ্ণদেহে প্রকটমেব হি। তথাপি বিস্মিতৈবাসী-ন্মৎপুত্রস্যেদমদ্য কিং। ন বৈশ্যজ্ঞানসম্ভ্রান্ত্যা বাৎসল্যে শিথিলাভবৎ। ন চাত্র সম্ভবেৎ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববদ্ধেতুকল্পনং। তচ্চাপি বস্তুতো গাঢ়প্রেমোর্ম্মিময়মেব হি। ইতি নিষ্কম্পতা প্রেম্নঃ খ্যাপিতান্যা মুহুর্মুহুঃ। এবঞ্চ। প্রেমদেব্যাঃ পরীক্ষার্থমাগচ্ছত্যন্তরান্তরা। শক্তিরেষা হরেঃ কিন্তু তয়া দাসীকৃতা ভবেদিতি ॥ ১ ॥

অপরেদ্যুরপরস্মিন্ দিবসে ॥ ২ ॥

ব্যাদত্তে প্রকাশিতে সতি এতান্ দন্তাঙ্কুরান্ ॥ ৩ ॥

করিয়া, পুত্রের অলৌকিক চরিত্রবোধে যশোদা যেন অত্যন্ত বিস্ময়া-পন্ন হইলেন ॥ ১ ॥

ঐরূপে,আর একদিনেও ব্রজপুরের পরমেশ্বরী যশোদা, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া, স্তন্যপান করাইতে-করাইতে, তাঁহার মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে কিছু বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

হে বৎস ! তুমি একবার জৃম্ভণ কর। তোমার দন্তাঙ্কুর সকল উঠি-য়াছে কি, না উঠিয়াছে, আমি তাহা দর্শন করি। অনন্তর পুত্র যেমন মুখব্যাদান করিল, তৎক্ষণাৎ জননী, পুত্রের মুখমধ্যে আপনার স্তন্য-দুগ্ধের কণরাশির তুল্য এই সকল দন্তাঙ্কুর দর্শন করিলেন ॥ ৩ ॥

অথৈবং বালনিশাকর ইবাশাকর ইবাহরহঃ পুষ্টিদেব্যা সেব্যমানোঽব্যমানোঽপি পিতৃভ্যামকালকৃতবিশেষোঽপি তৎকালকৃতাবিশেষ ইব জানুকরচঙ্‌ক্রমণচাতুরীমুরীচকার ॥ ৪ ॥

মন্দং সুকোমলকরাম্বুজজানুযায়ী
কাঞ্চীকলেন চকিতঃ স্থগিতত্বমেত্য।
পশ্চাৎ সবিস্ময়বিবর্ত্তিতকম্বুকণ্ঠ-
মালোকয়ন্ বিতনুতে জননীপ্রমোদং ॥ ৫ ॥

আশাসু দিক্ষু করাঃ কিরণা যস্য সঃ। পক্ষে আশা সম্পাদকঃ। পুষ্টিরেব দেবী তয়া অহরহঃ প্রতিদিনং সেব্যমান ইত্যন্বয়ঃ। ইবেন সহ নিত্যসমাসবচনমিত্যস্য উদ্বাহুরিব বামন ইত্যাদি দৃষ্ট্যা প্রায়িকত্বাৎ পিতৃভ্যাং অব্যমানোঽপি নিজাঙ্ক-বক্ষঃ-কণ্ঠাদৌ রক্ষ্যমাণোঽপি জানুভ্যাং করাভ্যাং চ চংক্রমণস্য চাতুরীং অলিন্দাদৌ অঙ্গীচকার। ন কালেন কৃতো বিশেষো পরিণামো যস্যেত্যপ্রাকৃতত্বাৎ তথাপি তৎকালকৃতেতি নরলীলত্বাদিত্যুভয়স্যৈব বাস্তবত্বং তস্যাচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধমিতি সার্ব্বত্রিক এব সিদ্ধান্তঃ ॥ ৪ ॥

তন্মাধুর্য্যং বর্ণয়তি মন্দমিত্যাদিভিঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ, নবোদিত সুধাংশু যেরূপ সকল দিকে কিরণজাল বিস্তার করেন, সেইরূপ সকল আশা সফল করিতে লাগিলেন। পুষ্টিদেবী যেন প্রত্যহ তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণের জনক জননী, পুত্রকে কখনও কণ্ঠে এবং কখনও বা বক্ষঃস্থলে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদিচ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কালকৃত কোনও বিশেষ নিয়ম নাই, তথাপি তৎকালে তাঁহার যেন কালকৃত কোনও বিশেষ নিয়ম আসিয়া উপস্থিত হইল। এই হেতু তিনি জানুদ্বয় দিয়া বারম্বার গমন (হামাগুড়ি) করিবার চাতুরী স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

কখনও তিনি অত্যন্ত কোমল করকমল এবং জানু দিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। কখনও কাঞ্চীর কলধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ সবিস্ময়ে আপনার

কিঞ্চ—করাভ্যাং জানুভ্যাং লঘুলঘুচলন্রত্নঘটিত-
প্রঘাণে তৎপ্রান্তাবরণমণিদণ্ডেষু বসতাং।
প্রতিচ্ছায়াং বীনামরুণমৃদুলৈরঙ্গুলিদলৈঃ
কৃতারম্ভো ধর্ত্তুং ব্রজপুরপুরন্ধ্রীঃ সুখয়তি ॥ ৬ ॥
কদাচিদপি চিদপিহিতেব স বালমূর্ত্তিরমূর্ত্তিরতিরমণীয়ঃ।
পূর্ণজ্ঞানঘনো জ্ঞানমবধারয়িতুং কৌতুকেন ॥ ৭ ॥
ক্ব বক্ত্রং ক্ব শ্রোত্রং ক্ব তব দৃগিতি স্নিগ্ধমুদিতঃ

রত্নঘটিতে প্রঘানে অলিন্দে বীনাং কপোতাদিপক্ষিণাং প্রতিচ্ছায়াং প্রতিবিম্বং অঙ্গুলি-দলৈর্দক্ষিণকরসম্বন্ধিভিঃ বামকরস্য ভূম্যবষ্টব্ধত্বাদিত্যর্থঃ। বীনাং কীদৃশানাং। তস্য প্রঘাণস্য প্রান্তাবরণে উপরিতনে যে মণিদণ্ডা ভিত্তিপটলয়োস্তির্য্যগবষ্টব্ধাস্তেষু বসতাং ॥ ৬ ॥

অপিহিতা চিদিব আবৃতং চৈতন্যমিব জীবধর্ম্মানুকরণাৎ অমূর্ত্তিঃ অতিসুকুমার ইত্যর্থঃ। মূর্ত্তিঃ কাঠিন্যকায়য়োরিত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

তানি বক্ত্রাদীন্যঙ্গানি প্রত্যেকপ্রশ্নানন্তরং অঙ্গুলিকিসলয়েন স্পৃষ্ট্বা অধিগময়ন্

যখন কম্বুকণ্ঠ ফিরাইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি ঐরূপ আচরণে জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন ॥ ৫ ॥

অপিচ, কখনও তিনি করদ্বয় এবং জানুদ্বয় দ্বারা মৃদু মৃদু গমন করিয়া রত্ননির্ম্মিত বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ঐ বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে প্রান্তসীমার আবরণ মণিদণ্ডে যে সকল পক্ষী বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তিনি, অরুণবর্ণ এবং কোমল দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিদল দ্বারা তাহাদের প্রতিবিম্ব ধরিতে আরম্ভ করিয়া ব্রজপুর-বাসিনী পতিপুত্রবতী রমণীদিগকে সুখিত করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

কখনও তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, জীবধর্ম্ম অনুকরণ করাতে চৈতন্যশক্তি আবৃত হইয়া রহিয়াছে। তিনি বালকমূর্ত্তিধারী হইয়াও 'অমূর্ত্তি' অর্থাৎ অত্যন্ত কোমল এবং অত্যন্ত রমণীয়। তিনি পরিপূর্ণ অথচ নিবিড় জ্ঞান স্বরূপ। এইরূপে কৌতুকবশতঃ জ্ঞান অবধারণ করিবার নিমিত্ত ব্রজবাসিনী নারীদিগকে এইরূপে সুখিত করিলেন ॥ ৭ ॥

ব্রজনারী যখন সস্নেহে প্রশ্ন করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার মুখ

পুরন্ধ্রীভিস্তান্যঙ্গুলিকিসলয়েনাধিগময়ন্।
ক্ব দন্তা ইত্যুক্তঃ করকমলমাধায় বদনে
স্মিতেনৈবোৎপন্না মম ন ত ইতি ব্যক্তমবদৎ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ—কা তে প্রসূর্জনয়িতা তব কো বদেতি
পৃষ্টঃ কয়াচিদনতিস্মিতপেশলাস্যঃ।
তাং তঞ্চ কোমলকরাম্বুজপল্লবেন
সন্দর্শয়ন্ প্রণয়িনাং মুদমাততান ॥ ৯ ॥

অথ তদৈব বক্তুং ক্ষমো নবেতি নবেঽতিকৌতুকে বাৎসল্যরস-সংধাত্র্যা ধাত্র্যা চ ॥ ১০ ॥

জ্ঞাপয়ন্ ॥ ৮ ॥

কয়াচিদিত্যুপনন্দপত্ন্যেতি জ্ঞেয়ং। অনতিস্মিতেন মন্দস্মিতেন পেশলং সুন্দরমাস্যং যস্য সঃ। তাং প্রসূং যশোদাং তং জনয়িতারং নন্দঞ্চ প্রত্যেকপ্রশ্নানন্তরমিতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ং ॥৯॥

নবে নবীনেঽতিকৌতুকে ॥ ১০ ॥

কোথায়? তোমার কর্ণ কোথায়? তোমার চক্ষু কোথায়? তখন তিনি আপনার অঙ্গুলিরূপপল্লব দ্বারা মুখ, কর্ণ ও চক্ষু স্পর্শ করিয়া প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর জানাইলেন। যখন পুনর্ব্বার ব্রজনারীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার দন্ত সকল কোথায়?' তখন তিনি আপনার মুখে করপদ্ম অর্পণ করিয়া মৃদুমধুরহাস্যদ্বারাই যেন সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করিলেন, আমার এখনও দন্ত সকল উৎপন্ন হয় নাই ॥ ৮ ॥

অপিচ, উপনন্দের পত্নী যখন প্রশ্ন করিলেন, তোমার কে জননী? এবং তোমার কে পিতা? ইহা তুমি বল। তখন তিনি মৃদুমধুর হাস্য করিয়া সুন্দরমুখে, কোমল করকমলের পল্লবদ্বারা জননী যশোদা এবং পিতা নন্দকে দেখাইয়া দিয়া কৌতুকি লোকদিগের হর্ষ বিস্তার করিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর ধাত্রী সেই সময়েই 'এই বালক কথা কহিতে পারে কি না' ইহা জানিবার নিমিত্ত সেই নবীন কৌতূহল বিষয়ে বাৎসল্যরস সমর্পণ

নামানয়োঃ কিময়ি তাত বদেতি পৃষ্টো
মন্দস্ফুটাক্ষরমলক্ষ্য বচাঃ স চারু।
মাতেতি তাত ইতি নামযুগাদিবর্ণৌ
মাতেতি মাত্রমতিমাত্রমলং জগাদ ॥ ১১ ॥

কদাচিদপি—
জানুভ্যাং করযুগ্মকেন চ চলন্‌ রত্নপ্রঘাণোদরে
স্বচ্ছায়ামবলোক্য চারুচকিতস্তাং পাণিনা লুম্পতি।
ভূয়স্তামপি তাদৃশীং প্রতিভিয়া সঙ্কোচমেবাচরন্‌
মাতুঃ ক্রোড়তলং নিবৃত্য চলনাৎ সা শঙ্কমারোহতি ॥ ১২ ॥

মাতা ইতি বক্তব্যে মা ইতি তাত ইতি বক্তব্যে তা ইতি মাত্রং জগাদ তত্রাপি অতিমাত্রং যথান্যাত্তথা মাত্রা সংস্কৃতাদি নিয়মস্তমতিক্রম্যেত্যর্থঃ। তেন তাত ইত্যত্রাদিবর্ণে তা ইতি বক্তব্যে অপভ্রংশভাষয়া বা ইতি জগাদেত্যর্থঃ। প্রশ্নস্যাপভ্রংশরূপত্বাৎ ॥ ১১ ॥

তাং স্বচ্ছায়াং কীদৃশীং অলুপ্তাকারাং তাং প্রতি অতএব ভিয়া ভীত্যা সঙ্কুচিতাকারঃ সন্‌ চলনাজ্জানুচংক্রমণান্নিবৃত্য ॥ ১২ ॥

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! তোমার পিতা মাতা এই দুই-জনের কি নাম তাহা বল?। তখন তাঁহার মুখ হইতে মৃদু অথচ স্পষ্ট অক্ষর বহির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ 'মাতা এবং তাত অর্থাৎ পিতা' এই দুইটী নামের আদি-বর্ণ, অর্থাৎ মাতার মা, এবং তাতের তা, একত্র করিয়া, সংস্কৃত নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বারম্বার 'মা-তা' এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

কখনও তিনি জানুযুগল এবং বাহুদ্বয় দিয়া রত্নময় প্রকোষ্ঠের মধ্যে গমন করিলেন। তথায় আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভীত হইয়া হস্ত দ্বারা মনোহর ভাবে সেই প্রতিবিম্ব লোপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, কিছুতেই তিনি তাহা লোপ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি পুনর্ব্বার তাহা দেখিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত (জড়সড়) হইয়া চলিয়া গিয়া জানুদ্বারা গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া সভায় জননীর ক্রোড়-দেশে আরোহণ করিলেন ॥ ১২ ॥

অথ কিয়তাকালেন মণিময়ভিত্তিমবষ্টভ্য মনাগুত্থিত এব প্রথম পাদবিহার এব নিপতন্তমিবাত্মানং মন্যমানো নিজপ্রতিবিম্বমেব করকমলদলেনৈকেন দধানো নিরবলম্বন এব যদা স্খলতি তদা বিম্লানবদনো মাতৃবদনমীক্ষমাণঃ ক্ষণং রুদন্নেব মাত্রা চ করকমল-দলাভ্যামভিমৃশ্য স্বাঙ্গুলিদলং গ্রাহয়িত্বা লঘুলঘুসঞ্চার্য্যমাণঃ পূর্ব্ব-রোদনমলিনমাননচন্দ্রং স্মিতসুধয়া ধাবয়ন্ মাতৃমোদমাতনুতে স্ম ॥ ১৩ ॥

তত ইতস্ততস্ততশ্চরণবিহারো হারোল্লসিতবক্ষসোঽস্য যদা সমঘটত। তদা তদালোকনকুতুকিনো ব্রজরাজস্য সমক্ষমেব

ধাবয়ন্ ক্ষালয়ন্ ॥ ১৩ ॥

ততস্তদনন্তরং ইতস্ততশ্চরণবিহারঃ কীদৃশঃ। ততো বিস্তৃতঃ জনন্যা যশোদায়া ধাত্রী

পরে কিছুকাল গত হইলে, মণিময়ভিত্তি ধরিয়া, অল্পমাত্র উঠিয়াই প্রথম পদক্ষেপেই বোধ করিলেন যে আমি পড়িয়া যাইব। এই রূপ বোধ করিয়া করকমলের একটীমাত্র অঙ্গুলিদলদ্বারা আপনার প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া অবলম্বন শূন্য হইয়া যে সময়ে পড়িয়া যান, সেই সময়ে তিনি মলিনবদনে জননীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকাল রোদন করিতে থাকেন। জননীও আপনার অঙ্গুলিদলদ্বারা পুত্রের করকমলদল গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে রোদন করিয়া যে মুখচন্দ্র মলিন হইয়াছিল, সেই মুখ-শশী স্মিতরূপ সুধাদ্বারা ক্ষালিত করিয়া জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া-ছিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে হার শোভা পাইতে ছিল। সেই অবস্থায় যখন তাঁহার অতিবিস্তৃত চরণবিহার সম্পন্ন হইল, তখন তাহা দেখিবেন বলিয়া ব্রজরাজ কৌতুকে নিমগ্ন হয়েন। মুখরা নাম্নী ধাত্রী, নন্দ এবং যশোদার সম্মুখে কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দিয়া-

জমন্যা ধাত্রীকৌতুকেন তমুপদিশতি স্ম ॥ ১৪ ॥

বৎস ! স্থালীমানয় পীঠমানয় ঘটীমপ্যানয়েতি ক্রমা-
দযস্যৈবানয়নক্ষমো ভবতি তৎ স্মিত্বৈব কিঞ্চিদ্ভরাং।
পাণিভ্যামবগৃহ্য চারু জঠরে সংযোজয়ন্ মন্থরং
বিশ্রম্যানয়তে ন যত্র পটুতা স্পৃষ্ট্বৈব তন্মুঞ্চতি ॥ ১৫ ॥

তদা ব্রজরাজ সমক্ষমুপনন্দসন্নন্দপত্ন্যৌ তদবলোকনমনসৌ লোকনমনসৌভাগ্যচণচরণস্তমঙ্কমারোপ্য বৎস মুঞ্চ মুঞ্চ ত্বমীশ্বর পুত্র ঈশ্বরোঽসি কিমনেন তেঽনুচিতেন পরিশ্রমেণেতি ধাত্রীং

শ্রীমুখরা নাম্নী ॥ ১৪ ॥

বিশ্রম্য মধ্যবর্ত্মনি ক্ষণং ভূমৌ স্থাপয়িত্বা পুনরুত্থাপ্য আনয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

লোকানাং ভক্তজনানাং শ্রীনারদাদীনাং নমনেন যৎসৌভাগ্যং তেন প্রথিতৌ চরণৌ

ছিলেন ॥ ১৪ ॥

হে বৎস ! তুমি স্থালী (হাঁড়ী) আনয়ন কর, তুমি পীঠ (পিঁড়ি) আনয়ন কর এবং ঘটীও আনয়ন কর, এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে যে বস্তু আনয়ন করিতে সক্ষম হইতেন, মৃদু মৃদু হাঁসিয়াই এবং দুই হস্ত দিয়া অল্পমাত্র সেই বস্তু ধারণ করিয়া, সুন্দর উদরের উপরে রাখিয়া, পথের মধ্যে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে তুলিয়া ধীরে ধীরে আনয়ন করিতেন। কিন্তু যে বস্তু আনিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, সেই বস্তু স্পর্শ করিয়াই পরিত্যাগ করিতেন ॥ ১৫ ॥

সেই সময়ে ব্রজরাজ নন্দের সম্মুখে উপনন্দ এবং সন্নন্দের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। দেখিলেন নারদপ্রভৃতি ভক্ত-বৃন্দের নমস্কারে শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের সৌভাগ্য বিখ্যাত হইয়াছে। তখন তাঁহারা দুইজনে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া বলিতে লাগিলেন। বৎস ! তুমি ইহা ফেলিয়া দাও, ফেলিয়া দাও, তুমি রাজার পুত্র, রাজা হইতেছ। অতএব তোমার এরূপ অনুচিত পরিশ্রমে কি প্রয়োজন ?

গঞ্জয়ন্ত্যৌ তদুত্তারয়তঃ ॥ ১৬ ॥

এবং কদাচিদপি—

ভো বৎস কৃষ্ণ নবনীতমিদং প্রদাস্যে
নৃত্যেতি কৌতুকবশেন কয়াচিদুক্তঃ।
নৃত্যন্ স্বতানমভিনীতকরং স্বপাদ-
বিন্যাস চারুজননীমুদমাতনোতি ॥

কদাচিদপি—

ভো বৎস বক্ষসি বিরাজতি কিন্তবৈতৎ
পাঞ্চালিকেব কনকস্য সুচারুচিহ্নং।
কিন্তে বধূরিতি রসেন কয়াচিদুক্তো

যস্য তং তেন বিভুশ্চুক্ষুপ্ চণপাবিতি চণপ্। ঈশ্বরস্য রাজ্ঞঃ পুত্রোঽসি ॥ ১৬ ॥

পাঞ্চালিকা পুঁতলীতি খ্যাতা পাঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাদিত্যমরঃ। শ্রীকৃষ্ণেন উত্তরে ন দত্তে পুনস্তয়োক্তঃ তে তব কিং ইয়ং বধূর্ভার্য্যা গৌরবর্ণত্বাৎ প্রিয়তমত্বেন বক্ষসি কৃতত্বাচ্চ যুক্তৈশ্চতৎ সম্ভবেদেব যল্লজ্জয়ৈব নাম নোচ্চারয়সীতি ভাবঃ। ধুন্বন্ শির ইতি শিরো ধূননং

এই কথা বলিয়া উভয়েই ধাত্রীকে তিরস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে তাহা ফেলিয়া দিলেন ॥ ১৬ ॥

এই প্রকারে কখনও বা কোনও রমণী কৌতুকাক্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! কৃষ্ণ! তুমি যদি নৃত্য কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এই নবনীত দান করিব। তিনি সেই কথা শুনিয়া স্বতান পূর্ব্বক হস্তের অভিনয় দেখাইয়া এবং সুন্দররূপে মনোহর চরণবিন্যাস করিয়া নৃত্যপ্রকাশপূর্ব্বক জননীর আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥

কখনও বা, হে বৎস! সুবর্ণের পুত্তলিকা তুল্য, তোমার বক্ষঃ-স্থলে এই যে সুন্দর চিহ্ন বিরাজ করিতেছে, ইহা কি? ইহা কি তোমার বধূ? এইরূপে কোনও নারী সহর্ষে তাঁহাকে বলিতে লাগিল। তিনিও মস্তককম্পনচ্ছলে আপনার সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক হাস্য করত

ধুন্বন্ শিরো হসতি হাসয়তে চ সর্ব্বান্॥ ১৭ ॥
কদাচিদপি—
মাত্রা সংপরিধাপিতাং সকুতুকং শ্রদ্ধালুনা চেতসা
পীতাং চারুকটীতটীসমুচিতাং শ্লক্ষ্ণাতিসূক্ষ্মাং ধটীং।
সানভ্যাসবশাদুপদ্রবকরীত্যাক্রন্দদীনাননঃ
পাণিভ্যামপসারয়ন্নতিতরাং মাতুর্মুদেহবর্ত্তত॥ ১৮ ॥
কদাচিদপি—
রহসি পুরপুরন্ধ্রীমণ্ডলে মণ্ডনেন
ব্রজপতিদয়িতায়াঃ কুর্ব্বতি প্রীতিভূষাং।
চপলমতি হঠেনাকৃষ্য সর্ব্বং তদস্যা-

সম্মতিদ্যোতকং॥ ১৭ ॥

সা ধটী॥ ১৮ ॥

রহসি পুরুষাদ্যগোচরে বিবিক্তে মণ্ডনেন বালপাশ্যাদিনা প্রীতিভূষাং প্রীতিময়ীং ভূষাং কুর্ব্বতি সতি তৎসর্ব্বং বালপাশ্যাদিকং আকৃষ্য অস্যাং স্বমাতরি শ্রীযশোদায়াং অনিয়তপদং

সকলকে হাসাইতে লাগিলেন॥ ১৭ ॥

কখনও বা তাঁহার জননী, কৌতুকসহকারে, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তদীয় সুন্দর কটিতটের সমুচিত মনোহর এবং অতিসূক্ষ্ম পীতবাস পরাইয়াদিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে পীতবাস পরিধান করা তাঁহার অভ্যস্ত ছিল না। এই হেতু তাহাকে উৎপাত জনক বোধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং ম্লানমুখে হস্ত দিয়া তাহাকে খুলিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে পীতবাস নিক্ষেপ করাও তদীয় জননীর অত্যন্ত আনন্দবর্দ্ধক হইয়াছিল॥ ১৮ ॥

কোনও সময়ে ব্রজপুরের পতিপুত্রবতী সাধ্বী নারীগণ, নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কেশবন্ধনাদি অলঙ্কারদ্বারা ব্রজরাজেশ্বরী যশোদার প্রীতিপূর্ণ অলঙ্কার পরাইতেছিল। এমন সময়ে চপলমতি শ্রীকৃষ্ণ, হঠাৎ

মনিয়তপদমেব প্রাপয়ামাস ভূষাং ॥ ১৯ ॥

অথ ভগবদ্বাল্যলীলাবলোকেন লোকেঽনবন্দ্য দেবককন্যাতোঽপি ধন্যাতোঽপি ধর্ম্মময়ী সুকৃতশতাবরোহিণী রোহিণীয়ং কিয়ৎকালং গর্ভে ধৃতবতী স খলু ভগবদগ্রজনিতয়া জনিতয়া সতত বর্ত্তমানর্ত্ত-মানমহিমতয়া সুপ্রসিদ্ধঃ সিদ্ধমুনিচারণাদিবন্দিতোঽদ্বিতীয়োঽপি দ্বিতীয়ত্বেন ভগবৎসহচরো যদা সমজনি ॥ ২০ ॥

তদা স্ফটিকমণিনেব মহামারকতঃ। চন্দ্রমসেব জলদাঙ্কুরঃ।

অযথাস্থানং যথাস্যাত্তথা ভূষাং প্রাপয়ামাস স্বহস্তেনৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অথ শ্রীবলদেবসাহিত্যেন তন্মাধুর্য্যং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে। অথেতি। লোকানাং ইনৈঃ পতিভির্ব্রহ্মাদিভির্বন্দ্যা। ইনঃ সূর্য্যে প্রভাবিত্যমরঃ। দেবককন্যা দেবকী যা ততোঽপি ধন্যা। ভগবতোঽগ্রে জনিরাবির্ভাবো যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া সততমেব বর্ত্তমানঃ ঋতঃ সত্য এব মানমহিমা আদরগৌরবং যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া জনিতয়া প্রকটিতয়া সুষ্ঠু প্রসিদ্ধঃ ॥২০

তদেতি স্ফটিকমণিমরকতাভ্যাং স্বচ্ছত্বমুক্তং তত্র প্রাপ্তস্ফটিকমণেঃ স্ববর্ণতিরোধানং

সেই সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া, অপনার জননীর অযথাস্থানে, আপনার দুই হস্ত দিয়া অলঙ্কার পরাইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর মাধুর্য্য বর্ণিত হইতেছে। অনন্তর ভগবানের বাল্যলীলা অবলোকন করিবেন বলিয়া লোকপূজ্য ব্রহ্মাদিদেবগণ, দেবকতনয়া দেবকীর পূজা করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু রোহিণী, সেই দেবকী অপেক্ষাও ধন্য। এই কারণে রোহিণী ধর্ম্মময়ী এবং শতশত সুকৃতরাশি, এই রোহিণীর দেহে বিরাজমান। এই রোহিণীদেবী, কিছু কাল যাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, ভগবানের পূর্ব্বে উৎপন্ন হওয়াতে তাঁহার যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান সত্য আদর গৌরব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাদ্বারা নিশ্চয়ই তিনি সুবিখ্যাত। সিদ্ধপুরুষ, মুনি এবং চারণ (নট) প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে বন্দনা করিয়া থাকে। এই বলরাম অদ্বিতীয় হইলেও যখন তিনি ভগবানের দ্বিতীয় সহচর রূপে উৎপন্ন হইলেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, স্ফটিকমণিদ্বারা মহামরকত-

পুণ্ডরীকেণেব নীলোৎপলং। হংসেনেব যমুনাতরঙ্গঃ। জ্যোৎস্না শকলেনেব তিমিরকরম্বো বিড়ম্বিত নরবাললীলঃ খেলালোলঃ স ব্যরোচত ॥ ২১ ॥

তত্র চ—শুদ্ধস্ফাটিকনীলরত্নমহসৌ খেলালসেনালসৌ
রেজাতে যদি জঙ্গমাবিব নিধী তৌ শঙ্খনীলৌ তদা।
অন্যোন্য দ্যুতিভির্বিভিন্নবপুষোরন্যোন্যভেদাক্ষমা
রামে কৃষ্ণমতির্বভূব জননী কৃষ্ণে চ রামভ্রমা ॥ ২২ ॥

কিঞ্চ—দৃপ্তানামপি শৃঙ্গিণামভিমুখং নিঃশঙ্কমাধাবতি

দ্বয়োঃ কাঠিন্যঞ্চ বারয়িতুমন্যথোপমীয়তে। চন্দ্রেতি। দ্বয়োঃ স্নিগ্ধত্বং। মিথঃ সৌন্দর্য্য পোষশ্চ। পুণ্ডরীকেতি সৌরভ্যসৌকুমার্য্যে। হংসেতি সুখময়চেষ্টাবত্ত্বং। জ্যোৎস্নেতি ছবিমাত্রময়ত্বং। কড়ম্বোঽঙ্কুরঃ বিড়ম্বিতা তিরস্কৃতা নরবাললীলা যেন সঃ এবং চেষ্টিতুং তে পুনঃ কে বরাকা ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

খেলানাং রসেন অনুপ্রাসার্থং রলয়োরেকত্র স্মরণং। অন্যোন্য দ্যুতিভিরিতি দ্বয়োরাভিরূপ্য নায়ো গুণস্যোদ্গমঃ কদাচিৎকোঽয়ং জ্ঞেয়ঃ সার্ব্বদিকত্বেনাতিসারস্যাভাবাৎ ॥ ২২ ॥

শৃঙ্গিণাং বৃষাদীনাং আধাবতীত্যাদিকং সপ্তম্যন্তশত্রন্তং ভ্রাতৃদ্বয়ে নির্ভয়ে এবমেবস্তূতে

মণির ন্যায়, চন্দ্রমাদ্বারা মেঘাঙ্কুরের ন্যায়, শ্বেত পদ্মদ্বারা নীলোৎপলের ন্যায়, হংসদ্বারা যমুনা তরঙ্গের ন্যায়, জ্যোৎস্নাখণ্ডদ্বারা তিমিরাঙ্কুরের ন্যায়, নরবালকের লীলাকেও তিরস্কার করিয়া, খেলায় চঞ্চল হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

তন্মধ্যে বলরামের দেহপ্রভা নির্ম্মল স্ফটিকমণির তুল্য এবং শ্রীকৃষ্ণের শরীর শোভা নীলকান্তমণির তুল্য। এই দুইজন যখন ক্রীড়ারসে অলস হইয়া জঙ্গম শঙ্খ এবং নীলনামক নিধির তুল্য বিরাজ করেন, তখন পরস্পরের দেহপ্রভায় পরস্পরের দেহ মিশ্রিত হইলে, জননী যশোদার পরস্পরের ভেদজ্ঞান না থাকাতে, বলরামের উপর কৃষ্ণবুদ্ধি এবং শ্রীকৃষ্ণের উপর বলরাম ভ্রম হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

অপিচ, রামকৃষ্ণ দুই ভ্রাতা বাল্যকালে অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত

ব্যালান্ ধিৎসতি পাবকস্য চ শিখামাক্রান্তুমাকাঙ্ক্ষতি।
বাল্যেনাতিশয়েন লব্ধকুতুকে ভ্রাতৃদ্বয়ে নির্ভয়ে
তন্মাত্রোরনুতাপভীতি-করুণা-শঙ্কাঙ্কিতাসীন্মতিঃ ॥ ২৩॥
অথ শুদ্ধসত্ত্ব-বসুদেবেন বসুদেবেন প্রহিতঃ প্রহিতঃ সর্ব্বযদূনাং
দূনাংহোরংহাঃ স্বতনয়স্য নামকরণায় নামকরণায়ত পাটবঃ ॥ ২৪ ॥
যজ্ঞবিতান ইব মন্ত্রাত্মা কপিলাবতার ইব অধীততত্ত্বগ্রামঃ।

সতীত্যর্থঃ। অনুতাপেত্যাদি স্বশব্দবাচ্যত্বং রসদোষ ইতি নাশঙ্কনীয়ং। যদুক্তং কাব্যপ্রকাশে। ন দোষঃ স্বপদেনোক্তাবপি সঞ্চারিণঃ ক্বচিৎ। যথা ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরেত্যাদীতি ॥ ২৩ ॥

শুদ্ধসত্ত্বমেব বসু ধনং তন্ময়েন দেবেন দ্যোতমানেন তেন দীব্যতেতি বা অনেন বসুদেবশব্দার্থ এব ব্যঞ্জিতঃ। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতমিতি চতুর্থস্কন্ধোক্তনিরুক্তেঃ। প্রহিতঃ প্রেষিতঃ কৃতঃ প্রকৃষ্টং হিতং যস্মাৎ সঃ। দূনং ক্ষীণং অংহসাং পাপানাং রংহো বেগো যত্র যস্মাদ্বা স ইত্যাভ্যাং কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন যদূনামিত্যেতস্য উভাভ্যামেবান্বয়াৎ তস্য যদুকুলপুরোহিতত্বসূচকং তেষামৈহিকপারত্রিকহিতাচরণমুক্তং। নাম প্রাকাশ্যে করণানাং ইন্দ্রিয়াণাং ত্রৈকালিক-সার্ব্বত্রিক-বিষয়বস্তুনি আয়তং দীর্ঘং পাটবং তদুচিতকর্ম্মঠতা যস্য সঃ। এতেন উপনিষৎ জ্যোতিষাগমকর্ম্মতন্ত্রাদ্যভিজ্ঞত্বেন নামকরণে সামর্থ্যমুক্তং ॥ ২৪ ॥

সূচিতমর্থং স্পষ্টয়তি। বিতানো বিস্তারঃ। মন্ত্রা এব আত্মা যস্য তান্ বিনা তস্য

হইয়া নির্ভয়ে মদদর্পিত শৃঙ্গধারি বৃষদিগেরও সম্মুখে ধাবমান হইতেন, হিংস্রক জন্তুদিগকেও ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেন এবং অগ্নির শিখা ধরিতেও বাসনা করিতেন। ইহা দেখিয়া যশোদা এবং রোহিণীর চিত্ত অনুতাপ, ভয়, করুণা এবং আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইল ॥ ২৩॥

অনন্তর শুদ্ধসত্ত্বরূপ বসুর (ধনের) দেব বসুদেব, আপনার পুত্রের নাম করণের নিমিত্ত গর্গ নামক একজন পুরোহিতকে প্রেরণ করেন। ইনি সকলের হিতকারী এবং ইহাঁ হইতেই যদুবংশীয় লোকগণের পাপপ্রভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ত্রিকালস্থিত সমস্ত বৈষয়িকপদার্থে ইহাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের দীর্ঘপটুতা সুস্পষ্ট বিখ্যাত আছে ॥ ২৪ ॥

যজ্ঞের বিস্তার যেরূপ মন্ত্রাত্মক, সেইরূপ গর্গের বুদ্ধিও মন্ত্রণা

স্বরসমূহ ইব শ্রুতিসম্পন্নঃ। অম্ভোধিরিব ন দীনঃ ॥ ২৫ ॥

বিরোচন ইব তমোপহঃ। পরমমহাতপঃ প্রকাশবহুলশ্চ কুলধরঃ ॥ ২৬ ॥

কুলধরণীধর ইব প্রাবৃড়ম্ভোধর ইব মহাসারঃ ॥ ২৭ ॥

ব্যর্থত্বাৎ। পক্ষে মন্ত্রে মন্ত্রণায়াং আত্মা বুদ্ধির্যত্নো বা যস্য সঃ। আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিরিত্যমরঃ। অধীনেতি স্পষ্টং। পক্ষে অধিগত ইনস্য সূর্য্যস্য প্রাধান্যাৎ সর্ব্বগ্রহোপলক্ষকস্য তত্ত্বগ্রামঃ সঞ্চারাভিচারাদি যাথার্থ্যং যেন সঃ। শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ পক্ষে বেদাশ্চত্বারঃ। নদীনাং ইনঃ প্রভুঃ পক্ষে ন দীনো ন দরিদ্রঃ ॥ ২৫ ॥

বিরোচনঃ সূর্য্যঃ। তমোঽন্ধকারোঽজ্ঞানঞ্চ। পরমোমহান্ আতপঃ কিরণসমূহো যস্য সঃ তথা প্রকাশেন বহুলশ্চ। গর্গপক্ষে পরমমহতাং তপসাং প্রকাশে বহুলঃ। কুলধরঃ স্বনাম্না বংশপ্রবর্ত্তক ইতি কেবলং গর্গস্যৈব বিশেষণং। কুলধরপদস্য যমকানুরোধাদুপমা মণ্ডলমধ্যপাতিত্বমদোষঃ ॥ ২৬ ॥

কুলধরণীধরো মের্ব্বাদিপর্ব্বতঃ স ইব মহাসারঃ মহাস্থিরঃ মহাশ্রেষ্ঠস্চ অম্ভোধরপক্ষে মহান্

কার্য্যে একান্ত পটু। কপিলমুনির অবতারে যেরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাঁহার অধীন ছিল, সেইরূপ গর্গমুনিও 'অধীন তত্ত্বগ্রাম' অর্থাৎ সূর্য্য বা সমস্ত গ্রহগণের সঞ্চার এবং অতিচারাদির তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। নিষাদ, ঋষভ এবং গান্ধারাদি স্বরূপ যেরূপ 'শ্রুতিসম্পন্ন' অর্থাৎ দ্বাবিংশতি স্বরভেদসংযুক্ত, সেইরূপ গর্গমুনিও চারি বেদে সুনিপুণ ছিলেন। সমুদ্র যেরূপ নদীগণের ইন—অধিপতি, সেইরূপ মহর্ষি গর্গও 'ন দীন' অর্থাৎ দীন (দরিদ্র) নহেন ॥ ২৫ ॥

সূর্য্য যেরূপ (তম) অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন, যেরূপ পরম মহৎ আতপ বা কিরণজাল আছে, সূর্য্য যেরূপ 'প্রকাশবহুল' অর্থাৎ বহুস্থানে প্রকাশিত, সেইরূপ গর্গমুনিও অজ্ঞাননাশী এবং পরম মহৎ তপস্যার প্রকাশে বিখ্যাত এবং গর্গমুনি আপনার নামে বংশ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

সুমেরু প্রভৃতি কুলপর্ব্বত যেরূপ 'মহাসার' অর্থাৎ মহাস্থির এবং

পরমাত্মা পরমাত্মা যদুকুলাচার্য্যো মুনির্গর্গো নাম যদৃচ্ছয়া প্রাগূঢ়-গূঢ়ভাবঃ সন্ ব্রজরাজভবনমাজগাম ॥ ২৮ ॥

তমথ সমাসাদ্য স মাসাদ্যমান মানমভিবাদ্য পাদ্যাদিভিরভিপূজ্য চ হৃদি নিভৃতে নিভৃতে হর্ষসম্পদা পদাবনেজনীরপ উপস্পৃশ্য সবিনয়মূচে ব্রজাধিনাথঃ ॥ ২৯ ॥

আসারো ধারাসম্পাতো যত্র সঃ। গর্গপক্ষে মহং উৎসবং প্রতি আসরতীতি স তথা ॥ ২৭ ॥

পরেষাং মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তির্যস্মাৎ এবম্ভূত আত্মা যত্নো গমনাদিব্যাপারো যস্য সঃ। অতএব পরমঃ শ্রেষ্ঠ আত্মা স্বভাবো যস্য সঃ। প্রাক্ প্রথমং উঢ়গূঢ়ভাবঃ ধৃতগূঢ়াভিপ্রায়ঃ। শ্রীব্রজরাজেনাপি ময়া প্রার্থিতং মৎপুত্রস্য নামকরণং সংস্কারং ন করিষ্যতীত্যেবমেব প্রথমং জ্ঞাতত্বাৎ। তদনন্তরন্তু তং সংমত্যা তেনাজ্ঞাতাভিপ্রায় এবাভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তং গর্গং সমাসাদ্য সমীপমাগত্য স ব্রজরাজাধিনাথঃ। মাভিঃ শোভাভিঃ সাদ্যমানঃ প্রাপ্যমানঃ মানঃ সম্মাননং যত্র তদ্যথাস্যাদেবং অভিবাদ্য প্রণম্য নিভৃতে বিবিক্তে দেশে উচে হৃদি কীদৃশে হর্ষসম্পদা নিতরাং ভৃতে পুষ্টে সতি ॥ ২৯ ॥

বর্ষাকালের জলধর যেরূপ 'মহাসার' অর্থাৎ বহুল পরিমাণে ধারা বর্ষণ করে সেইরূপ গর্গমুনিও 'মহাসার' অর্থাৎ উৎসবের প্রতি আগমন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

গর্গমুনির আগমনে অপরেরও ঐশ্বর্য্য ঘটিয়া থাকে। এই কারণে তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছিল। যদুকুলাচার্য্য গর্গমুনি, প্রথমে আপনার অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ব্রজরাজের ভবনে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ তাঁহার নিকটে গমন করিয়া বহুল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শিত সম্মানের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিলেন। তৎকালে নন্দের অন্তঃকরণ আনন্দের ঐশ্বর্য্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে, তিনি নির্জ্জনপ্রদেশে তদীয় পাদপ্রক্ষালন জলস্পর্শ করিয়া সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

মুনে কিমু ন মুনয়ো নয়োদ্ধুরকরুণা ভবাদৃশা দৃশা পুনন্তি জগদদো গদদোষবহুলং। তদপি ভাগ্যবতামতিমতিসুখদং ভবচ্চরণজলাচমনং তদপি মম ঘটিতমিত্যহো মে অগাধেয়ং ভাগধেয় সম্পত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

পাদরেণুমাত্রণুনাপি ভুবনং পুনানানাং নানাংহোরংহংসঃ সতত শুভবতাং ভবতাং ভবতাং শুভাগমন ভাগমনবরতমাশাসানানামাশা সা নানা নাদ্যাপি কেষামপি বিশ্রাম্যতি। তদনায়াসেনৈব সম্পন্নমিত্যহো অদ্যৈব মে ফলিতোঽফলিতো ভাগধেয়বিটপী ॥ ৩১ ॥

ভবাদৃশা মুনয়ঃ দৃশা দৃষ্ট্যা এব জগৎ কিমু ন পুনন্তি অপি তু পুনন্ত্যেব গদো জন্মমরণাদি লক্ষণো ব্যাধিস্তদ্দোষবহুলং। অহো আশ্চর্য্যং মে ভাগ্যসম্পত্তিঃ ইয়ং অগাধা ॥ ৩০ ॥

নানাংহসাং বিবিধপাপানাং রংহসো বেগাৎ শুভবতাং মঙ্গলযুক্তানাং যুষ্মাকং শুভাগমনমেব ভাগঃ সর্ব্বপ্রাপ্যত্বেন দায়াংশঃ তং আশাসানানাং বাঞ্ছতাং সা নানা বিবিধা ঐহিকসুখ ভগবৎপ্রীতি তদ্ভজনাদ্যভিলাষলক্ষণা আশা ন বিশ্রাম্যতি মম তু তদ্বাঞ্ছিতং সম্পন্নং জাতং। নাসীৎ ফলিতা ফলবত্ত্বং যস্য সঃ অদ্যৈব ফলিতঃ ॥ ৩১ ॥

হে মুনিবর! ভবাদৃশ মুনিগণ সদাচারে সমধিক করুণা প্রকটিত করিয়া থাকেন। অতএব আপনারা কি জন্মমরণাদিরূপ ব্যাধি দোষে পরিপূর্ণ এই জগৎ পবিত্র করেন না? স্বীকার করিতে হইবে, অবশ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন। ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের সেই চরণ প্রক্ষালন বারিও সৌভাগ্যশালি ব্যক্তিগণের বুদ্ধির অতীত সুখ দান করিয়া থাকে। আমার ভাগ্যে সেই জলস্পর্শও ঘটিয়াছে। অতএব আহা! আমার এই ভাগ্যসম্পত্তির ইয়ত্তা করিয়া স্থির করা যায় না ॥ ৩০ ॥

ভবাদৃশ শুভলক্ষণযুক্ত মহোদয়গণ, অণুমাত্র পাদরেণুদ্বারাও বিবিধ পাপপ্রবাহ হইতে বিশ্বমণ্ডল পবিত্র করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি ভবাদৃশ মহোদয়গণের শুভাগমনের অংশ পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে তাহাদিগের সেই আশা নানাপ্রকার। অদ্যাপি কাহারও সেই আশা নিবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু সেই বাঞ্ছিত বিষয় আমার অনা-

মৎকৃতার্থীকরণমাত্র কামস্যাকামস্যাত্র ভবতো ভবতোদকস্য প্রয়োজনবার্ত্তাং বার্ত্তাঙ্গস্য কিং পৃচ্ছামঃ ॥ ৩২ ॥

কিন্তু সাধ্বসং সাধ্বসং তোষকরণমিদানীমিতি মিতিরহিতো নানোৎকণ্ঠা গৌরবেণ সমুন্নমনা ন মনাগপি বিলম্বং সহমানেন

ভবতোদকস্য সংসারনাশকস্য ভবতঃ অত্রাগমনস্য প্রয়োজনবার্ত্তাং কিং পৃচ্ছামঃ বার্ত্তাঙ্গস্য নিরাময়বিগ্রহস্য বার্ত্তো নিরাময়ঃ কল্য ইত্যমরঃ ॥ ৩২ ॥

কিন্তু ইদানীং সাধ্বসং বিবক্ষিতেঽর্থে মম ভয়ং সাধু সুষ্ঠু অসন্তোষকরং ইতি অতএব হেতোঃ ভবান্ ময়া প্রার্থ্যতে। কীদৃশঃ মিতিরহিতঃ অপ্রমেয় ইত্যর্থঃ নন্থ সময়ান্তরে তৎ-প্রার্থ্যতাং ইদানীমেব কোঽয়মাগ্রহস্তত্রাহ। নানোৎকণ্ঠায়া গৌরবেণ অতিভারেণ হেতুনা মনাগপি বিলম্বং ন সহমানেন সোঢ়ুমশক্নুবতেত্যর্থঃ। নন্বেবঞ্চেৎ ত্বৎপ্রার্থিতসম্পাদনেন মমাপ্যভিপ্রেতস্ততো ধনাদিলাভো ভবিষ্যতীত্যতঃ প্রার্থনে কা চিন্তা নাম তত্রাহ। ভবান্ ন লোভবান্ ন লোভী তত্র হেতুঃ। মানেন সর্ব্বলোককৃতেন সম্মানেন সহ সমুজ্জ্বলন্ তব সম্মানোঽপি মহাপ্রদীপ্ত ইত্যর্থঃ। লোভী তু অতিতিরস্কৃত এবেতি ভাবঃ। তর্হি প্রার্থনে

য়াসেই সম্পন্ন হইয়াছে। আহা! আজি আমার সেই ভাগ্যতরু সফল হইল ॥ ৩১ ॥

আপনি নিষ্কাম, আপনি নিরাময় শরীরধারী এবং ভবদুঃখ দূর করিয়া থাকেন। কেবল আপনি আমাকে কৃতার্থ করিবেন বলিয়াই ইচ্ছা করিয়াছেন। অতএব আপনার এই স্থানে আসিবার প্রয়োজন সংবাদ আর কি জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৩২ ॥

কিন্তু এক্ষণে যে কথা আমি বলিতে মনন করিয়াছি, সেই বিষয়ে আমার ভয় সম্পূর্ণরূপে আপনার অসন্তোষজনক হইবে। এই হেতু আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। কারণ, আপনি অপ্রমেয়। নানাপ্রকার উৎকণ্ঠার অতিশয় ভরে আমি ক্ষণমাত্রও সহ্য করিতে পারি না। সেই কারণে এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি লোভীও নন, কারণ, সর্ব্বলোক সমাদৃত সম্মানের সহিত আপনি প্রদীপ্ত। এই হেতু আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে চিন্তাকুল হইতেছি, আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত কোমল এবং আর্দ্র, এই হেতু ভবদীয় সন্নিধানে

সমুজ্জ্বলন্নলোভবান্ ভবাম্ময়া প্রার্থ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্ প্রিয়সখস্যানকদুন্দুভে র্দুন্দুভেরিব প্রসিদ্ধঘোষস্য মম চাপত্যং নাম নামকরণেন চেদনুগৃহ্লাসি তদানুগৃহীতো গৃহী তোষবানহং ভবানীতি নীতিবিৎসু কিং বহুনা ॥ ৩৪ ॥

সচ মুনিরবাদীদবাদী ॥ ৩৫ ॥

দক্ষিণাশয় ব্রজনাথ নাথতি যদিদং ভবান্ দম্ভবান্ন ভবতি ভবতি সদা বিনীত এব নীত এব বশতা মনেনৈব বিনয়েন সর্ব্বঃ ॥৩৬

কিমিতি নিঃশঙ্কোঽসি তত্রাহ সমুন্নমনাঃ সম্যগার্দ্রচিত্তঃ তব কৃপালুস্বভাবমালক্ষ্য তত্র সঙ্কোচো মম ন জায়ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রসিদ্ধো ঘোষো বাদনসম্বন্ধীয় মহাযশঃ সম্বন্ধী চ শব্দো যস্য তস্য মম চ প্রসিদ্ধঘোষস্য অপত্যং রামং কৃষ্ণঞ্চেত্যর্থঃ। তদা অনুগৃহীতস্ত্বয়া অনুকম্পিতঃ গৃহী গৃহস্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অবাদীৎ উবাচ অবাদী অনুকূলঃ ॥ ৩৫ ॥

যদিদং ভবান্ নাথতি যাচতে তেন ভবান্ দম্ভবান্ ন ভবতি কিন্তু সদা বিনীত এব অনেনৈব মুনে কিমু ন মুনয় ইত্যাদি বচনপরিপাটীদ্যোত্যেন বিনয়েন সর্ব্ব এব বশতাং নীতো ভবতি কিং পুনরহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা করিতে আমার ভয়সঞ্চারও হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্! দুন্দুভিবাদ্যের বাদনসম্বন্ধীয় শব্দ যেরূপ প্রসিদ্ধ,প্রিয়সুহৃৎ আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) কীর্ত্তি সম্বন্ধীয় শব্দও সেইমত সুপ্রসিদ্ধ, সেই বসুদেবের এবং গোপ বলিয়া প্রসিদ্ধ আমার অপত্য রাম এবং কৃষ্ণকে যদি আপনি প্রকাশ্যে নামকরণ করিয়া অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমি অনুগৃহীত, গৃহী এবং সন্তুষ্ট চিত্ত হইতে পারি। যাঁহারা নীতিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকটে একথা আর অধিক বলিয়া কি হইবে ॥৩৪ ॥

সেই গর্গমুনিও অনুকূল হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে অনুকূলচিত্ত ব্রজরাজ! আপনি যে ইহা প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাতে আপনার দম্ভ প্রকাশ পায় নাই, বরং আপনি সর্ব্বদা বিনীত হইতেছেন। এইরূপ বিনয়ে আপনি সকলকেই বশীভূত করিয়াছেন॥৩৬

নহি তুহিনকরো ন করোতি কুমুদমুদমিতি মমৈতত্তব-সমীহিত হিতসম্পাদনং যুক্তমেব ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু কংসনৃশংসো নৃশং সোঽতি ন সহতে সহ তেন ন কোঽপি পরিস্পন্ধী ॥ ৩৮ ॥

স্বয়ং খলতা ফলমপি বিষলতা ফলবৎ স খলু সকলমেব জগমুদ্বেজয়তি। জয়তি চ সুরানপি নপিহিতং ভবতি কুত্রাপি তত্তেজঃ ॥ ৩৯ ॥

মম পুনর্দূরস্থত্বেঽপি সদা ত্বয়ি প্রীতিত্বদ্বিনয়াদি নিরপেক্ষা সাহজিক্যেবেত্যাহ। নহি তুহিনেতি ॥ ৩৭ ॥

কংসনামা নৃশংসঃ ক্রূরঃ নৃশং নুর্মনুষ্যস্য শং কল্যাণং সঃ প্রসিদ্ধোঽতি অতীব ন সহতে কিঞ্চ। তেন সহ কোঽপি ন পরিস্পন্ধী ॥ ৩৮ ॥

খলতায়াঃ খলত্বস্য ফলং দুঃখমেব তদ্রূপঃ অপি নিরন্তর স্বমৃত্যুভাবনাবিপদগ্রস্তোঽপীত্যর্থঃ শ্লেষেণ আকাশলতা ফলভূতোঽপি অদ্য শ্বো বা মরিষ্যমানত্বাদবিদ্যমান প্রায়ত্বেন জ্ঞাতোঽপীত্যর্থঃ। ন পিহিতং নাচ্ছাদিতং কুত্রাপি ইন্দ্রপুরাদাবপি কিং পুনরত্র তদীয় দেশ এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

দেখুন, হিমকর চন্দ্র কি কুমুদকুসুমের প্রমোদ বৃদ্ধি করে না? অতএব আপনার হিতকর অভীষ্টপূরণ করা আমারও সর্ব্বথা উচিত॥৩৭

কিন্তু ব্রজরাজ! সেই কংস নৃশংস বলিয়া প্রসিদ্ধ। সে একেবারেই মানবগণের মঙ্গল সহ্য করিতে পারে না। জগতে তাহার সহিত সমকক্ষও কেহ বিদ্যমান নাই ॥ ৩৮ ॥

সেই কংস স্বয়ং খলতার, অথচ আকাশলতার ফলস্বরূপ হইলেও বিষলতার ফলতুল্য, নিশ্চয়ই সকল লোককে উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে। সেই কংস, অমরদিগকেও জয় করিয়া থাকে। তাহার তেজ যখন ইন্দ্রাদি দেবগণের পুরেও অপ্রতিহত ভাবে গমন করিয়া থাকে, তখন আপনার এই দেশ যে অবাধে অপ্রতিহত থাকিবে, তাহা অসংশয়িত রূপে স্বীকার্য্য ॥ ৩৯ ॥

বিশেষতশ্চ বসুদেবসুতঃ ক্বচন বর্ত্তত ইতি জপন্নগপন্নগবন্নিশ্বসন্ সাবধানমেব বরীবর্ত্তি ॥ ৪০ ॥

বেত্তি মাং যদুকুলাচার্য্যং চার্য্যং চেত যদিদঞ্চেৎ কার্য্যমীহে-হমী হে ব্রজরাজ রাজপুরুষা গূঢ়বেশেন সর্ব্বত শ্চরন্তস্তদৈব তস্মৈ নিবেদয়িষ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

দয়িষ্যন্তে ন চ তে ভোজাপসদাঃ। কংসনামানো নামানোকহ-কোটরকুহরদহনবজ্জ্বলন্তোহলন্তো দয়িষ্যন্তি তে ন দুষ্করমেতৎ॥৪২

নগপন্নগবৎ পর্ব্বতবর্ত্তিসর্পবৎ ॥ ৪০ ॥

চেদ্যদি ইদং কার্য্যং ত্বৎপুত্রনামকরণাদি আর্য্যং শ্রেষ্ঠং চকারস্য বেত্তি পদস্যান্তেঽন্বয়ঃ। যদ্বাচার্য্যং আচরণীয়ং কর্ত্তুং যোগ্যমিতি যাবৎ ঈহে চেষ্টে করোতীত্যর্থঃ। তদা অমী রাজ-পুরুষা হে ব্রজরাজ ॥ ৪১ ॥

নহু নিবেদয়ন্তাং নাম তথাপি তন্মণ্ডলাধ্যক্ষ মুখ্যো ময়ি সদা সানুকম্প এবাসাবন্নভৃতঃ সত্যং তথাপ্যসৌ ভেতব্য এবেত্যাহ। দয়িষ্যন্ত ইতি বহুবচনং প্রায়স্তৎ সনাম সবাসনানাং

বিশেষত সেই দুরাত্মা কংস, 'বসুদেবের পুত্র কোথায় আছে, ইহা জপ করিয়া, পর্ব্বতবাসী সর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া সত্যই সাবধানে অবস্থান করিতেছে ॥ ৪০ ॥

কংস আমাকে যদুকুলের আচার্য্য বলিয়া জানে। আমি যদি আপনার পুত্রের নামকরণরূপ শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদন করি, তাহা হইলে হে ব্রজরাজ ! এই যে সকল রাজপুরুষগণ ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা তখনই তাহাকে বলিয়া দিবে ॥ ৪১ ॥

ভোজবংশীয় সেই সকল পামরগণ, কখনই দয়া করিবে না। কস্ ধাতুর অর্থ হিংসা। যে হিংসা করে, তাহার নাম কংস। কংসের সমান যাহারা হিংস্রক এবং যাহাদের মনোবৃত্তিও তত্তুল্য, তাহারা নিশ্চয়ই বৃক্ষের কোটর মধ্যস্থিত অনলের ন্যায় অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করিবে। অতএব এই কার্য্য করা নিতান্ত কঠিন ॥ ৪২ ॥

তন্নিশম্য শম্যপি ঘোষাধীশো ধীশোকং গতঃ পুনরপি নিজগাদ ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মন্ যুক্তমুক্তং জীবন্মুক্তং জীবন্ কো দ্বেষ্টি। তথাপি অষড়ক্ষীণমিদমক্ষীণমিদপর ইহ বহিরঙ্গঃ কোঽপি জনো ন বেৎস্যতি ॥ ৪৪ ॥

তদ্ভ্রাত্রাদীনামন্যেষামপি গ্রহণার্থং কংসনামানঃ কংস্তে হিনস্তীতি কংস ইত্যেবং স্বস্বনাম যোগার্থং নৈব ত্যক্ষ্যন্তীতি ভাবঃ। অনোকহো বৃক্ষঃ। তাদৃশাঽনলদৃষ্টান্তোঽত্যন্তানিবার্য্যত্বেন ॥ ৪২ ॥

শম্যপি পরমধৃতিমানপি ধীশোকং ধিয়ৈব শোকং অতিগাম্ভীর্য্যেণ বহি স্তল্লক্ষণানভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

জীবন্মুক্তং ভবন্তং তেন ভবদ্দ্বেষেণ ময্যপি দ্বেষো ন ভবিষ্যতি ফলতস্তস্যেতি ভাবঃ। তথাপি শঙ্কাস্পদমদিমিতি চেৎ হে অক্ষীণমিৎ অক্ষীণস্নেহ। ঞি মিদা স্নেহনে ক্বিবন্তঃ। ত্বয়া ময়ি স্নেহঃ কিং ত্যক্তুং শক্য ইতি ভাবঃ। ইহ মদন্তঃপুরে পরমবিবিক্তে ইদং কর্ম্ম অপরো ন বেৎস্যতি। কথম্ভূতং অষড়ক্ষীণং ন বিদ্যন্তে ষট্ অক্ষীণি যত্র তৎ। স্বান্তরঙ্গপরিবারসহিতোঽহমেক এব জ্ঞেয় স্বঞ্চ ইত্যেবং দ্বাভ্যাং কৃতমিত্যর্থঃ। অষড়ক্ষাশিতঙ্গ্বলং কর্ম্মালং পুরুষাধ্যুত্তরপদাৎ খ ইতি খঃ ॥ ৪৪ ॥

গোপরাজনন্দ, অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল হইলেও, তৎকালে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনে মনে শোকাকুল হওত পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

হে ভগবন্! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। আপনি জীবন্মুক্ত। সুতরাং সজীব কোন্ ব্যক্তি আপনার প্রতি দ্বেষ করিতে পারে? হে প্রবলস্নেহযুক্ত! তথাপি আমার এই নির্জ্জন অন্তঃপুরে যদি এই নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে বাহিরে কোনও মূঢ় ব্যক্তি, ইহা জানিতে পারিবে না। কারণ, ইহাতে চারিটী ভিন্ন ছয়টী চক্ষু নাই। আমার অন্তরঙ্গ সমুদয় পরিবারবর্গের সহিত আমি একজন এবং আপনাকে লইয়া দুইজন, দুইজনে কার্য্য করিলে কেহ জানিতে পারিবে না ॥ ৪৪ ॥

মূর্ত্তিমতা পরমমঙ্গলেন ভবতা ভবতাপহারকেণ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণঃ কিমুচ্চাবচমঙ্গলকার্য্যোপযোগিনাতোদ্যাদিনাঽতোঽনাদ্যাদিনা কেবলেনৈব স্বস্তিবাচনেন ভবতৈব সম্পাদনীয়মিদমিতি। তদ্বচনানন্তরং স্বয়মাবৃতমপ্যান্তরং রসং বিকাশয়ন্তীব কাচগর্গরীগর্গরীতিরাসীন্মুখপ্রসাদেন। ততস্তু মাতৃভ্যামুপনীতয়োস্তয়োর্বালকয়োঃ প্রথমং ব্রজেশ্বরীক্রোড়গতং শ্রীকৃষ্ণমবলোক্য স মুনির্মনসি পরামমর্শ ॥ ৪৫ ॥

অহো কিমেতৎ—

হন্তায়ং কিমনাদি মোহতমসঃ সদ্রত্নদীপাঙ্কুরঃ

আতোদ্যাদিনা বাদ্যাদিনা অতোহেতোঃ অদ্যাদিনা অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে ইত্যাদি সঙ্কল্পবাক্যেন। যদ্বা অদ্য অত্র দিনে আদিনা কর্ম্ম প্রথমগতেন স্বস্তিবাচনেন গর্গরীতিঃ গর্গস্য চেষ্টিত পরিপাটী কাচস্য গর্গরীব কাচেন নির্ম্মিতেত্যর্থঃ। রসং তৈলাদি প্রেমরসঞ্চ ॥ ৪৫ ॥

হন্তেতি বিস্ময়ে। রত্নেতি অন্যদীপোহি তৈলাদ্যুপচয়াভাবেন বাতাদিবিঘ্নেন চ

আপনি মূর্ত্তিমান্ পরমমঙ্গলস্বরূপ, আপনি ভবতাপ দূর করিয়া থাকেন আপনি যদি এই কার্য্য সমাধা করেন, তাহা হইলে মহাসমারোহপূর্ব্বক মঙ্গল কার্য্যের উপযোগি বাদ্যাদি কার্য্যে কি প্রয়োজন? অতএব আপনি কেবল, অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে ইত্যাদি সঙ্কল্পবাক্য এবং স্বস্তিবাচন করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিবেন। নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া গর্গের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাচনির্ম্মিত গর্গরী (কলস) যেরূপ মধ্যস্থিত তৈলাদি রস উদ্দীপিত করিয়া থাকে, সেইরূপ গর্গের তাৎকালিক চেষ্টাদ্বারা, (পূর্ব্বে যাহা স্বয়ং আন্তরিক প্রেমরস আবৃত ছিল) সেই আন্তরিক প্রেমরস যেন উথলিয়া উঠিল। অনন্তর জননী যশোদা এবং রোহিণী, সেই দুইটী বালককে তথায় উপস্থিত করিলেন, দুইটী শিশুর মধ্যে প্রথমে ব্রজেশ্বরীর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া মহর্ষি গর্গ, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

আহা! ইহা কি দেখিলাম! আহা! কি আশ্চর্য্য! ইনি কি অনাদি

কিং স্বীশপ্রতিপাদকোপনিষদাং প্রামাণ্যমাপ্তং বপুঃ।
কিং নঃ সৌভগকল্পভূরুহবনস্যাদ্যঃ প্রসূনোদয়ঃ
সান্দ্রানন্দসুধাম্বুধেঃ কিমথবা সা কাপি জন্মস্থলী ॥ ৪৬ ॥
কিঞ্চ—যং ব্রহ্মেতি বদন্তি কেচন জগৎকর্ত্তেতি কেচিৎ পরে-
স্ত্বাত্মেতি প্রতিপাদয়ন্তি ভগবানিত্যেব কেঽপ্যুত্তমাঃ।

নির্বিশেষ জ্ঞানযোগ ইব কালে নশ্যত্যপীতি ভাবঃ। অত্রাপি সদিতি অবতারান্তর বৈলক্ষ্যণ্যার্থমুক্তং। অত্র প্রামাণ্যাপেক্ষাচেদত আহ। ঈশস্য সবিশেষস্য ষড়ৈশ্বর্য্যবতো ভগবত ইত্যর্থঃ। প্রামাণ্যমেব কর্ত্তৃ বপুঃ শরীরং প্রাপ্তং প্রাপ। প্রত্যক্ষীভূতমভূদিত্যর্থঃ। নতু নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদকানামুপনিষদাং প্রামাণ্যমিব কেবলমপ্রত্যক্ষমিতি ভাবঃ। নন্বেতদদ্ভুতভাগ্যং কথং সমভবৎ তত্র স্বয়মেব বিতর্কয়ন্নাহ। নোঽস্মাকং এতেনৈবানুমিতং যৎ সৌভগং তদেব কল্পভূরুহবনং তস্য আদ্যঃ মূলভূতঃ। তস্য প্রার্থিত বিবিধান্য ফলদায়িত্বেঽপি স্বজাত্যৈব জনিষ্যমাণায় কস্মৈচিৎ অতিমুখ্যায় ফলায় যঃ প্রসূনোদয়ঃ স এব। অস্মাকং সর্ব্বেষাং অদ্ভুতপ্রেমফলকারণমেব মূর্ত্তিধারীত্যর্থঃ। যদ্বা প্রসূনোদয়ঃ ফলোদয় এব প্রসূনং পুষ্পফলয়োরিত্যমরঃ। অথ তদেব তাদৃশপ্রেমফলোপলব্ধিহেতুকং রসাস্বাদভরমনুভূয়াহ-সান্দ্রেতি সা প্রসিদ্ধা পূর্ব্বং শাস্ত্রমহাজন প্রসিদ্ধ্যা শ্রুতৈব নত্বনুভূতেতি ভাবঃ। কাপি অনির্ব্বচনীয়া ইদানীং তু অনুভূয়মান মাত্রত্বেন বক্তুমশক্যেত্যর্থঃ। জন্মস্থলীতি তেন মহাবৈকুণ্ঠনাথাদাবপি তরতমভাবেন স্থিতানামানন্দানামেতদানন্দ এব মূলং কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥
ব্রহ্মেতি জ্ঞানাভ্যাসিনঃ। জগৎকর্ত্তেতি অণিমাদ্যখিলৈশ্বর্য্যপরাস্তার্কিকাঃ। আত্মেতি

অজ্ঞানতিমিরের উৎকৃষ্ট দীপাঙ্কুর ? ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রতিপাদক সমস্ত উপনিষদের প্রামাণ্য কি শরীর ধারণ করিয়া এইরূপে অবস্থান করিতেছেন ? ইনি কি আমাদের সৌভাগ্য রূপ কল্পতরু কাননের মূলীভূত পুষ্পপ্রকাশ ? অথবা তিনি কি নিবিড় আনন্দরূপ সুধাসিন্ধুর কোনও এক অনির্বাচ্য জন্মভূমি ? ॥ ৪৬ ॥

অপর, জ্ঞানাভ্যাসিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম, অনিমাদি অখিল ঐশ্বর্য্যপর তার্কিকেরা যাঁহাকে জগৎকার্ত্তা, যোগাভ্যাসরত ব্যক্তি সকল যাঁহাকে আত্মা এবং একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ কতিপয় সাধুপুরুষ যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, আর দেশ ও কাল হইতে যাঁহার পরাক্রমের

নো দেশান্ন চ কালতো বত পরিচ্ছেদোঽস্তি যস্যৌজসো
দেবঃ সোঽয়মবাপ নন্দদয়িতোৎসঙ্গে পরিচ্ছিন্নতাং ॥ ৪৭ ॥

অহো অতিভূমিরিয়ং বিস্ময়স্য যদয়ং মাতুরঙ্কগত এব মে---।

কর্পূরবর্ত্তিরিব লোচনমঙ্গকানি
পঙ্কো যথা মৃগমদস্য কৃতানুলেপঃ।
ঘ্রাণং ধিনোত্যগুরুধূপ ইবায়মুচ্চৈ-
রানন্দকন্দ ইব চেতসি চ প্রবিষ্টঃ ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চ—ধৈর্য্যং ধুনোতি বত কম্পয়তে শরীরং
রোমাঞ্চয়ত্যতিবিলোপয়তে মতিঞ্চ।
হন্তাস্য নামকরণায় সমাগতোঽহ-

যোগাভ্যাসবন্তঃ। ভগবানিতি ভক্ত্যেকনিষ্ঠাঃ উত্তমা ইতি এষামেব শ্রৈষ্ঠ্যং কেঽপীতি বৈরল্যঞ্চ তেন স্বারস্যমপি অত্রৈব ধ্বনিতং ॥ ৪৭ ॥

প্রবিষ্ট ইতি ধিনোতীত্যনয়োঃ সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

মম নাম প্রসিদ্ধিঃ গর্গো নাম ঋষির্মহাধীরোঽতিগম্ভীরোঽচপলো নির্বিকারঃ পরমমতিমানিত্যাদিকা সর্ব্বলোকঘোষিতাখ্যাতিরিত্যর্থঃ। তত্র ধৈর্য্যং ধুনোতীত্যৌৎসুক্যচাপল্যে কম্পয়ত ইতি প্রীতিরত্যাখ্যঃ স্থায়ী রোমাঞ্চয়তীতি তদঙ্গভূতো বিস্ময়ঃ মতিং বিলোপয়ত

পরিচ্ছেদ নাই,কি আশ্চর্য্য ! সেই এই দেব নন্দপত্নী যশোদার ক্রোড়ে পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ? ॥ ৪৭ ॥

হায় ! ইহা বিস্ময়ের পরাকাষ্ঠা ! যে হেতু ইনি জননীর ক্রোড়ে থাকিয়াই, আনন্দপ্রবাহের ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, কর্পূরবর্ত্তির (বাতির) ন্যায় আমার নয়ন চরিতার্থ করিতেছেন, গাঢ় কস্তূরিকার অনুলেপনের ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল করিতেছেন এবং অগুরুচন্দনের ধূপের ন্যায় আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সন্তুষ্ট করিতেছেন ॥ ৪৮ ॥

অপিচ, হায় ! ইনি আমার ধৈর্য্যলোপ করিতেছেন, শরীর কম্পান্বিত এবং রোমাঞ্চিত করিতেছেন এবং আমার বুদ্ধিভ্রংশও করিতেছেন। হায় ! আমি এই বালকের নাম করণ করিতে উপস্থিত হইয়া-

মালোপিতং পুনরনেন মমৈব নাম ॥ ৪৯ ॥

তদধুনা কিমীহিষ্যে—

পাদৌ দধামি যদিমাং বদিতা জনোঽয়-

মুন্মত্তমেব বত বক্ষসি চেৎ করোমি।

তচ্চাতিচাপলমহো ন করোমি বা চে-

দৌৎকণ্ঠ্যমেব হি লবিষ্যতি ধৈর্য্যবন্ধং ॥ ৫০ ॥

ভবতু তথাপি ॥

জন্মাদ্য সাধুসফলং সফলে চ নেত্রে

বিদ্যা তপঃ কুলমহো সফলং সমস্তং।

আচার্য্যতা ভগবতী হি যদোঃ কুলস্য

মামদ্য হন্ত নিতরামকরোৎ কৃতার্থং ॥ ৫১ ॥

ইত্যুন্মাদঃ ॥ ৪৯ ॥

তদপি পাদৌ দধামীত্যাদি পরামর্শগর্ভা ধৃতিরপি রসপরিপাটীভঙ্গাভাবায় লীলাশক্ত্যৈব তস্মিন্ সমর্পিতেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৫০ ॥

হন্তেত্যনুকম্পায়াং ॥ ৫১ ॥

ছিলাম, শেষে পুনরায় এই বালকই আমার নামলোপ করিল! ॥ ৪৯ ॥

অতএব এক্ষণে আমি কি করিব? যদি আমি ইহাঁর চরণযুগল ধারণ করি, তাহা হইলে এই সকল লোক বলিবেন যে, এই গর্গমুনি উন্মত্ত হইয়াছে। হায়! যদি আমি ইহাঁকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করি, তাহা হইলেও আমার অত্যন্ত চপলতা প্রকাশ পায়। হায়! যদি আমি কিছুই না করি, তাহা হইলেও, নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠা আসিয়া আমার ধৈর্য্যবন্ধন ছেদন করিবে ॥ ৫০ ॥

আচ্ছা, তথাপি এইরূপ হউক। আহা! অদ্য আমার জন্ম, উত্তমরূপে সফল হইল, নেত্রযুগলও সার্থক হইল, আমার বিদ্যা, তপস্যা এবং কুল, এই সমস্তই সফল হইল। ইহা অত্যন্ত অনুকম্পার বিষয়! যে হেতু ভগবতী যদুকুলের গুরুপদবী অদ্য আমাকে নিরতিশয় কৃতার্থ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

ইতি স্নাত ইবানন্দসিন্ধৌ পীতবানিব পীযূষং জাগ্রদেব নিদ্রাণ-ইব জ্ঞানবানেব মুহ্যন্নিব জীবন্নেব মূর্চ্ছন্নিব পশ্যন্নপি অন্ধ ইব শৃণ্বন্নপি বিধির ইব বদন্নপি মূক ইব বদ্ধধৈর্য্যোঽপি চপল ইব যদি ক্ষণ মেবমাসীৎ ॥ ৫২ ॥

তদা সমীপমম্বাভ্যামুপনীতয়োস্তয়োঃ কুমারয়োরয়োন্নীত-স্বস্তিবাচনোঽয়ং নামকরণায়োদ্যতোদ্যতোরখিলমশুভং শুভংয্বো-রনয়োরনয়োপশমনায় নানার্থনিরুক্ত্যা নামচিকীর্ষুরুবাচ ॥ ৫৩ ॥

তথাপি প্রাপ্ততাদৃশধৃতাবপি গর্গে তস্মিন্ প্রেমা স্বকার্য্যং ত্যক্তুমশক্নুবন্নিবোদগাদেবে-ত্যাহ। স্নাত ইবেতি দৈহিকসুখস্য বহিঃপ্রকাশাধিক্যং পীতবানিতি মানসসুখস্য অন্তরে-বেতি। ততশ্চ জাগ্রদিত্যাদিকং পূর্ব্বপূর্ব্বং ধৃতিলক্ষণং নিদ্রাণ ইত্যাদিকং উত্তরোত্তরং প্রেমলক্ষণমিতি ॥ ৫২ ॥

অয়েন শুভাবহবিধিনা উন্নীতং স্বস্তিবাচনং যেন সঃ। দ্যতোঃ খণ্ডতয়োঃ শুভংয্বোঃ কল্যাণবতোঃ অহংশুভয়োর্যুস্। অনয়স্য উপশমায় নামার্থনিরুক্ত্যেতি। তাং বিনা ঈশ্বরাণাং নাম কস্মান্মনুষ্যসুতেঽর্প্যতে ইত্যনয়োঃ লোকদৃষ্ট্যা স্যাৎ তথৈব বক্ষ্যমাণেন কশ্চষণাদিভিরিত্যাদিনা পরমাংশিত্বরূপতাৎপর্য্যার্থবিবৃতিং বিনা তত্ত্বদৃষ্ট্যাপি অনয়ঃ স্যাদিতি ॥ ৫৩ ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া গর্গমুনি, যখন ক্ষণকালের জন্য যেন আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিলেন যেন অমৃতপান করিলেন, জাগ্রত থাকিয়াও যেন নিদ্রিত হইলেন, জ্ঞানবান্ হইয়াও যেন মোহান্বিত হইলেন, জীবন সত্ত্বেও যেন তাঁহার মূর্চ্ছা হইল, দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না, শুনিয়াও শুনিতে পাইলেন না, বাক্‌শক্তি সত্ত্বেও যেন মূক হইলেন, এবং ধৈর্য্যবন্ধন থাকিতেও যেন তাঁহার চাপল্য ঘটিল, তৎকালে যশোদা এবং রোহিণী এই দুইজন জননী, সেই দুই পুত্রকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিলেন। ঐ দুইটী বালক, নিখিল অমঙ্গল খণ্ডন করিতে পারেন, অথচ উভয়েই মঙ্গলযুক্ত। উভয় শিশুর নাম করণে উদ্যত হইয়া,গর্গমুনি মাঙ্গলিক বিধানে স্বস্তিবাচন করিলেন। অবশেষে অমঙ্গল নাশের নিমিত্ত, নামের অর্থ নির্ব্বাচনপুরঃসর, নাম করণে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

অয়ং বসুদেবসুতো দেবসুতোত্তমবলো বলোচ্ছ্রয়াৎ বলো বলেন দেবনমস্যেতি বলদেবেতি বলদেবেতি হাসোচিতঞ্চ নাম॥৫৪

মহাপুরুষত্বেন পাপসঙ্কর্ষণে সঙ্কর্ষণেতি চ সমুচিতমভিধানং। সর্ব্বাভিরামতয়া রামতয়া চৈষ গমিষ্যতি প্রসিদ্ধিং। বলেন রমত ইতি বলরামশ্চ ॥ ৫৫ ॥

দেবসুতস্যেব উত্তমং বলং পরাক্রমো যস্য সঃ। অস্যেতি এতৎ সম্বন্ধি দেবনং মল্লযুদ্ধাদি-ক্রীড়নং বলেনৈব প্রতিভটনিষ্ঠেন ভবতি নান্যথেত্যর্থঃ। বলেন দীব্যতীত্যস্যুক্তিরগ্রে ব্যাখ্যাস্যমানেন বলেন রমত ইত্যনৈকার্থ্যাৎ। বলদেবেতিহাসোচিতঞ্চেতি এতৎ প্রিয়-নর্ম্মসখৈঃ কদাচিদিমং ক্রীড়াকৌতুকযুদ্ধে পরাজিত্য বিরুদ্ধলক্ষণয়া হে দেব ত্বং বল বলং প্রকা-শয়েতি লোড়ন্ত-বলতি-প্রয়োগেণ করিষ্যমাণো যো হাস স্তদুচিতঞ্চ বলদেবেতি নাম ইত্যর্থ-দ্বয়ং ॥ ৫৪ ॥

মহাপুরুষত্বেন সিদ্ধপুরুষত্বেনেতি প্রকটোঽর্থঃ। মহৎ স্রষ্ট্রাদিপুরুষেভ্যোঽপি মহত্ত্বেনেতি বাস্তবঃ। পাপানাং সম্যক্ কর্ষণে নিমিত্তে ॥ ৫৫ ॥

এই বসুদেবপুত্রের বল বা পরাক্রম দেবপুত্রের তুল্য। এই কারণে বলের আধিক্য থাকাতে এই পুত্রের নাম বল। এই বালকের মল্লযুদ্ধে বলপূর্ব্বক 'দেবন' অর্থাৎ ক্রীড়া হওয়াতে ইহার আর একটী নাম বলদেব। ইহাঁর পরিহাস প্রিয় বন্ধুগণ, কখনও ক্রীড়াকৌতুকযুদ্ধে ইহাঁকে পরাস্ত কয়িয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন, হে দেব! তুমি বল অর্থাৎ বলপ্রকাশ কর, এই কারণে হাস্যরসের সমুচিত অন্য নাম বলদেব ॥ ৫৪ ॥

ইনি মহাপুরুষ বলিয়া, ইনি সিদ্ধপুরুষ বলিয়া এবং সৃষ্টিকারক পুরুষগণ অপেক্ষাও মহৎ বলিয়া, ইনি সম্যক্‌রূপ পাপ আকর্ষণ করিতে পারেন। এই কারণে এই বালকের 'সঙ্কর্ষণ' এই নামটীও উপযুক্ত। সকলের অভিরাম বা সুন্দর বলিয়া এই বালক জগতে 'রাম' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। বলপূর্ব্বক শোভা পাইয়া থাকেন, কিংবা বলপূর্ব্বক ক্রীড়া করেন বলিয়া এই শিশুর আর একটী নাম বলরাম থাকিল ॥৫৫॥

অয়ন্তু তবাত্মজো ভগবদ্ভক্তিযোগ ইব চাতুর্ব্বর্ণ্যোপযুক্তঃ। স্বভাবত ইন্দ্রনীলনীলতয়া সিদ্ধোঽপি প্রতিযুগমংশতঃ করুণাচ্ছবিগ্রহং বিগ্রহং দধদনেকবর্ণতাং প্রকটয়তি ॥ ৫৬ ॥

ধর্ম্মাবিকৃতে কৃতে শুক্লঃ। সবর্ণস্ত্রেতায়াস্ত্রেতায়ামপি। দ্বাপ-

---

চাতুর্ব্বর্ণ্যে চতুর্ষু বর্ণেষু ব্রাহ্মণাদিষু উপযুক্তঃ কর্ত্তুং যোগ্যঃ। স্বার্থে ষ্যঞ্। পক্ষে চত্বারো-বর্ণাঃ শুক্লাদয়ঃ যস্য তস্য ভাবশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং তত্রোপযুক্তঃ। তদেব বিবৃণোতি স্বভাবত ইত্যাদিনা বিগ্রহং দেহং কীদৃশং করুণায়াশ্ছবিং কান্তিং গৃহ্নাতীতি তং পূর্ণকৃপায়াস্তু তত্তদংশিনি শ্রীকৃষ্ণ এব সম্যক্ সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

ধর্ম্মাণাং তপঃশৌচাদীনাং অবিকৃতং বিকারাভাবো যত্র তস্মিন্ পরিপূর্ণধর্ম্মময়ে সত্যাখ্যে যুগে ইত্যর্থঃ। ত্রেতায়া অগ্নিত্রয়স্য তুল্যবর্ণোরক্ত ইত্যর্থঃ। দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয় অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতেত্যমরঃ। অদ্বাপরেণ অসন্দেহেন অস্মিন্ দ্বাপরযুগে তস্য শ্যামস্য অস্মিন্ কৃষ্ণ এব ঐক্যমাপ্তত্বাদয়মেব স ইত্যেবমভিন্নতা লক্ষণেন। সন্দেহদ্বাপরৌ চেত্যমরঃ। কলৌ কলহে মূর্ত্তিযুক্ত ইব পীত ইতি এতদব্যবহিতে আগামিনি-কলাবেবেতি জ্ঞেয়ং নতু সর্ব্বত্র। প্রতি সত্যাদি শুক্লাদীনামিব প্রতিকলিযুগং কথ্যতে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলাবিত্যনেন ভাগবতামৃতে কৃষ্ণস্যৈব যুগাবতারত্বেন নিরূপিতত্বাৎ। তথৈবাত্রাপি পঞ্চদশস্তবকে কলৌ কৃষ্ণ ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অত্র পীত ইত্যুক্তিঃ শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত-

---

অপিচ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে যেরূপ ভগবদ্ভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমার এই কনিষ্ঠপুত্রের শুক্লরক্তাদি চারিটী বর্ণ আছে। তোমার এই পুত্রের দেহপ্রভা, যদিচ ইন্দ্রকান্তমণির তুল্য নীলবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি এই পুত্র, প্রত্যেকযুগে অংশানুসারে করুণার ছবিযুক্ত শরীর ধারণ করিয়া নানাবিধ বর্ণ প্রকটিত করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

তন্মধ্যে যে যুগে তপস্যা শৌচপ্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের বিকার ছিল না, সেই পরিপূর্ণধর্ম্মময় সত্যযুগে যিনি শুক্লবর্ণ। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য এবং আহবনীয় এই তিন প্রকার অগ্নির নাম ত্রেতা। এই ত্রেতাযুগে যিনি এই তিন প্রকার অগ্নির তুল্য বা রক্তবর্ণ। দ্বাপরযুগে অসংশয়িতরূপে

ইতি মূলানুসারানুরোধেনৈব। মূলেচৈকাদশস্কন্ধে। নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণমিত্যাদিনা কলিযুগাবতারত্বেন কৃষ্ণবর্ণস্যৈব নিরূপয়িষ্যমাণত্বেঽপি দশমস্কন্ধে তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইত্যুক্তিরিদানীন্তনে কলৌ পীত ইতি বিজিজ্ঞাপয়িষয়ৈব। কিঞ্চ আসন্নিতি ভূতকালানুরোধেন আপাততঃ সুঘটে ব্যাখ্যান্তরে ক্রিয়মাণে দ্বাপরযুগাবতারস্য পীতত্বে দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ইত্যনেন বিরোধঃ স্যাৎ। ন চ তত্রস্থশ্যামপদস্যার্থান্তরং কল্প্যমিতি বাচ্যং পীতবাসা ইত্যনেন শ্যামত্বস্যৈব সুষ্ঠু নির্দ্ধারিতত্বাৎ শ্যামস্যৈব পীতবসনৌচিত্যাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ। যত্তদো নিত্যসম্বন্ধাৎ। যথা ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়ময়মবতারী তথা তেনৈব প্রকারেণ স্বয়মবতারিত্বেনেত্যর্থঃ। ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। নন্বু তর্হি অধুনা সাক্ষাৎ ক্রিয়মাণোঽস্য কৃষ্ণবর্ণ ইদানীন্তন এব কিম্বা পূর্ব্বমপ্যাসীদেব তস্যৈব প্রাকট্যমধুনেতি তত্র ন কেবলং কৃষ্ণবর্ণ এব পূর্ব্বমাসীৎ। কিন্তু অন্যেঽপি বর্ণা আসন্নেব ইত্যাহ আসন্নিতি অনুযুগং তনূর্গৃহ্নতোঽস্য অনুক্তোঽপ্যন্যঃ শুক্লো রক্তস্তথা উক্তঃ পীতঃ এবং ত্রয়োঽপি বর্ণাঃ যথা সম্ভবং তত্তদ্যুগে তদানীং দৃশ্যমানা অপি আসন্নেব তত্তদ্যুগ পূর্ব্বমপি স্থিতানামেব তদানীং তদানীং প্রাকট্যং। নতু তে তদানীমেবাপূর্ব্বা অভবন্নিত্যর্থঃ। দ্বাপরকলিযুগাবতারয়োঃ শ্যামকৃষ্ণয়োঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাভেদাৎ পৃথগনুক্তিঃ। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপরকলিযুগয়োঃ স্বয়মেবাবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি। তদ্যুগদ্বয়াবতারৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ। তত্র পীতস্য বৈশদ্যেন ক্বাপ্যনুক্তিরিতি রহস্যত্বাৎ। ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বমিতি সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেনাপি চ্ছন্নত্বেনৈবোক্তত্বাৎ। তচ্ছন্নত্বঞ্চ স্ববর্ণ স্বরূপয়োরন্য স্বীয়বর্ণ ভাবাভ্যামাবৃতত্বেন তদানীন্তনজনৈঃ প্রায়ো দুর্লক্ষত্বমেবেতি। দুর্লক্ষত্বঞ্চ তত্তস্য রহস্য বস্তুজাতব্যঞ্জকতা হেতুকমেবেতি ভক্তসুধীভিরবশ্যমবগম্যং। অতএব তৎপ্রমাপকস্য নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদিবচনস্য যুগাবতারপ্রকরণমধ্যপঠিতস্য তথৈব ছন্ন এবার্থোঽতিগূঢ়ত্বাদবসীয়তেঽর্থান্তরেণ। স যথা। নানাকলৌ প্রতিকলিযুগেঽপিকায়াং বৈবস্বতাষ্টবিংশচতুর্যুগীয় কলাবপি তন্ত্রবিধানেন তন্ত্রাখ্য ন্যায়বিধিনা শ্বেতো ধাবতীত্যাদিবৎ এক প্রযত্নোচ্চার্য্যেণ একদৈবার্থদ্বয়বোধকেন শব্দেনেত্যর্থঃ। শৃণ্বিতি শৃণ্বন্তমপি রাজানং প্রতি পুনঃ প্রেরণং রহস্যত্বেন তন্ত্রেণোচ্যমানমর্থং বিশিষ্যাবধাপয়িতুং পরীক্ষিতং প্রতি তু পূর্ব্বোক্ত শুক্লোরক্তস্তথা পীতেতি পদ্যস্থ তথা পীতশব্দ স্মারকেণ অত্রত্য তথা শব্দেন সঙ্কেতিতং স্পষ্টমেব তমর্থং। কৃষ্ণেতি প্রতি কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণবর্ণবিগ্রহং। রূক্ষত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিত্যর্থঃ। এক কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকান্ত্যা অকৃষ্ণং পীতং অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরমিত্যর্থঃ। যদ্বা কৃষ্ণং প্রসিদ্ধং কৃষ্ণাবতারং বর্ণ-

শ্যাম এব। মূর্ত্ত ইব কলৌ কলৌ পীত ইতি ॥ ৫৭ ॥

রূতি তদ্রূপলীলাদিমাধুর্য্যং সর্ব্বত্রোপদিশতীতি তৎ। সাঙ্গোপাঙ্গেত্যাদিকমুভয়পক্ষেঽপি অপ্রচ্ছন্নত্বং প্রচ্ছন্নত্বাভ্যাং তুল্য এবার্থ ইতি ॥ ৫৭ ॥

যিনি শ্যামবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ শ্যামবর্ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। মূর্ত্তিমান্ কলহস্বরূপ এই কলিকালে যিনি পীত অর্থাৎ গৌরবর্ণ ॥ * ॥ ৫৭ ॥

---

* ইহার তাৎপার্য্য এইস্থানে যে কলিকাল বলা হইয়াছে, তাহা ইহার অব্যবহিত আগামী কলিকাল বুঝিতে হইবে। কিন্তু সকল কলিকাল নহে। প্রত্যেক সত্য ত্রেতাদিযুগে শুক্লরক্তাদির ন্যায় প্রত্যেক কলিযুগে, সত্যযুগে হরির বর্ণ এবং নাম শুক্ল এবং ক্রমান্বয়ে ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম এবং কলিকালে কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই বচনদ্বারা ভাগবতামৃতগ্রন্থে কৃষ্ণকেই যুগাবতার বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে। সেইরূপ এই পুস্তকেও পঞ্চদশস্তবকে 'কলৌ কৃষ্ণ' এই কথা বলা হইবে। এইস্থানে তিনি শুক্ল, তিনি রক্ত এবং পীত কিন্তু সম্প্রতি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মূল ভাগবতের বচনানুরোধেই 'পীত' এই কথা বলা হইয়াছে। মূলে একাদাশস্কন্ধে 'নানাপ্রকার তন্ত্রবিধান দ্বারা কলিকালেও তিনি প্রভায় কৃষ্ণবর্ণ হইলেও বাস্তবিক কৃষ্ণবর্ণ নহেন। ইত্যাদি বচনদ্বারা কৃষ্ণবর্ণকে কলিযুগের অবতার বলিয়া নিরূপণ করিলেও ভাগবতের দশমস্কন্ধে'পীতবর্ণ'ইদানীং কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন,এইরূপ বাক্য কেবল 'ইদানীন্তন কলিকালে পীতবর্ণ' ইহা জানাইবার নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে। অপিচ, 'আসন্' অর্থাৎ পূর্ব্বে ঐরূপ বর্ণ সকল ছিল। এইরূপ অতীত কালের অনুরোধে আপাতত অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিলে সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে দ্বাপরযুগের অবতার পীতবর্ণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে 'দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ ও পীতাম্বর এবং আপনার অস্ত্র সকল ধারণ করেন। এই বচনের সহিত বিরোধ হয়। এই বচন স্থিত শ্যামবর্ণের অন্যপ্রকার অর্থকল্পনা করাও যায় না। কারণ 'পীতাম্বর' এই কথাটী শ্যামবর্ণেরই যথার্থ সমযোগ্য এবং শ্যামেরই পীতবসন পরিধান করা উচিত। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হয়। যদ্ ও তদ্ শব্দের নিত্যসম্বন্ধ বলিয়া যেমন অধুনা দ্বাপরযুগের অন্তে স্বয়ং অবতারী কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ তিনি স্বয়ং অবতারিত্বরূপেও কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইদানীং অর্থাৎ কলিযুগের আদিভাগে পীতবর্ণ, এইরূপ বলাতে কিঞ্চিৎ স্থূলসময় অবলম্বন করিয়া 'ইদানীং' এই পদার্থ, উভয়স্থানেই অন্বিত হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, অধুনা এই বালকের যে কৃষ্ণবর্ণ সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা আধুনিক ? কিংবা ইহা পূর্ব্বেও ছিল ? অথবা তাঁহারই প্রকাশ ?

তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বে কেবল যে কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্য বর্ণ সকলও বিদ্যমান ছিল। এই হেতু 'আসন্' এইরূপ বহুবচনান্ত অতীত কালের ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক যুগে যিনি শরীর ধারণ করেন, সেই ভগবানের শুক্ল এবং রক্তবর্ণ অনুক্ত এবং কেবল পীতবর্ণ উক্ত। এই তিনবর্ণই সম্ভবত তত্তৎযুগে তৎকালে দৃশ্যমান হইলেও 'আসন্' অর্থাৎ সকলই ছিল, এইরূপ বলিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বেও যে সকল বর্ণ ছিল, তাহাদেরই তত্তৎ কালে প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা তৎকালেই অপূর্ব্ব ছিল, এরূপ অর্থ নহে। দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগের অবতার শ্যাম এবং কৃষ্ণ। এই উভয়ের কৃষ্ণ-বর্ণের সহিত অভেদ থাকাতে পৃথক্ উক্তি হয় নাই। এইরূপে বৈবস্বতমন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশতি সংখ্যক চতুর্যুগের মধ্যবর্ত্তী দ্বাপর এবং কলিযুগের যিনি স্বয়ং অবতারী, তিনি কৃষ্ণ এবং পীতবর্ণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। ঐ যুগদ্বয়ের অবতারদ্বয়, তৎকালে উঁহারই অন্তর্গত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পীতবর্ণ বিশদ বলিয়া কোন স্থানেও উক্ত হয় নাই। কারণ, উহা অত্যন্ত রহস্য। যে হেতু সেই তুমি ত্রিযুগে বর্ত্তমান থাকিলেও কলিকালে প্রচ্ছন্ন হইয়াছ,

এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদ—

ভাগবতের দশমস্কন্ধে, কলিকালে প্রচ্ছন্ন ভাবেরই কথা বলিয়াছেন। সেই প্রচ্ছন্নভাব, আপনার বর্ণ এবং আপনার রূপের অন্য স্বীয় বর্ণ এবং রূপ দ্বারা আবৃত বলিয়া তদানীন্তন লোকদিগের প্রায়ই দুর্লক্ষ। সেই অলক্ষ্য ভাবও তাঁহার গোপনীয় বস্তুসমূহের প্রকাশ করিবার কারণ। ইহা ভক্তপণ্ডিতগণ, অবশ্যই অবগত হইবেন। অতএব 'নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু'। 'কৃষ্ণবর্ণংত্বিষাঽকৃষ্ণং' ইত্যাদিবচন, সেই অলক্ষ্যভাবের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিয়া থাকে এবং এই বচন, যুগাবতার প্রকরণের মধ্যে পঠিত আছে। সুতরাং অন্য প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া উক্ত বচনের প্রচ্ছন্নরূপ অর্থই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সেই অর্থও এইরূপ, যথা, নানা কলিকালে, অর্থাৎ প্রত্যেক কলিযুগে, অপি শব্দ থাকাতে, বৈবস্বতমন্বন্তরের অন্তর্গত চতুর্যুগসম্বন্ধীয় কলিযুগেও, তন্ত্রবিধানদ্বারা, অর্থাৎ তন্ত্রাখ্য ন্যায় বিধিদ্বারা শ্বেতো ধাবতি, অর্থাৎ শ্বেতগুণযুক্ত অশ্ব গমন করিতেছে ইত্যাদি স্থলে যেপ্রকার একরূপ প্রযত্নদ্বারা উচ্চারিত এবং এক কালেই অর্থদ্বয়ের বোধক শব্দদ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, এই স্থলেও সেইরূপ। 'শৃণু' এই বচনে রাজা শ্রবণ করিলেও তাঁহার প্রতি পুনর্ব্বার প্রেরণ, এবং রহস্য বলিয়া তন্ত্রানুসারে কথিত অর্থ, বিশেষ করিয়া জানাইবার নিমিত্ত পরীক্ষিতের প্রতি, পূর্ব্বোক্ত 'শুক্লোরক্ত স্তথা পীতঃ, এই পদ্যস্থিত পীত শব্দকে এই স্থানস্থিত 'তথা' শব্দ স্মরণ করাইতেছে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই সেই সঙ্কেতযুক্ত অর্থ জানাইবার নিমিত্ত 'শৃণু' এই কথাবলা হইয়াছে। 'কৃষ্ণ' এই স্থানে প্রত্যেক কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ শরীরধারী। তন্মধ্যে ইহাঁর কর্কশভাব নিবারণ করিতেছেন। যিনি প্রভাদ্বারা অকৃষ্ণ অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির তুল্য উজ্জ্বল। এককলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু শোভায় অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীতবর্ণ অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ বাহিরে গৌর-

কঋষণাভিঃ পঞ্চভির্বর্ণৈঃ সমবেতস্য কৃষ্ণ ইতি নাম্নশ্চতুর্ভিরেব বর্ণৈশ্চতুর্যুগবর্ণান্ দধাতি। বর্ণানামাদিভূতেনাকারেণ স্বয়মাদিভূতো নীলেন্দ্রমণিসাবর্ণ্যং দধৎ কৃষ্ণ ইত্যাখ্যাং ভজতে ॥ ৫৮ ॥

কর্ষতি ভজতামঘং কর্ষত্যনুরক্তানাং মনাংসীতি চ কৃষ্ণঃ ॥৫৯॥

বর্ণৈরক্ষরৈরেব ককার ঋকার ষকার ণকারৈর্বর্ণান্ ক্রমেণ শুক্লরক্তশ্যামপীতান্ দধাতি ধারয়তি বর্ণশব্দস্য উভয়ার্থবাচিত্বাৎ। ততশ্চ ক-ঋ-ষ-ণা-বর্ণা যত্র স চাসৌ অশ্চেতি বিগ্রহোঽভিপ্রেতঃ। শাকপার্থিবাদিত্বাদ্বর্ণপদলোপঃ। এবঞ্চ বিদ্বন্মানসহংসেতিবৎ শব্দশ্লেষেণ কাদয়শ্চত্বারো বর্ণা এব বর্ণাঃ শুক্লাদয় ইতি ততশ্চ নামনামিনোরভেদাৎ কৃষ্ণনাম্নি তেষাং বর্ণানাং সমবায়ঃ। নামিনি কৃষ্ণেঽপি তেষাং শুক্লাদীনাং ইদানীং অন্তর্ভাব ইতি ভাবঃ। অকারেণ পঞ্চমেন আদিভূতেনেতি অকারস্য সর্ব্ববর্ণাদিভূতত্বমেব কৃষ্ণস্য শুক্লাদ্যবতারাদিভূতত্বং জ্ঞাপয়তীতি। কিঞ্চ। অকারস্য কেবলস্যাপি বিষ্ণুবাচকত্বেনার্থবত্ত্বামিব ন তেষাং কঋষণানাং তথা ভূতত্বমতো ন তেষাং স্বয়ং ত্বং অস্য তু তত্তন্নৈরপেক্ষেঽপি স্বতঃ সিদ্ধেঃ স্বয়ংত্বমিতি। সর্ব্বোঽপ্যয়ং বস্ত্বর্থ এব বিবৃতঃ শ্রীনন্দঃ বোধয়িতুমিষ্টস্ত কোঽপ্যেবম্বিধ মহাপুরুষঃ শুক্লাদ্যবতারোপাসনয়া তদা তদা প্রাপ্ত তত্তৎসারূপ্যঃ সম্প্রতি কৃষ্ণোঽভূদিত্যেতৎপ্রকার প্রকট এবার্থঃ ॥ ৫৮ ॥

কৃষতি দূরীকরোতি কৃষ বিলেক্ষণে ইত্যস্মাৎ ॥ ৫৯ ॥

যিনি ক-ঋ-ষ-ণ-অ-এই পাঁচবর্ণ সমবেত বলিয়া 'কৃষ্ণ' এই আখ্যা ধারণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহারই ক-ঋ-ষ-ণ-এই চারিবর্ণদ্বারা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই চারিযুগে শ্বেতরক্তাদি বর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল বর্ণের মধ্যে বিষ্ণুবাচক অকার, সকল বর্ণের আদিস্বরূপ। সুতরাং কৃষ্ণও শুক্লাদি অবতারের আদিস্বরূপ। ঐ অকারদ্বারা স্বয়ং আদিস্বরূপ হইয়া, নীলবর্ণ ইন্দ্রকান্তমণির সাদৃশ্য ধারণ পূর্ব্বক 'কৃষ্ণ' এই আখ্যা পাইয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

যাহারা ইহাঁকে সেবা করে, তাহাদের পাপকর্ষণ অর্থাৎ দূর করেন

বর্ণ ইহাই তাৎপর্য্য। সাঙ্গ এবং উপাঙ্গ এই উভয়পক্ষেও, প্রচ্ছন্নভাব এবং অপ্রচ্ছন্নভাবের তুল্যই অর্থ বুঝিতে হইবে ॥ ৫৭ ॥

কৃষিঃ সত্বার্থঃ ণ আনন্দার্থঃ। তেন চ সত্তানন্দরূপতয়া চ কৃষ্ণ ইতি মুখ্যং নাম ॥ ৬০ ॥

কদাচিদিয়ং বসুদেবাদপি জাতোঽজাতো বিমুক্তাদিতি বাসুদেবোঽপি লোকৈরুদ্ঘুষ্যতে ॥ ৬১ ॥

নারায়ণসমোগুণৈরিত্যুক্তে সরস্বতী তমেবার্থমাত্মগতং ব্যাখ্যাতি

মুখ্যমিতি নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরং তপেতি প্রভাসপুরাণাৎ। সত্তানন্দয়োর্লক্ষণদ্বয়ঃ শক্তিরূপত্বঞ্চ ধর্ম্মরূপত্বেঽপি ধর্ম্মিত্বমিত্যাদিকং বিস্তরভয়াদত্রানুপযোগাচ্চ ভাগবতসন্দর্ভাদৌ ব্যক্তত্বাচ্চ ন বিবৃতমিতি ॥ ৬০ ॥

কদাচিদিতি পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনীতি শ্রীনন্দেন বুদ্ধ্যতে। ততশ্চ বসুদেবস্যাপি পূর্ব্বজন্মনি বসুদেব ইত্যেব নামাসীদিতি চ। অজাতো মায়াতঃ ॥ ৬১ ॥

নারায়ণস্য সম ইতি শ্রীনন্দং বোধয়িতুমিষ্টোঽর্থঃ। তেন চ অগ্নির্মানবক ইতিবদুপচারেণ ইমং নারায়ণমপি বদিষ্যন্তি জনা ইত্যবসীয়তে স্মেতি। নারায়ণঃ সমোঽস্যেতিতু বাস্তবঃ স্বাভিপ্রেতঃ। তমেব বাস্তবমেব আত্মগতং অনন্যবোধং গুণৈরেব সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ ইত্যাদিভিঃ প্রথমস্কন্ধোক্তৈরেব নত্বসাধারণৈর্বেণুমাধুর্য্যরাসবিলাসাদিভির্মহাগুণৈরপীতি। নত্বংশিত্বেনাপ্যভেদোপচারতো নারায়ণমপ্যেনং বদিষ্যন্তীতি তেন গুণৈরেবাভেদোপচারতো নারায়ণমপ্যেনং বদিষ্যন্তীত্যর্থ আয়াতি তত্র চ নারায়ণমিতি অনুবাদপদং এনমিতি বিধেয়পদং নারায়ণমপি বিশ্বস্থিত্যাদিকর্ত্তৃত্বেন প্রসিদ্ধমপি এনং শ্রীকৃষ্ণং বদিষ্য-

---

বলিয়া অথবা অনুরক্তভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম কৃষ্ণ রহিল ॥ ৫৯ ॥

কৃষিশব্দের অর্থ সত্ত্বাচক এবং ণ আনন্দবাচক। এই হেতু সত্ত্ব এবং আনন্দেরস্বরূপ বলিয়া ইহাঁর মুখ্য নাম কৃষ্ণ ॥ ৬০ ॥

কখনও আপনার এই কনিষ্ঠপুত্র, মায়াশক্তি সংযোগে, মুক্তপুরুষ বসুদেব হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই কারণে, সকল লোকে, ইহাঁকে বাসুদেবও বলিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমাদি সকল গুণে, আপনার এই পুত্র, নারায়ণের সমান। এই কথা বলিলে, সরস্বতীও সেই শব্দের বাস্তবিক অর্থের এক মনোগত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই কারণে নারায়ণও এই শিশুর সকল

স নারায়ণশ্চাস্য গুণৈরেব সমো নত্বংশিত্বেনাপ্যভেদোপচারতো নারায়ণমপ্যেনং বদিষ্যন্তীতি ॥ ৬২ ॥

ততঃ স এবাহ কিং বহুনা অস্য মহিমা নহি মাদৃশাং বাগ্বিষয়ঃ। অয়ন্তে সর্ব্বসৌভাগ্যফলমানেন সর্ব্বমেব তরিষ্যসি দুর্গং দুর্গন্তব্যঞ্চ মনোরথমবাপ্স্যন্তি। য এতস্মিন্ রতিমন্তো ভবিষ্যন্তি তেষামপি সৌভাগ্যং সর্ব্বজ্ঞা অপি ন জ্ঞাস্যন্তি ॥ ৬৩ ॥

ন্তীতি। ততশ্চ সত্য দয়া-ক্ষমাদীন্ মোক্ষদায়িত্বাদীংশ্চ গুণান্ মূলভূতত্বেন কৃষ্ণনিষ্ঠান্ পর্য্যালোচ্য নারায়ণে চ তাদৃশত্বেনৈব স্থিতান্ বিমৃশ্য মানবকে অগ্নিপদমিব নারায়ণেঽপি কৃষ্ণপদং প্রযোক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ তেন অভেদোপচারোঽপ্যত্র গৌণ এবেতি ভাবঃ। নত্বংশিত্বেনাপ্যভেদোপচারত ইতি কৃষ্ণস্য তদংশিত্বসম্ভবেঽপি কৃষ্ণাংশাংশরূপত্বাত্তস্য মুখ্যং কৃষ্ণাংশত্বং নাস্তীত্যংশাংশিসম্বন্ধেন মুখ্য উপচারো ন সম্ভবেদিতি সরস্বত্যা অভিপ্রায়ঃ। কৃষ্ণে নারায়ণাদি শব্দপ্রয়োগস্তু নারায়ণাদীনামবতারাণাং কৃষ্ণেঽন্তর্ভাবাদিতি ॥ ৬২ ॥

ততঃ স এবাহেতি বক্ষ্যমাণবাক্যস্য সরস্বতী কর্ত্রী কত্ব নিরাসার্থং। ন জ্ঞাস্যন্তীতি এতাবত্ব নিশ্চয়েনেত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞা অপীতি নহি খপুষ্পাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং ন হন্তীতি ন্যায়াৎ॥৬৩

গুণেই সমান। কিন্তু অংশী বলিয়া সমান নহে। অংশ এবং অংশী উভয়েই এক। সুতরাং বিশ্বপালন শক্তি থাকাতে সকলেই ইহাঁকে নারায়ণ বলিবেন ॥ ৬২ ॥

অতএব কেবল সরস্বতীর কথা নহে, মুনি স্বয়ংই এই কথা বলিতে লাগিলেন। অধিক আর কি বলিব, এই বালকের মহিমা, মাদৃশ ব্যক্তিগণের কখনই বাক্যগোচর নহে। এই শিশু, আপনার সমস্ত সৌভাগ্যের ফল। ইহাদ্বারা আপনি, যাহা দুঃখে পাওয়া যায় এবং যাহা দুঃখে পাওয়া যাইবে, তৎ সমস্তই উত্তীর্ণ হইবেন, অর্থাৎ লাভ করিতে পারিবেন। অধিক কি, যে সকল লোক, আপনার এই পুত্রের উপর অনুরক্ত হইবে, আহারাও দুর্লভমনোরথ প্রাপ্ত হইবে, অন্যের কথা দূরে থাকুক্,সর্ব্বজ্ঞ-পণ্ডিতেরাও তাহাদের সৌভাগ্য অবগত হইতে পারিবেন না ॥ ৬৩ ॥

নচেদং ক্বচন প্রকাশনীয়মতিরহস্যমিতি সমুৎকণ্ঠাকাকুমারৌ কুমারৌ তাবঙ্কে কৃত্বা সপুলকমাত্মগতং কৃষ্ণমালোক্য ॥ ৬৪ ॥

অহো কিমিদং মহস ঔজ্জ্বল্যং।
ইন্দীবরেন্দ্রমণিবারিধরাঞ্জনাদ্যৈঃ
কিং ভৌতিকৈরিদমভৌতিকমস্য তেজঃ।
ঔপম্যমেতু যদতীন্দ্রিয়মেতদেকে
ব্রহ্মেতি যন্মণিমণিদ্যুতিবদ্‌গৃণন্তি ॥ ৬৫ ॥

ইতি সাদরাদরাভিলাষমালিঙ্গ্য ক্ষণমপি তু পিতুরঙ্কং লম্ভয়িত্বা

অঙ্কে কৃত্বেত্যত্র হেতুঃ। সমুৎকণ্ঠয়া যঃ কাকুস্তস্য নিরাসকৌ। আহেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

যদযস্মাৎ অতীন্দ্রিয়ং এতত্তেজঃ একে মুখ্যবাদিনঃ ব্রহ্মেতি গৃণন্তি। এতত্তেজসো ব্রহ্ম ন ভিন্নমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মণীতি। মণিস্থানীয়ঃ কৃষ্ণঃ মণিদ্যুতিস্থানীয়ং ব্রহ্মেতি অত্র প্রমাণং ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদি গীতাদিবাক্যানি ॥ ৬৫ ॥

সাদরঞ্চ তৎ আদরাভিলাষং অনল্পাভিলাষঞ্চেতি তদযথাস্যাদেবমালিঙ্গ্য ঈষদর্থে দরা

আপনি কোনও স্থানে এই অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিবেন না। পরে মহর্ষি উৎকণ্ঠা জন্য মনঃকষ্ট নিবারণকারি দুইটী শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং কৃষ্ণকে দেখিয়া পুলকিত দেহে মনে মনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

আহা! এই তেজের উজ্জ্বলতা কি অপূর্ব্ব! নীলোৎপল, নীলকান্তমণি, জলধর এবং কজ্জলপ্রভৃতি পার্থিবপদার্থ সমূহের সহিত, কিরূপে ইহাঁর অপার্থিব তেজে, সাদৃশ্য পাইতে পারে? কারণ, কতিপয় প্রধান পণ্ডিত, এই অতীন্দ্রিয় তেজকে মণি এবং মণিগণের দ্যুতিশালি ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

এইরূপে গর্গমুনি, আদর এবং নিরতিশয় অভিলাষের সহিত আলিঙ্গন করিয়া এবং ক্ষণকালের মধ্যে পিতার ক্রোড়ে প্রদান করিয়া যখন গমন করিতে উদ্যত হন। তখন কুমারদ্বয়ের প্রতি শুভ আশীর্ব্বাদ করিবার পর,ব্রজরাজ, মহর্ষির পুনর্ব্বার অভিবাদন করিলেন এবং যাই-

জিগমিষুরভিবাদিতোবাদিতোঽপি শুভাশিষং কুমারৌ ব্রজপতিনা অনুযাতশ্চ কিয়দ্দূরং স মুনি র্যথাগতং নিরগাৎ ॥ ৬৬ ॥

অথ ক্রমত উপরমং প্রায়ে জানুচংক্রমণে স্তনপানে চ চরণ-কমলাভ্যামেব শনৈঃ শনৈর্বিহরতা হরতা চ নবনীতং ক্রিয়মাণে চ বাল্যলীলাকৌতুকে কৌতু কেন প্রকারেণ ন জনিতং আনন্দঃ পর-মানন্দকন্দেন তেন ॥ ৬৭ ॥

একদা—

শূন্যে চোররতঃ স্বয়ং নিজগৃহে হৈয়ঙ্গবীনং মণি-
স্তম্ভে স্বপ্রতিবিম্বমীক্ষিতবত স্তেনৈব সার্দ্ধং ভিয়া।

ব্যয়মিতি বিশ্বঃ। বাদিতোঽপীতি শুভাশীর্ব্বাদং কারিত ইত্যর্থঃ। জ্যোতির্ব্বিদো বচস্তস্য গর্গস্য মুখনিঃসৃতং। চিত্তভিত্তৌ লিখংশ্চিন্তাং হিত্বানন্দো ননন্দ সঃ ॥ ৬৬ ॥

কৌতু পৃথিব্যাস্ত ॥ ৬৭ ॥

তেনৈব স্বপ্রতিবিম্বেনৈব ॥ ৬৮ ॥

বার সময় কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমনও করিলেন। এইরূপে মহর্ষি, যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইবার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের জানুদ্বারা গমন এবং স্তন্যপান কার্য্য প্রায়ই শেষ হইয়া আসিল। তখন তিনি পাদপদ্মদ্বারা ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং নবনীত চুরী করিতে আরম্ভ করিলেন। পরম আনন্দের মূলস্বরূপ সেই ভগবান্ এইরূপে পৃথিবীতে বাল্য-লীলার কৌতুক করিলে, কোন্ প্রকারে অর্থাৎ আনন্দ প্রকাশ না হইল ? ॥ ৬৭ ॥

একদিন,যখন তাঁহার নিজের গৃহে কেহ ছিল না,সেই সময়ে তিনি সদ্যোজাত ঘৃত চুরী করিতে ছিলেন। তখন মণিময় স্তম্ভে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া, সেই প্রতিবিম্বের সহিত নিতান্ত ভীত হন। ভয় পাইয়া বলিতে লাগিলেন, ভাই! তুমি মাকে বলিও না, আমার মতন

ভ্রাতর্মা বদ মাতরং মম সমোভাগ স্তবাপীহিতো
ভুঙ্ক্ষ্ব ত্যালপতো হরেঃ কলবচো মাত্রা রহঃ শ্রূয়তে ॥ ৬৮ ॥

কৌতুকেনোপসন্নায়াঞ্চ তস্যাং সপ্রতিভং স্বপ্রতিবিম্বমুদ্দিশ্য তামুবাচ।

মাতঃ ক এষ নবনীতমিদং ত্বদীয়ং
লোভেন চোরয়িতুমদ্যগৃহং প্রবিষ্টঃ।
মদ্বারণং ন মনুতে ময়ি রোষভাজি
রোষং তনোতি ন হি মে নবনীতলোভঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্যেদ্যুরপি কার্য্যান্তরগতায়াং জনন্যাং তথৈব নবনীতং চোরয়তি সতি দৈবাদাগতয়া তয়া তমনালোচ্য সমাজুহুবে ॥ ৭০ ॥

মাতরিতি ত্বমপি লোভেন চোরয়িতুং প্রবিষ্ট ইতি চেৎ তত্রাহ। ন হি মে ইত্যাদি অহন্ত এতদ্বারণার্থমেব প্রবিষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

সমাজুহুবে ইতি ভাবসাধনমেব কর্ম্মণোঽবিবক্ষিতত্বাৎ ॥ ৭০ ॥

তোমারও একটী ভাগ রাখিয়াছি, তাহা তুমি ভক্ষণ কর। যখন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে দুঃখ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার জননী, গোপনে থাকিয়া সেই অস্ফুট মধুর বাক্য শুনিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

তখন তাঁহার জননী যশোদা কৌতূহল পরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, উত্তম প্রভাসম্পন্ন স্বকীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া জননীকে বলিতে লাগিলেন, মা! অদ্য তোমার এই নবনীত চুরী করিবারজন্য নিতান্ত লুব্ধ হইয়া এ কে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে? যে নবনীত চুরীকরিতে আসিয়াছে, সে আমার বারণ শোনে না এবং আমি রাগ করিলে এব্যক্তিও রাগ প্রকাশ করিতেছে। বিশেষতঃ আমার নবনীতের উপর একেবারেই লোভ নাই ॥ ৬৯ ॥

আর একদিবসে জননী অন্য কোনও কার্য্যের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণও পূর্ব্বের ন্যায় নবনীত চুরী করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে সহসা যশোদা আসিয়া উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিষয় পর্য্যালোচনা না করিয়া আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ ক্বাসি করোষি কিং পিতরিতি শ্রুত্বৈব মাতুর্বচঃ
সাশঙ্কং নবনীতচৌর্য্যবিরতো বিশ্রম্য তামব্রবীৎ।
মাতঃ কঙ্কণপদ্মরাগমহসা পাণি র্মমাতপ্যতে
তেনায়ং নবনীতভাণ্ডবিবরে বিন্যস্য নির্ব্বাপিতঃ ॥ ৭১ ॥

তদাকর্ণ্য কর্ণরম্যং জননী চ এহি বৎস এহীতি তমঙ্কমাদায় পশ্যামি বৎস পাণিং তে কীদৃক্ তপ্ত ইতি পাণিং প্রসারয়ত স্তস্য পাণিমালোক্য চুম্বিত্বা অহহ সত্যমেব তপ্তোঽয়ং পাণিস্তদিতঃ পদ্মরাগা দূরী কর্ত্তব্যা ইতি বদন্তী লালয়ামাস ॥ ৭২ ॥

পিতরিতি বাৎসল্যেন সম্বোধনং। পদ্মরাগমহসেতি তস্য বহ্নিতেজঃ সারূপ্যদৃষ্ট্যা তাদৃশত্বং জ্ঞাপয়তি। তেন বয়ঃ সমুচিতং স্বমৌগ্ধ্যঞ্চ মাতরমনুভাবয়তি অয়ং পাণিঃ ॥ ৪১ ॥

সত্যমেব তপ্তোঽয়ং পাণিরিতি তন্মৌগ্ধ্যানুমোদনং পুনরপি তথাবিধ বাল্যচাপলেঽবকাশং বর্দ্ধয়িতুং ॥ ৭২ ॥

বৎস কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় ? কি করিতেছ ? জননীর এইকথা শুনিবা মাত্র তিনি সভয়ে নবনীতচুরী হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া জননীকে বলিতে লাগিলেন। মা ! এই বলয়ের পদ্মরাগমণির প্রভায় আমার হস্ত অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছিল। সেই কারণে আমি নবনীত ভাণ্ডের গর্ত্তমধ্যে হস্তার্পণ করিয়া জ্বালা নিবারণ করিয়াছি ॥ ৭১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই শ্রবণসুখকর বাক্য শুনিয়া জননী যশোদা বলিতে লাগিলেন, বৎস ! এস, বৎস ! এস, এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন। এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন, কৈ বৎস ! দেখি, তোমার হস্ত কি রূপ দগ্ধ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হস্ত প্রসারণ করিলে, যশোদা হস্ত দেখিয়া এবং চুম্বন করিয়া "আহা ! আহা ! তোমার হস্ত তপ্ত হইয়াছে, অতএব এই স্থান হইতে পদ্মরাগ মণি সকল দূর করিয়া দিব" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন ॥ ৭২ ॥

অপরেদ্যুরপি ।

ক্ষুণ্ণাভ্যাং করকুট্মলেন বিগলদ্বাষ্পাম্বুদৃগ্‌ভ্যাং রুদন্
হুং হুং হুমিতি রুদ্ধকণ্ঠকুহরাদস্পষ্টবাগ্বিভ্রমঃ ।
মাত্রাসৌ নবনীতচৌর্য্যকুতুকে প্রাগ্‌ভর্ৎসিতঃ স্বাঞ্চলে-
নামৃজ্যাস্থ মুখং তবৈতদখিলং বৎসেতি কণ্ঠে কৃতঃ ॥ ৭৩ ॥

অথ কদাচন । পূর্ণচন্দ্রিকাধৌতে নিজমণিময়াঙ্গণে ব্রজপুর-পুরন্ধ্রীভিঃ সহ কৃতগোষ্ঠ্যাং মাতরি তত্রৈব খেলন্ কৃষ্ণচন্দ্রশ্চন্দ্র-মবলোকয়ামাস ।

ততশ্চ ।

পশ্চাদেত্য হৃতাবগুণ্ঠনপটে বেণীং করাভ্যাং মৃদু-

ক্ষুণ্ণাভ্যাং মর্দ্দিতাভ্যাং করকুট্মলেনেতি জাতাবেকত্বং ৷ কুট্মলীভূতপাণিভ্যামিত্যর্থঃ। বিগলদ্বাষ্পাম্বু যথা স্যাত্তথা। রোদনে হেতুঃ মাত্রেত্যাদি। অস্য কৃষ্ণস্য অখিলং তবেতি তেন স্ববস্তু গ্রহণে চৌর্য্যং ন ভবতি ময়া তু বৃথৈব ভর্ৎসিতস্ততো মারোদীরিতি ভাবঃ ॥ ৭৩॥
হৃতঃ শিরঃপ্রদেশাদধঃপাতিতোঽবগুণ্ঠনপটো যেন তস্মিন্। লুলিতাং স্খলিতাং জনন্যাঃ পৃষ্ঠং

অন্য আর একদিবসে, শ্রীকৃষ্ণ মুকুলাকৃতি করযুগলদ্বারা নেত্রযুগল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে নেত্রজল বিগলিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি হুঁ হুঁ হুঁ করিয়া মৃদুস্বরে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং অস্পষ্টরূপে বাক্য বিন্যাস করিতে লাগিলেন। যশোদা যদিচ পূর্ব্বে নবনীত চুরীর নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখন তিনি আপনার অঞ্চল দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া বৎস! এই সমস্ত বস্তুই তোমার, এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে কণ্ঠে করিয়া লইলেন ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর কোন সময়ে, পূর্ণচন্দ্রের কিরণজালে নিজমণিময় গৃহপ্রাঙ্গণ ধৌত হইলে, যশোদা পতিপুত্রবতী ব্রজনারীদিগের সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিতে ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র খেলিতে খেলিতে চন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, পৃষ্ঠদেশে আগমন করিয়া যশোদার অবগুণ্ঠনবস্ত্র

স্নিগ্ধাভ্যাং লুলিতাং বিধায় জননীপৃষ্ঠং তুদত্যাত্মজে।
দেহীত্যস্ফুটগদ্গদং বিরুবতি স্নেহার্দ্রচিত্তা পরং
পার্শ্বস্থালিজনেষু লোচনযুগং ব্যাপারয়ামাস সা ॥ ৭৪ ॥

তদা তাশ্চ সবিনয়প্রণযোৎসাহনপুরঃসরং স্বসবিধমানীয় নিজগদুঃ বৎস কিমর্থয়সে।

কিং ক্ষীরং ন কিমুত্তমং দধি ননা কিং কূর্চিকা বা ননা-
মিক্ষা কিং নন কিং তবেপ্সিতমহো হৈয়ঙ্গবীনং ঘনং।

তুদতি উপরি পাণিভ্যাং বেণীঃ ধৃত্বা তামালম্ব্য ভূমিতঃ স্বপাদাবুত্থাপ্য তাভ্যাং তস্যাঃ পৃষ্ঠমবষ্টভ্য পীড়য়তি সতীত্যর্থঃ। সর্ব্বমেতচ্চাপলং বিস্তার্য্যমাণকথাবেশাং সখীভিঃ সহ মাতরং স্বপ্রার্থনেঽবধাপয়িতুমেবেতি। পার্শ্বস্থালিজনেষ্বিতি যূয়মেব পৃচ্ছত কিমসৌ যাচত ইতি ভাবঃ ॥ ৭৪ ॥

কূর্চিকা ক্ষীরবিকৃতিরিত্যমরঃ। গৃহোৎপন্নে তত্র হৈয়ঙ্গবীনেন রুচিরিতি কৃষ্ণোত্তরং। তর্হি কুরত্যো রুচিরিতি ততশ্চ উদস্তুলিদলঃ উন্নমিততর্জ্জনীকঃ আ সম্যক্ অদর্শয়ৎ। আকা-

---

মস্তক হইতে অধোদিকে ফেলিয়াদিলেন এবং কোমল অথচ সুস্নিগ্ধ করকমল দ্বারা জননীর বেণী স্খলিত করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। আমাকে দাও, এই বলিয়া অস্ফুট এবং গদ্গদ-স্বরে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যশোদা অত্যন্ত স্নেহাকুল হৃদয় হইয়া, নিকটবর্ত্তি সহচরীবর্গের উপর আপনার নেত্রদ্বয় নিক্ষিপ্ত করিলেন ॥ ৭৪ ॥

তৎকালে সেই সকল ব্রজনারী, বিনয়, স্নেহ এবং উৎসাহপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের নিকটে আনয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ। তাহারা বলিলেন, তুমি কি ক্ষীর চাও শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, না। তাঁহারা বলিলেন, তুমি কি উত্তম দধি চাও, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, না না। তাঁহারা বলিলেন, তুমি কি ক্ষীরের বিকার কোন বস্তু চাও, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, না না। পুনর্ব্বার তাঁহারা বলিলেন, তোমার কোন্ বিষয়ে ইচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি ঘন সদ্যোজাত ঘৃত চাই, তাঁহারা বলিলেন আমরা

দাস্যামো ন বিষীদ বৎস ন তরাং কুপ্যস্ব মাত্রে গৃহোৎ-
পন্নে নো রুচিরিত্যুদঙ্গুলিদলঃ শীতাংশুমালোকয়ৎ ॥ ৭৫ ॥
ততস্তা অপি পুনরূচুঃ।
কলয় ন পিতরেতদ্ধন্ত হৈয়ঙ্গবীনং
প্রতরতি কলহংসো ব্যোমবীথীতড়াগং।
অহমপি কলহংসং প্রার্থয়ে খেলনার্থী
তদুপনয়ত যাবন্নৈষ পারং প্রযাতি।

ইতি ভূয়ঃ সোৎকণ্ঠং চরণযুগং ভূতটে নাটয়ন্ করাভ্যামাসা-মপি কণ্ঠতটং ধৃত্বা ধৃত্বা দেহি দেহীতি পূর্ব্বতোঽপ্যধিকতরং রোদিতি স্ম।

শোৎপন্নে অমুস্মিন্ হৈয়ঙ্গবীনখণ্ডে মম রুচিরিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

অহমপি ইত্যাদি কৃষ্ণোক্তরং। দেহী দেহীতি এ৫ৈককাং প্রতি কথনাদেকবচনং এবমু-

---

তাই তোমাকে দিব, তুমি খেদ করিও না, বৎস! তুমি জননীর উপর অত্যন্ত কোপান্বিত হইও না। তাঁহারা বলিলেন, তোমার গৃহোৎপন্ন সদ্যোজাত ঘন ঘৃতে ইচ্ছা? না, অন্য ঘৃতে ইচ্ছা! শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, গৃহোৎপন্ন ঘন সদ্যোজাত ঘৃতে আমার রুচি নাই। এই বলিয়া তিনি আপনার তর্জনী অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া চন্দ্র দেখাইয়া দিলেন ॥৭৫॥

অনন্তর ব্রজনারীগণ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, অহো! বৎস! তুমি ইহাকে ঘন সদ্যোজাত ঘৃত বলিয়া বোধ করিও না। ইহার নাম কলহংস এবং সেই কলহংস আকাশ পরিসরস্থিত দীর্ঘিকা উত্তীর্ণ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তবে আমিও ঐ আকাশ দীর্ঘিকার কলহংস লইব এবং ইহা লইয়া আমি খেলা করিব। অতএব যতক্ষণ না এই কলহংস পারে যায়, তাহার মধ্যে তোমরা ইহাকে আনিয়া দাও। এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার উৎকণ্ঠিত ভাবে ভূতলে পদক্ষেপ করিয়া এবং হস্তদ্বারা তাঁহাদের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া 'দাও দাও' বলিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি

ততশ্চৈবং বাল্যাবেশেন রুদন্তং তমন্যা উচুঃ। বৎস।

আভিঃ প্রতারিতময়ং ন হি রাজহংসঃ

পীযূষরশ্মিরয়মম্বরমধ্যবর্ত্তী।

দেহ্যে নমেব মহতীহ মদীয়বাঞ্ছা

খেলিষ্যতে তদধুনানয় দেহি দেহি।

ইতি ভূয়ঃ সমধিকমেব রুদন্তং মাতা তমঙ্কমানীয় বৎস।

হৈয়ঙ্গবীনমিদমেব ন রাজহংসঃ

পীযূষরশ্মিরপি নৈষ ন তৎ প্রদেয়ং

পশ্যাত্র দৈববশতো গরলং বিলগ্নং

তেনৈতদুত্তমমপীহ ন কোঽপি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৭৬ ॥

ততশ্চ অম্বাম্ব কথমত্র গরলং লগ্নং তদ্বা কিমিতি পূর্ব্বাবেশ-

ত্তরত্রাপি। গরলং বিলগ্নমিতি কলঙ্কচিহ্নং দর্শয়তি ॥ ৭৬ ॥

অত্র প্রকরণে সম্বোধনপদৈরেব শ্রীকৃষ্ণযশোদয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী জ্ঞেয়ে। তদ্বা গরলমেব

যখন এইরূপে বাল্যসুলভ চাপল্যবশতঃ রোদন করিতেছিলেন, তখন ব্রজনারীসকল, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। বৎস! ইহারা তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে। এ কখনই রাজহংস নহে, ইহার নাম চন্দ্র এবং ইহা আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তবে ইহাকেই দিতে হইবে। ইহাকে লইতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। এই চন্দ্র আমার সহিত খেলা করিবে। অতএব এখনই আনয়ন কর, দাও দাও, এই কথা বলিয়া যখন তিনি অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যশোদা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! সত্যই ইহার নাম ঘনসদ্যোজাত ঘৃত কিন্তু ইহা কখনই রাজহংস নহে এবং ইহা কখনই শুধাংশু নহে, বিশেষত আমি তোমাকে কিছুতেই তাহা দিতে পারি না। দেখ, দৈববশতঃ ইহাতে গরল লাগিয়াছিল, এই কারণে ইহা উত্তম হইলেও এই জগতে কেহই ইহাকে ভক্ষণ করে না ॥ ৭৬ ॥

পরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা! মা! কেন ইহাতে গরল লাগিল!

বিরহেণ রসান্তরমাপন্নস্য কৃষ্ণস্য কথাশ্রবণশ্রদ্ধায়াং সত্যাং সমী-চীনমিদং জাতমিতি কৃত্বা জননী তমালিঙ্গ্য বৎস শ্রূয়তামিতি কিমপি মধুরমধুরমুবাচ ॥ ৭৭ ॥

বৎস অস্তি কশ্চন ক্ষীরোদধির্নাম। মাতঃ কীদৃশোঽসৌ। বৎস যদিদং দুগ্ধমবলোক্যতে তন্ময়ঃ সমুদ্রঃ। মাতঃ কিয়তীভি র্ধেনুভিঃ প্রস্নুতং তৎ যেন সমুদ্রোজাতঃ ॥ ৭৮ ॥

বৎস গোদুগ্ধং তন্ন ভবতি। মাতঃ প্রতারয়সি মাং বিনা গাঃ কথং দুগ্ধং। বৎস যেন গোষু দুগ্ধং সৃষ্টং স এব তা ঋতেঽপি তৎ স্রষ্টুমর্হতি। মাতঃ কোঽসৌ। বৎস ভগবান্ জগৎকারণং।

বা কিং এতস্য উত্তরং অগ্রে কালকূটং নামেতি ॥ ৭৭ ॥

তৎ দুগ্ধং ॥ ৭৮ ॥

অগঃ ন গচ্ছতীত্যগঃ। সর্ব্বত্রৈব যস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তথাপি গন্তুং তন্নিকটে যাতুং ন

গরলই বা কাহাকে বলে ? এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলে তাঁহার কথা শুনিতে শ্রদ্ধা হইলে ইহা উত্তম হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া জননী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বৎস ! ভাল করিয়া শোন, এইরূপে তিনি অপূর্ব্ব মধুর মধুর ভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

বৎস ! ক্ষীরসমুদ্র নামে কোনও এক বস্তু আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলি-লেন, মা ! সে কি প্রকার। যশোদা বলিলেন, এই যে দুগ্ধ দেখি-তেছ, সমুদ্রও সেই দুগ্ধময়। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন— মা ! কত ধেনুর দুগ্ধে ঐ ক্ষীরসমুদ্র হইয়াছে ? ॥ ৭৮ ॥

যশোদা বলিলেন, বৎস ! সে গোদুগ্ধ নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ। ধেনু ব্যতীত কিরূপে দুগ্ধ হইল ? যশোদা বলিলেন, বৎস ! যিনি ধেনুদিগের মধ্যে দুগ্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আবার ধেনুগণ ব্যতীতও দুগ্ধ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা ! তিনি কে ? যশোদা বলিলেন বৎস ! তিনি ভগবান্

মাতঃ স এব কঃ। বৎস স ভগবান্ অগঃ। স গন্তুং ন শক্যতে। মাতঃ হুং সত্যমেব ব্রবীষি তৎ কথয়। বৎস স একদা দুগ্ধোদধিঃ সুরাসুরাণাং কলহে অসুরমোহনায় তেনৈব ভগবতা মথিতঃ। তত্র মন্দরোনাম গিরি র্মন্থানদণ্ড আসীৎ। বাসুকির্নাম নাগরাজো রজ্জুঃ। একতোঽসুরা অন্যতশ্চ সুরা এবাকর্ষকাঃ। মাতঃ যথা গোপ্যো দধি মথ্নন্তি। বৎস হুং। এবং মথ্যমানে তস্মিন্ কালকূটোনাম গরলমুৎপন্নং। মাতঃ দুগ্ধে কথং গরলং সর্পেষ্বেব তৎ। বৎস তস্মিন্ মহেশেন পীতে সতি তচ্ছীকরা যে পতিতা স্তানেব পীত্বা ভুজগা বিষধরা আসন্। তেন ভগবত এব সা শক্তি র্যদ্দুগ্ধে-

---

শক্যতে যতস্তং অদ্য তাং দর্শয়ামীত্যর্থঃ। সরস্বতীতু অগঃ গকারহীনো ভগবান্ ভবানে-

---

জগতের কারণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা! তিনি আবর কে? যশোদা বলিলেন, বৎস! সেই ভগবান্ অচল, সর্ব্বত্র থাকিলেও তোমার নিকটে আগমন করেন না, সুতরাং আমিও তোমাকে দেখাইতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হাঁ মা! সত্যই তুমি বলিতেছ। এখন তাহাই বল। যশোদা বলিলেন, বৎস! কোনও সময়ে দেবতা এবং অসুরদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে, অসুরদিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত, সেই ভগবান্ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। তাহাতে মন্দর নামক পর্ব্বত মন্থানদণ্ড হইয়াছিল, বাসুকি নামে সর্পরাজ রজ্জু হইয়াছিলেন, একদিকে অসুরগণ ও অন্যদিকে দেবগণ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা! যেমন করিয়া গোপীগণ দধিমন্থন করিয়া থাকে? যশোদা বলিলেন, বৎস! হাঁ। এইরূপে সেই ক্ষীরসমুদ্র মথিত হইলে, কালকূট নামে গরল উৎপন্ন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা! দুগ্ধে কিরূপে গরল উৎপন্ন হইল? সর্পেই গরল থাকে। যশোদা বলিলেন, বৎস! মহাদেব সেই কালকূট বিষ পান করিলে, তাহার যে সকল বিন্দু পতিত হইয়াছিল, সেই সকল পান করিয়া সর্পগণ বিষধর হইয়াছে। অতএব দুগ্ধে যে গরল থাকে, তাহাও

হ্যপি গরলং। মাতঃ হুং সত্যমেতৎ। বৎস ইদমপি হৈয়ঙ্গবীনং তত এবোত্থিতং। তেনাত্র তস্যাবশেষোলগ্নঃ। পশ্য যমিমং কলঙ্ক ইতি সর্ব্বে গায়ন্তি। তদ্গৃহোৎপন্নং ভুঙ্ক্ষ্ব নেদমিতি শ্রূয়মাণে লীলানিদ্রাবশমাগতং জননী চ কর্পূরধূলিধবলে মহাপরার্দ্ধ্যশয়নতলে তমারোপ্য শনৈরসূষুপৎ ॥ ৭৯ ॥

অথানুদিত এব ময়ূখমালিনি দধিনবনীতাদি সমুপসাদ্য বৎস জাগৃহি জাগৃহীতি করতলেনামৃশ্য নির্মঞ্ছনং যামি পর্য্যুষিতয়ৈব ক্ষুধা তিষ্ঠসি তদিদানীমুত্তিষ্ঠেতি সমুত্থাপ্য সুরভিসলিলেনাননকমলং ধাবয়িত্বাঙ্কমারোপ্য কনকভাজনোপনীতং নবনীতাদি দর্শ-

---

বেত্যর্থ ইতি শ্লেষেণ তমেবোক্তবতী ॥ ৭৯ ॥

পর্য্যুষিতয়া শ্বস্তনয়া ॥ ৮০ ॥

ভগবানের শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা! হাঁ, এ সত্য বটে। যশোদা বলিলেন, বৎস! এই সদ্যোজাত ঘৃত (হৈয়ঙ্গবীন) সেই ক্ষীরসাগর-হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই হেতু বিষের অবশিষ্ট অংশ ইহাতে (চন্দ্রে) লাগিয়াছে। দেখ, সকল লোকে ইহাকেই কলঙ্ক বলিয়া থাকে। অতএব গৃহোৎপন্ন ঘন-সদ্যোজাত-ঘৃত ভোজন কর, কিন্তু ইহাকে ভোজন করিও না। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কথা শুনিয়া লীলা-নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলেন। জননী যশোদাও কর্পূরচূর্ণের ন্যায় শ্বেত-বর্ণ মহামূল্য শয্যাতলে তাঁহাকে রাখিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করাই-লেন ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর পরদিবস যশোদা, সূর্য্য না উঠিতে উঠিতেই দধি নবনীত প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী লইয়া "বৎস! জাগ জাগ," এই বলিয়া হস্ত দিয়া গাত্রস্পর্শ করত কহিলেন, তোমার বালাই যাই, তুমি কল্য হইতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া রহিয়াছ, অতএব তুমি এখনই উঠ, এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উঠাইলেন এবং সুগন্ধ সলিলদ্বারা তদীয় মুখপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া ক্রোড়ে লইলেন। অবশেষে সুবর্ণপাত্রস্থিত নবনীত

য়িত্বা বৎস যদভিরোচতে তদশ্যতামিতি জনন্যা নিগদিতোঽভ্যাস-বশতস্ত্যক্তমপি পয়োধরমেব তস্যাঃ পাতুমারেভে ॥ ৮০ ॥

সা চ ক্ষণং পায়য়িত্বা বৎস নবনীতং তে প্রিয়মিদমশ্যতাং। মাতর্নাপরমিদমশ্নামি গতায়াং নিশায়াং মৃষা কথয়াহং নিদ্রাং গমিতোঽস্মি ক্ষুদ্বাধয়ৈব ময়া স্থিতং। বৎস কস্তদা চৌরয়িষ্যতি নবনীতং। মাত র্ময়া কদা তে চোরিতং নবনীতং মৃষা বদসীতি লীলাবালকেন তেন বাল্যলীলাপরিপাট্যা বহুনৈব প্রকারেণ জননী-মনোরঞ্জনমাততান ॥ ৮১ ॥

কদাচিদপি।

গোশালচত্বরতলে বিচরন্ দ্রবন্তং

জননী ইতি কর্তৃপদং ॥ ৮১ ॥

প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী দেখাইয়া বলিলেন, বৎস! তোমার যে দ্রব্যে অভিরুচি, তাহাই তুমি ভোজন কর। জননীর এই কথা শুনিয়া স্তন্য-পান ছাড়িয়া দিলেও কেবল অভ্যাসের গুণে আবার স্তন্যপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮০ ॥

যশোদা ক্ষণকাল স্তন্যপান করাইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি নবনীত অত্যন্ত ভাল বাস, অতএব ভক্ষণ কর। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মা! আমি আর তোমার কিছুই খাইব না। গতরাত্রে তুমি মিথ্যাকথা বলিয়া আমাকে নিদ্রিত করিয়াছিলে। আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া-ছিলাম। যশোদা বলিলেন, বৎস! তুমি নিদ্রা যাইলে কে তখন নবনীত চুরী করিবে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মা! আমি কবে তোমার নবনীত চুরী করিয়াছি, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। এইরূপে সেই লীলাবালক বাল্যলীলার পারিপাট্য দেখাইয়া বহু প্রকারে জননীর মনোরঞ্জন করিলেন ॥ ৮১ ॥

কখন বা তিনি গোশালার প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে ২ ধাবমান বৎসকে

বৎসং বিধৃত্য বিনিপাত্য নিজাঙ্কমূলে।
দোর্ভ্যাং বিগৃহ্য মুখমস্য মুখাম্বুজেন
চুম্বন্ ভিয়ঞ্চ কুতুকঞ্চ তনোতি মাতুঃ ॥
অঙ্গনে নিজগবাং ধৃতপুচ্ছস্তর্ন কে সপদি ধাবতি ধাবন্।
নগ্ন এষ তদনাবৃতমেব ব্রহ্মমূর্ত্তিমহরজ্জনচেতঃ ॥ ৮২ ॥
অঙ্কিতো নিজগবাঙ্গনপঙ্কৈঃ শঙ্ক্যতে মৃগমদৈরিব লিপ্তঃ।
পশ্যতাং নয়নয়োরভিরামঃ সুন্দরে হি কিমসুন্দরমাস্তে ॥ ৮৩ ॥
কদাচিদপি।
উষ্ণীষমীষদতিচারুনিবধ্য মূর্দ্ধ্নি

নিজগবামিতি টজভাবঃ। শূদ্রস্বামিকগোবধপ্রায়শ্চিত্তমিত্যাদি প্রাচাং বাক্যেন গোর-তঙ্কিতলুকীতি টচোঽনিত্যত্বজ্ঞাপনাৎ শ্রীব্রজরাজেন কৌতুকবশাৎ কৃষ্ণস্বামিকত্বেন কাশ্চন গাবঃ স্থাপিতা ইতি জ্ঞেয়ং। তর্ণকে বৎসে নগ্নো দিগম্বরঃ ॥ ৮২ ॥

পশ্যতাং সর্ব্বেষামেব ॥ ৮৩ ॥

কদাচিদপীতি, যাত্রোৎসবাদৌ। তমালপত্রং তিলকং। তমালপত্র-তিলক-চিত্রকাণি

ধরিয়া আপনার ক্রোড়ে ফেলিয়া বাহুদ্বয় দিয়া তাহার মুখ গ্রহণ করত আপনার মুখপদ্মদ্বারা তাহাকে চুম্বন করিতেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ জননীর ভয় এবং কৌতুক সম্পাদন করিতেন।

কখন বা গোষ্ঠের প্রাঙ্গণে আপনার গোদিগের পুচ্ছ ধারণ করি-তেন। বৎস যেমন পলাইয়া যাইত, তখন সেই শ্রীকৃষ্ণ উলঙ্গ হইয়া তাহার সহিত ধাবমান হইতেন। এইরূপে সেই অনাবৃত ব্রহ্মমূর্তি, লোকদিগের মনহরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥

কখন বা তিনি আপনার গোগণের অঙ্গিনার পঙ্ক দ্বারা আপনার দেহ লিপ্ত করিতেন। তাহাতে সকলেই বিবেচনা করিত, যেন শ্রীকৃষ্ণ আপনার দেহে কস্তূরী লেপন করিয়াছেন। তৎকালে যাহারা শ্রীকৃ-ষ্ণকে দর্শন করিত, তিনি সকলের চক্ষেই সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। যে হেতু, সুন্দর পদার্থে কি অসুন্দর আছে? ॥ ৮৩ ॥

কখন বা তিনি আপনার মস্তকে অল্পে অল্পে অতি সুন্দর উষ্ণীষ

মাত্রা বিশিষ্য পরিধাপিতপীতবাসাঃ।
গোরোচনারচিতচিত্রতমালপত্রঃ
স্নিগ্ধাঞ্জনাক্তনয়নো বহিরপ্যুপৈতি ॥ ৮৪ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনমবেক্ষ্য কুলোকদৃষ্টি-
র্মাভূদিহেতি কৃতলৌকিকমাতৃভাবং।
মাত্রা থু থূৎকৃতিদরক্ষরদাস্যচন্দ্র-
পীযূষবিন্দুভিরপূজি সুতস্য মূর্দ্ধা ॥ ৮৫ ॥
কণ্ঠে রুরো র্নখমনুত্তমহেমনদ্ধং
শ্রোণৌ মহার্হমণিকিঙ্কিণিদামবিভ্রৎ।
মন্দং পুরাদ্বহিরুপেত্য করোতি খেলা-
মাভীরনীরজদৃশাং ভবনাঙ্গনেষু ॥ ৮৬ ॥

বিশেষকমিতামরঃ ॥ ৮৪ ॥
ইহ শ্রীকৃষ্ণশরীরে ॥ ৮৫ ॥
রুরো র্ব্যাঘ্রস্য ॥ ৮৬ ॥

বন্ধন করিতেন। যশোদা বিশেষ করিয়া তাঁহাকে পীতবসন পরাইয়া দিতেন। গোরোচনা দ্বারা তাঁহার সুন্দর তিলক করিয়া দিতেন এবং স্নিগ্ধকজ্জল দ্বারা রঞ্জিতচক্ষে বাহিরেও আগমন করিতেন ॥ ৮৪ ॥

ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ইহার শরীরে যেন কুলোকদিগের দৃষ্টি না পতিত হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যশোদা লৌকিক মাতৃভাব ধারণ পূর্ব্বক অল্পে অল্পে নির্গলিত মুখচন্দ্রের সুধাবিন্দুর তুল্য থূৎকার দিয়া পুত্রের মস্তক পূজা করিলেন ॥ ৮৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠদেশে উৎকৃষ্ট সুবর্ণনিবদ্ধ ব্যাঘ্রনখ এবং কটিদেশে মহামূল্য মণিময় মেখলাদাম ধারণ করিয়া, ধীরে ধীরে নগর হইতে বাহিরে আসিয়া কমললোচনা গোপীদিগের গৃহপ্রাঙ্গণে গিয়া খেলা করিতেন ॥ ৮৬ ॥

অথ কদাচিৎ সকলা এব ব্রজযোষিতো জয়োষিতোদয়স্য সদয়স্য তস্য সতত বাল্যধার্ষ্ট্যকৌতুকং কৌতুকং নরং ন রঞ্জয়তি জয়তি বা ন কুত্রেতি মনসি ন সিদ্ধবেদনা বেদনায় তথাপি ব্রজ-রাজদারাণামুদারাণামুপজগ্মুরভ্যাসং ॥ ৮৭ ॥

আগত্য চ সহাসং সপ্রণয়ং সকৌতুকং কিমপি সমূচুঃ ॥ ৮৮ ॥

জয়েন উষিত উদয়ো যস্য তস্য যস্য উদয়ে বিজয়ঃ সদা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অতএব সন্ সদা বর্ত্তমানঃ শোভনো বা অয়ঃ শুভাবহো বিধির্যস্য তস্য যদ্বা সদয়স্য দয়াযুক্তস্য ঈদৃশ মধুরলীলা-বিষ্কারে লোকেষু তস্য দয়ৈব কারণমিতি ভাবঃ। কৌতু পৃথিব্যাস্তু কং নরং কং মনুষ্যমাত্র-মপি কিং পুনস্তাঃ পরমবাৎসল্য প্রেমবতীরিত্যর্থঃ কুত্র বা ন জয়তি অপি তু সর্ব্বত্রৈব জয়তি উৎকর্ষমেব প্রাপ্নোতি নতু সঙ্কোচমিত্যর্থঃ। ইতি অতএব হেতোঃ প্রতিদিন গব্যভাণ্ড-স্ফোটনাদিভিরপি তাঃ সিদ্ধবেদনাজাত পীড়া মনসি ন ভবন্তি কিন্তু কৌতুকার্থং মুখমাত্র এবেত্যর্থঃ। তথাপি মনসি পীড়িতা ইব বেদনায় তত্তদ্ধার্ষ্ট্যবিজ্ঞাপনায় ব্রজরাজদারাণাং শ্রীযশোদায়াঃ অভ্যাসং সমীপং ॥ ৮৭ ॥

সহাসমিতি ভাবি নিতান্তেত্যাদি সপ্রণয়মিতি লুম্পতি তং স্মিতেনেতি সকৌতুকমিতি দূরে স্থিতো গর্জ্জতীত্যাদি বিশেষবিচারেতু সর্ব্বত্রৈব সর্ব্বমিতি ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর কোন সময়ে সমস্ত ব্রজনারীগণ, বলিতে লাগিলেন, শ্রীকৃ-ষ্ণের অভ্যুদয়ে সকলেরই জয় হইয়া থাকে, অতএব ইহাঁর শুবাবহ বিধি সর্ব্বদাই বিদ্যমান। এই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং চাপল্য কৌতুক, পৃথিবীতে কোন্ মানবের না মনোরঞ্জন করিয়া থাকে? এবং এরূপ বাল্যলীলার কৌতুক কোথায় বা না উৎকর্ষ পাইয়া থাকে? এইরূপ প্রতিদিন তিনি ব্রজাঙ্গনাদিগের গব্যভাণ্ড ভাঙ্গিলেও তাঁহাদের মনে কোন বেদনা হইত না। প্রত্যুত তাহাতে তাঁহাদের আনন্দবৃদ্ধি পাইত। তথাপি ব্রজনারীগণ, শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ আচরণে বাহ্যিক যেন মনে মনে ব্যথিত হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই ধৃষ্টতা জানাইবার নিমিত্ত উদার চেতা ব্রজরাজপত্নী যশোদার নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৮৭ ॥

তাঁহারা আসিয়া হাস্য, প্রেম এবং কৌতুকের সহিত কিছু বলিয়া-ছিলেন_যথা—॥ ৮৮ ॥

অয়ি ব্রজরাজভাবিনি ভাবি নিতান্ত দুরন্তভাবোঽয়ং তব কুমারঃ। যদয়ং দ্বিপত্র এবাধুনাধুনান ইব ভুবনমবলমান সম্পল্লীলোঽপি পল্লীলোঽপি চরিতমভ্যস্যতি স্থিত্বা বা কিং বিধাস্যতি॥ ৮৯॥

তথাহি॥

অদুগ্ধ দুগ্ধেষু গবাং গণেষু নিপায়য়ত্যেষ বিমুচ্য বৎসান্।
সংভূয় ভূয়ঃ ক্রিয়তে যদা বা রোষস্তদা লুম্পতি তং স্মিতেন॥৯০
নিহ্নুত্য যত্নাদ্গহনান্ধকারে হৈয়ঙ্গবীনাদি সুরক্ষিতং যৎ।

ভাবী নিতান্তং দুরন্তো ভাবশ্চেষ্টা যস্য সঃ। কথমনুমীয়তে ইতি চেত্তত্র হেতুমাহুঃ। যদয়মিতি। দ্বিপত্র এবেতি বৃক্ষোপময়া। ন জানীমো জনিষ্যমাণানাং শাখাপল্লবপুষ্পফলাদীনাং কীদৃশমুদ্বেজকত্বং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ন বলমানা সম্পৎ সমৃদ্ধি র্যস্যাঃ তথা ভূতা লীলা যস্য সোঽপি পল্লীলোঽপি পল্লীং নগরং লুম্পতীতি তচ্চরিতং। স্থিত্বা বা ইত ঊর্দ্ধমিত্যর্থঃ॥ ৮৯॥

সংভূয় মিলিত্বা॥ ৯০॥

নিহ্নুত্য সংগোপ্য॥ ৯১॥

হে ব্রজরাজমহিষি! তোমার এই পুত্রের আচরণ ভবিষ্যতে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবে। তাহার কারণ এই, তোমার পুত্র এখন অত্যন্ত শিশু, যেন দুইটী পত্রযুক্ত বৃক্ষ। এখনই যেন ত্রিভুবন কাঁপাইতেছেন। না জানি ভবিষ্যতে যখন ইহাঁর শাখা, পল্লব এবং পুষ্পফলাদি জন্মিবে তখন কত কষ্টকর হইবেন। এই বালকের লীলাসমৃদ্ধি এখনও তত প্রবল হয় নাই। কিন্তু যাহাতে পল্লী উৎসন্ন হয়, আপনার পুত্র সেইরূপ কার্য্য অভ্যাস করিতেছেন। ইহার পরে ইনি যে কি করিবেন তাহা জানি না॥ ৮৯॥

দেখুন, ধেনুগণের দুগ্ধদোহন না হইলেও আপনার এই পুত্র, বৎসদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত দুগ্ধ পান করাইয়া দেন। যদি কেহ নিকটে আসিয়া কখনও ইহাঁর উপর কুপিত হয়, তখন আপনার এই পুত্র মৃদু-মধুর-হাস্যে তাহার সেই কোপ বিনষ্ট করাইয়া থাকেন॥৯০॥

নিবিড় অন্ধকারময়স্থানে ঘন সদ্যোজাত ঘৃত যদি গোপন করিয়া

প্রবিশ্য পশ্যন্ স্বমহঃ প্রকাশৈ স্তৎ সর্ব্বমানীয় বহিষ্করোতি ॥৯১

হেলালসং তৎ কিয়দেব ভুঙ্‌ক্তে
শাখামৃগান্ ভোজয়তে প্রকামং।
ন ভুঞ্জতে তে যদি তৃপ্তিমন্তো
ভূমৌ কিরত্যেব বিভিদ্য ভাণ্ডং ॥ ৯২ ॥

করালভ্যে পীঠং বিরচয়তি পীঠোপরি পুন-
স্তদূর্দ্ধং তচ্চান্যত্তদুপরি সমারোপ্য চরণৌ।
সমুদ্বাহুঃ শিক্যাদ্দধি চ নবনীতাদি চ হরন্
নিষিদ্ধশ্চেৎ কৈশ্চিৎ ক্ষিপতি সকলং তূর্ণমবনৌ ॥ ৯৩ ॥

শাখামৃগান্ বানরান্ ॥ ৯২ ॥
তদূর্দ্ধং তস্য পীঠস্য উর্দ্ধং উপরি অন্যচ্চ তৎপীঠং বিরচয়তি ॥ ৯৩ ॥

সযত্নে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও আপনার পুত্র সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া আপনার দেহপ্রভার তেজে দেখিতে পাইয়া, সেই সকল বস্তু আনয়ন করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥

তিনি লীলায় অলস হইয়া সেই সকল খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে অল্প-মাত্রই খাইয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য বানরদিগকে ভোজন করান। তাহারা যদি পূর্ব্বে খাইয়া পরিতৃপ্ত থাকে, এবং ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য না খায়, তাহা হইলে তখন তিনি ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া দেন ॥ ৯২ ॥

হাত বাড়াইয়া যাহা পাওয়া যায় না, সেই স্থানে পীঠ (পিঁড়ি) রাখিয়া, তাহার উপরে আর এক খানি এবং তাহার উপরে আর এক খানি পিঁড়ি রাখিয়া, তাহার উপরে চরণ যুগল অর্পণ করিয়া, উর্দ্ধবাহু হইয়া, শিক্য (শিকা) হইতে দধি এবং নবনীত প্রভৃতি চুরী করিয়া থাকেন। যদি কেহ নিবারণ করে, অমনি সকল খাদ্য সামগ্রী, শীঘ্র ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দেন ॥ ৯৩ ॥

ধৃতঃ কয়াচিদ্যদি কৌতুকেন বা
বিমোট্য পাণী সহসাপসর্পতি।
দূরে স্থিতো গর্জ্জতি তিষ্ঠ তিষ্ঠ ভো
দগ্ধ্বা গৃহং তাড়য়িতাস্মি বালকান্ ॥ ৯৪ ॥

চোর এষ ইতি কেনচিদুক্তঃ ক্রুদ্ধ এব নিগদত্যতিধৃষ্টঃ।
ত্বং হি চোর ইদমেব মদীয়ং গেহমস্য সকলং হি মমৈব ॥৯৫॥

বাস্তৌ লিপ্তে সুললিতমৃদা চিত্রিতে চারুচূর্ণৈ-
র্ধূলীপত্রাদিভিরশুচিভিঃ শুদ্ধিহানিং করোতি।
ত্বৎসান্নিধ্যেঽধিকসুচরিতেঽস্মাদৃশামালয়েষু
স্তেনো ধৃষ্টঃ প্রখরমুখরঃ ক্রোধনো গর্দ্ধনশ্চ ॥ ৯৬ ॥

কয়াচিৎ গৃহিণ্যা ॥ ৯৪ ॥
কেনচিৎ গৃহপতিনা অস্য গেহস্য গেহস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥
গর্দ্ধনো লোলুপঃ ॥ ৯৬ ॥

যদি কোন গৃহিণী কৌতুক করিয়া সেই সময়ে ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার হাত দুটী মুচড়িয়া দিয়া সহসা পলাইয়া যান। এবং দূরে থাকিয়া গর্জন করিয়া বলেন, ওগো! তুমি থাক থাক, আমি গৃহদগ্ধ করিয়া বালকদিগকে পীড়ন করিব ৷ ৯৪ ॥

যদি কেহ বলে, ইনি চোর, তখন অতি চপল এই বালক রাগ করিয়া বলেন, তুমিই চোর, এই গৃহ আমার, এবং গৃহস্থিত সকল বস্তুই আমার ॥ ৯৫ ॥

সুন্দর মৃত্তিকা দ্বারা গৃহ লেপন করিলে এবং মনোরম চূর্ণ দ্বারা ঐ গৃহ চিত্রিত করিলে, আপনার এই পুত্র, অপবিত্র ধূলি এবং পত্রাদি দ্বারা সেই গৃহ অপরিষ্কার করিয়া থাকেন। আপনার নিকটে অতিশয় সুশীল দেখিতেছেন, কিন্তু আমাদের গৃহে ইনি অত্যন্ত চপল, চোর, মুখর, ক্রোধী এবং লোভী ॥ ॥ ৯৬ ॥

ইত্যেবং ব্রজবনিতা নিতান্তমৃষা পরুষা রুষা গিরো যদি নিজগদুঃ ॥ ৯৭ ॥

জগদুৎসবকরোঽপি তদা তদালাপবৈয়র্থ্যং প্রতিপাদয়িতুং মৃষাশ্রুকলিলনয়নো নয়নোদাপরাদ্ধোঽপি রাদ্ধোঽপি ধাপয়িতুং তৎ সকলং স কলং ব্যাজহার ॥ ৯৮ ॥

অম্ব আসাং মধ্যে কস্যাশ্চিদপি স্নিগ্ধতা ন বর্ত্ততে ন বর্ত্ততেহ বচসি। সত্যমেতা অনৃতা অনৃতা চাসাং সমস্তানামেব ॥ ৯৯ ॥

নিতান্ত মৃষা অত্যন্তমিথ্যাভূতয়া রুষা রোষেণ পরুষা গিরো নিষ্ঠুরবাক্যানি ॥ ৯৭ ॥

মৃষা অশ্রুভিঃ কলিলে ব্যাপ্তে নয়নে যস্য সঃ। নয়নস্য নীতে র্নোদেন দূরীকরণেন হেতুনা অপরাদ্ধোরাদ্ধঃ অপরাধবান্ জাতঃ। তদপি অপি ধাপয়িতুং আচ্ছাদয়িতুং তৎ সকলং দধিচৌর্য্যাদি। স কৃষ্ণঃ কলং মধুরং ॥ ৯৮ ॥

নবা ঋততা সত্যতা ইহ বচসি অহৃগ্ধ ছুগ্ধেষু ইত্যাদি বাক্যে অনৃতাঃ অত্যন্তানৃতভাষিত্বেন অনৃতরূপা এতৈবতাঃ সত্যমিত্যর্থঃ। আসাং অনৃতা ন নৃতা মনুষ্যতা নাস্তি। অমানুষ্য এবৈতা ইত্যর্থঃ। বস্ত্বর্থোঽপি স সহসা আপতিত ইতি ॥ ৯৯ ॥

এই রূপে ব্রজনারীগণ নিতান্ত মিথ্যা কর্কশভাব ধারণ করিয়া, কোপ প্রকাশপূর্ব্বক যদিচ এই সকল বাক্য বলিল সত্য ॥ ৯৭ ॥

তথাপি তখন শ্রীকৃষ্ণ, জগতের আনন্দকারক হইলেও তাহাদের বাক্য মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত মিথ্যা রোদন করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করাতে অপরাধী হইলেও অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার প্রকাশ করিলেও সেই সকল দধি চুরী প্রভৃতি কার্য্য গোপন করিবার নিমিত্ত, তিনি মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥

মা! ইহাদের মধ্যে কোন নারীরও স্নেহ নাই, ইহাদের একটী বাক্যও সত্য নয়। সত্যই ইহারা মিথ্যাবাদিনী এবং ইহাদের সকলেরই মনুষ্যত্ব নাই ॥ ৯৯ ॥

যত আসামবালকেষু বালকেষু যে স্বভাব-ভাববত্তা তেন তদীক্ষণায় ক্ষণায় তু তয়া প্রত্যেকমাসাং নিশান্তে নিশান্তে সত্যেব ময়া গম্যতে ॥ ১০০ ॥

তদবলোচ্য বলোচ্যমানমিদমনৃতং বচো মা প্রতীহি মাতঃ পরমে মাতঃপরমেব বন্ধুদর্শনায় গন্তব্যমিতি ভিয়া রুদন্মুখং তনয়মঙ্কে কৃত্বা ব্রজেশ্বরী ব্রজযোষিতঃ সস্মিতাবহিত্থমব্রবীৎ। অয়ি মিথ্যাভাষিণ্য এব ভবত্যঃ অয়মেব সত্যবাদী তন্মৈবং নিরপরাধোহয়মস্মদ্বালকঃ পুনরুপালভ্যো ভবতীভিরিতি তাভিঃ সহ প্রীতি সংকথয়া ক্ষণমবস্থায় রোহিণীদ্বারৈব তাসাং বন্ধুসপর্য্যাং বিধায় চ

অবালং তরুণং কং সুখং যেভ্য স্তেষু স্বভাবেন নিসর্গেন ভাববত্তা প্রেমবত্তা তেন হেতুনা তেষাং ঈক্ষণায় ক্ষণায়তু তয়া উৎসবাধীনত্বেন নিশান্তে গৃহে নিশান্তে প্রাতঃকালে ॥ ১০০ ॥

বলেন উচ্যমানং হে মাতঃ হে পরমে পূজ্যে ইত্যাত্মনঃ সুচরিতত্বং ব্যজতে। অতঃ পরং

কারণ, ইহাদের যে সকল পুত্র আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই নবীনসুখ উৎপন্ন হয়। এই কারণে তাহাদের উপর আমার স্বাভাবিক ভালবাসা আছে। সেই কারণে তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত, আমি ক্ষণকাল অবশ হই সুতরাং আমি প্রভাত হইলে সত্যই ইহাদের প্রত্যেকের গৃহে গমন করিয়া থাকি ॥ ১০০ ॥

তাহাই দেখিয়া ইহারা বল পূর্ব্বক এই মিথ্যা কথা বলিতেছে, ইহাদের কথায় কিছুতেই বিশ্বাস করিও না, মা! তুমি আমার পরম পূজ্য, ইহার পর আর আমি বন্ধু দেখিতে যাইব না। এই বলিয়া ভয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের মুখ কাঁদ২ হইল, তখন পুত্রকে কোলে নিয়া ব্রজেশ্বরী,ব্রজাঙ্গনাদিগকে, ঈষৎ হাস্য এবং আকারগোপন পূর্ব্বক বলিলেন। ওগো! তোমরা সকলেই মিথ্যাবাদিনী, এই শ্রীকৃষ্ণই সত্যকথা বলিয়াছে। অতএব কিছুতেই ইহার দোষ নাই। কিন্তু তোমরা আমার পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছ, এই বলিয়া যশোদা তাঁহাদের সহিত স্নেহালাপ করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন এবং শেষে রোহিণী দ্বারা

বিসর্জয়ামাস ॥ ১০১ ॥

অথ নির্গতাসু তাসু কৃষ্ণজননী জননীতি-কোবিদা তনয়মঙ্কে নিধায় বৎস লোভবান্ ভবান্ নিজগৃহে জগৃহে যদতিচাপলং তদিহ শুশুভে শুভেনৈব পরসদনে হসদনেকং কর্ম্ম ন সুশোভ তে চরিতমিদং নাতিললিতং। নিজাঙ্গন এব খেল ইত্যুপদিশন্তী লালয়ামাস ॥ ১০২ ॥

তস্মিন্নেব সময়ে ব্রজরাজোঽপি তত্রৈবাগত্য বাগত্যধিকমাধুর্য্যেণ কিমপি তমপিহিতপ্রভাবমপি হিতপ্রভাবমাত্মজমাত্মজনসুহৃদং সংবোধ্য নিজগাদ ॥ ১০৩ ॥

ম্না এব গন্তব্যং। বন্ধুসপর্য্যাং তিলকাদিক্রিয়াং ॥ ১০১ ॥

জননাং নীতিষু কোবিদা। লোভবান্ লোভযুক্তঃ। অসৎ চৌর্য্যাদ্যনেকং কর্ম্ম হে সুশোভ তে তব ॥ ১০২ ॥

বাচাং অত্যধিকমাধুর্য্যেণ। আত্মজং সম্বোধ্য কিমপি নিজগাদেত্যন্বয়ঃ। অপিহিত আচ্ছাদিতঃ প্রভাবো যস্য তং। কিঞ্চ হিতাং প্রভাং কান্তিং অবতি রক্ষতীতি তং ॥ ১০৩ ॥

তাঁহাদের বন্ধুজনের সমুচিত তিলকাদি কার্য্য করিয়া বিদায় দিলেন ॥ ১০১ ॥

অনন্তর তাঁহারা চলিয়া গেলে জননীতি-পণ্ডিতা যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি লোভী হইয়া আপনার গৃহে যে অত্যন্ত চপলতা করিয়াছিলে, তাহা এই গৃহে ভাল করিয়া শোভা পাইয়াছে। কিন্তু বৎস! পরের গৃহে এ রূপ নানা প্রকার অসৎ কার্য্য, কখনই শোভা পায় না। হে সুন্দর! তোমার এ রূপ আচরণ কখনই ভাল নয়। তুমি আপনার প্রাঙ্গণে খেলা কর। এইরূপ উপদেশ দিয়া যশোদা লালনা করিতে লাগিলেন ॥ ১০২ ॥

সেই সময়ে ব্রজরাজও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পুত্রের প্রভাব আচ্ছাদিত রহিয়াছে। তথাপি হিতকর প্রভাধারণ করিতে ত্রুটি হয় নাই। তখন তিনি বাক্যের অত্যধিক মাধুরী অবলম্বন পূর্ব্বক, আত্মীয় জনের মিত্র, সেই পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ১০৩ ॥

এহ্যেহি বৎস পিতরেহি মমাঙ্কমূল-
মিত্যুক্ত এব জনকেন স মাতুরঙ্কাৎ।
আগত্য কণ্ঠমবলম্ব্য জুগুপ্সতে মাং
মাতা কথং বত মৃষেতি কলং জগাদ ॥ ১০৪ ॥

তদা তদাকর্ণ্য কিন্তদিতি পৃচ্ছতি ঘোষাধীশে ধীশেবধিরিব স আশ্চর্য্যবালোঽবলোচ্য মাতরং মাতরঞ্জসা ত্বমেব কথয়েতি নিজগাদ। সাচ ঘোষনারীণাং রীণাং মধুধারামিব কথিতাং কথাং কথিতবতী ॥ ১০৫ ॥

তব তীব্রতরাপরাধোঽয়ং যদনাগসি সততনয়ে তনয়ে মম

জুগুপ্সতে উপালভতে। কলং অতিমধুরং অস্ফুটঞ্চ বালত্বাদিতি ॥ ১০৪ ॥
পৃচ্ছতি সতি। ধীশেবধিঃ ধীনিধিঃ। হে মাতঃ অঞ্জসা শীঘ্রং। রীণাং ক্ষরিতাং রীঙ-শ্রবণে ইত্যস্মাৎ ॥ ১০৫ ॥
সততমেব নয়ঃ বিনয়ো নীতি র্বা যস্য তথা ভূতে মম তনয়ে বিষয়ে মৃষা দোষাসঞ্জনং দোষারোপ স্তস্য সংজননে উৎপাদনে কুতুকিনীনাং বচসি প্রত্যয়ঃ প্রতীতিরিতি। পর-

বৎস! এস এস, তুমি আমার কোলে এস। পিতার এইকথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীর ক্রোড় হইতে আসিয়া, পিতার কণ্ঠদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক মধুরস্বরে বলিলেন, মা আমাকে কেন মিথ্যা তিরস্কার করিতেছেন ॥ ১০৪ ॥

গোপরাজ নন্দ, তৎকালে তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিসের বিষয়। বুদ্ধির নিধিতুল্য সেই অপূর্ব্ব বালক, জননীকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। মা! তুমিই সত্য করিয়া সকল বিষয় বল। এই কথা শুনিয়া তিনিও গোপনারীদিগের নির্গলিত মধুধারার ন্যায় সেই পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন ॥ ১০৫ ॥

ব্রজরাজ নন্দ, মহিষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পুত্রের কোন অপরাধ নাই, ইহার আচরণও সর্ব্বদা ভাল দেখিতে পাই।

মৃষা দোষাসঞ্জন-সঞ্জননকুতুকিনীনাং গোপরমণীনাং পরমণীনাং দর্শনে সমৎসরাণামিব জনানাং বচসি প্রত্যয় ইতি মহিষীমবহিত্থয়া অনুযোজ্য তাত মদঙ্কমূল এব তিষ্ঠ মাপরমস্যা অঙ্কং গাঃ ॥ ১০৬ ॥

ইত্যুক্ত এব পিতুরঙ্কাৎ মাতুরঙ্কং জবেনারোহতি তনয়ে নয়েন তৌ দম্পতী এব জহসতুঃ ॥ ১০৭ ॥

তদনু দনুজদমনমাত্রা সহ সহর্ষ হসিতমেব কৃতপ্রকৃত প্রবৃত্তি-

মণীনাং পরকীয়রত্নানাং দর্শনে সমৎসরাণামিতি শ্রীকৃষ্ণপ্রোৎসাহনেন তাঃ প্রত্যস্থয়য়াচ স্বস্য অন্তরঙ্গতাদ্যোতনং যশোদায়াস্তু মাতৃস্নেহেঽপি তদ্দ্বয়াভাবাৎ বহিরঙ্গত্বজ্ঞাপনং অবহিত্থয়া অনুযোগশ্চেতি স্বাঙ্কমূলস্য রোচকত্বে হেতুত্রয়মিতি ॥ ১০৬ ॥

তর্হি তাতঃ সাঙ্ক এব বদ্ধা বা মাং রক্ষিষ্যতি তথা সতি মাতুরঙ্কে স্থাতুং ন প্রাপ্স্যামীত্যত ইদানীমেব বলাদিতোঽপস্থৃত্য তত্র যামীত্যেষ বাল্যস্বভাব জ্ঞাপকঃ কৃষ্ণস্য মনসি বিচার এব জবেন মাতুরঙ্কারোহণে হেতু র্জ্ঞেয়ঃ। নয়েনেতি বালকস্য নীতিরেবেয়মিতি জ্ঞাত্বে-ত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

কৃতা প্রকৃতা প্রস্তুতা প্রবৃত্তি র্বার্ত্তা যেন তস্য ভাবস্তত্তা তয়া প্রাস্তৌষীৎ প্রস্তাবম

যাহারা আমার এ রূপ সুশীল কুমারের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া কৌতুক প্রকাশ করিয়া থাকে, যে সকল লোক পরের রত্ন দেখিয়া যেন ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে, সেই সকল গোপাঙ্গনাদের বাক্য যখন তুমি বিশ্বাস করিয়াছ, তখন তোমারই নিতান্ত অপরাধ হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি আকারগোপন পূর্ব্বক মহিষীকে তিরস্কার করিয়া পুত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি আমার ক্রোড়ের মধ্যেই অবস্থান কর, তুমি অন্য কাহারও ক্রোড়ে যাইও না ॥ ১০৬ ॥

পিতার এই কথা শুনিবা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বাল্যনীতি অনুসারে যেমন সবেগে পিতার ক্রোড় হইতে মাতার ক্রোড়ে আরোহণ করিলেন, অমনি নন্দ এবং যশোদা উভয়েই বালকের আচরণ দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন ॥ ১০৭ ॥

তৎপরে ব্রজরাজ দৈত্যনিধনকারি শ্রীকৃষ্ণের জননী যশোদার সহিত

তয়া ব্রজরাজঃ কিমপি প্রাস্তৌষীৎ ॥ ১০৮ ॥

অয়মেক এব বহিরেতি ন প্রবলো বলোঽপি তেনোরুভয়োরুভয়োরেব নৈকাকিবিহারিত্বং সমীচীনমতঃ খেলাসহচরাঃ পরিচরণচতুরাঃ পরিচারকাশ্চ কল্পনীয়াঃ। যথামী সততমনয়োঃ সবিধচারিণো ভবন্তীতি বিচার্য্য কিয়ন্তো ধীসচীবাঃ কিয়ন্তো বালপরিচারকাশ্চ তদবধি তেন নিযুযুজিরে ॥ ১০৯ ॥

বালসহচরাস্তু প্রাগেব গৃহাদ্গৃহাদেব মিলিতবন্তঃ। এবং সবলঃ সবালসহচরশ্চ সবালদাসশ্চ ধীসচিবৈরুপলক্ষণত্বেনৈব

করোৎ ॥ ১০৮ ॥

বলোঽপি বলভদ্রোঽপি। উরুবী ভা কান্তি র্যয়োস্তয়োঃ। কল্পনীয়াঃ ময়া কল্পয়িতুমর্হাঃ।

ধীসচিবামন্ত্রী ধীসচিব ইত্যমরঃ ॥ ১০৯ ॥

উপলক্ষয়ন্তীত্যুপলক্ষণা স্তত্বেন রথ্যা প্রতোলী ॥ ১১০ ॥

সহর্ষে হাস্য করিয়া প্রস্তাবিত বিবরণের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১০৮ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ একাকীই কেবল বাহিরে খেলা করিতে গিয়া থাকে, কিন্তু প্রবল বলরাম যায় না। অতএব নিতান্ত প্রভাশালী এই কৃষ্ণ বলরামের একাকী খেলা করা উচিত নয়। সেই হেতু খেলার সঙ্গী পরিচর্য্যাকুশল কতক গুলি পরিচারক নিযুক্ত করা আবশ্যক। যাহাদিগকে নিযুক্ত করিব, তাহারা যেন সর্ব্বদা কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে বিচরণ করে। এইরূপ আলোচনা করিয়া ব্রজরাজ নন্দ, তদবধি কতিপয় মন্ত্রণাদাতা এবং কতিপয় বালক পরিচারক নিযুক্ত করিলেন ॥ ১০৯ ॥

বালক সহচরগণ, পূর্ব্বেই স্বস্ব গৃহ হইতে আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরাম, বালক সহচর এবং বালকভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন তিনি মন্ত্রণাদাতা অমাত্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছেন। গজেন্দ্রশাবক যেরূপ আপনার শুণ্ডাদন্ত দ্বারা নৃত্য করিয়া খেলা

বীক্ষ্যমাণঃ প্রতিপুররথ্যং ধূলীখেলাকৌতুকে করিবরকলভ ইব চপল-করদণ্ডতাণ্ডব-সমুদ্ধূত-ধূলীপটলেনাত্মানং পরঞ্চ ধূসরয়ন্ সহসংবাসতয়া শিশুতয়া চ নিঃসঙ্কোচমেব ব্রজবালিকা অপি সহ-খেলন্তীঃ সহচরবালক-সাধারণ্যেনৈব খেলয়া পরিতোষয়ন্ কদা-চিদপি তাভিস্তৈরপি কলহায়মানস্তা স্তানপি তাড়য়ন্ তাভিস্তৈশ্চ তাড়িতঃ কদাচিদ্ধসতি কদাচিৎ কুপ্যতি ন কুপ্যতি চ॥ ১১০॥

কদাচিদপি ধূলীভিরেব প্রাচীরপুরগৃহাদি নির্মিমীতে কদা-চিদপি পরনির্ম্মিতং ভনক্তি। তেঽপি তন্নির্ম্মিতং ভঞ্জন্তি। পুনরপি নির্ম্মিমীতে পুনরপি ভনক্তীত্যেবমবসরে দিবি দিবিষদস্তদেব কুতুকং

খে সুখে নিমিত্তে অলং অতিশয়েন খেলন্তং খমিন্দ্রিয়ে সুখে স্বর্গে ইতি বিশ্বঃ পক্ষে খে

করে, সেইরূপ তিনি, প্রত্যেক পুরের পরিসর ভূমিতে ধূলিখেলার কৌতুকে চঞ্চল বাহুদণ্ডের নৃত্য দ্বারা ধূলিরাশি উদ্ধূত করিয়া আপ-নাকে এবং অপরকে ধূলিধূসরিত করিতেন। একত্র অবস্থান এবং পর-স্পরের বাল্যকাল হেতু যে সকল ব্রজবালিকা, তাঁহার সহিত খেলা করিত, শ্রীকৃষ্ণ সহচর বালক বোধে, খেলা করিয়া তাহাদিগকেও তুষ্ট করিতেন। কখন ঐ সকল ব্রজবালিকা এবং ব্রজবালকদিগের সহিত কলহ করিয়া উহাদিগকে প্রহার করিতেন। কখন বা ঐ সকল ব্রজ-বালিকা এবং ব্রজবালকগণ, তাঁহাকে প্রহার করিত। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ, কখন বা হাসিতেন, কখন বা কোপ করিতেন এবং কখন বা কোপ করিতেন না॥ ১১০॥

কখন তিনি ধূলিরাশি দ্বারা প্রাচীর, পুর এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ করি-তেন। কখন বা তিনি পর নির্ম্মিত গৃহাদি ভাঙ্গিয়া দিতেন। কখন বা তাহারাও ইহাঁর গৃহাদি ভাঙ্গিয়া দিত। তিনি পুনর্ব্বার গড়িতেন, পুন-র্ব্বার ভাঙ্গিতেন। এই সময়ে দেবতারা স্বর্গে থাকিয়া এই লীলা দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিতেন। যাঁহার

পশ্যন্তো মনসি সকৌতুকং পরামমৃশুঃ। যদীয়ো ভ্রূভঙ্গঃ কতি ন জগদণ্ডানি শতশঃ প্রসূতে সম্পাতি ক্ষপয়তি ন তত্র প্রযততে। স এবায়ং ধূলীপুরগৃহবিনির্মাণরভসে ভৃশং শ্রান্তঃ স্বিন্নস্তদপি ন বিরামং রচয়তি। ইতি সপ্রমোদমালোকয়ন্তি স্ম। এবমতি-কালখেলয়া গৃহাগমনমপি বিস্মৃত্য রথ্যাসু খেলন্তং খেলন্তং বাল-সূর্য্যমিব তৎপুরপুরন্ধ্রয়ো মাতৃবদতিবৎসলাঃ সলালিত্যমভি-দধতি ॥ ১১১ ॥

এহ্যে হি লাল ললিতাঙ্গনমস্মদীয়ং
তত্রৈব খেল শিশুভিঃ কিয়দপ্যশান।
ইত্যুক্ত এব বিহসন্ মৃদুভাষতে হসৌ
নো যামি নাপ্যবসরো মম তাবদাস্তে ॥ ১১২ ॥

আকাশে অনন্তং শোভমানং তং ॥ ১১১ ॥
হে লাল লল ঈপ্সায়াং ঘঞ্ হে লালনীয় ইত্যর্থঃ। অশান ভুঙ্ক্ষ্ব ॥ ১১২ ॥

কটাক্ষে কতশত ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে থাকিতেছে এবং যাইতেছে। অথচ তাহাতে কোনও চেষ্টা নাই। তিনিই আজি ধূলি দিয়া নগর গৃহ প্রভৃতি গড়িতেছেন। তাহার জন্য নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতেছেন। তথাপি তাহা হইতে বিরত নহেন। এইরূপ প্রমোদভরে দেখিতে লাগিলেন। এই প্রকার অনেকক্ষণ খেলা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, গৃহে আসিতেও ভুলিয়া যাইতেন। পথে পথে খেলিয়া বেড়া-ইতেন। তিনি সুখের নিমিত্তই অত্যন্ত খেলিতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন আকাশে নবোদিত দিবাকর শোভা পাই-তেছেন। তৎকালে সেই নগরের পতিপুত্রবতী ব্রজনারীগণ, অত্যন্ত স্নেহপরতন্ত্র জননীর ন্যায় সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১১ ॥

বৎস! তুমি আমাদের সুন্দর প্রাঙ্গণে এস, তথায় শিশুদের সহিত খেলা কর এবং কিছু ভোজন কর। এই কথা বলাতে তিনি হাঁসিয়া মৃদুস্বরে বলিতেন, আমি যাইব না আমার একটুও অবকাশ নাই ॥ ১১২ ॥

ইত্যুক্তে সতি তাভিরপ্যতিশয়ং মাতৃবদতিশয়াগ্রহগ্রহিলাভিঃ প্রসভেন সভেন করকমলমাধৃত্য ধৃত্যনবস্থিততয়াততয়া স্বগৃহমানীয়-মানীয়মান-সৌভাগ্যোঽসৌ ভাগ্যোচিতয়ামজ্জন মার্জ্জনাদি সপর্য্যয়া পর্য্যয়াত-স্নেহয়া পরিচর্য্য স্নেহমর্য্যাদয়া দয়ালুভিঃ কিঞ্চিৎ সর-নবনীতাদ্যাশয়িত্বা সহ সহচরৈ র্গৃহায় প্রহীয়তে ॥ ১১৩ ॥

এবং খেলন্ কদাচিদনুরক্তায়া ব্রজভুবো মহিমানং বর্দ্ধয়ন্নিব জঠরগত-জগৎপাবনায়েব মৃদং ভক্ষিতবান্। তদথ বলোঽবলোক্য-

---

প্রসভেন হঠেন কীদৃশেন সভেন ভা শোভা তৎসহিতেন পরমবাৎসল্য প্রেমসূচকত্বাৎ কৃষ্ণে প্রসভস্যাপি সশোভত্বমেব ইত্যর্থঃ। ধৃতৌ ধৈর্য্য অনবস্থিততয়া আততয়া বিস্তৃতয়া। প্রেমভরেণ ধৈর্য্যং কর্ত্তুমসমর্থাভিস্তাভিরিত্যর্থঃ। মা শোভা তয়ৈব আনীয়মানং সৌভাগ্যং যত্র সঃ অসৌ। পরি সর্ব্বতো ভাবেনাপি অয়াতঃ প্রাপ্তএব স্নেহো যস্যাং তয়া। সরোদুগ্ধদধ্যাদিনামগ্রোবনভাগঃ ॥ ১১৩ ॥

পাকৈর্বালকৈঃ পোতঃ পাকোর্ভকোডিম্ভ ইত্যমরঃ। চরৈঃ সহৈব চপলমেব সত্বরমেব সত্বরং চপলং তূর্ণমিত্যমরঃ। হে মাতঃ সাম্প্রতং সাদ্যমানং দম্যমানং মানসং যস্য তথাভূত

সেই ধূর্ত্ত অথচ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ যখন এইকথা বলিলেন, তখন ব্রজনারীগণও অতিশয় মাতার ন্যায় আগ্রহাতিশয় দেখাইয়া ভালবাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রেমভরে অত্যন্ত অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণপূর্ব্বক আপনাদের গৃহে আনয়ন করিলেন। দেখিলেন, শোভাই যেন শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্য আনয়ন করিয়াছে। তখন তাঁহারা স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে স্নান মার্জনাদি বিবিধ পরিচর্য্যাদ্বারা এবং স্নেহপূর্ণ মর্য্যাদা প্রকাশ পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সদয়চিত্তে ক্ষীর সর নবনীত প্রভৃতি কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী ভোজন করাইয়া সহচর বৃন্দের সহিত তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিতেন ॥ ২১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে খেলাকরিতেন। একদা তিনি অনুরক্তা ব্রজভূমির মহিমা বাড়াইবার জন্যই যেন, এবং উদরস্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পবিত্রতা করিবার জন্যই যেন, মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর

কৃতসুকৃত পাকৈশ্চ পাকৈঃ সহচরৈঃ সহ চরৈরিব ভদ্রাভদ্রয়ো-শ্চপলমেব ব্রজেশ্বরীমাসাদ্য সাদ্যমানমানসো ন সাম্প্রতং মাতরেষ যন্মৃদমাদমাদত্তে চাস্মাকমপি বচনং চ নন্দয়তি তদদন এব লালসামিতি নিজগাদ ॥ ১১৪ ॥

সা চ তদা তদাশ্রুত্য শ্রুত্যসমঞ্জসং রুষা পরুষা পরয়া রয়া-নীতযষ্টিকয়া কয়াপি ভ্রুকুটিকুটিলয়াবলোকনমুদ্রয়া ভায়য়ন্তী কথমদান্ত মৃদমৎসি মৎসিতাদিকং ন লভ্যতে মৃদি কঃ স্বাদঃ ॥ ১১৫ ॥

নচ পরগৃহাপরাধবৎ প্রতারয়িতুং তারয়িতুঞ্চ স্বদোষমধুনা

এষ ন ভবতি। যদযন্মান্মৃদং আদ ভুক্তবান্। অস্মাকমপি বচনং মা ইতি নেত্যর্থে ন গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। নন্দয়তি বহুলীকরোতি ॥ ১১৪ ॥

শ্রুত্যোঃ কর্ণয়ো রসমঞ্জসং পরয়া রুষা পরুষা রুক্ষা। মৎ মত্তঃ সিতাদিকং শর্করাদিকং ॥১১৫॥

অগ্রজো যোঽগ্রবর্ত্তী ॥ ১১৬ ॥

তাহা দেখিয়া পুণ্যপরিনতচেতা এবং ভালমন্দের চর স্বরূপ সহচর বালকদিগের সহিত, বলরাম শীঘ্র ব্রজেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হইলেন পরে কহিলেন, মা ! এখনও এই শ্রীকৃষ্ণের মন বশীভূত হয় নাই, এখনও শ্রীকৃষ্ণ লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে। আমরা যতই বলি, কিছুতেই আমাদের কথা শোনে না। ঐ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই লালসা বৃদ্ধি করিতেছে॥১১৪॥

তখন যশোদা শ্রুতিকঠোর সেই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে-তাড়াতাড়ি করিয়া একগাছি যষ্টি আনয়ন করিয়া এবং ভীষণ ভ্রুকুটিক্ষেপে অবলোকন মুদ্রা দ্বারা ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, রে দুষ্ট ! কেন তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে ? আমার কাছে কি শর্করা প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য পাও না ? মৃত্তিকায় আস্বাদ কি ? ॥ ১১৫ ॥

তুমি পরের গৃহেতে যেরূপ অপরাধ করিয়াছিলে, তাহার ন্যায়

শক্ষ্যসি। তবাগ্রজো ঽগ্রজো যস্তব সহচরাশ্চ সর্ব্বে সাক্ষিণ ইতি জগাদ ॥ ১১৬ ॥

তদা জননীভিয়া কৃতাপহ্নবো ঽপরাদ্ধোপ্যনপরাদ্ধ ইব মৃষাশ্রু কলাকলিলনয়নো ঽনয়নোদায় মাত র্ন ময়া মৃদশিতা সর্ব্বে ঽমী মৃষা ভাষন্তে ॥ ১১৭ ॥

যদি ন প্রত্যেষি তদবলোকয় মে মুখমিতি যদয়মুবাচ।
তদা ব্যাদেহি বদনমিতি ব্রজরাজমহিষী নিজগাদ।

সমনন্তরমনন্তরহসি হসিতপুরঃসরং ব্যাদত্ত বদনে নিখিল সৌভগবতি ভগবতি-পারাবার বারপরিবারিত সপ্তান্তরীপাং তরীপারা-

অনয়নোদায় অনীতিদূরীকরণায়। অশিতা ভক্ষিতা ॥ ১১৭ ॥

পারাবারাণাং সমুদ্রাণাং বারেণ সমূহেন পরিবারিতাঃ সপ্ত অন্তরীপা দ্বীপা যস্যাং তাং তরী নৌকা পারাবারে তীরে আদি শব্দাত্তত্রস্থা মনুষ্যাদয়স্তৈ র্যুতানাং যুক্তানাং নদনদীনাং

এবারে প্রতারণা করিতে এবং নিজ দোষ ঢাকিতে সমর্থ হইবা না। তোমার অগ্রবর্ত্তী এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং সহচর সকল, এই বিষয়ে সাক্ষী আছে ॥ ১১৬ ॥

তখন জনীর ভয়ে আপনার দোষ গোপন করিতে লাগিলেন। অপরাধী হইলেও নিরপরাধীর ন্যায় মিথ্যা চক্ষের জলে নয়ন ভাসিয়া গেল। এই দুর্নীতি দূর করিবার প্রত্যাশায় বলিতে লাগিলেন, মা! আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই, ইহারা সকলেই মিথ্যা কথা বলিতেছে ॥ ১১৭ ॥

যদি তুমি না বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তুমি আমার মুখ দেখ। শ্রীকৃষ্ণ যখন এইকথা বলিলেন, তখন ব্রজরাজমহিষী বলিলেন, তুমি মুখব্যাদান কর। তাহার পরক্ষণেই অখিল সৌভাগ্য পূর্ণ এবং অনন্ত শক্তিময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, হাস্যসহকারে মুখব্যাদান করিলেন। মুখব্যাদান করাতে প্রথমে ভূলোক দর্শন করিলেন। ঐ ভূলোকের মধ্যে দেখিলেন অনন্ত সমুদ্র বেষ্টিত সাতটী দ্বীপ রহিয়াছে। নৌকা, উভ তীর এবং উভয় তীরস্থিত বিবিধ মানব সংযুক্ত নদনদীর গর্জনে ঐ

বারাদিযুত নদনদী নদনদীর্ঘাং সবনোপবনাং পবনান্দোলিতলতা তরু গুল্মাং মৃগ মৃগরাজ রাজমানমেরুলোকালোকাবধি বিবিধাচলামচলামখিল নাগনাগরীগণোপসেব্যমান নাগনায়কাদিমণ্ডিতং নাগলোকঞ্চ কঞ্চন ॥ ১১৮ ॥

নিখিলতারকা--গ্রহনক্ষত্রকৃত--দিনভোগং নভো গন্ধর্ব্বসিদ্ধকিন্নরচারণবিদ্যাধরাদি বিদ্যাধরাদি মুনিগণগণনীয়শোভং যশোভং নাকমপি কমপি মহর্লোকাদিকমন্যঞ্চ ন্যঞ্চদুদঞ্চজ্জীবনিকায়কায়মখিল

নদনেন গর্জ্জনেন দীর্ঘাং মৃগরাজঃ সিংহঃ অচলাং পৃথিবীং ভূর্লোকমিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

নিখিলৈ স্তারকাদিভিঃ কৃতো দিনস্য ভোগোজ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তো যত্র তথাভূতং নভঃ আকাশং ভুবর্লোকমিত্যর্থঃ। বিদ্যাধরাদয়ো যে বিদ্যানাং ধরা ধারকাঃ আদি মুনিগণাঃ মরীচ্যাদয় এতৈ র্গণনীয়া শোভা যত্র তং যশসাং তত্রত্য সম্বন্ধিনাং ভা দীপ্তি র্যত্র তং নাকং

ভূলোক অত্যন্ত দীর্ঘ। ইহার সর্ব্বত্র বন এবং উপবন সকল বিরাজমান। ইহার চারিদিকে পবন কম্পিত তরুলতা গুল্ম সকল অবস্থিতি করিতেছে। এবং মৃগ ও মৃগরাজ বিরাজিত সুমেরু এবং লোকালোক প্রভৃতি বিবিধ শৈলমালা ইহাতে বিরাজ করিতেছে। মুখের মধ্যে পাতালও দর্শন করিলেন। ঐ নাগলোকে নিখিল নাগবধূগণ,নাগ নায়কদিগকে সেবা করিতেছে তথা তাহা দ্বারা ঐ নাগলোক বিভূষিত ॥১১৮

ঐ মুখের মধ্যে অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক দর্শন করিলেন। ঐ অন্তরীক্ষের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত নিখিল তারা গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা দিনমানের ভোগ হইতেছে। পরে ঐ মুখে স্বর্লোক অর্থাৎ স্বর্গ দেখিতে পাইলেন। ঐ স্বর্গে সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর চারণ বিদ্যাধর প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যার আধার মরীচি অত্রি প্রভৃতি আদি মুনিগন শোভা পাইতেছেন এবং ঐ স্বর্গে স্বর্গবাসী লোকদিগের কীর্ত্তিজন্য শোভা প্রকাশ পাইতেছে। তৎপরে মহর্লোক প্রভৃতি লোক দেখিতে পাইলেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডও দর্শন করিলেন। কীটপতঙ্গ প্রভৃতি নীচ

মেব ব্রহ্মাণ্ডমাত্মানমাত্মনঃ পতিমাত্মনোঽপত্যং তমপি স ব্রজ-লোকমালোকয়ামাস ॥ ১১৯ ॥

আলোক্য চ কিময়ং মে ভ্রমঃ। কিময়ং মে স্বপ্নঃ। কিমিয়ং দেবমায়া। কিমিদমৈন্দ্রজালিকং কিমস্যৈব ভ্রামকঃ শক্তিবিশেষ ইতি নির্ণেতুমপারয়ন্তী রয়ং তীব্রমাপ মোহস্য ॥ ১২০ ॥

তদনন্তরং তদনন্তরংহসোঽস্য বৈভবমিতি বিজ্ঞায় বিজ্ঞা যত্নতোঽপি ন বিস্মরন্তী যদধীনতয়ানতয়া ময়েদমালোকিতং স

স্বর্গং অখিলমেব সমস্তমেব ব্রহ্মাণ্ডং। কীদৃশং ন্যঞ্চতাং কীটপতঙ্গাদীনাং উদঞ্চতাং ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং জীবনিকায়ানাং কায়া যত্র তং ॥ ১১৯ ॥

ইন্দ্রজালে ভবমৈন্দ্রজালিকং। মোহস্য তীব্রং রয়ং বেগং আপ প্রাপ্তবতী ॥ ১২০ ॥

অস্য বৈভবমিতি বিজ্ঞায়েতি নাহং ভ্রান্তা নাপি শয়ানা নাপি ক্বচিদপি দেবে সাপরাধা নাপ্যত্র কৈশ্চিদৈন্দ্রজালিকোঽস্তি কিঞ্চ মৎ পুত্রস্যাস্য নামকরণসময়ে পূর্ব্বসিদ্ধং যোগৈশ্বর্য্যমপি গর্গোক্তমিতি বিতর্কান্তে নিশ্চয়াদিতি ভাবঃ। তৎ বিশ্বদর্শনং অনন্তরংহসঃ অপারৈশ্বর্য্যবেগস্য বিজ্ঞা পণ্ডিতা আনতয়া আনম্রতয়া তদবলোকনেন বিশ্বদর্শনেন বৈ নিশ্চিতং ভবং মহেশঞ্চ। ইচ্ছন্তীচ পুত্রভাবমিতি তথাভূতৈশ্বর্য্যদর্শনেঽপীত্যতঃ পুত্রভাবস্য প্রাবল্যং দর্শিতং। তেন

জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি অত্যুচ্চ জীবগণও ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান আছেন। কেবল ব্রহ্মাণ্ড দর্শন নহে, ঐ মুখের মধ্যে আপনাকে (যশোদাকে) আপনার পতি নন্দকে, আপনার অপত্য শ্রীকৃষ্ণকে এবং ঐ ব্রজলোকও দেখিতে পাইলেন ॥ ১১৯ ॥

যশোদা পুত্রের মুখে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইহা কি আমার ভ্রমঃ? ইহা কি আমার স্বপ্ন? ইহা কি দেবমায়া? ইহা কি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার? ইহা কি কোন মোহিনী শক্তি বিশেষ? এইরূপে কিছুতেই নির্ণয় করিতে না পারিয়া নিতান্ত মোহবেগে পতিত হইলেন ॥ ১২০ ॥

তৎপরে পণ্ডিতা যশোদা বিবেচনা করিলেন, ইহা অনন্ত শক্তি সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণেরই বৈভব। ইহা জানিয়াও যত্নের ত্রুটি হইল না। কোন বিষয় বিস্মৃত হইলেন না। যাহার বশবর্ত্তী হইয়া আমি নত ভাবে এইরূপ বিষয় আলোচনা করিয়াছি, তিনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা। ঐ

এব মে শরণং। তদবলোকন কেনচনাদ্ভুতচরিতস্য তস্য তদ- লৌকিকং বৈভবং বৈভবঞ্চ মোহয়িতুং সমর্থমিতি জানতী তমেব সুতমেব সুতরামীশ্বরত্বেনাবগচ্ছন্তীচ্ছন্তী চ পুত্রভাবমুভয়োরেব ভয়োরেব মতিভরেণ ভুগ্না পূর্ব্বভাবং বিহায় চরম এব ভাবে প্রসজ্য পুনরঙ্কে নিধায় লালয়ামাস ॥ ১২১ ॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবিস্তারে মৃদ্ভক্ষণলক্ষণো নাম পঞ্চমঃ স্তবকঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

দেবক্যাঃ খলু ঐশ্বর্য্যভাবেন পুত্রভাবো বিলাপ্যতে বিরোধিত্বাৎ অস্যাস্তু পুত্রভাবেনৈব ঐশ্বর্য্যভাবো বিলাপ্যতে বলবতএব বাধকত্ব সম্ভবাদিতি ভাবঃ যুগপদেব উভয়োঃ ঈশ্বরভাব পুত্রভাবয়োর্যে ভে শোভে তয়োঃ এবং অনেন প্রকারেণ অতিভরেণ ভুগ্না রুগ্নাদয়োরেব কান্তি- চ্ছটাঘাতেন পীড়িতেত্যর্থঃ। পূর্ব্বভাবং বিহায়েতি তস্যাগন্তুকত্বেন দৌর্ব্বল্যাৎ। চরমে ইত্যস্য স্বাভাবিকত্বেন প্রাবল্যাৎ অত্র সমাহিতং শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং যথা তাদৃশ তদৈশ্বর্য্যশক্তিরেব তু স্বয়ম্বা তমালিঙ্গ্য বা তদভীষ্ট লীলারস সম্পাদনায় মাতরি কোপাচ্ছাদকভাবান্তরাপাদনেন তথা সর্ব্বমেবাস্যান্তর্বিদ্যতে ন কিমপি ভক্ষয়তীতি তদ্বচঃ সত্যাপনেন চ নিজপ্রভুমাহা- ত্ম্যায় বিস্ময়াদি দ্বারা মাতুস্তৎ প্রেমপোষায় চ বিশ্বং দর্শিতবতীতি ॥ ১২১ ॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং সুখবর্ত্তন্যাং পঞ্চমস্তবকসংগমনং ॥ * ॥

অপূর্ব্ব বিশ্ব দর্শন করিয়া স্থির করিলেন, আমার পুত্রের চরিত্র অদ্ভুত, এবং ঐ অদ্ভুত চরিত্র পুত্রের ঐ অলৌকিক বৈভব, নিশ্চয়ই মহাদেবকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে। ইহা বোধ করিয়া ঐ পুত্রকে সুতরাং ঈশ্বর বলিয়া অবগত হইলেন এবং এককালে ঈশ্বরভাব এবং পুত্রভাব এই উভয় প্রকার শোভার মধ্যে পুত্র ভাবই ইচ্ছা করিলেন। এই দুই বিষয়েই কান্তিচ্ছটার আঘাতে পীড়িতা হইয়া ঈশ্বর ভাব পরিত্যাগ করিলেন। কারণ, ঈশ্বর ভাব আগন্তুক বলিয়া দুর্ব্বল। অবশেষে তিনি চরমে পুত্র ভাব অবলম্বন করিয়া সহসা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ১২১ ॥

॥ * ॥ ইতি আনন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবস্তিারে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে মৃত্তিকাভক্ষণ নামক পঞ্চম স্তবক ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

অথ ষষ্ঠঃ স্তবকঃ ॥

অথৈবং শৈশবকলাকৌশলবান্ স বালভগবানেকদাঽনেক-দাসীগণেষু বিদ্যমানেষু বিদ্যমানেষু কার্য্যান্তরকরণায় নিযোজিতেষু

ভাণ্ডস্ফোটো দামবন্ধোঽর্জ্জুনমোক্ষঃ ফলক্রয়ঃ। বৃন্দাবনে প্রয়াণঞ্চ ষষ্ঠে বিস্তার্য্য বর্ণ্যতে। স বালভগবান্ মাতরং স্বয়মেব করপল্লবেন দধিমথনমাদধানাং বীক্ষ্য মন্থানদণ্ডমাদধারে-ত্যন্বয়ঃ। বিদ্যমানেষু দধিমথনার্থমেব তত্রাগত্য বর্ত্তমানেষু ময়ৈবাদ্য মথনীয়ং যুষ্মাভিঃ কার্য্যান্তরং ক্রিয়তাং ইতি নিযোজিতেষু মথনকর্ম্মত্যাজনএব তাৎপর্য্যং। কার্য্যান্তরেঽন্যাসাং বহ্বীনাং দাসীনাং তত্র তত্র সদা তৎ পরাণাং সদ্ভাবাদেবেত্যর্থঃ। তত্র তত্ত্যাজনে হেতুঃ বিদি তাদৃশ মথনেন তাদৃশ নবনীতোৎক্রমণজ্ঞানে বিষয়ে ন বিদ্যতে মানঃ সংমানো যেষাং তেষু। স্বসুতলোভ্য তাদৃশ নবনীতোৎক্রমণযোগ্যতা মহাচতুরাসু তাসু দাসীসু বর্ত্তমানাপি ন সম্ভাবিতা প্রেম চাপল্যাদেবেতি ভাবঃ। নমু জনিষ্যমাণং তস্যাস্তত্র মহাশ্রমং জ্ঞাত্বাপি দাসীগণেন ততঃ কিমিত্যপস্থতং তত্রাহ নিজাজ্ঞয়া জিতেষু পরাভূতেষু মৎশ্রমমালক্ষ্য বলা-

---

ষষ্ঠ স্তবকে ভাণ্ডভঞ্জন, রজ্জুবন্ধন, অর্জ্জুনমোচন, ফলক্রয় এবং বৃন্দাবনে গমন, এই সকল বিস্তার করিয়া বর্ণিত হইবে ॥ ০ ॥

অনন্তর এই রূপে বাল্যলীলার কৌশল দেখাইয়া সেই বালকরূপী ভগবান্, একদিন আপনার জননীকে স্বয়ং দধিমন্থন করিতে দেখিয়া মন্থানদণ্ড ধারণ করিলেন। যদিচ যশোদার অনেক দাসী ছিল এবং দধিমন্থনের জন্য তাহারা তথায় উপস্থিত ছিল,তথাপি তিনি সে দিবসে তাহাদিগকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যশোদা জানিতেন, যেরূপ মন্থন করিলে উৎকৃষ্ট নবনীত উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান এবং সমাদর ছিল না। এই কারণে আপনি তাহাদিগকে আজ্ঞা দিয়া পরাস্ত করিয়া ছিলেন। দাসীগণ, নিকটে থাকিলে পাছে আমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক

জিতেষু নিজাজ্ঞয়া ॥ ১ ॥

স্বয়মেব দামসমুৎকর্ষ--কর্ষণজনিত--পর্য্যায়--পর্য্যায়স্তেন চল-মরকতবলয়নটনটনঝঙ্কারমুখরেণাখরেণামলতরেণ মদকারণরণ দলি-দলিত কমলমলকারিণা করপল্লবেন মৃণালদণ্ডদণ্ডনপণ্ডিতেন ভুজ-যুগলেন চাঙ্গলতা গলতা শ্রমজলকণভরেণ নির্ভরেণ নির্ভরিতং ॥ ২॥

দেতা দাস্যএব মথিষ্যন্তি ইত্যাশঙ্ক্য তত্র তয়া স্থাতুমপি ন দীয়তে যাত যাতেতি মুহুর্বিস্বজ্যন্ত এব কিংকর্ত্তব্যং তাভিরিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

করপল্লবেন কথম্ভূতেন দাম্নাং সম্যগুৎকর্ষেণ যৎকর্ষণং আকর্ষণনবকর্ষণঞ্চ তস্য জনিতঃ পর্য্যায় পুনঃ পুনরাবৃত্তিস্তেন হেতুনা পরি সর্ব্বতো ভাবেন আয়স্তেন পরিশ্রান্তেন মদকারণেন মত্ততা রূপনিমিত্তেন রণন্তঃ গুঞ্জন্তোঽলয়ো ভ্রমরা যত্র তথাভূতং দলিতং প্রফুল্লদলং যৎ কমলং তস্যাপি মলকারিণা মালিন্যকারিণা অঙ্গলতায়া গলতা স্রবতা নির্ভরেণ অতিশয়েন নিঃশেষেণ ভরিতং পূরিতং যস্মাত্তদ্বথাস্যাত্তথা ॥ ২ ॥

কাড়িয়া লইয়া দধিমন্থন করে, এই আশঙ্কা করিয়াই তাহাদিগকে কৌশলে স্থানান্তরে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন ॥ ১ ॥

যশোদা আপনার যে করকমল দিয়া দধিমন্থন করিতে ছিলেন, তাহার শোভা অপূর্ব্ব। কারণ, স্বয়ংই তাহার রজ্জুর সম্যক উৎকর্ষ সহকারে বারম্বার আকর্ষণ করাতে ঐ করকমল অত্যন্ত ক্লান্ত হই-তেছে। কখন বা চঞ্চল মরকতমণির বলয়রূপ নটের নৃত্য ঝঙ্কারে ঐ করকমল প্রতিধ্বনিত। ঐ করকমল সুন্দর এবং অত্যন্ত নির্ম্মল। অধিক কি, মত্ততার কারণ থাকিলে অলিকুল গুঞ্জন করিয়া প্রস্ফুটিত কমলের উপর বসিলে যেরূপ শোভা হয়, তখন তাদৃশ কমলও উহার নিকট হারিয়া যাইতেছে। তৎকালে কৃষ্ণ জননীর বাহুযুগল, মৃণাল-দণ্ডকেও যেন দণ্ড দিতে লাগিল। তখন তাঁহার দেহলতা হইতে অবিরল ধারে শ্রম জল গলিত হইতে লাগিল, এবং সেই জলে আপনি অভিষিক্ত হইলেন ॥ ২ ॥

অলককুলাকুলায়মান-ভাল-ভা-ললিতং। পীবরকুচতটবিহার-হারলতান্দোলদোলৎকঞ্চুলিকং ॥ ৩ ॥

অমলতর শ্রুতিযুগল-গলদলাব-লাবণ্য-সুধাসুধারায়মাণ কর্ণ-ভূষামণি--কিরণমঞ্জরী-জরীজৃম্ভ্যমাণ--মাধুর্য্যধুর্য্যতর--ভুজশিরো-ভুজ-শিরোধিকং ॥ ৪ ॥

অধিকমঞ্জুল-পৃথুল-শ্রোণিভার-ভা-রমণীয়মণী-যমিত-রুণরুণায়-মান কাঞ্চিকাঞ্চিতং ॥ ৫ ॥

অলকানাং কুলৈরাকুলায়মানস্য ভালস্য ভা কান্তি র্ললিতা যতস্তৎ পীবরে কুচতটে বিহারো যস্যা স্তথা ভূতায়া হারলতায়া আন্দোলেন দোলন্তী কঞ্চুলিকা যতস্তৎ ॥ ৩ ॥

অমলতরাৎ শ্রুতিযুগলাৎ গলন্তী নিঃসরন্তী চ। অলাবং বিচ্ছেদরহিতং লাবণ্যং যস্থা-স্তথাভূতা চ সুধায়া অমৃতস্য সুষ্ঠু ধারায়মাণা চ যা কর্ণভূষাস্থমণীনাং কিরণমঞ্জরী তস্যা স্তয়া বা জরীজৃম্ভ্যমাণং অতিশয়েন প্রকাশমানং মাধুর্য্যং তস্য ধুর্য্যতরা অতিশয়েন ধারকা ভুজ-শির আদয়ো যতস্তং তত্র ভুজশিরসী স্কন্ধৌ ভুজৌ বাহুশিরোধিঃ কন্ধরা ॥ ৪ ॥

শ্রোণিভারস্য ভা কান্তি স্তয়া রমণীয়া চ মণীভি র্যমিতা জটিতা চ রুণরুণায়মানা চ যা কাঞ্চিকা তয়া অঞ্চিতং পূজিতং ॥ ৫ ॥

তখন তাঁহার ললাটদেশে চূর্ণকুন্তল রাশি আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে অত্যন্ত মনোহর শোভা প্রকাশিত হইল। তাঁহার স্থূলকুচতটে যে হারলতা সংলগ্ন ছিল, তাহার কম্পনে কঞ্চুলিকা (কাঁচুলী) দুলিতে লাগিল ॥ ৩ ॥

তাঁহার অতি নির্ম্মল কর্ণযুগল হইতে অবিচ্ছেদে লাবণ্যসুধা নির্গত হইতে ছিল, তদীয় কর্ণাভরণস্থিত রত্নরাশির কিরণমালা যেন ঐ সুধার প্রবাহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইহা দ্বারা তাঁহার স্কন্ধ-যুগল এবং গ্রীবাদেশ, অত্যন্ত মধুররসে সিক্ত হইয়া নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

তখন তাঁহার কটিভূষণ (চন্দ্রহার), অতিশয় মনোজ্ঞ অথচ স্থূল নিতম্বদেশের গুরুত্বপ্রভায় অত্যন্ত রমণীয় হইল এবং তিনিও মণিনিবদ্ধ ঐ রুণ রুণ শব্দযুক্ত মেখলাদামের প্রভায় নিতান্ত শোভিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

অতিশিথিল--কবরীকলাপ--কলাপ-বিস্রংসমান--সমান-কুসুম-নিকরাপদেশেন তিমিরনিকর-রম্যমাণ--তারাবতারাবনিকৃতশোভা-ভরং ॥ ৬ ॥

অতিবরবিবর বিব্রিয়মাণ দধিঘনঘোরঘোষোদধি-গর্গরীমুখসমু-চ্ছলদচ্ছল-দক্ষ-দধি-শীকরনিকরনিতান্তাকীর্ণ-স্বর্ণশাটিকান্তকান্তং ॥৭॥

স্বতনয়নয়নলোভনীয়-নবনবনীত-নীতমানসত্বেন মানসত্বেন দধি-

কলাপকলা ভূষণশিল্পবিন্যাসঃ। তারাণাং অবতারঃ অবতরণং পতনং যত্র তথাভূতায়া অবনেঃ পৃথিব্যাঃ কৃতঃ শোভাভরো যতস্তৎ ॥ ৬ ॥

অতিবরপৃথুলত্বাৎ অতিবরে বিবরে বিব্রিয়মাণো ঘনঃ সান্দ্রো ঘোরো ঘোষোদধিঃ শব্দ-সমুদ্রো যস্যাং তথাভূতায়া দধিগর্গর্য্যা মুখাৎ সম্যগুচ্ছলন্তো হ্যচ্ছলদক্ষা ন কস্যচিদ্ব্যাজে চতুরা-যে দধিশীকরনিকরাস্তৈর্নিতান্তং সন্ততং আকীর্ণঃ স্বর্ণশাটিকায়া অন্তঃ কান্তঃ কমনীয়ো যত-স্তৎ ॥ ৭ ॥

তাদৃশে নবনীতে নীতং প্রাপিতং মানসং যয়া তস্যা ভাবস্তত্বেন হেতুনা মানস্য মথনবৈশিষ্ট্যেন

তখন তাঁহার কবরীকলাপ অত্যন্ত শিথিল হইয়া গেল। সুতরাং সেই সঙ্গে অলঙ্কার শিল্প বিন্যাসও খসিয়া যাইতে লাগিল। কবরীচ্যুত অল-ঙ্কাররাশির ন্যায় সমানভাবে পুষ্পশ্রেণীও তাহা হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ কবরীভ্রষ্ট অলঙ্কার এবং পুষ্পরাশিচ্ছলে যেন তিমির পুঞ্জের মধ্যে রমণীয় তারা সকল নিপতিত হইয়া পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

যশোদা যে দধিগর্গরীতে (দধিভাণ্ডে) মন্থন করিতে ছিলেন, তাহার মুখবিবর অতিশয় প্রশস্ত ছিল এবং তাহা হইতে গম্ভীর অথচ ভীষণ শব্দসমুদ্র উত্থিত হইতে লাগিল, ঐ দধিগর্গরী হইতে যে সকল দধিবিন্দু উচ্ছলিত হইতে ছিল, তাহারা অকপট দক্ষ অর্থাৎ নির্ব্বাধ ছিল এবং তৎসমুদায় দ্বারা যশোদার স্বর্ণখচিত মনোহর শাটিকার প্রান্তভাগ নিতান্ত পরিব্যাপ্ত হইল ॥ ৭ ॥

তখন যশোদার মন, নিজপুত্রের নয়নলোভনীয় নবীন নবনীত বিষয়ে

মথনমাদধানাং মাদধানাং বীক্ষ্য মাস্তরমাতরলহৃদয়ো বিরচিতপয়োধররসাকাঙ্ক্ষাকাঙ্ক্ষামতামতামভিনীয় কুরু বিলম্বং মা মথনতো মা মথ ন তোদয় দেহি মে স্তনরসমিতি সকলজনমনোমন্থা মন্থানদণ্ডমাদধার ॥ ৮ ॥

তদপহায় সমনন্তরমনন্তরমণীয়-চরিতমতিকোমলং বালকং লম্বালকং তমঙ্কে নিধায় স্তনরসং পায়য়ন্ত্যাং মাতরি মাতরিশ্বনা-

---

বিলক্ষণনবনীতোত্থাপনে অহমেব চতুরাস্মীত্যেবং লক্ষণগর্ব্বস্য সত্ত্বেন বিদ্যমানত্বেন। মাদস্য হর্ষস্য ধানং ধারণং যস্যা স্তাং। ক্ষামতাং ক্ষুধাক্ষীণতাং মথনতো হেতো র্মা কুরু বিলম্বং অতএব মা মথ মথনং মাকুরু। মথি বিলোড়নে ইতি ভৌবাদিকঃ। ন তোদয় ন দুঃখং দাপয় অন্যথা ভাণ্ডাদিস্ফোটনেনাপি ত্বামুদ্বেজয়িষ্যামীতি ভয়প্রদর্শনং। সর্ব্বমিদং তস্যাঃ প্রেমপোষকমেব। মনোমন্থা ইতি কর্ত্তরি অসুনন্তং ॥ ৮ ॥

তদপহায় দধিমথনং ত্যক্ত্বা। মাতরিশ্বনা পবনেন। আলয়াস্তিকে বাসগৃহনিকটে অস্তিকা চুল্লী অধিশ্রয়ণী চুল্লিরন্তিকেত্যমরঃ। তস্যা বদনে আধিশ্রিতা আরোপিতা পয়ঃস্থালী দুগ্ধপাক-

---

ধাবমান হওয়াতে এবং আমিই এই কার্য্যে নিপুণ, এইরূপ গর্ব্ব প্রকাশ পাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ, জননীকে এই রূপে দধিমন্থন করিতে এবং মন্থনহর্ষে নিমগ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। শ্রীকৃষ্ণ, মাতার স্তন্যদুগ্ধ পান করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেবল ইচ্ছা করা নহে, জননীর নিকটে ক্ষুধার ক্লেশ জানাইতেও ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে বলিতে লাগিলেন, মা! আর তুমি মন্থন জন্য বিলম্ব করিও না, আর তুমি আমাকে দুঃখ দিও না, তুমি আমাকে স্তনদুগ্ধ দান কর, নচেৎ আমি তোমার এই সকল ভাণ্ডাদি ভাঙ্গিয়া তোমাকে উদ্বিগ্ন করিব। এইরূপে সকল লোকের হৃদয় মথনকারী শ্রীকৃষ্ণ, জননীর সেই মন্থানদণ্ড গ্রহণ করলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর যশোদা, সেই দধিমন্থন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন। দেখিলেন, পুত্রের চরিত্র অত্যন্ত অদ্ভুত, পুত্র নিতান্ত কোমল প্রকৃতি এবং পুত্রের চূর্ণকুন্তল সকল লম্বিত হইয়াছিল। তখন তিনি পুত্রকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে

ক্ষুভিতদহনজ্বালয়ালয়ান্তিকান্তিকাবদনাধিশ্রিতপয়ঃস্থালী স্থালীন-পয়ঃসমুচ্ছ্বসনবেগমবলোক্য তদুৎপলনাশঙ্কয়া কয়াচন--ভবনোদরে তনয়োপবেশমীহিত্বা হিত্বা চ তং প্রযাতবত্যাং মাতরি ॥ ৯ ॥

কৃতমনোহরুষা রুষা তত উত্থায় ত্বরিতমেব শিলাশকলেন দধিগর্গরীং বিভিদ্য বিভিদ্যমানমনাঃ রোষভয়াভ্যাং সর্ব্বতঃ সরী-সৃপ্যমাণ--মথিতধারাধৌতে প্রঘনতলে ভবনান্তরংগতো রঙ্গতো

পাত্রং তত্রস্থস্য আলীনস্য পয়সঃ সম্যগুচ্ছ্বসনং সমসমৎকারেণ পৃথুলীভবনং তস্য বেগমব-লোক্য তস্য পয়স উৎপলনাশঙ্কয়া ॥ ৯ ॥

তদ্ভক্ষ্যবস্তন্যপি কাপ্যপেক্ষ্যা ময়া পুনঃ সোঽপি সমেত্যুপেক্ষ্যতাং। প্রেম্নো বিচিত্রা-পরিপাট্যাদীরিতা বোধ্যা তথা প্রেমবতীভিরেব যা। অত্র দুগ্ধাবর্ত্তনকারিণ্যোদাস্যোঽপি তত্রা-বিচক্ষণতা দোষারোপেণ পূর্ব্ববদহমেব স্বতনয়ভক্ষণীয়ং দুগ্ধমাবর্ত্তয়িতুং জানামীত্যভিমানেন তয়া বিসর্জ্জিতা এবেতি জ্ঞেয়ং। রুষা ক্রোধেন হেতুনা কীদৃশ্যা কৃতমনো ব্রণয়া ব্রণোঽস্ত্রিয়া-মীর্মমরুরিত্যমরঃ। রোষভয়াভ্যাং বিশেষেণ ভিদ্যমানং মনো যস্য সঃ। ততশ্চ প্রঘনতলে

যশোদা, বাসগৃহের নিকট্ চুল্লীর মুখে দুগ্ধস্থালী রাখিয়া এবং তাহাতে দুগ্ধ দিয়া জ্বাল দিতে ছিলেন। অকস্মাৎ পবনভরে প্রবল বেগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহাতে দুগ্ধস্থালীস্থিত দুগ্ধও উচ্ছলিত হইল। সোঁ সোঁ রবে যখন দুগ্ধ ফুলিয়া উঠিল, তখন তিনি তাহার বেগ দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এখনই দুগ্ধ উৎপলিত হইবে অর্থাৎ উথলিয়া উঠিবে, এইরূপ কোনও এক আশঙ্কা করিয়া গৃহের মধ্যে পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া যশোদা প্রস্থান করিলেন ॥ ৯ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের এরূপ ক্রোধ হইল যে, তাহাদ্বারা তাঁহার মর্ম্ম-পীড়া ঘটিল। এই কারণে তিনি উঠিয়া শীঘ্রই প্রস্তরখণ্ডদ্বারা দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহা ভাঙ্গিয়া তাঁহার মনও ক্রোধে এবং ভয়ে অভিভূত হইল। দধিভাণ্ড ভগ্ন হওয়াতে চারিদিকে যে মথিত দধিপ্র-বাহ বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা প্রকোষ্ঠতল ধৌত হইল। পরে

বিজনগতং জনগতং চ যন্ন ভবতি তদপি হৈয়ঙ্গবীনং নবীনং নব-প্রযত্নেন সমুত্তার্য্য কিয়দশিত্বা কিয়দবচিন্বানোঽন্বানোদিত-কোপ-স্তদাদায় যাবজ্জননী নায়াতি তাবদেব দেবদেবেন্দ্রাদিবন্দিতচরণো জননীভিয়াঽভিযাতঃ ॥ ১০ ॥

পলায়ন-সপক্ষ-পক্ষদ্বারেণ নিষ্ক্রম্য বহিরঙ্গনে রঙ্গনেয়চরিতো ঽবহনন সময়ান্য সময়ান্যথা ভূতাবস্থিতেরুদূখলস্য খলস্য নিহন্তা

তথাভূতে সতি। অবচিন্বানঃ তত্তৎ পাত্রেভ্যোঽগ্রমগ্রং ভাগমুত্থাপয়ন্ তৎনবনীতং আদায় গৃহীত্বা কীদৃশঃ। অনু তদনন্তরং আ সম্যক্ প্রকারেণ নোদিতঃ দূরীভূতঃ কোপো যস্য সঃ কোপস্য স্বকার্য্যনাশ্য স্বরূপত্বাৎ। যদুক্তং কামস্যান্তন্ত ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং ক্রোধস্যৈতৎফলোদয়া-দিতি আঙা দধি গর্গরীভেদনে সত্যপি পূর্ব্বং কোপশেষ আসীদিতি দ্যোতিতং ॥ ১০ ॥

পলায়নস্য সপক্ষং সহায়যুক্তং পক্ষদ্বারং খিড়্কীদ্বার ইতি খ্যাতং তেন পক্ষঃ সহায়েঽপী-ত্যমরঃ। রঙ্গে নাট্যাদিস্থলে নেয়ং অভিনেতুং যোগ্যং চরিতং ভাণ্ডস্ফোটনপলায়নাদিকং

তিনি রঙ্গ করিয়া সেই গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করিলেন। যে সদ্যো-জাত ঘন এবং নূতনঘৃত নির্জনে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা যত ক্ষণ না প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যে তিনি সেই নবীন সদ্যোজাত ঘনঘৃত, নূতন চেষ্টায় তুলিয়া লইয়া এবং তাহার কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়া এবং তাহার অগ্রভাগ, তত্তৎ পাত্র হইতে তুলিয়া লইলেন। সেই সময়ে তাঁহার ক্রোধ একেবারে অপসৃত হইয়া যায়। অবশেষে সেই নবনীত গ্রহণ করিয়া লইলেন। যে ক্ষণের মধ্যে তাঁহার জননী না আসেন, তাহার মধ্যেই দেব এবং দেবেন্দ্রগণের পূজ্যপাদ হরি, জননীর ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১০ ॥

পলায়নকালে পক্ষ অর্থাৎ খিড়কীদ্বার তাঁহার সহায় হইয়াছিল। সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া বাহিরের উঠানে আগমন করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের ভাণ্ডস্ফোটন এবং পলায়নাদি কার্য্য, নাট্যশালায় অভিনয় করিবার উপযুক্ত হইয়াছিল। হায়! সেই খলনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ, যে-কালে ঐ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন, সেই সময়ে, অন্য সময়ে যাহার মুখ অধোমুখ হইয়া থাকে, সেই উদূখলের পৃষ্ঠ অবলম্বন করিয়া, জননীর

হস্তাবলম্ব্য পৃষ্ঠং চকিত চকিত এব শাখামৃগশাবকান্নবকান্নবনীতং তদাশয়ন্নবতস্থে ॥ ১১ ॥

অথ পয়ঃস্থালীমবতার্য্য তার্য্যমাণজগজ্জনা নিজসৌভাগ্যেন ভাগ্যেন কেনাপি লব্ধ-তাদৃশ-তনয়ানয়াসাদিত-যশোভারা যশোভা-রামণীয়কবতী-তনয়মঙ্কে কর্ত্তুমুপসীদন্তী চ যথা স্থানমবস্থাপিত-মনালোক্য ক্ক গত ইতি তমনুসন্দধতী দধতী চ মনসি খেদং বীক্ষ্য চ পুরতো ভগ্নদধিগর্গরী--গরীয়ো-২গণিত--মথিতধারাধবলিতবলিত

যস্য সঃ। অবহননসময়াদন্যস্মিন্ সময়ে অন্যথা ভূতা অধোমুখতয়া অবস্থিতি র্যস্য তস্য পৃষ্ঠমবলম্ব্য চকিত চকিত ইতি মাতুরাগমনবর্ত্মনি দত্তনেত্রতয়া সাবধান ইত্যর্থঃ। আশ-য়ন্ ভোজয়ন্ ॥ ১১ ॥

যশশ্চ ভা কান্তিশ্চ তাভ্যাং রামণীয়কবতী। নোদরংহসা নিঃক্ষেপবেগেন শকলিতানাং খণ্ডি-তানাং কর্পরাণাং পরঃশতঞ্চ বীক্ষ্য পরঃশতাদ্যা স্তে যেষাং পরাসংখ্যা শতাদিকাদিত্যমরঃ।

আসিবার পথে চক্ষু রাখিয়া অতি সাবধানের সহিত, সেই স্থানস্থিত যাবতীয় নবীন কপিশাবকদিগকে সেই নবনীত ভোজন করাইয়া অব-স্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর দুগ্ধস্থালী নামাইয়া এবং আপনার সৌভাগ্যে সমস্ত জগন্নিবাসী মানবদিগকে যিনি উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন সেই যশোদা তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ঐরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও অপূর্ব্ব ভাগ্যের ফলে ঘটিয়াছিল। সুতরাং তিনি সুনীতি সহকারে কীর্ত্তিকলাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধিক কি, যশ এবং কান্তিচ্ছটা, যশোদার দেহে সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিত, তাহাতে আরও তাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইত। তখন তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন এবং যথাস্থানস্থিত পুত্রকে না দেখিয়া অত্যন্ত বিষা-দিত হইলেন। পুত্রের অনুসন্ধান এবং মনে খেদ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে দধিভাণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, তাহার গুরুতর অথচ অগ-ণিত মথিতধারায় গৃহের মধ্যস্থল নিতান্ত শ্বেতবর্ণ এবং পিচ্ছিল হই-

পৈচ্ছিল্যং ভবনোদরং নোদরংহসা শকলিত-কর্পর পরঃশতঞ্চ কিমিদমহো অকস্মাৎ কস্মাৎ ভগ্নেয়ং দধিগর্গরীতি রীতিনির্ণয়ং কর্ত্তু মশক্নুবানা শিলাশকলাকলনেন তস্যৈবেদং দুর্ললিতমিতি নাসিকাশিখরনিহিত-ললিত-বামতর্জ্জনীকং ক্ষণমবলোকয়ন্তী স্ময়-মানা ॥ ১২ ॥

স্ময়-মানাভ্যামপি সমবদাত-হৃদয়া দয়ালুরপি কৃতকৃতক প্রতি-ঘাঽপ্রতিঘাত মহসো মহসোঽনূয়মান মানস্য তস্য সুতস্যান্বেষণায়

অশক্নুবানা. ইতি তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশিতি চানশ্। শিলাশকলস্য শিলাখণ্ডস্য আকলনেন দর্শনেন লিঙ্গেন ॥ ১২ ॥

মুগ্ধস্য শিশোরপি কথমীদৃশী প্রগল্‌ভতাভূদিতি স্ময়ো বিস্ময়ঃ। ময়ি সর্ব্বত্র মহা-সাবধানায়াং সত্যামপ্যেবং কর্ত্তুমশকদিতি মানোঽহঙ্কারস্তাভ্যাং হেতুভ্যাং সত্তামপি সম্যগব-দাতং শুদ্ধং হৃদয়ং যস্যাঃ সা। কৃতা কৃতকা কৃত্রিমা প্রতিঘা ক্রোধো যয়া সা প্রতিঘা রুট্ ক্রুধৌ স্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। নাস্তি প্রতিঘাতো যস্য তন্মহো যস্য তস্য। মহে লীলাচৌর্য্যাদ্যুৎসবে

য়াছে এবং নিক্ষেপের বেগে চূর্ণীকৃত হইয়া শতাধিক কর্পর (খাপরা) শ্রেণী পড়িয়া আছে। হায়! অকস্মাৎ এ কি ঘটিল? কেন এই দধিগর্গরী ভাঙ্গিয়া গেল? এইরূপ চিন্তা করিয়াও যশোদা ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিন্তু শিলাখণ্ড দেখিয়া স্থির করিলেন যে, ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দুষ্কার্য্য। তখন তিনি আপনার নাসিকার অগ্রে সুন্দর বামতর্জ্জনী রাখিয়া, ক্ষণকাল তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ১২ ॥

শিশুরও কি রূপে এমন ধৃষ্টতা ঘটিল, ইহাতে যশোদার বিস্ময় জন্মে এবং আমি সকল স্থানে এ রূপ সতর্ক হইলেও সে কি করিয়া এ রূপ কার্য্য করিতে পারে, এইরূপে যশোদার মনে মনে অহঙ্কারও ছিল। এই বিস্ময় এবং অহঙ্কার থাকিলেও যশোদার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল। তখন তিনি কেবল কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন, ভাবিলেন, পুত্রের তেজোমহিমা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত এবং লীলাচৌর্য্যাদি-উৎসবে আমার পুত্রের গর্ব্ব বা বুদ্ধি নিয়তই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যদা বহিরিয়ায় ॥ ১৩ ॥

তদৈব তামালোক্য সহসা সহ সাধ্বসেনোত্থিতা চপলা পলায়নপরা। পরাক্রমেণ ক্রমেণ সজবং ধাবমানাঽবমানা শঙ্কমানা সঙ্কোচন শ্যামলাস্তনন্ধয়ী মোহনদেবতা ত্বরিতমনুধাবন্ত্যা জনন্যা জনন্যায় বিদাপি নিজগাদ। জগদেকধূর্ত্তমাধাব মাধাবেতি ॥ ১৪ ॥

সচ পলায়মানো মানোন্নতমনা মনাগ্বিবর্ত্তিত গ্রীবমায়াতি ন বেত্তি নবেঽতিভয়ে মাতরমাতরলিত মনসমাধাবমানাং মাধাবমানাঙ্গীমালোক্য ধাবতি স্ম ॥ ১৫ ॥

সোঽয়মানো মানো জ্ঞানং গর্ব্বো বা যস্য তস্য ॥ ১৩ ॥

জনন্যায়বিদা জনন্যা জনানাং ন্যায়ং নীতিং বেত্তীতি তয়া ॥ ১৪ ॥

মানেন বাম্যেন উন্নতং মনো যস্য সঃ। আয়াতি নবা আয়াতি মাতা ইতি নবে নূতনেঽতিভয়ে সতি মা শ্রীস্তয়া ধাবমানানি নির্ম্মলান্যঙ্গানি যস্যাস্তাং মাতরমালোক্য ॥ ১৫ ॥

তখন যশোদা পুত্রকে অন্বেষণ করিবেন বলিয়া বাহিরে আসিলেন ॥১৩

যে সময়েই যশোদা বাহিরে আসেন, তখনই সেই শ্যামবর্ণা, স্তন্যদুগ্ধপানপ্রবৃত্তা কোনও মোহিনী দেবতা (কৃষ্ণ) হটাৎ জননীকে দেখিয়া সভয়ে উঠিলেন, চঞ্চল হইলেন এবং পলাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বিক্রমের সহিত অপমান আশঙ্কা করিয়া সবেগে ধাবমান হইলেন। তখন মানবচরিত্রকুশলা জননীও দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। হে জগতের একমাত্র ধূর্ত্ত! তুমি দৌড়িও না দৌড়িও না ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মন মানে উন্নত ছিল। তখন তিনি পলাইতে পলাইতে অল্পে অল্পে গ্রীবা ফিরাইতে লাগিলেন। মা আসিবেন কি না আসিবেন, এই নূতন ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। তখন তিনি দেখিলেন, জননীর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, সৌন্দর্য্যে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নির্ম্মল হইয়াছে এবং পশ্চাৎ আসিতেছেন, দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধাবমান হইলেন ॥ ১৫ ॥

ততশ্চ ॥

ধাবং ধাবমতিত্বরং সচকিতঃ পশ্যন্মুহুর্মাতরং
গ্রীবাভঙ্গমনোহরং তরলিতে পশ্চাদ্দৃশৌ বিক্ষিপন্।
স্তোভক্ষুব্ধতয়া ন ধাবিতুমলং যাবত্তদা কাতরঃ
শীতঃ শীতলয়াঞ্চকার কৃতকক্রোধং জনন্যা মনঃ ॥ ১৬ ॥

সাপ্যূচে ধূর্ত্ত কত্যেবং ধাবিষ্যসি ক্ব বা গন্তব্যং তন্মাধাব তিষ্ঠ। তয়া তথোক্তে যদি ন তাড়য়সি করতশ্চ যষ্টিং পাতয়সি তদা নাপরং ধাবিতব্যমিত্যুক্তবন্তং দূরত এব স্থিতং।

সা পুনরূচে ॥

তাড়নে যদি তবাতিশয়া ভী স্তৎ কিমদ্য দধিভাণ্ডমভাঙ্ক্ষীঃ।
মাতরেব মপরং ন করিষ্যে পাতয় স্বকরতো বত যষ্টিং ॥ ১৭ ॥

ধাবিতুং যাবন্ন অলং ন সমর্থস্তাবত্তদা কাতরঃ সন্ শীতঃ অলসঃ। শীতঃ কালোহলসো হনুষ্ণ ইত্যমরঃ। কৃতকঃ ক্রোধো যত্র তৎ মনঃ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ প্রত্যূচে মাতরেবমিত্যাদি ॥ ১৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, সুন্দরভাবে গ্রীবা ফিরাইয়া অতি সত্বর বারম্বার দৌড়িতে লাগিলেন এবং সভয়ে অবিরত জননীকে দেখিতে লাগিলেন। দৌড়িবার কালে আপনার চঞ্চল নেত্রযুগল, পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি মিথ্যা ক্ষোভ করিয়া যখন কাতর এবং অলস হইলেন, তখন জননীর কৃত্রিম কোপপূর্ণ অন্তঃকরণ সুশীতল করিলেন ॥ ১৬ ॥

যশোদাও বলিলেন, ধূর্ত্ত! তুমি আর এইরূপে কত দূর যাইবে এবং কোথাই বা যাইবে। অতএব যাইও না, এই স্থানেই থাক। মাতার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদি তুমি আমাকে প্রহার না কর এবং করতল হইতে যষ্টি ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে আর আমি অধিক দূরে যাইব না। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন দূরেই রহিলেন, পুনর্ব্বার যশোদা বলিলেন, তাড়নায় যদি তোমার এতই ভয় হইয়া থাকে, তবে কেন আজ দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা! আর আমি এরূপ কার্য্য করিব না, তুমি হস্ত হইতে যষ্টি ফেলিয়া দাও ॥ ১৭ ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি॥

তদাকর্ণ্য মনসা স্ময়মানা বহিঃকৃতকোপা নিকটমনুসরন্তী ধর্ত্তুং যদারেভে তদৈব পুনরপি সত্বরং ধাবমানঃ পুনরনুধাবমানাং মাতরমবলোক্য কাতরমনাঃ।

পুনরূচে॥

মাতঃ পাতয় পাণিতঃ খরতরাং যষ্টিং ন মত্তাড়নং
কার্য্যং চেতি কুরুষ্ব সত্যমনঘে তদ্যামি তে সন্নিধিং।
ইত্যাকর্ণ্য সুতস্য কাতরবচঃ সা পাণিতো ঽপাতয়-
দযষ্টিং দূরত এব বীক্ষ্য তদসৌ বিশ্রান্তবান্ ধাবনাৎ॥ ১৮॥

এবমতি কৌতুকং দিবি দিবিষদো বিলোকয়ন্তঃ পরমবিস্ময়স্ময়জুষঃ পরস্পরমূচুঃ॥ ১৯॥

অহো অতিচিত্রং॥

যদ্ব্রহ্মণোঽপি চ পরার্দ্ধযুগাবসানে

সত্যং শপথং। সত্যং শপথতথ্যয়ো রিত্যমরঃ॥ ১৮॥

পরমবিস্ময়েন স্ময়জুষঃ মন্দহাস্যযুক্তাঃ॥ ১৯॥

পরার্দ্ধযুগস্য যুগলস্যাবসানেঽন্তে॥ ২০॥

পুত্রের কথা শুনিয়া যশোদা মনে মনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বাহ্যিক কোপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া যখন তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত আরম্ভ করিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার শীঘ্র ধাবমান হইলেন। তখন জননীকে পুনর্ব্বার পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া ব্যাকুল মনে পুনর্ব্বার বলিলেন, মা! তুমি আপনার হস্ত হইতে প্রখর যষ্টি নিক্ষেপ কর, আর আমাকে তাড়না করিও না। হে অনঘে! যদি তুমি এই কার্য্য কর, তাহা হইলে আমি তোমার কাছে যাইব। যশোদা, পুত্রের এই কাতরবাক্য শুনিয়া হস্ত হইতে যষ্টি ফেলিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে তাহা দেখিয়া পলায়ন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন॥ ১৮॥

স্বর্গবাসী অমরগণ, এইরূপে স্বর্গে বসিয়া তাঁহার ঈদৃশ লীলা দর্শন করিয়া পরম বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন॥১৯॥

হায়! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! পরার্দ্ধদ্বয়ের অবসান হইলে,

বৈকল্যকারি পরমং কিমুতাপরেষাং ।
তদ্বৈ ভয়ং নিয়তমেব যতো বিভেতি
সোঽয়ং প্রসূকলিতযষ্টিকৃতেঽতিভীতঃ ॥ ২০ ॥

তদাশ্বসিত--সমীরণান্দোলিত--কঞ্চুকাঞ্চলা শ্রমজলকণালঙ্কৃতবদনসরোজা শ্লথমান--কচকলাপা ক্ষণধারনাবসন্ন--পদকমলা তনয়স্য করং যদা গৃহীতবতী। তদা সকাতর্য্যং মাতর্ম্মাতাড়য়িষ্যসি মা তাড়নীয়মিতি গলদশ্রুকলা কলিলমীক্ষণ--কমলযুগলমভিনব--পদ্মপলাশকোমলাভ্যাং করতলাভ্যাং বিমৃজন্ মন্দ-মন্দ-গদ্গদ-কলবচনসুধাবিন্দু--নিঃস্যন্দতুন্দিলবদনচন্দ্রবিম্বো ভীত--ভীত এব রুদন্

অমর্ষণঃ ক্রোধনঃ ॥ ২১ ॥

ভগবানের এই লীলাভয়, চতুর্মুখ ব্রহ্মারও পরম দুঃখজনক হইয়া থাকে। কারণ, দুইপরার্দ্ধের পর ব্রহ্মার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব এই লীলাভয় দ্বারা যে অপরে মোহিত এবং ব্যথিত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। সেই ভয়ও যাঁহার নিকট হইতে ভয় পাইয়া থাকে, সেই লীলাময় পরমপুরুষ জননীর হস্তস্থিত যষ্টি দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত হইতেছেন ॥ ২০ ॥

তখন নিশ্বাসপবনে যশোদার কঞ্চুক (কাঁচুলীর) বসন, কাঁপিতে লাগিল, শ্রম জলবিন্দুপতনে যশোদার মুখপদ্ম বিভূষিত হইল, কেশকলাপ খসিয়া গেল, ক্ষণকাল দৌড়িয়া চরণকমল অবসন্ন হইল, শেষে তিনি যখন পুত্রের করগ্রহণ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, মা! তুমি আমাকে প্রহার করিও না তুমি আমাকে তাড়না করিও না। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নেত্রকমলযুগল বিগলিত অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি অভিনব পদ্মপলাশ সদৃশ, কোমল করতল দ্বারা ঐ সজল নেত্রকমল মার্জনা করিতে লাগিলেন। তখন মন্দ মন্দ গদ্গদ এবং অব্যক্ত মধুর বচনরূপ অমৃত বিন্দুর ক্ষরণে মুখরূপ চন্দ্রবিম্ব পরিপূর্ণ হইল। অত্যন্ত ভয় পাইয়া রোদন করিতে

বিলোকনীয় আসীৎ। তদেবং মাতা মনসি বিচারয়ামাস। ক্ষণময়ং বদ্ধা পরিরক্ষণীয়ঃ। যদ্যয়ং ন বধ্যতে তদা কদাচিদমর্ষণোঽয়মমর্ষবশাদযত্র কুত্রাপি বনাদৌ গন্তুমর্হতি। তৎ সংপ্রতিবন্ধনমেব করোমীতি বিকসিত চারুদন্তং রুদন্তং তমাদায় ॥ ২১ ॥

তস্যৈবোলূখলস্য সবিধমাগম্য গম্যমানেতরমহিম্নো বিহিতানুবন্ধায় বন্ধায় দাসীগণমাহূয় অয়ি কুরঙ্গবতি অয়ি লবঙ্গবতি লুলিত-ললিত-পট্টদামানমানয় দ্রুতমিতি ॥ ২২ ॥

তাভ্যাং সমানীতয়া তয়া জগদেকবন্ধুং বন্ধুং সমুদ্যতায়াং মুদ্য-

---

গম্যমানাৎ ইতরঃ অগম্যমানঃ দুর্বিগাহ্যো মহিমা যস্য তস্য কৃষ্ণস্য বন্ধায় বন্ধনার্থং বিহিতো যোঽনুবন্ধ উপায় স্তস্মৈ তং সম্পাদয়িতুমিত্যর্থঃ। ক্রিয়ার্থোপপদস্যেত্যাদিনা চতুর্থী। লুলিতাং মার্জিতাং ললিতাং কোমলাং পট্টদামানং নতু কর্কশামিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তাভ্যাং কুরঙ্গবতী লবঙ্গবতীভ্যাং তয়া তাদৃশ পট্টদাম্না জগতামেকং মুখ্যং বন্ধুমিতি

লাগিলেন এবং তৎকালে তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহার মাতা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল, শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। যদি ইহাকে বাঁধিয়া না রাখি তাহা হইলে কখনও এই কৃষ্ণ, রাগ করিয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে কোন গহনকানন প্রভৃতি অগম্য স্থানে গমন করিতে পারিবে। অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমি বন্ধন করিব। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন মনোহর দন্তপঙ্ক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন যশোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

গ্রহণ করিয়া সেই উদূখলের নিকটে আসিয়া অপরিসীম মহিমাশালী শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিবার নিমিত্ত উপায় করিতে লাগিলেন। পরে দাসীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, হে কুরঙ্গবতি! হে লবঙ্গবতি! তোমরা শীঘ্র মার্জিত অথচ কোমল পট্টের রজ্জু আনয়ন কর ॥ ২২ ॥

ঐ কুরঙ্গবতী এবং লবঙ্গবতী পট্টরজ্জু আনয়ন করিল। তাহা দ্বারা

তায়াং ব্রজেশ্বর্য্যাং বাৎসল্যসারমণীষু রমণীষু সকলসম্পল্লীলাসু পল্লীলাসু কাসুচ ন সমাগতাসু তাভিঃ সমং সমুপসন্নেষু নবালকেষু বালকেষু যদভূত্তদতি চিত্রং ॥ ২৩ ॥

তদযথা ॥

আদ্যং দামকটীরবেষ্টনবিধৌ বীক্ষ্য প্রনূর্দ্ব্যঙ্গুল-
ন্যূনং তত্র জুগুম্ফ যৎ পরমহো তচ্চাভবত্তাদৃশং।
তত্রান্যচ্চ জুগুম্ফ যৎ সুকৃতিনী তচ্চেদৃশঞ্চেদহো

বন্ধনানর্হত্বেন বিরোধঃ। মুদি আনন্দে দাম্নঃ কোমলত্বদর্শনেন জনিতেত্যর্থঃ যুতায়াং রতায়াং। পল্লীঃ নগরং লান্তি বাসার্থং স্বীকুর্ব্বন্তীতি তাসু পুরবাসনীম্বিত্যর্থঃ। নবালকেষু নবীনালকযুক্তেষু ॥ ২৩ ॥

দ্ব্যঙ্গুলন্যূনমিতি তৎপুরুষস্যাঙ্গুলে রিত্যাদিনাঽচ সমাসান্তঃ। তেষাং সর্ব্বেষামেব দাম্নাং সা দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা ব্রহ্মতুল্যা অজনি অভূৎ হ্রাস বৃদ্ধি রাহিত্যসাধর্ম্ম্যাৎ। অত্র নিজপ্রভোর্ঈষ্ঠ

ব্রজরাজমহিষী, ত্রিজগতের একমাত্র প্রধান বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিতে উদ্যত হইয়া রজ্জুর কোমলত্ব দর্শনে আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। তৎকালে কতিপয় ব্রজনারী তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সকল রমণী বাৎসল্যরসের শ্রেষ্ঠ মণি স্বরূপ, পৃথিবীতে যত প্রকার ঐশ্বর্য্যলীলা আছে, সেই সকলও তাহাদের অভাব ছিল না এবং তাঁহারা সকলেই পদব্রজে বিচরণ করিতে করিতে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ব্রজনারীগণের সহিত কতিপয় ব্রজবালকও উপস্থিত হয়। তাহাদের চূর্ণ কুন্তলশ্রেণী নবীন এবং সুন্দর ছিল। তাঁহারা আসিলে যাহা ঘটিয়া ছিল, তাহা অতীব মনোহর ॥ ২৩ ॥

সেই আশ্চর্য্য ঘটনা নিম্নে দর্শিত হইতেছে। যথা—জননী যশোদা, প্রথমে যে রজ্জু দিয়া পুত্রের কটিদেশ বাঁধিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, দেখিলেন, তাহা ক্রমেই দুই অঙ্গুলি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া তিনি আর একটী রজ্জুবন্ধন প্রস্তুত করিলেন। তাহাও দুই অঙ্গুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া গেল। পুণ্যবতী যশোদা, তখন তথায় অন্য রজ্জু নির্ম্মাণ করিলেন, তাহাও ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া-

ব্রহ্মৈবাজনি হ্রাস বৃদ্ধিরহিতা সা দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা ॥ ২৪ ॥

ততস্তস্যাঃ কোপাবেশমুপশ্যন্তীভিঃ পশ্যন্তীভিঃ পুরপুরন্ধ্রীভিঃ সা নিজগদে ॥ ২৫ ॥

জগদেকধন্যে চিত্রমিদং যদতি-পরিমিত-পরিমাণেন কনক-মেখলাসূত্রেণ বেষ্টিতমিদমস্য কটিতটং তদধুনা গৃহস্থিতেন যাবতৈব দাম্না ন পরিমীয়তে সর্ব্বমেব দামনিকুরম্বং দ্ব্যঙ্গুলন্যূনমেব সম্পাদ্যতে তদবশ্যমেব কেনাপি রহস্যেন ভবিতব্যং তদিতঃ পরমেব বিরমেতি তদ্বচনবিরতৌ বিস্ময়োৎকর্ষ পরবশয়া অবধিরস্যা-

---

বত্তা রক্ষণায় বিভুতা শক্তৈব সা দর্শিতা ইতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

উপ আধিক্যে নশ্যন্তীভি দূরীকুর্ব্বতীভিঃ। শো তনূকরণ ইত্যস্য রূপং ॥ ২৫ ॥

কেনাপি রহস্যেনেতি অস্য ললাটপত্রে বিধাত্রা বন্ধনং ন লিখিতমিত্যমুমীয়ত ইতি ভাবঃ।

গেল। হায়! সেই হ্রাস বৃদ্ধি রহিত, দুই অঙ্গুল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র রজ্জু, যেন ব্রহ্মতুল্য হইয়াছিল। এই স্থানে নিজপ্রভুর হঠ কারিতা রক্ষার রিমিত্ত, বিভুতাশক্তি, ঐরূপ দেখাইয়া ছিল ॥ ২৪ ॥

অনন্তর যে সকল পতি পুত্রবতী ব্রজনারী, ঐ আশ্চর্য্য জনক ব্যাপার দেখিতেছিলেন, তাঁহারা যশোদার ক্রোধ সম্পূর্ণ রূপে দূর করিবার প্রত্যাশায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

হে যশোদে! জগতের মধ্যে তুমিই একমাত্র ধন্য। কারণ, পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের এই কটিতট, পরিমিত পরিমাণ যুক্ত সুবর্ণ ময় কটি ভূষণের সূত্র দ্বারা বেষ্টিত হইত। কিন্তু এক্ষণে গৃহে যত রজ্জু আছে, কিছুতেই তাহার দ্বারা পরিমাণ করা যাইতেছে না। যে সকল রজ্জু আনয়ন করা যাইতেছে, তাহারাই দুই অঙ্গুলি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেছে। অতএব অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ থাকিবে। অতএব আপনিও এই কার্য্য হইতে বিরত হউন। যশোদা ঐকার্য্যে বিরত হইয়া যৎ-পরোনাস্তি বিস্ময়ের বশবর্ত্তী হইলেন। অবশ্যই ইহার শেষ দেখিতে হইবে, এইরূপে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া, সস্মিত বদনে, ঐ সকল

বশ্যমেব বিলোকয়িতব্য ইতি কৃতনির্ব্বন্ধয়া সস্মিতমূচিরে তা অপি। অয়ি মন্দগৃহে নৈতাদৃশান্যপরাণি সন্তি দামানি ভবতীনাং গৃহেষু যানি বা সন্তি তান্যপ্যানয়তেতি ততশ্চ ॥ ২৬ ॥

ন ক্রোধান্নচ বৈরতো ব্রজপুরেশ্বর্য্যা ন চ ত্রাসতো
যাসাং যেষু গৃহেষু সন্তি পরিতো যাবন্তি দামান্যথ।
তাবন্ত্যেব হি তাভিরত্র পরমাদানন্দকৌতূহলা-
ল্লোকাতীতচরিত্রবীক্ষণবশাদানিন্যিরে তৎ পুরঃ ॥ ২৭ ॥

তমথ তথৈব শৈশবনাট্য পরিপাট্যনিশকৃত নয়নকমলজল-কণনিপাত পরিমৃজা দুঃস্থিতকর সরসিজমতি গদ্গদগদন কলভা

বিরমেতি তদন্যথাকরণং ত্বয়া অশক্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

সন্তি সাধূনি কোমলপট্টময়ানীত্যর্থঃ। তৎপুরস্তস্য যশোদায়া অগ্রে ॥ ২৭ ॥

অথ পুনরপি তং বধ্নতী সা সর্ব্বাণ্যেব দামানি দ্ব্যঙ্গুলন্যূনান্যবলোক্য পুনর্ব্বন্ধনোপায়ং চিন্তয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। শৈশবনাট্যস্য পরিপাট্যা অনিশকৃতা নিরন্তরমেব কৃতা যা নয়ন-

---

ব্রজনারীদিগকেও বলিতে লাগিলেন। হে ব্রজনারীগণ! আমার গৃহে আর এরূপ অন্য কোনও রজ্জু নাই। এক্ষণে তোমাদের গৃহে যে সকল রজ্জু আছে, তাহাই তোমরা আনয়ন কর ॥ ২৬ ॥

অনন্তর, ক্রোধবশত নহে, শত্রুতা নিমিত্ত নহে কিম্বা ব্রজেশ্বরীর ভয়েও নহে, যে সকল গোপীদের গৃহে চারিদিকে যে সমস্ত রজ্জু ছিল, ব্রজনারীগণ তথায় নিরতিশয় আনন্দলীলাবশতঃ, অলৌকিক চরিত্র দর্শন করিব বলিয়া, তৎসমুদয় রজ্জুই, যশোদার সম্মুখে আনয়ন করিলেন ॥ ২৭ ॥

তৎপরে সেই শ্রীকৃষ্ণ, বাল্যলীলার পারিপাট্যে অবিরত চক্ষের জল মোচন করিতে লাগিলেন। ঐ নেত্রনিপতিত নেত্রবারির বিন্দুপতনের মার্জনে ভগবানের করকমল, অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল। তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর, গদ্গদ বচনে এবং অব্যক্ত মধুর নিনাদে নিতান্ত মনোহর হইল। অবশেষে অতিশয় মৃদু এবং মধুরস্বরে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত

স্বরস্বরমতিমৃদু মধুরতরং রুদন্তমপি ॥ ২৮ ॥

কপটরোষাবেশেন পুনস্তানি সকলানি কলানি পূনতয়া প্রত্যে-কমেব সংগ্রথ্য কটিতটঘটিত-পূর্ব্বসংগ্রথিত-দামনি সংযোজ্য বধ্নতী গূঢ়তরমন্তঃকুতুকেন বিলসন্তীষু হসন্তীষু হরিণনয়নাসু সৌহৃদেন কৃষ্ণরোদনমালোক্য চারুদৎসু রুদৎসু বালকেষু পুরেব সর্ব্বাণ্যেব দ্ব্যঙ্গুলন্যূনান্যবলোক্য ॥ ২৯ ॥

শ্বসনসমীরণবেগবেপমানবক্ষঃস্থলমবয়ব-কিশলয়-সমুদ্বান্ত-কান্ত-শ্রমজলকণভর-নির্ভরমাকুল-বিগলৎ--কবরীভার--বিস্রংসমানমালতী-

---

কমলয়োর্জলকণানাং নিপাতস্য পরিমৃজা পরিমার্জ্জনং তয়া দুঃস্থিতে করসরসিজে যস্য তং ॥২৮

তানি তাভিরানীতানি দামানি। অন্তঃ কুতুকেনেতি কৃষ্ণস্যাদৃষ্টগতং বন্ধনং নাস্তীত্য-স্মদ্বচনমমানিতবত্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ প্রৌঢ়িঃ। কিয়দবধি ভবিষ্যতীত্যদ্য পশ্যাম ইতি। চারবো-দন্তা যেষাং তেষু। রোদনার্থং মুখব্যাদানে দন্তানাং প্রকাশাৎ। বালকেষু সুবলাদিষু কৃষ্ণবয়স্যেষু ॥ ২৯ ॥

শ্বসনসমীরণেত্যাদিনা শ্রমঃ। অবয়বকিশলয়েত্যাদিনা শ্রমস্য বহুকাল ব্যাপিত্বং।

হইলেন ॥ ২৮ ॥

পুণ্যবতী যশোদা, কৃত্রিম কোপের পরবশ হইয়া ব্রজনারীগণের আনীত সেই সকল রজ্জু, একে একে গাঁথিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশে পূর্ব্বে যতটুকু 'রজ্জু ছিল, তাহার সহিত এই সকল রজ্জু সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। তখন মৃগনয়না ব্রজাঙ্গনা-গণ, অতিগোপনে হৃদয়ের আনন্দে শোভাপাইয়া হাসিতে লাগিলেন। তৎকালে সমাগত, শোভনদন্ত সুবল প্রভৃতি বালকগণ, প্রণয় বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের রোদন দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। যশোদা দেখিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত রজ্জু, দুই অঙ্গুলি অপেক্ষাও ন্যূন হইয়া গেল ॥ ২৯ ॥

তখন যশোদার নিশ্বাস-পবনের বেগে বক্ষঃস্থল কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহপল্লব হইতে যে প্রচুর পরিমাণে রমণীয় শ্রম জলবিন্দু নির্গত হইতেছিল, তাহা দ্বারা তিনি আকুল হইলেন। আকুল হইয়া কবরীভার খসিয়া পড়াতে, তাহা হইতে মালতীফুলের মালাও খসিয়া

দাম শ্রমমাত্রশেষকোপফলা নিষ্ফলপ্রয়াসেব পুনর্ব্বন্ধনোপায়ং চিন্তয়ামাস ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ ॥

নিষ্পন্দানি বিলোচনানি বিগলৎ শ্রদ্ধানি গেহং প্রতি
স্বান্তানি প্রহতাঃ সমস্তবিষয়ে সংস্কারশেষা অপি।
নির্দ্দামানি বভূবুরেব ভবনান্যাভীরবামভ্রুবাং
মাত্রা কৌতুককুপ্তয়াদ্ভুতশিশোর্বন্ধানুবন্ধে কৃতে ॥ ৩১ ॥

ন ক্বচিদপি কেনাপি চিদ্বন্ধুং শক্যতে নচানন্দো নচ জ্ঞানং ন

আকুল বিগলদিত্যাদিনা বন্ধনার্থপ্রযত্নৈকাগ্রমনস্থং ব্যঞ্জিতং। শ্রমমাত্রমেব শেষঃ অবশিষ্টং কোপস্য ফলং যস্যাঃ সা ॥ ৩০ ॥

কৌতুকেন কুপ্যতীতি কৌতুককুপ্ তস্যাভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা। অদ্ভুতশিশোরিতি ন চ দেহো বর্দ্ধতে অতিপরিমিতপরিমাণেন কনকমেখলাসূত্রেণ বেষ্টিতমস্য কটিতটমিতি পূর্ব্বোক্তেঃ ন চ দামান্যপি হ্রসন্তি যাবত্তৈব দাম্না সর্ব্বমেব দামনিকুরম্বমিত্যাদ্যুক্তেঃ প্রত্যক্ষমেব যথারূপত্বেন তেষাং দৃশ্যমানত্বাৎ। অতঃ শিশুনিষ্ঠমেবাদ্ভুতত্বমিতি ॥ ৩১ ॥

অত্র সমাদধাতি। ন ক্বচিদিতি। চিৎ চৈতন্যং জ্ঞানমানন্দনিষ্ঠমনুভবং ॥ ৩২ ॥

পড়িল তিনি যে এত কোপ করিয়া ছিলেন, তাহার অবশিষ্ট ফল কেবল পরিশ্রম মাত্র। তখন যেন তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়া গেল। এই হেতু পুনর্ব্বার বাঁধিবার উপায় ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর জননী যশোদা, যখন কৃত্রিম কোপের অধীন হইয়া অপূর্ব্ব বালকের বন্ধনকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোপবধূদিগের নয়ন সকল স্পন্দহীন হইল, গৃহে ফিরিয়া যাইতে অন্তঃকরণ শ্রদ্ধা বিহীন অর্থাৎ অনিচ্ছুক হইল, সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের যে সংস্কার ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল এবং তাঁহাদের গৃহে যত রজ্জু ছিল, তাহাও শেষ হইয়া গেল ॥ ৩১ ॥

কেহ কখনও চৈতন্যকে বাঁধিতে পারে না, আনন্দকেও বাঁধিতে পারে না, জ্ঞানকেও বাঁধিতে পারে না এবং তেজকেও বাঁধিতে পারে

মহোপি তৎকথমহো চিদানন্দজ্ঞানমহোময়বপুষং তমসৌ বধ্নাতু॥৩২

তথাহি ॥

অন্ত র্যস্য ন বিদ্যতে নচ বহির্যোন্তর্বহিশ্চিত্তয়া-
নন্দত্বেন মহস্তয়া চ সদৃশঃ পূর্ণোঽপরিচ্ছেদবান্।
নো পূর্ব্বং ন পরঞ্চ যস্য তমহো মাতা কথং কোপতো
বধ্নীয়াদিতি তৎকৃপৈব কৃতিনী চিন্তান্বিতা বর্ত্ততে ॥ ৩৩ ॥

উক্তমর্থমেব বিষদয়ন্ প্রস্তুতোপযোগিত্বেন শক্ত্যন্তরপ্রাদুর্ভাবমাহ অন্তরিতি। বন্ধনং হি বহিঃ পরীতেন দাম্নাঽন্তরাবৃতস্য সম্ভবতি। যস্য অন্ত র্ন বিদ্যতে বহিশ্চ ন বিদ্যতে। তত্র। ক্ক বা দাম্না স্থাতব্যং কিম্বা তেন বেষ্টনীয়ং। অত্র অন্তরভাবে বহিরভাব এব হেতুঃ বহিরভাবে চ অন্তরভাব ইতি। দ্বয়োঃ পরস্পরসাপেক্ষত্বেন সিদ্ধত্বাৎ কিন্তু সর্ব্বেষামেব বস্তূনাং অন্তর্বহিশ্চ সদৃশঃ তুল্য উভয়ত্রাপি বিদ্যমানত্বাৎ কিঞ্চ পূর্ব্বাপরবিভাগবদ্বস্তু পূর্ব্বতোদাম ধৃত্বা পরতো বধ্যতে যস্য ন পূর্ব্বং ন পরঞ্চ তং কথং বধ্নীয়াদিতি। অত্র পূর্ব্বং মাতর্ন মত্তাড়নাদিকং কার্য্যমিত্যাদি কাকুভিঃ কারিত সত্যায়া অপি মাতুঃ স্ববন্ধনব্যবসায়মালোক্য কৃষ্ণস্য কুপিত শিশুহঠবত্তা স্বাভাব্যেন বন্ধনাসম্মতৌ জাতায়াং মৎপ্রভুং কা বধ্নীয়াদিতি তত্র বিভুতাশক্ত্যা স্বয়মেব প্রাদুর্ভূতং ততশ্চ তথাপি বন্ধননির্ব্বন্ধানিবৃত্তিং অতিশ্রমঞ্চ মাতুরালোক্য কৃষ্ণস্যৈব স্বপ্রৌঢ়িত্যাগেচ্ছায়াং জাতায়াং বিভুতাশক্ত্যা তত্রৈবান্তর্ভূতং। কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োর্মধ্যে ভক্তস্যৈব প্রৌঢ়ের্বলবত্ত্ব দর্শনাৎ স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামিত্যাদিরিতি। ততশ্চ মাতুঃ শ্রমদর্শন জনিত স্নেহপরবশতয়া অধুনা মম বন্ধনমেব মম সুখদমিত্যাকারায়াং মনোবৃত্তৌ কৃপাশক্ত্যা শক্ত্যন্তরবৃত্তিপরাভাবিন্যা প্রাদুর্ভূতমিত্যাহ তৎকৃপৈবেতি কৃতিনী পণ্ডিতা অতিবিরুদ্ধমপি সমাধাতুমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

না, অহো ! কি করিয়া ঐ জননী যশোদা, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্যোতির্ম্ময় শরীরধারী ঐ পুত্রকে বন্ধন করিবেন ॥ ৩২ ॥

দেখ, যাঁহার অন্তর নাই ও বাহ্য নাই, অথচ যিনি চৈতন্যরূপী আনন্দরূপে এবং তেজোরূপে অনন্ত স্বরূপ এবং বাহ্য স্বরূপ, যিনি পরিপূর্ণ এবং যিনি অপরিচ্ছিন্ন, যাঁহার পূর্ব্ব নাই এবং যাঁহার পর নাই, যিনি আদ্যন্তবিহীন, জননী ক্রোধ করিয়া কি রূপে তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিবেন ? অতএব এই বিষয়ে ভগবানের সর্ব্বসমর্থ কৃপাশক্তিই চিন্তা কুল হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

অথ তথাপি বন্ধনির্ব্বন্ধ--নির্ভর--পরিশ্রমলুলিত--কলেবরাং মাতরমভিবীক্ষ্য সংজাতকরুণো ভজজ্জন-পরিশ্রমো নিজকৃপা চেতি দ্বাভ্যামেবায়ং বদ্ধো ভবতি নান্যথেতি যাবত্তদ্দ্বয়ানুৎপত্তিরিবাসী ত্তাবদেব দাম্নাং দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতাসীৎ সম্প্রত্যুভয়মেব জাতমিতি পুনরুদ্যমমাত্রে তয়া ক্রিয়মাণে এব বন্ধনমুরীচকার ॥ ৩৪ ॥

ততঃ সিদ্ধার্থৈব সা । সহচর বালকান্ প্রতি ভো ভো ভবদ্ভিরবলোকনীয়োঽয়ং স্বয়মাত্মানং মোচয়িত্বা যদি পলায়তে তদাহ-

---

ন্যূনতায়াং দ্ব্যঙ্গুলমাত্রত্বে রহস্য প্রদর্শকং নিদানমাহ ভজজ্জনপরিশ্রম ইতি সিদ্ধ সাধক তারতম্যেন শ্রমস্যাল্পত্বে তারতম্যং জ্ঞেয়ং তথানুসারেণ কৃপায়া অপি তারতম্যং জ্ঞেয়ং শ্রমত্বঞ্চ লোকপ্রতীত্যৈব জাতরতিষু ভক্তেষু কৃষ্ণসম্বন্ধেন তস্য সুখময়ত্বেনৈবানুভবাৎ দ্বাভ্যামিতি প্রথমোভক্তনিষ্ঠঃ দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণনিষ্ঠো গুণস্তাভ্যাং হেতুহেতুমদ্ভাবাভ্যামিত্যর্থঃ। তয়া যশোদয়া ॥ ৩৪ ॥

নারদস্য নৃ বিক্ষেপ ইত্যস্মাৎ নারং তয়োর্ম্দিরাকৃতবিক্ষেপং দ্যতি শাপব্যাজেন খণ্ডয়তীতি তস্য যদ্বা নৃ নয় ইত্যস্য রূপং নীতিপ্রদস্য ইত্যর্থঃ। ঋতমেব সত্যমেব অভ্যাসং নিকটং।

অনন্তর তথাপি যশোদা নিরতিশয় বন্ধনাগ্রহের পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্তদেহ হইয়া পড়িলেন। জননীকে ঐ রূপ ক্লান্ত দেখিয়া ভগবানের মনে করুণার সঞ্চার হইল। ভক্তজনের পরিশ্রম এবং তাঁহার কৃপা, এই দুইটী দ্বারাই ভগবান্ বদ্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু আর কিছুতেই বদ্ধ হয়েন না। এই কারণে যেমন ভগবানের দয়ার উৎপত্তি হইল না, অমনি তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত রজ্জু, দুই অঙ্গুলি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়া গেল। কিন্তু সম্প্রতি ভক্তজনের পরিশ্রম এবং ভগবানের করুণা, এই দুইটীই ঘটিয়াছে। অতএব যশোদা পুনর্ব্বার যেমন কোপমাত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ, আপনার বন্ধন স্বীকার করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর যশোদার যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি সহচর বালকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, হে বালকগণ! তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিও।

মাকারণীয়েতি প্রোচ্য পুরপুরন্ধ্রীভিঃ সহ ভবনমধ্যমাবিবেশ। গতায়াঞ্চ তস্যাং বিগতরোদন--মলিনিমানমাননচন্দ্রমতিপ্রসন্নমাদধানো জননীকৃতো বন্ধঃ কার্য্যান্তরোপযোগী ভবত্বিতি পরমযোগীন্দ্রস্য নিজপরমপ্রিয়ভক্তস্য নারদস্য বচনামৃতমৃতমেব কর্ত্তুং তদভিশাপলব্ধং তরুজন্মনো ধনদতনুজন্মনো নলকূবরমণিগ্রীবয়োরনুগ্রহগ্রহিলমনা মন্দমন্দমুদূখলং বিকর্ষন্ জানুকরচংক্রমণেন তয়োরভ্যাসমাযযৌ ॥ ৩৫ ॥

তদনু সহচরবালকা অপি চলিতবন্তো দূরে সদসতোরিব এক-

প্রণয় রসনয়া সমানসোদূখলাস্তঃ শ্বপচমপি নিবদ্ধো মোচয়ে মৃত্যুপাশাৎ। বিধিমপি পরিবধ্নামীদৃশং চেদবদ্ধো মণিমপি নয়কারাগারমধ্যে ক্ষিপামি। ইতিবৎ মম বন্ধস্যৈব বন্মোচকত্বং ব্রতমিহ জনন্যাং সার্থকত্বং প্রয়াতি। তদ্রূপপুরভুবো দ্রাগর্জ্জুনৌ মোচয়ামীত্যমৃশদিব মুকুন্দস্তৎসমীপং জিহানঃ ॥ ৩৫ ॥

সদসতোঃ স্থূলসূক্ষ্মতত্ত্বয়োঃ একমূলয়োর্দ্বয়োরেব প্রকৃতিপুরুষভবত্বাৎ তুল্যাকারণকয়োঃ

যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মবন্ধন মোচন করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে তোমরা আমাকে ডাকিবে। এই কথা বলিয়া তিনি ব্রজপুরবাসিনী পতিপুত্রবতী সীমন্তিনীদের সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেমন যশোদা প্রস্থান করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণের রোদন নিবৃত্ত হইল, মলিন-মুখচন্দ্র নির্ম্মল করিলেন। এই জননী কৃতবন্ধন, কার্য্যান্তরের উপযোগী হউক, এইরূপে বিবেচনা করিয়া পরম যোগীন্দ্র, আপনার পরম প্রিয়ভক্ত নারদমুনির বচনামৃত সত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুবেরের পুত্র নলকূবর এবং মণিগ্রীব, মহর্ষি নারদের অভিশাপে বৃক্ষজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভগবান্ ঐ দুই জনকে অনুগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। অবশেষে ধীরে ধীরে উদূখল আকর্ষণ করিয়া জানু এবং হস্তদ্বারা গমন করিতে করিতে ঐ উভয়ের নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তৎপরে তাঁহার সহচর বালকেরাও গমন করিতে লাগিল। দূর

মূলয়োঃ। জ্ঞানকর্ম্মণোরিব পৃথক্ পৃথক্ কাণ্ডয়োঃ। সামযজুষো-রিব বহুশাখয়োঃ। মহারাজকীর্ত্তিপ্রতাপয়োরিব বিদূরবিস্তারয়োঃ। গিরিবর ঘনবরয়োরিব মহাসারয়োঃ। বর্ষাশরৎকালয়োরিব বহু-তরাব্দয়োঃ। ব্রহ্মাণ্ডবিরাড্‌বিগ্রহয়োরিব মহাস্থূলয়োঃ। ভীমানুজ-কার্ত্তবীর্য্যয়োরিবার্জ্জুন--নামধেয়য়োঃ। নকুলসহদেবয়োরিব যময়ো র্মহীরুহয়োঃ সমীপমুপসর্পন্তং তমালোক্য দিনকরকিরণাসহিষ্ণু-

---

বিস্তারো বিস্তৃতিঃ পক্ষে বিটপঃ বিস্তারোবিটপোঽস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। মহাসারয়োরিতি গিরিবরে সারঃ স্থৈর্য্যং ঘনবরে আসারো ধারা সম্পাতমহীরুহয়োঃ সারোমজ্জা ইতি বহুতরাব্দয়োরিতি বর্ষাসু অব্দাঃ মেঘাঃ শরদি অপাং দা শুদ্ধিঃ দৈপ শোধন ইত্যস্মাদড্ডি অব্দা মহীরুহয়োঃ অব্দাঃ

হইতে ঐ দুইটী শাপভ্রষ্ট বৃক্ষ দর্শন করিলেন। দেখিলেন, স্থূলসূক্ষ্ম তত্ত্বভেদে প্রকৃতি পুরুষের যেমন মূল অর্থাৎ কারণ এক, সেইরূপ ঐ দুইটী বৃক্ষেরও মূল এক। জ্ঞান এবং কর্ম্মের যে রূপ পৃথক্ পৃথক্ কাণ্ড আছে, সেইরূপ বৃক্ষদ্বয়েরও কাণ্ড (গুঁড়ি) পৃথক্ পৃথক্। সামবেদ এবং যজুর্ব্বেদের যেমন নানাবিধ শাখা আছে সেইরূপ ইহাদেরও অনেক শাখা আছে। মহারাজের কীর্ত্তি এবং প্রতাপের যে রূপ বিদূর বিস্তৃতি গিরিবরে যে রূপ অত্যন্ত সার অর্থাৎ স্থৈর্য্য এবং মেঘবরে যেমন অত্যন্ত আসার অর্থাৎ ধারাপতন থাকে, সেইরূপ এই বৃক্ষ-দ্বয়েরও অত্যন্ত সার অর্থাৎ মজ্জা আছে। বর্ষাকালে যে রূপ বহুতর অব্দ অর্থাৎ মেঘ থাকে, শরৎকালে যে রূপ অত্যন্ত অব্দ অর্থাৎ জলের নির্ম্মলতা ঘটে, সেইরূপ এই বৃক্ষদ্বয়েরও বয়সের পরিচ্ছেদকারী অনেক অব্দ অর্থাৎ বৎসর অতীত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড এবং বিরাট্ মূর্ত্তি যে রূপ অতিস্থূল, সেইরূপ এই বৃক্ষদ্বয়ও অত্যন্ত স্থূল। ভীমের কনিষ্ঠ এবং মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় এই বৃক্ষদ্বয়ও অর্জ্জুন নাম ধারণ করি-তেছে। নকুল এবং সহদেব যে রূপ যমজ, সেইরূপ এই বৃক্ষদ্বয়ও যমজ। ঈদৃশ প্রকাণ্ড বৃক্ষদ্বয়ের নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে গমন করিতে দেখিয়া, বয়স্যগণ বিতর্ক করিতে লাগিল, বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ দিবা-

তয়ানয়ো মূলমবলম্ব্যত ইতি যদা বিতর্কয়াম্বভূবুঃ ॥ ৩৬ ॥

তদৈব দৃশ্যমান এব তয়ো র্মূলমধ্য মধ্যাস্য তির্য্যক্কৃতোলূখলঃ খলহন্তা স আশ্চর্য্যবালকো ঽবালকো ঽমলবপুরপূর্ব্বচিত্রচরিত্রো বিনা প্রযত্নেনৈব তাবদুদূখলসংঘট্টনতঃ সমূলমুন্মূলয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

এবং তন্নামকীর্ত্তনেন সবাসনেঽংহঃসঙ্ঘে ইব তেন সমুন্মূলিতে তরুদ্বয়ে জগদণ্ডভাণ্ডবিবরবর্ত্তী সকলশব্দনির্ব্বাপকঃ কশ্চন প্রলয়ঘনঘটানির্ম্মুক্ত মহাশনিপ্রকরভৈরবারাবানুকারী মড়মড়েতি ধ্বনি-

---

তদ্বয়ঃপরিচ্ছেদকবৎসরাঃ ॥ ৩৬ ॥

অবগতা ব্যস্ততয়া লম্বিতা অলকাশ্চর্ণকুন্তলা যস্য সঃ অমলশরীরঃ। সংঘট্টনতঃ সংচালনাৎ ॥ ৩৭ ॥

প্রলয়কালীনাভি র্মেঘঘটাভি নির্ম্মুক্তানাং বিসৃষ্টানাং মহাবজ্রপ্রকরাণাং যো ভৈরবো ভয়-

---

করের কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া এই দুইটী বৃক্ষের মূলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

যেমন সহচর গণ, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল, অমনি সকলে দেখিতে পাইল যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ বৃক্ষদ্বয়ের মূল প্রদেশে উপবেশন করিয়া উদূখল, বক্র করিতে লাগিলেন। তখন খল নিহন্তা আশ্চর্য্য শিশুর চূর্ণ কুন্তল সকল ব্যগ্রতা বশত লম্বিত হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের দেহ নির্ম্মল হইলেও তাঁহার বিচিত্র চরিত্র অপূর্ব্ব ছিল। অবশেষে তিনি অনায়াসেই, উদূখলের সঞ্চালন করিয়া, ঐ দুইটী বৃক্ষ সমূলে উন্মূলিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে তদীয় নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পাপের ন্যায় বাসনাযুক্ত সেই তরুদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইলে, তখন সবিশেষে মড় মড় ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই শব্দ, ব্রহ্মাণ্ড রূপ ভাণ্ডের গর্ত্তমধ্যে বিদ্যমান ছিল। সেই শব্দে অন্য শব্দ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। প্রলয় কালে ঘনঘটাসম্ভূত ভীষণ বজ্র রাশির যেরূপ ভৈরব শব্দ, এই শব্দও অবিকল

বিশেষঃ সবিশেষমুৎপপাত। পতিতয়োশ্চ তয়ো র্মধ্য এব স উলূখলনিবদ্ধ স্তাদৃশেনাপি ভৈরবেণ রবেণ নতরামুদ্বিগ্নমনামনাগপি ন চকিতঃ প্রসন্নবদনস্তয়োরাত্মানাবিব মূর্ত্তিমন্তৌ পরমতেজস্বিনৌ দিব্যমূর্ত্তি পুরুষাবালোকয়ামাস। তাবপি শাপনির্ম্মুক্তৌ নিত্যমুক্তমপি বদ্ধং নিত্যশুদ্ধমপি নবনীতাপহারদূষিতং জগদ্বন্ধমোচকমপি মাতৃবাৎসল্যেন স্বীকৃতবন্ধং তমভিতুষ্টুবতুঃ ॥ ৩৮ ॥

জয় জয় সচ্চিদানন্দঘন ঘনঘটামেদুর দূরবগাহলীল লীলয়াকৃত ধরণিতলাবতরণ। রণ সর্ব্বদানব পরাভব ভবৎ পটিমচটুল ভুজবল ॥ ৩৯ ॥

প্রদ আরাবো ধ্বনিস্তং অনুকর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ৩৮ ॥

রণে যুদ্ধবিষয়ে সর্ব্বদৈব নরা অতিবলিষ্ঠত্বান্নবীনা ইব সর্ব্বে দানবা স্তেষাং পরাভব নিমিত্তে ভবৎ উৎপদ্যমানং পটিম্নি চাতুর্য্যে চটুলং ত্বরাযুক্তং ভুজবলং যস্য হে তথাভূত ॥ ৩৯ ॥

তাহার অনুরূপ। যখন তাহারা দুই জন পতিত হইল, তাহাদের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ, উদূখলবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, তাদৃশ ভৈরবরবেও নিতান্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত হইলেন না এবং অল্পমাত্রও ভীত হইলেন না, প্রত্যুত তিনি প্রফুল্লমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ শাপ ভ্রষ্ট বৃক্ষদ্বয়ের মূর্ত্তিমান্ দুইটী আত্মার তুল্য পরম তেজস্বী, দিব্য মূর্ত্তিধারী দুইটী পুরুষ অবলোকন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, নিত্যমুক্ত হইয়াও বদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ হইয়াও নবনীত চুরী করাতে কলুষিত জগতের বন্ধন মোচনকারী হইয়াও মাতার স্নেহে বন্ধন স্বীকার করিয়া ছিলেন। তখন ঐ দিব্যমূর্ত্তি পুরুষ দ্বয়, শাপ মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

হে সচ্চিদানন্দঘন! হে কাদম্বিনীর তুল্য স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ! আপনার জয় হউক জয় হউক। আপনার লীলার মধ্যে কেহই প্রবেশ করিতে পারে না। আপনি লীলা করিয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে সকল দানব, অত্যন্ত বলিষ্ঠ বলিয়া যুদ্ধ বিষয়ে সর্ব্বদা নবীন, তাহাদিগকে পরাভব করিবার নিমিত্ত, আপনার বাহুবল উৎপন্ন হইতেছে এবং পরাজয় করিবার চাতুরী বিষয়ে সর্ব্বদা প্রবল ॥ ৩৯ ॥

জববলোৎখাত মহার্জ্জুনদ্বন্দ্ব নির্দ্বন্দ্ব নির্ভরপুরুকৃপ কৃপণজন বৎসল জনবৎ সললিতবিলাসবৃন্দ ব্রজপুরমঙ্গলাবতার তারকেশ ক্লেশকর বদনবিম্ব বিম্ববন্ধুকরুচির মধুরাধর ধরণিতলালঙ্কার-কার ॥ ৪০ ॥

কারণহীনকৃপা কৃপাণলতিকা নূনয়াঽনাদ্যবিদ্যয়ানন্দিতমতি-মজ্জন ॥ ৪১ ॥

মতিমজ্জন নির্বিষ লীলাকূপার পারমহংস্যপথাধিগম্য-চরণ-কমল কমলকণ্ঠাদি কণ্ঠাভরণীকৃত গুণগণগণনাতীত লোকোত্তর

জনবৎ লোকানুকারী সললিতো বিলাসসমূহো যস্য ॥ ৪০ ॥

কারণহীনা নির্হেতুকা কৃপৈব কৃপাণলতিকা খড়্গলতিকা তয়া লূনয়া ছিন্নয়া অনাদি-রূপাবিদ্যয়া হেতুনা আনন্দিতা মতিমন্তো জনা যেন ॥ ৪১ ॥

মতের্বুদ্ধে র্মজ্জনং আপ্লাবো যত্র স চ নির্ব্বিষয়োবিষয়াতীতশ্চ লীলাসমুদ্রো যস্য সমুদ্রো

আপনি বেগবলে অতি প্রকাণ্ড যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষ উৎখাত করিয়া-ছেন। আপনি অদ্বিতীয়। আপনি সকলের উপর নিরতিশয় কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দীনজনের উপর আপনি অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন। সাধারণ জনের যেমন বিলাস, আপনারও সেইরূপ সুললিত বিলাস রাশি বিদ্যমান আছে। আপনি ব্রজপুরের মঙ্গলরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনার মুখবিম্ব দেখিলে তারাপতি চন্দ্রমারও মনে ক্লেশ হয়। আপনার সুমধুর অধরের প্রভা, বিম্বফলকেও অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

আপনি যে বিনা কারণে কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই কৃপা-রূপ খড়্গলতিকা দ্বারা অনাদি অবিদ্যার ছেদন করিয়াছেন এবং তাহাতে জ্ঞানবান্ সাধুগণ, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

আপনার লীলাসমুদ্র, বিষয়াতীত এবং তাহাতে বুদ্ধি নিমগ্ন হইতে পারে না। পরমহংসপথ অবলম্বন করিলেই ভবদীয় চরণকমল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং নীলকণ্ঠ মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ,

প্রভাব প্রভাবহুল। বহুললিতবিহার। হারবিলসদ্বক্ষঃস্থল। স্থল-কমল বিমলপদযুগ। যুগচতুষ্ককৃতাংশাবতার। তারকাবদগণেয়নামরূপ। নির্ম্মল যশোবদাত ॥ ৪২ ॥

দাতরভিমতানামভিমতানামখিললোকনাথ ॥ ৪৩ ॥

নাথ নমস্তে নমস্তে জগতি সমস্তে সমস্তে কোঽপরঃ পরম-পুরুষ তব কুহকং কুহকং ন মোহয়তি দুর্ঘটঘটনচাতুরী চাতুরী করোতি কস্য ন মনো মনোরম ॥ ৪৪ ॥

মূর্ত্তানন্দ। নন্দনন্দন। নন্দনবনবিহারিণাং মুকুট-মহামার-

হন্ধিরকূপার ইত্যমরঃ। নির্ম্মলৈ র্যশোভিরবদাত শ্বেতীকৃতেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অভিমতানাং অভিমানবিষয়াণাং অভিমতানাং অভীপ্সিতানাং দাতঃ হে দায়ক ॥ ৪৩ ॥

নমস্তে নমস্তে ইতিহর্ষেণ দ্বিরুক্তিঃ। সমস্তে জগতি তে তব সমঃ অপরঃ কঃ ত্বমেব ত্বংসম ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ তব কুহকং মায়া কুহ কুত্র কং ন মোহয়তি কুত্রেত্যর্থে কুহেত্যব্যয়ং। আতুরীকরোতি ব্যাকুলীকরোতি ॥ ৪৪ ॥

উপশ্লোকয়িতুং শ্লোকৈরুপস্তোতুং ॥ ৪৫ ॥

আপনার গুণরাশি কণ্ঠাভরণ করিয়া থাকেন। অগণিত এবং লোকাতীত প্রভাব প্রভায় আপনি পরিপূর্ণ। আপনি নানারূপে বিহার করিয়া থাকেন। হার দ্বারা আপনার বক্ষঃস্থল বিরাজমান। স্থলকমলের তুল্য আপনার চরণযুগল নির্ম্মল। আপনি চারিযুগেই অংশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নক্ষত্ররাশির ন্যায় আপনার নাম এবং রূপ অসংখ্য। বিমলকীর্ত্তিকলাপে আপনি শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

হে ত্রৈলোক্যনাথ! আমার বলিয়া যে যে বিষয়ে লোকের অভিমান আছে, আপনি তৎসমুদয় অভীষ্ট বিষয় দান করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার আপনাকে নমস্কার। সমস্ত জগতে আপনার সমান আর কে আছে? আপনিই আপনার সমান। হে পরম পুরুষ! আপনার মায়া, কোথায় কাহাকে না মোহিত করিয়া থাকে, হে মনোহর! আপনার অঘটনঘটনার চাতুরী, কাহার মনকে না আকুল করে? ॥ ৪৪ ॥

হে শরীরধারি আনন্দ! হে নন্দনন্দন! আপনি নন্দনবনবিহারি

কত। কতমো ভবন্তমুত্তমশ্লোকমুপশ্লোকয়িতুমর্হতি ॥ ৪৫ ॥

ত্বমসি মূর্ত্তামূর্ত্তানন্দত্বেন ব্যক্তাব্যক্তাকারতয়া নন্দয়সি নিজভজনকারিণো হধ্যাত্মবিদশ্চ। তেন নিরর্গলগলদমন্দ চিন্মকরন্দমন্দাকিনী মেদুরে তব চরণারবিন্দে বিন্দেব রতিমরতিমপাকুরু ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ ॥

বাঞ্ছাবহে কিমপি নাপরমার্ত্তবন্ধো
ত্বৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবিসঙ্গাৎ।
শাপোহপি যন্মুনিপতেরভবৎ প্রসাদঃ
কৈর্নাদ্রিয়েত তদহো মহতাং প্রসঙ্গঃ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্তেত্যাদি যথা সংখ্যেনার্থো জ্ঞেয়ঃ বিন্দেব লভেবহি॥ ৪৬ ॥
লীলালবেন উঢ়ং আত্মনি ধৃতং জগদণ্ডানাং পরঃসহস্রং যেন সঃ তথা ভূতোহপি

অমর বৃন্দের মহামরকতমণি তুল্য। আপনার কীর্ত্তি অত্যুৎকৃষ্ট। কোন্ ব্যক্তি আপনাকে শ্লোক দ্বারা স্তব করিতে সমর্থ! ॥ ৪৫ ॥

আপনি মূর্ত্তিমান্ আনন্দ এবং নিরাকার আনন্দ রূপে বিরাজমান। আপনিই স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। যাঁহারা আপনাকে ভজনা করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে আপনি আনন্দিত করিয়া থাকেন। অতএব আপনার চরণারবিন্দযুগল, অবিরল ধারে নির্গলিত বহুতর চৈতন্য মকরন্দরূপা মন্দাকিনী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আমরা দুই জনে যেন সেই পাদপদ্মযুগল লাভ করিতে পারি, যে রূপ আসক্তি থাকিলে আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হওয়া না যায়, আপনি আমাদের সেই আসক্তি দূর করিয়া দিউন ॥ ৪৬ ॥

অপিচ, হে আর্ত্তবন্ধো! আপনার পাদপদ্মপরাগের স্পর্শ লাভ ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থে আমাদের ইচ্ছা নাই। মহর্ষি নারদের অভিশাপও আমাদের উপর অনুগ্রহ হইয়াছিল। অতএব সাধুদিগের

বাগস্তু তে স্তুতিষু তাবকপাদপদ্ম-
ধ্যানে মন স্তব কথাশ্রবণে শ্রুতী চ।
কিং ভূরিণা বত হৃষীকপতে হস্মদীয়ঃ
সেবারসেন রসিকো হস্তু হৃষীকবর্গঃ॥
দেবর্ষিণা তব পদাব্জমধুব্রতেন
ভূয়ানকারি বত নৌ শপতা প্রসাদঃ।
লীলালবোঢ়-জগদণ্ডপরঃসহস্রো
যেন ত্বমক্ষিবিষয়ো হদ্ভুতবালখেলঃ॥ ৪৭॥
কে বর্ণয়ন্তু ভগবন্ ভবতো জনন্যাঃ
সৌভাগ্যমেতদিতি ভূরি যয়াসি বদ্ধঃ।
যস্যৈকলেশশতভাগমহপীহ নাপু-
র্ব্রহ্মা শিবঃ শতমখশ্চ মহর্ষয়শ্চ॥

অদ্ভুতা বালখেলা যস্য সঃ॥ ৪৭॥
যস্য সৌভাগ্যস্য॥ ৪৮॥

সঙ্গ, কাহারা আদর করিয়া থাকে? আপনার স্তবে বাক্য, ভবদীয় পাদপদ্ম ধ্যানে মন এবং আপনার কথা শ্রবণে শ্রবণযুগল রত থাকে। হে হৃষীকেশ! অধিক আর কি বলিব, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ, আপনার সেবারসে মগ্ন থাকিয়া ঐ রস আস্বাদন করুক। আহা! আপনার পাদপদ্মের মধুকর দেবর্ষি নারদ, শাপ প্রদান করিয়া আমাদের দুই জনের উপর অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যে হেতু আপনি সহস্রাধিক ব্রহ্মাণ্ড সকল, কণামাত্র লীলা প্রকাশ করিয়া আত্মশরীরে ধারণ করিলেও এবং আপনার বাল্যখেলা অদ্ভুত হইলেও, আমরা আপনাকে দর্শন করিতে পারিয়াছি॥ ৪৭॥

হে ভগবন্! যিনি আপনাকে বন্ধন করিয়াছেন, আপনার সেই জননীর এই অনির্ব্বচনীয় প্রচুর সৌভাগ্য, কে বা বর্ণনা করিতে পারে? অধিক কি বলিব, এই জগতে ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত মহর্ষিগণ, যে সৌভাগ্যের এক কণার শতভাগও প্রাপ্ত

ন জ্ঞানিনাং সকলবেদবিদাঞ্চ ভূমন্
যোগৈকনিষ্ঠমনসাঞ্চ ভবান্ সুখাপঃ।
তেষামতীব সুলভ স্ত্বমসীহ যেষাং
নন্দাত্মজে ত্বয়ি রতি র্নববাললীলে ॥ ৪৮ ॥

তদনুজানীহি নাথ নাথয় নৌ মনোরথং যথা ভবদীয়চরণার-বিন্দ এব রতিমুদ্বহন্তৌ হন্তৌচিত্যেন প্রারব্ধফলমুপভুঞ্জানৌ সময়ং গময়াবহে ॥ ৪৯ ॥

ইতি যাবদন্তর্হিত্য তৌ দিশমুত্তরামুপযযতু স্তাবদেব দেব দিঙ্নাগনাগপুরনাগরী-বাধির্য্যকারিণা ত্রাসিত-ঘোষেণ ঘোষেণ তেন

নৌ আবাং মনোরথং বাঞ্ছিতং নাথয় যাচয় প্রার্থনাং কারয় ॥ ৪৯ ॥
দিঙ্নাগা দিগ্‌গজাঃ ত্রাসিতো ঘোষো গোকুলং যেন তেন ঘোষেণ হেতুনা গতোরসো

হইতে পারেন নাই। হে সর্ব্বশক্তিময়! যাঁহারা অত্যন্ত জ্ঞানবান্, যাঁহারা সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের অন্তঃকরণ একমাত্র যোগকার্য্যে অত্যন্ত আসক্ত, তাঁহারাও আপনাকে সুখে পাইতে পারেন না। কিন্তু যে সকল মানবের নবীন বাল্যলীলা ধারী নন্দনন্দন আপনার উপরে প্রেমভক্তি আছে, এই জগতে তাঁহা-দেরই নিকট আপনি অত্যন্ত সুলভ ॥ ৪৮ ॥

অতএব হে নাথ! আপনি আমাদের দুই জনকে অনুমতি করুন। আমরা কি বস্তু প্রার্থনা করিব, আপনি অন্তঃকরণে বলিয়া দিউন। যাহাতে আপনার পাদপদ্মে মতি থাকে, এ রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। হায়! অবশেষে যেন যথোচিত প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারি? ॥ ৪৯ ॥

এইরূপে স্তব করিয়া তাহারা দুই জনে অন্তর্হিত হইয়া যেমন উত্তর দিকে গমন করিল, তৎক্ষণাৎ সেই শাপবন্ধনমুক্ত, ভূতলপতিত যমজ অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে দেবতা গণের প্রধান দিক্ হস্তী সকল এবং পুরবাসিনী নারীগণ বধির হইয়া

পততোর্লব্ধ শাপসংযময়ো র্যময়ো রর্জ্জুনয়ো র্গতরসা তরসা সর্ব্বৈব বালবৃদ্ধ নরনারীসংহতি র্ব্রজেশ্বরী চ। বিতর্কং পুরস্কৃত্য কৃত্যপরাঙ্মুখহৃদয়া হৃদয়ারূঢ়-পরমশঙ্কয়া কয়াচন তত্রৈবোপসসাদ ॥ ৫০ ॥

আগত্য চ ভগবতে বালকৃষ্ণায় দণ্ডবৎপ্রণামার্থং পতিতায়া ভুবো হস্তাবিব পাতালবিবরাদ্‌যুগপদর্দ্ধমুত্থায় পৃথগ্‌যিযাসন্তাবজগরাবিব ভগবতৈব যুগপৎ পাতিতাবাদিদৈত্যৌ মধুকৈটভাবিব পতিতৌ মহাদ্রুমাবন্তরান্তরায় রহিতমনাকুলমকুতোভয়ং কুতো হভয়ং

বস্যাঃ সা ॥ ৫০ ॥

হস্তাবিতি ইয়ত্তয়া দ্বয়োরন্যূনানতিরিক্তত্বং অজগরাবিবেত্যতিদৈর্ঘ্যং মধুকৈটভাবিবেতি ভয়ানকত্বং উক্তং অন্তরামধ্যে অন্তরাবৈ র্ব্বিঘ্নৈরহিতং কুত ইতি কুঃ পৃথিবী তস্যৈ সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ অভয়ং বিতরন্তং দদতমিব মুকুন্দং তন্নামানং। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। ইন্দ্র-

---

গেল। সেই শব্দে গোকুল ভয়াকুল হইল। তখন সমস্ত বালক বৃদ্ধ নর নারী সমূহ এবং ব্রজেশ্বরীর আনন্দরস তিরোহিত হইল। তাঁহাদের মনে সর্ব্বাগ্রে বিতর্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বস্বকার্য্যে সকলেরই মন পরাঙ্মুখ হইল। তাঁহাদের হৃদয়ে কোনও এক প্রকার আশঙ্কা উৎপন্ন হওয়াতে দ্রুতপদে সেই স্থানেই তাঁহারা উপস্থিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

তাঁহারা সকলে আসিয়া ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষদ্বয় নিপতিত দর্শন করিলেন। তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন, ভগবান্ বালকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার নিমিত্ত নিপতিত পৃথিবীদেবীর দুইটী বাহু বিদ্যমান রহিয়াছে। অথবা পাতালবিবর হইতে অর্দ্ধ উত্থিত হইয়া দুইটী অজগর সর্প যেন পৃথক্ ২ স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিম্বা ভগবানই যেন মধুকৈটভ নামক দুই জন আদি অসুরকে বিনাশ করিয়া নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে নির্ব্বিঘ্ন, অব্যাকুল এবং নির্ভীক দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বালক হইয়াও যেন পৃথিবীকে অভয় দান করিতেছেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল

বিতরন্তমিব তং বালমুকুন্দং মুকুন্দং নিধিমিব বিলোকয়ন্তঃ ॥ ৫১ ॥

কিমিদং কিমিদমহো বিনা বাত্যয়া হত্যয়া সাদনেন ভুবি নিপতিতাবেতৌ মহার্জ্জুনৌ কস্মাদকস্মাদয়ং বো ভয়তোভয়তোদকরাবেতাবন্তরাহন্তরালেখ্য গতং নবপয়োদসকলমিব শিশুরয়ং সমুজ্জিহীতে তেন ভাগ্যং নোহধিকতরং বলীয়ো যদয়ং নিরাকুল এবাস্তে ॥ ৫২ ॥

কিমেনয়ো শ্চিরকালীনতয়োপতয়োপপ্লবকারিণ্যা জরত্তরতয়া মূলমেব বিজীর্ণং। তেন নিজবিস্তারভারেণৈবানয়োর্নিপাতঃ। ন তথা। মূলমনয়োঃ সমমেব সমে বহুল শিফানিবহে স্নিগ্ধতা

নীলমুকুন্দাদ্যাস্মকরানঙ্গকচ্ছপান্। শঙ্খ পদ্মাদিকাংশ্চৈব নিধীনষ্টৌ ক্রমাদযজেদিতি ॥ ৫১ ॥

অত্যয়া সাদনেন নাশ প্রাপ্ত্যা দিষ্টান্তঃ প্রলয়োহত্যয় ইত্যমরঃ। কৃষ্ণস্য ভয়করৌ আত্মনশ্চ তোদকরৌ ইত্যুভয়তোদকরৌ অন্তরালেখ্যং অন্তশ্চিত্রং সমুজ্জিহীতে সমুদ্গচ্ছতি। হীতি বিস্ময়ে ॥ ৫২ ॥

উপনতয়া প্রাপ্তয়া। সমে দ্বয়োরপি তুল্যে শাখাসমূহে মীমাংসমানেষু বিচারয়ৎসু। সুখদুঃখাভ্যামিতি কৃষ্ণস্য স্বস্তি দৃষ্ট্যা ভয়সম্ভাবনয়া চ। পেশলং সুন্দরং পেশলো রুচিরে দক্ষে

যেন, তিনি মুকুন্দ নামে অমূল্য নিধি ॥ ৫১ ॥

আহা! এ কি! এই দুটী মহার্জ্জুন বৃক্ষ, বিনা বাত্যাসংস্পর্শে অকস্মাৎ কি হেতু ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে! ইহারা দুইটীই দুই দিকে শ্রীকৃষ্ণের ভয়জনক এবং আত্মনাশকারক। এই উভয়ের মধ্যে এই শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছে। এই শিশু, নবীন জলদখণ্ডের ন্যায় ইহার অন্তরে চিত্রিত হইয়া উঠিতেছে। অতএব আমাদের ভাগ্যে অত্যন্ত বলবৎ বলিতে হইবে। যে হেতু এই বালক, অব্যাকুলচিত্তে বসিয়া আছে ॥৫২

এই দুটী বৃক্ষ, চিরকালই এইস্থানে ছিল। এইস্থানে থাকিয়া সকলের উপদ্রব করিত। এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়াতে এই বৃক্ষদ্বয়ের মূল কি জীর্ণ হইয়া গেল? সেই কারণে নিজবিস্তারভরে ইহাদের কি বিনাশ হইল? কিন্তু তাহা নহে। দুইটীরই মূল সমান, দুইটীরই

স্থূলতা চ ইতি মীমাংসমানেষু সমানেষু সুখদুঃখাভ্যাং ব্রজজনেষু ব্রজপুরপুরন্দরো হৃদরোদিতস্মিত সুধালেশপেশলাস্যং লাস্যং কুর্ব্বন্তৈব মনসা ত্বরমানেন পিতরমালোক্য সমুল্লসন্তং তং বালকৃষ্ণং মোচয়িত্বাঽঙ্কে কৃত্য কৃত্যকোবিদামপি সভার্য্যাং ভার্য্যাং মহদনার্য্যং কৃতং ভবত্যেতি জুগুপ্সমানো গর্গগিরমনুস্মৃত্য স্মৃত্যবিরোধেন জ্ঞাতমহিম্নঃ পুত্রস্যৈবেয়ং কৃতিরিতি মনসি বিদাঞ্চকার ॥ ৫৩ ॥

তস্মিন্নেব সময়ে সহচরাঃ শিশবোঽপি ভো ভো অনেনসা-

ইতি বিশ্বঃ। সমুল্লসন্তমিতি পিতরমিত্যস্য বিশেষণং মুদা লসন্তমিতি বালকৃষ্ণমিত্যস্য স নন্দঃ ভার্য্যাং শ্রীযশোদাং সভাসু আর্য্যাং অনার্য্যং নিন্দ্যং জুগুপ্সমানো নিন্দন্ গর্গগিরং নারায়ণসমো গুণৈরিত্যাদিকাং স্মৃত্যবিরোধেন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তং যৎকৃষ্ণস্যৈশ্বর্য্যং তদযথার্থতয়া প্রকারান্তরেণ জ্ঞাতমপি নন্দবাৎসল্যস্য বিরোধং নাকরোদিত্যর্থঃ। যদ্বা স্মৃতিরিচ্ছা তদবিরোধেন পুত্রপ্রভাবঃ পিত্রোঃ সুখায়ৈব স্যাদিতি স্মৃতিরিচ্ছা তয়োর্দ্ধর্ম্মসংহিতায়ামপি স্মৃতিরিতি বিশ্বঃ ॥ ৫৩ ॥

অনেনসা অনঘেন অনেন কৃষ্ণেন সমেখলং মেখলা সহিতং সমেতভরেণ সংপ্রাপ্তভরেণ

শাখাসমূহ সমান, উভয়েরই স্নিগ্ধতা এবং স্থূলতা একরূপ। এইরূপে সমান সুখদুঃখ ধারী ব্রজবাসী লোকগণ, বিচার করিতে লাগিল। তখন বহুল পরিমাণে স্মিতসুধার কলাপ্রকাশে ব্রজেশ্বর নন্দের মুখ অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের মনও যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ, পিতাকে উল্লসিত দর্শন করিলেন। ব্রজরাজ, সেই বালক কৃষ্ণকে মোচন করিয়া ক্রোড়ে করিলেন। অবশেষে সমস্ত কার্য্যবিশারদা এবং সভাতে পণ্ডিতা স্বীয়পত্নী যশোদাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি ইহা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। এইরূপে পত্নীকে তিরস্কার করিয়া গুণে নারায়ণের তুল্য, ইত্যাদি গর্গবাক্য স্মরণ করিলেন। তখন তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে যে রূপ কৃষ্ণের মহিমা উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে যথার্থ রূপে পুত্রের মহিমা অবগত থাকাতে মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই কার্য্য আমার পুত্রেরই সম্ভাবিত, অন্য কোনও লোকে এরূপ ভীষণ কার্য্য করিতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

ঐ সময়েই সহচর শিশুগণ বলিতে লগিল, অহে! অহে! সম্প্রতি

নেন সাম্প্রতং তীর্য্যগেব কৃষ্ণোলূখলং সমেখলং সমেত ভরেণাকর্ষ-ণেন সমূলমুন্মূলিতাবেতাবিতি যদূচিরে চিরেণাপি ন তৎ কেঽপি প্রতীয়ুঃ অনন্তরং কৃতস্বস্ত্যয়নং সকলস্বস্ত্যয়নং তং বালকৃষ্ণং দধি-দূর্ব্বাক্ষতাদিনাক্ষতাদি নারায়ণগুণাধিকগুণং নির্ম্মঞ্ছ্য কৃতমঙ্গল-তূর্য্যঘোষেণ ভবনং প্রবেশয়ামাস ঘোষাধীশঃ ॥ ৫৪ ॥

অথ তথৈব কদাচন ধূলিখেলালসং বয়স্যবালকেষু নিজ-পরাগপটলেন ধূষরমিন্দীবরমিব ধূলিধোরণি কলিল মমল কলেবর মভ্রবিভ্রমং ভ্রমন্তমিতস্তত স্ততখেলন কুতুকাবেশেন গমিতামিত-

---

তস্য আকর্ষণেন। অক্ষতং ক্ষতাভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

ধূলিখেলায়াং রসো যস্য তং ধূলীনাং ধোরণিভিঃ শ্রেণিভিঃ কলিলং সংকীর্ণং। অভ্র-বিভ্রমমিতি পুনরভ্রোপমা ইতস্ততো ভ্রমণ সাধর্ম্মোণ লীলামৃতবৃষ্ট্যা চ। অতো বিস্তৃতঃ খেলনে

এই পাপশূন্য শ্রীকৃষ্ণ, উদূখল বক্রকরিয়া মেখলার সহিত ভয় প্রাপ্ত হইয়া আকর্ষণ করাতে এই দুটী বৃক্ষ সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বালকেরা এই কথা বলিল, কিন্তু কেহই তাহা প্রত্যয় করিল না। অনন্তর যিনি সমস্ত মঙ্গল বিধাতা, যিনি মঙ্গলের আধার, যাঁহার গুণরাশি নারায়ণ অপেক্ষাও অধিক, সেই শিশু কৃষ্ণকে দধি, দূর্ব্বা, অক্ষত (আতপতণ্ডুল) এবং আরোগ্য প্রভৃতি মঙ্গলময় পদার্থ দ্বারা বরণ করিয়া ব্রজরাজ নন্দ, মাঙ্গলিক বাদ্য শব্দ সহকারে নগরমধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর ঐ রূপে আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ,বলরামের সহিত সহচর বালক-দের সহিত সমবেত হইয়া ধূলিখেলা রসে নিমগ্ন হইলেন। আপনার পরাগ (ধূলি) রাশি দ্বারা যেন নীলোৎপল ধূষরিত হইয়াছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিপটলে আকীর্ণ হইয়াছে। লীলাসুধাবর্ষণে এবং ইতস্তত সঞ্চরণে তখন শ্রীকৃষ্ণ, মেঘের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বিস্তারিত খেলাকৌতুকের আবেশে

কালং সরামমভিরামচরিতং যথাকালমালয়মপ্রাপ্তমবলোক্য ॥ ৫৫ ॥

সখেদয়া দয়াবত্যা ব্রজপুরপরমেশ্বর্য্যা প্রহীয়মাণা হহীয়মানানন্ত পরমসুকৃতাধিরোহিণী রোহিণীদেবী ত্বরিতমাগত্য গত্যবসাদেনাপ্যসন্নপদকমলা দূরত এব তাত প্রাতরারভ্য সন্তত তন্তন্যমানখেলয়ালয়াগমনমপি বিস্মৃতং ॥ ৫৬ ॥

গগণমধ্যমধ্যবরুহ্য তপতি ললাটন্তপস্তপন এষঃ কথমনেন নবনীতকোমলেন বপুষা ঘনঘর্ম্মাঘাতমপি সহসে সহসেমং খেলারসমপহায় সহ সহচরৈরেব সমেহি সমেহি কালে কৃতমজ্জনো ভব-

এব যঃ কুতূকাবেশস্তেন ॥ ৫৫ ॥

প্রহীয়মাণা প্রস্থাপ্যমানা বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমানবত্বাৎ প্রহিতেত্যর্থঃ। অহীয়মানানি ত্যক্তুমযোগ্যানি অনন্তানি পরমসুকৃতানি অধিরোঢ়ুমধিরোহয়িতুম্বা শীলমস্যাঃ সা। ন সন্নে বিশীর্ণে পদকমলে যস্যাঃ। রামকৃষ্ণয়োর্দর্শন সুখাবেশাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

ললাটন্তপ ইতি অসূর্য্যললাটয়োর্দৃশি তপোরিতি খশ্ ॥ ৫৭ ॥

অনেক সময় যাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে অতিরম্য চরিত্র রামকৃষ্ণকে যথাসময়ে গৃহে আসিতে না দেখিয়া, দয়াবতী ব্রজেশ্বরী যশোদা খেদান্বিত হইয়া রোহিণীকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫৫ ॥

রোহিণী দেবী, অপরিত্যাজ্য অনন্ত পরম সুকৃতরাশি পাইবার উপযুক্ত পাত্রী ছিলেন। তিনি দ্রুতপদে আগমন করিয়া গমনের বিশ্রাম না করাতে তাঁহার পাদকমলযুগল, বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি দূর হইতেই বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি বাল্যকাল হইতে অবিরত বিস্তারিত খেলায় নিমগ্ন থাকিয়া গৃহে আসিতেও ভুলিয়া গিয়াছ ॥৫৬॥

রোহিণী আরো কহিলেন, দেখ, এই ললাটতাপী দিবাকর, গগনের মধ্যস্থলে আসিয়া উত্তাপপ্রদান করিতেছেন। অতএব তুমি এক্ষণে কি রূপে এই নবনীত কোমল দেহে কঠিন ঘর্ম্মব্যথা সহ্য করিবে। তুমি সহসা এই খেলাসুখ বিসর্জন দিয়া সহচর শিশু গণের সহিত এস এস। যথাসময়ে স্নান কর। তোমার মনোহর অগ্রজ

দভিরামেণ রামেণ পূর্ব্বজনিনা সহ কৃতাশনো জননীমনঃ প্রমোদয়েত্যূচে ॥ ৫৭ ॥

ইতি তদুক্ত্যাপি যদি খেলাতো ন বিররাম রামকনীয়ান্ তদা গৃহাগতায়াং রামমাতরি মাতরিশ্ববেগতো গতোৎসাহা ব্রজেশ্বরী স্বয়ং স্বযন্ত্রণয়া ত্বরিতমাগত্য রামমামন্ত্র্য নিজগাদ। বৎস রাম ত্বরিতমেহি মে হিতং বচনমাকর্ণয় তব মুখ মীক্ষমাণো ব্রজপুরপুরন্দরোঽপি নিরশন এব বর্ত্ততে ॥ ৫৮ ॥

বিশেষতশ্চ হে বৎস কৃষ্ণ ভবতোঽদ্য জন্মর্ক্ষযোগে মঙ্গলাভিষিক্তঃ ক্ষিতিসুরবরাশিষা সমর্চ্চিতঃ সমাচরসমুচিতং ত্বমপি তেভ্যঃ কনকবসনাদিজনকোপনীতমুপকল্প্য জনকেন সহ ভোক্তুমর্হসি ॥৫৯

ইতিনিগদন্তী দন্তীন্দ্রগামিনী নিকটমভ্যেত্য বৎস এহীতি

মাতরিশ্ববেগতঃ পবনবেগেন ত্বরিতমাগত্য স্বযন্ত্রণয়া স্বখেদেন ॥ ৫৮ ॥

স্বভাবত এব সদা দানপ্রিয়ং কৃষ্ণং তদুৎসাহমুৎপাদ্য খেলাতো নিবর্ত্তয়তি বিশেষতশ্চেতি ॥ ৫৯ ॥

নয়ং তীব্রমিতি মাতুরীদৃশ্যৈব নীতিঃ প্রশস্যতে যং পুত্রস্য খেলাস্থগনপীয়ং ন সহতে

জ্যেষ্ঠের সহিত ভোজন করিয়া জননীর হৃদয় সন্তুষ্ট কর ॥ ৫৭ ॥

এইরূপে রোহিণীর বাক্যেও যখন রামকনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ খেলা হইতে বিরত না হইলেন, তখন অগত্যা বলরামের মাতা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রোহিণী ফিরিয়া আসিলে ব্রজেশ্বরী নিরুৎসাহচিত্তে, স্বয়ং নিজখেদে শীঘ্র আসিয়া বলরামকে ডাকিয়া বলিলেন। বৎস রাম! তুমি শীঘ্র এস, শীঘ্র এস, তুমি আমার কথা শোন। তোমার মুখ পানে চাহিয়া ব্রজরাজও অনাহারে রহিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

বিশেষতঃ বৎস কৃষ্ণ! আজ তোমার জন্মনক্ষত্রযোগ উপস্থিত। আজ তুমি মঙ্গলাচারে অভিষিক্ত হইবে এবং ভূদেব ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে অর্চিত হইবে। তোমার পিতা তোমার জন্য যে সকল কনক বস্ত্রাদি উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সমস্ত সমুচিত সদাচার অনুষ্ঠান কর এবং সমাগত ব্রাহ্মণদিগের এবং জনকের সহিত আহার কর ॥ ৫৯ ॥

গজেন্দ্রগামিনী যশোদা এই কথা বলিয়া নিকটে আসিলেন। পরে

কৃষ্ণ করকমলমাধৃত্য বলদেবমগ্রতঃ কৃত্বা সহচরানপি সহানয়ন্তী নয়ং তীব্রমুপপাদয়ন্তী স্বয়মেব সহোদরয়ো রয়োপনায়িত মঙ্গলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তন স্বপ্ন মার্জ্জন পরিধাপনানুলেপন ভূষণমালাদি সকলসামগ্রীকাদলদিন্দীবর-সোদরতঃ কলেবরতো বরতো ধূলীমপনীয়াতিমিত-তিমিত-বসনশকলেন পরিমৃজ্য বপুরভ্যঙ্গাদিনোপচর্য্য তদবসরমীক্ষমাণস্য ব্রজরাজস্যাভিমুখমুপনিনায় রামকৃষ্ণৌ ॥ ৬০ ॥

উপসন্নয়োশ্চ তয়োঃ প্রমুদিতমনা মনাক্ স্মিতপূর্ব্বমবেক্ষ্য-

ভোজনাপেক্ষয়েতি ভাবঃ। রয়েণ বেগেন উপনায়িতা দাসীবৃন্দদ্বারৈব নিকটমানায়িতা মঙ্গলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদি সামগ্রী যয়া সা। বিকসিত নীলাম্বুজসদৃশাৎ অঙ্গাৎ প্রথমং স্বপাণিভ্যাং স্বাঞ্চলেন বা ধূলীমপনীয় পুনরতি সূক্ষ্মধূলী নিরসনায় অতিমিতং অতিপরিমিতং মহাসূক্ষ্ম তন্তুময়ত্বাৎ তিমিতং আর্দ্রীকৃতং তিমষ্টিম আর্দ্রীভাবে ইতি ধাতুঃ ॥ ৬০ ॥

তয়োর্ব্বদনং স্মিতপূর্ব্বং মনাগবেক্ষ্যেতি হর্ষসঙ্গোপকমতিগাম্ভীর্য্যং দ্যোতিতং ॥ ৬১ ॥

বৎস কৃষ্ণ! আইস এই বলিয়া কৃষ্ণের করকমল ধারণ করিলেন। কৃষ্ণের হাত ধরিয়া, বলরামকে অগ্রে করিয়া সহচরদিগকেও সঙ্গে আনয়ন করিতে লাগিলেন। জননীর এইরূপই নীতি যে, তিনি পুত্রের আহার অপেক্ষা পুত্রের খেলাসুখ সহ্য করিতে পারেন না। এই হেতু তিনি রামকৃষ্ণ দুই সহোদরের স্বয়ং উপযুক্ত নীতির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অবশেষে যশোদা, দাসীবৃন্দ দ্বারা সবেগে মাঙ্গলিক তৈলাদি মর্দ্দন, উদ্বর্ত্তন, স্নপন, মার্জন, বসন, অনুলেপন, ভূষণ এবং মালা প্রভৃতি সকল সামগ্রী আনয়ন করাইলেন। প্রথমে তিনি বিকসিত ইন্দীবর তুল্য উৎকৃষ্ট দেহ হইতে হস্তদ্বারা ধূলি অপনীত করিলেন। অবশেষে অতিসূক্ষ্মতন্তু নির্ম্মিত আর্দ্র বসনখণ্ড অর্থাৎ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ধূলিরাশি মার্জনা করিয়া দিলেন। তৎপরে অভ্যঙ্গ এবং উদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা দেহের পরিচর্য্যা করিয়া ব্রজরাজ উহাঁদের আগমন কাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া রাম এবং কৃষ্ণকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ॥ ৬০ ॥

যখন রামকৃষ্ণ দুই জনে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন ব্রজরাজ আনন্দিত মনে, ঈষৎ মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত বদন দেখিয়া উভয়কেই

বদনং নিজমঙ্কমারোপয়ামাস ব্রজরাজঃ ॥ ৬১ ॥

তদনু তনয়াভ্যাং সহভোজনারম্ভে সহোপগম্নান্ সহচরানপি ভগবজ্জননী নিজতনয়সাধারণ্যেন ভৃত্যজনৈঃ কারিতাভ্যঙ্গাদি সকলোপচারান্ সমাহূয় কৃষ্ণেন সহৈব বিধিবদাশয়িত্বা নিজগৃহান্ প্রাপয়িষুরপি বৎসা মাপরমেতাবন্তং কালং খেলনীয়ং যদ্যপ্যয়-মতিচঞ্চলো মদ্বালঃ খেলাং ন পরিহরতি। তথাপি ভবদ্ভিঃ ক্ষণ-মেব খেলিত্বা মদ্গৃহে স্বগৃহে বা গন্তব্যং। তথা সতি কথমেকক এষ খেলতু ইতি সদয়ং তান্ বিসর্জ্জয়ামাস। তথা পরেদ্যুরপি কয়াপি ফলবিক্রয়িণ্যা কেন ক্রেয়াণি ফলানীতি নীতিচতুরয়া রয়া সাদিত ব্রজরাজপুরদ্বারয়া পুনরুদীরিতে ব্যাহারে হারেণ বিলস-

করপুটেএব পুটকিনী প্রসূনে কমলে তাভ্যাং নালীকিনী পুটকিনী বিসিনী নলিনী চেতি হারাবলী। জলমুগ্‌ভ্যো মেঘেভ্যোঽপি ধাম্না কান্ত্যা মুগ্ধং মনোহরং চ তমমলঞ্চ তং যম-

ক্রোড়ে লইলেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ রামকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। যাহারা রামকৃষ্ণের সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই সকল সহচর দিগকেও কৃষ্ণজননী আপনার পুত্রের মত ভৃত্যবর্গ দ্বারা স্নানাদি সকল কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। অবশেষে তাহাদিগকে ডাকিয়া, কৃষ্ণের সহিত বিধি বিধানে ভোজন করাইয়া, তাহাদের নিজ নিজ গৃহে তাহা-দিগকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, বৎসগণ! তোমরা আর এত অধিকক্ষণ খেলা করিও না। যদ্যপি আমার এই চঞ্চল বালক, খেলা না পরিত্যাগ করে, তথাপি তোমরা ক্ষণকাল খেলা করিয়া হয় আমার গৃহে, না হয় তোমাদের গৃহে তোমরা গমন করিবে। তাহা হইলে কি রূপে এই কৃষ্ণ একাকী খেলা করিবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সদয় ভাবে সহচর বালকদিগকে বিদায় দিলেন। ঐ রূপে আর একদিন, একজন রমণী, কে আমার ফল কিনিবে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এই রমণী অতিশয় নীতি বিশারদ ছিল। সে সবেগে ব্রজরাজ নন্দের পুরদ্বারে (সদরদ্বারে) আসিয়া পুনর্ব্বার ঐ কথা

দুরঃস্থলঃ স্থলকমলচরণঃ করপুটপুটকিনীপ্রসূনাভ্যাং গৃহান্তরতঃ ক্রমনির্গলনেন দ্বিত্র ধান্যাবশিষ্টং ধান্যাঞ্জলিমাদায় ঝণঝণংকারি-কাঞ্চনকিঙ্কিনীকো বহিরিয়ায় যদা তদা জলমুগ্ধামমুগ্ধামলং মূর্ত্তা-নন্দ কন্দকল্পং তমালোক্য মুগ্ধাত্মানমপি বিস্মরন্তী সা স্বকৃতবতী কৃতবতী করকমলাঞ্জলিপ্রপূরং ফলবিতরণং। অথ তস্যা ভাজনা-ন্তরে জনান্তরেণালক্ষিতানি রত্নান্যেব বভূবুঃ ॥ ৬২ ॥

অথ কদাচিদপি তেনৈবান্তর্যামিণা প্রের্য্যমাণান্তঃকরণৈরুপনন্দ-সনন্দাদিভিঃ স্থবিরাভীরমুখ্যৈঃ সরভসম স্থানীমাস্থানীত মানসতয়া

কাম্বুরোধেন বিধেয়াংশাবিমর্শঃ সোঢ়ব্যঃ। মুগ্ধা মূঢ়াঃ ॥ ৬২ ॥

আস্থানীং আথা ইতি পাশ্চাত্যেষু খ্যাতাং সভাং সমাস্থায় সম্যাগালম্ব্য আস্থয়া অপেক্ষয়া আনীতং করিষ্যমাণ মন্ত্রণায়াং ভদ্রাভদ্রবিবেকার্থমেকাগ্রীকৃতং ন ক্বাপি চালিতং মানসং

বলিতে লাগিল। ফলবিক্রয়িণী রমণীর কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে হার শোভা পাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম, স্থলপদ্মের তুল্য মনোহর। শ্রীকৃষ্ণ আপনার করপুট রূপ কমল পুষ্পদ্বারা ধান্যের অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আসিতে ছিলেন। গৃহের-মধ্য হইতে বাহিরে আসাপর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে সমস্ত ধান্য গলিয়া পড়িয়া ছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণের অঞ্জলিতে দুই তিনটী মাত্র ধান্য অবশিষ্ট ছিল। শ্রীকৃষ্ণ, ঝণঝণ শব্দযুক্ত সুবর্ণনূপুর পরিধান করিয়া যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি সেই মেঘকান্তির তুল্য মনোহর অথচ নির্ম্মল এবং মূর্ত্তিমান্ আনন্দপ্রবাহ তুল্য সেই বালককে অবলোকন করিয়া, সেই রমণী আপনার মুগ্ধচিত্তকেও বিস্মৃত হইয়া গেল। তখন সেই পুণ্যবতী রমণী, করকমলের অঞ্জলি পূরিয়া ফল বিতরণ করিতে লাগিল। তৎপরে লোক সকল দেখিল যে, তাহার পাত্রমধ্যে রত্ন-রাশি বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

অনন্তর একদা সেই শ্রীকৃষ্ণই অন্তরে গমন করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ পরিচালিত করিলে, উপনন্দ সন্নন্দ প্রভৃতি প্রাচীন প্রধান প্রধান গোপগণ সবেগে সভায় আসিয়া এবং ভবিষ্যৎ মন্ত্রণাকার্য্যে ভদ্রা-

সমাস্থায় ব্রজরাজং সাদরমূচে ॥ ৬৩ ॥

ব্রজেশ্বর তব সম্পদা সম্পদাস্মাকী মানবং ন বংহিষ্ঠ সৌভাগ্যং ক্বাপি ভবৎসদৃশমীক্ষামহে ॥ ৬৪ ॥

মহেচ্ছয়স্তু তবায়মীদৃশঃ সকলজনকাকুমারঃ কুমারঃ সমজনি ॥ ৬৫ ॥

সমজনি কালমেবাস্য জায়মানান্যরিষ্টান্যরিষ্টান্তরারভ্য কিমদ্য প্রভৃতি ন দৃশ্যন্তে ॥ ৬৬ ॥

প্রথমং নিশাচরী চরীকরীতি স্ম প্রলয়মিব। ততঃ পরমনো

বৈ স্তেষাং ভাবস্তত্তা তয়া আস্থাচালম্বনা স্থান যত্নাপেক্ষাসু কথ্যত ইতি বিশ্বঃ ॥ ৬৩ ॥

ভবৎ সদৃশং বংহিষ্ঠসৌভাগ্যং মানবং ন বয়ং কুত্রাপি ন পশ্যামঃ ॥ ৬৪ ॥

মহেচ্ছ হে মহাশয় মহেচ্ছস্ত্ব মহাশয় ইত্যমরঃ। কাকুমারঃ শোকাদিকৃতদুঃখহন্তা ॥ ৬৫ ॥

জন্ম সমকালমেব ব্যাপ্য অরিষ্টাস্থঃ সূতিকাগৃহমধ্যত এবারভ্য অরিষ্টং সূতিকাগৃহ মিত্যমরঃ ॥ ৬৬ ॥

চরীকরীতি স্ম অতিশয়েন কৃতবতী। অনোনিপাতঃ শকটনিপাতঃ তৃণাবর্ত্তাখ্যবাত্যা

ভদ্র বিবেচনার নিমিত্ত, অপেক্ষা পূর্ব্বক হৃদয় স্থির করিয়া সাদরে ব্রজরাজকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

হে ব্রজরাজ! আপনার ঐশ্বর্য্য, আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর। আপনার তুল্য বহুল সৌভাগ্য সম্পন্ন নূতন মানব, আমরা কুত্রাপি দর্শন করিনাই ॥ ৬৪ ॥

আপনি মহাশয় ব্যক্তি। আপনার এই যে পুত্র জন্মিয়াছেন, ইনি সকল লোকের শোকাদি জন্য দুঃখরাশি দূরকরিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

ঐ পুত্রের জন্মসময়ে সূতিকাগৃহের মধ্যহইতে আরম্ভ করিয়া, অদ্যাবধি যে সকল কার্য্য ও যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, তৎসমুদায়ই দুঃখজনক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৬৬ ॥

প্রথমেই পূতনা রাক্ষসীর বৃত্তান্ত। সে যেন অত্যন্ত প্রলয় কাল উপস্থিত করিয়াছিল। তৎপরে শকটাসুরের বধ। এই কার্য্যটী যেন

নিপাতো মনোনিপাতোপমঃ সর্ব্বেষাং তদনু তৃণাবর্ত্তবাত্যা বাত্যাহিতং কিং ন চকার। সাম্প্রতমুচ্চৈরনয়োরনয়ো নিপাতেন সংবৃত্তঃ ॥ ৬৭ ॥

তৎ কিমত্র নিদানং নাস্য জন্মলগ্ন লগ্নমস্তি কিমপি দূষণং। সর্ব্ব এব শুভমাত্র গ্রহাগ্রহাঃ। তথাপি লোকোত্তরমেবাদৃষ্টং দৃষ্টঞ্চ। যেনৈতৎ জগৎপত্যংশকলিতমপত্যং শকলিত মহাপদকস্মাদেব দেবদুর্ল্লভং সম্পাদিতমস্তি ॥ ৬৮ ॥

তদস্মাভিরিদমনুমিতমস্যৈব স্থলস্য দূষণমেতৎ। তদিদমপহায় হায়নমধ্যে সর্ব্বদা সুখদং সর্ব্বর্ত্তুগুণবৃন্দাবনং বৃন্দাবনং

বা কিং অত্যাহিতং ন চকার অত্যাহিতং মহাভীতিরিত্যমরঃ। অনয়োরনয়ঃ প্রস্তুতত্বাৎ অর্জ্জুনবৃক্ষয়োর্নিপাতেন উচ্চৈরনয়ঃ মহানন্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

গ্রহাঃ সূর্য্যাদ্যা নব। দৃষ্টং ফলদর্শনেন সাক্ষাৎ কৃতঞ্চ। যেন অদৃষ্টেন অকস্মাদেব এতৎ কৃষ্ণাখ্যং অপত্যং সম্পাদিতমস্তি। জগৎপতের্নারায়ণস্য অংশেন কলিতং কৃতং গর্গবাক্য প্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ। অতএব শকলিতা খণ্ডিতা মহতী আপৎ বিপত্তি র্যেন তৎ ॥ ৬৮ ॥

তদ্দিনএব যিযাসুত্বেঽপি হায়নমধ্য ইত্যুক্তিস্তারল্য প্রকাশ সঙ্কোচেন। সর্ব্বেষাং ঋতূনাং

সকলের চিত্তনিপাত তুল্য। অনন্তর তৃণাবর্ত্ত নামক ঘোরবাত্যা। সে কত ভয়ই না দেখাইয়াছিল? সম্প্রতি এই অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের নিপাত। কিন্তু তাহা দ্বারা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

অতএব এই বিষয়ের কারণ কি? এই শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্নে কোন দোষ ত বিদ্যমান নাই? সূর্য্যাদি সমস্ত গ্রহগণই এই বালকের কেবল মাত্র শুভপ্রদ হইতেছেন। আপনারও অদৃষ্ট যে অলৌকিক, তাহাও আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। যে অদৃষ্ট প্রভাবে জগৎপতি নারায়ণের অংশান্বিত, সকল বিপত্তিভঞ্জন, দেবদুর্ল্লভ এইরূপ পুত্র, অকস্মাৎ আপনি লাভ করিতে পারিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

অতএব আমরা অনুমান করিয়াছি যে, এই স্থানেরই এই দোষ। অতএব এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া, আমরা একবৎসরের মধ্যে সর্ব্বদা সুখপ্রদ এবং বসন্ত প্রভৃতি সমস্ত ঋতুর গুণবৃন্দ বিরাজিত, বৃন্দাবন

নাম বনং যামঃ ॥ ৬৯ ॥

যদতি বহুতৃণং ভবতি যদা সাদিতবতাং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীঃ ॥ ৭০ ॥

লক্ষ্মীশ্চ যত্র নিরন্তর কৃতনিবাসেব সেবমানা বর্ত্ততে। যত্র গোবর্দ্ধনো গোবর্দ্ধনোনাম গিরিঃ ॥ ৭১ ॥

যদি ভবতি মতি র্মতিমতাম্বর ভবতো ভব তোষপ্রদোঽস্মাকং তদা তদা সাদনেন ॥ ৭২ ॥

তদা তদাকর্ণ্য ঘোষাধীশোধীশোধিত স্তানুবাচ ॥ ৭৩ ॥

বসন্তাদীনাং গুণবৃন্দং অবতি স্বস্মিন্ রক্ষতীতি তৎ। যামঃ যাস্যামঃ বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্ ॥ ৬৯ ॥

যৎ বৃন্দাবনং অতিবহূনি তৃণানি যত্র তৎগবাং সুখদত্বাদিত্যর্থঃ। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু যৎ আসাদিতবতাং প্রাপ্তবতাং জনানাং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীঃ ত্রৈলোক্যস্য সম্পত্তি র্বহুতৃণং তৃণতুল্যা ভবতি ঈষদসমাপ্ত্যর্থে বিভাষা সুপো বহুজিত্যাদিনা পুরস্তাদ্বহুচ্ প্রত্যয়ঃ লঘু বহু তৃণং নর ইতিবৎ প্রকৃতিবৎ লিঙ্গত্বং ॥ ৭০ ॥

গোবর্দ্ধনঃ গবাং বৃদ্ধিকরঃ ॥ ৭১ ॥

তদা তদাসাদনেন তত্র গমনেন অস্মাকং তোষপ্রদো ভব ॥ ৭২ ॥

ধীশোধিতঃ ধীশোধঃ সংযাতো যস্য সঃ শুদ্ধবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

নামক বনে গমন করিব ॥ ৬৯ ॥

যে বৃন্দাবনে ধেনুগণের সুখপ্রদ অতি বহুলপরিমাণে তৃণরাশি বিদ্যমান আছে। কেবল ইহা নহে, যে সকল লোক বৃন্দাবন প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নিকটে ত্রৈলোক্যের সম্পত্তিও তৃণতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

যে বৃন্দাবনে কমলাদেবী নিরন্তর বাসকরিয়াই যেন সেবা করিয়া রহিয়াছেন। যে স্থানে গোগণের বৃদ্ধিকারক গোবর্দ্ধন নামে পর্ব্বত আছে ॥ ৭১ ॥

হে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য! যদি আপনার মন হয়, তহা হইলে তথায় গমন করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন ॥ ৭২ ॥

তখন নির্ম্মলবুদ্ধি গোপরাজ, সেই বাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

মমতা মমতাবদিহ ভবাদৃশাং কৃতে কৃতে ভবদ্ভিরস্যৈতাদৃশি দোষাবলোকে লোকেন কথমত্র স্থাতব্যং ॥ ৭৪ ॥

তদধুনা সাধুনা সামঞ্জস্যেন চল্যতামিতি তেনানুমতে পরিজনৈঃ সহ প্রথম মনসাং মনসাঞ্চ দ্রঢ়িমানমানয়ন্তঃ সর্ব্বএব মুমুদিরে ॥ ৭৫ ॥

অনন্তরং ঐরাবতৈরিব চতুর্দ্দদ্ভি গৃহীতমৌনব্রতৈরিব নব-

মমতাবং ভবাদৃশাং কৃতে নিমিত্তে ইহ বৃহদ্বনে মমতা মমত্বং ॥ ৭৪ ॥

অনসাং শকটানাং দার্ঢ্যং বহুবিধ বস্ত্বাদি চালনার্থং মনসাঞ্চ আয়ত্যামনুশোচনাভাবার্থং ॥ ৭৫

অনড়ুদ্ভিরতিরমণীয়েষু শকটেষু স্ব স্ব পরিকরানারোপ্য গাঃ পুরোগাঃ কর্ত্তুং বিচারয়ন্তো যদা হবতস্থিরে তদা প্রাচুর্য্যতো হেতোর্ধেন্বাবলিঃ শকটাবলিশ্চ ক্রমতঃ প্রযাতুং ন ঘটত

আমার কিন্তু আপনাদের নিমিত্ত, এই বৃহদ্বনে অত্যন্ত মমতা আছে। তবে আপনারা যদি সকলেই ইহার প্রতি দোষ দর্শন করেন তাহা হইলে কি করিয়া লোকে এইস্থলে বাস করিবে? ॥ ৭৪ ॥

অতএব এক্ষণে তোমরা উত্তম সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃন্দাবনে গমন কর। ব্রজরাজ এইরূপ অনুমতি প্রদান করিলে, প্রথমে শকটগণের এবং শেষে অন্তঃকরণের দৃঢ়তা স্থাপন করিয়া, সকল লোকই, পরিজনবর্গের সহিত আহ্লাদিত হইয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর বলীবর্দ্দশ্রেণীদ্বারা অতিশয় রমণীয় সমস্ত শকটের মধ্যে স্বস্ব আবশ্যক পদার্থ নিচয় আরোপিত করিয়া এবং ধেনুদিগকে অগ্রে রাখিবার নিমিত্ত বিচার করিয়া যে সময়ে তাঁহারা ক্ষণকাল স্থিরভাবেই যেন অবস্থান করিলেন, তখন বাহুল্য হেতু ধেনুশ্রেণী এবং শকটাবলি ক্রমে ২ প্রস্থান করিতে পারিল না। এই হেতু ঐ ধেনুশ্রেণী এবং শকটাবলী, এক কালেই সারি সারি উভয় পঙ্‌ক্তি দ্বারা গমন করিতে লাগিল এবং গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইলেও পরিত্যাগযোগ্য বৃন্দাবন নামক স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিল না। যে সকল বলীবর্দ্দ, শকটে নিযুক্ত হইয়াছিল, ঐরাবত হস্তিদিগের ন্যায় তাহাদের চারিটী প্রধান দন্ত আছে। মৌনব্রতধারীগণ যে রূপ 'ন বদদ্ভিঃ' অর্থাৎ কথা কহেন

দদ্ভিঃ সুমেরোরবয়বৈরিব কনকশৃঙ্গৈঃ। রামবলৈরিব সুবৃত্ত হনু-মন্মুখৈঃ সঙ্গীতাচার্য্যৈরিব প্রখরখুরলীলৈঃ ॥ ৭৬ ॥

আদিচ্ছন্দোভিরিব সমচতুষ্পাদৈঃ। বলক্ষৈরপি নবলক্ষৈঃ প্রচলায়ত বালধিলতৈরপি অবালধি বপূর্দধানৈঃ। অনস্যোতৈরপি

ইত্যত্রস্তে ধেম্বাবলি শকটাবলী যুগপদেব পঙ্‌ক্তিদ্বয়েন চলিতে ততো গম্যং গন্তব্যদেশং প্রাপ্তে অপি হেয়ং ত্যক্তব্যং পদং বৃহদ্বনাখ্যং ন জহিতো ন ত্যজত ইত্যন্বয়ঃ। অনড়ুদ্ভিঃ কীদৃশৈঃ নবদদ্ভিঃ মৌনি পক্ষে ন কথয়দ্ভিঃ অনড়ুৎপক্ষে স্পষ্টং তত্র দন্তানাং চতুঃসংখ্যত্ব নবসংখ্যত্বে বয়োন্যূনাধিকত্বব্যঞ্জকে। সুবৃত্তাঃ সুচরিত্রা হনুমদাদয়ো যত্র তৈঃ। পক্ষে সুবৃ-ত্তানি সুবলিতানি হনুযুক্তানি মুখানি যেষাং তৈঃ। প্রখরাং প্রগল্‌ভাং খুরলীং নৃত্যাভ্যাসং লাস্তি দদতীতি তৈঃ অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ৭৬ ॥

আদিচ্ছন্দোভিঃ শ্রী নারী মৃগী সমানিকেন্দ্রবজ্রাদি নামভিঃ। বলক্ষৈধবলৈঃ। বলক্ষো ধবলোহর্জ্জুন ইত্যমরঃ। নবলক্ষসংখ্যকৈঃ। প্রচলা আয়তা বালধিলতা যেষাং তৈঃ। বাল হস্তশ্চ বালধিরিত্যমরঃ ন বালধীর্যত্র তৎ মহাবুদ্ধিযুক্তং বপুরিত্যর্থঃ ইঙ্গিত মাত্রবিজ্ঞত্বাৎ।

না, সেইরূপ ইহাদেরও নয়টী দন্ত আছে। চারিটী দন্ত এবং নয়টী দন্ত, ইহা বলীবর্দ্দগণের বয়সের ন্যূনাতিরেকে বুঝিতে হইবে। সুমেরু পর্ব্বতের সমস্ত অবয়বে যে রূপ সুবর্ণময় শৃঙ্গ থাকে, সেইরূপ ইহাদে-রও সুবর্ণ শৃঙ্গ বিদ্যমান আছে। রামচন্দ্রের সৈন্যদলে যে রূপ সুবৃত্ত অর্থাৎ সুচরিত্র হনুমান্ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ইহাদেরও মুখ, 'সুবৃত্ত' অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার হনুযুক্ত। সঙ্গীতাচার্য্যগণ যে রূপ 'প্রখরখুরলীলৈ' অর্থাৎ অতিপ্রগল্‌ভ নৃত্যাভ্যাস দানকরিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহাদেরও খুরলীলা প্রখর ॥ ৭৬ ॥

শ্রী, নারী, মৃগী, সমানিকা এবং ইন্দ্রবজ্রাদি আদি ছন্দোগণের যেমন চারিটী পাদ অর্থাৎ কবিতার ভাগ থাকে, সেইরূপ ইহারাও চতুষ্পদ। ইহারা বলক্ষ অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ হইলেও সংখ্যায় ইহারা নব লক্ষ। ইহাদের চঞ্চল এবং বালধি অর্থাৎ পুচ্ছলতা থাকিলেও, ইহারা 'অবালধি' অর্থাৎ মহাবুদ্ধিযুক্ত শরীর ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা

নস্যোতৈঃ। কিঙ্কিণীজালমালালঙ্কৃতকন্দরৈ রনড়ুদ্ভিরতিরমণীয়েষু॥ ৭৭॥

উপরি পরিতানিত-সিত-হরিত-পাটল-পাণ্ডরপীতারুণকির্মীর-চীরমণ্ডপেষু পরিতোবৃতী কৃত-নানাবিধ--পরার্দ্ধ্য-পট্টবসনেষু। কনককলসোপরি পরিপতৎ পতাকানিকর রসনাভিরিব দিনকর-কিরণকলাপং কলাপণ্ডিততয়া লেলিহানেষু পরিহস্যমানামর-বিমানেষু বিমানেষু॥ ৭৮॥

সাধুজনেষ্বিব নির্দ্দোষপ্রাসঙ্গেষু। হরিভক্তেষ্বিব স্বক্ষেষু

অনসি শকটে ওতৈঃ যোজিতৈঃ নসি নাসিকায়াং ওতৈগ্র্থিতৈঃ॥ ৭৭॥

উপরি প্রদেশে পরিতানিতা বিন্যাসবিস্তারেণ নির্ম্মিতা প্রত্যেকং সিতাদি চীরময়া মণ্ডপা যেষু তেষু। পরিতস্তেবাং মণ্ডপানাং চতুর্দ্দিক্ষু বৃতীকৃতানি প্রাচীরীকৃতানি নানা-বিধানি শ্বেতরক্তাদি বর্ণানি পরার্দ্ধ্যানি বহুমূল্যানি পট্টবসনানি যেষু তেষু। লেলিহানেষ্বিতি লিহ আস্বাদনে যঙন্তঃ। বিমানেষু বিশিষ্টমানেষু॥ ৭৮॥

প্রাসঙ্গঃ প্রকৃষ্টা আসক্তিঃ শকটাবয়বশ্চ প্রাসঙ্গোনো যুগাযুগ ইত্যমরঃ। অক্ষমিন্দ্রিয়ঞ্চ

শকটে যোজিত হইলেও ইহাদের নাসিকাতে বিদ্ধ করা হয় নাই। ইহাদের গ্রীবাদেশে নূপুর রাশির মালা শোভা পাইতেছে॥ ৭৭॥

যে সকল শকটের মধ্যে সামগ্রী রাখিয়াছিলেন, সেই সকল শকটের উপরিভাগে শ্বেত, হরিত, পাটল, পাণ্ডুর, পীত এবং রক্তবর্ণে চিত্রিত বস্ত্রময় মণ্ডপ সকল বিন্যাস ক্রমে সবিস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল বস্ত্র মণ্ডপের চারিদিকে শ্বেত রক্ত বহুবিধ বর্ণযুক্ত এবং মহামূল্য পট্ট বসনের প্রাচীর করা হইয়াছিল। সুবর্ণ কলসের উপরিভাগে যে সকল পতাকানিচয় বিদ্যমান ছিল, সেই পতাকারূপ রসনা বিস্তার করিয়া ঐ সমস্ত শকট, শিল্পচাতুর্য্য বশতঃ যেন দিনকরের কিরণমালা আস্বাদন করিতেছে। এবং এই সমস্ত শকটাবলি, অমরগণের বিমান-দিগকে যেন পরিহাস করিয়া চলিতেছে। বস্তুত ইহাদের সবিশেষ মান ছিল॥ ৭৮॥

সাধুদিগের ‘প্রাসঙ্গ’ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আসক্তি যেরূপ নির্দ্দোষ, সেই

তড়াগেম্বিব সুচক্রেষু। অলকাপুরীপরিসরেষ্বিব সদাসন্নলকূবরেষু শকটেষু স্ব স্ব পরিকরানারোপ্য কেষুচন কনক রজতারকূটতাম্রকাংস্যাদি নির্ম্মিতানি বিস্মিত সকলসভাজনানি ভাজনানি চ পুরোগাঃ পুরোগাঃ কর্ত্তুং বিচারয়ন্তশ্চারয়ন্তশ্চ যদাবতস্থিরে স্থিরেণৈব মনসা সর্ব্বে ॥ ৭৯ ॥

প্রাচুর্য্যতো ন ঘটতে ক্রমতঃ প্রয়াতুং
ধেন্বাবলিশ্চ শকটাবলিরপ্যথেতি।
পঙ্ক্তিদ্বয়েন চলিতে যুগপত্তদা তে
গম্যং গতে অপি পদং জহিতো ন হেয়ং।

চক্রং চক্রবাকশ্চ সদাসন্ বর্ত্তমানো নলকূবরঃ কুবেরপুত্রো যত্র যেষু। পক্ষপক্ষে আসন্নং আসত্তি র্ভাবক্তান্তং তৎ লাতীতি আসন্নলঃ কূবরো যেষাং তেষু কূবরস্তু যুগন্ধর ইত্যমরঃ। আরকূট পিত্তল ইতি প্রসিদ্ধঃ। পুরঃ প্রথমং গাএব পুরোগাঃ অগ্রগামিনীঃ কর্ত্তুং পরামৃশন্তঃ ততস্তাশ্চালয়ন্তশ্চ রলয়ো রৈক্যাৎ ॥ ৭৯ ॥

অনুযমুনং যমুনাবদ্দীর্ঘা। অনুর্যৎ সময়া যস্য চায়াস ইতি সমাসঃ কৃতবিতর্কেতি

রূপ শকটাবলির 'প্রাসঙ্গ' শকটাবয়ব সকল সুন্দর। হরিভক্ত মানবদিগের যেরূপ 'স্বক্ষ' অর্থাৎ সুন্দর ইন্দ্রিয় হয়, সেই রূপ এই সকল শকটেরও সুন্দর চক্র আছে। তড়াগে যেরূপ সুন্দর চক্রবাক পক্ষী সকল বিরাজ করে, সেই রূপ ইহাদেরও সুন্দর চক্র সকল বিদ্যমান। কুবেরের রাজধানী অলকাপুরীর পরিসর ভূমে 'সদাসন্নলকূবর' অর্থাৎ যেরূপ কুবের পুত্র নলকুবর, সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন, সেই রূপ এই সকল শকটের 'কূবর' অর্থাৎ (জোঁয়াল) ধারী কাষ্ঠ সকল সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া আছে। কোন কোন শকটে সুবর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, তাম্র এবং কাংস্যাদি নির্ম্মিত এরূপ সুন্দর পাত্র সকল বিদ্যমান আছে যে, তাহা দ্বারা সমস্ত সভ্যজন বিস্মিত হইয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥

এই রূপে অবিচ্ছেদে বৃহদ্বনের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত যখন ঐ যমুনার ন্যায় দীর্ঘ ধেনুপঙ্ক্তি চলিতে লাগিল, তখন দূরবর্ত্তী মানবগণ এই রূপ তর্ক করিতে লাগিল, যেন

এবমনবচ্ছিন্নতয়া আবৃন্দাবনসীম আদ্বাদশবনমধ্য মনুযমুনং চলন্তী সা ধেনুপঙক্তিরচলন্তীব কৃত বিতর্কা বিতর্কান্তরাস্পদা বভূব ॥৮০॥

কিমিয়ং যমুনয়া সহ রহঃকথাভিলাষুকতয়া সমাগতা সুরধুনী-ধারা। কিমিয়ং বৃন্দাবনরেণুজিঘৃক্ষয়া ক্ষয়া সমুপসীদন্তী ক্ষীরনী-রধেস্তরঙ্গ পরম্পরা। কিমিয়ং ক্ষীরোদশায়িনঃ শয়নভারমপহায় বৃন্দাবনদিদৃক্ষয়ৈব সমুপসীদতো ভোগীন্দ্রস্য পরদ্রাঘীয়সী ভোগ-কাণ্ডলতা। কিমিয়ং ভুবো মুক্তাবলী ॥ ৮১ ॥

এবং বিলসৎ কনককলসাগ্রজাগ্রদ্বিচিত্রতর-পতাকানিকর

কিঞ্চিদ্দূরস্থৈর্জনৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

সুরধুনী গঙ্গা। তত্র তদানীমেব রহঃকথাকারণমলক্ষয়ন্ স্বদেশমাত্র বর্ত্তিনীরুদ্গতধূলি ধবলীশ্চ পশ্যন্ মত্তমহোক্ষপঙক্তীনাং ধেনুপঙক্তীনাঞ্চ উচ্চনীচত্ব মস্তরাস্তরা পরামৃশন্ অন্য-থোৎপ্রেক্ষতে কিমিয়মিতি। ক্ষীরনীরধে র্ভগবদ্ধামত্বেপি বৃন্দাবনস্য তত উৎকর্ষো ব্যঞ্জিতঃ। পুনস্তস্যা অপি বৃন্দাবনমূলত এব নিঃসরণং নতু ততঃ পরত ইতি পাতালোত্থিতত্বেনোৎ-প্রেক্ষতে কিমিয়ং ক্ষীরোদেতি ভোগীন্দ্রস্য শেষনাগস্য তত্রাপি তস্য তদাধারত্বেঽপি পুর্ব্ববদুৎ-কর্ষঃ। পুনশ্চ অতিশ্বেতিম চাকচক্যং ভুবঃ শোভাঞ্চালক্ষ্যাহ মুক্তেতি ॥ ৮১ ॥

ধেনুপঙক্তিং বর্ণয়িত্বা শকটপঙক্তিমপি বর্ণয়তি এবমিতি বিলসতাং চাকচিক্যবতাং কনককলসানাং অগ্রে জাগ্রদ্ভিশ্চিত্রতরৈঃ পতাকানিকরৈঃ করম্বিতানাং ললিতাট্ট পুরদ্বারাণাং

ধেনুপঙক্তি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। তখন ঐ ধেনুপঙক্তি, সকললোকেরই অন্তঃকরণে সংশয়ের আস্পদ স্বরূপ হইয়াছিল ॥ ৮০ ॥

সুরধুনী গঙ্গা, যমুনার সহিত নির্জনে কথা কহিতে অভিলাষ করিয়া কি পৃথিবীতে সমাগত হইয়াছেন ?, বৃন্দাবনের ধূলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া এই কি ক্ষীর সমুদ্রের অক্ষয় তরঙ্গমালা উপস্থিত হইল ? ক্ষীরোদশায়ি নারায়ণের শয়নভার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন দেখিতে ইচ্ছা করিয়াই অনন্তসর্প এই স্থানে আসিয়া থাকিবে। ইহা কি সেই সর্পরাজের পরম দীর্ঘ ফণালতা বিস্তার ? কিম্বা ইহা কি ধরণীদেবীর মুক্তাবলী হার ? ॥ ৮১ ॥

এক্ষণে শকট পঙক্তির বর্ণনা করিতেছেন। এইরূপে চাকচিক্য-

করম্বিত ললিতাট্ট গোপুরঘটাঘটিত পরমপরভাগং দুর্গপ্রাচীরমিব। যমুনাতট ঘটমানখেলালসাঃ শিশব ইতি করুণয়া কুলিশকরেণাকৃত পক্ষচ্ছিদা কনকগিরি কৈলাস গৌরীগুরুপ্রভৃতি মহামহীধররাজনিকরাণাং পঙ্‌ক্তীভূয় চলন্তী কুমারশ্রেণিরিব শকটান্যপি জনৈর্ব্যদৃশ্যন্ত ॥ ৮২ ॥

এবং চলৎসু তেষু তথৈব নভসি শ্রেণীভূতা ধূলিপটলীনিরালম্বং মার্ত্তিকং দুর্গমিব সমপদ্যত ॥ ৮৩ ॥

অথবা।

গোরূপেণ পুরা সুরারিকদনব্যাহারহেতোরগাৎ

ঘটাভির্ঘটিতঃ কল্পিতঃ পরমঃ পরভাগঃ শোভা যত্র তৎ। তর্হি কুতো জঙ্গমত্বমিত্যত আহ যমুনাতটেতি কনকগিরিঃ সুমেরুঃ গৌরীগুরু হিমালয়ঃ কুমারশ্রেণিঃ কীদৃশী যমুনাতটে ঘটমানঃ খেলারসো যস্যাঃ সা। অতএব পঙ্‌ক্তীভূয় নির্ব্বিবাদেন চলন্তী ননু পক্ষচ্ছেদক পরমশক্র বজ্রধরস্য বিদ্যমানত্বেঽপি কথমেবং প্রাগল্‌ভ্যং তত্রাহ। শিশব ইতি হেতো র্বিশেষেণ খেলৎসু শিশুষু বজ্রনিক্ষেপেণ বৈরসাধনমতি জুগুপ্সিতমিতি স্বয়মেব পরামৃশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

মার্ত্তিকং মৃত্তিকাবিকারঃ ॥ ৮৩ ॥

তস্যোর্দ্ধোর্দ্ধ প্রচলনং ন সম্ভবতীত্যত আহ অথবেতি আগাৎ ধাতুর্ধাম ব্রহ্মলোকমিত্য-

---

শালী হেমকলসের অগ্রভাগে যে সকল অতিবিচিত্র পতাকা নিচয় বিরাজ করিতেছে, তাহাদের দ্বারা সমবেত সুন্দর অথচ উচ্চ পুরদ্বারশ্রেণীদ্বারা পরম শোভা প্রাপ্ত হইলে দুর্গ প্রাচীর যেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই শকটপঙ্‌ক্তিও অবিকল তদ্রূপ। অথবা সুমেরু, কৈলাস এবং হিমালয় প্রভৃতি মহাশৈলেন্দ্র সমূহের কুমারশ্রেণী যেন যমুনা খেলা করিবার নিমিত্ত, দল বাঁধিয়া নির্ব্বিবাদে চলিতেছে। ইহারা শিশু বলিয়া সুরপতি ইন্দ্র করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক বজ্রদ্বারা ইহাদের পক্ষচ্ছেদ করিয়া বৈর সাধন করেন নাই। এইরূপে জনগণ, শকটাবলি দর্শন করিয়াছিল ॥ ৮২ ॥

এইরূপে তাঁহারা সকলে প্রস্থান করিলে, ধূলিরাশি শ্রেণীভূত হইয়া অবলম্বন বিহীন মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় হইয়াছিল, ॥ ৮৩ ॥

অথবা পুরা কালে ধরণী দেবী, দেবশত্রু অসুরগণের উপদ্রব জানা-

শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জসঙ্গমসুখং ব্যাহর্ত্তুকামা কিমু ।
ধূলীধোরণিভির্ধরেয়মধুনা ধুতাভিরূর্দ্ধানিলৈ-
র্ধাত্তু ধাবতি ধাম ধৈর্য্যরহিতা স্বং ধাম ধৃত্বা পুনঃ ॥ ৮৪ ॥

এবমিতরেতরমেহি যাহি নয়ানয় চালয় নিধাপয়েত্যাদি প্রত্যেকমগ্রত একীভূতেঽপি ক্রমশঃ সম্ভূয় ভূয়স্ত্বমাসাদ্য পশ্চাদু-ভয়োরেব বক্তৃব্যক্তব্যয়োঃ শ্রবণদুর্বিভাব্যত্বমাগতে বচসি কেবলং হস্তসংজ্ঞয়ৈব ব্যবহার আসীৎ ॥ ৮৫ ॥

ব্যয়ঃ । গোরূপেণেতি অতিখেদেন স্বরূপং সমৃদ্ধং বিহায় দৈন্যবোধনার্থমিত্যর্থঃ । অধুনা পুনঃ স্বং ধাম নিজরূপং ধৃত্বেতি অতিহর্ষবোধনার্থমিত্যর্থঃ । তত্রাপি ধাবতি তত্র হেতুঃ ধৈর্য্যরহিতেতি । ধোরণিভিঃ শ্রেণিভিঃ । পূর্ব্বং মহাদুঃখময়পাপিজনভারাসহিষ্ণুতয়া খেদেন শনৈঃ শনৈর্গমনমধুনা শ্রীকৃষ্ণপদাব্জসঙ্গময় হর্ষ মহাভারাসহিষ্ণুতয়া দ্রুতমেবাস্যাগমনমিতি ভাবঃ ॥ ৮৪ ॥

সম্ভূয় তত্রৈবোপগতানাং বহূনাং তাদৃশবচোভিঃ সহ মিলিত্বা ভূয়স্ত্বং বহুতরত্বং । হস্ত-সংজ্ঞয়া হস্তসঙ্কেতেন । সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদ্যৈশ্চার্থসূচনেত্যমরঃ ॥ ৮৫ ॥

হইবার নিমিত্ত অতিখেদে গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক, ঐ কথা বলিতে অভি-লাষী হইয়া কি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সঙ্গসুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন ? ঊর্দ্ধ পবনে ধূলিরাশি কম্পিত হইতেছে। তাহা দ্বারা এক্ষণে এই ধরণী দেবী, পুনর্ব্বার স্বকীয় রূপ ধারণ করিয়া অধীরভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥

তখন আইস, চলিয়া যাও, লইয়া যাও, আনয়ন কর, এই স্থানে রাখ, এইরূপে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। এইরূপে প্রত্যে-কের সম্মুখে ঐ রূপ বাক্য একাকার হইয়া গেল ক্রমশঃ মিলিত হইয়া ঐ বাক্য বহুতর রূপে উত্থিত হইতে লাগিল। পশ্চাৎ বক্তা এবং বক্তব্য বিষয় এই উভয় বিষয়েরই বাক্য আর কর্ণে শোনা গেল না। তখন ভীষণ গোলমাল উপস্থিত হইলে হস্তের সঙ্কেত দ্বারাই কেবল ব্যবহার কার্য্য চলিয়াছিল ॥ ৮৫ ॥

কিঞ্চ।

তূর্য্যারবৈ র্ঘোরব্রজনপ্রণাদৈ-
রনঃস্বনৈ র্ধেনুগণপ্রঘোষৈঃ।
নষ্টেঽন্য শব্দেন নভস্তদানীং
ত এব শব্দাগুণতামুপেয়ুঃ ॥ ৮৬ ॥

অথৈকমেব মণিময়খেলা গিরিকুহরমধি বিরোচমানে এঁকৈক জগন্মঙ্গলমঙ্গল ফলসফলোৎসঙ্গে সুকৃতসিদ্ধৌষধিলতিকে ইব একমেব শকটরত্নমারূঢ়ে নিজ নিজ কুমারালঙ্ক্রিয়মাণক্রোড়তলে শ্রীযশোদারোহিণ্যৌ শ্রীকৃষ্ণগুণগান কলহৃস্বর ভাস্বরং ব্যতি-ভাতে স্ম ॥ ৮৭ ॥

গুণতামিতি শব্দগুণমাকাশমিত্যধ্যাত্মশাস্ত্রাৎ ॥ ৮৬ ॥

মণিময়ক্রীড়াগিরিরিব স্থানীয়ং শকটগৃহং অধিকৃত্য বিরোচমানে বিশিষ্টকান্তিযুক্তে এঁকৈকমেব জগতাং মঙ্গলস্যাপি মঙ্গলরূপং যৎফলং তৎস্থানীয়মপত্যদ্বয়মিত্যর্থঃ। তেন সফল ক্রোড়ে ব্যতিভাতে পরস্পরশোভাং তন্বাতে স্ম ॥ ৮৭ ॥

অপিচ, বাদ্যরবে, জনগণের ভীষণ নিনাদে, শকট শব্দে এবং ধেনু-গণের ভীষণ শব্দে অন্য শব্দ নষ্ট হইয়া গেল। শব্দ না থাকাতে শব্দের আধার আকাশও তৎ কালে নষ্ট হইয়া ছিল। অবশেষে ঐ সমস্ত শব্দই গুণত্ব প্রাপ্ত হইল। কারণ, নৈয়ায়িকদের মধ্যে আকাশ শব্দগুণ বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর যশোদা এবং রোহিণী একই শকটরত্নে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উভয়েই একমাত্র মণি-ময় লীলা পর্ব্বতের গহ্বর অধিকার করিয়া বিশেষরূপে শোভা পাই-তেছেন। অপত্য দুইটী যেন ত্রিভুবনের মঙ্গলেরও এক একটী মঙ্গল স্বরূপ। সেই মঙ্গলরূপ ফল বা অপত্য দুইটী থাকাতে উভয়ের ক্রোড় দেশ যেন সফল হইয়াছিল, নিজ নিজ কুমারদ্বারা উভয়েরই ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিয়া যেন কলহ স্বরে সুন্দরভাবে যশোদা এবং রোহিণী, পরস্পর শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

ইতস্ততঃ শস্ত্রধারিণোঽপি কেচন শকটগতাঃ কেঽপি পদাতয়ঃ শতশ এব পুরতঃ পরিতশ্চ পশ্চাচ্চ চলিতবন্তঃ। এবং চলতি ব্রজবলে জবলেলিহ্যমানগগনেব সা মহাবনরাজধানী শ্রীমূর্ত্তিমতীব স্বয়মগ্রত এব গন্তব্যস্থলীমলঙ্কর্ত্তুমিব চলিতবতী কেবলং ভূমাত্রমেব তত্রাবশিষ্টমিব ॥ ৮৮ ॥

অথাগ্রগামিনো গন্তব্যাবধিমাসাদ্য বিবৃত্যানুযায়িনো নিরীক্ষমাণাঃ ক্রমত উপচীয়মানানেব বীক্ষন্তে নতু মূলস্থাবধিমিতি ॥

তস্মিন্নহনি যমুনাপারপ্রয়াণমঘটমানমিতি তত্রৈব বসতিমিচ্ছবো বিনাপি ঘোষাধীশাজ্ঞায়া দেশকালজ্ঞাস্ত এব তথা সন্নিবেশং

জবেন বেগেন লেলিহ্যমানমিব গগনং যয়া সা ॥ ৮৮ ॥

অনুযায়িনঃ পশ্চাদাগচ্ছতঃ কর্ম্মভূতান্ ॥ ৮৯ ॥

চারিদিকে শস্ত্রধারী পুরুষগণ চলিতে লাগিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ শকটযানে, কেহ কেহ বা পদব্রজে, এইরূপে শত শত রক্ষক পুরুষগণ অগ্রে, পার্শ্বে এবং পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। এইরূপে ব্রজসৈন্যগণ গমন করিলে, সেই মূর্ত্তিমতী মহাবন-রাজধানীর শ্রী যেন সবেগে গগনস্পর্শ করিল, এবং স্বয়ংই অগ্রে গিয়া গন্তব্য-পথ অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত যেন প্রস্থান করিল। কেবল তথায় ভূমিমাত্রই যেন অবশিষ্ট থাকিল ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর যাঁহারা অগ্রে গিয়াছিলেন, তাঁহারা গন্তব্য-স্থানের সীমা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া অনুগামি-লোকদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেন যে, অনুগামী ব্যক্তিগণ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই দিবসে যমুনার পারে গমন করা অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিল, এই কারণে সেই স্থানেই বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন দেশকালবেত্তা ঐ সকল মহোদয়গণ, ব্রজরাজের আজ্ঞা রক্ষা না করিয়াও বাসস্থানের নিমিত্ত পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহা দেখিয়া

কারয়াঞ্চক্রুর্যথা সৈব পুরশ্চলিতা রাজধানীশ্রীঃ স্বয়মেব স্বসন্নিবেশমকরোৎ ॥ ৮৯ ॥

তথাহি ॥

আতানিতাঃ পটগৃহাঃ পরিতো বিতান-
শ্রেণ্যস্তথোর্দ্ধমভিতঃ পটভিত্তয়শ্চ।
শৃঙ্গাটকক্রমত এব সমানসূত্র-
সুশ্রেণয়ো বিপণয়ো বণিজাং বিরেজুঃ ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চ ॥

যত্রাদৌ প্রথমাগতা কতিপয়ী তস্থৌ গবাং সংহতি-
স্তত্রৈব ক্রমতঃ সমেত্য শনকৈর্বৃদ্ধিং প্রযান্তী ততঃ।
জ্যোৎস্নাখণ্ডমিবাগ্রতঃ সমভবৎ পশ্চাদভূৎ পায়সঃ
কাসারঃ ক্রমতোহভ্যপদ্যত তদা ক্ষীরস্য বারাং নিধিঃ ॥ ৯১ ॥

বিতানং চন্দ্রাতপাখ্যং ঊর্দ্ধগতং মহাপ্রাচীরায়মাণাঃ পটভিত্তয়শ্চ দিক্ চতুষ্টয়গতাঃ। পরিতঃ সর্ব্বতো মধ্যস্থাস্ত পটগৃহা ইতি। শৃঙ্গাটকানি চতুষ্পথানি পুরীমধ্যগতানি তৎক্রমেণৈব প্রাগ্বৎ সমানেন সূত্রেণ সূত্রপাতেন শ্রেণির্যাসাং তাঃ বিপণয়ো হট্টবর্ত্মানি ॥ ৯০ ॥

পায়সো দুগ্ধময়ঃ ॥ ৯১ ॥

তখন বোধ হইল, পূর্ব্বে যে রাজধানীর শ্রী চলিতেছিল, তখন সে যেন অগ্রে স্বয়ংই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া লইল ॥ ৮৯ ॥

রাজধানীর শ্রী নিম্নে বর্ণিত হইতেছে যথা—প্রথমে পটগৃহ সকল বিস্তারিত হইল। চারিদিকে চন্দ্রাতপ সকল স্থাপিত হইল। ঊর্দ্ধ ও চারিদিকে প্রাচীরাকার পটভিত্তি সকল বিরাজিত হইল। পুরীর মধ্যে যেরূপ চতুষ্পথ সকল বিদ্যমান ছিল, সেইরূপ নিয়মেই সমানভাবে সূত্রপাত করিয়া বণিক্‌দিগের হট্টপথ সকল নির্ম্মিত হইল ॥ ১৯০ ॥

অপিচ যথায় প্রথমে কতিপয় ধেনুশ্রেণী আগমন করিয়াছিল। ক্রমে সেই স্থানেই মিলিত হইয়া অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনন্তর বৃদ্ধি পাইয়া অগ্রে যেন জ্যোৎস্নাখণ্ডের তুল্য হইয়া পশ্চাৎ দুগ্ধময় ক্ষুদ্রসরোবর হইল। ক্রমে তখন উহা ক্ষীরসমুদ্রে পরিণত হইল॥ ৯১ ॥

এবং কৃতবসতিসন্নিবেশেষু শ্রীনন্দ-সন্নন্দোপনন্দাদি-ধুরন্ধরাণাং প্রথমাগতেষু পরিজনেষু যথাস্থানং তেষ্বপি সমাসাদ্য বিশ্রান্তেষু পরিতশ্চাপরেষু যথাস্থলং স্থিতেষ্বাভীরেষু চিরেণ মূলবিচ্ছিন্নাসীৎ ধেনুপঙ্‌ক্তিঃ শটকপঙ্‌ক্তিশ্চ ॥ ৯২ ॥

অথৈবং শকটপটলাদবতরৎসু সকলজনেষু অবতার্য্যমাণেষু তৎসময়োপযোগিভাজনেষু মোচিতেষ্বপ্যনড়ুৎসু তদাহারোপপাদনপরেষু তদধিকারিষু যথাযথং ক্রয়বিক্রয়পরেষু পরিচারকাদিষু রসবত্যাদিস্থলপরিষ্কারপরেষু তদধিকারিষু ভগবানপি

শ্রীনন্দেতি। অত্র উপনন্দতোঽপি সন্নন্দস্যাভ্যর্হিতত্বং শ্রীনন্দেন সহাব্যবহিতসন্নিধিকত্বাৎ। তথোক্তং গণোদ্দেশদীপিকায়াং। উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ। পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সন্নন্দ-নন্দনাবিতি ॥ ৯২ ॥

মোচিতেষ্বিতি ভূতকালপ্রয়োগোঽবতরণাৎ পূর্ব্বমেব তেষাং মোচনাৎ। অত্রোক্তিস্তু

এইরূপে শ্রীনন্দ, উপনন্দ এবং সন্নন্দ প্রভৃতি গোপধুরন্ধরগণের পূর্ব্বাগত পরিজন সকল, শিবিরমধ্যে বসতি করিলে, নন্দ প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষগণও উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রাম করিলে, এবং অন্যান্য গোপগণ, চারিদিকে যথাস্থানে অবস্থান করিলে, ধেনুপংক্তি এবং শকটপংক্তি বহুকাল পরে মূল বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল ॥ ৯২ ॥

অনন্তর এইরূপে সমস্ত লোক শকটশ্রেণী হইতে অবতীর্ণ হইল। তৎকালে যে যে দ্রব্য আবশ্যক তৎসমুদায়ও শকট হইতে অবতারিত হইল। বলীবর্দ্দদিগকে শকট হইতে মোচন করিয়া দেওয়া হইল। যে সকল লোক, তাহাদের রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল, তাহারা সকলেই বলীবর্দ্দদিগের আহার সংগ্রহে তৎপর হইল। পরিচারকগণ যথানিয়মে ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিল। স্থান পরিষ্কারকার্য্যে যাহারা নিযুক্ত ছিল, তাহারা সকলে রসবতী অর্থাৎ পাকশালা প্রভৃতি স্থান পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ভগবান্ কিরণমালী দিবাকরও চারি প্রহ-

ময়ূখমালী যামচতুষ্টয়গম্যং গমনপথমতিক্রম্য শ্রান্ত ইব বরুণদিঙ্-নাগরীগৃহে বাসং বিধিৎসন্নিব সমপদ্যত ॥ ৯৩ ॥

ততশ্চ কুলায়কুলায় সমুন্মুখতয়া নভসি সমুড্ডীয়মানেষু কলিতকলরবেষু খগকুলেষু উচ্চতরং তরুমনুক্তোপবেশেষু ময়ূরাদিষু মণ্ডলীভূয় সর্ব্বতো দিগভিমুখং নিশয্য রোমন্থমন্থরেষু মৃগনিকুরম্বেষু কমলকুহরবিহরণবশতয়া বন্দীভবৎসু মধুকরনিকরেষু তিমিরনীলপটলাবগুণ্ঠনেনাভিসারিকাভাবমাসাদিতবতীষ্বিব দিগঙ্গনাসু অভিলষিতসময়াসাদনেনেব হসিতবিকসিতবদনাসু কুমুদিনীষু ভবদ্বিরহবিধুরতয়া করুণতরমিতরেতরমনুশোচৎসু কেষুচিদেকেনৈব বিসলতাখণ্ডেন পরস্পরচঞ্চুপুটমাবধ্নৎসু রথাঙ্গমিথু-

---

তদাহারেতস্তানুরোধেন ॥ ৯৩ ॥

কুলায়কুলায় বাসসমূহায়। কুলায়ো নীড়মস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। রথাঙ্গমিথুনেষু চক্রবাকদম্পতীষু।

রের গন্তব্য গমনপথ অতিক্রম করিয়া যেন পরিশ্রান্ত হওয়াতে, পশ্চিমদিগ্‌বধূর গেহে অবস্থান করিতেই যেন ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর খগকুল, স্ব স্ব কুলায়ে যাইবে বলিয়া নিতান্ত উন্মুখ হইল। এবং কলরব করিতে করিতে আকাশে উড্ডীন হইল। ময়ূর প্রভৃতি বিহঙ্গগণ, উচ্চতর বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া তথায় গিয়া উপবেশন করিল। হরিণগণ চারিদিকে শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতে করিতে অলস যুক্ত হইল। পূর্ব্বে কমলকুসুমের মধ্যে বিহার করিতে আসক্ত ছিল, এক্ষণে মধুকরগণ উহার মধ্যে থাকিয়া বন্দী হইয়া গেল। দিগঙ্গনা সকল, তিমিররূপ নীলবস্ত্রের অবগুণ্ঠন টানিয়া যেন অভিসারিকা রমণীর ভাব ধারণ করিল। অভীষ্ট সময়ের প্রাপ্তি হওয়াতেই যেন কুমুদিনীকুলের বদন, হাস্যদ্বারা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তোমার বিরহে কাতর হইয়া পরস্পর করুণস্বরে বিলাপ করিতেছে, কতিপয় চক্রবাক দম্পতী এই রূপ বলিয়া অবশেষে একমাত্র সুন্দর মৃণালদ্বারা পরস্পরের চঞ্চুপুট

নেষু আতপাপায়-মলিনতয়া ছায়াস্বেব বিজাতীয়ত্বেন দরীদৃশ্যমানেষু দীর্ঘদীর্ঘতর--জনচয়চ্ছায়ানিচয়েষু। প্রতিপটভবনকুহরমধি জ্বাল্যমানেষু বহিরপি সহৃদয়হৃদয়প্রকাশেষ্বিব দৃশ্যমানেষু দীপেষু প্রতিসরণি সমুপবিষ্টেষু যামিকেষু কাপি প্রদোষলক্ষ্মীর্ভগবন্তমুপচরিতুমাজগামেব ॥ ৯৪ ॥

তত্র তদা—

আয়াতাস্বখিলাসু ধেনুষু সমং বৎসৈর্যথেচ্ছং মুদা
বিশ্রান্তাসু নিরাকুলং বিরচিতাহারাসু তৃপ্তাসু চ।

ছায়াস্বেবেতি। কথঞ্চিন্নক্ষত্রাদিপ্রকাশসম্ভাবিতাস্বিত্যর্থঃ। বিজাতীয়ত্বেনেতি স্থৌল্যাতিশয়-বশাবাদিচ্ছায়াতঃ। এবকারশ্ছায়ানামেব স্থৌল্যদৈর্ঘ্যয়ো র্বহুতরত্বেন হেতুনা পরস্পরবিজাতীয়ত্বেনোপলব্ধিঃ। ব্যক্তীনান্তু তয়োরল্পত্বেন বিশেষতো লক্ষয়িতুমশক্যত্বাত্তথাত্বেনানুপলব্ধিরিতি জ্ঞাপনার্থঃ। যামিকেষু প্রহরিয়া ইতি খ্যাতেষু বর্ত্মরক্ষকেষু ॥ ৯৪ ॥

দোহনীগর্ভে ভ্রান্তঃ অতএব গভীরঃ মুগ্ধঃ মনোহরঃ মধুরঃ মাধুর্য্যেণ মনোহরণাৎ ॥ ৯৫ ॥

পরস্পর আবদ্ধ করিতে লাগিল। সূর্য্যাতপের অপগম হইল। সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় নক্ষত্রগণের অস্ফুটালোক প্রকাশ পাইল। নক্ষত্রের অস্ফুটালোকে, গবাদির ছায়া ও মনুষ্যগণের ছায়া বিজাতীয় (বিভিন্ন) রূপে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিল। তন্মধ্যে গবাদির ছায়া স্থূল ও তাহা হইতে মনুষ্যগণের ছায়া দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। অপিচ নক্ষত্রের গতি-অনুসারে ঐ দীর্ঘ মনুষ্যচ্ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর রূপে পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হইল। প্রত্যেক পটগৃহের মধ্যে যে সকল দীপ জ্বালিত হইল, সেই সকল দীপ, সহৃদয় ব্যক্তিগণের হৃদয় প্রকাশের ন্যায় বাহিরেও প্রকাশ পাইল। প্রত্যেক পথে প্রহরিগণ উপবেশন করিয়া রহিল। ঐ সময়ে সন্ধ্যালক্ষ্মী (স্বায়ংকালীন প্রাকৃতিক শোভা) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিবার নিমিত্তই যেন উপস্থিত হইল ॥ ৯৪ ॥

তৎকালে সেই স্থানে বৎসগণসমভিব্যাহারে সমস্ত ধেনুসকল আগমন করিলে এবং যদৃচ্ছাক্রমে নির্ব্বিঘ্নে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত এবং

ভূয়ান্ দোহরবঃ পয়োধিমথনধ্বানাকৃতি র্দোহনী-
গর্ব্বন্তভ্রান্তগভীরমুগ্ধমধুরঃ কৃষ্ণস্য রম্যোঽভবৎ ॥ ৯৫ ॥

তত্র চ ॥

নামগ্রাহং প্লুতবচনয়া গোদুহাহূয়মানা
হম্বারাবৈঃ প্রতিরবকরী ধাবিতা ধেনুবৃন্দাৎ।
অভ্যায়াতা নিকটমসকৃৎপাণিনা মৃষ্টগাত্রী
কাচিৎ কাচিৎ ক্বচন রুচিরা নৈচিকী দৃশ্যতে স্ম ॥ ৯৬ ॥

এবং সুখবিহিতপানাহারবিহারেষু ব্রজনগর-নরনারীনিকরেষু

নামগ্রাহং হীহী শবলি হীহী ধবলীত্যেবং নাম গৃহীত্বা গোদুহা গোদোহক-গোপেন প্রতিরবকরীতি তাচ্ছীল্য-টপ্রত্যয়ান্তং কাচিৎ কাচিদিত্যনেন তদ্দিনেঽতিশ্রান্ত-বৎস-গবীনাং দোহনাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ৯৬ ॥

কৃতো বাস্তবলিঃ বাস্তপূজোপহারো যাভিস্তাভিঃ। গর্গরীণাং কুহরে বিবর এব বিহর-

---

আনন্দে বিশ্রাম করিলে, গোদোহনের ভীষণ শব্দ উপস্থিত হইল। সেই শব্দ, সমুদ্রমন্থনের ধ্বনি সদৃশ এবং সেই শব্দ, যাহার দুগ্ধ দোহন করা হইতেছিল, তাহার গর্ভে যেন ভ্রমণ করিতেছিল এবং ঐ শব্দ গম্ভীর, মধুর অথচ সুন্দর, সুতরাং ঐ শব্দ, শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল ॥ ৯৫ ॥

তথায় যে গোপ গো দোহন করিতেছিল, সেই গোপ, হী হী শবলি ! হী হী ধবলি ! ইত্যাদিক্রমে নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাভী দিগকে ডাকিতে লাগিল। তখন ঐ ধেনুবৃন্দ হইতে একটী ধেনু হম্বা রবে প্রতিধ্বনি করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে, ঐ গোপ বারম্বার তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কখন কোন কোন মনোহর ধেনু এইরূপে আসিতে লাগিল, এবং তাহাদিগকে আসিতে দেখা গেল ॥ ৯৬ ॥

এইরূপে ব্রজপুরে নরনারীগণ পরমসুখে পান, আহার এবং বিহার

পর্য্যায়জাগ্রতাং যামিকানাং নিজনিজজাগরণ-কৌশলপ্রকাশিকাভি-রভিতো মুহুরুদিত্বরীভির্গীর্ভিরপশঙ্কং যথাসুখমভিনিদ্রাণেষু চ যামৈকশেষা রজনী যদি সমজনি। তদা শয়নতলাদুত্থিতবতীভি-রতিশুচিতর--বেশভূষাভিরাভীরভীরুভিরপি প্রতিভটগৃহালিন্দং দীপিতদীপং কৃতবাস্তুবলিভিরভিতো ভগবদ্বালকৃষ্ণগুণগণগানকল-রবকর্ণরম্যং যুগপদ্বিধীয়মানস্য দধিমথনস্য মণিময়-মঞ্জু-মঞ্জীর-বলয়াদি-বিবিধভূষণশিঞ্জিতসহচরেণ গর্গরীকুহরবিহরমাণ--মসৃণতর--গভীর-নিনদেন গানকলরব-মধুরিম-সরসতয়াঽতিশয়-সুললিতেন। জগদ-মঙ্গল-সমূলনির্মূলীকরণকুশলেন দিগঙ্গনাগণকৃতানুধ্বনন--বিরচিত-পরিপোষেণ তৎক্ষণমমরাঙ্গনানামপি-পতিশয়ন-জুগুপ্সয়া ত্বরিতমেব

মাণঃ অতএব মসৃণতরো গভীরশ্চ যো নিনদস্তেন অমরাঙ্গনানাং তৎক্ষণমেব জাগ্রতীনাং

কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তখন প্রহরিগণ ক্রমান্বয়ে জাগরিত থাকিয়া নিজ নিজ জাগরণের কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল। চারি-দিকে প্রহরিগণের কথা বার্ত্তা প্রকাশ পাইলে, ব্রজবাসী জনগণ, নির্ভয়ে পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন। যখন রজনীর এক প্রহর মাত্র শেষ আছে, সেই সময়ে অতিশয় পবিত্র-বেশভূষাধারিণী গোপসীম-ন্তিনীগণ, শয়নতল হইতে উত্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা প্রত্যেক সৈনিকপুরুষের গৃহের বহির্দ্বারে (যথায় তখনও প্রদীপ জ্বলিতে ছিল) বাস্তুপূজার উপহার প্রদান করিলেন। তখন গোপীগণ, চারিদিকে ভগ-বান্ শিশু কৃষ্ণের শ্রুতিমনোহর গুণগানের কলরব করিয়া দধিমন্থন করিতে লাগিলেন। দধিমন্থনকালে দধিভাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী এক অতিশয় মসৃণ অথচ গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল। মণিময় মনোহর নূপুর এবং বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার শব্দে, ঐ শব্দ মিশ্রিত হইয়াছিল। ঐ শব্দ, সঙ্গীত কলরবের মাধুরীদ্বারা নিতান্ত মধুর এবং একান্ত সুললিত। জগ-তের যাবতীয় অমঙ্গলের সমূলে উন্মূলিত করিতে ঐ শব্দ একান্ত পটু এবং দিগ্‌বধূগণ, প্রতিধ্বনি করিয়া ঐ শব্দের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। অমর বধূগণ, তৎকালে পতিশয়ন নিন্দা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ

জাগ্রতীনামেকান্তভাবেন তমেব ঘোষনির্ঘোষমাকর্ণয়ন্তীনাং শ্রবণানন্দো জন্যতে স্ম ॥ ৯৭ ॥

সমনন্তরমুদয়তি ভগবতি কিরণমালিনি কিরণমালিদুহিতুরপারপারগমনসমুদ্যোগযোগ্যেষু তেষু প্রথমমেব ব্রজরাজনিদেশেন তত্তদধিকারিণো ধেনুবৃন্দমেব পারমাসাদয়িতুমারেভিরে ॥

যথা—

হীহীকারধ্বনিভিরসকৃদ্বল্লবৈঃ প্রের্য্যমাণং
হম্বারাবৈরনুমতিকরাণ্যুত্তরাণীব কুর্ব্বৎ।
স্ফায়দ্ঘোণং শ্বসিতপবনৈরুন্নমৎপূর্ব্বকায়ং
পার্শ্বস্রোতস্তদথ যমুনাং ধেনুবৃন্দং ততার ॥ ৯৮ ॥

শ্রবণানন্দো জন্যতে স্ম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৯৭ ॥

স্ফায়ন্তী বৃদ্ধিং যান্তী ঘোণা নাসা যস্য তৎ। পার্শ্বয়োর্দ্বয়োরপি স্রোতো যস্য তৎ স্রোতসা চাল্যমানমিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়া উঠিয়া একাগ্রমনে কেবল ঐ দধিমন্থন শব্দই শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তৎকালে অমরাঙ্গনাদিগেরও সেই মনোহর শব্দে শ্রবণ-সুখ উৎপন্ন হইয়া ছিল ॥ ৯৭ ॥

তৎপরে ভগবান্ কিরণমালী সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। তখন তপনদুহিতা যমুনা-নদীর পরপারে গমন করিতে সকলেই সমভাবে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গোরক্ষণে নিযুক্ত অধিকারিগণ, প্রথমেই ব্রজরাজের আদেশে ধেনুবৃন্দ পার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার প্রণালী এইরূপ। যথা—গোপগণ, হীহীরবে বারম্বার ধেনুবৃন্দ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাহারাও হম্বারবে পারে যাইবার অনুমতি সূচক যেন প্রত্যুত্তর বাক্য সকল দান করিতে লাগিল। নিশ্বাস পবনে তাহাদের নাসিকা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের শরীরের পূর্ব্বভাগ উন্নত হইয়া উঠিল। উভয় পার্শ্বে স্রোত থাকাতে তাহারা সেই স্রোতে পরিচালিত হইল। অনন্তর এইরূপে ধেনুবৃন্দ, যমুনানদী উত্তীর্ণ হইল ॥ ৯৮ ॥

শৃঙ্গাভাববশাল্লঘূনি বদনান্যুল্লাসয়ন্তঃ সুখং
স্তোকত্বাদপি বর্ম্মণোঽতিতরসা নির্লঙ্ঘয়ন্তো জলং।
পুচ্ছানাং সলিলাপ্লুতৌ গুরুতয়া নোল্লাসনেঽতিক্ষমাঃ
ক্ষেমং বৎসতরাঃ প্রতেরুরভিতঃ স্বস্বপ্রসূপূর্ব্বতঃ ॥ ৯৯ ॥

কিঞ্চ।

গ্রীবাপীঠেষু কৃত্বোরসি মৃদুচরণান্ বাহুনৈকেন রুদ্ধা
বৎসান্ সদ্যঃ প্রসূতান্ প্রতরণপটবো বাহুনান্যেন কেচিৎ।
স্বচ্ছন্দং সন্তরন্তঃ কলিতকলঘনস্বানমেষাং প্রসূভিঃ
পশ্চাৎ সঙ্গম্যমানাস্তরণিদুহিতরং গোদুহঃ সংপ্রতেরুঃ॥ ১০০॥

বর্ম্মণো দেহস্য স্তোকত্বাৎ অল্পত্বাৎ। স্বস্বপ্রসূপূর্ব্বত ইতি তেন তাসাং চিন্তাভাবঃ শীঘ্রতরণোৎসাহশ্চাভূদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৯৯ ॥

কৃত্বা স্থাপয়িত্বা তচ্চরণান্ স্ববাম-দক্ষিণস্কন্ধতো দ্বে দ্বে কৃত্বা উরসি বক্ষসি আনীতান্ একেন বামেন বাহুনা রুদ্ধা অন্যেন দক্ষিণেন বাহুনা সংতরন্তঃ ॥ ১০০ ॥

বৎসগণ, শৃঙ্গ না থাকাতে আপনাদের লঘুবদন উল্লাসিত করিয়া এবং দেহেরও অল্পতা বশতঃ অতিবেগে পরমসুখে জল অতিক্রম করিয়া চলিল। জলমগ্ন হওয়াতে পুচ্ছ সকল ভারি হইয়া উঠিল এবং এই হেতু পুচ্ছ চালনে অত্যন্ত অক্ষম হইল। অবশেষে তাহারা স্ব স্ব জননীর পূর্ব্বে, নিরাপদে চারিদিকেই যমুনা উত্তীর্ণ হইল ॥ ৯৯ ॥

অপিচ, যে সকল গোপ, উত্তীর্ণ হইতে একান্ত পটু, তাহারা প্রথমে সদ্যঃপ্রসূত বৎসদিগকে বক্ষঃস্থলে রাখিয়া আনয়ন করিল। অবশেষে স্ব স্ব বাম এবং দক্ষিণ স্কন্ধে তাহাদিগকে রাখিয়া এবং বাম বাহুদ্বারা তাহাদের কোমল চরণ ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দিয়া স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করিতে লাগিল। ইহাদের জননী সকল, ভীষণ শব্দ করিয়া পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। এইরূপে গোপগণ সূর্য্যতনয়া যমুনানদী উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ১০০ ॥

পূর্ণাভোগে তরঙ্গান্ সুমহতি ককুদে জর্জ্জরীভাবমাপ্তান্
গ্রীবাভঙ্গাভিরামং প্রকুপিতমনসস্তাড়য়ন্তো বিষাণৈঃ।
স্রোতোবেগেঽপি তুঙ্গে ত্বরিতমৃজুতরং পুঙ্গবাঃ পুঙ্গবানা-
মুন্মূর্দ্ধানোঽতিদীর্ঘশ্বসিতজবভরোদ্ধূতমম্ভঃ প্রতেরুঃ॥ ১০১॥

অথ।

উত্তীর্ণা ঘনসারধূলিপটলীস্বচ্ছে ততঃ সৈকতে
শ্রেণীভূয় সমন্ততঃ স্থিতবতী শ্রান্তেব সন্তারতঃ।
একত্র স্থিতিবাঞ্ছয়েব মিলিতা পূর্ব্বং ততো বিচ্যুতা
কালিন্দ্যা সহ জাহ্নবীব রুরুচে সা নৈচিকীনাং ততিঃ॥১০২॥

পূর্ণ আভোগঃ পরিপূর্ণতা যত্র তস্মিন্ তরঙ্গান্ অতিবলমদেন ঋজুতরপারপ্রয়াণে ককুদি দক্ষিণভাগে স্রোতোবন্ধেনোচ্ছলিতানিত্যর্থস্তদাঘাতমনুভূয় এতে কিমস্মাভিঃ সহ যুদ্ধার্থং সঙ্গতা ইতি প্রকুপিতমনসঃ বিষাণৈঃ স্বস্বদক্ষিণশৃঙ্গৈঃ পুঙ্গবানাং বৃষাণাং মধ্যে পুঙ্গবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। অতিদীর্ঘেতি ত্বরয়া সন্তারেণ ঋজুপ্রয়ানেন প্রকোপেন চ হেতুনেত্যর্থঃ॥ ১০১॥

ঘনসারঃ কর্পূরং। সৈকতে বালুকাময়ে দেশে॥ ১০২॥

বৃষদিগের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহারা যখন উত্তীর্ণ হয়, সেই সময়ে তাহাদের পূর্ণতা প্রাপ্ত অতিমহৎ ককুদপ্রদেশে (বৃষস্কন্ধস্থিত ঝুঁটিতে) তরঙ্গ সকল জীর্ণভাব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন তাহারা মনোহররূপে গ্রীবাভঙ্গ করিয়া, কুপিতমনে শৃঙ্গদ্বারা ঐ সকল তরঙ্গ-মালার উপর আঘাত করিতে লাগিল। স্রোতের ভীষণ বেগ হইলেও তাহারা মস্তক উন্নত করিয়া সরলভাবে, অতিদীর্ঘ-নিশ্বাসের বেগভরে প্রকম্পিত-জল, শীঘ্র উত্তীর্ণ হইল॥ ১০১॥

অনন্তর ধেনুশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া কর্পূরের ধূলিরাশির ন্যায় স্বচ্ছ বালুকাময় প্রদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চারিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। বোধ হইল যেন সন্তরণে উহারা ক্লান্ত হইয়াছে। একস্থানে থাকিবে মনে করিয়াই পূর্ব্বে মিলিত হইয়া পরে বিচ্ছিন্ন হইয়াগেল। যমুনার সহিত জাহ্নবীর ন্যায় ধেনুশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল॥ ১০২॥

অথ অপারং গতাস্বপি পারং গতাসু নিখিলাসু নৈচিকীষু পাতালতলাদুত্থিতা ইব নাগনাগরী-খেলামণি--গিরিদ্রোণয়ঃ সুর-শিল্পিনো নিজশিল্পকলাকৌশলেন ব্রজরাজসমাজমানন্দয়িতুকামস্য গগনগঙ্গাপ্রবাহত ইব যমুনামিলিতানাং নিজবিজ্ঞানানাং মূর্ত্তয় ইব। দ্যুমণিদুহিতুরন্তরতঃ সমুত্তীর্ণা ইব বহুপদ্যো বিচিত্রজলজন্তু-বিশেষবধ্ব ইব তৎকালমিতস্ততো বহুকেলিপাতাঃ সমুপসন্নাস্তর-ণয়ঃ ॥ ১০৩ ॥

অপারং গণয়িতুমশক্যত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বা। অপগতা অরঙ্গতা রঙ্গাভাবত্বং যাসাং তাসু শ্রমাপনোদনান্তরমিত্যর্থঃ। পাতালতলাদিতি কুত্রাপি অনুপলভ্যমানত্বেনৈবালক্ষিতাতিবেগ-বত্ত্বেন নিকটোপস্থিতত্বাৎ কিং অধস্ত ইহৈব উত্থিতা ইতি সম্ভাবিতা ইত্যর্থঃ। গগনমেব গঙ্গা তস্যা প্রবাহত ইতি কিং ইহৈব আকাশাৎ পতিতা ইতি যমুনা-মিলিতানামিতি নিজ-নপ্ত্রীত্বেন তত্রৈব সঙ্গমিতানাং বিজ্ঞানানাং শিল্পকৌশলানাং মূর্ত্তয় ইবেত্যনেন মণিস্বর্ণাদি-খচিতত্বং নির্ম্মাণবৈচিত্রীভাবাবধিত্বঞ্চোক্তং কেলিপাতাঃ নৌকাদণ্ডাঃ চহড়ি ইতি খ্যাতাঃ। নৌকাদণ্ডঃ ক্ষেপণী স্যাদিত্যমরঃ ॥ ১০৩ ॥

অনন্তর অখিল ধেনুশ্রেণী "অপারং গতাসু" অর্থাৎ অগণিত হই-লেও যমুনার পার প্রাপ্ত হইল। তখন কতকগুলি নৌকা উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া বোধ হইল যেন, নাগপত্নীগণের খেলার নিমিত্ত মণিময় পর্ব্বতের দ্রোণী (ডোঙ্গা) সকল, পাতাল হইতে উত্থিত হইয়াছে, অতএব বোধ হইতে লাগিল যেন, একদিন দেবগণের শিল্পকর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা, আপনার শিল্পবিদ্যার কৌশলে ব্রজরাজের লোক-সমাজ আনন্দিত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন এবং তৎকালে গগন-রূপ গঙ্গার প্রবাহ হইতে তাঁহার যে সকল শিল্পকৌশল, যমুনা নদীতে মিলিত হয়, সেই সকল শিল্পকৌশলের যেন ইহারা মূর্ত্তিরাশি, অর্থাৎ এই সকল নৌকা স্বর্ণাদি খচিত এবং বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশ-লের শেষসীমা ইহাই তাৎপর্য্য। কিম্বা বোধ হইতে লাগিল যেন, সূর্য্য-তনয়া যমুনার মধ্য হইতে নির্গত হইয়া, বহুপদযুক্ত, বহুবিধ জলজন্তু বিশেষের পত্নী সকল শোভা পাইতেছে। তৎকালে চারিদিকে বহুতর নৌকাদণ্ড (দাঁড়) সকল ঐ সমূহ নৌকায় বিদ্যমান ছিল ॥ ১০৩ ॥

তাসু সর্ব্বতঃ সমীচীনাং মৃদুপবনপাতদরচলিত-ললিতপতাকাং মধ্যমধ্যাসিতবিচিত্র-ভবনামেকামেব তরণিং নিজনিজতনয়মঙ্কমারোপ্য শ্রীব্রজরাজমহিষী শ্রীবসুদেবরমণী চ যুগপদারুরুহতুঃ। উভয়োরপি পরিচারিকাশ্চ ॥

তত্র চ নিজাঙ্গরুচিরুচিরমধিতরণি তরণিদুহিতুর্লঘুতরঙ্গতরঙ্গভঙ্গিমানমানমৎকন্ধরমালোক্য জননীসন্নিধানতো নিধানতোষেণ তরণিপ্রান্তমাগত্য গত্যনবস্থতয়া ভুজাদণ্ডং প্রসার্য্য করকমলেনা-

---

অধিতরণি মধ্যযমুনায়াং চলন্ত্যাং নৌকায়াং ঈষৎ নমন্তী কন্ধরা যত্র তদ্যথা স্যাৎতথা আলোক্য নৌকোপরিতনগৃহমধ্যে স্থিত্বৈবেতি জ্ঞেয়ং ততশ্চ নিধানং নিধিস্তদ্বিষয়কেনৈব তোষেণ হেতুনা গৃহাদ্বহির্ভূয় তরণেঃ প্রান্তমাগত্যেতি মধ্যনৌকায়ামেব তদেকপার্শ্বমাগত্যেত্যর্থঃ। তত্র গত্যনবস্থিতয়েতি তত্র গতেরনবস্থত্বেন হেতুনা বামহস্তেন তরণেঃ প্রান্তভিত্তিং অবলম্ব্য দক্ষিণভুজাদণ্ডং তত্তলে প্রসার্য্য ইতি জ্ঞেয়ং। এবং দুর্নিবার-বাল্য-চাপলং কৃষ্ণমা-

---

ঐ সমস্ত নৌকার মধ্যে একখানি নৌকা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। এই নৌকাখানির সুন্দর পতাকা সকল, মৃদুপবনভরে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল। এই নৌকার মধ্যে বিচিত্র গৃহ স্থাপিত আছে। ব্রজরাজমহিষী যশোদা এবং বসুদেবপত্নী রোহিণী, স্বস্বপুত্র ক্রোড়ে করিয়া, ঐ প্রধান নৌকায় এককালেই আরোহণ করিলেন। যশোদা এবং রোহিণীর পরিচারিকা সকলও ঐ নৌকায় উঠিল ॥

সেই নৌকায় উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ, গ্রীবা ফিরাইয়া, লঘুতর তরঙ্গমালার ভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর দেহপ্রভায় যমুনাতরঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন নিধিলাভের প্রত্যাশায় সন্তুষ্ট হইয়া জননীর নিকট হইতে নৌকার প্রান্তভাগে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গতি অতিশয় চঞ্চল, এই কারণে তিনি এক হস্তে নৌকার প্রান্তভিত্তি ধরিয়া নৌকার তলে দক্ষিণ বাহুদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক করকমল দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের

লোড়য়িতুকামং শ্রীকৃষ্ণমালোক্য মাতরাবেব তরাবেব,মাতঙ্কং তঙ্কঞ্চ ন প্রাপ্তবত্যৌ যদা নিবারয়িতুং ন শেকতুঃ। তদা তদাশঙ্কয়ৈব ব্রজ-রাজেঽপি তামেব তরণিমারুহ্য তমাত্মজমাত্মজব-সহজ উদ্ধর্ষং নিজাঙ্ক-তলমানীয় সাবধান এব তস্থুষি তরণিবাহিনোঽবাহয়ন্ত তরণিং ॥

এবমপরেঽপি যথেচ্ছমতিসুলভাসু সমানদ্রঢ়িমাদিগুণাসু তর-ণিষু যুগপদেব বিমানসদৃশীষু কৃতারোহাঃ সহ পরিজনৈরেব সুখ-সন্নিবিষ্টাঃ সমানকালমেব পারমীয়ুঃ ॥ ১০৪ ॥

তদনুপ্রতীরমুত্তীর্ণেষু তেষু তাভিরেব তরণিভিস্তরণিবাহিনো নিখিলমেব শকটব্রজঞ্চ দারব--নিস্তরঙ্গশ্রেণি-শ্রেণিনিকরেণারো-

---

লোক্য মাতরৌ শ্রীযশোদারোহিণ্যৌ তরৌ নৌকায়াং এবং অনেন প্রকারেণ তং প্রসিদ্ধং কঞ্চন অপূর্ব্বং আতঙ্কং শঙ্কাং প্রাপ্তবত্যৌ ॥ ১০৪ ॥

প্রতীরং উত্তীর্ণেষু সৎসু। প্রতীরঞ্চ তটং ত্রিষ্বিত্যমরঃ। তাভিরেব নৌকাভিঃ শকটসমূহঞ্চ পারং প্রাপয়ামাসুঃ। কিং কৃত্বা দারবীণাং দারুময়ীনাং নিস্তরঙ্গাণাং চপলদণ্ডানাং নিঃ-শ্রেণীনাং অধিরোহিণীনাং শ্রেণীনিকরেণ পংক্তিসমূহেন। প্রযোজক-কর্ত্তা শকটব্রজং আরো-

---

এই রূপ কার্য্য করিয়া যশোদা এবং রোহিণী, দুই জনেই, নৌকাতেই ভাবি কোনও আতঙ্ক প্রাপ্ত হইয়া যখন তাঁহাকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই ব্রজরাজও সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। তখন তিনি হর্ষভরে স্বাভাবিক আপনার বেগে পুত্রকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া সাবধান হইয়া বসি-লেন। নৌকাবাহকগণ নৌকা বাহিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ নিয়মে, অন্যান্য ব্যক্তিগণও, যদৃচ্ছা ক্রমে বিমান তুল্য এবং সমান দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণযুক্ত, অতিসুলভ তরিতে এক কালেই আরোহণ করিয়া, পরিজন বর্গের সহিত সুখে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহারা এক সম-য়েই পারে গমন করিলেন ॥ ১০৪ ॥

তৎপরে তাঁহারা সকলে তীরে উত্তীর্ণ হইলে, নৌকাবাহকগণ, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান সোপানশ্রেণীর সমূহদ্বারা ঐ সকল নৌকাতে নিখিল শকট সমূহ স্থাপিত করিয়া পার করিলেন।

হিতং কৃত্বা পারমাসাদয়ামাসুঃ। ব্রজরাজঃ সকলানেব তান্ নাবিকান্ পারিতোষিকেণ পরিতোষ্য বিসর্জ্জয়ামাস ॥ ১০৫ ॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবিস্তারে যমলার্জ্জুনভঙ্গো নাম ষষ্ঠঃ স্তবকঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

হিতং কৃত্বা তাসু তরণিষ্বিত্যর্থঃ পারিতোষিকেণ বস্ত্রালঙ্করাদিনা ॥ ১০৫ ॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং সুখবর্ত্তিন্যাং ষষ্ঠস্তবকসঙ্গমনং ॥ * ॥

তখন ব্রজরাজ, বসন ভূষণাদি পারিতোষিকদ্বারা ঐ সমস্ত নাবিকদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন ॥ ১০৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবিস্তারে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে যমলার্জ্জুনবৃক্ষভঙ্গ নাম ষষ্ঠ স্তবক ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

সপ্তমঃ স্তবকঃ।

আগোবর্দ্ধনমা কলিন্দতনয়াতীরাদনোমণ্ডলৈ-
রানন্দীশ্বরমর্দ্ধচন্দ্রবদভূদ্বাসঃ স তাৎকালিকঃ।
পশ্চাদপ্রকটেব পূর্ব্বভণিতা যা রাজধানীতয়া
প্রাকট্যং গতয়া নিজৈর্গুণগণৈরন্যূনয়াঽভূয়ত ॥ ১ ॥
নিত্যত্বং সকলস্য যদ্যপি হরের্দ্ধাম্নঃ সুসিদ্ধং তথা-
ঽপ্যেকস্মিন্নপরস্য সম্মিলনতো নানিত্যতা দৃশ্যতে।
তেজস্তেজসি বারি বারিণি যথা লীনঞ্চ নো হীয়তে

বৎসাসুরবকাঘানাং বধঃ পুলিনজেমনং। বৎসবালহৃতি র্ব্রহ্মমোহস্তোত্রে চ সপ্তমে ॥ ০ ॥
আগোবর্দ্ধনেত্যাদৌ আং মর্য্যাদায়াং সা চ দূরসংযোগবাচিনী জ্ঞেয়া। ব্রজস্যাষ্টক্রোশী-পরিমিতত্বাৎ রাজধানী নন্দীশ্বরবর্ত্তিনী নিজৈর্গুণগণৈঃ প্রথমস্তবকে বর্ণিতৈঃ ॥ ১ ॥
পুরঃ পূর্য্যাঃ লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ ইমাং গোবর্দ্ধন-কালিয়হ্রদয়োরন্তরালবর্ত্তিনীং শকটাবর্ত্তাখ্যাং

সপ্তম স্তবকে বৎসাসুর, অঘাসুর এবং বকাসুরের বধ, পুলিন-ভোজন, বৎস-বালকহারি ব্রহ্মার মোহ এবং স্তোত্র বর্ণিত হইবে ॥ ০ ॥

কলিন্দতনয়া যমুনা নদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং নন্দীশ্বর নামক স্থান পর্য্যন্ত, শকট মণ্ডল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাৎকালিক বাসস্থান, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত নন্দীশ্বর স্থানবর্ত্তিনী রাজধানী যেন অপ্রকাশিত ছিল। পশ্চাৎ সেই রাজধানী, প্রকাশ প্রাপ্ত এবং সকল গুণে পূর্ণ বিরাজিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের সকল স্থানই নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ তথাপি এক স্থানে অপরের মিলন হইলে, অনিত্যতা দোষ ঘটিতে পারে না। দেখ, যেরূপ তেজের মধ্যে তেজ এবং জলের মধ্যে জল লীন হই-

তদ্বৎ সা চ মহাবনস্থিতপুরীলক্ষ্মীরিমামাবিশৎ ॥ ২ ॥

অত উভয়োরেব পুরশ্রিয়োরেকীভাবে তদনন্তরশ্রিয়া-শ্রিয়া-সর্ব্বতোভাবেন সেব্যমানতায়াং চ সত্যাং কিং বর্ণনীয়া তদানীন্তনী বৃন্দাবনস্য রামণীয়কসম্পত্তিঃ ॥ ৩ ॥

তথাপি।

নানাচিত্রপতত্রিহারিহরিণন্যঙ্কাদিনানামৃগং
নানাভূরুহকুঞ্জ-গুল্ম-লতিকা-বাপী-সরঃ-পল্ললং।
কালিন্দীপুলিনৈঃ সমুজ্জ্বলমথো গোবর্দ্ধনেনাদ্ভুতং
বৃন্দারণ্যমবীক্ষ্য তে মুমুদিরে গোপাশ্চ গোপ্যোঽপি চ ॥৪॥

রাজধানীং ॥ ২ ॥

উভয়োর্ব্বৃহদ্বনবৃন্দাবনয়োঃ একীভাবে মিলনে সতীত্যর্থস্তদনন্তরং তন্মধ্যং শ্রয়তীতি তদনন্তরশ্রীস্তয়া শ্রিয়া শোভয়া ॥ ৩ ॥

হারি মনোহারি ॥ ৪ ॥

লেও তাহা পরিত্যক্ত হয় না সেইরূপ মহাবন স্থিত নগরীর সম্পত্তি, গোবর্দ্ধন এবং কালিয়হ্রদের অন্তরালস্থিত এই শকটাবর্ত্ত নামক রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ২ ॥

অতএব উভয় পুরেরই সম্পত্তি ঐক্য প্রাপ্ত হইলে এবং তাহার মধ্যস্থিত শোভা, সর্ব্বতোভাবে সেবা করিলে, বৃন্দাবনের তাৎকালিক সৌন্দর্য্য শোভা আর কি বর্ণনা করিব ? ॥ ৩ ॥

তথাপি, বৃন্দাবন, নানাবিধ বিহঙ্গদ্বারা মনোহর ছিল। হরিণ এবং শঙ্কুজাতীয় বিবিধ মৃগ, উহাতে বাস করিত। ঐ বৃন্দাবনে নানাবিধ তরু, লতা, গুল্ম, কুঞ্জ, বাপী, সরোবর এবং ক্ষুদ্র সরোবর বিরাজ করিত। যমুনার পুলিনে সমুজ্জ্বল এবং গোবর্দ্ধনপর্ব্বত দ্বারা অপূর্ব্ব ছিল। এইরূপ মনোহর বৃন্দাবন দেখিয়া ঐ সকল গোপ এবং গোপীগণও প্রমুদিত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অথ পূর্ব্বোদিতায়াং ব্রজরাজপূর্য্যাং ব্রজরাজো বিবেশ সন্নন্দাদয়োঽপি স্বস্বপুরেষু তদিতরেঽপি নিজনিজপুরীষু গোশালাস্বপি গাবো বিপণিবীথিষ্বপি বণিজঃ। স্বস্ববিপণিষ্বপি তাম্বূলিক-মালিকাদয়ঃ ॥ ৫ ॥

সর্ব্ব এবাপ্রকটবৎ প্রকটেঽপি তথা বভূবুরিত্যেবমাপুলিন্দমাত্মাত্মভবনসুখসন্নিবিষ্টেষু সকলজনেষু চিরকালবাস--সুস্থিতবৎ বিস্মৃতপূর্ব্বাবাসেষু বৃন্দাবনতৃণসমাস্বাদপ্রোদ্যৎপ্রমোদেষু গোধনেষু গূঢ়তয়া সেবমানেষু নবনিধিষু দাসীবৎ পরিচরন্তীষ্বষ্টসিদ্ধিষু চ গূঢ়-

---

অথ ইতি কতিপয়বর্ষানন্তরং পূর্ব্বোক্তায়াং নন্দীশ্বরবর্ত্তিন্যাং স্বস্বপুরেষু সেঅরিসাহাদি-নামভিঃ খ্যাতেষু আবিবিশুঃ ॥ ৫ ॥

লীলাবালক ইতি স্বপিতৃভ্যাং তৎসজাতীয়ৈশ্চ লীলাময়বালকত্বেনৈব সদৈব প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর পূর্ব্বকথিত ব্রজরাজের পুরীতে ব্রজরাজ প্রবেশ করিলেন। উপনন্দ সনন্দ প্রভৃতি স্ব স্ব পুরে প্রবেশ করিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণও নিজ নিজ পুরীতে প্রবেশ করিলেন। গোশালাতে গোগণ এবং পণ্যবীথিকাতে (দোকানে) বণিক্ সমূহ প্রবেশ করিল। তাম্বূলিক (তাম্বূলবিক্রেতা) এবং মালাকার সকল স্ব স্ব বিপণি (বিক্রয়স্থান) মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৫ ॥

এইরূপে সকলেই প্রকাশ্য বিষয়েও অপ্রকাশ্য বিষয়ের ন্যায় অবস্থা ধারণ করিল। পুলিন্দ জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকেই আপনার গৃহসুখে সন্নিবিষ্ট হইল। গোধন সকল চিরকাল বাস করিয়া সুস্থচিত্ত হওয়াতেই যেন পূর্ব্ব নিবাস বিস্মৃত হইয়া গেল এবং বৃন্দাবনের তৃণ আস্বাদন করিয়া নিরতিশয় প্রমুদিত হইল। কুবেরের সম্পত্তি বিশেষ যে, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব, এই নয় প্রকার নিধি গূঢ়ভাবে সেবা করিতে লাগিল এবং

তয়া স্বয়ং সংব্রিয়মাণমহৈশ্বর্য্যোঽপি নিরর্গলত্বুর্ন্নিবারতয়া কদাচিৎ কদাচিদসংব্রিয়মাণনিজৈশ্বর্য্যোঽপি ভবতি লীলাবালকো ভগবান্॥ ৬॥

অথাত্র কিয়তা কালেন বৎসপালনক্ষমতামাবির্ভাবয়ামাস॥ ৭॥

সৎস্বপি তৎকর্ম্মসমুচিতেষু দাসকুমারেষু তথাবিধ-লীলা-কৌতুকগ্রহিলতয়া ভগবতৈব প্রেরিতান্তঃকরণে পরমস্বকুমারোঽপি

অগ্রেতনীমেব নন্দীশ্বরবাসরীতিমত্রৈব প্রসঙ্গেন বর্ণয়িত্বা ইদানীং বৎসপালনাদিলীলাং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে। অথেত্যারম্ভে। অত্রেতি শকটাবর্ত্তাখ্যরাজধান্যাং॥ ৭॥

ভগবতেতি পদং তদীয়াংশোঽন্তর্যাম্যপি ভগবচ্ছব্দেনোক্তঃ সাক্ষাত্তস্তু পিত্রোঃ সন্নিধৌ সর্ব্বদা লীলাবেশময়ত্বাৎ তৎকার্য্যাযোগ্যত্বাৎ। তথাবিধলীলাকৌতুকগ্রহিলতয়েতি তদীয়াং-

---

অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িতা * এই আট প্রকার সিদ্ধি, দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। তখন লীলাময় বালকরূপী ভগবান্, গূঢ়ভাবে আপনার মহৎ ঐশ্বর্য্য স্বয়ং গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু তথাপি অত্যন্ত অনিবার্য্য কারণ বশতঃ কখন কখন ভগবানের গুপ্ত মহৎ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িত॥ ৬॥

অনন্তর কিছু কাল গত হইলে এই শকটাবর্ত্ত নামক রাজধানীতে ভগবান্ বৎসপালন শক্তি আবির্ভূত করিলেন॥ ৭॥

যদ্যপি ব্রজরাজের গোপালন কর্ম্মের সমযোগ্য নিপুণ দাসপুত্র সকল বিদ্যমান ছিল, তথাপি তাদৃশ লীলাকৌতুক অবলম্বন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ব্রজরাজের অন্তঃকরণ পরিচালিত করিলেন। যদ্যপি এই শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কোমলপ্রকৃতির বালক। এবং যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের

---

* অণিমা=(যাহা দ্বারা শিলাতেও প্রবেশ করা যায়)। লঘিমা=(যাহা দ্বারা সূর্য্য-কিরণ ধরিয়া সূর্য্যলোকেও যাওয়া যায়)। প্রাপ্তি=(যাহা দ্বারা অঙ্গুল্যগ্রেও চন্দ্রকে স্পর্শ করা যায়)। প্রাকাম্য=(ইচ্ছার অনভিঘাত, যাহা দ্বারা জলের মত পৃথিবীতেও উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হওয়া যায়)। মহিমা=(যাহা দ্বারা বৃহৎ হওয়া যায়)। ঈশিত্ব=(যাহা দ্বারা ভূত ও ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করা যায়)। বশিত্ব=(যাহা দ্বারা ভূত ও ভৌতিক পদার্থকে বশে রাখা যায়)। কামাবসায়িতা=(সত্যসঙ্কল্পতা, যেমন সঙ্কল্প হয় তদনুরূপ কার্য্য করা। যেমন ভৃষ্টবীজে অঙ্কুরোৎপাদন করা যায় তাহার ন্যায়)॥

(ইতি সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)॥

পরমদুর্ল্লীলোঽপি বৎসপালনকর্ম্মণি নিযোজনীয়োঽয়মিতি বিচারয়তি ব্রজরাজে ॥ ৮ ॥

তদুপাকর্ণ্য বাৎসল্যপারদৃশ্বরীশ্বরী ব্রজনগরস্য রস্যমনবগচ্ছন্তীচ্ছন্তী চ তদপাকর্ত্তুং তদসহমানা স্তনন্ধয়োঽয়মধুনা কথমকাণ্ডে ক্লেশয়িতব্য ইতি যদা নিজগাদ ॥ ৯ ॥

তদা সএব লীলাবালকো লীলাবালকোঽমলো মাত র্মাতঃ পরমেবং বক্তব্যং বৎসপালনকর্ম্মণি মমাতীব তোষোঽতোঽসোঢ়ব্যং

শস্যান্তর্যামিণস্তথা প্রেরণে হেতুরুক্তঃ। বিচারয়তি সুহৃদ্ভিঃ কৈশ্চিৎ সহতয়া ভার্য্যয়ৈব বা সহ ইতি মন্ত্রণাং কুর্ব্বতি। সতীত্যত্রাপি কৃষ্ণস্য তথাবিধলীলাকৌতুকগ্রহিলতয়েতোষ হেতুর্জ্ঞেয়স্তত্রৈব স্বপুত্রপ্রীতিমালক্ষ্য তদনুকূলতথাবিধপ্রেমোদয়াৎ ॥ ৮ ॥

বাৎসল্যস্য পারং পরাং মর্য্যাদাং দৃষ্টবতীতি দৃশেঃ ক্বণিপ্ বাৎসল্যপারদৃশ্বরীতি তদসহনে হেতুঃ ঈশ্বরীতি। তন্নিবারণযোগ্যতায়াং তৎকর্ম্মরস্যং স্বরসোচিতং অনবগচ্ছন্তী ন অনুভবন্তী অতএব তৎ দূরীকর্ত্তুমিচ্ছন্তী। অকাণ্ডে অনবসরে। স্তনন্ধয়োঽয়মিতি অদ্যাপ্যস্য স্তনপানবৈরস্যং ন জাতমিত্যকাণ্ডত্বং ॥ ৯ ॥

লীলয়া অব সমন্তাদিতস্ততশ্চালিতা অলকাশ্চূর্ণকুন্তলা যস্য সঃ। অমলঃ সুন্দরঃ। হে মাতঃ অতঃ পরং মা এবং বক্তব্যং অতো হেতোরসোঢ়ব্যং সোঢ়ুমযোগ্যং ইদং বচনং নমু তবৈব

পরমদুরন্ত লীলা, তথাপি ইহাকেই বৎসপালন কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত। এইরূপে ব্রজরাজ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

তাহা শুনিয়া বাৎসল্যরসের পারগামিনী এবং ব্রজপুরের অধীশ্বরী যশোদা, ঐ কার্য্য সুরস বলিয়া অনুভব করিলেন না, সুতরাং ঐ কর্ম্ম দূর করিতে মনন করিলেন। বস্তুতঃ ব্রজরাজের ঐ বাক্য অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। এই দুগ্ধপোষ্য বালককে অধুনা কিরূপে অকস্মাৎ ভীষণ-কষ্টে নিক্ষেপ করিব ? এইরূপ কথা যখন যশোদা বলিলেন ॥ ৯ ॥

তখন সেই সুন্দর-লীলাময়-বালক শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার লীলা বশতঃ চূর্ণ-কুন্তল চারিদিকে চলিত হইতেছিল। বলিতে লাগিলেন, মা ! ইহার পর আর তুমি এরূপ কথা বলিও না। বৎসপালনকার্য্যে আমার অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াথাকে। অতএব আমি তোমার এরূপ বাক্য সহ্য

তে বচনমিদং মিদং তেনেমামুরীকরোমি ॥ ১০ ॥

তদাদিশ জননি জননিকরেণ বালসহচরেণ সহ বৎসান্ চারয়িষ্যে কৌতুকেন কৌ তু কে ন রজ্যন্তি। ইতি বাল্যনির্ব্বন্ধেন যদা মাতরমুবাচ ॥ ১১ ॥

তদা সাপি শিথিলনির্ব্বন্ধা যদি ন কিঞ্চিদপ্যপরমূচে। তদা ব্রজেশ্বরোঽপি রোপিতকৌতুকো হৃদি সুদিনাহমালোক্য সহ বলভদ্রেণ সহচরদ্ভির্বালসহচরৈশ্চ বৎসপালনায় স্বয়মেব গবাঙ্গনমাগত্য কতিপয়ানেব বৎসানগ্রতঃ সমুপপাদ্য তনুতরাং লোহিতযষ্টিকা-

---

ক্লেশমাশঙ্ক্য স্নেহেন ব্রবীমি তত্রাহ তে তব ইমং মিদং স্নেহং ন উরীকরোমি ন অঙ্গীকরোমি। মিদমিতি ঞিমিদা স্নেহনে ভাবে ক্বিবন্তং পদং ॥ ১০ ॥

জননিকরেণ জনসমূহেন কৌ পৃথিব্যাং তু কে জনাঃ কৌতুকেন ন রজ্যন্তি অপিতু সর্ব্ব এব ॥ ১১ ॥

সুদিনাহং শোভনস্থ দিনস্থ অহোরাত্রস্থ সম্বন্ধি যদহস্তৎ ॥ ১২ ॥

করিব না। তোমার এরূপ স্নেহ আমি স্বীকার করিতে চাহি না ॥১০॥

অতএব মা! তুমি আমাকে অনুমতি কর, আমার বাল্য সহচর যে সকল লোক আছে, আমি তাহাদিগের সহিত কৌতুকে গোচারণ করিব। পৃথিবীতে আমার গোচারণ-কার্য্যে কাহারা না সন্তুষ্ট হইবে? বাল্যসুলভ আগ্রহবশে অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন জননীকে এই কথা বলিলেন— ॥ ১১ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া যশোদার আগ্রহ শিথিল হইয়া গেল। তিনি আর অন্য কোনও কথা বলিলেন না। ব্রজেশ্বর যখন দেখিলেন, যশোদা আর কোনও কথা বলিলেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তখন তিনি উত্তম একটী দিন দেখিয়া বলরাম এবং সহগামী সহচর বালকদিগের সহিত বৎসপালন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং গোশালার প্রাঙ্গণে আগমন করিলেন। তথায় আসিয়া কতিপয় মাত্র বৎস নির্দ্দিষ্ট করিয়া, অতি ক্ষুদ্র এক গাছি লোহিত বর্ণ

মেকাং করে ধারয়িত্বা বৎসৈঃ সহ চাল্যমানং তনয়ং স্বয়মপ্যনু-
চচাল ॥ ১২ ॥

এবমনুযান্তং পিতরমনুযান্তীঞ্চ মাতরং বিলোক্য নিবর্ত্তেতাং ভবন্তৌ বয়মত্রাভিযুক্তা নাত্র শঙ্কা করণীয়েতি বদতি তনয়ে "মা দূরং গাঃ" ইত এবাহদ্য চারয়স্ব বৎসান্, মা বিলম্বশ্চ কার্য্যঃ শীঘ্র-মেবাগন্তব্য" মিতি চক্রুবাণৌ পিতরাবথ নির্বর্ত্ত্য সবলঃ সবালসহচরঃ সকৌতুকমেব প্রথমেহহনি কৃতাভ্যাস ইব বৎসান্ চারয়ামাস ॥১৩॥

এবমহরহরহত--বিক্রম--ক্রমসমেধমান--সমেধমানসোল্লাসতয়া

অভিযুক্তা অভিজ্ঞাঃ ॥ ১৩ ॥

ক্রমেণ পূর্ব্বদিনতোহপ্যপরস্মিন্ দিনে তস্মাদপ্যন্যস্মিন্ দিনে সম্যক্ এধমানো বর্দ্ধমানঃ সমেধস্য মেধাসহিতস্য মানসস্য চেতস উল্লাসো যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া লোকে প্রসিদ্ধয়া

যষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিয়া দিলেন এবং বৎসগণের সহিত পুত্র যখন চলিতে লাগিলেন তখন তিনিও স্বয়ং পুত্রের অনুগমন করিলেন ॥ ১২॥

এইরূপে জনক এবং জননীকে পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনারা দুই জনে ফিরিয়া যান্। আমরা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ আছি, আপনারা এই বিষয়ে কোনও আশঙ্কা করিবেন না। পুত্র যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাঁহার জনক জননীও বলিতে লাগিলেন, "তুমি দূরে যাইও না, অদ্য এই স্থানেই বৎসদিগকে চরাও বিলম্ব করিও না এবং শীঘ্রই গৃহে আসিবে।" তখন শ্রীকৃষ্ণ পিতা মাতাকে নিবৃত্ত করিয়া বলরাম এবং বালক সহচরগণের সহিত কৌতুক পূর্ব্বক, প্রথম দিনেই যেন অভ্যস্ত ব্যক্তির ন্যায় বৎসদিগকে চরাইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

এইরূপে দিন দিন শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম অপ্রতিহত থাকাতে তাঁহার মেধাযুক্ত মনের উল্লাস, ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের ঐ বৎসচারণ খেলায়, দেবগণের অন্তঃকরণ আনন্দে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল।

তয়া বৎসচারণখেলয়া খেলয়ারূঢ়মনসঃ প্রস্মরানমরানহনবরত-বর-তনুসহিতান্ সহিতান্ প্রমোদয়ন্ মোদয়ন্নপি ব্রজবাসিনঃ সহ সহ-চরৈর্বলভদ্রেণ চ ভদ্রেণ চরিতবৈচিত্র্যেণ জননীজনকয়োরানন্দং মুহুস্তন্বানস্তন্বা নবঘনঘটাশ্যামলয়াঽমলয়া ব্রজভুবঞ্চ শ্যামলয়ন্ যদি তস্যামেব লীলায়াং কুশলো বভূব তদা যাবন্তো বৎসাস্তাবতামেব চারণায় পর্য্যুৎসুক আসীৎ ॥ ১৪ ॥

তথা সতি প্রতিদিবসমনুদিত এব কিরণমালিনি ত্রিভুবন-জনপাবনজনন্যা জনন্যায়কোবিদয়া দয়ালুহৃদয়য়া স্বয়মেব শয়নো-ত্থাপন-মুখধাবন--পরিমার্জ্জনাভ্যঞ্জনোদ্বর্ত্তন- স্নপনানুলেপনালঙ্করণ-

---

খে আকাশে লয়ং আনন্দমূর্চ্ছাং আরূঢ়ং মনো যেষাং তান্ অমরান্ অনবরতং নিরন্তরং বর-তনুসহিতান্। স শ্রীকৃষ্ণঃ। হি নিশ্চিতং। প্রমোদমোদয়োঃ কাদাচিৎকত্বসার্ব্বদিকত্বাভ্যাং ভেদঃ। তন্বা শরীরেণ মুহুরানন্দং তন্বানঃ বিস্তারয়ন্ ॥ ১৪ ॥

পাবনজনন্যা পাবিত্র্যোৎপাদিকয়া আশয়িত্বা ভোজয়িত্বা। অনুগতঃ কৃতানুগমনঃ ॥ ১৫ ॥

দেবগণের শরীর অবিরত উৎকৃষ্ট ছিল এবং তাঁহারা আকাশের চারি-দিক্ বিস্তীর্ণ করিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল অমরবৃন্দ আন-ন্দিত করিয়া ব্রজবাসি লোকদিগকেও সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি সহচর বালকবৃন্দ এবং কল্যাণকর বলভদ্রের সহিত, বিচিত্র চরিত্রদ্বারা, বার-ম্বার পিতা মাতার আনন্দ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং নবকাদম্বিনীর ন্যায় নির্ম্মল অথচ শ্যামল দেহ প্রভায় ব্রজভূমি শ্যামবর্ণ করিলেন। এইরূপে তিনি ঐ প্রকার লীলাতে যদি অত্যন্ত দক্ষ হইয়া উঠিলেন তখন যত বৎস ছিল, সেই সমস্ত তত্তাবৎ বৎসদিগকে চরাইবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

এইরূপ ঘটনার পর, প্রতিদিন, সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই ত্রিভুবন বাসি জনগণের পবিত্রতাকারিণী সর্ব্বজনের নীতিজ্ঞ এবং দয়ার্দ্রচিত্তা যশোদা, স্বয়ংই কৌশল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে তুলিতেন, মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিতেন, দেহ মার্জ্জন করিয়া দিতেন, কজ্জল পরা-ইয়া দিতেন, তৈলাদি মাখাইতেন, স্নান করাইতেন, চন্দনাদি লেপন করিয়া দিতেন এবং অলঙ্কার পরাইয়া দিতেন। এই সকল কার্য্য

কৌশলানন্তরমাশয়িত্বা শায়য়িত্বা চ ক্ষণমনুগতেঽর্দ্ধপথপর্য্যন্তমিত এব নিবর্ত্ত্যতামিতি প্রতিমুহুরতিবৎসলাং মাতরমেনামতিমৃদুলমধুর-তরেণ বচসা নিবর্ত্ত্য ॥ ১৫ ॥

সহবলেন সুবলেন সুদাম্না সুদাম্না সুললিতবক্ষাঃ সহচরৈরপরৈশ্চ শাদ্বলতলমাসাদ্য নবনবশষ্পাঙ্কুরনিকরসমাস্বাদাসাদিত-মোদেষু বৎসনিকরেষু চরৎসু বিবিধকৌমারখেলাকৌতুকেন গময়ন্ সময়ং ॥ ১৬ ॥

পুনরপি সময়মাকলয্য মাধ্যন্দিনাশনার্থং নিজপরিজনেনাপ্ত-তমেন ব্রজপুরপরমেশ্বরীপ্রেষিতং সুকবিকাব্যমিব সুরসং পুরুষার্থ-

---

সুদাম্না তন্নামসখ্যা সুদাম্না শোভনমালয়া। শাদ্বলঃ নবতৃণহরিতবর্ণদেশঃ ॥ ১৬ ॥

নিয়তং চাতুর্বিধ্যং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ানাঞ্চ যত্র তৎ তচ্চ। অশী-

---

করিবার পর তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। অবশেষে তিনি ক্ষণকালের জন্য সীমা পথ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিতেন। এই স্থান হইতেই ফিরিয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া জননী বারম্বার অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, অতি কোমল অথচ মধুর বচনে জননীকে নিবৃত্ত করিতেন ॥ ১৫ ॥

জননীকে নিবৃত্ত করিয়া এবং সুন্দর বক্ষঃস্থলে সুন্দর পুষ্পমালা লম্বিত করিয়া, বলরাম, সুবল, সুদাম এবং অন্যান্য সহচর বর্গের সহিত নবতৃণরাশিদ্বারা হরিদ্বর্ণ স্থানে গমন করিতেন। তথায় বৎসগণ, নব নব তৃণাঙ্কুর রাশি আস্বাদন করিয়া অত্যন্ত প্রমুদিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তখন তিনি বিবিধ বাল্য লীলার কৌতুকে সময় অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৬ ॥

পুনর্ব্বার মধ্যাহ্ন কালের ভোজনের নিমিত্ত, সময় উপস্থিত জানিয়া ব্রজপুরের পরমেশ্বরী যশোদা, অত্যন্ত বিশ্বস্ত আপনার পরিজন দ্বারা খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন। সুকবির কাব্য যেরূপ সুরস অর্থাৎ সুন্দর রসযুক্ত হয়, সেই রূপ ঐ খাদ্যও "সুরস" অর্থাৎ সুমিষ্ট

সার্থমিব নিয়তচাতুর্ব্বিধ্যং পুরুষার্থসাধনমিব অশীতলপ্রায়ং বিশ্বমিব প্রভূতমন্নমাসাদ্য সহ সহচরনিকরেণ কুতূহলিনা হলিনা চ সমং সমন্ততো মণ্ডলীভূয় সপরিহাস-হাসকৌশলং ভুক্ত্বা পুনরপি বৎসানুপদীনো দীনোদ্ধরণঃ কাননবিহরণ-রণৎকিঙ্কিণীকঃ কোমলতল-চরণকমলাভ্যাং ধরণীহৃত্তাপমুৎসবয়ামাস ॥ ১৭ ॥

এবমনুদিনমেব যামার্দ্ধশেষে দিবস এব সকলবৎস-নিকুরম্বমবধায় চালয়ন্নালয়াভিমুখং যদাগচ্ছতি তদাধ্বনি কৃতনয়নাধ্বনি কৃত-

---

তলং অনলসং অধিকারিণং প্রকর্ষেণ অয়তে প্রাপ্নোতীতি তৎ। পক্ষে স্পষ্টং। প্রভৌ ব্রহ্মণি উতং। পক্ষে প্রচুরং। বৎসানামনুপদং অন্বিচ্ছন্তীতি বৎসানুপদিনঃ সুবলাদয়স্তেষাং ইনঃ শ্রেষ্ঠঃ। কোমলে তলে যয়োস্তাভ্যাং চরণকমলাভ্যাং ॥ ১৭ ॥

দিবসে যামার্দ্ধশেষে সতি যদা আগচ্ছতি তদা অধ্বনি কৃতে নয়নে যয়া সাধ্বনো বৎস-

---

ছিল। পুরুষার্থ সমূহের মধ্যে যেমন নিয়ত, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের চাতুর্বিধ্য থাকে, সেই রূপ ঐ খাদ্য দ্রব্যও নিয়ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, এই চারি প্রকারে বিভক্ত। পুরুষার্থের সাধন যেরূপ অশীতল প্রায়, অর্থাৎ আলস্য বিহীন অধিকারীর নিকটেই নিতান্ত গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ খাদ্য দ্রব্যও প্রায়ই শীতল ছিল না। এই বিশ্ব যেমন "প্রভূত" প্রভু উক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মেতে নিমগ্ন আছে, সেইরূপ খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর ছিল। শ্রীকৃষ্ণ, এই খাদ্যসামগ্রী পাইয়া সহচর বৃন্দ এবং কৌতুক পরবশ হলধরের সহিত, চারিদিকে মণ্ডলাকারে বসিয়া পরিহাস এবং হাস্য কৌশল পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। ভোজন করিয়া সেই প্রভু, পুনর্ব্বার বৎসগণের অনুগামী হইলেন। দীনজনের উদ্ধারকারী শ্রীকৃষ্ণ, কাননে যখন বিহার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চরণের নূপুর সকল শব্দ করিতে লাগিল। এই রূপে তিনি চরণকমলের কোমলতল দেশ দিয়া বিহার করাতে ধরণীদেবীর হৃদয়ের উত্তাপ উৎসবে পরিণত করিলেন ॥ ১৭ ॥

এই রূপে তিনি প্রত্যহই দিবসের একপ্রহর থাকিতে সমস্ত বৎসদিগকে স্থির করিয়া রাখিতেন। পরে যখন তাহাদিকে চালাইয়া গৃহাভিমুখে আগমন করিতেন তখন ব্রজতিলক নন্দের প্রিয়তমা এবং

শ্রবণা চ। তনয়বৎসলতয়োৎকণ্ঠমানা পুরতোঽভিব্রজতি ব্রজতিলকবল্লভা সাপি তজ্জননী ॥ ১৮ ॥

আয়াতে চ ভবনং সৎস্বপি দাসদাসীনিকরেষু স্বয়মেব পূর্ব্ববদবয়বকিশলয়পরিমার্জ্জনাদিনা পরিষ্কার্য্য কার্য্যকুশলা সা সায়াশনমাশয়িত্বা প্রদোষং প্রদোষং সমুত্তার্য্য পরার্দ্ধশয়নমারোপ্য শায়য়ামাস ॥ ১৯ ॥

ইত্যেবং গতেষু কতিপয়েষু দিবসেষু কস্মিংশ্চিদহনি বৎসাংশ্চারয়তা বৎসগণানামন্তরেব বিহিতসাত্ত্বতবেশো মহাশাক্ত ইব

বালাদীনাং কৃতে শ্রবণে যয়া সা ব্রজস্য তিলকতুল্যঃ শ্রীনন্দঃ তস্য বল্লভা শ্রীযশোদা ॥ ১৮ ॥

আয়াতে তনয়ে সতি সা যশোদা প্রদোষং প্রকৃষ্টভুজং শ্রীকৃষ্ণং সায়ে অশনং ভোজনং যস্য তথাভূতমন্নাদ্যাশয়িত্বা ভোজয়িত্বা প্রদোষং সমুত্তার্য্য প্রদোষসময়ানন্তরং প্রদোষে শয়নানৌচিত্যাৎ প্রেম্নশ্চ ঔচিত্যগ্রাহিস্বভাবত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

বৎসান্ চারয়তা তেন কৃষ্ণেন বৎসাকারঃ কোঽপি কংসানুচরো যমসদনং গময়াম্বভূবে ইত্যন্বয়ঃ। বিহিতসাত্ত্বতবেশ ইতি মহাচতুরসভায়াস্তু তথাত্বস্যাকিঞ্চিৎকরত্বং প্রত্যুত তস্যৈব লজ্জাবজ্ঞাদণ্ডাদিপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। বিস্তারিত আস্তিকাকারো বেদপ্রামাণ্য-

---

শ্রীকৃষ্ণের জননী যশোদাও, শ্রীকৃষ্ণের পথের দিকে চক্ষু রাখিয়া একদিকেই কর্ণ যুগল স্থির রাখিয়া, পুত্রবাৎসল্যভরে অধীর হইয়া সম্মুখে আগমন করিতেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গৃহে আসিলে, বহুতর দাস-দাসী-সত্ত্বেও, সেই কার্য্য কুশল কৃষ্ণজননী, স্বয়ং ই পূর্ব্বমত অঙ্গ-পল্লবের মার্জনাদিদ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিতেন এবং সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর-বাহু ধরিয়া খাদ্য সামগ্রী ভোজন করাইতেন। পরে সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, তাঁহাকে বহু মূল্য শয়নতলে শয়ন করাইতেন ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, এক দিন শ্রীকৃষ্ণ বৎসদিগকে চরাইতে বহির্গত হইলেন। সেই সময়ে বৎসগণেরই মধ্যে একজন অসুর

পরমত-জিঘৃক্ষয়া বিস্তারিতাস্তিকাকারশ্চার্ব্বাক ইব সর্ব্বস্ব-জিহীর্ষয়া সমুপসাদিতমিত্রভাবশ্চৌর ইব মৃদুলতরতৃণাচ্ছাদিতমুখো বারীগর্ত্ত ইব কোঽপি কংসানুচরো বৎসাকারঃ সহ বৎসগণৈরেব চরন্॥২০॥

ন কেনাপি প্রকারেণ লক্ষ্যমাণঃ কেনচিদপি তেন সকৃদেবাবলোক্য বিপক্ষোঽয়মিতি জানতা নিখিল-সর্ব্বজ্ঞচক্র-চূড়ামণিনা পূর্ব্বজং

গ্রাহিত্বলক্ষণো যেন স্বস্থ নাস্তিকত্বং প্রচ্ছাদ্য স চার্ব্বাকো বৌদ্ধস্তথাপি বিদ্যাচাতুর্য্যবতো মহাপণ্ডিতস্য নাস্তিকেন দুর্জ্ঞেয়মতত্বং অজেয়ত্বঞ্চ প্রত্যুতাচিরাদেব নিজস্বরূপাবিষ্কারো দণ্ডশ্চ তেন লভ্যত ইতি ভাবঃ। মিত্রভাবশ্চৌর ইতি তথাপি মহাধার্ম্মিকং সদৈব ধর্ম্মো রক্ষতি চৌরস্য তু নাশ এবেতি ভাবঃ। যদ্বা। মহত্তমস্য স্বভাবেনৈব তত্রাকস্মাদেব চৌরোঽয়মিতি বুদ্ধিঃ স্ফুরতি ততশ্চ তস্য নাশ এবেতি ভাবঃ। বারীগর্ত্ত ইতি মত্তামত্তে-হস্তিন্যেব তৎফলোদয়ো ন তু মনুষ্যমাত্রে কস্মিংশ্চিদপীতি তেন যদ্যপ্যসৌ চিরাদপি তথাঽবর্ত্তিষ্যৎ তদপি কৃষ্ণসখানাং কিঞ্চিৎ ভয়ং নাভবিষ্যৎ। প্রত্যুত তস্যৈব সদা কৃষ্ণভয়াদচেতনপ্রায়ত্বমেবাবস্থাস্যৎ ইতি ভাবঃ॥ ২০॥

তেন শ্রীকৃষ্ণেন তৈঃ সখিভিরনির্ণীয়মাণ এব নিষ্পিংষতা বেগক্ষেপেণ সংচূর্ণয়তা যমসদন-

---

আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, এক জন মহাশাক্ত, বৈষ্ণববেশ অবলম্বন করিয়াছে, অথবা পর মত গ্রহণ করিবার মানসে চার্ব্বাক বা বৌদ্ধ যেন, বেদের অস্তিত্ব বিশ্বাসি আস্তিকের আকার ধারণ করিয়াছে, অথবা সর্ব্বস্ব হরণ করিবার প্রত্যাশায় চোর যেন মিত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা গজবন্ধনীর গর্ত্ত যেন অতিশয় কোমল তৃণসমষ্টিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। এইরূপে কংসের অনুচর কোনও এক জন অসুর, বৎসের আকার ধারণ করিয়া, বৎসগণেরই সহিত বিচরণ করিতে লাগিল॥ ২০॥

তখন কোন প্রকারে, কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, একবার মাত্র দর্শন করিয়াই তাহাকে বিপক্ষ বলিয়া জানিতে পারিলেন। অবশেষে নিখিল সর্ব্বজ্ঞগণের চূড়ামণি অগ্রজ বলরামকে বলিতে লাগিলেন, আর্য্য! এই বৎসটি ব্রজচারী? অথবা

প্রতি আর্য্য কিময়ং ব্রজচরো বৎস উত বা কৃত্রিমঃ কোঽপীতি বদতা তদনির্ণীয়মান এব পশ্যৎসু সকলেষ্বেব সহচরেষু মৃদুতর-কমলকুট্মলকোমলেন বাম-করতলেন পশ্চাত্তলং চরণযুগলমাকৃষ্য ধৃত্বা সমুন্নীয় মুহুরলাতচক্রবদাঘূর্ণয়তা কপিত্থতরুকাণ্ডমধি নিষ্পিং-যতা প্রয়াণাভিমুখেষু প্রাণেষু ধৃতনিজবিকৃতাকারো যমসদনং গম-য়াম্বভূবে ॥ ২১ ॥

বভূবেদমেব সুরসভা-রস-ভাবকারি কারিহননং হরবিরিঞ্চি-

মিতি তদানীন্তন—লীলাপরিকরলোক—প্রতীত্যভিপ্রায়েণোক্তং বস্তুতস্ত যমোপলক্ষিতস্যা-ষ্টাঙ্গযোগস্য সদনরূপং ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইদমেব কারিহননং ঈষৎ শক্রহননং সুরসভায়া দেবসমূহস্য রসেন ভাবকারি প্রীতি-করণশীলং বভূব। অঘবকাদিমহাসুরহননং অগ্রেতনন্তু কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। ঈষদর্থে

কোনও কৃত্রিম বৎস ?। শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণও কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। সমস্ত সহচরগণই কেবল সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ, অতিশয় মৃদু কমল কুসুমের তুল্য কোমল বামকরতল দ্বারা তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তি চরণ যুগল আকর্ষণ করিয়া, তাহাকে ধরিয়া এবং উন্নত করিয়া, অলাত চক্রের ন্যায় বারম্বার ঘুরাইতে লাগিলেন। অবশেষে কপিত্থবৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। যখন তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হইল তখন সেই অসুর আপনার বিকট-মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং শ্রীকৃষ্ণও অবিলম্বে তাহাকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। বস্তুতঃ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগের আলয় স্বরূপ ব্রহ্মপদেই প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২১ ॥

এই ক্ষুদ্র শত্রুবধকার্য্য, অনুরাগের সহিত দেবসমূহের প্রীতি সম্পা-দনে সমর্থ হইয়াছিল। তৎকালে শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ যিনি অঘটন ঘটনায় অতিশয় পটু এবং

মুখমুখরিতঞ্চ। বস্তুতো দুর্ঘটঘটনপটীয়সো দুষ্করকর্ম্মকর্ম্মঠস্য নৈতদদ্ভুতং ॥ ২২ ॥

তদনুদনুজদমনো মনোরম-হেলালসো লালসো নিজসহচরনিকরেষু গগনাঙ্গনচরমভাগভাগহ্শীতকরকরমালিন্য-মলিন-তামরসময়ং সময়ং বীক্ষ্য দিনান্তরবৎসানুচরো ভবন্ ভবনমাজগাম ॥ ২৩ ॥

ভবনমাগম্য গম্যমানেতরচরিতস্য তস্য ললিতবপুষ্কলং পুষ্কলং

চেতি কোঃ কাদেশঃ। কর্ম্মঠো নিপুণঃ ॥ ২২ ॥

হেলালসঃ খেলারসঃ লালস অতিশয়-কান্তিযুক্তঃ। সময়ং বীক্ষ্য কীদৃশং গগনমেবাঙ্গনং তস্য চরমভাগং পশ্চাদ্ভাগং ভজতে প্রাপ্নোতি অশীতকরঃ উষ্ণকিরণঃ সূর্য্যস্তস্য করাণাং কিরণানাং মালিন্যেন হেতুনা মলিনানি তামরসানি পদ্মানি তন্ময়ং বৎসানাং অনু চরতীতি তথাভূতো ভবন্ সন্ ॥ ২৩ ॥

গম্যমানাদিতরং অগম্যং চরিতং যস্য তস্য কৃষ্ণস্য লীলাবিলসিতং। কীদৃশং। ললিতং আনন্দানুভবেন শোভিতং বপুঃ বক্তৃদ্রষ্টৃশ্রোতৃণাং করোতীতি তৎ রলয়োরৈক্যাৎ। পুষ্কলং

যিনি অসাধ্য কার্য্য করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন, ঈদৃশ নিপুণ ব্যক্তির ইহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ২২ ॥

তৎপরে দনুজ দমনকারী শ্রীকৃষ্ণ,মনোরম খেলারসে অত্যন্ত মনোহর কান্তিযুক্ত হইলেন এবং নিজ সহচর বৃন্দের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তৎকালে উষ্ণরশ্মি সূর্য্যদেব, আকাশরূপ প্রাঙ্গণের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেন। সূর্য্য অস্ত গমন করিলে তদীয় কিরণমালার মালিন্য হেতু সেই সময় মলিন পদ্মপুষ্পের মত মালিন্য ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ,সন্ধ্যাকালে বৎসগণের অনুগামী হইয়া গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সকলেরই অবোধ্য ছিল। তাঁহার লীলা বিলাস সম্পূর্ণরূপে সুললিত শরীরের উপযুক্ত ছিল। তখন সকলেই গৃহে

বৎসবৎ সর্ব্বাবয়বস্য দানবস্য মারণং রণং বিনৈব কৃতবতো লীলা-বিলসিতং সর্ব্বমেব সর্ব্বে নিজ নিজ জননী জননীয়মানা অপি শিশবঃ প্রথমমেব ব্রজপুরপরমেশ্বর্য্যৈ কথয়াম্বভূবুঃ ॥ ২৪ ॥

ভগবানপি জনক-জননীরাজিতো জননীরাজিতো দিনান্তরবৎ কৃতসায়ন্তনস্নানানুলেপো জনকেন সহ কৃতসায়াশনঃ সুখসুপ্তো রজনীমনৈষীৎ ॥ ২৫ ॥

পরেদ্যবি দ্যবি চানুদিত এব যমুনাজনকে জলকেলিকলা-

শ্রেষ্ঠং বৎসতুল্যসর্ব্বাঙ্গস্য নিজনিজজননীজনৈর্ব্রজেশ্বর্য্যা সহ গ্রামান্তপথপর্য্যন্তমাগতৈঃ নিজনিজগৃহবর্ত্মপ্রতি নীয়মানা অপি বলাত্ততো নিবর্ত্ত্য ইত্যর্থঃ। মহাবলস্য দৈত্যস্য গোবৎসত্বং কুতো ভয়াৎ। তদ্বধে বা শিশোঃ শক্তিঃ ক্বেতি মেনে যৈষৈব সা ॥ ২৪ ॥

জনকজননীভ্যাং সহ রাজিতো দীপ্তঃ জনৈঃ সর্ব্বৈরেব নির্মঞ্ছিতঃ প্রেম্নেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

পরেদ্যবি পরদিনে। পরেদ্যবপরেদ্যুঃ পূর্ব্বেদ্যুরিত্যাদিনা সিদ্ধং। দ্যবি আকাশে যমুনা-

---

আগমন করিলে, প্রত্যেকের জননী, তাহাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবে বলিয়া ব্রজেশ্বরীর সহিত গ্রামের প্রান্ত সীমার পথ পর্য্যন্ত আসিয়া-ছিল। তাহারা যখন পুত্রদিগকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে যাইতে ইচ্ছা করেন তখন পুত্রগণ স্ব স্ব জননীদিগকে নিবৃত্ত করেন। তখন শিশুগণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিনাযুদ্ধে কিরূপে বৎসাকৃতিধারি অসুরকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই সকল ঘটনা, প্রথমেই ব্রজপুরের পরমেশ্বরী যশোদার নিকট বর্ণন করিল ॥ ২৪ ॥

তৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও সকলেই প্রেমভরে জনক জননীর সহিত বরণ করিল। তিনি অন্য দিনে যেরূপ করিতেন, সেইরূপ নিয়মে সায়ংকালীন স্নান এবং অনুপেলন করিলেন। অবশেষে পিতার সহিত সায়ংকালের আহার সমাপ্ত করিয়া, সুখে নিদ্রিত হইয়া যামিনী যাপন করিলেন ॥ ২৫ ॥

পরদিন, আকাশে সূর্য্য না উঠিতে উঠিতেই মানবলীলার কলা-

কুশলঃ কৃতাহারো হারোল্লসদ্বক্ষাঃ স এব মিলিতেষু সহচরেষু সবলেন বলেন সহ পূর্ব্ববৎ সকলবৎসকলনয়ানয়া বিরোধেন বনান্তরমাসাদ্য নবশাদ্বলতলমালোকয়ন্ ক্বচন জলাশয়োপকণ্ঠে ললিতানি নবনবাঙ্কুরিতানি শষ্পাণি পানীয়-সন্নিকর্ষ-সুমেদুরাণি সমালোক্য বৎসকুলং তত্রৈব নিবেশয়ামাস ॥ ২৬ ॥

সমনন্তরমনন্ত-রসঃ স বৎসপালঃ পালয়িতা ররাজ সকললোকপালানামনতিদূরে পূতনাসহোদরোঽদরোত্তুঙ্গ—বকশরীরঃ কংসসম্মতো মহাবীরঃ কোঽপি দনুতনয়ো নুতনয়ো ঽখিলদানবগণেন-

জনকে স্থৈর্য্যে সকলবৎসানাং সর্ব্বসহচরবৎসানাং কলনয়া সংমেলনেন ॥ ২৬ ॥

পালয়িতা সকললোকপালানামিত্যনেন তাদৃশখেলাবেশময়স্যাপি তস্য মনসি দুষ্টাগমসময়লব্ধ-স্বসেবাবসরা ঐশ্বরী শক্তিঃ দুষ্টসংহারায় সহসৈব পর্য্যস্ফুরদিতি দ্যোতিতং। অদরং অনল্পং। নুতঃ স্তুতো নয়ো নীতির্যস্য সঃ। গণয়ন্তীতি গণাঃ গণকাস্তেষাং ইনঃ দৈবজ্ঞশ্রেষ্ঠ-

কুশল সেই শ্রীকৃষ্ণ আহার করিলেন, এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে সুন্দর হার শোভা পাইতে লাগিল। তখন সমুদয় সহচরগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সবল বলরামের সহিত পূর্ব্বমত নীতিশাস্ত্রের অবিরোধে সকল বৎসদিগকে একত্র মিলিত করিয়া অন্য এক বনে গমন করিলেন। তথায় নবহরিদ্বর্ণ তল দেখিয়া, কোনও এক জলাশয়ের নিকটে সুন্দর শষ্পরাশি দর্শন করিলেন। ঐ সকল শষ্পরাশির নব নব অঙ্কুর শ্রেণী উদ্গত এবং জলের নৈকট্য বশতঃ ইহারা অত্যন্ত সুস্নিগ্ধ হইয়াছে। ভগবান্ ঐ স্থানেই বৎসদিগকে স্থাপিত করিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর, অনন্ত-লীলাময় এবং সকল-লোকের রক্ষা কর্ত্তা সেই বৎসপালক ভগবান্ শোভা পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অনতিদূরে পূতনা রাক্ষসীর সহোদর,বকাসুর তথায় উপস্থিত হইল। তাহার শরীর প্রকাণ্ড বকের মত অতিশয় উচ্চ। এই অসুর কংসের আজ্ঞাধীন এবং মহাবীর। অখিল দানবগণ, ইহার নীতির প্রশংসা করিয়া

গণেন ইব ভগবন্তমনুসন্দধানো দৈবগত্যাঽবগত্যায়মেব স ইতি ধরণিতলমুন্নময়ন্নিব ধরণিতলনিহিতোত্তরচঞ্চু র্দিবমবনময়ন্নিব দ্যুতলবিনিবেশিতোর্দ্ধচঞ্চুশ্চ যুগপদেব দেব-দনুজ-মনুজাদি সকল জীবজীবনাকর্ষণায় বিততায়তমহাসন্দংশং বিবৃত্য স্থিত ইব কাল-পুরুষঃ সকলৈরেব ভয়ভরনির্ভরভজ্যমানমানসৈরাতঙ্কপঙ্কিলৈরিব সহচরৈরালুলোকে ॥ ২৭ ॥

আলোক্য চ সখে নায়ং পক্ষী অপি তু সকলানেব নো গিলিতু-

ইব গণয়িত্বা অবগত্যেত্যর্থঃ। ধরণিতলে নিহিতো বেধপ্রকারেণার্পিতঃ.উত্তরচঞ্চুরধশ্চঞ্চু-র্যেন সঃ কিমর্থমিব ধরণিতলং উৎপাট্য উন্নময়ন্নিব ঊর্দ্ধং নেতুমিব এবং দিবং স্বর্গং অধো-নেতুমিব পুনশ্চ মহাঘাতুকস্বভাবমালক্ষ্য অন্যথোৎপ্রেক্ষ্যতে। যুগপদেব ইতি সংদশং সাঁড়াসীতিখ্যাতং ॥ ২৭ ॥

সখে হে শ্রীকৃষ্ণ কৈলাসশিখরিণঃ শিখরাদপি দ্রাঘীয়ঃ অতিদীর্ঘং যৎ শরীরং তস্মাদপি-

---

থাকেন। প্রধান দৈবজ্ঞ যেমন গণনা করিয়া কোন বিষয় অবগত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অসুরও ভগবানের অন্বেষণ করিতে করিতে দৈবাৎ জানিতে পারিল যে, ইনিই সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। পৃথিবী উৎপাটন করিয়া ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবার নিমিত্তই যেন অধোদিকের চঞ্চু ধরণীতলে অর্পণ করিয়াছে। এবং স্বর্গ উৎপাটন করিয়া নিম্নে আনিবে বলিয়াই যেন উপরকার চঞ্চু স্বর্গের দিকে অর্পণ করিয়াছে। এক কালেই দেব, দৈত্য, মানব প্রভৃতি সকল জীবের জীবন আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত অথচ দীর্ঘ,ভীষণ সন্দংশ (সাঁড়াশী) বিস্তার করিয়া যেন কালপুরুষের মত অবস্থান করিতেছে। তখন সকলেরই অন্তঃকরণ, নিরতিশয় ভয়ভরে ভাঙ্গিয়া গেল এবং সহচরগণ ভয়াকুল চিত্তে ঐ অসুরকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

সহচরগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, ভাই শ্রীকৃষ্ণ! এ কখনই পক্ষী নয়, কিন্তু আমাদের সকলকেই গিলেতে উদ্যোগ করিতেছে।

মিব কৃতারম্ভেণ গুরুতরদম্ভেন কেনাপি বকাকৃতিনা দানবেনৈব ভবিতব্যং তদিতঃ পলায়নমেবাস্মাকং পথ্যং। অথ কৈলাস-শিখরিশিখরদ্রাঘীয়সঃ শরীরাদপি দীর্ঘদীর্ঘতরাচ্চঞ্চুপুটাদস্য কথং পলায়নমপি ॥ ২৮ ॥

ইতি তেষু মীমাংসমানেষু প্রাণসমানেষু প্রাণরক্ষণার্থং নাশঙ্ক-নীয়মিতি দরহসিত-সুধাপেশল-সলালিত্যমাভাষমাণমকুতোভয়মভ-য়দমখিললোকস্য সহেলমভিমুখমুপসর্পন্তং তমখিলভুবনৈকবন্ধুম-নুপধিনিরবধিকরুণৈকসিন্ধুমব্যয়মব্যাহতমহাপ্রভাবমতিসাহসঃ স পামরোঽমরোপহতিকরঃ করালতরতুণ্ডঃ সহসোপপত্য পশ্যৎসু সকলেষু দিবি দিবিষৎসু গিলতি স্ম ॥ ২৯ ॥

দীর্ঘদীর্ঘতরাৎ তস্য চঞ্চুপুটাৎ কথং পলায়নমপি শক্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

মীমাংসমানেষু বিচারয়ৎসু সৎসু বয়স্যেষু তং শ্রীকৃষ্ণং গিলতি স্মেত্যন্বয়ঃ। দর ঈষৎ হসিতসুধয়া পেশলং সুন্দরং সলালিত্যঞ্চ যথা স্যাত্তথা অমরাণাং দেবানাং উপহতিং উপ-ঘাতং করোতি ইতি সঃ ॥ ২৯ ॥

ইহার ভীষণ অহঙ্কার রহিয়াছে। অতএব বকের আকৃতিধারী নিশ্চয়ই কোন অসুর হইবে সুতরাং এইস্থান হইতে আমাদের পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। অথবা ইহার শরীর, কৈলাসপর্ব্বতের শৃঙ্গ অপেক্ষাও অত্যন্ত দীর্ঘ, সুতরাং ইহার সুদীর্ঘচঞ্চুপুট হইতে আমাদের পলায়নও দুর্ঘট॥২৮॥

প্রাণ তুল্য বন্ধুগণ, যখন প্রাণ রক্ষার জন্য এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ,ভয় নাই বলিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতে লাগি-লেন এবং ঐ হাস্যসুধার লালিত্যে তাঁহার মুখ, আরও মনোহর হইল। তিনি হাস্য করিয়া অকুতো ভয়ে তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। অখিল লোকের অভয় দাতা শ্রীকৃষ্ণ, অবলীলাক্রমে তাহার সম্মুখে গমন করি-লেন। ভগবান্, অখিল ভুবনের এক মাত্র বন্ধু, অকারণ অসীম দয়ার এক মাত্র সিন্ধু, তিনি অক্ষয় এবং কুত্রাপি তাঁহার মহাপ্রভাবের হানি হয় না। ঐ অসুরের মুণ্ড অতিশয় ভীষণ ছিল এবং অতিসাহসী, অমর-গণের ক্ষয়কর্ত্তা, ঐ পামর, সহসা নিকটে আসিয়া স্বর্গে স্বর্গবাসী সমস্ত দেবগণ দর্শন করিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকে গিলিয়া ফেলিল ॥ ২৯ ॥

তদনু তদনুপায়মপায়মিবাত্মনাং মন্যমানাঃ সর্ব্ব এব সহ-চরা সহ চ রামেণ হাহেতি নিগদন্তো গদন্তোদমতিমহান্তমাপদ্য-মানা দিবিচ দিবিচরাঃ, অহো কষ্টমহো কষ্টমিতি ব্যথমানা মানাপ-হারেণ যদা মুহ্যন্তি স্ম ॥ ৩০ ॥

তদৈব জ্বলদনলমিব কাকুদং কাকুদং দহন্তং ক্রমেলক ইব প্রমাদেন গিলিতং নবসহকারপল্লবমিব প্রবলতরগলদণ্ডাকুঞ্চন-প্রসারণবিকলঃ সত্রাস-পক্ষতি-বিধূনন-কাতরস্তরসা নির্যদ্ভিঃ প্রাণৈ-

---

তদনু তদনন্তরং তৎ বকাসুরেণ কৃষ্ণস্য গিলনং আত্মনাং অনুপায়ং উপায়শূন্যং অপায়ং বিপদং মন্যমানাঃ গদং ব্যাধিং। রোগ-ব্যাধি-গদাময়া ইত্যমরঃ। কীদৃশং। তোদং ব্যথাকরং। মানাপহারেণ চেতনাপহারেণ। মন্ জ্ঞানে ঘঞন্তঃ ॥ ৩০ ॥

তং দৈবতং শ্রীকৃষ্ণং কাকুদং শোকভীত্যাদিময়বিকারপ্রদং কুতঃ জলন্তমনলমিব কাকুদং তালুদহন্তং তৎক্ষণেনৈব ববাম ইত্যন্বয়ঃ। তালু তু কাকুদমিত্যমরঃ। ক্রমেলক উষ্ট্রঃ। সহকার আম্রঃ। প্রবলতরং যথা স্যাত্তথা গলদণ্ডস্য আকুঞ্চনং রোধপীড়ানুভবেন সঙ্কু-চিতীকরণং প্রসারণং উদ্বমনার্থং বিস্তৃতীকরণং তাভ্যাং ব্যাকুলঃ পক্ষতী পক্ষৌ তয়োর্বিধূনন-

---

তৎপরে বকাসুর যে শ্রীকৃষ্ণকে গিলিয়াছিল, ঐ গিলন কার্য্য সমস্ত বয়স্যগণ, আপনাদের অপ্রতিবিধেয় বিপদ্ মনে করিয়া বলরামের সহিত হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবগণ, মর্ম্মভেদী ভীষণ রোগ প্রাপ্ত হইয়া, হায়! কি কষ্ট! হায়! কি কষ্ট! এইরূপে ব্যথিত মনে অচৈতন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

যখনই দেবগণ মূর্চ্ছিত হইলেন, তখনই বকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গিরণ করিল। উষ্ট্র যেরূপ অসাবধানে নবসহকার (নবীন আম্র) পল্লব গিলিয়া তাহাকে পুনরায় উদ্গিরণ করে, সেইরূপ তালুদাহকারি এবং শোক-ভয়াদির বিকারপ্রদ, প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গিরণ করিল। তখন বকাসুর, কষ্ট অনুভব করিয়া কখন গলদণ্ডের সঙ্কোচ এবং বমন করিবার জন্য কখন বা গলদণ্ডের বিস্তার দ্বারা ব্যাকুল হইল। তখন ঐ অসুর, সভয়ে এবং ব্যগ্রভাবে পক্ষদ্বয় কম্পিত করিয়া কাতর

রিব বহির্নিঃসার্য্যমাণং তমতিবেগেনৈব বিবৃতগলচঞ্চুপুটস্তৎক্ষণে-
নৈব ববাম ॥ ৩১ ॥

তেনোদ্গীর্ণ এব বিধুন্তুদবদনতো নিষ্ক্রান্তশ্চন্দ্র ইব ঘনতর-
ঘনঘটা কোটরতো বহির্গতঃ কিরণমালীব গিরিবরগুহাকুহরতো
বিনিষ্ক্রান্তঃ কণ্ঠীরবশাবক ইব দস্তরতম-তমঃসমূহ সমূঢ়সংসার-
কূপতো নির্ম্মুক্তঃ স্বভক্তজন ইব তদ্গলগলিতক্লেদলবাক্লিন্ন-বসন-

---

মিতি বৈয়গ্র্যলক্ষণং নির্যদ্ভির্নির্গচ্ছদ্ভিঃ ॥ ৩১ ॥

চন্দ্র ইবেতি বয়স্যান্ প্রতি ব্যথাশোকবিস্মারণার্থং স্বমাধুর্য্যজ্ঞাপনয়া কিরণমালী বেতি অসুরান্ প্রতি ত্রাসনার্থং দুঃসহোগ্রস্বপ্রতাপব্যঞ্জনয়া। গিরিবরেতি-কণ্ঠীরবেত্যাভ্যাং দেবান্ প্রতি শঙ্কা নিরাসার্থং স্বব্যথাভাবসূচনয়া। প্রত্যুত ক্রীড়াসুখাস্পদত্ববোধনয়া চ স্বভক্তজন ইবেতি বৈকুণ্ঠগতসাধনসিদ্ধপার্ষদান্ প্রতি তত্তৎপূর্ব্বানুভবস্মারণার্থং তথাকারমাত্রদৃষ্ট্যাপি কৌতুকভরেণ সাদৃশ্যসংভাবনয়া উৎপ্রেক্ষা ইতি। ক্লেদলবৈরাক্লিন্নানি বসনভূষণানি যস্য তথাভূততয়া ইতি গ্রস্তমুক্তে চন্দ্রে পাটলবর্ণলেশো রাহুচিহ্নবিশেষঃ শোভৈব মেঘমুক্তে কিরণমালিনি মেঘখণ্ডলেশসম্পর্কঃ দুঃসহতেজস্ত্বপ্রতিপাদক এব দুর্দ্দিনোত্থিতে সূর্য্যে লোকে তথানুভবাৎ। গিরিগুহাকুহরনিষ্ক্রান্তে কণ্ঠীরবেপি তদীয়গৈরিকাদিচিহ্নলেশঃ খেলা-কৌতুকদ্যোতক এব সংসারনির্ম্মুক্তে ভক্তজনেঽপি সিদ্ধদশাপ্রথমক্ষণে বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েন

হইল। তখন সবেগে যে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছিল, সেই প্রাণবায়ু যেন শ্রীকৃষ্ণকে তাহার হৃদয় হইতে নিঃসারিত করিল। তখন সে অতিশয় বেগে, তৎক্ষণাৎ গলদেশ এবং চঞ্চুপুট বিস্তার করিয়া বমন করিল ॥ ৩১ ॥

চন্দ্রমাঃ যেমন রাহুর বদন হইতে বহির্গত হয়েন, ঘোরঘনঘটার মধ্য হইতে দিবাকর যেরূপ নির্গত হন, সিংহশাবক যেরূপ গিরীন্দ্রের গুহাবিবর হইতে বহির্গত হন এবং অতিদস্তর (এবড়ো খেবড়ো) তিমিরপটল-পরিব্যাপ্ত সংসার-কূপ হইতে যেরূপ হরিভক্ত লোক মুক্ত হয়েন, সেইরূপ ভগবান্ অসুরের মুখ হইতে বহির্গত হইলেন। যদিচ তিনি অসুরের মুখ হইতে নির্গত হইলেন সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার গলনির্গলিত অণুমাত্র ক্লেদদ্বারা ভগবানের বসন ভূষণ কলুষিত হয়

ভূষণতয়া শোভাতিশয়মেব বিভ্রাণো ন ভেতব্যমিতি মধুরতর-স-প্রণয়-কলস্বরমখিল-সখিজনান্ মূর্চ্ছাতো বিরময্য ॥ ৩২ ॥

পুনরাক্রোশেন চঞ্চুপুটবিঘট্টনয়া নিষ্কাসয়িতুমাপাততঃ পততস্তস্য বামকরকমলকুট্মলেনোর্দ্ধচঞ্চুদলং দক্ষিণকরকমলকোশেনাধর-চঞ্চুদলমবধৃত্য সহচরবালকানাং দুঃখশোকাভ্যাং সহ সন্তাপভর-নমদমরনিকরান্তঃকরণানাং ভয়েন সহ প্রবলতর-দনুজদৈতেয়পরি-ষদাং হর্ষোৎকর্ষেণ সহ সহসৈব হসন্মুখকমলো হেলয়ৈব বীরণতৃণ-স্যেব বিদারণং বিধায় নিরর্গল-গলদসৃগ্ধারাধৌত-ধরণিতলমভিতো-

---

স্বপ্নভঙ্গে সতি স্বপ্নানর্থানুসন্ধানশেষ ইব বিষয়সুখানুভবশেষো বিস্ময়াবহ এবেতি চতুর্থেঽপি সাধর্ম্ম্যকল্পনং দ্যোতিতমিতি ॥ ৩২ ॥

বিঘট্টনয়া চালনেন। নিষ্কোষয়িতুং চোৎকরেণ অর্দ্ধয়িতুং। আপততঃ আগচ্ছতঃ। পততঃ পক্ষিণঃ। পতৎ-পত্ররথাণ্ডজা ইত্যমরঃ। নিরর্গলং নির্নিবারং গলন্ত্যা অসৃগ্ধারয়া ধৌতং ধরণি-

---

নাই। সুতরাং তিনি তাহাতে অতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি ভয় নাই বলিয়া অতিসুমধুর প্রেমপূর্ণ অস্ফুট মধুরস্বরে অখিল-সহচরদিগের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন ॥ ৩২ ॥

পুনর্ব্বার শব্দ করিয়া চঞ্চুপুট সঞ্চালনপূর্ব্বক ঐ বকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে পীড়ন করিতে আসিতে লাগিল। তখন ভগবান্, আপনার বামকরকমলের মুকুলদ্বারা ঐ পক্ষীর উপরকার চঞ্চুদল এবং দক্ষিণ হস্তকমলের কোষদ্বারা নিম্নকার চঞ্চুদল ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি সহাস্য-বদনে, সহসা অবলীলাক্রমে বীরণ (বেণা) তৃণের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই সঙ্গে সহচর বালকবৃন্দের শোক দুঃখ দূর হইল, সন্তাপভরে অবনত অমরগণের অন্তঃকরণের ভয়ও বিনষ্ট হইল এবং সেই সঙ্গে অতি প্রবল বকাসুরের দৈত্য পারিষদদিগের হর্ষরাশি সমূলে উন্মূলিত হইল। তাহাকে বিদীর্ণ করাতে অবিরলধারে রক্তপ্রবাহ পতিত হইল এবং সেই রক্তধারায় পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্ব ধৌত

ঽভিতশ্ছিদ্যমান-নাড়ীনালমবিরল-মেদঃস্রুতি বপুষঃ শকলদ্বয়ং গিরিশিখরদ্বয়দ্বয়সং পাতয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

পততোশ্চ তয়োঃ শকলয়োঃ পততি স্ম মদমুদিতবিবুধঘটা-ঘনবৃষ্যমাণনন্দনবনকুসুমসংহতিরপি। দিবো হর্ষভরজনিত নয়ন-সকজ্জল-জলবিন্দুভিরিব দেবদ্রুমবিলাসিভিরলিভিঃ সমং সমন্ততশ্চ গন্ধর্ব্বকিন্নরযুবতয়ো বত যোজিতহর্ষং ননৃতুরভিতোঽভিতশ্চ দুন্দু-ভয়োঽভয়োদীরিতা নেদুরতিসুমহদাশ্চর্য্যং তদিতি মন্বানা মন্বানা-য়িতা মুনয়োঽপি তুষ্টুবুঃ ॥ ৩৪ ॥

তলং যত্র তথাভূতং যথা স্যাত্তথা অবিরলা মেদসাং স্রুতিঃ স্রাবো যত্র তৎ যথা স্যাৎ। শকল-দ্বয়ং খণ্ডদ্বয়ং। গিরিশিখরদ্বয়প্রমাণং। প্রমাণার্থে দ্বয়সট্‌প্রত্যয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

তয়োঃ পততোঃ সতোঃ। পততি স্ম অপতৎ। নয়ন-সকজ্জলেতি দিবো নায়িকাত্বমারো-পিতং। বত বিস্ময়ে। যোজিতহর্ষং যথা স্যাত্তথা। অভয়ং অসুরাদিভ্যো নিঃশঙ্কত্বং। তেন উদীরিতা। মন্বনা বৈবস্বতেন। আনায়িতাঃ স্বজনদ্বারা তত্র প্রাপিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

হইয়া গেল। তখন চারিদিকে শিরা ও নাড়ীনাল সকল ছিন্ন হইয়া পড়িল। তখন তাহার দেহ হইতে অবিরত মেদ (চর্ব্বী) সকল গলিতে লাগিল। অবশেষে ভগবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গদ্বয় তুল্য, তদীয় দেহ দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

যখন তাহার শরীর দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পতিত হইল, তখন প্রমোদভরে প্রমুদিত হইয়া অমরগণ ঘন ঘন নন্দনকাননের পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্গরূপা রমণীর হর্ষভরে সমুৎপন্ন নয়নের কজ্জল সহিত জলবিন্দুর ন্যায় সুরতরু-বিলসিত মধুকরশ্রেণীর সহিত গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নর যুবতিগণ, আনন্দসহকারে চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিল। অসুরবধ নিমিত্ত চারিদিকে অভয়ে উদীরিত হইয়া দুন্দুভি-বাদ্য সকল বাজিতে লাগিল। ইহা যার পর নাই আশ্চর্য্য, এই বিবে-চনা করিয়া বৈবস্বতমনু, আত্মীয় জন দ্বারা যে সকল মুনিকে তথায় আনয়ন করেন, তাঁহারাও তৎকালে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইহ চ সহচরাঃ প্রমোদভরভজ্যমানহৃদয়া হৃদয়াধিনাথং তমে-কৈকশো বকরিপুং করিপুঙ্গবগামিনমালিঙ্গ্য লব্ধজীবিতা ইব বিলোক্য দিবসাবসানমশেষমপি দিনান্তরবৎ সমবহার্য্য বৎসকদম্বকং কদম্বকন্দুক-ললিতকরকমলেন তেন প্রিয়সখেন সকলসৌভগবতা ভগবতা সমং ভবনমাগত্য গত্যবসাদাসাদিত-মাহ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ধুর্য্যমুৎকণ্ঠা-কণ্ঠাগ্রীক্রিয়মাণমিব তদেব বকহননং ব্রজপুরপরমেশ্বর্য্যৈ কথয়াম্বভূবুঃ ॥ ৩৫ ॥

মাতঃ পরং মাতঃ পরং কৌতুকং কৌ তু কং ন বিস্মাপয়তি

গত্যবসাদেন অত্যৌৎসুক্যাৎ অতিশীঘ্রগমনশ্রমেণ হেতুনা আসাদিতং মাহ্বর্য্যং অতি-শ্বাসভূম্না একপ্রযত্নেন উচ্চারণাসামর্থ্যং তেন যন্মাধুর্য্যং তস্য ধুর্য্যং যথা স্যাত্তথা কথয়াঞ্চক্রুঃ। ধুর্ব্বহে ধুর্য্যধৌরেয়ধুরীণা ইত্যমরঃ। বকস্য বকাসুরস্য হননং হননবৃত্তান্তং। কীদৃশং। উৎ-কণ্ঠয়া কণ্ঠাগ্রীক্রিয়মাণমিবেতি সমাসো যমকানুরোধেন কৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

হে মাতঃ অতঃ পরং কৌতুকং মা ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। তৎ কৌতুকং কৌ পৃথিব্যাং তু কং

এদিকে শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া সহচরগণের হৃদয় আনন্দভরে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা একে একে গজেন্দ্রগামী হৃদয়েশ্বর এবং বকাসুরনিহন্তা ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিয়া যেন জীবন লাভ করিল। তখন দিবাবসান হইয়াছে দেখিয়া অন্য দিনের মত সমস্ত বৎস একত্র করিয়া কদম্ব পুষ্পের তুল্য যাঁহার করকমল অতিশয় সুললিত, সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালী প্রিয়সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিল। সহচর ব্রজবালকগণ, ঔৎসুক্যবশতঃ এরূপ দ্রুতপদগমনে গৃহে আসিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহাদের অতিশয় পরিশ্রম হয় এবং সেই পরিশ্রম হেতু এরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল যে, তাহাতে তাহারা এক প্রকার প্রযত্নে ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। সেই কারণে শিশুগণের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য উপস্থিত হইল। এইরূপে শিশুগণের উৎকণ্ঠার উৎকণ্ঠানাশক বকাসুর-বধবৃত্তান্ত ব্রজপুরের পরমেশ্বরী যশোদাকে নিবেদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মা! ইহার পর আর কি কৌতুক হইতে পারে? এবং পৃথিবীতে

তৎ। যদহদ্য সখ্যা স খ্যাপিতভুজপরাক্রমঃ পরাক্রমঃ কৃতঃ ॥৩৬॥

তথাহি ॥

নিজমদপর্ব্বতায়মানং পর্ব্বতায়মানং সর্ব্বানেব নো গিলিতুমুদ্যতং মুদ্যতং জ্বলন্তমিব পাবকং বকং তীক্ষ্ণচঞ্চুং চঞ্চূর্য্যমাণং করসরোজাভ্যামাভ্যামাহিতহেলং হেহলংসুকৃতিনি তব কুসুমসুকুমারঃ কুমারঃ সপদি বীরতৃণমিব পাটয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

অপি তু সর্ব্বমেব জনং। সখ্যা শ্রীকৃষ্ণেন স অদ্যাস্মদ্দৃশ্যত্বেন প্রসিদ্ধঃ পরস্য শত্রোরাক্রমঃ সখিকর্ত্তৃকঃ তস্য পরাভব ইত্যর্থঃ। কীদৃশঃ খ্যাপিতো ভুজস্য পরাক্রমো যস্মাৎ সঃ ॥ ৩৬ ॥

নিজমদেন যৎ পূর্ব্ব উৎসবস্তেন তায়মানং বিস্তার্য্যমাণং গিলিতুমুদ্যতং কৃতোদ্যমমুদ্যতং মুদ্ভ্য আনন্দেভ্যো যতং উপরতং আসন্নমৃত্যুত্বাৎ। চঞ্চূর্য্যমাণং কুটিলগামিনং। উৎপরস্যাতঃ চরফলয়োশ্চেত্যনুগাগমৌ। করসরোজাভ্যাং আভ্যামিতি কৃষ্ণহস্তৌ স্বতর্জন্যা স্পৃষ্ট্বা দর্শয়ন্তি আহিতহেলং যথা স্যাদিত্যায়াসাভাবসূচনং। হে অলং অতিশয়সুকৃতিনি তবৈব সুকৃতবশাদেব তাদৃশবলবদ্দুষ্টবধে অস্য ভুজয়োর্বলং উদয়তো অন্যদাতু ক্রীড়াবাহুযুদ্ধে অস্মাভিরপি কতিবারং পরাজিতস্যাস্য কুতস্তথা স্বতো বলসংভাবনেতি ভাবঃ। সুকৃতিনীত্যস্য সম্বোধনপদস্যৈতন্মাতৃভিরেবং বিবিধবিপত্তৌ ব্রজেশ্বর্য্যাং বহুধা প্রযুক্তস্য বালস্বভাবাদ্যথাশ্রুতধারণয়া অনুকথনরীত্যা ত্রিভিরপি প্রয়োগঃ কৃত ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ ॥

ঐ কৌতুক, কাহাকেই বা না বিস্ময়াপন্ন করিয়াথাকে ? কারণ, অদ্য সখা শ্রীকৃষ্ণ, ভুজপরাক্রম প্রদর্শন করিয়া যে শত্রুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ॥ ৩৬ ॥

হে অত্যন্ত পুণ্যবতি ! দেখুন, সেই বকাসুর, আপনার অহঙ্কারে উৎসব বিস্তার করিল। আমাদের সকলকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। আসন্নমৃত্যু বলিয়া তখন তাহার যাবতীয় আনন্দ নষ্ট হইয়াছিল। তাহার চঞ্চুদ্বয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। দেখিলে বোধ হইল যেন অগ্নি জ্বলিতেছে। সেই কুটিলগামী অসুরকে, এই দুইটী করকমলদ্বারা আপনার পুষ্পকোমল শ্রীকৃষ্ণ, বীরণ তৃণের ন্যায় অবলীলাক্রমে উৎপাটন করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি বৎসপালক-বালক–কলবচনমাশ্রুত্য-শ্রুত্যতিকৌতুক-প্রদমতিভয়দমুভয়দশায়ামেব বিস্ময়স্ময়জনকমথপুর-পুরন্ধ্রীভিঃ সহ সহসা ব্রজেশ্বরী কিমপি কথয়িতুমারেভে ॥ ৩৮ ॥

হংহো ।

যদর্থমজহামহং বত মহাবনাবস্থিতিং

তদেতদতিভীতিদং দিতিজকৃত্যমুন্মীলতি ।

অয়ং পরমচঞ্চলঃ পরমসাহসোঽসাধ্বসঃ

কুশলিনঃ পুত্রস্যাদ্ভুতং চরিত্রমিতি শ্রুত্যোরতিকৌতুকপ্রদং । গিলিতুকামস্য মহাবকস্য বধঃ পুত্রকর্তৃক ইতি ভয়দং । যুগপদেব উভয়দশায়াং কৌতুকদশায়াং ভয়দশায়াঞ্চ বিস্ময়েন স্ময়ো মন্দহাস্যং তস্য জনকং তথাবিধচরিত্রত্বেঽপি পুত্রস্য কুশলিত্বদর্শনমিতি কৌতুকদশায়াং বিস্ময়ঃ। বিস্ময়োঽদ্ভুতমাশ্চর্য্যমিত্যমরঃ। তাদৃশ-বকস্য কোমলাঙ্গ-শিশুনাপি বিদারণমিতি ভয়দশায়াঞ্চ বিস্ময় ইতি ॥ ৩৮ ॥

অজহাং ত্যক্তবত্যস্মি । অয়ং মৎপুত্রঃ ॥ ৩৯ ॥

বৎসপালক বালকগণ যে মধুর বাক্য বলিলেন, তাহা আপাততঃ শ্রবণ-যুগলের কৌতুক প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু সে যখন গিলিতে আসিয়াছিল, সেই সময়ে তাহাকে বধ করা হইয়াছিল, এই হেতু ঐ বাক্য শুনিয়া ভয়েরও সঞ্চার হইল। এই দুই প্রকার অবস্থা-তেও ঐ কথা শুনিয়া বিস্ময় এবং মন্দহাস্যের আবির্ভাব হইল। তন্মধ্যে অসুরের ঐরূপ চরিত্র হইলেও পুত্রের দক্ষতা দেখিয়া বিস্ময় এবং এরূপ কোমল শিশু ভীষণ অসুর বিনাশ করিয়াছে, ইহাতে ভয়ের অবস্থাতেও বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহাহউক, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা, পুরবাসিনী সাধ্বী সীমন্তিনীগণের সহিত কোনও কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হায় ! যাহার জন্য আমি মহাবনের অবস্থান পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই মহাভয়ঙ্কর অসুরকার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। আমার এই পুত্র, অত্যন্ত চঞ্চল, অত্যন্ত সাহসিক এবং নির্ভীক। আমি কোথায় যাই !

ক্ব যামি করবাণি কিং হতবিধের্ন বেদ্মীহিতং ॥ ৩৯ ॥

ইতি ক্ষণমনুচিন্ত্য দিনান্তরবদ্বালকান্ স্বালয়ান্ বিসৃজ্য তন-য়স্য সময়োচিতাভ্যঞ্জনোদ্বর্ত্তনাদি কারয়িত্বা প্রণয়ব্যবসায়া সায়াশন-মাশয়িত্বা তাত গৃহ এব ভবতা স্থীয়তাং নাতঃপ রং বনান্তরে গন্তব্যং বৎস-বৎসরক্ষণ ক্ষণস্তে বিরমতু বৎসরক্ষণে বহবঃ সন্তিঃ। কিং তবামুনায়াসেনেতি জননী জননীতিকরবচনমাকর্ণ্য মাতর্মাতর-ভয়ং কিমপি সর্ব্বেহমী মৃষৈব বদন্তি। তদলং চিন্তয়েতি নিদ্রামভি-নয়তি সতি লীলাবালকে ভগবতি জননী চ তমতিপরার্দ্ধশয়নতলে সলালনমসূস্বপৎ ॥ ৪০ ॥

প্রণয়ে ব্যবসায়ো যস্যাঃ সা। সায়াশনং সায়ংকালে অশনং ভোজনং যস্য তৎ পানক-সঙ্কুলী-লড্ডুকাদি। জননীতিকর ইতি বচনবিশেষণং অতিপরার্দ্ধে পরার্দ্ধমূল্যমপ্যতিক্রান্তে শয্যাতলে। অসূস্বপৎ স্বাপয়ামাস ॥ ৪০ ॥

কি করি! আমি পোড়া (হতভাগ্য) বিধাতার অভিপ্রায় কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, অন্য দিবসের ন্যায় সহচর বালক-দিগকে স্ব স্ব আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তখন স্নেহ-পরতন্ত্রা যশোদা, পুত্রের তৎকালোচিত অভ্যঞ্জনাদি সম্পাদন করিয়া সায়ংকালের ভোজন দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং কহিলেন, বৎস! তুমি গৃহেই বাস কর, ইহার পর আর অন্য বনে গমন করিও না। বৎপালন করি-বার উৎসব তোমার নিবৃত্ত হউক, বৎসপালন কবিবার নিমিত্ত অনেক লোক আছে, তোমার এরূপ কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ, জননীর এই নৈতিক বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা! মা! আমার এই সকল সহচরগণ, মিথ্যা করিয়া আমার নির্ভীকতার কথা বলিতেছে। অতএব চিন্তা করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। এই বলিয়া লীলাময় শরীরধারী ভগবান্ নিদ্রার অভিনয় করিলে, জননীও তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক বহু মূল্য শয়নতলে শোয়াইয়া রাখিলেন ॥৪০॥

এবং লীলালস্য-লস্যমানচরিতস্য তস্য নিত্যমলীলতা-কল্পলতা-কল্পভূতমেতৎ শৈশবাদি বিবাদি বিরুধ্যতে যদপি মূর্ত্তানন্দত্বেন নিত্যকিশোরতয়াঽবিকারিত্বাৎ। তথাপি তথাপিহিত-পরৈশ্বর্য্যস্য

এবং শেষকৌমারমুপসেতুষঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাকস্মাদাবির্ভূতং বেণুগানাভ্যাস-বনমালাদি-প্রসাধনৈর্মাধুর্য্যস্যাতিবৈলক্ষণ্যং বর্ণয়িষ্যন্ প্রসঙ্গান্নিত্যকিশোরেঽপি তস্মিন্ বাল্যপৌগণ্ড-লীলয়োরাবির্ভাবতিরোভাববত্যোরপি নিত্যস্থিতিপরিপাটীপ্রকারমুপশিক্ষয়তি এবমিতি। এবং লীলাং লাতি গৃহ্লাতি তস্য ইত্যনেন বর্ণিতাস্বপি লীলান্তরাণি সূচিতানি নিত্য-মলীলতা নিত্যলীলাবত্বং সৈব কল্পলতা কল্পবল্লী তত্তদনুরক্তবিবিধভক্তবাঞ্ছিতপূরণাৎ তৎ কল্পভূতং শৈশবাদি তত্তন্নিত্যলীলাময়ং বেত্যর্থঃ। আদিশব্দাৎ পৌগণ্ডঞ্চ যদপি যদ্যপি বিরুধ্যত ইতি বাল্যকৈশোরয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ। নমু জানুচংক্রমণাদি নিকুঞ্জবিহারাদ্যোর্বাল্য-কৈশোরলীলয়োর্যুগপদেব শ্রীকৃষ্ণে ধর্ম্মিণি বিরোধঃ কালভেদব্যবস্থয়া তু কুতস্তয়োর্বিরোধ-স্তত্রাহ নিত্যকিশোরতয়েতি। নমু যদ্যেবং তর্হি জন্মারভ্য প্রাকৃতবালকস্যেবাস্য কথং

শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরদশা নিত্য ছিল। কিন্তু যখন ভগবদ্দেহে বাল্য এবং পৌগণ্ড অবস্থার আবির্ভাব এবং তিরোভাব, অবস্থান করিতে থাকে, তখনও এই বাল্য এবং পৌগণ্ড অবস্থা নিত্যরূপে বিরাজিত আছে। গ্রন্থকার, এইস্থানে তাহাই যথারীতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভগবানের যে সকল লীলা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন তিনি আরও বহু-তর লীলা ধারণ করিয়া থাকেন। ভগবানের চরিত্র সকলেরই বাঞ্ছনীয় ছিল। অতএব ভগবানের নিত্যলীলাকার্য্য, বিবিধ ভক্তগণের বাঞ্ছিত বিষয় পূরণ করিয়া কল্পলতার তুল্য হইয়াছে। অতএব নিত্যলীলাময় শৈশবাদি অবস্থা, বাল্য এবং কৈশোর ধর্ম্ম পরস্পর ভিন্নপ্রকৃতি বলিয়া যদ্যপি বিরুদ্ধ, যদ্যপি তিনি মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে নিত্যকৈশোর অবস্থা বিদ্যমান আছে, সুতরাং তাঁহার কোনও প্রকার বিকারও ঘটিতে পারে না। তথাপি তিনি আপনার ইচ্ছা বশতঃ লীলাশক্তি দ্বারা আপনার মহৎ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদন করিয়া রাখি-য়াছেন। নিত্যস্বরূপ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের ন্যায় লীলাশক্তিদ্বারা বাল্যলীলা-রস পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত, নিত্যকিশোরভাবও আচ্ছাদন করিয়া

হিতপরমৈশ্বর্য্য-স্যদ-ললিতং তস্য তল্লীলায়িতং। যেন স্বস্ববাসনা-বাসনানাবিধ-ভক্তানুগ্রহপরবশতয়া সচ্চিদানন্দঘনে নিত্যকৈশোর-

---

তথা তথা বিকারিত্বপ্রতীতিঃ তত্রাহ অপিহিতং আচ্ছাদিতং পরমৈশ্বর্য্যং স্বয়ং ভগবত্ত্বেন মহাষড়ৈশ্বর্য্যং যস্য তদিচ্ছাবশাল্লীলাশক্ত্যেবেত্যর্থস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তেন নিত্যভূতং ষড়ৈশ্বর্য্যমিব নিত্যকিশোরত্বস্বরূপমপি তদানীং তয়ৈব বাল্যলীলারসপুষ্ট্যর্থমাচ্ছাদিতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ননু কথমেবমুচ্যতে পূতনাবধ-বিশ্বরূপদর্শন--বন্ধনদামদ্ব্যঙ্গুল--ন্যূনত্বাপাদক--বিচিত্রৈশ্বর্য্যসম্বলিতত্বেনৈব তত্তদ্বাল্যলীলায়া অপি দৃষ্টত্বাদিত্যত আহ। হিতং বিস্ময়ানিষ্টাশঙ্কাদিভির্বাৎসল্যরসস্য পোষকং নতু তদ্বিঘাতকং যৎ পরমৈশ্বর্য্যং তস্য স্যদেন বেগেন ললিতং প্রাপ্তশোভং তৎ প্রসিদ্ধং তস্য তস্য তথা লীলায়িতং যেন নিত্যকৈশোরে এব বপুষি তথা তথা বাল্যাদিপ্রকাশঃ। কীদৃশে। সকলান্ বাৎসল্য-সখ্য-মধুরাদীন্ সর্ব্বানেব ভাবান্ পুষ্ণাতীতি তস্মিন্ তেন বালাদিবপুষস্তাদৃশত্বাভাবাত্তৎপ্রকাশত্বমেব। যথোক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবানিতি। প্রকাশে কো হেতুস্তত্রাহ। স্বস্ববাসনাসু বাৎসল্যাদিভাবমাত্রময়ীষু বাসোনৈশ্চল্যং যেষাং তথাভূতা যে নানাবিধভক্তাস্তেষামনুগ্রহাধীনতয়া তেন অনাদি-সিদ্ধবেদাগমাদি-প্রসিদ্ধ-তত্ত-

---

রাখিয়াছেন, ইহাই তাৎপর্য্য। যদিচ পূতনাবধ বিশ্বরূপ দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র ঐশ্বর্য্য তৎকালে প্রকটিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এইরূপ ঐশ্বর্য্য বিস্ময় অনিষ্টাশঙ্কাদি দ্বারা বাৎসল্য রসের পুষ্টিকারক হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিনাশকারক হয় নাই। অতএব তাদৃশ পরম ঐশ্বর্য্যের বেগে তাঁহার প্রসিদ্ধ লীলাকার্য্য সকল তাঁহার শরীরে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে লীলা দ্বারা তাঁহার নিত্যকৈশোর শরীরে তত্তৎ রূপে বাল্যাদির প্রকাশ হইয়াছিল, সেই শরীর, বাৎসল্য, সখ্য এবং মাধুর্য্য প্রভৃতি সমুদায় ভাবে পরিপুষ্ট এবং সেই দেহ নিবিড় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। লীলা প্রকাশের কারণ এই, যে সমস্ত ভক্তগণের বাৎসল্য-সখ্য প্রভৃতি ভাবমাত্রে পরিপূর্ণ স্বস্ব বাসনা রাশিতে দৃঢ়তা আছে, তাদৃশ নানাবিধ ভক্তগণের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি একান্ত অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকেন। অনাদি প্রসিদ্ধ এক বেদা-

এব সকলভাব-পুষি বপুষি তথা তথা প্রকাশঃ। নতু সাঽবস্থাকালিকী কিন্ত্বঽচিন্ত্যবৈভবত্বে বৈভবত্বে এতদেব সকলং বাল্যাদ্যপি নিস্তর্ক-নিত্যমেব ॥ ৪১ ॥

এবং নির্ব্যলীকমুরলীকলমুরলীকুর্ব্বন্ কলগানগানবদ্যত্বেন বৈণবিকত্বেন ব্রজপুরপুরন্ধ্রীণাং বিস্ময়মাততান ॥ ৪২ ॥

দুপাসনাপরম্পরা-প্রবাহাদেব তত্তল্লীলায়া নিত্যত্বং সূচিতং। অতএব নিত্যস্থিতস্যৈব বাল্যাদেঃ প্রকাশ এব নতু সা কালিকী কালকৃতা ননু স্বস্বোচিতকাল এব তস্যাস্তস্যা অবস্থায়া জন্যত্বেনৈব প্রতীতেঃ কথং কালিকত্বখণ্ডনং প্রতীতিরবাস্তবীতি চেৎ প্রতীতিময়ান্যেব সর্ব্বাণি তানি তানি লীলায়িতানীতি তেষামপ্যবাস্তবত্বপ্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ কিন্ত্বিতি। ন চিন্ত্যং চিন্তয়িতুং শক্যং বৈভবং যস্য তস্য ভাবস্তত্বে সতি তস্যাচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বস্বীকারে সতীত্যর্থঃ। বৈ নিশ্চিতং নিস্তর্কেতি। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি। তত্র তর্কযোজনস্য নিষিদ্ধত্বাদিতি ॥ ৪১ ॥

নির্ব্যলীকং প্রিয়ং। ব্যলীকমপ্রিয়কার্য্যবৈলক্ষ্যেষ্বপি দৃশ্যত ইতি বিশ্বঃ। কলগানগং মধুরাস্ফুটগানপ্রাপকং অনবদ্যত্বং প্রশংসার্হত্বং তেন বৈণবিকত্বেন বেণুবাদনশীলত্বেন ॥ ৪২ ॥

গমাদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ সেই সেই উপাসনা পরম্পরার প্রবাহে ভগবানের তত্তৎ লীলা নিত্য বলিয়া কথিত হইয়াথাকে। এই কারণে বাল্যাদি নিত্য এবং তাহাদের প্রকাশও নিত্য। কিন্তু সেই অবস্থা কালকৃত নহে, যদি ভগবানের বৈভব ঐশ্বর্য্য অচিন্তনীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং তাঁহাকে যদি চিন্তাতীত সর্ব্বশক্তিময় বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে এই সমস্ত বাল্য প্রভৃতি অবস্থা অবশ্যই নিত্য হইবার সম্ভাবনা এবং কিছুতেই সেই স্থানে তর্ক হইতে পারে না ॥ ৪১ ॥

এইরূপে ভগবান্ সর্ব্বপ্রিয় মুরলীবাদ্য স্বীকার করিলেন। মুরলীবাদ্যের সহিত সঙ্গত করিয়া এরূপ মধুর অথচ অস্ফুট স্বরে গান করিতেন যে, তাঁহাতে তাঁহার প্রশংসা ধরিত না। ক্রমশঃ বেণুবাদনে নৈপুণ্য জন্মিল। তাহা দ্বারা তিনি ব্রজপুরের পতিপুত্রবতী রমণীদিগের বিস্ময় বিস্তার করিলেন ॥ ৪২ ॥

আগত্য চ তাস্তস্য সন্নিধিং-

হে কৃষ্ণ মাতৃকুচ-চূচুক-চূষণেঽপি
নালং যদেতদধরোষ্ঠপুটং তবাসীৎ।
তেনাদ্য তে কতিপয়েষু দিনেষ্বকস্মাৎ
কস্মাদ্গুরোরধিগতঃ কলবেণুপাঠঃ ॥
নির্ম্মঞ্ছনং তব নয়ামি মুখস্য তাত
বেণুং পুন র্ললন বাদয় বাদয়েতি।
ঊচুর্যদা, স জননী-জনকোপকণ্ঠে
তং বাদয়ন্নথ তদা সরসীকরোতি ॥ ৪৩ ॥

তমালবর্ণং তমালবর্ণং বাঙ্মনসাবসানং বসানঞ্চ বসনং কেশর-পরাগ--ভরপিঞ্জর--তমালিনমিব বনমালিনমিব বনকুঞ্জরশাবকং

হে ললন হে লালনীয়েত্যর্থঃ। তং বেণুং সরসীকরোতি ॥ ৪৩ ॥

তং শ্রীকৃষ্ণং আলবর্ণং হরিতালবর্ণং বসনং বসানং পরিদধতং। তালমালঞ্চ হরিতালক-ইত্যমরঃ। পুনঃ কীদৃশং বাঙ্মনসয়োশ্চিন্তনবর্ণাভ্যাং অবসানং সীমা যস্মিংস্তং। বনমালিনং, পত্রপুষ্পময়ীমালা বনমালা পদাবধি ইতি বিবক্ষিতলক্ষণমালাযুক্তং। বনকুঞ্জরশাবকমিবেতি

ব্রজবাসিনী সীমন্তিনীগণ, শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে আগমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! জননীর স্তনাগ্রভাগ আস্বাদন করিতেও তোমার এই যে অধরের উচ্চভাগ অপারগ ছিল, অদ্য তোমার সেই অধর, কিছুদিন না যাইতে যাইতে, অকস্মাৎ কোন্ গুরুর নিকট হইতে এই মধুর বেণুবাদ্য পাঠ শিক্ষা করিয়াছে?। বৎস শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার মুখে তিলক রচনা করিয়া দিব, তুমি পুনর্ব্বার ঐ মধুর বেণু বাদ্য কর বাদ্য কর। যখন তাঁহারা এই সকল কথা বলিলেন, তখন তিনি পিতা মাতার নিকটে বেণূ বাজাইয়া পরে সকলকেই আর্দ্র করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তমালবর্ণ এবং বাক্য মনের অগোচর ছিলেন। তিনি হরিদ্রাবর্ণ বসন পরিধান করিতেন। বন্যহস্তিশাবক

বকবৈরিণমালোকয়িতুমহরহরেব নভসি ভসিতধারিণা দেবেন সহ, সহকমলজনিনা চ সুরনগর-নাগরাঃ সমুপসীদন্তি ॥ ৪৪ ॥

এবং স্থিতে কস্মিন্নপ্যহনি অনুদিতএবাহস্করে পুষ্করেক্ষণো জননীমুবাচ। মাতরদ্য নিরবদ্য-বিপিনভোজনে ভো জনেশ্বরি বিহিতলালসোঽস্মি ॥ ৪৫ ॥

তদদ্যাত্র নাশঙ্কনীয়ং নাশনীয়ঞ্চ ন মে বচনমিদং শুভবত্যা

ইবেত্যস্য প্রাগ্‌ভাবো যমকানুরোধেন। ইবেন সহ নিত্যসমাসবচনমিত্যস্য প্রায়িকত্বাৎ। অহরহঃ প্রতিদিনমেব ভসিতং ভস্ম তদ্ধারিণা শম্ভুনা কমলজনিনা ব্রহ্মণা গমনে অনয়োরপ্রাধান্যং পুরাতনপুরুষত্বেন গাম্ভীর্য্যাদ্দর্শনোৎসুক্যস্যাল্পাবিষ্কারাৎ। সুরনগরস্য নাগরা ইন্দ্রাদয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

জনেশ্বরীতি অন্যলোককৃতস্তুতিসম্বোধনপদানুবাদেন স্বাভীপ্সিতে তত্র সম্মতিপ্রার্থনা দ্যোত্যতে ॥ ৪৫ ॥

অত্র গৃহে ন অশনীয়ং ন ভোক্তব্যং প্রত্যাখ্যাস্যমানাং মাতরমাশঙ্ক্যাহ। ইদং বচনং মম ভবত্যা ন নাশনীয়ং ন হেবং ইতি প্রত্যুত্তরং ন দাতব্যমিত্যর্থঃ। শুভবত্যেতি। অত্র শুভ-

---

কেশর এবং পরাগভরে পীতবর্ণ হইলে যেরূপ দেখায়, পীতবসন পরিধান করাতে তাঁহাকেও ঐরূপ দেখাইতেছে। হস্তিশাবক তমালী, অর্থাৎ তমালবনে বিহার করে, সেইরূপ ভগবান্‌ও "তমালী" অর্থাৎ তিলকধারী। করিশাবক যেরূপ "বনমালী" অর্থাৎ বনমধ্যে শোভা পায়, সেইরূপ হরিও পাদাগ্রবিলম্বিত পত্রপুষ্পময়ী মালা দ্বারা সুশোভিত। তখন বকাসুর-নিহন্তা ভগবান্‌কে দর্শন করিবেন বলিয়া প্রত্যহই ভস্মধারী শঙ্কর এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মার সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণ, আকাশে আসিয়া উপস্থিত হইতেন ॥ ৪৪ ॥

এইরূপ ঘটনার পর একদিন সূর্য্য উঠিতে না উঠিতেই, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, জননীকে বলিলেন, মা! তুমি সকল লোকেরই ঈশ্বরী। অদ্য নির্দ্দোষ বনভোজন করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে ॥৪৫॥

একারণ আজি এই স্থানে আহার করিব না। আপনি শুভবতী,

ভবত্যা ॥ ৪৬ ॥

ইতি তনয়োদিতমনয়োদিতমবগম্য ব্রজরাজবধূর্জবধূয়মা-বদনং ন ন ন নেতি যদা জগাদ ॥ ৪৭ ॥

তদা পুনরপি সনির্বন্ধং লীলাবালকোহলকোল্লসম্ভালো-ভালোকবিঘটিততমামাত্মনো লালসামালোক্য তদ্ঘটনসদৃশপথে-

---

কার্য্যে বাধা ত্বয়ানুচিতেতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

তনয়স্য উদিতং বাক্যং অনয়সা উদিতং উদয়ো যত্র তথাভূতং জবেন বেগেন ধূয়মানং বদনং যথা ভবত্যেবং ॥ ৪৭ ॥

তাভিরঙ্গকান্তিভির্বালকেন দৃষ্ট্যা চ বিঘটিতং দূরীকৃতং তমোধ্বান্তমজ্ঞানঞ্চ অন্যদীয়ং যেন তথাভূতোঽপি নিজক্ষুৎক্ষামতাশঙ্কোদিতবৈয়গ্র্যায়াঃ মাতুরগ্রে তথাভূতত্বেন ঐশ্বর্য্য-প্রকাশস্যাপ্যকিঞ্চিৎকরত্বমিতি ভাবঃ। আলোক্য অবগম্য শপথেন কীদৃশেন তদ্ঘটনস্য স্বাভীষ্টপ্রাপ্তেঃ সদৃশঃ পন্থা যত্তেন। মাতর্মমৈব শপথো যদ্যেতৎ ত্বং নানুমন্যসে তথা তবৈব শপথো যদ্যহং গৃহে প্রাতর্ভুঞ্জে ইত্যেবংলক্ষণেন মুহুরনুনাথ্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থ্য তস্যা অনু-মোদনং কারয়ামাস। বৎস হঠিন যথাভিরোচতে তুভ্যমিতি বাচয়ামাসেত্যর্থঃ। এতচ্চ

সুতরাং আমার এই বাক্যে বাধা দিবেন না। ॥ ৪৬ ॥

ব্রজরাজবধূ যশোদা, পুত্রের এইরূপ অনীতিপূর্ণ বাক্য অবগত হইয়া বেগে মস্তক কাঁপাইয়া না, না, না, বলিলেন ॥ ৪৭ ॥

তখন যাঁহার ললাটদেশ চূর্ণকুন্তল দ্বারা শোভা পাইতেছিল এবং যিনি দেহপ্রভা এবং দৃষ্টিপাত দ্বারা অন্ধকার এবং অপরের অজ্ঞান তিমির দূর করিয়াছিলেন, সেই লীলাময় বালক, পুনর্ব্বার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া শঙ্কাকুলা জননীর অগ্রে তাদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করা অকিঞ্চিৎকর জানিয়া এবং আপনার লালসা প্রকাশ বৃথা জানিয়া, আপনার অভীষ্ট সাধনের উপায় সদৃশ একরূপ শপথ করিলেন। এবং বলিলেন, মা! যদি তুমি আমাকে অনুমতি না কর, তাহা হইলে আমার দিব্য থাকে, এবং যদি আমি গৃহে ভোজন করি, তাহা হইলে

শপথেন মুহুরনুনাথ্য তদনুমোদনং কারয়ামাস ॥ ৪৮ ॥

তদনুদেবেন বলদেবেন বলপূরিতশৃঙ্গধ্বনিনাঽধ্বনিনা হিত-বিলম্বং নিজনিজান্মনাগারাদাগারাদাগতেষু সহচরেষু ॥ ৪৯ ॥

দেহি নো জননি জন-নিকাম-মদনীয়মদনীয়মিতি নাথতি নাথতিলকে ত্রিভুবনস্য ॥ ৫০ ॥

বনস্য যোগ্যানি ভোজ্যানি জ্যানি-বিহীনানি। দধিমহোদধি-

যদ্দ্বয়ত্র্যশমনার্থং তদানীং তদ্দত্তপক্কান্নাদিকং ভুক্ত্বৈবেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪৮ ॥

তং শ্রীকৃষ্ণং অনু লক্ষীকৃত্য দীব্যতি ক্রীড়তীতি তেন বলেন উচ্চৈঃ কৃত্বা পূরিতঃ শৃঙ্গে ধ্বনির্যেন তেন অধ্বনি গোচারণার্থবনপ্রয়াণবর্ত্মনি ন আহিতো বিলম্বো যত্র তথাভূতং যথা স্যাত্তথা। মনাক্ সকৃদেব আরাৎ সমীপং আগতেষু নিজনিজাৎ আগারাৎ গৃহাৎ। বিদ্যাদগারমাগারমিতি দ্বিরূপকোষঃ। সকৃদর্থে মনাগিত্যমরটীকায়াং ভরতেন ॥ ৪৯ ॥

নোঽস্মভ্যং জনানাং নিকামং মদনীয়ং হর্ষো যত্র তৎ। মদী হর্ষে ভাবেঽনীয়ঃ। অদনীয়ং ভক্ষণযোগ্যং বস্তু নাথতি যাচমানে সতি ॥ ৫০ ॥

জ্যানির্জরা তয়া বিহীনানি নবোদ্ভবানীত্যর্থঃ। পীযূষকিরণস্য চন্দ্রস্য পললানি

তোমার দিব্য থাকে, এইরূপে বারম্বার জননীকে অনুনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যিনি ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং যিনি সবলে উচ্চৈঃস্বরে শৃঙ্গবাদ্যের ধ্বনি করেন, সেই বলরাম গোচারণের নিমিত্ত বনগমনের পথে আর বিলম্ব করিলেন না। বলরামের গমনোদ্যোগ দেখিয়া সহচর বন্ধুগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে একেবারে নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

তখন ত্রিবভুনের প্রধান ঈশ্বর ভগবান্, "জননি! যাহাতে সকল লোকের আনন্দ হয়, এরূপ খাদ্যসামগ্রী আমাদিগকে দান করুন" এই রূপে জননীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

তৎকালে যশোদা বনভোজনের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। যে সকল খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন, সেই সকল খাদ্য জীর্ণ নহে, তৎসমুদায় নূতন উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ সুন্দর দধি

মহোদ্ভটপঙ্কপিণ্ডানীব দধীনি। পীযূষকিরণপললানীব ললিতানি নবনীতানি। ক্ষীরনীরধিহিণ্ডীরা ইব মাংসলাঃ পয়ঃসরাঃ। নয়নামোদঘটকাঃ পর্পটকা বটকাশ্চ স্বরস-স্বরভি-বহুমূল্যাঃ শষ্কুল্যাদয়শ্চ। স্ত্যান-তুহিন-শকলানীব আমিক্ষাখণ্ডানি। দেবানামপি নয়নামোদকানি মোদকানি পূর্ণিমাচন্দ্রমণ্ডলা ইব স্বরূপাঃ পূপাঃ। অগলৎকরকা ইব সিতোপলা শকলনিকরাঃ ॥ ৫১ ॥

অতিস্বরভি--মেধ্যমোদনানি দধ্যোদনানি। জনিত--সুধামাধুর্য্যবেপথুকা ঘনসার-স্বরভিপয়ঃসিক্তপৃথুকাঃ। আবর্ত্তিত-

মাংসানি শৈত্যস্বাদুত্বশুভ্রতাভিঃ। মাংসলাঃ পুষ্টাঃ পর্পটকাঃ পাঁপড় ইতি খ্যাতাঃ। শষ্কুলী গূঝা ইতি খ্যাতা। স্ত্যানানি পুঞ্জিতানি হিমখণ্ডানীব। আমিক্ষা সা শৃতোষ্ণে যা ক্ষীরে স্যাদ্দধিযোগত ইত্যমরঃ। চন্দ্রমণ্ডলা ইবেতি সিতাঘটিতত্বেন শুভ্রতয়াপি করকাবর্ষোপলা সিতোপলা মিশ্রীতিখ্যাতা ॥ ৫১ ॥

মেধ্যানি পবিত্রাণি মোদনানি হর্ষকাণি। বেপথুঃ কম্পঃ। ঘনসারঃ কর্পূরঃ। আবর্ত্তি-

প্রদান করিলেন যে তৎসমুদায় যেন দধি-মহাসাগরের অতি প্রকাণ্ড পঙ্কপিণ্ড সকল। সুললিত নবনীত সকল যেন শশধরের মাংসরাশির তুল্য, দুগ্ধের সর সকল যেন ক্ষীরসাগরের ফেনরাশি। পর্পটক (পাঁপড়) এবং বটক (বড়া) সকল নয়নের আনন্দজনক। শষ্কুলী (গূঝা) প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী সকল সুমিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত এবং বহুমূল্য। আমিক্ষা (ছানা) খণ্ড সকল, যেন রাশিকৃত হিমখণ্ডের তুল্য। মোদক (মণ্ডয়া) সকল, দেবতাদিগেরও নয়নের আমোদজনক। সুন্দর পূপ (পিষ্টক) সকল যেন পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডলের তুল্য। শর্করা (চিনি) খণ্ড সকল যেন অগলিত করকা রাশির তুল্য শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

দধিমিশ্রিত অন্ন সকল, অতিশয় সৌরভপূর্ণ, পবিত্র এবং আনন্দদায়ক ছিল। পৃথুক (চিড়া) সকল সুধার মাধুর্য্য এবং কম্প উৎপাদন করিত এবং কর্পূরের দ্বারা সৌরভযুক্ত ও দুগ্ধদ্বারা অভিষিক্ত ছিল।

কৌমুদীসারসম্পন্নানি পরমান্নানি সুরস-সুরভীণি সন্ধানফলানি ॥৫২

সকলান্যেব মাতৃবাৎসল্যানীব অপরিমিতানি উপাদেয়ানি পেয়ানি মনসাপ্যনূহ্যানি লেহ্যানি। নয়নসুখানুপূর্ব্ব্যাণি চর্ব্ব্যাণি। কেনাপি কথঞ্চিদপ্যদূষ্যাণি চূষ্যাণি এবং চতুর্ব্বিধান্যঽপি বিবিধানি ॥ ৫৩ ॥

মাতৃরচিতান্যঽপি ন মাতৃপরিচিতানি। অনেকবাহ্যান্যপি ন বাহ্যানি। হিতান্যপি ন হি তানি। ক্বাপি সুলভানি। তানি

তানাং পাকেন ঘনীকৃতানাং কৌমুদীনামিব সারেণ সম্পন্নানি। সন্ধানফলানি তৈলাদিসন্ধিতাম্রজম্বীরাদীনি ॥ ৫২ ॥

উপ আধিক্যেন আদেয়ানি গ্রহীতুং যোগ্যানি। অনূহ্যানি তর্কয়িতুমপ্যশক্যানি অপূর্ব্বস্বাদানুভবাদিত্যর্থঃ। বিবিধানি তত্তৎপ্রভেদেন ॥ ৫৩ ॥

ন মাতৃভিঃ পরিমাণকর্ত্তৃভিঃ পরিচিতানি। পরিচয় এব নাস্তি কুতস্তদগণনেতি ভাবঃ। ন বাহ্যানি ন হেয়ানীত্যর্থঃ। ন হি নৈবেত্যর্থে। বিলোকয়তা পশ্যতা। আয়তঃ আনন্দো

পায়স সকল, যেন পাকদ্বারা ঘনীকৃত জ্যোৎস্নারাশির সারভাগে সম্পন্ন হইয়াছিল। তৈলাদি মিশ্রিত আম্র এবং জম্বীর (লেবু) ফল সকল অত্যন্ত সুমধুর এবং সৌগন্ধ্য পূর্ণ ছিল ॥ ৫২ ॥

জননীর স্নেহরাশির ন্যায় ঐ সকল খাদ্যসামগ্রী অপরিমিত ছিল। ঐ সমস্ত বস্তু সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার এবং পান করিবার উপযুক্ত ছিল। লেহ্য সামগ্রী সকল, মনোদ্বারাও তর্কনীয় ছিল না, অর্থাৎ অপূর্ব্ব আস্বাদ অনুভব হইত। চর্ব্ব্য সামগ্রী দেখিলে আনুপূর্ব্বিক নয়নের সুখ হইত। চোষ্য সামগ্রী সকল কেহ কখন পূর্ব্বে দেখে নাই। এই চারি প্রকার খাদ্য এবং অন্যান্য বহুতর খাদ্যসামগ্রী সকল তখন প্রস্তুত হইল ॥ ৫৩ ॥

ঐ সকল খাদ্যসামগ্রী যশোদার রচিত বটে, কিন্তু পরিমাণকর্ত্তাদের পরিচিত নহে। যখন পরিচয় হয় নাই, তখন গণনা হইবে কিরূপে ? ইহাই তাৎপর্য্য। যদিচ ঐ সকল খাদ্য, অনেকেরই বাহ্য। অর্থাৎ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তথাপি উহারা "বাহ্য" অর্থাৎ

বিলোকয়তা যতানন্দেন তেন সহচরাঃ সমূচিরে। "রে সখায়ঃ কাননভোজনার্থমেতানি সমাদধ্বং মদ-ধ্বংসেন" ইতি সপ্রণয়মুক্তা মুক্তাভিমানতয়া ন তয়া মনোবৃত্ত্যা সর্ব্ব এব তে তানি সকলান্যেব গ্রহীতু কামাঃ ॥ ৫৪ ॥

কামার্ব্বুদার্ব্বুদাধানকারি সৌরূপ্যেণ তেন পুনরূচিরে অচিরেণ ভো অধ্যাত্মবিদাং মনাংসীব নীরসতয়া কঠিনপ্রায়াণ্যেব গৃহ্লীত। যানি বৎসানুপদং ধাবৎসু ভবৎসু ন গলন্তীতি তথৈব তেষু স্বস্বসমুচিতমেব বিভজ্য গৃহ্যমাণানি তানি প্রভূতান্যপি স্তোক-

যস্য তেন শ্রীকৃষ্ণেন সমাদধ্বং যূয়ং গৃহ্লীত মদধ্বংসেন অহঙ্কারত্যাগেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

কামার্ব্বুদস্যাপি অর্ব্বুদো ব্রণভেদস্তস্য আধানকারি সৌরূপ্যং যস্য তেন। অর্ব্বুদো মাংসকীলে স্যাদ্দশকোটিষু চার্ব্বুদমিতি বিশ্বঃ। অধ্যাত্মবিদামপি তাদৃশান্যপি মনাংসি এত-

হেয় নহে। ঐ সকল বস্তু অত্যন্ত হিত হইলেও, কখনই উহারা, কোনও স্থানে সুলভ নহে। তখন ভগবান্ ঐ সকল খাদ্যসামগ্রী দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া তাঁহার মনে প্রচুর আনন্দ হইল। অবশেষে তিনি সহচরদিগকে বলিতে লাগিলেন, হে বয়স্যগণ! তোমরা অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া বন্যভোজনের নিমিত্ত এই সকল খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ কর। ভগবান্ প্রণয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলে, তাঁহারা সকলেই অভিমান বিসর্জন দিয়া নত-হৃদয়ে ঐ সকল খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য এরূপ মনোহর এবং উৎকৃষ্ট ছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া দশকোটি কন্দর্পেরও হৃদয়ে মনস্তাপ হইত। তখন পরমসুন্দর সেই ভগবান্ পুনর্ব্বার বয়স্যদিগকে বলিলেন, হে বয়স্যগণ! তত্ত্বজ্ঞানি মানবদিগের অন্তঃকরণ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে কঠিন। সেইরূপ এই সকল খাদ্যসামগ্রীও নীরস এবং অতিশয় কঠিন। কিন্তু তোমরা ইহাদিগকে গ্রহণ কর। এই শুষ্ক খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিলে, তোমরা যখন বৎসগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, তখন ইহারা গলিত হইবে না। এইরূপে ভগবান্ তাহাদিগকে স্বস্ব উচিত খাদ্যসামগ্রী বিভক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারাও গ্রহণ করিলেন। ঐ সকল খাদ্যসামগ্রী প্রচুর হই-

প্রমাণান্যেব বভূবুরপরিমিতত্বাত্তেষাং। তদবলোক্য ভগবজ্জননী পুনরন্যান্যপি তানি তানি হসন্তী সমুপসাদয়ামাস ॥ ৫৫ ॥

তদনুতান্যপি সমুচিতং বিভজ্য নিজনিজ-চিত্রতর-বিহঙ্গিকা-সঙ্গি-শিক্যেষু সমুচিতভাজনস্থানি বিধায় চলনসুসজ্জেষু তেষু স্বয়মপি ভগবজ্জননীবিরচিতসমুচিতবেশভূষং ভগবন্তং বেণুবনমালাদিভিঃ পুনরপি বিশিষ্য ভূষয়িত্বা স্নেহস্নুতপয়োধরপয়ঃকণনিকরক্লিন্নকঞ্চুকাগ্রপরিসরা কিয়দ্দূরমনুব্রজন্তী সহ পুরন্ধ্রীভিরগ্রে চালিতানামপরিমিতানাং কৃষ্ণবৎসানাং তথা তদনুচরগণস্যাপি প্রতিজনমনেকেষাং বৎসানাং পরস্তাদগ্রে চলতঃ কেনাপি হেতুনা গৃহস্থিতি কুতূ-

লীলামাধুর্য্যবলাদাকৃষ্য গৃহ্ণীতেতি সরস্বত্যা ভঙ্গী চ জ্ঞেয়া ॥ ৫৫ ॥

বিহঙ্গিকা বাউকা ইতি খ্যাতা। প্রতিজনং একৈকস্য জনস্য ইত্যর্থঃ। বৎসানাং পরস্তাৎ পশ্চাৎ অগ্রে প্রথমং কেনাপি হেতুনেতি শৃঙ্গমাপূর্য্য গন্তুমুদ্যতেঽপি তস্মিন্ তদৈব

লেও বয়স্যদিগকে ভাগ করিয়া দিতে অত্যন্ত অল্প হইয়া গেল। কারণ, তাঁহারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন। তাহা দেখিয়া ভগবানের জননী পুনর্ব্বার অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সহাস্যে আনয়ন করিয়া দিলেন ॥ ৫৫ ॥

তৎপরে ঐ সকল খাদ্যসামগ্রীও আবার যথানিয়মে বিভক্ত হইল। স্বস্ব মনোহর বিহঙ্গিকা (বাঁক) সংলগ্ন শিক্যমধ্যে যথাযোগ্য পাত্রে সংস্থাপন করিয়া সকলেই গমন করিতে সুসজ্জিত হইলেন। তখন ভগবানের জননী শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বেশভূষা সত্ত্বেও পুনর্ব্বার তিনি স্বয়ং বেণু এবং বনমালা দ্বারা বিশেষ করিয়া বিভূষিত করিলেন। তখন স্নেহভরে যশোদার স্তন্যদুগ্ধকণা নির্গলিত হইতে লাগিল এবং তাহা দ্বারা কঞ্চুলিকার (কাঁচুলীর) অগ্রবর্ত্তী পরিসর বস্ত্র আর্দ্র হইতে লাগিল। তিনি পুরবাসিনী রমণীদিগের সহিত কিয়দ্দূর অনুগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অপরিমিত বৎস সকল, অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। ঐরূপ অপরিমিত অনুচরগণও অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। এক এক ব্যক্তির বহুসংখ্যক বৎস ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল বৎসগণের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। একদিন শৃঙ্গ বাজাইয়া বলরাম যখন গমন

হলিনি হলিনি কেবলস্য স্বতনয়স্য পশ্চাচ্চলতাঞ্চ তেষামনুচরাণাঞ্চ রামণীয়কমতিলোকোত্তরমাকলয়াঞ্চকার ॥ ৫৬ ॥

যথা—

বেণুং বামে করকিশলয়ে দক্ষিণে চারুযষ্টিং
কক্ষে বেত্রং দলবিরচিতং শৃঙ্গমত্যদ্ভুতঞ্চ।
বর্হোত্তংসং চিকুরনিকরে বল্গুকণ্ঠোপকণ্ঠে
গুঞ্জাহারং কুবলয়যুগং কর্ণয়োশ্চারু বিভ্রৎ ॥ ৫৭ ॥

কিঞ্চ ॥

সদ্রত্নালঙ্করণ-নিকরেম্বাদধানোঽবহেলাং
বন্যাকল্পে বিরচিতরুচির্বৎসপালানুকৃত্যা।

মিলিত-দৈবজ্ঞজনপ্রোক্ত-তদ্দিবসীয়-নক্ষত্রগ্রহাদিশান্তিকমঙ্গলাভিষেকার্থং জনন্যৈব ততো নিবারিতে সতীতি জ্ঞেয়ং। .কুতূহলিনীতি তস্য চ বহুগোস্বর্ণাদিদানপ্রিয়ত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥

কুবলয়যুগমিতি। কুণ্ডলস্য পীতিম্না অস্য নীলিম্না শোভাধিক্যাৎ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীঃ কনকরেখাকারা ॥ ৫৮ ॥

করিতে উদ্যত হন সেই সময়ে হঠাৎ একজন দৈবজ্ঞ আসিয়া গণনা করিয়া বলিল যে, অদ্য দিন তত ভাল নয়। গ্রহ নক্ষত্রাদির শান্তি করিতে হইবে। এই কারণে বলরামের গৃহে থাকিতে কৌতূহল জন্মে। জননীও তাঁহাকে গমন করিতে নিবারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ তাঁহার পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। তখন যশোদা, কেবল আপনার পুত্র এবং তদীয় অনুচরগণের অলৌকিক সৌন্দর্য্যদর্শন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

সৌন্দর্য্য এইরূপ যথা—শ্রীকৃষ্ণ বামকরপল্লবে বেণু, দক্ষিণ হস্তে সুন্দর যষ্টি, কক্ষে দলবিরচিত বেত্র এবং অত্যন্ত মনোহর শৃঙ্গ, কেশকলাপের উপর ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, মনোজ্ঞ কণ্ঠপ্রদেশে গুঞ্জাহার এবং কর্ণযুগলে সুন্দর কুবলয়যুগল ধারণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

অপিচ, শ্রীকৃষ্ণ উৎকৃষ্ট রত্নাভরণসমূহের মধ্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বৎসপালগণের অনুকরণ করিবেন বলিয়া

ধাবন্নগ্রে ব্রজশিশুগণস্যোল্লসদ্বৈজয়ন্তী-
মালঃ শ্রীরঞ্জিতলসদুরোভিত্তিরাভাতি কৃষ্ণঃ ॥ ৫৮ ॥
অংসে চারুবিহঙ্গিকাগ্র-বিলসচ্ছিক্যস্থভাণ্ডৌদনা
কক্ষে বেণুবিষাণপত্রমুরলীশৃঙ্গাণি যষ্টিঃ করে ।
গুঞ্জোত্তংসময়ূরপিচ্ছরচনা মৌলৌ গলে গৌঞ্জিকো
হারঃ শ্রোণিতটে ধটীতি মধুরো বেশঃ শিশূনাং বভৌ ॥ ৫৯ ॥
কেয়ূরে বলয়ানি কিঙ্কিণিঘটা হারাবলী কুণ্ডলে
মঞ্জীরৌ মণিবৃন্দবন্ধলতিকা যাশ্চাপ্যমীষাং বভুঃ ।
নাসীত্তত্র তথাপি মাতৃরচিতাকল্পেষু তেষ্বাগ্রহঃ

অংসে বামস্কন্ধে চার্ব্বী বিহঙ্গিকা । কীদৃশী । অগ্রে বিলসতো-র্বিরাজমানয়োঃ শিক্যয়ো-স্তিষ্ঠৎসু ভাণ্ডেষু ওদনানি যস্যাং । ওদনেতি সর্ব্বভক্ষ্যবস্তূনামুপলক্ষণং ॥ ৫৯ ॥

কেয়ূরে অঙ্গদে ॥ ৬০ ॥

বন্য বেশভূষার উপর অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। তিনি ব্রজ-বাসি শিশুগণের অগ্রে ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহার বৈয়জয়ন্তী মালা হৃদয়ে শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে স্বুবর্ণরেখাকার চিহ্ন দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলের ভিত্তি উল্লসিত হওয়াতে ভগবান্ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

যাহার অগ্রে শিক্য (শিকা) স্থিত ভাণ্ডে খাদ্যবস্তু সকল শোভা পাইতেছিল, এরূপ বিহঙ্গিকা (বাঁক) কক্ষপ্রদেশে বেণু, বিষাণ, পত্র, মুরলী এবং শৃঙ্গ, হস্তে যষ্টি, গুঞ্জার কর্ণভূষণ, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ, গলদেশে গুঞ্জাহার এবং কটিদেশে পীতধড়া পরিধান ছিল। এইরূপে শিশুদের মনোহর মধুরবেশ শোভা পাইতেছিল ॥ ৫৯ ॥

কেয়ূরযুগল, বলয়াভরণ, কটিদেশে মেখলা, হারাবলী, কুণ্ডলযুগল, নূপুরদ্বয় এবং অন্যান্য রত্নরাশির বন্ধন-লতিকা সকল শোভা পাইতে লাগিল। এই সকল অলঙ্কার সত্ত্বেও বৎসপালনের সমুচিত বন্যবিভূ-ষণে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ যথেষ্ট ইচ্ছা এবং অনুরাগ ছিল, মাতৃবিরচিত

কামং বৎসক-রক্ষণোচিতবনাকল্পে যথা লালসঃ ॥ ৬০ ॥

এবমতিকৌতুকাকৃষ্টমনাঃ সাচি সা চিরতরমালোকয়ন্তী খেলা-কুতূহলেন দূরতরং গতেষু তেষু শনৈর্ভবনমুপজগাম ব্রজরাজ-মহিষী ॥ ৬১ ॥

এবং বৎসানগ্রে চালয়িত্বা চলতি ভগবতি তদনুপম-কুতূহল-বিলোকনায় পরমস্থবিরতমস্য সকললোক-পিতামহস্যাপি তা মহ-স্যাপি কতমা বৃত্তয়ো বভূবুঃ। পরমাত্মারামস্যাপি নীলকণ্ঠস্য নীল-কণ্ঠ-স্যদ ইব মুদিরবিলোকন-মুদি রবি-লোকন ইব কমলাকরস্য সমুৎকণ্ঠাভরস্তথৈব তথৈব সমপদ্যত। যথা নভসি নির্নিমেষতয়া

তেষু কৃষ্ণাদিষু ॥ ৬১ ॥

সকলানাং লোকানাং পিতামহস্য ব্রহ্মণোঽপি তাঃ প্রসিদ্ধা মহস্য উৎসবস্য অপি নিশ্চিতং কতমা বৃত্তয়ো বভূবুঃ। নীলকণ্ঠস্য রুদ্রস্য সম্যগুৎকণ্ঠাভরঃ সমপদ্যত। কীদৃশঃ। মুদিরস্য

ঐ সকল কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কারের উপর তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ এবং রুচি ছিল না ॥ ৬০ ॥

এইরূপে বৎসগণের সহিত ব্রজবালক সকল, খেলা কৌতুকে মগ্ন হইয়া দূরতর স্থানে গমন করিলে, যশোদা, অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত-হৃদয়ে বক্রভাবে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে ব্রজরাজমহিষী ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৬১ ॥

এইরূপে বৎসদিগকে অগ্রে চালাইয়া ভগবান্ গমন করিতে লাগি-লেন। ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিবার নিমিত্ত, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারও কত প্রসিদ্ধ উৎসবেরও বৃত্তিসকল হইয়াছিল। মেঘ দর্শনে ময়ূরের যেরূপ নৃত্যবেগ ঘটিয়াথাকে এবং সূর্য্য দর্শনে তড়াগ-স্থিত কমলপুষ্পের যেরূপ দেখিবার উৎকণ্ঠা রাশি উৎপন্ন হয়, সেই-রূপ পরম আত্মারাম মহাদেবেরও সম্যক্‌রূপে উৎকণ্ঠাতিশয় ঘটিয়া ছিল। ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর, আকাশে আলেখ্যলিখিত বস্তুদ্বয়ের তুল্য

চিত্রলিখিতাবিব তাবাস্তাং কিং পুনঃ কুতুকলম্পটাঃ শতমখ-মুখাঃ ॥৬২॥

এবং সতি ভগবতি পুরোগামিনি তৎ সংস্পার্শনপণপণিতমত-য়োঽহংপূর্ব্বিকয়া কয়াপি ধাবন্তোঽনুচরাঃ পরস্পরং ময়ৈবাগ্রতোঽয়ং স্পৃষ্ট ইতি বিবদমানাঃ পরস্পারজিগীষয়া শ্রীকৃষ্ণমেব সাক্ষিত্বেন যদাবৃণুত তদা হসিতসুধাস্নপিত-দশনবসনং দশনময়ূখমঞ্জরীভিরভিতোঽবলক্ষয়ন্ লক্ষয়ন্নথ সকলসহচরমুখং কিং বঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং পর্য্যঙ্ক-নীয়ং যুগপদেব পদে বর্ত্তমানা মাং প্রাপুর্ভবন্ত ইতি নিজগাদ ॥ ৬৩॥

তদনু-দনুজদমনে দম-নেয়-মনসাং মনসাং দুর্লভে বৎসানুপদং

মেহসা বিলোকনমুদিদর্শনানন্দে সতি নীলকণ্ঠস্য ময়ূরস্য স্যদ ইব নৃত্যাদিবেগ ইব। রবীতি। তেন বিনা তস্য স্বরূপস্যাপ্যনুপলম্ভ ইতি বিবক্ষয়া ॥ ৬২ ॥

হসিতসুধয়া স্নপিতে স্নানং কারিতে দশনবসনে ওষ্ঠাধরৌ যথা তথা নিজগাদ। বল-ক্ষয়ন্ ধবলী কুর্ব্বন্ লক্ষয়ন্ পশ্যন্ পদে স্থানে ॥ ৬৩ ॥

দনুজমদনে চলতি সতি খেলাপরিমলস্তেষামজনি। কীদৃশে দমেন ইন্দ্রিয়নিগ্রহেণ

অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌতূহলপ্রিয় ইন্দ্রাদি দেবগণের অবস্থা আর কি বলিব ॥ ৬২ ॥

এইরূপে ভগবান্ অগ্রগামী হইতে তাঁহার অনুচর সহচরগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিবার পণ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং আমি আগে স্পর্শ করিব, আমি আগে স্পর্শ করিব, এইরূপে সকলেই ধাবমান হইলেন। আমিই প্রথমে ইহাঁকে স্পর্শ করিয়াছি, এইরূপে পরস্পার বিবাদ করিতে লাগিলেন। পরস্পার জয় ইচ্ছা করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ-কেই সকলে সাক্ষী মানিলেন। তখন তিনি হাস্যসুধাদ্বারা যেন অধর এবং ওষ্ঠকে স্নান করাইলেন, দন্তপ্রভাপটল দ্বারা চারিদিক্ শুভ্রবর্ণ করিলেন। তৎপরে সমস্ত সঙ্গিদিগের মুখ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমাদের অগ্র পশ্চাৎ গণনা করিয়া কি হইবে। তোমরা সকলে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এককালেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৬৩ ॥

তৎপরে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া যাঁহারা অন্তঃকরণ বশীভূত করিয়া-ছেন, সেই সকল মহর্ষিগণের মনের অগোচর সেই দৈত্যনিধনকারী

চলতি চলতিমিরকদম্ব ইব কৌমুদীকদম্বানুবর্ত্তিনি পরস্পরং তেষাং-মজনি খেলাপরিমলঃ ॥ ৬৪ ॥

কেচিৎ কস্য হরন্তি শিক্যমপরে মুষ্ণন্তি তেষাং করা-
দন্যে তৎ প্রতিপাদয়ন্তি চ ততঃ সংকৃষ্য তৎ স্বামিনে।
অপ্যন্যে পরিবর্ত্তয়ন্তি চকিতং ভক্ষ্যেণ ভক্ষ্যং নিজং
দৃষ্টে তেন পুনর্দদত্যপি লসদ্ধাসং বিলাসালসাঃ ॥ ৬৫ ॥

কিঞ্চ ॥

কশ্চিৎ কস্য চ যষ্টিকামপহরত্যন্যস্য বেণুং পুরঃ
শৃঙ্গং কস্য চ কোঽপি কস্য চ পরো গুঞ্জাস্রজং কণ্ঠতঃ।

নেয়ানি বশ্যানি মনাংসি যেষাং তেষাং মহামুনীনামিত্যর্থঃ। বশ্যস্তু, নেয় ইত্যমরঃ। মনসাং দুর্ল্লভে চঞ্চলতিমিরাঙ্কুরে ইব ॥ ৬৪ ॥

কস্য কস্যচিদিত্যর্থঃ। ততঃ মুষ্ণদ্ভ্যঃ সংকৃষ্য সম্যগাচ্ছিদ্যেত্যর্থঃ। তেন ভক্ষ্যস্বামিনা দৃষ্টে সতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি এবং প্রকারেণ চৌর্য্যোৎসবে সতি দৃষ্টে ইতি যষ্টিকাদন্ততমে পরকীয়বুদ্ধ্যা প্রথমং

ভগবান্ যখন বৎসগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন কৌমুদীরাশির পশ্চাতে চঞ্চল-তিমিরপটল চলিতেছে, তখন ঐ সকল ব্রজবালকগণের পরস্পর খেলাকৌতুক জন্মিয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

কেহ কেহ কাঁহারও শিক্য (শিকা) হরণ করিতে লাগিলেন। অপর কেহ কেহ তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন, অন্য বালক তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া সেই বস্তু যাঁহার, তাঁহাকেই দান করিলেন। কেহ কেহ চকিতের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী আপনার খাদ্য-সামগ্রী পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। খাদ্যের কর্ত্তা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, সুন্দর হাস্যরসে মগ্ন হইয়া এবং বিলাসে অলস হইয়া পুনর্ব্বার সেই খাদ্যসামগ্রী ফিরিয়া দিলেন ॥ ৬৫ ॥

অপিচ কেহ কেহ কাহার যষ্টি অপহরণ করিতে লাগিলেন। অপরে অন্যের বেণু হরণ করিতে লাগিলেন। কেহ বা কাহার শৃঙ্গ চুরী করিতে লাগিলেন। কেহ বা অপরের কণ্ঠ হইতে গুঞ্জামালা হরণ

তস্মাৎ কোঽপি ততশ্চ কশ্চন ততঃ কোঽপীতি চৌর্য্যোৎসবে
দৃষ্টে তৎক্ষণতঃ স এব লভতে তদ্যস্য যৎ স্যান্নিজং ॥ ৬৬ ॥

এবং খেলন্তঃ কিয়দ্দূরং গত্বা নবতৃণাঙ্কুরনিকরসমাস্বাদাদতি-তৃপ্তিমাসাদ্য ক্ষণং বিশ্রান্তেষু বৎসনিকরেষু ক্বচন রুচিরতর-তরুতলে নিজনিজ-বিহঙ্গিকাদি-সকলসামগ্রীর্নিধায় শ্রীকৃষ্ণং পরিতোষয়ন্তো হাসয়ন্তশ্চ পুনঃ খেলান্তরং বিরচয়াঞ্চক্রুঃ ॥

কেচিন্নৃত্যন্তমারান্মদকলশিখিনং বীক্ষ্য নৃত্যন্তি তদ্বৎ
কেচিদ্বাপ্যাদি-কচ্ছে বকমনু স ইবাকুঞ্চিতাঙ্গং বসন্তি।
একে ভেকেন সার্দ্ধং পয়সি পরিপতন্ত্যূর্দ্ধমুৎপ্লুত্য দূরং

ক্বতে তৎক্ষণত এব দৃষ্টে সতি যস্য যৎ যষ্টিকাদি নিজং স্বীয়ং স্যাৎ তৎ স এব তৎস্বামী এব লভতে ॥ ৬৬ ॥

বাপী দীর্ঘিকা ॥ ৬৭ ॥

করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট কেহ বা হরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আর এক জন, তাঁহার নিকট হইতে অন্য আর একজন চুরী করিতে লাগিলেন। এইরূপে চৌর্য্য উৎসব দৃষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ যে বস্তু যাহার, সেই জন সেই বস্তু লাভ করিলেন ॥ ৬৬ ॥

এইরূপে খেলা করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া বৎসগণ অভিনব তৃণাঙ্কুর রাশি আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে কোনও সুন্দর তরুতলে বিহঙ্গিকা (বাঁক) প্রভৃতি সকল সামগ্রী রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে হাসাইয়া পুনর্ব্বার অন্য খেলা খেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥

কেহ কেহ মদমত্ত ময়ূরকে সম্মুখে নৃত্য করিতে দেখিয়া সেইরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা দীর্ঘিকা প্রভৃতির জলময়-প্রদেশে বক দর্শন করিয়া সেই বকের মত শরীর আকুঞ্চিত করত বসিয়া রহিলেন। কেহ কেহ জলমধ্যে ভেকের সহিত ঊর্দ্ধে লাফাইয়া

ছায়াং ধাবন্তি কেচিন্নভসি তত ইতো ধাবতামণ্ডজানাং ॥ ৬৭

কেচিচ্ছাখামৃগাণাং বদনমনুমুখস্যাতিবৈকৃত্যপূর্ব্বং
তানুচ্চৈর্ভীষয়ন্তে বিদধতি চ তদা কর্ষণং ধূতপুচ্ছাঃ।
আরোহন্তি দ্রুমাগ্রং ক্ষণমপি সহ তৈস্তৈঃ সমঞ্চ প্লবন্তে
কেচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্ত্যপি লঘু কতমে কেঽপি তাংস্তান্ হসন্তি॥ ৬৮

রাজা কশ্চিদ্ভবতি কতমস্তস্য মন্ত্রী তথান্যো-
দণ্ডস্বামী কতিচিদপরে হন্ত সামন্তবর্গঃ।
কশ্চিচ্চৌরস্তমথ কতমোঽভ্যাসমানীয় রাজ্ঞঃ
ক্রুদ্ধো বিজ্ঞাপয়তি স চ তচ্ছাসনাজ্ঞাং বিধত্তে ॥ ৬৯ ॥

মুখস্যাতিবৈকৃত্যং অতিবিকৃতাকারত্বং তৎপূর্ব্বকং যথা স্যাত্তথা। ধূতশ্চালিতস্তেষাং পুচ্ছো যৈস্তে ॥ ৬৮ ॥

শাসনে শাস্তিবিষয়ে আজ্ঞাং ॥ ৬৯ ॥

দূরে পড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা আকাশে ইতস্ততঃ যে সকল পক্ষী উড়িতেছিল তাহাদের ছায়া লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন ॥ ৬৭

কেহ কেহ বানরগণের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া মুখের বিকৃতি পূর্ব্বক তাহাদিগকে অত্যন্ত ভয় দেখাইতে লাগিলেন এবং তাহাদের পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে টানিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে ঐ সকল বানরগণের সহিত বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সহিত লাফাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা গাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা নাচিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা উহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

কেহ বা রাজা হইলেন, কেহ বা রাজার মন্ত্রী হইলেন। কেহ বা দণ্ড দিবার কর্ত্তা হইলেন। অন্য কতিপয় সঙ্গী আবার সামন্তবর্গ হইলেন। কেহ বা চোর হইলেন, কেহ বা তাঁহাকে নিকটে আনিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। কেহ বা ক্রুদ্ধ হইয়া চোরের কথা নিবেদন করিলেন। কেহ বা সেই চোরের শাস্তি বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন ॥ ৬৯ ॥

কৌচিন্মেষায়মাণাবতিশয়তরসা সোপসর্পাপসর্পৌ
মূর্দ্ধ্না নম্রেণ তেন প্রমদকুতুকিনৌ যুদ্ধ্যমানাবভাতাং।
কেচিদ্ব্যাঘ্রায়মাণাঃ পটুকটুরটনেনাপরান্ ভীষয়ন্তে
পশ্চাদাগত্য কেষাঞ্চিদপি পিদধতে কেঽপি নেত্রে করাভ্যাং ॥৭০
রংহঃসঙ্গেন সৈংহাঃ শিশব ইব মহাসিংহশাবোত্তমেন
প্রত্যগ্রোদগ্র-জাগ্রন্মদকরিকলভেনৈব মত্তদ্বিপার্ভাঃ।
মূর্ত্তানন্দেন মূর্ত্তা ইব রভসরসা গ্রাম্যবালেন সর্ব্বে
গ্রাম্যা বালা ইবামী বনভুবি কুতুকাত্তেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ ॥৭১॥
অথ সর্ব্ব এব পরস্পরং মন্ত্রয়ন্তঃ।

পিদধতে আচ্ছাদয়ন্তি ॥ ৭০ ॥
প্রত্যগ্রেণ অভিনবেন উদগ্রং উন্নতং যথা স্যাত্তথা জাগ্রতা মত্তকরিশাবকেন রভসরসাঃ হর্ষরসময়াঃ ॥ ৭১ ॥

ঐ সকল সঙ্গিগণের মধ্যে কোনও দুইটী বালক মেষের মত আচরণ করিতে লাগিলেন। পরস্পর অত্যন্ত বেগে একবার অগ্রসর এবং একবার পশ্চাদ্গামী হইতে লাগিলেন। অবশেষে দুই জনে নতমস্তকে আনন্দভরে তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সেই যুদ্ধে শোভা পাইলেন। কেহ কেহ ব্যাঘ্রের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সুনিপুণ-কর্কশবচনে অপরাপর ব্যক্তিদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ অন্যান্য সঙ্গিদের পশ্চাতে আসিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা তাঁহাদের নেত্রযুগল আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৭০ ॥

সিংহশাবকগণ যেরূপ সবেগে উৎকৃষ্ট মহাসিংহ-শাবকের সহিত বিহার করে, এবং মদমত্ত হস্তিশাবক সকল যেরূপ নবোন্নত জাগরিত মত্ত করিশাবকের সহিত খেলা করে, সেইরূপ মূর্ত্তিমান্ আনন্দরসময় ঐ সকল গ্রাম্যবালকগণ, মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ গ্রাম্যবালকরূপী ভগবানের সহিত ভূতলে কৌতুকসহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর সকলেই পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥

কৃষ্ণস্তরস্বী কিমহো বয়ং বা জানীত ভো ভ্রাতর ইত্যুদীর্য্য।
ধাবন্ত এতে ত্বরয়াপি যান্তং শ্রীকৃষ্ণমারাদতিচক্রমুস্তং ॥৭২॥

এবং কৃষ্ণস্যাগ্রতোঽজাগ্রতো জাগরূকস্য ধাবমানাঃ কিয়তি দূরে বকীবকয়োরাসাদিত-মৃত্যুগর্ত্তয়োঃ সগর্ভয়োঃ সমবর্ত্তি-সদনবর্ত্তি-তয়া জনিতয়োঃ ক্রোধশোকয়োঃ কয়োশ্চিদতিশয়াবেগেন বেগেন বৈরশুদ্ধিকামং কামং ক্রূরমতিমতিপামরমরমেব তমধ্বানমধ্বানমা-

---

তরস্বী বেগবত্তরঃ ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণস্য কীদৃশস্য অজায়াঃ প্রকৃতে রজস্য ব্রহ্মণো বা অগ্রতোঽগ্রে জাগরূকস্য। অগ্রে ধাবমানা অঘনামানমসুরং বীক্ষ্য বর্ণয়ামাসুঃ বকী পূতনা বকশ্চ তয়োঃ সগর্ভয়োঃ সোদরয়োঃ-সমবর্ত্তি সদনবর্ত্তিতা যমগৃহবাসঃ। সমবর্ত্তী পরেতরাড়িত্যমরঃ। তয়া জনিতয়োঃ ক্রোধ-শোকয়োরতিশয় আবেগস্তেন হেতুনা বেগেন শীঘ্রং বৈরশুদ্ধিঃ প্রতীকারস্তাং কাময়ত ইতি তং। ক্রূরমতিং ঘাতুকধিয়ং অরমেব ক্ষিপ্রমেব তং প্রসিদ্ধমধ্বানং পন্থানং অধ্বানং নিঃশব্দং

অহে ভাতৃগণ! শ্রীকৃষ্ণ অধিক বেগে যাইতে পারেন কি আমরা বেগে যাইতে পারি, তোমরা তাহা অবগত হও। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলেই ধাবমান হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন ত্বরা করিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন সঙ্গিগণ নিকটের মধ্যেই তাঁহাকে অতিক্রম করি-লেন ॥ ৭২ ॥

এইরূপে সহচর সঙ্গিগণ, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে ধাবমান হইলেন। ভগ-বান্ অজা প্রকৃতি অথবা অজ ব্রহ্মার অগ্রে জাগরূক আছেন। বন্ধুগণ কিয়দ্দূরে গমন করিয়া একটী অসুর দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে পূতনা এবং বকাসুর মৃত্যুগর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই অসুর, তাহাদের সহোদর, তাহারা যমালয়ে বাস করাতে ইহার অনির্ব্বাচ্য ক্রোধ এবং শোক উৎপন্ন হয়। সেই ক্রোধ ও শোকের আবেগে এই অসুর, সবেগে বৈরনির্যাতন-কামনা করিতেছে। এটা অত্যন্ত ক্রূর এবং অত্যন্ত পামর। এই অসুর, নিঃশব্দে সেই প্রসিদ্ধ পথ আক্রমণ করিয়া এবং

ক্রম্য বর্ত্তমানমানতমধিধরমধরমধিগগনোর্দ্ধমূর্দ্ধমূর্দ্ধতয়োষ্ঠমাধায় গ্রসিতুমিব ত্রসং ত্রসন্তমাবিরিঞ্চমমরচয়ং রচয়ন্তং মূর্ত্তমঘমঘনামানমসুরং নিরীক্ষ্য বর্ণয়ামাসুঃ ॥ ৭৩ ॥

অহো বিচিত্রেয়ং গিরিদরী দৃশ্যতে। পশ্যত পশ্যত শ্যত শ্যত চাবিভ্রমং বিভ্রমং চাস্যাবীক্ষ্য কৌতুকে কৌতুকেন-নোপরুদ্ধ্যন্তে। যেয়ং মহাব্যালস্য ব্যালস্য বিবৃততুণ্ডশোভামালম্বতে ॥ ৭৪ ॥

যথা তস্য দংষ্ট্রাবলী তথাস্যা উভয়তো ভয়তোষকরাণি

তথা ভবত্যেবমাক্রম্য কেন প্রকারেণ। অধিধরং ধরা পৃথ্বী তস্যাং আনতং সম্যক্ নতং অধরং আধায় অর্পয়িত্বা তথা অধিগগনোর্দ্ধং গগনাদপ্যূর্দ্ধপ্রদেশে উর্দ্ধতয়া উর্দ্ধমস্তকত্বেন ওষ্ঠং আধায় ত্রসং চরাচরং। ত্রসমিঙ্গং চরাচরমিত্যমরঃ। গ্রসিতুমিব বর্ত্তমানং আবিরিঞ্চং বিরিঞ্চিপর্য্যন্তং অমরচয়ং ত্রসন্তং ত্রাসযুক্তং রচয়ন্তং কুর্ব্বন্তং ॥ ৭৩ ॥

বিশিষ্টং ভ্রমং শ্যত শ্যত দূরীকুরুত। শো তনুকরণে দিবাদিঃ। অস্যা গিরিদর্য্যা বিভ্রমং শোভাং যা ইয়ং মহাব্যালস্য মহাসর্পস্য বিশিষ্টেন আলস্যেন হেতুনা বিবৃতং যত্তুণ্ডং তস্য শোভাং ॥ ৭৪ ॥

ভয়তোষকরাণি বৈকট্যাদ্ভয়ং অদ্ভুতত্বাৎ তোষঞ্চ কুর্ব্বন্তি। ভয়ানাং রাজিং শ্রেণিং

পৃথিবীতে সম্যক্‌রূপে অধর নত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ অপেক্ষাও উর্দ্ধে মস্তক উন্নত করিয়া ওষ্ঠ বিস্তার করিয়া আছে। এই-রূপে মুখব্যাদান করিয়া যেন সচরাচর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সমস্ত দেববৃন্দকে ভীত করিতেছে। যেন মূর্ত্তিমান্ পাপদেহ বিস্তার করিতেছে। এইরূপে অঘাসুরকে দর্শন করিয়া বর্ণনা করিলেন ॥ ৭৩ ॥

অহে! এই এক বিচিত্র গিরিগহ্বর দেখা যাইতেছে। দেখ, তোমরা, তোমাদের বিশেষ ভ্রম দূর কর দূর কর। এই পর্ব্বতগহ্বরের শোভা দেখিয়া পৃথিবীতে কাহারা না কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াথাকে? এই গিরিগহ্বর, আলস্য হেতু মহাসর্পের বিস্তারিত মুখের শোভা ধারণ করিতেছে ॥ ৭৪ ॥

যেরূপ তাহার দন্তশ্রেণী সেইরূপ এই গিরিদরীর উভয় পার্শ্বের

শৃঙ্গাণি। যথা চ তস্য ভয়রাজি-হ্বা জিহ্বাদ্বয়ী তথাস্যা মরুদান্দোলিতা যোজনবল্লী বল্লীদ্বয়ী বহিঃ স্ফুরতি ॥ ৭৫ ॥

যথা চ তস্য বিষমবিষমহাগ্নিকণাস্তথাস্য বিবিধ-ধাতুকণা বহির্নিঃসরন্তিঃ। তস্য মহাকাকুদকাকুদবদস্যা উপরিতন-কুরুবিন্দশিলাবিলাসঃ। তস্যাধম-ধমনিবদস্যাঃ কুহরহরণোন্মুখী নানালতাবিততিঃ ॥ ৭৬ ॥

উপরি চোভয়তো লোভয়তো লোচনে লোচনে ইব তস্যাস্যাঃ কমলরাগমণীন্দ্রৌ। দেদীপ্যন্তেঽপ্যন্তে তস্য শ্বাসা ইব বিধূতোপ-

হ্বয়তে ইতি সা। যোজনবল্লীবল্লী মঞ্জিষ্ঠালতা। যোজনবল্ল্যপি মঞ্জিষ্ঠেত্যমরঃ ॥ ৭৫ ॥

মহাকাকুদং অতিভয়শোকবিকারপ্রদং যৎ কাকুদং তালু তদ্বৎ। তালুতু কাকুদমিত্যমরঃ। অধম-ধমনিবৎ কুৎসিতনাড়ীবৎ। কুহরং বিবরং। প্রতিহরণোন্মুখী আকর্ষণোন্মুখী ॥৭৬॥

তস্য সর্পস্য লোচনে রোচনে রুচিযুক্তে লোচনে নেত্রে ইব। কীদৃশস্য। লোভয়তঃ লোভং যতঃ প্রাপ্নুবতঃ। তস্য শ্বাসা ইব অন্তেঽপি অস্যাঃ পবনা দেদীপ্যন্তে অতিশয়েন প্রকাশন্তে

শৃঙ্গ সকল বিকট বলিয়া ভয় এবং অদ্ভুত বলিয়া আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। যেরূপ মহাসর্পের দুইটী জিহ্বা অশেষ ভয় উৎপন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই পর্ব্বতগহ্বরের উভয় পার্শ্বে পবনকম্পিত মঞ্জিষ্ঠালতার দুইটী লতা বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৭৫ ॥

যেরূপ মহাসর্পের বিষম বিষানলের কণ সকল বহিরে নির্গত হয়, সেইরূপ পর্ব্বতগহ্বরের বিবিধ পার্ব্বতীয় গৈরিকাদি কণাসকল বাহিরে নির্গত হইতেছে। যেরূপ সর্পরাজের তালুপ্রদেশ ভয় শোকাদি বিকার উৎপাদন করে, সেইরূপ ইহারও উপরে পদ্মরাগ মণির প্রস্তর সকল শোভা পাইতেছে। মহাসর্পের কুৎসিত নাড়ীর ন্যায় ইহার নানা প্রকার লতাশ্রেণী বিবর আকর্ষণ করিতে উন্মুখ হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

মহাসর্পের উপরিভাগে যেরূপ সুন্দর দুইটী চক্ষু থাকে এবং সেই লোচন যুগল যেরূপ লোভ দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ এই গিরিদরীর দুইটী প্রধান পদ্মরাগ মণি আছে। সেই মহাসর্পের যেরূপ নিশ্বাস

বনাঃ পবনাঃ। তস্য বিষানলধূমধূমলাঃ কান্তয় ইবাস্যা মারকত-মণিদীধিতয়ঃ। তন্নূনমিদং ব্যালতুণ্ডাকৃতির্গিরিকন্দরা কন্দরাতুরং করোতু ॥ ৭৭ ॥

তৎ সাম্প্রতং সাম্প্রতং হেবাত্র প্রবেশ ইতি নিশ্চিত্য পুনঃ সন্দিগ্ধয়া দিগ্ধয়া চ সাধ্বসেন ধিয়া পুনরন্যোন্যমরে ভ্রাতরঃ সত্যমেব যদি বলবদুপসর্পঃ সর্পঃ স্যাদয়ং তদা প্রিয়সহচরো নঃ সকলবৈরি-লাবকো বকোপমমেনং মারয়িষ্যতি। তারয়িষ্যতি তাবদস্মানপি

বিশেষেণ ধৃতানি খণ্ডিতানি উপবনানি যৈরিতি খরতরত্বং। কন্দরাতুরং ভয়াতুরং করোতু অপি তু ন করোতীত্যর্থঃ। দরোঽস্ত্রিয়াং ভয়ে শ্বভ্রে ইত্যমরঃ ॥ ৭৭ ॥

অত্র সাম্প্রতমিদানীং প্রবেশঃ সাম্প্রতমেব যোগ্য এবেত্যর্থঃ। সাম্প্রতঞ্চাধুনার্থে স্থানযুক্তার্থেঽপি চ সাম্প্রতমিতি বিশ্বঃ। ন পিধাপনীয়ঃ ন আচ্ছাদয়িতুং শক্যঃ। সর্বৈরেব

পড়ে সেইরূপ এই পর্ব্বতদরীর প্রান্তভাগেও পবন সমূহ উপবন সক-লকে খণ্ডিত করিয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে। মহাসর্পের প্রভা সমূহ যেরূপ বিষানলের ধূমে ধূম্রবর্ণ হয়, সেইরূপ এই পর্ব্বতগহ্বরের মরকতমণির কিরণমালা শোভা পাইতেছে। অতএব এই শৈলগহ্বর, নিশ্চয়ই কোনও মহাসর্পের মুখতুল্য। ইহা দেখিয়া আমাদের মধ্যে কেই বা ভয়াকুল হইবে? ॥ ৭৭ ॥

অতএব সম্প্রতি ইহার মধ্যে প্রবেশ করাই উচিত। এইরূপ স্থির করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদের মনে সন্দেহ এবং ভয়ের সঞ্চার হইল। পুনর্ব্বার পরস্পর বলিতে লাগিলেন অহে ভ্রাতৃগণ! সত্যই যদি ইহা সর্প হয় এবং ইহা দ্বারা প্রবলবেগে উপদ্রব ঘটে, তাহা হইলে সকল শত্রুবিনাশী আমাদের সহচর শ্রীকৃষ্ণ, ইহাকে বকাসুরের ন্যায় মারিয়া ফেলিবেন এবং আমাদিগকেও জীবন দান করিবেন। সকলেই যখন বারম্বার প্রকাশ্যরূপে এইরূপ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, তখন সক-লেই হস্ত দিয়া এই অর্থ লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। এই কারণে

ন পিধাপনীয়োঽয়মর্থঃ করেণ কেনাপীতি কলিতকরতালতা-ললিতং ভগবতি কৃতবিশ্বস্ততাশ্বস্ততা বলেন যাবদনেন চারুবদনেন চারুণাঽক্ষেণ ন নিষিধ্যতে তাবদেব দেবতনয়প্রতীকাশাস্তে তদাননবিবরং প্রবিবিশুঃ ॥ ৭৮ ॥

তদনু-তদনুপদমেব মা বিশত মা বিশত ভো ব্যালোঽয়ং ব্যালোঽয়মিতি সার্ত্তস্বরং স্বরন্তরচারিমধুরঘোষো ঘোষরাজতনয়ো নয়োদ্ধুরং যাবদুবাচ। তাবদেব তে তদাননপ্রবেশমাত্রেণৈব বিষজ্বালয়া লয়ারূঢ়-সকলেন্দ্রিয়াঃ কৃষ্ণ এবাসন্ কৈঃ শ্রোতব্যং তদ্বচনং ॥ ৭৯ ॥

শশ্বদেব প্রকটমেবোপলভ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। ইতি হেতোঃ কলিতঃ করে সর্পাপসর্পণার্থমিব তালো যৈস্তেষাং ভাবস্তত্তা তয়া ললিতং যথা স্যাত্তথা বিশ্বস্ততা বিশ্বাসস্তয়া আশ্বস্ততা আশ্বাসস্তদ্বলেন। অনেন শ্রীকৃষ্ণেন ॥ ৭৮ ॥

স্বঃ স্বর্গস্থ অন্তরচারী মধ্যগামী মধুরো ঘোষো যস্য সঃ ॥ ৭৯ ॥

সর্প তাড়াইবেন বলিয়া সকলেই সুন্দররূপে করতালি দিতে লাগিলেন। সকল ব্রজবালকেরই ভগবানের উপর বিশ্বাস এবং আশ্বাস ছিল। তখন সুন্দর-বদন সেই শ্রীকৃষ্ণ, সুচারু লোচন দ্বারা কাহাকেও নিবারণ করিলেন না। তখন তৎক্ষণাৎ দেবপুত্র তুল্য ব্রজবালকগণ, তাহার মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৮ ॥

তৎপরে যেমন তাহারা প্রবেশ করিল, অমনি ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ, সর্গের মধ্য পর্য্যন্ত গামি আপনার মধুর শব্দ প্রকাশ করিয়া, আর্ত্তনাদ সহকারে, নীতি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, অহে বন্ধুগণ! তোমরা প্রবেশ করিও না তোমরা প্রবেশ করিও না। এ সর্প, এ সর্প, ইহা পর্ব্বতের দরী নহে। তখন সহচরগণ, তাহার মুখে প্রবেশ করিবা মাত্র বিষজ্বালায় অস্থির হইল এবং বিষজ্বালায় তাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় গণ, লয় প্রাপ্ত হইল। তখন সকলেই কৃষ্ণগত চিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেই বা তখন তাঁহার কথা শুনিবে ॥ ৭৯ ॥

ইত্যবসরে স রেরীয়মাণনয়নাম্বুরিব করতশ্চ্যুতান্নিধীনিব তাননুশোচন্নতিকরুণোন্নতিকরুণো যুগপদেষাং জীবনমস্য চ মরণং কথং স্যাদিতি চিন্তিতকার্য্যদ্বয়োঽদ্বয়ো মতোভয়যোগে যোগেশ্বরস্তদনুপদমেব তদাননং বিবেশ ॥ ৮০ ॥

তদা তদাননং বিশতি ভগবতি—

হাহাকারো দিবি দিবিষদামুচ্চ-রাবানুতাপৈ-
র্হীহীকারোঽসুরপরিষদাং সপ্রকর্ষৈঃ প্রহর্ষৈঃ ।
যোগে যোগেশ্বরপরিবৃঢ়স্তদ্দ্বয়স্যাতিহেলো-

রেরীয়মাণ ইতি রীঙশ্রবণে যঙন্তঃ। অতিকরুণোন্নত্যা অতিকৃপোদ্গমেন হেতুনা করুণঃ শোকবান্ অদ্বয় একাকী মতয়োঃ সংমতয়োরুভয়য়োঃ সখিজীবনদুষ্টমরণয়োর্যোগে বিষয়ে যোগেশ্বরঃ পরমসমর্থঃ। যদ্বা। সখীনাং রক্ষণেন দুষ্টস্য চ মোক্ষদানেন যদুভয়ং তস্য যোগে মতঃ সম্মতঃ ॥ ৮০ ॥

তদ্দ্বয়স্য হাহাহীহীকারয়োর্ব্যত্যাসেন বিপর্য্যাসেন যোগে বিষয়ে মানসং চিত্তং উপদধে। অধুনা অসুরাণাং হাহাকারো ভবতু দিবিষদাং তু হীহীকার ইত্যেবং। যতো মানসন্ধঃ মানং সম্মানং বিজয়রূপপ্রশংসামেব সম্যগ্ধত্তে নতু পরাজয়রূপমবমানমিতি সঃ। যদ্বা।

ইত্যবসরে ভগবানের নয়নযুগল হইতে যেন শোকবারি বিগলিত হইতে লাগিল। করচ্যুত নিধিরাশির ন্যায় সেই সকল বন্ধুগণের উদ্দেশে যেন অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অতিশয় কৃপার উদ্রেকে শোকাকুল হইলেন। এককালে এই বন্ধুগণের জীবনরক্ষা এবং এই অসুরের বিনাশ কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপে দুইটী কার্য্যের চিন্তা করিতে লাগিলেন। অথচ তিনি অদ্বিতীয়। তিনি অভিপ্রেত দুইটী বিষয়েরই সাধনে পরম-সমর্থ। তাহার পরক্ষণেই তিনি অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮০ ॥

তখন ভগবান্ তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিলে, স্বর্গে স্বর্গবাসি দেবগণের উচ্চৈঃস্বরে সানুতাপে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। অসুরদিগের উৎকর্ষ সহকারে হীহী শব্দে আনন্দধ্বনি উপস্থিত হইল। যোগেশ্বরদিগের অধীশ্বর এবং আপনার বিজয় রূপ প্রশংসা পাইবার

ব্যত্যাসেন স্বয়মুপদধে মানসং মানসন্ধঃ ॥ ৮১ ॥

স চ মহাব্যালো মহাব্যালোলমনাঃ ভগবৎপ্রবেশাপেক্ষয়া ক্ষয়ায় চাত্মনো ন তাবৎ সংববার বদনং ॥ ৮২ ॥

প্রবিষ্টেতু ভগবতি কৃতার্থমাত্মানং মন্যমানো মানোদ্ধত-ধীরহ্ধীরতয়ৈব শাংবরীবরীয়ান্ বদনং সংবরীতুমনা মনাগপি ন শশাক ॥ ৮৩ ॥

ভগবতি কৃতো হি ভাবোঽভাবোপযোগী ন ভবতীতি তথৈব ব্যাত্তাননো ন নোদয়িতুমশকদাত্মনো ব্যাত্তাননতাং ॥ ৮৪ ॥

মানে সন্ধা মর্য্যাদা যস্য সঃ। সন্ধা প্রতিজ্ঞা মর্য্যাদেত্যমরঃ ॥ ৮১ ॥

ন সংববার ন সংবৃতবান্ ॥ ৮২ ॥

মানোদ্ধতধীর্গর্ব্বোদ্ধতবুদ্ধিঃ। শাম্বরী মায়া ॥ ৮৩ ॥

অভাবোপযোগী নাশবান্ ন ভবতীতি দৃষ্টান্তীভূত উৎপ্রেক্ষিত ইতি ভাবঃ। ন নোদয়িতুং ন দূরীকর্ত্তুং ॥ ৮৪ ॥

জন্য একান্ত তৎপর সেই লীলারূপী ভগবান্ হাহাকার এবং হীহীকার এই উভয় কার্য্যের উপশম বিষয়ে আপনার চিত্ত দৃঢ় করিলেন ॥ ৮১ ॥

তখন ঐ মহাসর্পের অন্তঃকরণ, অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। সে ভগবানের প্রবেশ অপেক্ষা করিয়া আপনার ক্ষয়ের নিমিত্ত মুখসঙ্কুচিত করিল না ॥ ৮২ ॥

ভগবান্ মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই অসুর, আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিল। যদিচ তাহার বুদ্ধি, অহঙ্কারে অত্যন্ত উদ্ধত ছিল, তথাপি মায়াবীর অগ্রগণ্য সেই অসুর, অত্যন্ত অধৈর্য্যের সহিত মুখ সঙ্কুচিত করিতে ইচ্ছা করিলেও অল্পমাত্রও সমর্থ হইল না ॥ ৮৩ ॥

ভগবানের উপর যেরূপ ভাব প্রকাশ করা হউক না কেন, তাহা কখনই বিনশ্বর হয় না। এই কারণে ঐ মহাসুর, আপনার মুখব্যাদান আর দূর করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৮৪ ॥

অন্তর্গলং কীলায়মানে কীলায়মানেন তেজসা দহতি হতি-সরসং সমেধমানে নিখিলকলাসৌ ভগবতি ভগবতি সকরুণারুণাপাঙ্গ-তরঙ্গরিঙ্গৎ-সুধাসুধারয়া সহচরান্ জীবয়তি যতিহৃদয়েঽপি ঘৃণীয়মানে তদন্তরপি সমেধমানে স মহামহিমাপরিপচ্যমানকর্কটী-ফলবদুৎপপাট ॥ ৮৫ ॥

পাটিতে চ তস্য তস্মিন্ দেহে বিবুধদ্রুহি দ্রুহিণ-তুহিনকিরণ-শেখর--শতমখমুখ--মুখরিত--জগৎপাবনস্তবনমালিনি বনমালিনি

অন্তর্গলং গলমধ্যে কীলায়মানে কীলতুল্যে ভগবতি হতিসরসং যথা স্যাৎ তথা বর্দ্ধমানে সতি কীলায়মানেন বহ্নিজ্বালসদৃশেন বহ্নের্দ্বয়ো জ্বালকীলাবিত্যমরঃ। সকরুণস্য অরুণাপাঙ্গস্য অনুরাগিনেত্রাঃ সন্তঃ তরঙ্গাৎ রিঙ্গন্ত্যাঃ প্রসরন্ত্যাঃ সুধায়াঃ সুন্দরধারয়া। যতীনাং সন্ন্যাসিনাং হৃদয়েঽপি ঘৃণীয়মানে ঘৃণাং কুর্ব্বতি জুগুপ্সয়েব তত্র প্রবেষ্টুং সঙ্কুচতীত্যর্থঃ। তস্যাঘাসুরস্যান্তরেঽপি সম্যগ্বর্দ্ধমানে দুর্ব্বিতর্ক্যচরিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৮৫ ॥

দ্রুহিণো ব্রহ্মা তুহিনকিরণশেখরো মহেশঃ শতমখ ইন্দ্রস্তস্যাঘাসুরস্য মহঃ জীবরূপং

ভগবান্ তাহার গলমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুল্য হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুল্য তেজোদ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন, উত্তমরূপে বধ করিবার নিমিত্ত সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি পাইলেন! অখিল-চাতুরীর সৌন্দর্য্য কেবল ভগবদ্দেহে বিদ্যমান ছিল। ভগবানের সদয় এবং অরুণবর্ণ অপাঙ্গ রূপ তরঙ্গ হইতে যে সুন্দর সুধাধারা প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সহচর বন্ধুদিগকে জীবিত করিলেন। যিনি সন্ন্যাসিদিগের হৃদয়েও ঘৃণা প্রকাশ করিয়াথাকেন। অবশেষে তিনি অঘাসুরের অন্তরেও সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তখন মহা-মহিমাশালী সেই অসুর, পরিপক্ক কর্কটী (কাকুর) ফলের তুল্য বিদীর্ণ হইল ॥ ৮৫ ॥

অমরগণের হিংসাকারী, তাহার সেই ভীষণ দেহ উৎপাটিত হইলে ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, জগতের পবিত্রতাকারি স্তব দ্বারা ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন এবং সেই স্তববাক্যে

প্রবেষ্টুকামং তন্মহোমহোজ্জ্বলং সূর্য্যাচন্দ্রয়োরন্যতরদিব তরদিব গগনসরোবরং নিরবলম্বনমেব তাবদাসীৎ ॥ ৮৬ ॥

যাবত্তদবস্থাবস্থানচটুলস্য দীর্ঘাভোগস্য ভোগস্য কুহরতো হরতো গিরিদরী-শোভামুদয়গিরিগহ্বরাদ্গভস্তিমালীব বনমালী সমুজ্জিহীতে। হীতেঽপি শিশবো লব্ধজীবিতা জীবিতাধিনাথাৎ প্রাগেব বহির্ভূতাঃ ॥ ৮৭ ॥

তদনুবহির্ভূতে ভূতেশাদিনুতচরণে ভগবতি সুরাসুরাদিভি-

তেজঃ তস্যাদৃশ্যত্বেঽপি তন্মোক্ষে সন্দিহানানাং কুতর্কভূতানাং বিজ্ঞমানিনাং মুখমোটনার্থং ভগবদিচ্ছয়ৈব দৃশ্যত্বং। গগনমেব সরোবরং তৎ তরদিব তৎপারং গচ্ছদিব ॥ ৮৬ ॥

তদবস্থা মরণদশা তস্যা অবস্থানেন হেতুনা চটুলস্য চঞ্চলস্য। দীর্ঘ আভোগঃ পরিপূর্ণতা যস্য তস্য। ভোগস্য ফণস্য। হি বিস্ময়ে ॥ ৮৭ ॥

নুতচরণে স্তুতপদে ॥ ৮৮ ॥

বনমালী শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অসুরের উৎসবপূর্ণ জীব রূপ তেজ, ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল। সূর্য্য এবং চন্দ্রের তেজ ঐরূপ নহে। যেন ঐ তেজ গগন রূপ সরোবরের পারে যাইতে উদ্যত হইতেছে। তখন ঐ তেজ অবলম্বন বিহীন হইয়াছিল ॥ ৮৬ ॥

যখন তাহার মরণদশা উপস্থিত হয়, সেই সময়ে তাহার ফণাপ্রদেশের অবস্থা অত্যন্ত চঞ্চল এবং তাহার পরিপূর্ণতা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়। ঐ ফণাপ্রদেশ, পর্ব্বতগহ্বরের শোভা হরণ করিতে ছিল। ভগবান্ বনমালী তাহার ফণাপ্রদেশের কুহর হইতে নির্গত হইলেন। বোধ হইল যেন কিরণমালী সূর্য্যদেব, উদয়াচলের গহ্বর হইতে সমুদ্গত হইতেছে। আহা! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! তৎকালে সেই সকল শিশুগণ, জীবনলাভ করিয়া, জীবিতেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেই বহির্গত হইয়া ছিলেন ॥ ৮৭ ॥

তৎপরে মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, যাঁহার পাদপদ্মের স্তব করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ বহির্গত হইলে, সুরাসুর প্রভৃতি সকলেই বিশেষ

দরীদৃশ্যমানমেব তদ্মহো নবজলদমেদুরে তস্মিন্নেব লয়মাসসাদ। কিমহো বর্ণনীয়ং তস্য মহানুভাবস্য চরিতং। যদসৌ প্রথমমাত্মনি ভগবন্তং নিবেশ্য পুনর্ভগবত্যেব স্বয়ং নিবিবিশে ইতি ॥ ৮৮ ॥

ততশ্চ ॥

ভেরীভাঙ্কাররাবৈঃ পটুপটহ-ঘনাঘাত-সংঘাতঘোরৈ-
রুচ্চৈর্ডিণ্ডিমানাং ধ্বনিভিরবিরলৈর্দুন্দুভীনাং প্রণাদৈঃ।
গানৈর্গন্ধর্ববিদ্যাধরতুরগমুখপ্রেয়সীনাং মুনীনাং
স্তোত্রৈঃ শব্দান্তরেষু ক্ষণমিব বধিরাঃ স্বর্গিণস্তে বভূবুঃ ॥৮৯॥
উর্বশ্যাদ্যা ননৃতুরভিতঃ সিদ্ধবধ্বো বভূবু-
র্মার্দঙ্গিক্যো জগুরতিকলং সুভ্রুবঃ কিন্নরাণাং।
দেব্যো-দেবদ্রুমসুমনসাং বর্ষমুচ্চৈর্বিতেনু-

তুরগমুখপ্রেয়স্যঃ কিন্নর্য্যঃ। শব্দান্তরেষু অন্যশব্দবিষয়েক্ষণং ব্যাপ্য বধিরা ইব ॥ ৮৯ ॥
অতিপ্রচণ্ডনৃত্যাবেশে জাতে সতি ভ্রাম্যতশ্চূড়াগ্রবর্ত্তিনশ্চন্দ্রাৎ স্খলতা অমৃতরসেন

করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, সেই অসুরের জীবরূপ তেজ, নবঘন-শ্যাম সেই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইল। আহা! সেই মহানু-ভাব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আর কি বর্ণনা করা যাইবে! কারণ, ঐ অসুর প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে আপনার মধ্যে নিবেশিত করে এবং শেষে পুনর্ব্বার ভগবানেতে গিয়া প্রবিষ্ট হয় ॥ ৮৮ ॥

তদনন্তর ভেরীর ভাঙ্কার শব্দে, নিপুণ-পটহ বাদ্যের নিবিড় আঘাত সমূহ দ্বারা ঘোর এবং অত্যন্ত প্রচণ্ড ডিণ্ডিমবাদ্য শব্দে অরি-সৈন্যগণের দুন্দুভি-নিনাদ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর এবং কিন্নর প্রভৃতি দেব-গায়কদিগের পত্নীগণের গানশব্দে এবং মুনিগণের স্তুতি-নিনাদে, ঐ স্বর্গ-বাসী দেবগণ যেন, অন্য শব্দবিষয়ে ক্ষণকাল বধির হইয়াছিলেন ॥৮৯॥

উর্ব্বশী প্রভৃতি বারবিলাসিনীগণ চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিল। সিদ্ধবধূগণ, মৃদঙ্গ বাজাইতে আরম্ভ করিল। কিন্নরদিগের প্রিয়তমা-গণ, অতিসুমধুর স্বরে গান করিতে লাগিল। দেবাঙ্গনা সকল, অতি-

র্মত্তেবাসীদমরনগরী সাগরীয়প্রমোদৈঃ ॥

কিং বহুনা।

ভ্রাম্যচ্চূড়াগ্রচন্দ্র-স্খলদমৃতরসেনাপ্লুতৈর্মুণ্ডমালা

মূণ্ডৈর্লব্ধা শরীরং নটনপটুনরীনৃত্যমানৈঃ পরীতঃ।

চণ্ডৈরট্টাট্টহাসৈর্ডমরুডিমিডিমিৎকার-সংস্কারসারৈঃ

কুর্ব্বন্ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং স্ফুটিতমুদতনোত্তাণ্ডবং চণ্ডিকেশঃ ॥৯০॥

অথ মৃত্যুমুখাদাগতা ইব তে বালাবালাতপোজ্জৃম্ভমাণকমল-নয়নং নয়নিন্দিতভুবনং ব্রজরাজকুমারং সুকুমারং সুখবৈবশ্যেনৈকৈক-

---

আপ্লুতৈরতএব মুণ্ডমালাস্থমুণ্ডৈঃ শরীরং লব্ধা নটনপটু যথা স্যাত্তথা অতিশয়েন নৃত্যদ্ভিঃ পরীতঃ যুক্তঃ ॥ ৯০ ॥

বিষস্য অগদে ঔষধে দক্ষোঽস্মি যেন অগদেন নাগদেন নাগং সর্পং দ্যতি খণ্ডয়তীতি

শয়রূপে কল্পবৃক্ষের পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে সাগরপ্রবাহে যেন অমরনগরী মত্ত হইয়া উঠিল ॥

অধিক কি বলিব, মহাদেবের নৃত্যে তদীয় মস্তকস্থিত চন্দ্রমা কাঁপিয়া উঠিল। চন্দ্রকম্পনে অমৃতরস সকল নির্গলিত হইতে লাগিল। সেই অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া মুণ্ডমালাস্থিত মুণ্ড সকল শরীর লাভ করিয়া নৃত্যকার্য্যের নৈপুণ্য দেখাইয়া বারম্বার নৃত্য করিতে লাগিল। মহাদেব, এইরূপ মুণ্ডমালাস্থিত মুণ্ডদিগের সহিত সমবেত হইলেন। তখন প্রচণ্ডরূপে অট্টহাস্য উৎপন্ন হইল। ডমরু বাদ্যের ডিম ডিম শব্দের বিশেষরূপে প্রকাশ হইল। তখন চণ্ডিকার অধীশ্বর মহাদেব, এই সকল শব্দে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভাণ্ড যেন বিদীর্ণ করিয়া নৃত্য বিস্তার করিলেন ॥ ৯০ ॥

অনন্তর সহচর বালকগণ, যেন মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে তাঁহারা সুকুমার ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, যেন নবোদিতদিবাকরের আতপে শ্রীকৃষ্ণের কমললোচন অত্যন্ত প্রকাশিত হইতেছে। ভগবান্ আপনার সদাচারে ভুবনকেও নিন্দা করিতেছেন। তখন সুখে আচ্ছন্ন হইয়া একে একে সকলেই

শ্যেন পরিরভ্য সখে সখেলং বিসমবিষমহানলজ্বালাবলীঢ়ানস্মান্ কথমজীবয়স্তবান্ ইতি ভগবন্তমূচুঃ। স চ সচমৎকারং তানগদ-দগদদক্ষোঽস্মি বিসস্য। যেনাগদেন নাগদেন গন্ধমাত্রাদেব গতা-সবোঽবগতাসবোৎসবা ইব সমুল্লসিতজীবনা ভবন্তীতি ॥ ৯১ ॥

তদুদিতমুদিতমুদাকর্ণ্য পরস্পরমপি পরমপি হিতসৌহৃদা হৃদা নির্ভরমালিঙ্গ্য ভো ভো ভ্রাতরস্তদৈব দৈবজ্ঞা ইব বয়মবোচ-মেব কমিবামুময়ং নিহনিষ্যতীতি জগদুঃ ॥ ৯২ ॥

জগদুত্তরচরিতেন তেন ভগবতা দিষ্টাদিষ্টাতিশয়বন্তস্তে তত-

তেন গতাসবোগতপ্রাণা অপি জনা অবগতঃ অনুভূতঃ আসবোৎসবঃ মধুপানোৎসবো যৈ-স্তথাভূতা ইব ॥ ৯১ ॥

তদুদিতং তস্মিন্ কৃষ্ণে উদিতং কৃতোদয়ং উদিতং বাক্যং ন পিহিতং ন আচ্ছন্নং সৌহৃদং যেষাং তে ॥ ৯২ ॥

জগদুত্তরং লোকোত্তরং চরিতং যস্য তেন ভগবতা দিষ্টা আজ্ঞপ্তাঃ দিষ্টং ভাগ্যং তদতি-

---

শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, সখে ! আমরা খেলিতে খেলিতে বিষম বিষজ্বালায় অভিভূত হইয়াছিলাম। আপনি কিরূপে আমাদিগকে জীবিত করিলেন ? । ভগবান্ আশ্চর্য্য সহকারে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, আমি বিষের ঔষধে পরম দক্ষ। সেই ঔষধ সর্পকে বধ করিতে পারে। অধিক কি, যাহারা পঞ্চত্ব পাইয়াছে তাহারাও যদি এই ঔষধের আঘ্রাণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে মধুপানের উৎসব যাহারা অনুভব করে তাহাদের ন্যায় তাহারাও আনন্দিতচিত্ত হইয়াথাকে ॥ ৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া পরস্পরের বন্ধুত্ব অত্যন্ত প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন সিদ্ধগণ, হৃদয় দ্বারা গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, অহে ! ভ্রাতৃগণ ! আমরা তখনই বলিয়া ছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের ন্যায় ইহাকেও বধ করিবেন ॥ ৯২ ॥

অলৌকিক চরিত্রধারি ভগবানের আজ্ঞানুসারে অতিশয় সৌভাগ্য

ইতো বিস্মরান্ স্মরানিব বৎসান্ যূথীকৃত্য ব্রজপুরপুরন্দরমহিষী-দত্তান্নপানাদিবিহঙ্গিকাবিহঙ্গিকানিকরৈরেব রক্ষমাণাঃ সমানীয় চ ভগবন্তমনুসস্রুঃ ॥ ৯৩ ॥

সমনন্তরমনন্তরহসা করুণা-চারুণা চামীকরবসনেন সবৎস-বৎসপেন-নির্জনভোজনভোচিতং স্থলমনুসন্দধতাদধতা চ বয়স্যান্ প্রতিপ্রণয়ং কিয়তা দূরেণ সরসঃ সরসঃ পুলিনপরিসরো দদৃশে ॥৯৪॥

দৃষ্ট্বা চ ভো ভোঃ সবয়সো বয়সোঽপি নাত্র সঞ্চারো বর্ত্ততে নয়নপ্রমোদজননী জননীক্রোড়বদতিবিশ্বসনীয়েয়ং পুলিনপদবী

শয়বন্তঃ স্মরান্ মৃগভেদানিব বিস্মরান্ বিশিষ্টকুর্দ্দনাদিগতিশীলান্ তেষামপ্যঘোদর-প্রবেশমহাবিপন্মোক্ষাদেব হর্ষোদ্রেকাদিতি ভাবঃ। বিহঙ্গিকাঃ পক্ষিস্ত্রিয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

অনন্তরহসা অসংখ্যরহস্যেন। যদ্বা। অনন্তস্য সংকর্ষণস্যাপ্যতিগুহ্যেন অত্রাগ্রে বল-দেবেনাপ্যজ্ঞাস্যমানতত্ত্বকত্বাৎ। রহোঽতিগুহ্যে সুরতে বসন্তে ইতি বিশ্বঃ। চামীকরং কনকং ভোজনস্য ভা শোভা তদুচিতং সরসস্তড়াগস্য পুলিনপরিসরঃ কীদৃশঃ সরসঃ ॥ ৯৪ ॥

বয়সোঽপি পক্ষিণোঽপি তস্মাদিমং প্রদেশং অত্যাসন্নং সর্ব্বতোভাবেন নিকটং চরন্তু।

শালী সেই সকল সহচরগণ, যূথভ্রষ্ট হরিণদিগের ন্যায় বৎসদিগকে দলবদ্ধ করিয়া বিহঙ্গিকা অর্থাৎ পক্ষিস্ত্রীদিগের রক্ষিত ব্রজরাজমহিষীর দত্ত অন্ন পানীয়াদি পদার্থের বিহঙ্গিকা (বাঁক) সকল আনয়ন পূর্ব্বক ভগবানের অনুগমন করিলেন ॥ ৯৩ ॥

তৎপরে যাঁহার রহস্যকার্য্য অসংখ্য, যিনি করুণা প্রকাশ করিয়া স্বর্ণের তুল্য পরমসুন্দর বসন পরিধান করিয়া ছিলেন, যাঁহার নিকটে বৎস এবং বৎসপালকগণ বিদ্যমান ছিলেন, যিনি নির্জনে ভোজনের শোভাযোগ্য স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং যিনি বয়স্যগণের প্রতি ভালবাসা জানাইতে ছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কিয়দ্দূরে সরোবরের এক সুরম্য পুলীন-পরিসর দেখিতে পাইলেন ॥ ৯৪ ॥

সেই স্থান দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, অহে ! অহে ! বন্ধুগণ এই স্থানে পক্ষিরও সঞ্চার দেখি না। নয়নের আনন্দদায়িনী এবং জননীর ক্রোড়ের তুল্য, অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এই পুলিনপদবী। এই স্থানে

পদবীথী কাপি ন দৃশ্যতেঽত্র লোকস্য তদিহৈব ভোক্তব্যং। তদিম-মভ্যাসমভ্যাসন্নং চরন্তু বৎসগণাঃ। বয়মপি ভুঞ্জামহে ॥ ৯৫ ॥

ইতি নিগদতি জগদতি-জরীজৃম্ভমাণবিচিত্রচরিত্রে ভো বয়স্য বয়মপ্যশনায়য়া নায়য়ামহ ইব কষ্টেনৈব কালং। নহি সময়া সময়ান্তরং ভোজনমপেক্ষণীয়ং। তদেবমেব মে বচনমিতি সরসমেকৈ-কশ্যেন বদতি সহচরচয়ে ॥ ৯৬ ॥

রচয়েয়মত্র ভোজনস্থলমিতি মিতিরহিতমহিম্না তেন ঘনতর-

কীদৃশং অভ্যাসং অভীর্নির্ভয় এব আস উপবেশো গতির্বা যত্র তং ॥ ৯৫ ॥

অশনায়য়া বুভুক্ষয়া। অশনায়া বুভুক্ষা ক্ষুদিত্যমরঃ। নায়য়ামহ ইতি কালোঽস্মান্নয়তি তং বয়ং নায়য়ামহ ইতি ণিচ্প্রত্যয়ঃ। সময়ান্তরং সময়া সময়ান্তরস্য নিকটে ইত্যর্থঃ। সময়া-শব্দযোগে অভিতঃ পরিতঃ ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া ॥ ৯৬ ॥

মিতিরহিত-মহিম্না অপরিমিতমহিম্না তেন শ্রীকৃষ্ণেন অত্র ভোজনস্থলং রচয়েয়ং ইত্যুক্ত্বা তত্র পুলিনে মধ্যমধিরুহ্য অবস্থিতৌ কৃতায়াং সত্যাং তেঽপি সহচরাঃ পরিতোঽবতস্থিরে ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশে পুলিনে ঘনতরাণাং তরুতরুণানাং ভোজনাপেক্ষণীয়বিতানকার্য্যকারিণাং

কাহারও পদচিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং এই স্থানেই ভোজন করা যাইবে। অতএব এই স্থান অতিশয় নিকটবর্ত্তী, ইহার সমীপে বৎসগণ চরুক এবং আমরাও ভোজন করি ॥ ৯৫ ॥

যাঁহার বিচিত্র চরিত্র, অলৌকিক বলিয়া জগতে অত্যন্ত প্রকাশিত আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ এই (পূর্ব্বোক্ত) কথা বলিলে সখাগণ বলিতে লাগিলেন, "হে বয়স্য! আমরাও বুভুক্ষায় (ক্ষুধায়) অতিকষ্টে কাল যাপন করিতেছি"। সময়ান্তরে (অন্য সময়ে) আহার কার্য্য কখনই প্রার্থনীয় নহে। অতএব ইহাই আমার মত জানিবে। এইরূপে সানন্দে এক একটী সহচর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৬ ॥

আমি এই স্থানে আহার করিবার স্থান নির্ম্মাণ করিব, এই বলিয়া অপরিমিত মাহাত্ম্যশালী সেই শ্রীকৃষ্ণ ঐ পুলিনের মধ্যস্থলে আরো-হণ করিয়া অবস্থান করিলে, সেই সমস্ত সহচরগণও স্থিরচিত্তে চারিদিকে অবস্থান করিলেন। তথায় এরূপ নিবিড়ভাবে তরুণ তরু-

তরুতরুণচ্ছায়াচ্ছায়ামে ঘনসারসারধূলীধবলেঽবলেপরহিতে হিতে পুলিনে বিকচকমল-কমলশীকরনিকরনির্ভরপরমানমাননীয়ে সৌগন্ধিকগন্ধি-কমনীয়ে মধ্যমধ্যবস্থিতৌ কৃতায়াং তেঽপি পরিতোঽবতস্থিরে স্থিরেণৈব মনসা ॥ ৯৭ ॥

সহস্রপত্র-সহস্রপত্রীব সা মণ্ডলী ব্যরাজত। রাজত-পয়সা ধৌত ইব তত্র পুলিনোদরে ॥ ৯৮ ॥

ছায়াভিরচ্ছোনির্ম্মল আয়ামো যস্ত তস্মিন্ ইত্যাতপ-রাহিত্যেন সুখদত্বং দণ্ডকারণ্যশিখণ্ডিযুবান ইত্যাদিবৎ তরুণশব্দস্থ পরনিপাতঃ। ঘনসারেতি সুখস্পর্শেন সৌগন্ধ্যেন চ। অবলেপরহিত ইতি পাবিত্র্যেণ হিতে ইত্যাশঙ্কাস্পদত্বেন বিকচানি প্রফুল্লানি কমলানি পদ্মানি যত্র তথাভূতস্ত কমলস্ত জলস্ত শীকরনিকরাণাং নির্ভরো যত্র তেন। পবমানেন পবনেন ভোজনাপেক্ষণীয়শিশিরব্যজনকার্য্যকারিণা মাননীয়ে। সলিলং কমলং জলমিত্যমরঃ। সৌগন্ধিকস্তেব গন্ধোঽস্তেতি সৌগন্ধিকগন্ধি। তচ্চ তৎ কমনীয়ঞ্চেতি তস্মিন্। ইতি ভোজনাপেক্ষ্য-ধূপাদিসৌরভ্যবত্বেন। অত্র যমকানুরোধাদ্বিধেয়াংশাবিমর্যঃ সোঢ়ব্যঃ ॥ ৯৭ ॥

সহস্রপত্রস্থ কমলস্য সহস্রপত্রী। সহস্রাণাং পত্রাণাং সমাহারঃ সহস্রপত্রী সেব। রাজতেন রজতবিকারেণ জলেন ধৌতে প্রক্ষালিতে ইব ॥ ৯৮ ॥

রাজি ছিল যে, তাহাদের দ্বারা চন্দ্রাতপের কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং তাহাদের ছায়া দ্বারা পুলিনের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত সুশীতল হইল। কর্পূর ধূলিরাশির ন্যায় সেই স্থান অত্যন্ত শুভ্রবর্ণ। সেই স্থান এরূপ পবিত্র যে, তথায় আর অন্য কোনও প্রকার লেপন হয় নাই। তথায় এরূপ সুশীতল এবং সুগন্ধ-পবন বহিতেছিল যে, সেই পবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত শতদলযুক্ত সলিলকণরাশির আধিক্য স্পষ্টই অনুভূত হইতে লাগিল। এইরূপ সুন্দর পবনদ্বারা সেই হিতকর পুলিনভূমি অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং সেই স্থানে কহ্লার পুষ্পের সৌরভ অনুভূত হওয়াতে আরও রমণীয় হইয়াছে ॥ ৯৭ ॥

সেই পুলিনের মধ্যভাগ যেন রজতসলিলে ধৌত হইয়াছিল। সেই পুলিনের মধ্যে পদ্মপুষ্পের সহস্র পত্ররাশির ন্যায় মণ্ডলাকারে বসিয়া তাঁহারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্জল্কাবৃতবিলক্ষণবীজকোষ ইব কনকরুচি-রুচিরাম্বরো ভগবান্। সুপরিচ্ছদচ্ছদপঙ্‌ক্তয় ইব শিশবঃ ॥ ৯৯ ॥

তত্র চ সদ্ভাবলয়া বলয়াকারাস্ত্রিচতুরাস্ত্রিচতুরাভাঃ পঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ১০০ ॥

তাসাঞ্চ প্রণয়ভুব্যবহিতানাং ব্যবহিতানাঞ্চ পরস্পরং প্রতিজনমভিমুখমুখকমলতয়া বর্ত্তমানঃ প্রত্যেকং সদৈবায়মভিমুখমুখ

বীজকোষঃ কর্ণিকাবিলক্ষণ ইতি শ্যামবর্ণত্বাৎ ॥ ৯৯ ॥

সদ্ভাবেন লয়ঃ সংশ্লিষ্টঃ সংনিবেশো যাসাং তাঃ। তিস্রো বা চতস্রো বা ত্রিচতুরাঃ পঙ্‌ক্তয়ঃ। কীদৃশ্যস্ত্রিচতুরাঃ আভাঃ কান্তয়ো যাসাং তাঃ প্রথমা পঙ্‌ক্তিঃ পীতা দ্বিতীয়া রক্তা তৃতীয়া শ্যামা ইত্যেবং তিস্র আভাস্তথা চতুর্থী শ্রেণী হারিতী বেতি ॥ ১০০ ॥

ব্যবহিতানাং ব্যবধানেন স্থিতানামপি তাসাং। চকারোঽপ্যর্থে। প্রণয়স্য ভুবি সত্তায়াং প্রাপ্তৌ বা অবহিতানাং কৃতাবধানানাং প্রতিজনং একৈকস্য জনস্য "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ

তন্মধ্যে কেশরাবৃত শ্যামবর্ণ অপূর্ব্ব বীজকোষের ন্যায় সুবর্ণপ্রভ সুন্দর পীতবসনধারী ভগবান্ শোভা পাইতে লাগিলেন। অতিসুন্দর পরিচ্ছদ বিশিষ্ট পত্রপংক্তি সমূহের ন্যায় শিশুগণ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯৯ ॥

তন্মধ্যে তিন চারিটী পংক্তি সকল সদ্ভাব থাকাতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিয়াছিল। তাহাতে অবিকল বলয়াকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সকল পংক্তির আভাও তিন চারি প্রকার। প্রথমপংক্তি পীতবর্ণ, দ্বিতীয়পংক্তি রক্তবর্ণ, তৃতীয় পংক্তি শ্যামবর্ণ এবং চতুর্থপংক্তির হরিদ্বর্ণ, এইরূপে পংক্তির শোভা অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ১০০ ॥

ঐ সমস্ত পংক্তি ব্যবধান করিয়া অবস্থান করিলেও পরস্পরের যেন এরূপ প্রণয় ছিল যে, তাহাতে পরস্পরই নিতান্ত সাবধান ছিলেন। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ, প্রত্যেকেরই সম্মুখে মুখকমল রাখিয়া বিদ্যমান

ইত্যভিমানমানয়ন্ "সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ" মিতিপ্রাচাং বাচাং বান্বয়মভিনয়ন্ ভো ভো ভো ভোজ্জ্বলনিষ্কা নিষ্কাসয় ভক্ষ্যসামগ্রী-মগ্রীয়ামিতি শ্রীকৃষ্ণো যদা নিজগাদ ॥ ১০১ ॥

তদৈব শিক্যতো নিষ্কাস্য কেচিৎ সুপরিচ্ছদেষু চ্ছদেষু কেচিৎ কুসুমেষু কুসুমেষু কেচিদ্বিমলতাখণ্ডেষু লতাখণ্ডেষু। কেচন সুরশ্মিষু রশ্মিষু কেচন অচপলেষূপলেষূত্তমেষু কেচিদতিস্তবকেষু স্তবকেষু। কেচিত্তত্তৎকরসংস্পর্শ-সফলেষু ফলেষু কেচিদচঞ্চলেম্বঞ্চলেম্বমলবস-

সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতী"তি বাচামিব অন্বয়ং অভি-নয়ন্ অভিনয়েন দর্শয়ন্। ইবার্থে বাকারঃ। ভো ভোঁ ইত্যতিহর্ষেণ দ্বিত্বং। ভাং শোভাং উভন্তি পূরয়ন্তীতি ভো ভা অতএব উজ্জ্বলাঃ নিষ্কাঃ পদকানি যেষাং তে। অগ্রীয়াং উত্তমাং ॥ ১০১ ॥

ছদেষু পত্রেষু কুসুমেষু কৌ পৃথিব্যাং শোভানা মা শোভা যেষাং তেষু বিমলতয়া নৈর্ম্ম-ল্যেন অখণ্ডেষু পূর্ণেষু সুরশ্মিষু সুকান্তিষু রশ্মিষু রজ্জুষু উপলেষু প্রস্তরেষু। অতিস্তবকেষু

রহিলেন এবং প্রত্যেকে, "আমারই অভিমুখে মুখ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদ্য-মান আছেন" এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। ভগবানের চারিদিকে চক্ষু, চারিদিকে মস্তক এবং চারিদিকে মুখ আছে, প্রাচীন পণ্ডিত-দিগের এই সমস্ত বাক্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সম্বন্ধ, অভিনয় দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, অহে! অহে! বয়স্যগণ! তোমাদের উজ্জ্বল নিষ্ক সকল প্রভাপূরণ করিয়া-থাকে। তোমরা উত্তম খাদ্যসামগ্রী বাহির কর ॥ ১০১ ॥

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন, সেই সময়েই শিক্য (শিকা) হইতে বাহির করিয়া কেহ কেহ সুন্দর পত্রের মধ্যে রাখিয়া, কেহ কেহ পৃথিবীতে সুন্দর শোভাধারী পুষ্পের মধ্যে রাখিয়া, কেহ কেহ নির্ম্মলতাপূর্ণ, সুন্দরকান্তিযুক্ত রজ্জুর মধ্যে রাখিয়া, কেহ কেহ বা স্থির এবং উত্তম প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে রাখিয়া, কেহ কেহ বা অতি-শয় স্তবযোগ্য মুকুলের মধ্যে রাখিয়া, কেহ কেহ তত্তৎ করস্পর্শ দ্বারা সকল ফলের মধ্যে রাখিয়া, কেহ কেহ বা বিমল বসনের অঞ্চ-লের মধ্যে রাখিয়া, কেহ কেহ বা সুন্দর-রেখারাজিযুক্ত হস্তের মধ্যে

নানাং কেচিৎ সুরেখানিকরেষু করেষু কেচিদূরুষূরুষূপনিধায় নিজ-নিজ-ভোজ্যাদগ্র্যমতিশয়সারং শ্রীকৃষ্ণায় পত্রপুটকেষু নিধায়োপ-কল্পয়ামাসুঃ ॥ ১০২ ॥

স চ ভগবান্ মধুরমধুরবচন-পেশপেশল-মধুরিমসুধা-সুধারা-ধৌত-দশনবসনতয়াতিচারুতায়ামিহ সন্ হসন্ হাসয়ন্ স য়ন্ পরম-কৌতুকং ॥ ১০৩ ॥

দরোদরোপনীবিনিহিত-মুরলীকোহলীকোজ্ঝিত-লক্ষণে কক্ষ-

অতিস্তুতিমৎসু স্তবকেষু কুট্মলেষু। সুলক্ষণো রেখানিকরো যেষু তেষু। উরুষু বৃহৎসু উপনিধায় ভক্ষ্যসামগ্রীমিতি পূর্ব্বেণানুষঙ্গঃ। অগ্র্যং অগ্রভবং ভাগং ॥ ১০২ ॥

স চ ভগবান্ বুভুজে কীদৃশঃ। মধুরমধুরো বচনপেশঃ। পিশ অবয়বে বাক্যাবয়ব ইত্যর্থঃ। সএব পেশলমধুরিমা শোভনমাধুর্য্যা সুধাসুধারা অমৃতস্য ধারা তয়া ধৌতে প্রক্ষালিতে দশন-বসনে ওষ্ঠাধরৌ যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা ইহ ভোজনাবসরে অতিচারুতায়াং অতি-সৌন্দর্য্যে সন্ বর্ত্তমানঃ হসন্ সখীনাং নর্ম্মোক্ত্যা হাসয়ন্ স্বকৃতনর্ম্মভিঃ সখীনিত্যর্থঃ। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যন্ গচ্ছন্ প্রাপ্নুবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

দরোদরং কৃশোদরং উপনীবি নীবিনিকটঞ্চ তয়োর্নিহিতা মুরলী যেন সঃ। তথা কক্ষ-

---

রাখিয়া এবং কেহ কেহ বা সুবৃহৎ উরুর মধ্যে রাখিয়া, নিজ নিজ খাদ্যসামগ্রী হইতে উত্তম উত্তম অত্যন্ত সার খাদ্যসামগ্রী, পত্রপুটে রাখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত উপস্থিত করিলেন ॥ ১০২ ॥

তখন সেই ভগবান্ ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধুর হইতেও মধুর, বচনের অবয়ব ছিল এবং তাহাতে সেইটীই যেন সুন্দর মাধুরীযুক্ত অমৃতধারা হইয়াছিল। এই অমৃতপ্রবাহে তাঁহার ওষ্ঠাধর ক্ষালিত হইয়াগেল। এই হেতু তিনি, এই ভোজনকালে, অত্যন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিদ্যমান রহিলেন, আপনার পরিহাস বাক্যে বয়স্য-দিগকে হাসাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে পরমকৌতুক করিতে লাগিলেন ॥ ১০৩ ॥

তিনি আপনার ক্ষীণ উদরের এবং পরিধেয় বসনের নিকটে মুরলী অর্পণ করিলেন। যথার্থ সামুদ্রিক লক্ষণযুক্ত এবং অক্ষতভাবে

তলেঽক্ষতলেলিপ্যমানমধুরিমণি বিন্যস্তবেত্রবিষাণঃ করতলে পরমাভিরামে বামেঽবাপ্ত-দধ্যোদনকবলোঽবলোলেষু তদঙ্গুলিদলেষু কৃতসন্ধানফলবিশেষো বিশেষোপলভ্যমান-সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকো দিবি দিবিষদ্বৃন্দবৃন্দারকৈঃ ॥ ১০৪ ॥

কমলজ-শিতিকণ্ঠপুরন্দরাদিভিরমরনগরনাগরীভিরপি সকৌতুকমালোক্যমানোঽবলোক্যমানো নিজনিজভক্ষ্যমাধুর্য্যধুর্য্যতা-

---

তলে বিন্যস্তে বেত্রবিষাণে যেন সঃ। কীদৃশে অলীকোজ্‌ঝিতং সত্যমেব লক্ষণং সামুদ্রিকোক্তং যত্র তস্মিন্। অক্ষতং যথা ভবত্যেবং লেলিপ্যমানঃ অতিশয়েন লিপ্তীভবন্মধুরিমা যত্র তস্মিন্। তথা করতলে অবাপ্তো গৃহীতো দধ্যোদনকবলো যেন সঃ বামে ইতি কক্ষতলকরতলয়োর্বিশেষণং অবেত্যস্যাকারে লোপে নঞা অবলোলেষু অচঞ্চলেষিত্যর্থঃ। সন্ধানং তৈলং তেন নম্বিতকরঞ্জকরীরাদি। বৃন্দারকৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ ॥ ১০৪ ॥

ন লোক্যং লৌকিকং মানং প্রমাণং যস্য সঃ। নিজনিজভক্ষ্যস্য বস্তুনঃ মাধুর্য্যধুর্য্যতায়া

যাহাতে মাধুর্য্য লিপ্ত হইয়া আছে, সেই বাম কক্ষতলে বেত্র এবং শৃঙ্গ ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পরমসুন্দর বামকরতলে দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাস গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তাঁহার অঙ্গুলিদল অত্যন্ত অচঞ্চল হইল, তখন তিনি তৈলমিশ্রিত করঞ্জ (করমচা) এবং জম্বীর (লেবু) প্রভৃতি ফল বিশেষ, অঙ্গুলি দলের মধ্যে রাখিলেন। ইহাতে ভগবানের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী বিশেষ করিয়া উপলব্ধ হইল। স্বর্গে স্বর্গবাসি দেবগণের মধ্যে যাঁহারা পরমশ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও তখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১০৪ ॥

তখন পদ্মযোনি ব্রহ্মা, নীলকণ্ঠ মহাদেব এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং অমরপুরের নাগরী সকল সকৌতুকে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে লাগিলেন। অথচ তাঁহার লৌকিক প্রমাণ কিছুই ছিল না। যে সকল সাধু-শিশুগণ, স্ব স্ব খাদ্যসামগ্রীর মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন, তাঁহারা তখন ভগবানকে হাসাইতে লাগিলেন।

প্রখ্যাপন-পণন-চতুরৈর্হসদ্ভিঃ সদ্ভিঃ শিশুভির্ভাষ্যমাণো ভুঞ্জানৈঃ সহ সহচরৈঃ স্মিতলেশপেশলবদনকমলো বুভুজে ভুজেন চলতা দক্ষিণেন কথান্তরমপ্যন্তরান্তরা কথয়ন্ সহচরাণামতীব হৃদয়াবগাহী বভূব চ ॥ ১০৫ ॥

ইত্যেবং যদ্যবসরোঽজনি। সরোজনিজনির্হি তদা হিত-দাক্ষিণ্য-পরোঽপি তমঘাসুরবধবিভবমালোক্য জাতবিস্ময়ঃ স্ময়মান-

মাধুর্য্যাদিকাস্য প্রখ্যাপনে যৎ পণনং পণস্তত্র চতুরৈঃ চলতা ভুজেনেতি কথাভিনয়প্রদর্শনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

যদ্যবসরোঽজনি জাতস্তদা সরোজনি কমলং তত্র জনির্যস্য স ব্রহ্মা হিতমেব যদ্দাক্ষিণ্যং সরলতা মাধুর্য্যং তৎপরোঽপি স্ময়মানপরঃ স্ময়েন মদেন ব্রহ্মাহং নিজমৈশ্বর্য্যং বিবিধস্রষ্টৃত্বাদেশেঽপি জানাম্যেবেত্যভিমানপরঃ স্ময়মানঃ। অয়ন্তু। প্রাকৃতবালকচেষ্টাবেশান্নিজমৈশ্বর্য্যং বিস্মিতবানিবেত্যভিপ্রেত্য ঈষদ্ধসন্ তথাপ্যঘাসুরাদিবধজ্ঞাপিতমৈশ্বর্য্যমহোঽনুবর্ত্তত এবেতি জাতবিস্ময়ঃ। ততশ্চ পরঃ সহস্রীভূতানাং সহস্রাৎ পরা সংখ্যাবতাং পরঃ শতা-

যে সকল সহচর বালকগণ সঙ্গে ভোজন করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের সহিত ভোজন করিলেন। ভোজনকালে তদীয় বদনকমল, মৃদুমধুর হাস্যে পরম সুন্দর হইয়া উঠিল। তাঁহার যে দক্ষিণহস্ত চলিতেছিল, তদ্দ্বারা তিনি মধ্যে মধ্যে হস্তচালন ছলে কথা কহিতেও প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি বয়স্যগণের অত্যন্ত হৃদয়প্রিয় হইলেন॥১০৫

এইরূপে যখন অবসর উপস্থিত হইল, তখন কমলযোনি ব্রহ্মা সরলতার সহিত আপনার হিতকর দাক্ষিণ্যগুণের বশবর্ত্তী হইলেও আমি ব্রহ্মা, আমি অনেক সৃষ্টি করিয়াছি, সুতরাং আমি আমার নিজ ঐশ্বর্য্য অবগত আছি, এইরূপ অভিমানের অধীন হইলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃতিক বালকের ন্যায় চেষ্টা করিয়া আপনার মহৎ ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়াছেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তথাপি অঘাসুরের বধবৈভব অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যও উপস্থিত হইল। জগতে সহস্রাধিক পরমেশ্বর বিদ্যমান আছেন। এই

পরঃ পরঃ সহস্রী কৃতানাং পরমেশ্বরাণাং পরমেশ্বরস্য পুনরৈশ্বর্য্য-পরীক্ষণ-ক্ষণানামুদ্যমমাততান ॥ ১০৬ ॥

তচ্চ তস্য কতিপয়ঃ পয়ঃপ্রসর ইতি পয়োধিপয়োঽপি তদ-বধিমপি-জিগমিষোর্যষ্টিনিক্ষেপ ইব কিয়ৎ প্রমাণং গগনতলমিতি মিতিমিচ্ছতো মানরজ্জুনিপাত ইব জাতমোহস্য হস্যমানমভূৎ ॥১০৭

যদিদং মায়াবলেন ভগবতো বৎসকুলাপহরণং তচ্চ কৃপা-

দ্যাস্তে যেষাং পরা সংখ্যা শতাদিকাদিত্যর্থঃ। পরমেশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ঐশ্বর্য্যস্য পরীক্ষণমেব ক্ষণ উৎসবস্তন্নিমিত্তং এতৎকালক্ষিতমেব ভগবন্মায়য়া প্রথমমেব ব্রহ্মণো মহামোহো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ১০৬ ॥

তস্য ব্রহ্মণস্তচ্চ উদ্যমপ্রকটনং হস্যমানমভূদিত্যন্বয়ঃ। কস্যেব পয়োধেঃ সমুদ্রস্য পয়ো জলং অপি অধিলক্ষ্য তস্য সমুদ্রস্য অবধিং জলসীমানং অপি জিগমিষোঃ জিজ্ঞাসোঃ যষ্টিঃ সাপ্তবিতস্তিকং লকুটং তস্যা নিক্ষেপ ইব ইতি ভগবদৈশ্বর্য্যস্য মহাদুরবগাহত্বমুক্তং গগনস্যা অপ্যপরিচ্ছেদমাহ কিয়দিতি ॥ ১০৭ ॥

কিং তদ্রূপমপ্রকটনমিত্যপেক্ষায়ামাহ যদিদমিতি। তচ্চ তদপি ন বিদাঞ্চকার ন পরামমর্শ। তদেব কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ। আত্মনো ভগবতশ্চ যন্মায়াবিত্বং তত্র সামান্যবিশেষভাবমিতি

শ্রীকৃষ্ণ, সকল ঈশ্বরেরই পরমেশ্বর। তখন সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য পরীক্ষা করিবার উৎসবের নিমিত্ত, ব্রহ্মা উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভগবানের মায়ায় ব্রহ্মারও মহামোহ ঘটিয়া ছিল, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১০৬ ॥

সমুদ্রের জল কত? এইরূপে সমুদ্রের জল লক্ষ্য করিয়া সমুদ্রের জলসীমা জানিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার মধ্যে সপ্তবিতস্তি-পরিমিত এক গাছি কাষ্ঠদণ্ড নিক্ষেপ করিলে যেরূপ লোকে উপহাস করে এবং গগনমণ্ডলের পরিমাণ কত? এইরূপ মনে করিয়া তাহার পরিমাণ লইতে ইচ্ছা করিয়া একগাছি রজ্জু নিক্ষেপ করিলে, সেই পরিমাণ-কর্ত্তা যেরূপ লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ মোহাচ্ছন্ন ব্রহ্মারও পরীক্ষা বিষয়ে উদ্যম প্রকাশ, পরিহাসাস্পদ হইয়াছিল ॥১০৭

ব্রহ্মা প্রথমে মায়াবলে ভগবানের বৎস সকল অপহরণ করেন।

কূপারয়োরিব জলাশয়ত্বে খদ্যোতখদ্যোতকর-মহসোরিব মহস্বিত্বে তমিস্রায়াস্তমসস্তমসশ্চৈব মহোবারকত্বে স চ পিতামহো মহোন্মত্ত ইবাত্মভগবতোর্মায়াবিত্বে সামান্যবিশেষভাবং ন বিদাঞ্চকার॥১০৮॥

অপহৃতে চ বৎসকুলে বৎসপাশ্চামী ভগবতা সহ সরস-মদন্তো দন্তোজ্জ্বলকিরণধৌতাধরতয়া হসন্তঃ সন্তঃ সন্ততমতিমধুর-কথোপকথোপযোগেন বিস্মৃতবৎসা দৈবাসাদিততৎস্মরণেন তৎ-

---

কয়োরিব কূপোঽপি জলাশয়ঃ অকূপারঃ সমুদ্রোঽপি জলাশয় ইতি জলস্থানীয়মায়ায়াঃ পরিমাণস্যাল্পত্ববৃহত্ত্বাভ্যামুপমা। খদ্যোতো জ্যোতিঃকীটঃ। খে আকাশে দ্যোতকরাণি দীপ্তি-কারীণি মহাংসি যস্য স খদ্যোতকরমহাঃ সূর্য্যঃ তাবুভাবেব মহস্বিনাবিতি জাতিপরিমাণয়োঃ তমিস্রায়াঃ কুহূরজন্যাঃ তমসোঽন্ধকারস্য তমসো রাহোশ্চ মহস্তেজস্তস্য বারকত্ব ইতি। মায়ায়া আবরণরূপধর্ম্মস্য জ্ঞাপনার্থং। অয়ং ভাবঃ। কূপখদ্যোতরাহূণাং সমুদ্রসূর্য্যকুহূ-রাত্রিভ্যোঽন্যত্রৈব স্থিতিঃ স্বভাবজ্ঞাপিকা। তত্র তত্রৈব স্পর্দ্ধয়া প্রবেশস্তু স্বস্ব-সত্তায়া অপি বিনাশকর ইতি। অত্র তমস ইতি ক্রমভঙ্গো যমকানুরোধাদঙ্গীকৃতঃ ॥ ১০৮ ॥

লোকানাং ইনাঃ প্রভবো মহেশাদয়ঃ তেষামপি নাথং। ইনাঃ সূর্য্যে প্রভাবিত্যমরঃ ॥১০৯

ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম প্রকাশ। কূপও জলাশয় এবং সমুদ্রও জলাশয়, কিন্তু ইহাদের যেরূপ পরস্পর প্রভেদ আছে। খদ্যোতও তেজস্বী বস্তু এবং সূর্য্যও তেজস্কর পদার্থ, তথাপি উভয়ের যেরূপ পর-স্পরের তারতম্য আছে। অমাবস্যারাত্রির অন্ধকারও তেজ অপহরণ করে এবং রাহুও তেজঃপুঞ্জের অপহরণ করে, অথচ এই উভয়ের যেরূপ পরস্পর অত্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়। সেইরূপ ভগবান্ মায়াবী এবং আপনিও মায়াবী হইলে, সেই পিতামহ উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় উভয়ের ইতর-বিশেষ জানিতে পারিলেন না ॥ ১০৮ ॥

বৎসকুল অপহৃত হইলে, ঐ সমস্ত বৎসপালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুন্দররূপে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দন্তের উজ্জ্বলকিরণে অধরপ্রদেশ ধৌত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা অতিমধুর কথোপকথনের নিমিত্ত, বৎসদিগকে ভুলিয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহা-দের বৎসের কথা মনে পড়িল। তখন যেস্থানে বৎসগণ চরিতেছিল,

সঞ্চারস্থলমবেক্ষ্য বৎসগণাহনবলোকেন লোকেন-নাথং তমূচিরে হচিরেণ ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণ সখে সখেদাঃ স্ম। নৈকোহপি দৃশ্যতে বৎসঃ। মন্যে নবতৃণাঙ্কুরলালসালসাভাবাদতিদূরং গতাঃ। তদধুনা তদনুসন্ধানায় সন্ধানায়কৈ-র্ভবিতব্যমস্মাভিরিতি তদুদিতাহুদিতাভিযোগো ভগবানপি স্মিতলেশলে শশিতিরস্কারিণি বদনে কবলমাদধান এব মাদধানো নিজগাদ ॥ ১১০ ॥

ভো ভো ভবদ্ভিরিহৈব ভূয়তাময়মহমনুসন্দধামীতি করকৃত-

তৃণাঙ্কুরলালসয়া হেতুনা অলসাভাবাৎ অনালস্যাৎ। ততস্মাৎ তেষাং বৎসানাং অনুসন্ধানার্থং। সন্ধাং সীমানং প্রতি আনায়কৈরানয়নকর্তৃভিরস্মাভির্ভবিতব্যং। সন্ধা প্রতিজ্ঞা মর্য্যাদেত্যমরঃ। বদনে কীদৃশে। স্মিতলেশং লাতি গৃহ্লাতীতি তস্মিন্। শশিনশ্চন্দ্রস্যাপি তিরস্কারকারিণি বদনে কবলং আদধান এব অর্পয়ন্নেব মাদধানঃ মাদং হর্ষং দধাতীতি ধানো নন্দ্যাদিঃ ॥ ১১০ ॥

অধিকং বলং যস্য সঃ। জঠরপটে পটন্ গচ্ছন্ বেণুর্যস্য সঃ। অট পট গতৌ ॥ ১১১ ॥

সেই স্থান দেখিয়া বৎসদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা অচিরাৎ মহেশাদি দেবগণেরও প্রভু, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন ॥ ১০৯ ॥

সখে কৃষ্ণ! আমরা সকলেই খেদান্বিত হইতেছি। একটীও বৎস দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয় তাহারা নবীন তৃণাঙ্কুরের লালসায় বিবশ হইয়া, আলস্যের অভাব হেতু অতিশয় দূরে গিয়া থাকিবে। অতএব এখন তাহাদের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমরা সকলেই ইহার প্রান্তে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। এইরূপে তাঁহাদের কথা শুনিয়া তাঁহার আনন্দের উদ্রেক হইল। তাঁহার চন্দ্রবিজয়ি মৃদুমধুর হাস্যের রেখা দেখা দিল। তিনি আপনার সেই সহাস্যমুখে গ্রাস রাখিয়া আনন্দসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১০ ॥

অহে! অহে! বয়স্যগণ! তোমরা সকলে এই স্থানেই থাক। এই আমিই অনুসন্ধান করিতেছি, এই বলিয়া করে গ্রাস রাখি

কবলোঽধিকবলোঽধিকক্ষতলমাহিতবেত্র--বিষাণো জঠরপটপটদ্বেণুরথবৎসগণানুসন্ধানমনুববন্ধ ॥ ১১১ ॥

সারতরচমৎকারকারকমহো-ভারভরিত-বনোদ্দেশো দেশোচিতবেশো মুহুরিতস্ততো বিচরন্ খরখুরখুরলীলক্ষ্মলক্ষ্মীমবনাবনালোচ্য প্রত্যগ্রজাগ্রদুদগ্রতাঞ্চ তৃণানামবলোকয়ন্ নানেন পথা সমচরন্ বৎসা ইতি তত্রৈবাবর্ত্তমানোঽমানোন্নতধীরধীরমনা মনাগ্বিস্মিতোঽনন্তরমনন্ত রমণীয়মায়েন তেনৈব বৎসগণে বৎসপগণে চাপ-

খরাণাং খুরাণাং খুরলী সঞ্চারঃ পৌনঃপুন্যং। অভ্যাসঃ খুরলীযোগ্যেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। তস্যা লক্ষ্মলক্ষ্মীং চিহ্নশোভাং অবনৌ ভূতলেপ্রত্যগ্রাং অভিনবাং জাগ্রতীং। উদগ্রতাং উন্নতাগ্রতাং। অমানা অপরিমিতা উন্নতা ধীর্যস্য সোঽপ্যধীরমনাঃ বৎসাদিবিষয়কস্য প্রেম্নঃ সহসা সর্ব্বাচ্ছাদকত্বশক্তেরিতি ভাবঃ। অনন্তরং তেনৈব ব্রহ্মণৈব বৎসপগণে চ অপহৃতে সতি নন্থ

লেন। অতিবলিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, আপনার কক্ষতলের মধ্যে বেত্র ও শৃঙ্গ এবং উদরের বস্ত্রে বেণু রাখিলেন। অনন্তর বৎসদের অনুসন্ধানে উদ্যোগ করিলেন ॥ ১১১ ॥

ভগবান্ তখন উৎকৃষ্ট আশ্চর্য্যভাব ধারণ পূর্ব্বক আপনার দেহপ্রভায় বনপ্রদেশ আলোকিত করিলেন। সেই দেশের যেরূপ বেশভূষা সেইরূপ বেশভূষা পরিধান করিয়া তিনি বারম্বার চারিদিকে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। প্রখর খুরসমূহের বারম্বার যাতায়াত জন্য চিহ্ন শোভা ভূতলে দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যুত সেই স্থলে অবলোকন করিলেন যে, তথায় নবীন-তৃণরাশি জাগ্রতভাবে উন্নত হইয়া রহিয়াছে। অতএব কখনই এই পথ দিয়া বৎসগণ সঞ্চরণ করে নাই। এই কারণে আর তথায় অপেক্ষা করিলেন না। ভগবানের বুদ্ধি অপরিমিত এবং উন্নত হইলেও তৎকালে তাঁহার মন অস্থির হইল এবং তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মায়া ব্রহ্মার উপরে নিহিত থাকাতে, অর্থাৎ ভগবানেরই মায়াশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মাই বৎস ও বৎসপালকগণ অপহরণ করিলেন। তৎপরে তিনি

হৃতে দ্বয়মেব পরিতো বিচারয়ন্ বৎসান্ সহচরানপি নৈক্ষতাত্মবল-স্তদা সন্দেহোপরমে পরমেষ্ঠিনৈব বিহিতমিদমিতি নিশ্চিত্য সদ্য এব ॥ ১১২ ॥

যে যাদৃগ্‌গুণবর্ণরূপবয়সো যাদৃক্‌স্বরা যাদৃশ-
প্রজ্ঞা যাদৃশ-ভাব-নাম-কৃতয়স্তত্তদ্বিধাস্তেঽখিলাঃ।
বৎসা বৎসপ-বালকাশ্চ মুরলী শিক্যং বিষাণো দলং
ভূষা-দাম-বিহঙ্গিকা-লকুটিকা সর্ব্বং সএবাভবৎ ॥ ১১৩ ॥

ভগবৎসখানাং তেষাং মহাবৈকুণ্ঠবাসিপার্ষদৈরপি পরমবন্দ্যতমানাং ক্ষুদ্রস্য ব্রহ্মণ এব মায়য়া কথং মোহিতত্বসম্ভবস্তত্রাহ। অনন্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য এব রমণীয়া মায়া যত্র তেন ব্রহ্মণা ব্রহ্মমায়য়া অপি ভগবন্মায়াশক্ত্যা অনুমোদিতত্বাৎ ভগবন্মায়াত্বমিত্যর্থঃ। যথোক্তং। কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকা ইতি। তথা। স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ। ইতি ব্রহ্মমায়য়ৈব ব্রহ্মণো মোহিতত্বোক্তের্মায়ায়াশ্চ স্বাশ্রয়ব্যামোহকস্বভাবত্বাত্তস্যা ভগবন্মায়াত্বমেব ॥ ১২ ॥

সর্ব্বং সএব শ্রীকৃষ্ণ এব। অত্র। তেষামেব যদনানয়নং তদ্‌ব্রহ্মাণমেব স্বীয়বৈভবাবর্ত্তে নিপাত্য ব্যাকুলীকর্ত্তুং তথা স্বং পুত্রীয়ন্তীস্তন্মাতৃঃ পূর্ণাভিলাষাঃ কর্ত্তুং তথা মহাবৈকুণ্ঠনাথাদিষু কৈমুত্যাপাদনায় শ্রীবলদেবমপি বিস্মাপয়িতুমিত্থঞ্চ বহূন্যেব প্রয়োজনানি জ্ঞেয়ানি॥১১৩

চারিদিকে সঞ্চরণ করিয়াও বৎস এবং সহচর বৎসপাল, এই দুইয়ের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন আত্মশক্তিময় ভগবানের সন্দেহ দূর হইলে, এইরূপ স্থির করিলেন যে, সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাই এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ১১২ ॥

যাহাদের যেরূপ গুণ, বর্ণ, রূপ এবং বয়ঃক্রম, যাহাদের যেরূপ স্বর, যাহাদের যেরূপ বুদ্ধিশক্তি এবং যাহাদের যেরূপ মনের ভাব, যেরূপ কার্য্য এবং যেরূপ নাম, সেই সমস্ত লোক সেইরূপেই পরিণত হইয়াথাকে। এই কারণে, বৎসগণ, বৎসপালক বালকগণ, মুরলী, শিক্য, (শিকা) শৃঙ্গ, দল, অলঙ্কার, রজ্জু, বিহঙ্গিকা, (বাঁক) লকুটিকা (লাঠী) শ্রীকৃষ্ণই এই সমস্ত বস্তুর রূপ তৎক্ষণাৎ ধারণ করিলেন ॥ ১১৩ ॥

আনন্দাত্মচিদাত্মকঞ্চ তদিদং স্বেনৈব সম্পাদিতং
শুদ্ধং যদ্যপি কার্য্যজাতমখিলং নো কারণাদ্ভিদ্যতে।
লীলোপাধি তথাপি ভিন্নমভবৎ তেষাং স্বভাবোদয়াৎ
সোঽনির্বাচ্যতয়াঽদ্ভুতঃ পরমভূৎ সর্গো নিসর্গোত্তমঃ॥ ১১৪ ॥

অথ তত্তদ্ভাবাপন্নৈর্গোপকুমারাকৃতিভিরাত্মভির্বৎসাকৃতীনাত্মন আত্মনৈব বিকৃতেন তেন দিবসাবসানমবলোক্য ভবনায় বনায়নাৎ সমবহারয়ন্ বেণুমবীবদৎ॥ ১১৫ ॥

আনন্দেতি মায়িকসৃষ্ট্যা তত্তৎ প্রতিনিধিত্বামস্তনেন স্বক্রীড়া ন সিদ্ধ্যতীতি ভাবঃ। সর্গঃ সৃষ্টিঃ॥ ১৪ ॥

গোপকুমারাকৃতিভিরাত্মভিঃ সহ বৎসাকৃতীনাত্মনঃ বনরূপং যদয়নমাস্পদং তস্মাৎ সকাশাৎ ভবনায় ভবনং প্রাপয়িতুং সমবহারয়ন্ সম্যগাকর্ষয়ন্ বেণুং অবীবদন্বাদয়ামাস॥১৫

ভগবান্ স্বয়ংই এই প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দময় এবং চৈতন্যস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদ্যপি অখিলকার্য্যসমষ্টি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে। তথাপি লীলারূপ উপাধিবশত এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। যে যে কার্য্যের যে যে প্রকার স্বভাব আছে, সেই সমস্ত কার্য্যের স্বস্ব ভাববশতঃ জগৎ ভিন্ন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ভগবান্ অনির্ব্বচনীয় এবং অপূর্ব্ব, সুতরাং এই সৃষ্টির সৃষ্টিও অনির্ব্বাচ্য এবং অত্যন্ত অদ্ভুত॥ ১১৪ ॥

অনন্তর ভগবানের আত্মাই বহুরূপে বিভক্ত হইয়াছিল। তাঁহারাই গোপবালকের আকৃতি ধারণ করিয়া সেই সেই ভাব সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই আপনার আত্মা বিকৃত হইলে, দিবাবসান দর্শন করিহইলেন। এই কারণে গোপবালক মূর্ত্তিধারী তত্তদ্ ভাবাপন্ন আত্মসমূহের সহিত বৎসাকৃতিধারী আপনার আত্মসমষ্টিকে বনরূপ গৃহ হইতে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিয়া, বেণু বাদ্য করিলেন॥ ১১৫ ॥

তমথমথনকৃতং মনসো বেণুরবং নিশম্য সর্ব্বএবাত্মভূতাভূ-তারল্যকৃতঃ সহচরাঃ শৃঙ্গ-বেণু-দলশৃঙ্গাদিরবৈ-রবৈধমান-মানস-তোষাঃ পরিতোঽপ্যাত্মভূতানখিলবৎসান্ সমবহার্য্য দিনান্তর-বদ্ব্রজমাবিশন্তি স্ম ॥ ১১৬ ॥

মাতৃভিরভিব্রজন্তীভিঃ পূর্ব্বং তনয়াননাদৃত্য যথা কৃষ্ণসন্দর্শনং কৃতং তথা স্বস্বতনয়েষ্বেব কৃষ্ণসাধারণং প্রেমলভমানাভিরপি সম্প্রতি চ প্রতিচমৎকৃতমানসতয়ৈব কুর্ব্বতীভিরেব নির্বব্রে ॥১১৭॥

শৃঙ্গাদিরবৈঃ ভুবঃ পৃথিব্যা অপি তারল্যং হর্ষহেতুকং কুর্ব্বন্তীতি তে। দলঘটিতং শৃঙ্গাকারং দলশৃঙ্গং ॥ ১১৬ ॥

তত্তন্মাতৃণাং পূর্ব্বতঃ স্বভাববিশেষং তদানীমলক্ষিতমুৎপন্নং দর্শয়তি। মাতৃভিঃ সুবলাদি-জননীভিঃ পূর্ব্বং তনয়ান্ অনাদৃত্য যথা কৃষ্ণসন্দর্শনং কৃতং। ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে কৃষ্ণমেন-স্তবৈহি স্বমিত্যাদি শুকপরীক্ষিৎসম্বাদগতসিদ্ধান্তানুসারাৎ তথা সম্প্রত্যপি কৃষ্ণদর্শনং কুর্ব্ব-তীভিরেব নির্বব্রে নির্বৃতিরলভ্যত। অয়ন্তু বিশেষঃ। পূর্ব্বং তনয়াননাদৃত্য সম্প্রতিতু প্রতি চমৎকৃতমানসতয়ৈবেতি। তত্র হেতুঃ। স্বস্বতনয়েষ্বিত্যাদি। কৃষ্ণসাধারণং কৃষ্ণতুল্যং নতু কৃষ্ণ-নিষ্ঠং তেষাং কৃষ্ণস্বরূপত্বেঽপি তত্তৎ স্থিতচররূপগুণমাত্রাবিষ্কারাৎ। কৃষ্ণস্য তু সর্ব্বগুণাবি-ষ্কারাৎ স্বীয়রূপে স্থিতত্বাৎ মূলভূতত্বাচ্চাপূর্ব্বং বৈশিষ্ট্যমস্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১১৭ ॥

তৎপরে হৃদয়মথনকারী সেই বংশীরব শ্রবণ করিয়া ভগবানের আত্মস্বরূপ সেই সকল সহচরবর্গ পৃথিবীর আনন্দজনক চপলতা উৎ-পাদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা শৃঙ্গ, বেণু এবং দলনির্ম্মিত শৃঙ্গবাদ্যের শব্দে নিষ্ঠুরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে আত্মস্বরূপ নিখিলবৎসদিগকে আকর্ষণ করিয়া অন্য দিবসের ন্যায় ব্রজে আগমন করিলেন ॥ ১১৬ ॥

তখন সকলেরই জননী সম্মুখে আসিলেন। পূর্ব্বে আপনাদের পুত্রদিগকে অনাদর করিয়া যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন, সেই-রূপ স্ব স্ব পুত্রদিগের উপরেও কৃষ্ণতুল্য প্রেম লাভ করিয়া, সম্প্রতি প্রত্যেকেরই মনোমধ্যে আশ্চর্য্যভাব উৎপন্ন হওয়াতে পুত্রদিগকে দেখিয়া কৃষ্ণদর্শন-জন্য সুখলাভ করিলেন ॥ ১১৭ ॥

তেঽপি ত ইব মাতৃবৎসলতয়া তয়া পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ স্নপনাদি-ক্রিয়য়া মাতৄঃ প্রীণয়ামাসুরয়ং খলু বিশেষোঽশেষোপতাপশমনা অমী অমীব-হারীণস্ত ইব ভগবতো দিনকৃতং ন কথয়ামাসুঃ ॥১১৮॥

বৎসাশ্চ দিনান্তরবৎ নিজনিজ-মাতৃসবিধমুপগতাস্তাভিরপি পূর্ব্বতোঽপূর্ব্বতোষতরলহৃদয়াভি র্দয়াভিভূততয়া ততয়া লিহ্যমানা হৃমানানন্দেন পীয়মানা ইব সগদ্গদ-গদনঘর্ঘরস্বরাভিরঙ্কে কৃতা এব সুষুপুঃ ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণমপি নিজভবনমাসাদ্য সাদ্যমানবাল্যবিলাসং।

দোর্ভ্যামুত্থাপ্য বক্ষো ভুবি নিবিড়তরস্নেহপীড়ং নিপীড্য

তেঽপি কৃষ্ণাত্মকা বালাঃ ত ইব পূর্ব্বভূত-সুবলাদয় ইব। অমীবং বিরহবৈক্লব্যং॥ ১১৮॥

পূর্ব্বতো গবামপি স্বভাববিশেষ উক্তঃ॥ ১১৯ ॥

সাদ্যমানঃ প্রাপ্যমানো জ্ঞাপ্যমানো বা বাল্যবিলাসো যেন তং॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ বালকগণ, পূর্ব্ববর্ত্তি সুবলাদির ন্যায়, সেই বিখ্যাত মাতৃস্নেহনিবন্ধন পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের মত স্নান করান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা স্ব স্ব জননীদিগকে প্রীত করিলেন। কিন্তু এই মাত্র এক বিশেষ আছে যে, ঐ সকল ব্রজবালক, সমস্ত দুঃখের বিনাশকর্ত্তা এবং বিরহকষ্টবিনাশকারি সুবলাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেই দিবসের কার্য্য প্রকাশ করিলেন না॥ ১১৮॥

বৎস সকল, অন্যান্য দিবসের ন্যায় স্ব স্ব জননীর নিকটে গমন করিল। তাহারাও পূর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব সন্তোষ দ্বারা ব্যাকুলচিত্ত হইল, ধেনুগণ, বিস্তৃত দয়াভিভূততা হেতু বৎসদিগের দেহ লেহন করিতে (চাটিতে) লাগিল। বৎসগণও যেন অপরিমিত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। তখন তাহাদের গদ্গদ-বাক্যের ঘর্ঘর স্বর হইতে লাগিল এবং তাহারা বৎসদিগকে ক্রোড়ে করিয়া নিদ্রিত হইল॥ ১১৯॥

শ্রীকৃষ্ণও নিজভবনে আসিয়া বাল্যলীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তখন গোকুলপতি নন্দ, দুই হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। ভূতলে গাঢ়তর স্নেহসহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে

শ্মশ্রুস্পর্শে সশঙ্কং মৃদুনি কমলতো ন্যস্য বক্ত্রে চ বক্ত্রং।
উষ্ণীয়োষ্ণীষমশ্রুপ্লুতনয়নমবঘ্রায় চাস্যোত্তমাঙ্গং
নাতুষ্যদ্গোকুলেন্দ্রঃ ক্ষণমথ মহিষীতৃপ্তয়ে তং মুমোচ॥ ১২০॥

ততশ্চ জনন্যানন্যাঽতুলবাৎসল্যপতাকয়া কয়াচিদিব কৃতাভ্যঙ্গো-দ্বর্ত্তনাদিকোঽনাদিকোঽমলতনুস্তনুমানিব জননীবাৎসল্যসারঃ কৃতা-হারো হারোপস্কৃতবক্ষাঃ প্রক্ষালিতপদঃ ক্ষপিত-ক্ষণকতিপয়ঃ পয়ঃ-ফেনবলক্ষলক্ষমূল্য-শয়নতলে কৃতশয়নোঽসৌ নিশামনৈষীৎ॥ ১২১॥

সশঙ্কমিত্যত্র হেতুঃ কমলতোঽপি মৃদুনি সুকুমারে বক্ত্রে বক্ত্রং স্বমুখং। উত্তমাঙ্গং শিরঃ। নাতুষ্যৎ নাতৃপ্যৎ মহিষী শ্রীযশোদা তস্যাঃ স্বপুত্রমুখচুম্বনোৎকণ্ঠামালক্ষ্যেতি ভাবঃ॥ ১২০॥
কয়াচিদিব অনীর্বচনীয়মেব অনন্যয়া অদ্বিতীয়য়া অতুল-বাৎসল্যস্য পতাকয়া অনাদিকো নিত্যভূতো জননীবাৎসল্যসারস্তনুমানিবেত্যন্বয়ঃ। অমলা অভ্যঙ্গাদিভির্গোধূল্যাদিরহিতা তনুর্যস্য সঃ। পয়ঃফেনবদ্বলক্ষে ধবলে॥ ১২১॥

লাগিলেন। আমার শ্মশ্রুস্পর্শ না হয় গোপরাজের মনে এই আশঙ্কা হইল। আশঙ্কা হইবার কারণ এই যে, কমল অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের বদন অত্যন্ত কোমল ছিল। তখন তিনি পুত্রের মুখে মুখ ন্যস্ত করিলেন। অবশেষে তাঁহার উষ্ণীষ তুলিয়া লইয়া সজল-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন না। অনন্তর মহিষীর তৃপ্তির নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকাল ছাড়িয়া দিলেন॥ ১২০॥

অনন্তর যশোদা অনির্ব্বচনীয় এবং অদ্বিতীয়, অনুপম বাৎসল্য-রসের পতাকাদ্বারা যেন পুত্রের অভ্যঙ্গ এবং উদ্বর্ত্তনাদি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি অনাদি অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ। গাত্র মার্জন করিয়া দিলে তাঁহার দেহে গোধূলি সকল রহিত হওয়ায় দেহ অত্যন্ত নির্ম্মল হইল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, মূর্ত্তিমান্ জননীর বাৎসল্যরসের সারভাগ বিরাজ করিতেছেন। তিনি আহার করিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিমল হার শোভা পাইতে লাগিল। পরে পদপ্রক্ষালন করিয়া কতিপয় মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিলেন। পরে তিনি দুগ্ধফেনসদৃশ মহামূল্য শয়নতলে শয়ন করিয়া রজনী যাপন করিলেন॥ ১২১॥

উদিতেঽথ কিরণমালিনি চ বনমালিনি চ বনগমনায়োদ্যতে সহচরা জননীভিঃ পূর্ব্বতোঽপি সুবিহিতপ্রসাধনাহিতপ্রসাধনাঃ কৃতপানভোজনা জনানন্দকারিণো ভগবদঙ্গনমাসেদুঃ ॥ ১২২ ॥

ভগবানপি ন পিতৃমাতৃতোষমন্তরেণান্যত্র সাদরোঽদরোপলালিতস্তাভ্যাং সস্নেহমনুগতশ্চ কিয়দ্দূরং স আত্মসহচর আত্মপাল্য আত্মপালকঃ পূর্ব্বপূর্ব্বদিনবদ্বনমনুসসার ॥ ১২৩ ॥

এবং গচ্ছৎসু কতিপয়েষু মাসেষু কস্মিংশ্চন দিবসে জনাভিরামেণ রামেণ সহ সহসা কৃষ্ণে চলিতে চলিতেষু তেষু চাত্মস্বরূপেষু স্বরূপেষু সুলিতেষু বৎসবৎসপেষু গিরিবর-সবিধে তানাত্মভূতান্

সুবিহিতেন প্রসাধনেন প্রকৃষ্টযত্নেন আহিতমর্পিতং প্রসাধনং ভূষণং যেষাং তে ॥ ১২২ ॥

অদরমনল্পমুপলালিতঃ ॥ ১২৩ ॥

কস্মিংশ্চন দিবস ইতি লীলাবিশেষাপেক্ষয়া। বস্তুতস্তু। নিত্যমেব রামেণ সহ বনগমনং তস্যেতি স্বেষাং রূপেষু বর্ণমাধুর্য্যে বিষয়ে সুষ্ঠু ললিতেষু। গিরিবরঃ শ্রীগোবর্দ্ধনঃ ॥ ১২৪ ॥

অনন্তর কিরণমালী দিবাকর উদিত হইলেন। বনমালী বনগমনের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন সহচরদিগের জননী সহচরদিগকে উত্তম যত্নসহকারে অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। লোকদিগের আনন্দদাতা সহচরগণ, পান ভোজন সমাপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন ॥ ১২২ ॥

ভগবান্ও পিতা মাতার সন্তোষ ব্যতীত অন্য স্থানে যাইতে পারিতেন না। তখন পিতা মাতা কর্ত্তৃক অতিশয় উপলালিত হইলেন। অবশেষে ঐ পিতা মাতা স্নেহপূর্ব্বক কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনি আত্মরূপী সহচর, আত্মরূপী প্রতিপাল্য এবং আত্মরূপী পালক হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় বনে গমন করিলেন ॥ ১২৩ ॥

এইরূপে কতিপয় মাস অতীত হইলে কোনও দিবসে সকল লোকের আনন্দদাতা বলরামের সহিত, শ্রীকৃষ্ণ সহসা চলিয়াগেলেন। তখন বর্ণমাধুর্য্য বিষয়ে যাঁহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন, ভগবানের আত্মস্বরূপ সেই সকল বৎস এবং বৎসপালকগণও চলিতে লাগিলেন। ভগবান্ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটে যাহারা আত্মস্বরূপ, এরূপ বৎস-

বৎসান্ চারয়তি ॥ ১২৪ ॥

রয়তিগ্মগমনেন সদ্যস্তন-স্তনপ-তর্ণকানপি বিহায় বিহায়সেবো-ড্ডীয়মানাঃ স্থিরৈরাভীরৈরাভীরৈ-র্নিবিড়-দণ্ডদণ্ডনেনাপি নিবারয়িতু-মশক্যাঃ সকলা এব ধেনবো নবোদীর্ণবাৎসল্যাস্তানেব বৎসতরা-নুপগত্য গত্যবসাদেন খিন্না অপি হম্বেতি গদ্গদ-গদনরুদ্ধকণ্ঠং সোৎ-কণ্ঠং সোৎসাহমভিলিহন্ত্যো জিঘ্রন্ত্যো ন তরাং নিবর্ত্তন্তে তৃণমপি ন চরন্তি স্ম ॥ ১২৫ ॥

ধেনবঃ সকলা এব গাবস্তস্যৈব গিরিবরস্য শৃঙ্গবর্ত্তি-তৃণচারিণ্যোঽকস্মাদ্দূরত এব তান্ বৎসতরানালোক্যেত্যর্থতো গম্যতে। সদ্যস্তনান্ সদ্যোভবান্ অতএব স্তনমাত্রপায়িন-স্তর্ণকান্ বৎসান্ বিহায় ত্যক্ত্বা কিং পুনর্দ্বিত্রিদিনভবান্ মাসিকান্ দ্বৈমাসিকান্ বা রয়েণ বেগেন তিগ্মং তীক্ষ্ণং যদ্গমনং তেন বিহায়সেব আকাশপথেনেব উড্ডীয়মানা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষমাণা ইত্যর্থঃ। ততশ্চ। আভীরৈর্গোপৈঃ। আভীরৈঃ রলয়োরৈক্যাৎ আভীলৈঃ কষ্টৈঃ। স্যাৎ কষ্টং কৃচ্ছ্রমাভীলমিত্যমরঃ। নিবিড়দণ্ডৈরপি কৃত্বা দণ্ডনেন নিবারয়িতুমশক্যাস্তানেব দ্বৈবার্ষিকানপীত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥

দিগকে চরাইতে লাগিলেন ॥ ১২৪ ॥

তৎকালে ধেনুগণ, এরূপ বেগে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল, যেন তাহারা আকাশমার্গে উড়িয়া যাইতেছে। দুই তিন দিবসের বৎস দিগের কথা দূরে থাকুক, তখন তাহারা সদ্যোজাত স্তন্যপায়ি বৎস-দিগকেও পরিত্যাগ করিল। স্থিরচিত্ত গোপগণ, অত্যন্ত কষ্টে কঠিন দণ্ড নিপাত করিয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। সকল ধেনুরই নূতন বাৎসল্য উৎপন্ন হইল। এই কারণে ঐ সমস্ত দ্বৈবার্ষিক বৎসদিগের নিকটে উপস্থিত হইল। গমনকষ্টে ধেনুগণ অত্যন্ত খেদান্বিত হইল। তথাপি হম্বারবের গদ্গদস্বরে ইহাদের কণ্ঠ রোধ হইয়াগেল। তখন উৎকণ্ঠা ও উৎসাহের সহিত বৎসদিগকে লেহন করিতে (চাটিতে) এবং আঘ্রাণ করিতে লাগিল, সেই স্থান হইতে কিছুতেই চলিয়া গেল না এবং তৃণভক্ষণও করিল না ॥ ১২৫ ॥

তস্মিন্নন্তরে সমুপসন্নাঃ সন্নাবয়বাঃ খেদেনাপি নিবর্ত্তয়িতুং যদা তে ন শেকুঃ তদা পরিতোঽপরিতোষহারিণো হারিণো নিজ-তনয়ানবলোক্য ধেনুবৃন্দাদপ্যধিক-বাৎসল্যভাজো ভাজোষেণ দ্রুত-মেব তদেব দেশমাসাদ্য সা-সাদ্যমান-সৌভগান্ মূর্দ্ধ্নি নাসাপুটং মুখে মুখং কৃত্বা দোর্ভ্যামুরসি রসিকতয়া সমুত্থাপ্য নয়নাশ্রুধৌত-বক্ষসশ্চিত্রলিখিতা ইব যদা বভূবুঃ ॥ ১২৬ ॥

তদা বলভদ্রো ভদ্রোদ্ভূতসংদেহো দেহোপচিত-হর্ষবিস্ময়-

সন্নাবয়বাঃ অতিধাবনেন জানূরুগুল্ফেষু জাতব্যথাঃ। ভা কান্তিস্তস্যা জোষেণ সেবনেন স্বস্বতনয়রূপবিলোকনেনেত্যর্থঃ। ধাবনজনিতক্তত্ব্যথামপি বিস্মৃতবন্ত ইতি ভাবঃ। সা শোভা তয়া সাদ্যমানং প্রাপ্যমাণং সৌভগং যেষাং তান্ ॥ ১২৬ ॥

ভদ্রং যথা স্যাত্তথা উদ্ভূতঃ সন্দেহো যস্য সঃ। তান্ বৎসপান্ বৎসাংশ্চ আলোক্য চকারাত্তেষু তত্তৎপিতৄণাং চ পরমবৎসলানামমূষাং গবাং দৃষ্টিপথ এব কথমেতে বৎসানা-

---

সেই সকল ধেনুগণকে ফিরাইবার নিমিত্ত সকলে একত্র হইয়া উপস্থিত হইলেন। অতিক্রুতগমনে তাঁহাদের জানু, উরু এবং গুল্ফ-দেশে অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল। তখন কষ্ট করিয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। এই হেতু চারিদিকে মনের কষ্টহারক ঐ সমস্ত হারভূষিত স্ব স্ব পুত্রদিগকে দেখিয়া তত্রত্য ধেনুবৃন্দ অপে-ক্ষাও ইহাঁদের বাৎসল্য অধিক হইল। তখন স্ব স্ব পুত্রের রূপ দেখিয়া দ্রুতগমন জন্য কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে শীঘ্র তাঁহারা ঐ স্থানে আগমন করিলেন। যাঁহারা আপনার অপূর্ব্ব দেহপ্রভাদ্বারা আপনার সৌভাগ্য ব্যক্ত করিতেছিলেন, সেই সৌভাগ্যবান্ বালকদিগের মস্তকে নাসিকা, মুখে মুখ এবং দুই হাত দিয়া আনন্দের সহিত আপনাদের বক্ষঃস্থলে তুলিয়া লইলেন। পরে নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল এবং তাঁহারা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিয়া রহিলেন ॥ ১২৬ ॥

তৎকালে বলরামের ভাল করিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি বৎসদিগকে দেখিয়া এবং ক্রোধবশতঃ যাঁহারা তাড়না করিতে আসিয়া ছিলেন, তাঁহাদেরও অপূর্ব্ব বাৎসল্য দেখিয়া, বলরামের শরীরে আনন্দ

স্তানালোক্য চ ক্ষণং মনসি পরামমর্শ ॥ ১২৭ ॥

অহো কিমিদং ॥

প্রাগুনাসীৎ স্তনপেষ্বপি ব্রজগবাং বাৎসল্যমেতাদৃশং
যাদৃক্ সম্প্রতি হন্ত বৎসনিচয়ে মুক্তস্তনেঽপীক্ষ্যতে।
গোপানাং ন পুরেদৃশঃ শিশুততৌ স্নেহো মমাপ্যদ্য য-

নীতবন্ত ইতি ক্রোধেন তান্ তাড়য়িতুমাগতানামপি তেষাং তাদৃশমপূর্ব্বং বাৎসল্যমেবালোক্য চ দেহে উপচিতো যো হর্ষস্তেন মমাপ্যপূর্ব্বো নির্হেতুকঃ কথমেতেষু ইত্যেবংলক্ষণো বিস্ময়ো যস্য সঃ ॥ ১২৭ ॥

নন্বাস্তামমীষাং তন্মায়ামোহিতত্বাৎ তেষু তথা তথা ভাবঃ। কিন্তু মম শুদ্ধজ্ঞানঘনস্বরূপস্যাপি কথং তথাত্বং তত্র স্বয়মেবাহ অস্মৎপ্রভোঃ মদংশসঙ্কর্ষণকারণার্ণবশায্যাদ্যবতারাণাং সর্ব্বেষামপ্যস্মাকং প্রভোঃ মূলভূতস্যাংশিনঃ প্রভুত্বাদেবেচ্ছয়া অস্মানপি মোহয়িতুং সমর্থস্যেতি ভাবঃ। তত্রাস্য সখ্যেঽপি তদ্রহস্যানুপলম্ভাৎ স্বযোগ্যতামননেনৈব মদ্বয়স্যোঽয়মেতৎকর্ম্মণি ময়ি ন বিশ্বস্তবানিতি দৈন্যোদয়েন দাস্যরসাস্বাদঃ প্রেমব্যাকুলতয়ৈব। এবমেব মধুররসবাৎসল্যরসাদাবপি দৃশ্যতে। যথা। দাস্যান্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং। মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়া ইতি। নন্বেতাবন্তং কালং প্রত্যহমেব তত্তৎমিত্রাদীনাং তেষু তেষু তথা তথা ভাবং তথৈব গবামপি তাদৃশাপত্যে বিলক্ষণবাৎসল্যেন বলাৎ স্তনপায়নং গোদোহনাদিসময়ে পশ্যতোঽপি মম তব কথমদ্যৈব বিস্ময়েনৈতাবান্ পরামর্শঃ নতু তদানীং প্রথমমেবেতি তত্রাহ কয়াপীতি। তদিচ্ছাং বিনা সত্যপি বিরোধদর্শনে পরামর্শবতোঽপি ন বিরোধস্ফূর্ত্তির্যথা অধুনাপি মহতামপ্যমীষাং গোপানাং তজ্জ্ঞাপনেচ্ছায়াং

বৰ্দ্ধিত লইল। এই হর্ষদ্বারা আমারও ইহাদের প্রতি নির্হেতুক বাৎসল্য জন্মিতেছে, এইরূপ বিস্ময়ও জন্মিল। অবশেষে তিনি ক্ষণকাল, মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন ॥ ১২৭ ॥

আহা! এ কি আশ্চর্য্য! আহা! সম্প্রতি বৎসগণ স্তন ত্যাগ করিলেও যেরূপ স্নেহ দেখিতেছি, পূর্ব্বে ব্রজস্থিত ধেনুগণের স্তন্যপায়ি বৎসদিগের উপরেও এরূপ স্নেহ ছিল না। আজি যখন আমারও তাহাদের প্রতি স্নেহ জন্মিতেছে, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে

স্তন্মন্যে ভবিতব্যমত্র হি কয়াপ্যস্মৎপ্রভোর্মায়য়া ॥ ১২৮ ॥

অথ কথমপরথা রথাঙ্গপাণেরজস্যাগ্রজস্যাগ্রতো মম দৈবী বাসুরী বা প্রভবিতুমায়াতি মায়াঽতিমায়াবি-চক্রচূড়ামণিং তমেব সমুপেত্য পৃচ্ছামিচ্ছামি কর্ত্তুং ॥ ১২৯ ॥

ইতি নিকটমুপস্থৃত্য কিমিদমহো-মহোন্নতবুদ্ধে বুদ্ধেরগোচরো মম। যদমী বলবদমীব-লঙ্ঘিনোঽমরবরা এব সহচরাঃ অমী চ

সত্যাং তু সর্ব্বস্যাপি মায়েয়মিতি জ্ঞানং স্যাৎ যথাদ্য মম ইতি তয়া অনীর্ব্বচনীয়য়েত্যর্থঃ ॥ ১২৮ ॥

· অপরথা অন্যথা যদি তন্মায়া ন স্যাদিত্যর্থঃ। রথাঙ্গপাণেঃ সর্ব্বমায়াসংহারকতেজস্কচক্রহস্তস্য। অজস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাঽপি অগ্রজস্য জ্যেষ্ঠভ্রাতুর্মমাগ্রতো দৈবী আসুরী বা মায়া প্রভবিতুং আয়াতি অত্রান্যমায়য়াঽনভিভবঃ সাঽজিকোঽপি স্বস্য দৈন্যেনৈব তৎসম্বন্ধেনোক্তঃ। অতএব। অতিমায়াবি-চক্রচূড়ামণিং তং পৃচ্ছাং কর্ত্তুমিচ্ছামি ॥১২৯॥

অহো আশ্চর্য্যং হে মহোন্নতবুদ্ধে ইতি সম্বোধনেন ময্যপি তব নো বিশ্বাসঃ সাধুসাধু তবেদং বুদ্ধিচাতুর্য্যমিতি কেবলসখ্যোদয়েন প্রণয়কোপব্যঞ্জক উপালম্ভঃ। ননু কিমিত্যুপালভসে ত এবামী বৎসাস্তএবামী বালকা ইতি সত্যং যদযস্মাৎ অমী বলবৎ অমীবং পাপং তল্লঙ্ঘনশীলাঃ দেবপ্রবরা এব সহচরা বালকা অমী চ মুনয় এব গবাং বৎসাঃ তত্র তত্র

আমাদের প্রভু ভগবানের কোনও অনির্ব্বচনীয় মায়া থাকিবে ॥ ১২৮ ॥

ইহা যদি না হইবে, তবে সমস্ত মায়াবিনাশী জ্যোতির্ম্ময় চক্র যাঁহার হস্তে, সেই অজ ভগবানের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইলেও, আমার সম্মুখে কোন দৈবী বা আসুরী মায়া বল প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইবে। অতএব এক্ষণে আমি মায়াবিদিগের চূড়ামণি, সেই ভগবানের নিকটে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাই ॥ ১২৯ ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন পূর্ব্বক বলিলেন, হায়! এ কি আশ্চর্য্য! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত উন্নত। এই কারণে আমার উপরেও তোমার বিশ্বাস নাই। তুমি আমার বুদ্ধির অগোচর। সাধু সাধু! তোমার এরূপ বুদ্ধিচাতুরী অপূর্ব্ব! এই যে সকল সহচর দেখিতেছি, ইহাঁরা নিশ্চয় প্রবল-পাপবিনাশী অমরশ্রেষ্ঠ এবং এই যে

মুনয়ো নয়োদ্ধুরা এব গোবৎসা ইত্যেব মে গোচরঃ। সম্প্রতি সম্প্রতিজানে শ্রীজানে শ্রীমান্ ভবানেব সর্ব্বমিতি ॥ ১৩০ ॥

কিমত্র তত্ত্বং তত্ত্বং কথয়েতি কথয়েতিহাসকথামিব।
তৎসকলমানুপূর্ব্ব্যা কথয়ন্ শ্রীযশোদাকুমারঃ কুমারয়ামাস ॥ ১৩১॥

তত্তদংশপ্রবেশাত্তত্তচ্ছব্দেনোক্তিঃ সম্প্রতি অধুনা ভবানেব সর্ব্বং তেষাং তু কতমোঽপি ন দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ। ননু বলবতা নিভালনেন নিষ্টঙ্ক্য কথ্যতাং তত্রাহ সম্যক্‌প্রকারেণ প্রতিজানে প্রতিজ্ঞায়ৈব ইদং ব্রবীমীতি। শ্রীর্জায়া যস্য স শ্রীজানিঃ। হে শ্রীজানে হে লক্ষ্মীকান্ত অমী সর্ব্বে ভবদংশা লক্ষ্মীকান্তাশ্চতুর্ভুজা দৃশ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ১৩০ ॥

ইতি কথয় ইতি তদ্বাক্যেন ইতিহাসকথাং ইব কুমারয়ামাসেতি। কুমার ক্রীড়নে-চুরাদিঃ। তত্র তদানীমেব তং প্রতি স্বরহস্যজ্ঞাপনেচ্ছায়াং ভগবতোঽয়মভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ। যদি প্রথমমেব ব্রবীমি তদা দয়ালুসরলস্বভাবস্য মদগ্রজস্য তেষাং তাদৃশাবস্থাসহনাশক্ত্যা কোপেন ব্রহ্মণোঽপি দণ্ডনে প্রবৃত্তিসম্ভবাদেতল্লীলানির্ব্বাহো মে ন স্যাৎ। যদি তন্নির্ব্বাহানন্তরমেব ব্রবীমি তদা তদানীমেব হন্ত কিমিতি নাব্রবীঃ কাত্র ক্ষতিরভবিষ্যৎ তথাভূতত্বং তব নাভালিতং ময়েতি তচ্ছোচনয়া বৈরস্যমেব যদি পুনর্ন ব্রবীম্যেব। তদা তৎ কথনাযোগ্যতাদৃশে সখ্যৌ তস্মিন্ বিশ্রম্ভাযোগেন সখ্যরসস্যৈব হানিঃ বর্ষে সমাপ্তপ্রায়েতু কথনেন কিঞ্চিদনবদ্যমিতি। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তগত্যাতু তাদৃশস্য মহাপুরুষাদ্যংশিনঃ শ্রীবলদেবস্যাপি মোহকত্বেন মহাস্বয়ংভগবত্বজ্ঞাপকেন তস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহনে কৈমুত্যমেবানীতমিতি ॥ ১৩১ ॥

সকল গোবৎস দেখিতেছি, ইহারা সত্যই নীতিজ্ঞ মুনিগণ। ইহাই আমার অখণ্ডবিশ্বাস। হে লক্ষ্মীকান্ত! সম্প্রতি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে শ্রীমান্ তুমিই সমস্ত। ইহাদের সকলকেই লক্ষ্মীকান্ত এবং ইহাদের সকলকেই চতুর্ভুজ দেখিতেছি। কারণ এই সকলেই তোমার অংশস্বরূপ ॥ ১৩০ ॥

এই বিষয়ে প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? তাহা তুমিই বর্ণনা কর। "ইহা এইরূপ, ইহা এইরূপ" ইতিহাসের কথার ন্যায় সেই সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া যশোদানন্দন আপনার লীলা প্রকাশ করিলেন ॥ ১৩১ ॥

এবং বৎসর-বৎস-রক্ষণ-ক্ষণকৌতুকে সংবৃত্তপ্রায়ে প্রায়েণ হি ভগবন্মহিম--হিল্লোলগণগণনায়াং প্রবৃত্তো বৃত্তোহঃ স্বয়ম্ভূঃ স্বয়ং ভূর্লোকমাগত্য চোরিতেষু মায়াবৎস-বৎসপেষু তত্র কিং বৃত্তমিতি বৃত্তমিতিরহিতস্য তস্য বৃত্তমবগন্তুকামঃ কামপি সাধ্বসাধ্বসতামালম্ব্য দূরত এব তথাবিধান্ বিবিধান্ বিলোক্য বৎস-বৎসপান্ বিস্মিতবিস্মিতবিমনাঃ কথমমী ত এবাগতাঃ কিম্বা পরে কিম্বা প্রকৃতা এবামী ময়াপহৃতা বস্তুতোঽবস্তুতোদয়েনালীকা নালীকাসনস্য গলিতো গর্ব্ব ইতি ॥ ১৩২ ॥

এবং বৎসরং ব্যাপ্য বৎসরক্ষণকৌতুকে। বৃত্তঃ সমাপ্ত উহস্তর্কো যস্য সঃ। বৃত্তং চেষ্টা লীলেতি যাবৎ তস্য মিতিঃ পরিমাণং তদ্রহিতস্য। বৃত্তং বার্ত্তাং। অসাধ্বসতাং নির্ভয়তাং। বিস্মিতেন বিস্ময়েন বিগতং স্মিতং যস্য স চাসৌ বিমনাশ্চ। অবস্তুতা অবাস্তবং। অলীকা মিথ্যাভূতা মায়িকা ইত্যর্থঃ। নালীকাসনস্য কমলাসনস্য ইতি হেতোর্গর্ব্বো গলিতঃ॥ ১৩২ ॥

এইরূপে সম্বৎসর ব্যাপিয়া বৎসপালনের উৎসব-কৌতুক সমাপ্ত হইয়া আসিলে, যিনি প্রায়ই ভগবানের মহিমারূপ হিল্লোলরাশির গণনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার তর্ক সমাপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মা স্বয়ং ভূলোকে আসিয়া যে সকল মায়াময় বৎস এবং বৎসপালকদিগকে চুরি করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের কি হইল! এবং যাঁহার লীলাচেষ্টা অসীম, সেই ভগবানের সম্বাদ জানিতে ইচ্ছা করিয়া ভাল করিয়া কোনও অনির্ব্বাচ্য নির্ভীকতা অবলম্বন করিলেন। পরিশেষে দূর হইতেই দর্শন করিলেন যে, বৎস এবং বৎসপালকগণ যথাবিধানে বিচরণ করিতেছে। তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে হাস্য নষ্ট হইল এবং ব্রহ্মা ব্যাকুল হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ইহারা কি সেই সকল বৎস! তাহারাই কি এই স্থানে আসিয়াছে! কিম্বা ইহারা অন্য বৎস! অথবা ইহারা সত্যই সেই সকল বৎস হইবে! আমি যে সকল বৎস চুরি করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, সে সমস্তই অলীক এবং আমিও অবস্তু বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলাম।" এইরূপে পদ্মযোনি ব্রহ্মার গর্ব্ব গলিত হইয়া গেল ॥ ১৩২ ॥

স্বমনুগঞ্জয়ন্ ভগবতি পরমমায়াবিনি বিনিহিতমায়োঽহিত-মায়ো নলিনজো ন জোষয়িতুমাত্মানং প্রবভূব ॥ ১৩৩ ॥

অনভিজ্ঞ ইব স্বচরিতৈনৈবাকৃতী ভবন্ স্বয়ৈব মায়য়া স্বয়-মেব বদ্ধ ইতি বৈফল্যেনালীকা নালীকাসনস্য কৃতিরাসীৎ ॥ ১৩৪ ॥

অথ পুনরপি তান্ সমালোকয়তি সতি তস্মিন্।

সর্ব্বে পঙ্কজশঙ্খচক্রগদিনঃ শ্রীমচ্চতুর্ব্বাহবো-

ঽনন্তানন্দচিদেকমাত্রবপুষঃ সূর্য্যেন্দু-কোটিত্বিষঃ।

লীলোল্লাসিত-লোমকূপ-কুহরোন্মজ্জন্নিমজ্জত্তর-

অহিতং মিমীতে ইত্যহিতমায়ঃ। যদ্বা। অহিতা অপকারিণী অভদ্রা মা কান্তিস্তাং যাতীতি সঃ। অনুতাপেন ভ্রষ্টশ্রীরিত্যর্থঃ। জোষয়িতুং প্রীণয়িতুং আত্মানং ন প্রবভূব ন সমর্থোঽভূৎ ॥ ১৩৩ ॥

অলীকা মিথ্যাভূতা ॥ ১৩৪ ॥

লীলয়ৈব উল্লাসিতানাং লোম্নাং কূপকুহরেষু অতিশয়েন উন্মজ্জন্ত উদ্গচ্ছন্তস্তথা অতি-

পরম-মায়াবী ভগবানের নিকট এইরূপ মায়া প্রকাশ করিয়া তিনি আপনাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা ঐ কার্য্য করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি আর আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না ॥ ১৩৩ ॥

অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় আপনার চরিত্র দ্বারা আপনিই ভগ্নমনো-রথ হইলেন এবং আপনার মায়ায় আপনিই বদ্ধ হইলেন। এইরূপে নিষ্ফলতা ঘটিলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার কার্য্য অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩৪ ॥

অনন্তর পুনর্ব্বার যখন ব্রহ্মা, ঐ সকল বৎস এবং বৎসপালকদিগকে দেখিতে লাগিলেন, তখন সকলেরই দেহ সুন্দর চতুর্ভুজ হইল এবং সেই সকল দেহে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শোভা পাইতে লাগিল। সক-লেরই শরীর এক মাত্র অপরিসীম আনন্দ এবং চৈতন্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইল। কোটি কোটি সূর্য্য এবং চন্দ্রের তুল্য দেহপ্রভা উদিত হইল। ইঁহাদের লীলাদ্বারা যে সকল লোমকূপ উল্লসিত হইয়াছে, সেই

স্বেদাম্ভঃকণিকানিকায়-সদৃশব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডব্রজাঃ ॥ ১৩৫ ॥

কিঞ্চ।

শ্যামাঃ কুণ্ডলিনো মণীমুকুটিনঃ কেয়ূরিণো হারিণঃ
কূজৎকঙ্কণিনঃ ক্বণৎকটকিনো মঞ্জীরিণো নিষ্কিণঃ।
আকণ্ঠপ্রপদং লসত্তুলসিকামালালিঝঙ্কারিণঃ
খেলন্মেখলিনস্তড়িদ্দ্যুতিকর-শ্রীচেলিনস্তে বভুঃ ॥

অথ প্রতিজনমেকেন পরমেষ্ঠিনা দ্বাভ্যামশ্বিভ্যাং ত্রিভি-

শয়েন নিমজ্জন্তস্তত্রৈব লয়ং গচ্ছন্তঃ স্বেদাম্ভসাং কণিকাসমূহৈঃ সদৃশাঃ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডসমূহা যেষাং তে। অত্র সূক্ষ্মঃ কণঃ কণী ততোঽপ্যল্পার্থে কপ্রত্যয়েন পরমাণুভূতা অলক্ষিতা এবেত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

শ্রোত্রত্বগাদীনাং অধিষ্ঠাত্রীভির্দিগ্বাতাদিভির্দশভিস্তথা মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাণাঞ্চ সোম-ব্রহ্ম-রুদ্রৈরিতি ত্রয়োদশভিরিন্দ্রিয়াণি দশ মনশ্চৈকং মহাভূতানি পঞ্চেতি ষোড়শভিঃ। মানান্তরেণ তৎপ্রকাশকেন প্রমাণান্তরেণ নাধিগম্যমানাঃ কিন্তু স্বপ্রকাশতাশক্ত্যৈব স্বয়ং দৃশ্যমানা ইতি ভাবঃ। প্রতিজনং প্রত্যেকং নারায়ণং তে ব্রহ্মণা দদৃশিরে ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশাঃ।

সকল লোমকূপের গর্ত্তমধ্যে ঘর্ম্মজলের কণতুল্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভাণ্ড সকল একবার অতিশয় উঠিতেছে, একবার তাহারই মধ্যে অতিশয় লীন হইতেছে ॥ ১৩৫ ॥

অপিচ সকলেই শ্যামবর্ণ সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে, সকলেরই মস্তকে মণিময় মুকুট বিরাজ করিতেছে। সকলেই কেয়ূর এবং হার পরিধান করিয়াছেন। সকলেরই হস্তে বলয় এবং কটক শব্দ করিতেছে। সকলেরই চরণে নূপুর বাজিতেছে এবং সকলেই পদাভরণ পরিয়াছেন। সকলেরই কণ্ঠদেশ হইতে জানুদেশ পর্য্যন্ত তুলসীমালা শোভা পাইতেছে এবং তাহাতে অলিকুল ঝঙ্কার করিতেছে। সকলেরই কটিদেশে মেখলা খেলিতেছে। অধিক কি, সকলেই যে বসন পরিয়াছেন, তাহাতে সৌদামিনীর উজ্জ্বলশোভা বিরাজ করিতেছে। এইরূপে তাঁহারা সকলেই শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

অনন্তর ব্রহ্মা দর্শন করিলেন যে, প্রত্যেকেই নারায়ণ হইয়াছেন

গুণৈশ্চতুর্ভির্বেদৈঃ পঞ্চভিস্তন্মাত্রাভিঃ ষড়্ভির্ঋতুভিঃ সপ্তভির্ধাতুভিরষ্টভিঃ সিদ্ধিভির্বসুভিশ্চ নবভির্নিধিভিগ্রহৈশ্চ। দশভির্বিশ্বেদেবৈ--রেকাদশভীরুদ্রৈ--র্দ্বাদশভিরাদিত্যৈ--স্ত্রয়োদশভির্বহিরন্তরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবৈশ্চতুর্দ্দশভির্মনুভিঃ পঞ্চদশভিস্তিথিভিঃ ষোড়শভির্বিকারৈ-র্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাস্যমানা মানান্তরানধিগম্যমানা দদৃশিরে দৃশি রেচিতকৃপাতরঙ্গতয়া গতয়া চ সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্পদা কৃতাস্পদাঃ ॥ ১৩৬ ॥

এবমবলোকয়ন্নেব সর্ব্বমেব বাসুদেবময়মিতি জানন্নবিলম্বে-

দৃশি দৃষ্টৌ অন্তত্ববোধকমেকবচনং অপাঙ্গেষিত্যর্থঃ। রেচিতা সংপৃক্তা কৃপাতরঙ্গা যেষাং তেষাং ভাবস্তত্তা তয়া আগতয়া ব্রহ্মণোঽনুগ্রহার্থমিতি ভাবঃ। যদ্বা। স্বাভাবিক্যৈব তয়া আগতয়া স্থিরয়া কৃতাস্পদাঃ কৃতবাসা ইতি ॥ ১৩৬ ॥

ইত্থঞ্চ বৎস-বৎসপানাং প্রত্যেকমেব সপরিকরবৈকুণ্ঠনাথনিষ্ঠৈশ্বর্য্যশালিতামভিজ্ঞাপ্য ব্রহ্মাণং নির্ম্মদীকৃত্য তং দৈন্যব্যাকুলতোত্থপ্রেম্ণা সংশোধ্য পুনঃ পরমকৃপয়া স্বতেজসা সর্ব্বা-

---

এবং প্রত্যেক লোককে, এক ব্রহ্মা, দুই অশ্বিনীকুমার, সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণ, চারি বেদ, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ইত্যাদিক্রমে পঞ্চতন্মাত্র, শীত গ্রীষ্মাদি ছয় ঋতু, রক্ত, মাংস, মেদ প্রভৃতি সপ্ত ধাতু, অষ্ট প্রকার যোগসিদ্ধি এবং অষ্টবসু, নয় প্রকার নিধি এবং নয় নবগ্রহ, দশ জন বৈশ্বদেব, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের ত্রয়োদশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুর্দ্দশ মনু, পঞ্চদশ তিথি, এবং (জ্ঞান কর্ম্মভেদে দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ মহাভূত) এই ষোড়শ বিকার, যেন শরীর ধারণ করিয়া উপাসনা করিতেছে। অন্য কোন প্রকার প্রমাণদ্বারা ইহাদিগকে জানিতে পারা যায় না। কিন্তু স্বপ্রকাশ শক্তির উদয় হইলে স্বয়ংই সকলের দৃষ্ট হইয়াথাকে। সকলেরই অপাঙ্গদেশে কৃপাতরঙ্গ ভাসিতেছে। সকল প্রকার সৌন্দর্য্য সম্পত্তি আগমন করিয়া যেন ইহাঁদের দেহে বাস করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৩৬ ॥

এইরূপ দর্শন করিয়া, সমস্তই বাসুদেবময়, ইহা ব্রহ্মা জানিতে

নৈব দধ্যোদনকবলকরং রসায়নমিব সর্ব্বসুহৃদাং হৃদাং রঞ্জনং পরিতোষপরিতোষেণ পূরেব বপুরেব বহুলমাখেদয়ন্তং বৎসান্ বৎসপাংশ্চ সমনুসন্দধানং দধানঞ্চ কক্ষে বেত্রং বিষাণঞ্চ। জঠরপটপরীত-মুরলীকমলীক-মলীকবিমনস্কতা-বিরসমিব তত ইতো বিলোকয়ন্তমেকমেব বিচরন্তমেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যর্থমিব মূর্ত্তিমন্তমালোক্য নিরাবাধাপরাধাপরাজিত ইব চতুর্মুখঃ চতুঃসানুঃ কনকগিরিরিব দণ্ডবদ্ভুবি নিপপাত ॥ ১৩৭ ॥

হ্লাদকং মূলভূতং স্বরূপমপি দর্শয়ামাস ভগবানিত্যাহ দধ্যোদনেতি। এবঞ্চ বৎসরং যাবত্তেনৈব রূপেণ তস্যাবস্থিতির্গম্যতে প্রতিদিনং ব্রজে গমনঞ্চ স্বস্বরূপপ্রকাশদ্বৈতেনৈব। জনকশ্রুতদেবগৃহগমনবৎ তৎপ্রকাশে কালগমনঞ্চ সখীনামিব তস্যাপি সংক্ষেপেণৈব জাতং। কবলাদীনাং তথৈব স্থিতেরিতি জ্ঞেয়ং। নিরাবাধেন দৃঢ়েন অপরাধেন আ সম্যক্ পরাজিতঃ পরাভূত ইব ॥ ১৩৭ ॥

পারিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণও অবিলম্বে দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাস হস্তে ধারণ করিলেন। রসায়ন যেরূপ সকল লোকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ সমস্ত বন্ধুদিগের হৃদয় রঞ্জন করিতেন। পূর্ব্বমত চারিদিকে অসন্তোষ পূর্ব্বক, আপনার শরীর নিতান্ত খেদান্বিত করিতে লাগিলেন। বৎস এবং বৎসপালকদিগকে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কক্ষমধ্যে বেত্র এবং শৃঙ্গ ধারণ করিলেন। তিনি উদরের বস্ত্রে মুরলী রাখিয়াছিলেন। তিনি অলীক মনোদুঃখে অলীক কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া যেন চারিদিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি একাকীই বিচরণ করিতেছিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই শ্রৌত অর্থ, মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ভগবানের এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মা যেন দৃঢ়তর অপরাধে পরাজিত হইয়া, চারিটী সানুযুক্ত সুবর্ণগিরি সুমেরুর ন্যায় দণ্ডবৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন ॥ ১৩৭ ॥

সমনন্তরং সঞ্চারতো বিরতো বিহিতস্থিত স্থিতিরেব কেবল-মভূদভূতপূর্ব্বগাম্ভীর্য্যো বিবিধশক্তি-নর্ত্তকী নাট্যসূত্রধারঃ সকলগুণাধারস্তমালতরুকড়ম্ব ইব নিশ্চলঃ ॥ ১৩৮ ॥

তদনু চতুর্মুখচতুর্মুকুটকোটি-মহামণীন্দ্রমরীচিবীচয়ো ভগবচ্চরণকমলস্পর্শকাম্য এব ধাবন্ত্যো ভগবত এব চরণনখরমণিমঞ্জরীভিরনধিকারিতয়া নিবার্য্যমাণ ইব কুণ্ঠতামাপেদিরে যদি। তদা নালীকাসনো নালীকাসনো ভবন্ উত্থায়োত্থায় ভূয়ো ভূয়ো নত্বা যথাপরাধমতিনম্রতামুপগম্য তমস্তৌষীৎ ॥ ১৩৯ ॥

বিবিধাঃ শক্তয় এব নর্ত্তক্যস্তাসাং নাট্যে সূত্রধার ইতি পশুপবংশশিশুত্বনাট্যমিত্যস্য পদস্য মূলগতস্য ব্যাখ্যানরূপমিদং। ততশ্চ তত্র পশুপবংশশিশুত্বং চ তথাকারত্বেনৈব নটস্য ভাবো নাট্যঞ্চ তয়োর্দ্বৈন্দ্বৈক্যং তদ্বদ্বদিত্যর্থ ইতি ॥ ১৩৮ ॥

অলীকং অসনং দীপ্তির্যস্য সঃ। তথা ন ভবন্ ভগবচ্চরণনখকান্তিভিঃ স্পৃষ্টত্বাৎ ॥ ১৩৯ ॥

তৎপরে ভগবান্ ভ্রমণকার্য্য হইতে বিরত হইলেন। সেই স্থানে অভূতপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যভাব ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহাকে বিবিধ শক্তিরূপা নর্ত্তকীদের নাটকে সূত্রধার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন ভগবান্ সর্ব্বগুণাধার তমালতরুর অঙ্কুরের তুল্য কেবল নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলেন ॥ ১৩৮ ॥

তৎপরে চতুর্মুখ ব্রহ্মার চারিটী মুকুটের অগ্রভাগে যে সকল মহামূল্য রত্নরাজি বিদ্যমান ছিল, তাহাদের কিরণমালা, ভগবানের চরণকমলের স্পর্শ প্রাপ্ত হইবে বলিয়াই যেন ধাবমান হইল। অবশেষে ব্রহ্মার মুকুটমণির কিরণ সকল ভগবানের পদনখের রত্নকিরণদ্বারা যেন অনধিকারী বলিয়া নিবারিত হইল। তাহাতেই যেন উহারা কুণ্ঠিত হইয়া গেল। তখন ভগবানের পদনখের কান্তি স্পর্শ করাতে পদ্মাসনের দেহপ্রভা যেন সফল হইল। শেষে বারম্বার উঠিয়া বারম্বার নমস্কার করিয়া আপনার যেরূপ অপরাধ, সেই অনুসারে অত্যন্ত নম্রতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩৯ ॥

জয় জয় নূয়তে চিদববোধরসৈকময়ং
ঘনরুচি-চন্দ্রকস্তবক-গৌঞ্জিকহারভৃতঃ।
চলবনমালিকং কবলবেণুবিষাণভৃতো
বপুরিদমদ্ভুতং ব্রজপুরন্দরনন্দন তে ॥ ১৪০ ॥
অথ মদনুগ্রহার্থকমশেষবিশেষতয়া
প্রকটিতমদ্ভুতং যদিহ বৎসপ বৎসবপুঃ।
অপি লবমস্য ভো ন মহিমানমবৈমি বিভো
কিমুত তবেদৃশাযুতবিকাশবিকারকৃতঃ ॥ ১৪১ ॥
অপিচ চতুর্ভুজাঃ কমলকম্বুগদা বিভৃতো

অথ ব্রহ্মণশ্চতুর্ভির্মুখৈশ্চতুর্ভির্বেদৈরিব সা স্তুতিরিতি বেদস্তুতিচ্ছন্দসা নর্দ্দটকেনৈব তামুপনিবধ্নাতি। জয়জয়েতি হর্ষমাঙ্গল্যাভ্যাং। তে তব বপু র্নূয়তে স্তূয়তে। তব কীদৃশস্য চন্দ্রকাদিভৃতঃ তথা কবলাদিভৃতঃ। বপুঃ কীদৃশং চলা চঞ্চলা বনমালিকা যস্য তং। এবঞ্চ নৌমীড্য তেঽভ্র বপুষ ইত্যস্যার্থো বিবৃতঃ ॥ ১৪০ ॥

বৎসপবৎসানাং বপুর্বাসুদেবাকারং একমপি। তথাচ অস্যাপি দেব বপুষ ইতি ॥ ১৪১ ॥

তত্র সাক্ষাত্ত্বৈব কিমুতাস্যেতি সাক্ষাৎপদস্য তাৎপর্য্যং বিবৃণোতি অপি চেতি। কম্বুঃ

হে ব্রজরাজতনয়! আপনার জয় হউক আপনার জয় হউক। আপনি এরূপ মনোহর গুঞ্জাহার ধারণ করিয়াছেন যে, তাহাতে অত্যন্ত দ্যুতিশালী চন্দ্র সদৃশ একখানি স্তবক বিদ্যমান আছে। আপনি অন্নগ্রাস, বেণু এবং শৃঙ্গ ধারণ করিয়া আছেন। আপনার শরীর এক মাত্র চৈতন্যশক্তির আধার। আপনার শরীরে বনমালা আন্দোলিত হইতেছে। অতএব আমি আপনার এই অপূর্ব্ব শরীরের স্তব করি॥ ১৪০ ॥

হে প্রভো! অনন্তর আমার উপর অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অশেষ বিশেষ প্রকারে এই স্থানে যে অপূর্ব্ব বৎস এবং বৎসপালকদের শরীর প্রকটিত করিয়াছেন, আমি সেই শরীরের অণুমাত্র মহিমা জানিতে পারি না। অতএব আপনার এরূপ অসংখ্য বিকাশ রূপ বিকার প্রাপ্ত হইলে কিরূপে আপনার মহিমা জানিতে সক্ষম হইব? ॥ ১৪১ ॥

অপিচ, হে অখিলের কারণ! এই সমস্ত বৎস এবং বৎসপালকগণ

ঘনরসচিন্ময়া নিখিলভূতিভৃতঃ সকলাঃ।
ত্বমজিত কেবলং ললিতগোপতনুর্দ্বিভুজো
নহি বিকৃতিং প্রযাত্যখিলকারণ তে প্রকৃতিঃ ॥ ১৪২ ॥
অতিরসবর্ষিণীং তব পদাম্বুজভক্তিবিধা-
মহহ বিহায় যঃ প্রযততে হ্যববোধকৃতে।
ন স লভতে শ্রমাদপরমণ্বপি হন্ত ফলং
তুষবুষঘাততো নহি কদাপি ফলোপগমঃ ॥ ১৪৩ ॥
বিজহতি যে প্রয়াসমববোধবিধৌ সুধিয়ো

শঙ্খঃ অরিশ্চক্রং অখিলানাং ক্ষিত্যাদীনাং প্রাপঞ্চিকানাং অপ্রাপঞ্চিকানাঞ্চ সপরিকর-বাসুদেবাদিস্বরূপাণাং চ হে কারণভূত তথাপি তে তব প্রকৃতির্মূলভূতং স্বরূপং বিকৃতিং প্রাকৃতমপ্রাকৃতং বা বিকারং ন প্রাপ্নোতি। প্রকৃতিমেব নির্দিশতি ললিতগোপতনুর্দ্বিভুজ ইতি ॥ ১৪২ ॥

বিধা প্রকারঃ। অববোধো জ্ঞানং। তুষো ধান্যাদিবল্কলং খণ্ডিতং বুষোঽখণ্ডিতমিতি। তথা চ। শ্রেয়ঃস্থতিমিত্যাদি ॥ ১৪৩ ॥

স্ববানপি স্বাধীনোঽপি। তথা চ। জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্যেত্যাদি ॥ ১৪৪ ॥

চতুর্ভুজ হইয়াছেন, সকলেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিতেছেন, সকলেই ঘনরস চিচ্ছক্তি তুল্য এবং সকলেই অখিল-ঐশ্বর্য্য ধারণ করিতেছেন। হে অজিত! কেবল আপনিই সুন্দর গোপদেহ ধারণ করিয়া আছেন এবং আপনিই দ্বিভুজ। কারণ, আপনার প্রকৃতি কখনই বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৪২ ॥

হায়! যে ব্যক্তি জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত অতিশয় আনন্দরসদায়ক, আপনার পদারবিন্দের ভক্তিপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া বিষয়চেষ্টা করে, হায়! সেই ব্যক্তি পরিশ্রম ব্যতীত, অনুমাত্র অন্য ফল লাভ করিতে পারে না। কারণ, তুষ এবং বুষকে (আগড়াকে) আঘাত করিলে কখনই ফলোদয় হইতে পারে না ॥ ১৪৩ ॥

যে সকল পণ্ডিত, জ্ঞানবিধির জন্য কষ্ট পরিত্যাগ করেন, তাঁহা-

দধতি তবাঙ্ঘ্রি পঙ্করুহভাবমতীব দৃঢ়ং।
অতিকুতকী স্ববানপি কৃপাব্ধিতরঙ্গচল-
স্ত্বমজিত তৈর্জিতো ভবসি নাথ তদীয়বশঃ ॥ ১৪৪ ॥
কতি চ তে পুরা পরমহংস-বতংসগণা-
স্তবপদপঙ্কজে মদনুরাগবিলাসভৃতঃ।
তব চরিতামৃতশ্রবণকীর্ত্তনচিন্তনতঃ
কিমপি সনাতনং তব সুখেন পদং প্রযযুঃ ॥ ১৪৫ ॥
তদপি চ নির্গুণস্য তব পুণ্যগুণৈকনিধে-
র্নহি মহিমাঽমলাত্মভিরবৈতুমহো সুশকঃ।

বতংসোঽবতংসঃ। তথা চ। পুরেহ ভূমন্নিত্যাদি ॥ ১৪৫ ॥

নন্থ কেবলং ভজনাগ্রহ এব কিমিতি স্থাপ্যতে বহুশাস্ত্রবিচারানুথাপ্য জ্ঞানচ্ছিন্নসংশয়াদি-মালিন্যকেনান্তরাত্মনৈব তন্মহিমজ্ঞানসিদ্ধেস্তথা। তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতীত্যাদি শ্রুতের্জ্ঞানাগ্রহোঽপ্যুপাদেয় এবেতি তত্রাহ। তদপি চ তথাপি। তাদৃশে জ্ঞানে জাতেঽপীত্যর্থঃ। নির্গুণস্য প্রাকৃতগুণাতীতস্য তব মহিমা অবৈতুং জ্ঞাতুং ন সুশকঃ কথং তর্হি সুশকস্তত্রাহ

রাই আপনার অতিশয় দৃঢ় পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াথাকেন। আপনি অত্যন্ত লীলাময় এবং স্বাধীন। তথাপি আপনি আপনার কৃপাসমুদ্রের তরঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াথাকেন। হে অজিত! আপনি কৃপা-তরঙ্গের নিকট পরাস্ত হইয়া তাহার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৪৪॥

পুরাকালে পরমহংসের অলঙ্কার স্বরূপ কতিপয় জ্ঞানী, যাঁহারা আপনার পাদপদ্মের প্রকৃত অনুরাগ লীলা প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা আপনার চরিতামৃত শ্রবণ, চরিতামৃত কীর্ত্তন এবং চরিতামৃত চিন্তন করিয়া, পরমসুখে আপনার অনির্ব্বাচ্য সনাতনধামে গমন করিয়াছেন ॥ ১৪৫ ॥

যদিচ আপনি গুণাতীত, যদিচ আপনি পবিত্র গুণের একমাত্র নিধি, হায়! তথাপি বিমলচেতা মহাত্মগণ, কিছুতেই আপনার মহিমা জানিতে সক্ষম নহেন। অপরের ইহা নিতান্ত অবোধ্য বলিয়া, যদি

অনুভবমাত্রতঃ পরমনন্যবিবোধ্যতয়া-
ঽপ্যবিকৃতিতো ভবেদযদি ভবত্যপি নেতরথা ॥ ১৪৬ ॥
তব গুণসাগরস্য গুণমেকমপীশ্বর কে
গণয়িতুমীশতে হিতকৃতে হ্যবতীর্ণবতঃ।
অপি ধরণীরজাংস্যপি চ ভানি তুষারকণা
অপি গণনীয়তাং দধতি কস্য চ কালবশাৎ ॥ ১৪৭ ॥
তব তদনুগ্রহগ্রহিলতাধ্বনি দত্তদৃশো

অনুভবমাত্রতঃ ভজনমাত্রোত্থাৎ কেবলাদনুভবাদেব যদি মহিমা অবৈতুং সুশকো ভবেত্তর্হি ভবতু ইতরথা শাস্ত্রোত্থজ্ঞানাদিভ্যস্তু ন ভবত্যেবেত্যর্থঃ। যদি শব্দঃ কাৎস্ন্যেন মহিমজ্ঞানাভাবজ্ঞাপকঃ। কীদৃশাৎ অবিকৃতিতঃ প্রাকৃতবিকাররহিতাৎ তথা চ তথাপি ভূমন্নিত্যাদি ॥ ১৪৬ ॥

তব মহিমজ্ঞানং দূরে বর্ত্ততাং। ত্বদীয়স্যৈকস্যাপি গুণস্য মহিম্নো বার্ত্তা দূরে তস্য গণনমপি দুষ্করমেকস্যাঽপি ভেদপ্রভেদানামানন্ত্যাদিত্যাহ তব গুণেতি। কস্য চ কস্যাঽপি গণনীয়তাং দধতি কেনাপি কালবশাদ্গণনার্হাণি ভবন্ত্যপি। তব ত্বেকমপি গুণং কে গণয়িতুমীশতে ন কেঽপীত্যর্থঃ। তথা চ। গুণাত্মনস্তেঽপীত্যাদি ॥ ১৪৭ ॥

কে তর্হি কৃতার্থাস্তত্রাহ তবেতি। নিয়তিরদৃষ্টং। তথা চ। তত্তেঽনুকম্পামিত্যাদি ॥১৪৮॥

প্রাকৃতিক বিকারশূন্য ভজনমাত্র সম্ভূত, কেবল অনুভব হইতেই মহিমা সুখে জানিতে পারা যায়, তবেই জানা হইল, নতুবা শাস্ত্রজন্য জ্ঞানাদি দ্বারা ভগবানের মহিমা জানিবার কোনও উপায় নাই ॥ ১৪৬ ॥

হে ঈশ্বর! আপনি গুণের সাগর। আপনি জগতের হিতের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগতে কেহ কখনও যদি পৃথিবীর ধূলিরাশি, আকাশের নক্ষত্র সমূহ এবং তুষারকণা সকল গণনা করিতে পারে, কিন্তু হে নাথ! আপনার একটীও গুন গণনা করিতে কেহই সক্ষম হইতে পারে না ॥ ১৪৭ ॥

যাহারা আপনার সেই সুপ্রসিদ্ধ অনুগ্রহ লাভের পথে দৃষ্টি

নিজনিয়তিক্রমোপগতদুঃখসুখোপভুজঃ।
বচনবপুর্মনোভিরনুসন্দধতশ্চ ভবৎ-
পদকমলং ভবন্তি তব ধামনি দায়ভৃতঃ॥ ১৪৮
অথ মদভব্যতাং কলয় নাথ জগদ্বিরলাং
ত্বয়ি পরমেশ্বরে প্রথিতমায়িকিরীটমণৌ।
স্ববিহিতমায়য়া স্বয়মিহাস্মি বিমোহিতধী-
রনলকণঃ ক্ব চ ক্ব চ মহাপ্রলয়জ্বলনঃ॥ ১৪৯॥
পুরুকৃপ মৃষ্যতাং মম মহানপি মন্তুরয়ং
সহজরজোভুবঃ পৃথগধীশ্বরভারভৃতঃ।

অহন্তু তেষাং মধ্যে কতমোঽপি ন ভবামি কিন্তু পরমমন্দবুদ্ধিরেবেত্যাহ অথেতি। তথা চ। পঞ্চেশ মেঽনার্য্যমিত্যাদি॥ ১৪৯॥

মন্তুরপরাধঃ। বলবান্ অজোঽহমিত্যবলেপোঽহঙ্কারঃ। কথং তর্হে তাদৃশাপরাধবতি ত্বয়ি

নিক্ষেপ করিয়া আছে যাহারা আপনার অদৃষ্টে ক্রমাগত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াথাকে এবং যাহারা কায়মনোবাক্যে আপনার পাদপদ্ম অনুসন্ধান করিয়াথাকে, তাহারা আপনার ধাম বিষয়ে দায়ভাগী হয় অর্থাৎ আপনার অক্ষয়ধাম প্রাপ্ত হয়॥ ১৪৮॥

অনন্তর হে নাথ! আমি যে আপনার উপর অভব্যতা করিয়াছি, তাহা জগতে নিতান্ত বিরল। আপনি সুবিখ্যাত-মায়াবিদিগের অগ্রগণ্য এবং আপনি পরমেশ্বর। আমি আপনার উপরে যে এই স্থানে মায়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই নিজের মায়ায় স্বয়ং আমিই মোহিত-চিত্ত হইয়াছি। দেখুন, মহাপ্রলয়ের অগ্নিই বা কোথায়! এবং সামান্য অনলের কণই বা কোথায়! এই দুইটী যেরূপ পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্, সেইরূপ আপনার নিকটে আমার মায়া প্রকাশ করাও নিতান্ত অসদ্বুদ্ধির কার্য্য॥ ১৪৯॥

হে কৃপার্ণব! আমি স্বাভাবিক রজোগুণের আধার, এই হেতু আমি পৃথক্ অধিপতির ভার গ্রহণ করিয়াথাকি। "আমি অজ" এই

বলবদজাবলেপপরিলেপ-মহান্ধদৃশঃ কুমতে-
রয়ি ময়ি নাথবানয়মিতীব বিধেহি কৃপাং ॥ ১৫০ ॥
ক্ব মহদহংমহীখমরুদম্বুকৃশানুসমা-
বৃতজগদণ্ডভাণ্ডগতসপ্তবিতস্তিতনুঃ।
অহমহহ ক্ব চেদৃশপরার্দ্ধপরাণুগতা-
গতপথরোমকূপনিকরেশ ভবেশ্বরতা ॥ ১৫১ ॥

কৃপাসম্ভাবনাপীতি। তত্র কৃপোদ্গমপ্রকারং স্মারয়তি ময়ি নাথেতি। যদ্যপ্যসাবন্তত্র স্বয়মেব প্রভুমন্যস্তথাপি ময়ি বিষয়ে নাথবানেবায়ং এতস্য নাথ এবাহং অয়ন্তু মদ্ভৃত্য এবেতি-প্রকারকেণ ইব পরামর্শেন স্বনিষ্ঠেন কৃপাং বিধেহি। কিন্তু মন্নিষ্ঠং তদুদ্গমকং কিঞ্চিদপি লক্ষণং নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ। তথা চ অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুতেত্যাদি ॥ ১৫০ ॥

নন্বহমেব সর্ব্বজগৎপ্রভুরিতি সত্যমেব ত্বমপি চেদন্যত্র স্বপ্রভুতাং খ্যাপয়সি তর্হি ত্বয়ি স্পর্দ্ধৈব মে যোগ্যা নতু কৃপেতি তত্র নহি নহীত্যাহ ক্ব মহদিতি। স্পর্দ্ধা হীষৎসাম্যেঽপি ভবতি তব মমতু বহ্বেবান্তরমিতি ভাবঃ। মহদাদিভিঃ সমাবৃতং জগদণ্ডমেব ভাণ্ডং তদ্গতা তদন্তর্ভূতা স্বমানেন সপ্তবিতস্তিময়ী তনুর্যস্য সোঽহং ক্ব হে ঈশ তবেশ্বরতা বা ক্ব। অত্যন্তা-ঽসম্ভবজ্ঞাপকং ক্বদ্বয়ং। তত্রাপি সপ্তবিতস্তিমিতত্বং স্বস্য নিকৃষ্টপুরুষত্বসূচকং মহাপুরুষা হি স্বমানেন নববিতস্তয়ো ভবন্তীতি। ঈদৃশানাং জগদণ্ডভাণ্ডানাং পরার্দ্ধসংখ্যানাং পরমাণু-তুল্যানাং গতাগতস্য প্রবেশনির্গমস্য পন্থানো রোমকূপনিকরা যস্য হে তথাভূত। ইতি তদংশ-ভূতপ্রথমপুরুষকারণার্ণবশায়িত্বেনোক্ত্যা সাক্ষাত্তস্যাংশিনঃ পরমকৈমুত্যমানীতং। তথা চ। ক্বাহং তমো মহদিতি ॥ ১৫১ ॥

বলিয়া আমার যে সাতিশয় অহঙ্কার আছে, সেই অহঙ্কারের স্পর্শে আমি একেবারে জ্ঞানান্ধ হইয়াছি। আমি নিতান্ত দুর্ম্মতি। অতএব "ব্রহ্মা আমার ভৃত্য, আমি ব্রহ্মার স্বামী", এইরূপ বোধ করিয়া আমার প্রতি কৃপা বিধান করুন ॥ ১৫০ ॥

হে ঈশ্বর! আপনার রোমকূপের পথ দিয়া ঈদৃশ পরার্দ্ধসংখ্যক পরমাণু তুল্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভাণ্ড সকল অবিরত যাতায়াত করিতেছে। অতএব মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম পরিবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভাণ্ডের অন্তর্গত (আমার হস্তপরিমাণে) আমার সপ্তবিতস্তি-পরিমিত দেহই বা কোথায়! এবং হায়! আপনার এইরূপ ঈশ্বরত্বই বা কোথায়! এই দুই পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন ॥ ১৫১ ॥

অপি জননীজনোদরগতস্য শিশোশ্চরণো-
দ্গমনবিধির্ভবেন্ন জননীষ্বপরাধকরঃ।
ত্বদুদরবর্ত্তিনী নিখিলজীবঘটেতি বিভো
ত্বমসি জগৎপ্রসূরিতি সমক্ষকৃতোহনুভবঃ ॥ ৫২ ॥
অথ জলশায়িনো ভগবতশ্চ তবৈব তনো-
রহমভূবমীশ্বর ততোহসি মমাপি পিতা।
নহি জনকোহসতস্তনুভুবোহপ্যপরাধকৃতঃ
পরিহরতে নিসর্গসুতবৎসলতাকুশলঃ ॥ ১৫৩ ॥

অথ স্বাপরাধক্ষমাপণে যুক্তিমুত্থাপয়ন্, পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ ইতি ভগবদ্গীতাপ্রামাণ্যসাক্ষাৎকারেণ পিতৃব্যবধানং বিনৈব মাতৃত্বং তথা মাতৃব্যবধানং বিনৈব চ পিতৃত্বং তস্য গর্ভোদশায়িপুরুষত্বেনাহ শ্লোকদ্বয়েনাপীত্যাদিনা। তত্র যথা মাতৃত্বে গর্ভে ধারণমেব লিঙ্গং তথৈব পিতৃত্বেঽপি মত্তো ব্রহ্মা জায়তামিতি আধানস্থানীয়া ভগবদিচ্ছৈব লিঙ্গমবগন্তব্যং। তথা চ। উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্যেত্যাদি ॥ ১৫২ ॥

অপরাধকারিণোহপি তনুভুবঃ পুত্রান্ নহি পরিহরতে ন ত্যজতি। তত্র হেতু র্নিসর্গেতি। তথা চ। জগত্রয়ান্তোদধী ত্যাদি ॥ ১৫৩ ॥

অপিচ, শিশু যখন জননীর উদরে অবস্থান করে, তখন তাহার চরণ উত্তোলনকার্য্যে, জননীতে কোন অপরাধ হয় না। হে বিভো! নিখিলজীবসমূহ, আপনার উদরের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই কারণে আপনি জগতের মাতা হইয়াছেন। তাহা আমি অদ্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি ॥ ১৫২ ॥

হে ঈশ্বর! আপনি ভগবান্ এবং আপনি কারণার্ণবের জলশায়ী হইয়া আছেন। আপনার শরীর হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব আপনি আমারও পিতা হইতেছেন। দেখুন, পুত্রগণ যদি দুর্ব্বিনীত এবং অপরাধী হয়, তথাপি পিতা স্বাভাবিক পুত্রবাৎসল্যের অধীন হইয়া কখনই তাহাদিগকে ত্যাগ করেন না ॥ ১৫৩ ॥

নরনিকরায়ণং সকলদেহভৃতাত্মতয়া
সহজত এব তদ্ব্যভিধয়া চ ভবানপি সঃ।
ইতি হি তদাত্মজাপ্যহমধীশ তবাত্মভবঃ
কুরু করুণাং ক্ষমস্ব মম মন্তুমনন্তধৃতে ॥ ১৫৪ ॥
তদপি জলস্থিতং তব সদেব বপুঃ পরমং
জলগতৈব তস্য নিয়তা ন ভবেদ্ভগবন্।

নমু জলশায়ী নারায়ণ এব তব মাতা পিতা চেতি সত্যমেব। তেন গোপেন্দ্রস্নোর্মম-কিমায়াতং তত্র ন কেবলং তদংশিত্বেন ভবানেব স ইতি ন্যায়ঃ কিন্তু তন্নামনিরুক্তিরপি মুখ্যা ত্বয্যেব দৃশ্যত ইত্যাহ নরনিকরায়ণমিত্যাদি। সমূহার্থকাণন্তস্য নারশব্দস্য ব্যাখ্যা নর-নিকর ইতি। তস্য অয়নং আশ্রয়ঃ। কেন প্রকারেণ। সকলদেহভৃতাং সর্ব্বজীবানাং আত্মতয়া পরমাত্মত্বেন ইতি স্বভাবাদেব তদ্ব্যভিধয়া তন্নাম্নাঽপি স নারায়ণো ভবান্। সাক্ষাৎপ্রকৃতি-পরো যোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণোভূম্যাং হ বৈ ইতি তাপনীশ্রুতেঃ। কৃষ্ণমেনমবে-হি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনামিতি স্মৃতেশ্চেতি। অনন্তধৃতে ইতি পরমধৈর্য্যশালিত্বেন অক্ষোভ্য-তয়া তব ক্ষমা যুক্তৈবেতি ভাবঃ। তথা চ। নারায়ণস্ত্বং ন হীত্যাদি ॥ ১৫৪ ॥

নমু তর্হি। আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি তৎপ্রসিদ্ধনিরুক্ত্যা প্রাকৃততত্ত্বময়জলান্তঃপাতিত্বেন তদ্বপুষঃ প্রাকৃ-তত্বমায়াতং। তত্র নহি ন হীত্যাহ। তদপি জলস্থিতমপি তব বপুঃ সৎ সত্যমেব কিন্তু তস্য জলগতৈব জলাশ্রিতৈব ন নিয়তা সমস্ততত্ত্বানামাশ্রয়ভূতস্যাপি জলাপরিচ্ছিন্নস্য তদ্বপুষো

হে প্রভো! আপনি সমস্ত দেহধারি জীবের পরমাত্মস্বরূপ। সেই স্বভাবে সেই নাম ধারণ করিয়া আপনি সমস্ত জীবগণের আশ্রয়স্বরূপ হইতেছেন। সুতরাং সেই নারায়ণও আপনি। এই কারণে আমিও আপনার পুত্র এবং আমি আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। হে অনন্তধৈর্য্যশীল! আপনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ নহেন। অতএব দয়া করুন, এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ১৫৪ ॥

হে ভগবন্! আপনার পরম শরীর জলস্থিত হইলেও তাহা সত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আপনার সেই শরীর যে নিয়ত জলেই অবস্থান করিবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। আপনার অপরিচ্ছিন্ন শরীর, সকল তত্ত্বের আশ্রয় স্বরূপ। এই শরীর জলাশ্রিত হইলে জলদ্বারা

অথ পরিলোকিতং ন চ বিলোকিতমপ্যপরং
যদপি ময়া তবৈব মহিমা হি কৃপাকৃপয়োঃ ॥ ১৫৫ ॥
অথ কথমন্যথা জঠরমধ্যমধীহ বিভো
সমকলয়ৎ প্রসূস্তব সমস্তমধীশ জগৎ।
অসদিদমীক্ষ্যতে বহিরহো ন তবোদরগং

জলাশ্রিতত্বেঽপি ন জলপরিচ্ছিন্নত্বপ্রতীতিরেব ন বাস্তবীত্যর্থঃ। যদ্বা। জলগততৈব জলপরিচ্ছিন্নতৈব ন নিয়তা অপি তু জলপরিচ্ছিন্নতাপি। অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে তস্মিন্ পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদো ন বিরুদ্ধ্যেত ইত্যর্থঃ। নন্থ তদ্বপুঃ সত্যং চেদ্ব্রবে তর্হ্যেকবারং বিলোক্যাপি কিমিতি তৃতীয়স্কন্ধকথানুসারেণ ভবতা পুনর্ন বিলোকিতং তত্রাহ অথেতি। দর্শনাদর্শনং হি তব ক্রমেণ কৃপাকৃপয়োরেব মহিমা নতু সত্যাসত্যত্বজ্ঞাপকং তদেবেতি ভাবঃ। তথা চ। তচ্চেজ্জলস্থমিত্যাদি ॥ ১৫৫

তদ্বপুষঃ প্রাকৃতজলপরিচ্ছিন্নত্বে প্রতীতিরবাস্তবীতি ভবতৈব স্বয়ং দৃষ্টান্তীভবতা প্রদর্শিতমিত্যাহ অথেতি। অন্যথা যদি বপুষঃ প্রপঞ্চাশ্রিতত্বমেব স্যাদিত্যর্থঃ। তদা জঠরমধ্যং অধি অধিকৃত্য প্রসূর্মাতা সমস্তং জগৎ কথং সমকলয়ৎ সম্যগপশ্যৎ। সর্ব্বজগতামাশ্রয়ভূতমেব বপুর্নতু জগদাশ্রিতমিতি জ্ঞাপনার্থমেব মাতরং লক্ষীকৃত্য জঠরস্থং জগৎ ত্বয়া প্রকটিতমিতি ভাবঃ। কিন্তু বস্তুতঃ সিদ্ধান্তবিচারেতু বহিঃস্থিতং ইদং জগৎ অসৎ অসর্ব্বকালস্থায়ি-নশ্বরস্বরূপমেব তবোদরগতং তু ন তথা সত্যমনশ্বরস্বরূপমেব কারণত্বাদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ।

পরিচ্ছিন্ন বলিয়া যে প্রতীতি হইতেছে, তাহা সত্য নহে। পরে আপনার শরীর একবার দেখিয়াছি, কিন্তু আমি দ্বিতীয় বার তাহা দেখিতে পাই নাই। এই শরীর দর্শন এবং এই শরীর অদর্শন, ইহা ক্রমান্বয়ে আপনার কৃপা এবং অকৃপারই মহিমা বলিতে হইবে। নতুবা শরীরের দর্শন এবং অদর্শন, সত্য এবং মিথ্যার পরিচায়ক নহে ॥ ১৫৫ ॥

হে প্রভো! হে পরমেশ্বর! যদি আপনার দেহ প্রপঞ্চের অন্তর্গত হয়, তবে আপনার মাতা কিরূপে আপনার জঠরমধ্যে সমস্ত জগৎ অবলোকন করিয়াছেন? বাহিরে এই জগৎ মিথ্যা বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার উদরমধ্যে থাকিলে মিথ্যা বলিয়া দৃষ্ট হয় না।

ঘনচিতি কেবলং ক জড়জাতবিমিশ্রবিধিঃ ॥ ৫৬ ॥
পুরুরূপ যত্ত্বয়া জঠরবর্ত্তি তদেহ জগৎ
স্বসহিতমীক্ষিতং ন তদমুষ্য ভবেৎ প্রতিমা।
যদি ভবতীহ তৎপ্রতিমুখত্বমমুষ্য ভবে-
দথ ন চ মায়িকং তব বিনোদকলৈব হি সা ॥ ১৫৭ ॥

কেবলং ঘনচিতি ত্বদ্বিগ্রহে জড়তা তস্য বিমিশ্রবিধির্বিলিপ্তত্বপ্রকারঃ ক। নহি ঘনচৈতন্যে জড়প্রলেপঃ সম্ভবেদিত্যর্থঃ। ব্রজেশ্বর্য্যা ত্বজ্জঠরস্য তত্রস্থজগতশ্চ বৈধর্ম্ম্যেণানয়ুভূতত্বাদিতি ভাবঃ। তথা চ তত্রৈব মায়াধমনাবতার ইত্যাদি ॥ ১৫৬ ॥

নন্থ কিমেবং মন্যসে বহিঃস্থিতস্যৈব জগতো মজ্জঠরে প্রতিবিম্বোঽস্ত। মজ্জঠরস্থিতস্যৈব জগতো বা ছায়ারূপং বহিঃস্থিতং জগদস্ত তত্রাহ হে পুরুরূপেতি। ত্বৎরূপস্যৈব তব তত্ত্বং স্ফুরতি ন মমাত্র শক্তিরিতি ভাবঃ। তদা তস্মিন্ সময়ে ত্বয়া জঠরবর্ত্তি যজ্জগৎ ঈক্ষিতং দর্শিতং তৎ অমুষ্য বহির্ভূতস্য জগতঃ প্রতিমা ত্বয়ি দর্পণরূপে প্রতিবিম্বো ন ভবেৎ। তত্র হেতুঃ। স্বসহিতং ত্বৎসহিতং নহি দর্পণে দর্পণোঽপি দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ। যদি অমুষ্য বহির্ভূতস্য জগতস্তৎপ্রতিমুখত্বং ভবেৎ তস্য জঠরবর্ত্তিনো জগতঃ প্রতিচ্ছায়াত্বমিতি যষ্ঠী তৎপুরুষঃ। অথ তদা অদো বহির্ভূতং জগৎ মায়িকং ন চ স্যাৎ সত্যবস্তুনশ্ছায়াঽপি সত্যৈব ভবতি সর্ব্বকালস্থায়িত্বপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ। তর্হি কো নিশ্চয়স্তত্রাহ। সা তব বিনোদকলৈব অনির্ব্বাচ্যমেবেদমস্মাভিরিতি ভাবঃ। তথা চ। যস্য কুক্ষাবিতি ॥ ১৫৭ ॥

আপনার দেহ কেবল ঘনচৈতন্য স্বরূপ, তাহাতে আর কিরূপে জড়পদার্থের প্রলেপ সম্ভব হইবে ॥ ১৬৫ ॥

হে দয়ার্ণব! সেই সময়ে আপনি যে আপনার সহিত জঠরস্থিত জগৎ দেখাইয়াছিলেন। সেই জগৎ, এই বাহ্যজগতের প্রতিবিম্ব নহে। কারণ, আপনি দর্পণের তুল্য। দর্পণে কখনই দর্পণ দেখা যায় না। যদি এই স্থানে বহির্ভূত জগৎ, সেই জঠরস্থিত জগতের প্রতিবিম্ব হয়, তাহা হইলে এই বহির্ভূত জগৎ, মায়াময় হইতে পারে না। কারণ, সত্যবস্তুর ছায়া সত্যই হইয়াথাকে। যেহেতু তাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান আছে। ইহা কেবল আপনার বিনোদলীলা মাত্র, ইহা আমরা জানিতে পারি না ॥ ১৫৭ ॥

অথ যদমী ভবাংশ্চিদববোধরসৈকময়াঃ
স্বয়মভবন্বিভো স্বয়মথৈকক এব পুনঃ ।
তদপি চ মায়িকং যদি তদীয়জড়ত্বমিতি-
র্যদি জড়তা ততোঽনুভবসিদ্ধি-বিরোধবিধিঃ ॥ ১৫৮ ॥
তত ইদমূহ্যতে তব তু কাচিদহো ইয়তী
ব্যপমিতিরীশতা ত্রিভুবনৈকবিমোহকরী ।

অমী বৎস-বৎসপাদ্যাঃ নন্থ আদ্যন্তয়োরদৃষ্টত্বাৎ তৎ সর্ব্বং মায়িকমস্তু তত্রাহ তদপি চেতি। তদা তদীয়জড়ত্বস্য মিতিঃ প্রমিতিঃ স্যাৎ অস্তু কো দোষ ইতি চেত্তত্রাহ। যদি জড়তা স্যাত্তদা অনুভবস্য, সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয় ইত্যুক্তপ্রকারস্য সাক্ষাৎকারস্য যা সিদ্ধির্যুক্ত্যা নিষ্পন্নতা তস্যা বিরোধকারণমিতি। ন হ্যনুভবসিদ্ধে বস্তুন্যপ্রমাণ্যশঙ্কা সম্ভবতীতি ভাবঃ। তথা চ। অদ্যৈব ত্বদৃতে ইত্যাদি। তস্যায়মর্থঃ। ত্বদৃতে ত্বাং বিনা অন্যস্য মায়াত্বং ন দর্শিতং। কিন্তু দর্শিতমেব বৎস-বৎসপাদ্যাস্ততশ্চতুর্ভুজাদ্যাশ্চ ত্বমেব ভবসীতি ত্বদ্রূপা এব তে ইতি ন তেষাং মায়িকত্বং। ত্বদৃতে ইত্যনেন ত্বদ্ভিন্নানামেব মায়িকত্বোক্তেরিত্যাহ একোঽসীত্যাদি অদ্বয়ং ব্রহ্ম শিষ্যত ইতি বহূনামপি তেষাং ত্বৎস্বরূপত্বাত্ত্বমেবৈকো ভবসীত্যর্থ ইতি ॥ ১৫৮ ॥

ব্যপমিতির্নিরুপমা। ঈশতা ঐশ্বর্য্যং। ন, নৃতয়া নৃশব্দস্য মনুষ্যার্থত্বাৎ তেষাঞ্চ প্রকৃতি-

হে বিভো ! আপনি যেরূপ স্বয়ং সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইরূপ এই সকল বৎস এবং বৎসপালকগণ, সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং একে একে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৎস এবং বৎসপাল সকল, পূর্ব্বে এবং পরে দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া উহারা মায়িক নহে এবং উহাদের জড়ত্ব প্রমাণ করা যায় না। যদি জড়ত্ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, যাহাদিগকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া দেখা গিয়াছে, সেই অনুভূত বিষয়ের বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ অনুভবসিদ্ধ পদার্থে কখনই অপ্রামাণ্যের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ১৫৮ ॥

হায় ! এই কারণে এই সমস্ত দেখিয়াছি, তৎসমুদয় আপনার কোনও অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই ঐশ্বর্য্য অতুল্য এবং এরূপ ঐশ্বর্য্যদ্বারা একমাত্র ত্রিভুবন মোহিত হইয়াথাকে।

ঘনরসচিত্তয়া বহুবিধোঽসি ন বৈ নৃতয়া
তদিতরযোগিনাং তব চ ভেদ ইয়ান্ হি মহান্॥ ১৫৯॥
প্রথমত এককঃ স্বয়মভূরথ ভূরিতরা
সহচরবৎসকাবলিরভূরথ সাপি পুনঃ।
অজনি চতুর্ভুজা প্রতিজনঞ্চ ময়োপনুতা
পুনরসি চৈক ইত্যপি কলৈব ন তে কুহকং॥ ১৬০॥
তব পদবীমিমামবিদুষাং তু মনঃকুহরে
ভবসি হরে পৃথক্ পৃথগিব প্রতিভা ন পরঃ।

জন্মস্থান প্রাকৃততয়েত্যর্থঃ। তত্তস্মাৎ ইতরেষাং যোগিনাং তব চ ইয়ান্ এতাবান্ ভেদো মহানিতি তেষাং মায়িকরূপত্বেনৈব বহুরূপতা সামর্থ্যং তব তু ঘনরসচিদ্রূপত্বেনেতি। তথা চ। অদ্যৈব ত্বদৃতে ইত্যস্যৈব তাৎপর্য্যতো যুক্তিনির্দ্ধার ইতি॥ ১৫৯॥

ময়া ব্রহ্মরূপেণ উপনুতা স্তুতা কলৈব কৌতুকমেব। যদ্বা। তবাংশ এব ন কুহকং মায়েতি। তথা চ তস্যৈব পদ্যস্য। একোঽসি প্রথমমিত্যাদি॥ ১৬০॥

একক এব ভবান্ পৃথক্ পৃথগিব। ত্বত্তো হরঃ পৃথগ্ ব্রহ্মাঽপি পৃথগেব তত্রাপি যুক্তি-

---

আপনি ঘনরসচিচ্ছক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বহুরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাকৃতিক মানবরূপে বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন না। অতএব ইতর যোগিদিগের এবং আপনার এইমাত্র মহৎ প্রভেদ॥ ১৫৯॥

আপনি প্রথমে স্বয়ং একাকী ছিলেন। তৎপরে আপনিই আবার সহচর এবং বৎসসমূহরূপ ধারণ করেন। অনন্তর সহচর এবং বৎস সকল,পুনর্ব্বার প্রত্যেকে চতুর্ভুজ হইয়াছেন। আমি ব্রহ্মরূপে প্রত্যেক চতুর্ভুজ মূর্ত্তির স্তব করিয়াছি। কিন্তু আপনি সেই একাকীই আছেন। অতএব আপনার এই সকল বিষয় কেবল কৌতুক মাত্র, কিন্তু মায়াময় নহে॥ ১৬০॥

হে ভগবন্! যাহারা আপনার এই পদবী অবগত নহে, আপনি তাহাদের হৃদয়বিবরে যেন পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশিত হইয়াথাকেন।

অবনবিধান-নাশকর একক এব ভবা-
নিহ হরিরব্জজো ভব ইতীশ্বর তে কুহকং ॥ ১৬১ ॥
সুর-মুনি-মানুষাদিষু তবাবিরহো যদিদং
হিতকৃতয়ে সতামহিতসংবিধয়েঽপ্যসতাং।
তদখিলমংশতো যদপি তন্ন বিভো কুহকং
হ্যবয়বিনো বিরূপ ইহ নাবয়বপ্রকরঃ ॥ ১৬২ ॥
ত্বমসি পরাৎ পরঃ সকলশক্তি-কদম্বময়ঃ

দার্ঢ্যাভাবসূচক ইব শব্দঃ। ইতি এতদ্ভানং তে কুহকং মায়া। অত্র চ হরেঃ স্বরূপেণৈব ব্রহ্মরুদ্রয়োস্তু গুণাবতারত্বেনৈক্যমিতি মন্তব্যং। যদ্বা। স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে যজ্ঞাবতারেণেব ইন্দ্রত্বমিব ক্বচিৎ কল্পে বিষ্ণুস্বরূপেণৈব ব্রহ্মরুদ্রত্বমিতি তদপেক্ষয়ৈব উক্তং। তথা হ্যুক্তং ভাগবতামৃতে। ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মতাং প্রতিপদ্যত ইত্যাদীতি। তথা চ। অজানতাং ত্বৎপদবীমিত্যাদি ॥ ১৬১ ॥

গুণাবতারান্ প্রস্তূয় লীলাবতারানপি তদৈক্যেন প্রস্তৌতি। সুরাদিষু বামনাদিরূপেণাবিরাবির্ভাবঃ। তদখিলমংশত এব যদ্যপি তথাপি তৎ বিরাড়বন্ন কুহকং। তত্র হেতুঃ। অবয়বিন ইতি। নহি মানুষস্যাবয়বিনো হস্তপাদাদ্যা বিজাতীয়াঃ পশ্বাদিসম্বন্ধিনো ভবন্তি। তথা হি। সুরেষ্বিত্যাদি ॥ ১৬২ ॥

যদ্যপ্যেবমৈক্যং তথাপি পূর্ণত্বেনাবতারিত্বাৎ তেষাং মূলভূতত্বং পৃথগেব ইত্যাহ ত্বমসীতি। তে পরমস্বরূপাঃ ত্বন্তু পরাৎ পরঃ। তে যথোপযোগি-জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদিশক্তিপ্রকাশ

আপনি একাকী সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত। অতএব হে ঈশ্বর! ইহা কেবল আপনার মায়া প্রকাশ ॥১৬১

হে বিভো! দেবতা, মুনি এবং মানবাদির মধ্যে আপনার যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা কেবল সাধুদিগের হিতসাধন এবং অসাধুদিগের অহিতসাধনের নিমিত্ত। সেই সমস্ত যদি আপনার অংশ হয়, তাহা হইলেও তথায় মায়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ, এই জগতে অবয়বধারি মানবের হস্তপদাদি অবয়ব সকল বিজাতীয় পদার্থ অর্থাৎ পশ্বাদির মত বলিয়া গণ্য হইবে না ॥ ১৬২ ॥

হে প্রভো! আপনি পরাৎপর ও সমস্ত শক্তির মূলীভূত কারণ। আপনি পরম মহৈশ্বর্য্য অবলম্বন করিয়া, যাঁহারা অখিলের ঈশ্বর,

পর ভগবত্তয়া ত্বমখিলেশ্বরমূর্দ্ধমণিঃ।
ঘটয়সি দুর্ঘটং বিঘটয়স্যপি ভোঃ সুঘটং
তব মহিমা হি মাদৃশগিরাং ন ভবেদ্বিষয়ঃ ॥ ১৬৩ ॥
ক ইহ নু বেত্তি তে চরিতমণ্বপি ভূমতমো-
ত্তম ভগবন্ পরাত্মতমযোগবিদাং পরম।
ক্ব কতি কথং কদা যদয়ি যোগকলাং প্রথয়ন্
বিহরসি লীলয়া শিববিরিঞ্চিদুরাসদয়া ॥ ১৬৪ ॥
ইদমখিলং জগদ্যদপি নশ্বরমীশ্বর তে

বস্তুত্বং তু সকলশক্তিকদম্বময়ঃ। তে ভগবত্তয়া অখিলানামীশ্বরাস্তস্ত পরমভগবত্তয়া তেষামপি মূর্দ্ধমণিরূপঃ। তথা চ। কো বেত্তিভূমন্নিত্যস্যাভাসতাৎপর্য্যং ॥ ১৬৩ ॥

তে অবতারা ভূমানস্তস্ত ভূমতমোত্তম ইতি। এবং পরাত্মতমেত্যাদি। তথা চ। কো বেত্তিভূমন্নিত্যাদি ॥ ১৬৪ ॥

অসতোঽপি সত্তাপ্রদত্বাৎ ত্বমেব সাক্ষাদীশ্বর ইত্যাহ। ইদমখিলং জগৎ যদ্যপি নশ্বরঃ

তাঁহাদেরও মস্তকের মণিস্বরূপ। আপনি অঘটন ঘটাইয়া থাকেন এবং যাহা সুখে ঘটিয়া থাকে, তাহাকেও বিঘটিত করিয়া দিতে পারেন। অতএব আপনার মহিমা, কখনই মাদৃশ সামান্য ব্যক্তির বাক্যগোচর হইতে পারে না ॥ ১৬৩ ॥

হে বহুরূপ! আপনি ভগবান্ এবং আপনার অবতার সকল অসীম, অতএব আপনি সমস্ত অবতারের নিদান বলিয়া আপনার তুল্য আর বহুরূপী কেহই বিদ্যমান নাই। যাঁহারা পরমাত্মতত্ত্বের যোগে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সকল তত্ত্বজ্ঞানিদিগের মধ্যে আপনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আপনি শিব এবং বিরিঞ্চির অসাধ্য লীলা প্রকাশ করিয়া, কোন্ স্থানে, কোন্ কালে, কি প্রকারে এবং কত প্রকারে যোগকলা বিস্তার করিয়া যে বিহার করিতেছেন, এই জগতে কেহ আপনার সেই অপূর্ব্ব লীলা চরিত্র অণুমাত্রও বুঝিতে সক্ষম নহে ॥ ১৬৪ ॥

হে ঈশ্বর! নিখিল জগৎ নশ্বর অর্থাৎ মায়িক। সুতরাং আপ-

পুরুতরদুঃখদং বিরসমন্তত এব হি যৎ।
ত্বয়ি রসবোধ-নিত্যবপুষি প্রকটং বিলস-
স্তবতি ভবৎপদপ্রতিমমেব হি শাশ্বতিকং ॥ ১৬৫ ॥
ত্বমনিতরঃ পুরাণপুরুষঃ স্বয়মাত্মমহঃ-
প্রকরবিসারতঃ সমধিরূঢ়সমস্তভগঃ।
ঘনসুখচিদ্রসো রসবিলাসবিশেষময়ঃ
পুরুকরুণাময়ঃ ক ইহ তেঽস্তু কটাক্ষপদং ॥ ১৬৬ ॥

মায়িকত্বাৎ ত্বৎস্বরূপাদ্ভিন্নং তথাপি ত্বয়ি প্রকটং বিলসৎ ভবতি ত্বৎসেবোন্মুখং চেৎ স্যাৎ ভবতি তদা ভবতঃ পদং স্থানং ধাম তৎপ্রতিমমেব তৎসদৃশমেব শাশ্বতিকং নিত্যভূতং ভবতি। তথা চ। তস্মাদিদমিত্যাদি। তস্যায়মর্থঃ। মায়াত উদ্যদপি জগৎ মায়াবৃত্তিজাতমপি নিত্য-সুখবোধতনৌ ত্বয়ি বিষয়ে স্যাৎ ত্বৎসেবানুকূলং চেৎ স্যাদিত্যর্থঃ। তদা সদিব সত্যং বৈকুণ্ঠ-মিবাভাতীতি ॥ ১৬৫ ॥

অনিতরঃ ন বিদ্যতে ইতরো যস্মাৎ সঃ এক ইত্যর্থঃ। ভগ ঐশ্বর্য্যাদিঃ তব কটাক্ষপদং তিরস্কার্য্যঃ কোঽস্তু ন কোঽপীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ পুরুকরুণাময় ইত্যাদি। যদ্বা। তে তব পুরুকরুণাময়ত্বাদ্যুক্তলক্ষণস্য কটাক্ষপদং কৃপাবলোকাস্পদং কো ভবেৎ কস্য এতাদৃশং মহাভাগ্যমস্তীত্যর্থঃ। ভঙ্গ্যা তু কো ব্রহ্মা করুণাময়স্য তব কটাক্ষপদমস্তিত্যাশাস্তে চ। তথা চ। একস্ত্বমাত্মেত্যাদি ॥ ১৬৬ ॥

নার স্বরূপ হইতে ভিন্ন এবং বহু দুঃখপ্রদ ও পরিণাম-বিরস। কিন্তু আপনি জ্ঞানস্বরূপ নিত্য বিগ্রহ। তথাপি সেই দুঃখদ ও পরিণাম-বিরস জগৎ যদি আপনাতে প্রকাশ্যরূপে বিলসিত বা আপনার সেবা বিষয়ে উন্মুখ হয়, তাহা হইলে সেই (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) জগৎও আপনার স্থান বৈকুণ্ঠধামের তুল্য নিত্য হয় ॥ ১৬৫ ॥

হে প্রভো। আপনি এক অদ্বিতীয়। আপনি পুরাণপুরুষ। আপনি স্বয়ং তেজোরাশির প্রসারণে সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি নিবিড়সুখ এবং চৈতন্যরসময়। আপনার রসবিলাস প্রকাশে আপনি পরিপূর্ণ। আপনি নিরবধি করুণার সাগর। এই জগতে কে আপনার কটাক্ষ লাভের উপযুক্ত! অর্থাৎ কাঁহার এমন মহাভাগ্য আছে যে তিনি আপনার কৃপাকটাক্ষের আস্পদ হইতে পারেন? ॥ ১৬৬ ॥

গুণনিধিমীদৃশং ননু ভবন্তমুপাস্যতয়া
চরণসরোরুহে নিহিত-মত্তমনোভ্রমরঃ।
অনুপধি-চিদ্রস-প্রসরকান্তি-লসদ্বপুষং
ভজতি হি সদ্গুরোঃ করুণয়ৈব সুধীঃ কতমঃ॥ ১৬৭॥
তব চরণাম্বুজোল্লসদনুগ্রহ-শুদ্ধমতি-
স্তব নিজতত্ত্ববিদ্ভবতি কোঽপি পরঃ সুকৃতী।
নতু নিগমাগমাদ্যখিলশাস্ত্রবিচারণয়া

অনুপধেরুপাধিশূন্যস্য নিরঞ্জনস্য চিদ্রসস্য প্রসরঃ প্রকাশো যস্মাৎ তচ্চ অতএব কান্ত্যা লসচ্চ বপুর্যস্য তং। তথা চ। এবম্বিধং ত্বামিত্যাদি। তত্র আত্মাত্মতয়েত্যস্যার্থোঽনুপধীত্যাদিনা বিবৃতঃ কিরণরূপস্য নিরঞ্জনচিদ্রসময়স্যাত্মনোপ্যাত্মা পরমাশ্রয়ভূতং ত্বদ্বপুরিতি। অতো বিচক্ষত ইতি ত এব বিচক্ষণা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ। ইতি তেন সাক্ষাত্তবদুপাসকঃ কতম এব বিরলঃ সুধীস্তে পুনস্ত্বদ্বপুঃকিরণরূপব্রহ্মোপাসকাঃ সাক্ষাৎ ত্বচ্চিদ্রূপভজনত্যাগিনো মন্দধিয় এব বহব ইতি দ্যোতিতং। অতএব তৈরবিচক্ষণৈরত্র ভক্তিরসময়ে গ্রন্থে কিমিত্যেতদভিপ্রেত্য তন্নিষ্ঠাপ্রকারপ্রদর্শকং। আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতামিত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়মুল্লঙ্ঘিতমেবেতি॥ ১৬৭॥

নহু তর্হি কেবলব্রহ্মতত্ত্বমাত্র জ্ঞানপরা মামভজন্তো বিগীতাঃ সন্তু কিন্তু সাক্ষান্মাং ভজতামপি মত্তত্ত্বজ্ঞাপনার্থং তেষাং জ্ঞানিনামিব বেদাদিশাস্ত্রবিচারণমপেক্ষিতং স্যাদেব তত্র

হে ঈশ্বর! আপনার শরীরে উপাধিবিহীন চিৎরসের প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং আপনার দেহ প্রভাবিলসিত। আপনার তুল্য গুণনিধি আর কে আছে?। অতএব উপাস্যবোধে যে ব্যক্তি আপনার পাদপদ্মে স্বীয় মনোরূপ মত্ত-ভ্রমর নিহিত করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই সদ্গুরুর অনুকম্পায় আপনাকে ভজনা করিতে পারে। কিন্তু এরূপ সুধী জগতে অতি অল্পই আছে॥ ১৬৭॥

আপনার পাদপদ্মে যে অনুগ্রহ বিরাজিত আছে, সেই অনুগ্রহে যাহার বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে, এইরূপ কোন উৎকৃষ্ট পুণ্যশীল ব্যক্তি, আপনার নিজতত্ত্ব জানিতে পারিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার পাদপদ্মের অনুগ্রহ ভাজন হয়েন নাই, তিনি যদি অত্যন্ত সুনিপুণ এবং অত্যন্ত মহাত্মা এবং বেদ, আগম, পুরাণাদি নিখিলশাস্ত্রের বিচার

কৃতমতিরপ্যসৌ সুনিপুণোঽপি মহানপি যঃ ॥ ১৬৮ ॥
অত ইদমেব ভূরিতরভাগ্যমিহৈব জনুঃ
কিমপি যতো ভবেত্তব জনাঙ্ঘ্রিরজঃস্নপনং ।
স্বজনগণস্য জাতিকুলশীলধনাদি ভবান্
চরণরজোঽধুনাপি বত বেদবিমৃগ্যতমং ॥ ১৬৯ ॥
তদিহ মমাপ্যহো ভবতু জন্ম কিমত্র ভবে
কিমথ পরত্র গুল্মতরুপক্ষিপশুপ্রভৃতৌ ।

নেত্যাহ তবেতি। তথা চ। তথাপি তে দেবেত্যাদি ॥ ১৬৮ ॥

তত্রাপি ভক্তৈ্যকময়ে শ্রীবৃন্দাবনধাম্নি যে যৎ কিঞ্চিজ্জন্মমাত্রবন্তস্তেষাং ভাগ্যমাশাসান এব স্তৌতি অত ইতি। কিমপি তৃণগুল্মাদিসম্বন্ধ্যপি যতো জনুষঃ। নন্বত্র সক্ষান্ময্যপি তিষ্ঠতি মদীয়জনাঙ্ঘ্রিরজসি কোঽয়মত্যাগ্রহস্তত্র তেষামিব প্রেমাণং নিরূঢ়মাশাসানস্তানেব সগদ্গদং স্তৌতি স্বজনেতি। জাতীতি। অহো ত্বয়ি মমতা পরিপাটীতি ভাবঃ। অতএব বেদৈরপ্যতিশয়েন বিমৃগ্যমেব নতু প্রাপ্তং। তথা চ। তদ্ভূরিভাগ্যমিত্যাদি ॥ ১৬৯ ॥

তদেবাত্যৌৎসুক্যেন স্পষ্টমেবাহ তদিতি। অত্র ভবে ইতি স্বজনগণস্যেত্যস্য প্রক্রান্তত্বাৎ অত্র ভবে মনুষ্যমাত্রযোনৌ পুনরতিদৈন্যোদয়েন তত্র স্বস্য যোগ্যতাভাবমাশঙ্ক্যাহ পরত্র গুল্মেত্যাদি অনুলক্ষীকৃত্য তৎসঙ্গাৎ তাদৃশং ভজনমনুশিক্ষ্যে ইত্যর্থঃ। তত্র বৃন্দা-

---

করিয়া সুবুদ্ধি হইয়াথাকেন, তথাপি সেই ব্যক্তি আপনার তত্ত্ব জানিবার অধিকারী হইতে পারেন না ॥ ১৬৮ ॥

অতএব এই বৃন্দাবনে যদি জন্মে হয়, তাহা হইলে বহুতর ভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে। কিম্বা যে স্থানে আপনার আত্মীয় জনের পাদপদ্মের পরাগস্পর্শ হয়, তাহাও পরম ভাগ্য লাভের কথা। কারণ, আপনার আত্মীয় জনের জাতি, কুল, শীল এবং ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই আপনি। হায়! এখনও বেদশাস্ত্র আপনার পদরজ অন্বেষণ করিতেছেন কিন্তু প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ১৬৯ ॥

হে ভগবন্! অতএব আমারও যেন এই বৃন্দাবনে জন্ম হয়। আমার যেন এই মনুষ্যযোনিতে জন্ম হয়। অথবা তরু-লতা-গুল্ম-পশু-পক্ষি প্রভৃতি কোন যোনিতে জন্ম হয়। কারণ, বৃন্দাবনস্থিত তরু-লতা সকল,

অহমপি যেন তে চরণপদ্মনিধের্ভজনা-
ন্যনুচরণাম্বুজং তব ভজামি নিরস্তমদঃ ॥ ১৭০ ॥
স্বকৃতমহো অহোবত মহোন্নতি ঘোষজুষাং
যদসি পরং বৃহত্ত্বমসি চিদ্রসপূর্ণতনুঃ।
মহদহমোঃ পরঃ প্রকৃতিপূরুষয়োশ্চ পরঃ

বনস্থানাং তরুগুল্মাদীনাং পুষ্পপল্লবাদিপ্রসাধনপ্রদানৈঃ শুকাদিপক্ষিণামপি। প্রিয়ভাষণৈঃ গবাদিপশূনামপি ভারাদিবহনৈঃ প্রসিদ্ধং ভজনমস্তীতি। তথা চ। তদস্তু মে নাথ ইত্যাদি ॥ ১৭০ ॥

নন্বত্রত্যানামেষামেব কিং তদ্ভাগ্যং তত্র তন্নির্বক্তুং ন শক্যতে, কিন্তু, ফলেন ফলকারণমনুমীয়েত, ইতি ন্যায়েন কথঞ্চিদুচ্যতে ইত্যাহ স্বকৃতমিতি। অহো ইতি পুনরুক্তিরত্যাশ্চর্য্যে। বতেতি তত্রাপ্যতিচমৎকারে। মহতী উন্নতির্যস্য তৎ। মহদহমোমহত্তত্ত্বাহঙ্কারয়োর্ভঙ্গ্যাতু তদধিষ্ঠাতৃত্বাদ্ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ পরঃ। কিয়দেতৎ প্রথমকক্ষাগতং মাহাত্ম্যমিতি তয়োরপি পরয়োঃ প্রকৃতিপূরুষয়োরপি পরঃ। নন্থ বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুরিতি ব্রহ্মৈব বহুত্র সর্ব্বপরমভূতত্বেন শ্রূয়তে তত্রাহ। বৃহৎ ব্রহ্মপরং পরমভূতং সৎ ত্বমসি। ব্রহ্মণোহপি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদিশ্রুতিবাক্যৈস্তস্য তস্যাপ্যাশ্রয়ভূতশ্চিদ্রসপূর্ণতনুস্ত্বমেব ভবসীত্যর্থঃ। এবম্ভূ-

---

পুষ্পপল্লবাদি অলঙ্কার দানে, শুকাদি পক্ষী প্রিয়ভাষণে এবং গবাদি পশু সকল ভারাদি বহনে আপনার ভজনা করিয়াথাকে। অতএব যে কোনও প্রকারে আপনার পাদপদ্ম রূপ নিধির ভজন শিক্ষা করিয়া, অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পদারবিন্দ ভজন করিব ॥ ১৭০ ॥

হায়! ইহা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়! ইহার তুল্য পরম আশ্চর্য্য আর নাই। ব্রজবাসিলোকদিগের অপূর্ব্ব স্বকৃতি। ইহাঁদের পুণ্যের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করা অসাধ্য। আপনি মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারতত্ত্বের অতীত বিষয়। প্রকৃতিপুরুষ, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার তত্ত্বের অতীত। আপনি আবার সেই প্রকৃতি, পুরুষেরও অতীত বিষয়। যদিচ বৃহৎ এবং বৃংহণকারী বলিয়া ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াথাকে সত্য, কিন্তু আমি ব্রহ্মারও আশ্রয় এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা আপনিই ব্রহ্মার (আমার) আশ্রয়স্বরূপ এবং আপনিই চিচ্ছক্তিপূর্ণ শরীর ধারণ করিয়া

পরমসুহৃত্তমো বত যদীয় ইয়ানতুলঃ ॥ ১৭১ ॥
অহমিহ ধন্যতাং কিমনুবচ্মি গবাং সুদৃশা-
মপি জগদুত্তরাং জগদধীশ ভবান্ ভগবান্।
অপিবদনুত্তমং বত যদীয়-পয়োধরজং
রসমিহ বৎসবৎসপ-সলীল-শরীরধরঃ ॥ ১৭২ ॥
অথ মনুজাকৃতিং গতবতামিহ ঘোষভুবাং
করণকুলাশ্রয়াস্তব পদাম্বুজশীধু কিয়ৎ।

ত্বং যদ্যস্মাদ্ঘোষজুষাং ব্রজবাসিনাং পরমসুহৃত্তমঃ ন চ সুহৃদেব নাপি পরমসুহৃৎ নাপি পরমসুহৃত্তরশ্চেতি ভাবঃ। তত্রাপ্যতিবিস্ময়ে বতেতি। ইয়ান্ এতাবান্ অতুলঃ নিরুপমো-ঽপি ত্বং যদীয়ঃ স্বস্বামিসম্বন্ধেন যেষাং স্বামীত্যর্থঃ। তত্র তাদৃশঃ প্রেমৈব কারণমিতি ভাবঃ। তেন তৈরেব সেবিতৈস্তৎপ্রসাদেন ত্বং লভ্যসে নান্যথেত্যতঃ সাধূক্তং ময়া তব জনাঙ্ঘ্রি-রজঃস্নপনমিতি। তথা চ। অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যাদি ॥ ১৭১ ॥

তেষ্বপি মধ্যে মুখ্যমুখ্যতরাণাং মাহাত্ম্যং পুনরতীব দুষ্পারমিতি দিগ্দর্শনরীত্যা আহ অহমিহেতি। ইহ ব্রজে। পুনরিহেতি অত্র সময়ে। বৎসবৎসপেতি বহুবিধরূপধারণেন তৎ পানং তব মহাতল্লোভপারবশ্য ব্যঞ্জকমিতি ভাবঃ। তথা চ। অহোঽতিধন্যা ইত্যাদি ॥ ১৭২ ॥

করণকুলাশ্রয়া ইন্দ্রিয়কুলান্যাশ্রিত্য তদধিষ্ঠাতৃদৈবতত্বেন বয়মিত্যর্থঃ। অত্র যদ্যপ্যভিমন্ত-রাত্মন এব বিষয়ভোগো নতু তত্তৎকর্তৃণামিন্দ্রিয়াধিদেবানামিত্যধ্যাত্মসিদ্ধান্তস্তথাপি বুদ্ধৌ

থাকেন। আপনি এরূপ সর্ব্বশক্তিময় এবং সর্ব্বেশ্বর হইলেও ও আপনি এরূপ নিরুপম হইলেও আপনি যাহাদের অমূল্যধন এবং আপনি ব্রজবাসিদিগের যখন পরম সুহৃৎ, তখন ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে? ॥ ১৭১ ॥

হে জগদীশ্বর! আপনি ভগবান্ হইয়াও এই ব্রজে এই সময়ে, লীলাসহকারে বৎস এবং বৎসপালকদিগের শরীর ধারণ করিয়া যে সকল ধেনুর অত্যুৎকৃষ্ট দুগ্ধ পান করিয়াছেন, সেই সকল পুণ্যবতী সুন্দরী ধেনুগণের অলৌকিক ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? ॥ ১৭২ ॥

হে প্রভো! যাঁহারা এই ব্রজে মানবাকৃতি ধারণ করিয়াছেন, সেই সকল ব্রজবাসি লোকদিগের আমরাই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আপনার পাদপদ্মের অবশিষ্ট অল্পমাত্র যাহা মধু ছিল, আমরা তাহা

যদুপলভামহে তদবশিষ্টমনেন বয়ং
বহুসুভগা অমী কিমু ভবন্তু গিরাং বিষয়াঃ ॥ ১৭৩ ॥
বিষবিষমস্তনাপি কৃতমাতৃসুবেশতয়া
সমজনি পূতনা তব সুধাম্নি সহাবরজা।
ধন-জননী-বনাদ্যখিল-দানকৃতাং কিমহো
ব্রজপুরবাসিনাং বিবরিতেতি ভবাম্যপধীঃ ॥ ১৭৪ ॥

ব্রহ্মা তিষ্ঠতি চক্ষুষি সূর্য্যস্তিষ্ঠতি তমধিষ্ঠাতারং বিনা তু তত্তদিন্দ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠানামপি রূপরসাদীনাং গ্রাহকং ন স্যাদিতি সামান্যদৃষ্ট্যা অধ্যাত্মবিদাং প্রবাদোঽপি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোৎকণ্ঠ্যবতাং ব্রহ্মাদীনামানন্দহেতুকর্ত্তৃত্বমাত্রেণৈব ভোক্তৃত্বাভিমানস্বীকারাৎ প্রেয়ামেব বিলক্ষণেয়ং প্রক্রিয়া। দৃশ্যতে চান্যত্র পদ্যাবল্যাদৌ। মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধিরিত্যাদীতি। অন্যথা চিদানন্দময়বপুষা শ্রীভগবৎপরিবারাণাং তেষামিন্দ্রিয়াদেঃ প্রাকৃতত্বমেব ন শক্যতে বক্তুং। কুতস্তত্র প্রপঞ্চগতানাং ব্রহ্মাদীনাং প্রবেশ ইতি। তথা চ। এষান্ত ভাগ্যমহিতাচ্যুতেত্যাদি ॥ ১৭৩ ॥

কৃতো মাতুর্যশোদায়া ইব বেশো যয়া তস্যা ভাবস্তত্তা তয়া সুধাম্নি শোভনধাম্নি বৈকুণ্ঠে সমজনি সমভূৎ কিং বিবরিতা কং বরং ভবান্ দাস্যতীতি তদনুসারেণৈষামুচিতস্য বরস্যাঽসম্ভবাদৃণিত্বেন তবৈতৎ পারতন্ত্র্যং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। তথা চ। এষাং ঘোষনিবাসিনামিত্যাদি ॥ ১৭৪ ॥

লাভ করিতেছি! এই কারণে আমরাও পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। কিন্তু এই সকল ব্রজবাসি মানবগণের যেরূপ সৌভাগ্য, তাহা কি করিয়া বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যাইবে? ॥ ১৭৩ ॥

পূতনা রাক্ষসী আপনার স্তনে ভীষণ বিষ লাগাইয়া ছিল এবং আপনার মাতা যশোদার ন্যায় সুন্দর বেশ করিয়াছিল। তাহাতেই সে কনিষ্ঠভ্রাতার (বকের) সহিত আপনার সুন্দর বৈকুণ্ঠধামে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব হায়! এই সকল ব্রজবাসিগণ যখন আপনার জন্য ধন, জন, জীবন, মাতাপিতা এবং অরণ্য প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আপনি ইহাদের নিমিত্ত কি বর দান করিবেন? এই বিষয়ে আমার বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে ॥ ১৭৪ ॥

অথ বত লোভ-কোপ-মদ-মৎসর-কামমুখা
বিদধতি তাবদেব হি জনস্য মলিম্লুচতাং।
গৃহমপি তাবদস্য পরমেশ্বর বন্ধগৃহং
তব চরণাব্জয়োর্ন্ন খলু যাবদয়ং নিরতঃ॥ ১৭৫ ॥
অহহ বিদন্তি যেতু মহিমানমহো ভবতঃ
সুভগ বিদন্তু তে সুকৃতিনোঽতিবিদগ্ধধিয়ঃ।
ন হি বিবদামহে ন খলু তেষু ঘৃণাং তনুমো
মম তনুহৃদ্গিরামপদমেব ভবন্মহিমা॥ ১৭৬ ॥

এষাং তাদৃশস্য প্রেয়স্তাবদাস্তাং মহিমা দূরত এব সামান্যতো ভক্তেরেব মহিমা পরমাদ্ভুত ইত্যাহ অথেতি। মলিম্লুচতাং মালিন্যং। তথা চ। তাবদ্রাগাদয়স্তেনা ইত্যাদি॥ ১৭৫ ॥
ভগবদ্ভক্তিরহস্যোদ্ঘাটনচাপল্যেন স্বস্য ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞম্মন্যতামাত্রমাশঙ্ক্য সপ্রশ্রয়মাহ অহহেতি। অতিবিদগ্ধধিয় ইতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া শ্লেষেণ তু আকাশপরিমাতৃণামিব বিশেষতো দগ্ধৈব ধীস্তেষামিতি। তথা সুকৃতিন ইত্যত্রাপ্যকারপ্রশ্লেষ ইতি। ন বিবদামহ ইতি তৈর্বিবাদোঽপি পরমমূর্খতেতি ভাবঃ। ঘৃণাং ন তনুম ইতি ভবত্তত্ত্বনিশ্চয়চাপল্যমাত্রং কৃতবতো মমাপি তাদৃশত্বং জাতমেবেতি ভাবঃ। কিন্তু ভবৎকৃপয়া সাম্প্রতমেব সা মম মূর্খতা অপগতেত্যাহ মম ইত্যাদি। অপদমনাস্পদমগম্য এবেত্যর্থঃ। তথা চ। জানন্ত এব জানন্তিত্যাদি॥ ১৭৬ ॥

হে পরমেশ্বর! যে পর্য্যন্ত মনুষ্য আপনার পাদপদ্মের শরণাপন্ন না হয়, সেই পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য সকল সত্যই তাহা মালিন্য উৎপাদন করে এবং তাবৎকাল, তাহার গৃহ, কারাগার বলিয়া বোধ হয়॥ ১৭৫ ॥

হে সর্ব্বপ্রিয়! আহা! যাঁহারা আপনার বিস্ময়কর মহিমা অবগত আছেন, সেই সকল পুণ্যশীল এবং অতিসুচতুর মতি মহাত্মাগণই মহিমা অবগত হউন। এ বিষয়ে আমাদের কোনও বিবাদ নাই। এবং আমার সেই সকল লোকের প্রতি নিশ্চয়ই ঘৃণা প্রকাশ করিব না। কিন্তু আপনার মহিমা নিশ্চয়ই আমার কায়-মনো-বাক্যের অগোচর॥১৭৬॥

ইদমনুমন্যতাং কৃপণবৎসল যামি ভবৎ-
কৃতপরমেষ্ঠিতাস্পদপদানুপদঃ পদবীং।
অখিলজগজ্জনান্তরবিদেকচিদেকরসো
মম হৃদয়ঞ্চ বেৎসি তব দেব নমামি পদে ॥ ১৭৭ ॥

অথ তাদৃশ স্বযাজ্ঞায়াং তেনৈব কৃপয়তাপি ভগবতা কৃতমৌনেন যাবদধিকারমাধি-কারিকাণামিতি ন্যায়েন স্বস্য সত্যলোকপ্রস্থাপনমেব সাম্প্রতমভিপ্রেতমিত্যনুমায় সলালসাগর্ভবিনয়ং সময়োচিতমাহ। অনুমন্যতাং অনুমতিং কুরু। পদবীং সত্যলোকং যামি। কীদৃশঃ। ভবতৈব কৃতং স্বাজ্ঞয়া প্রযুক্তং যৎ পরমেষ্ঠিতাস্পদং পদং সৃষ্ট্যাদিব্যবসায়স্তেনৈবানুপদ্যতে অনুগচ্ছতীতি তথাভূতঃ। তেনাত্রাবস্থানানর্হতয়া তাদৃশ-ত্বদাজ্ঞাস্থায়িত্বমেব মম নিকৃষ্টদাসস্য যুক্তমিতি ভাবঃ। অখিলানামেব জগজ্জনানাং অন্তরং বেৎসি অতস্তন্মধ্যপতিতস্য মমাপি হৃদয়ং বেৎসি কিং ময়া স্বাভিলষিতং মুহুর্বিজ্ঞাপ্যমিতি ভাবঃ। তেনৈব তদধিকারান্তে মদভীষ্টং সম্পাদয়িতুং শ্রীভগবচ্চরণা এব প্রমাণমিতি দ্যোত্যতে। ন চ প্রাকৃতস্যেব তবাত্র বিস্মৃতিঃ সম্ভাব্যেতি দ্যোতয়ন্নাহ একো মুখ্যশ্চিদেকরসো জ্ঞানঘনরসময় ইত্যর্থঃ। তথা চ। অনুজানীহি মাং কৃষ্ণেত্যাদি, তদস্তু মে নাথ ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণবৃষ্ণিকুলপুষ্করেত্যন্তানাং মূলপদ্যানামর্থক্রমাণুরোধেন পাঠক্রমস্ত্যক্তঃ। অত্র পশুপাঙ্গজায়েতি স্তবোপক্রমানুরোধেনাত্যুপযুক্তত্বাভাবাদিব, প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপীতি, শ্রীকৃষ্ণবৃষ্ণিকুলপুষ্করেতি পদ্যদ্বয়ার্থৌ ন বিবৃতঃ। কিন্তু একচিদেকরসো নমামীতি পাদাভ্যামুট্টঙ্কিত এব। শ্রীমদ্ভাগবতশ্লোকব্যাখ্যাচাতুর্য্যবন্ধিয়াং। তদৈকার্থ্যরসাস্বাদে দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতং ॥ ১৭৭ ॥

হে দীনোবন্ধো! এক্ষণে আপনি আমাকে এই অনুমতি করুন। আপনি যে, আমাকে ব্রহ্মপদ দান করিয়াছেন, সেই পদের উপযুক্ত যে সকল সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য, তাহার অনুসরণ করিয়া এক্ষণে আমি আমার পদে অর্থাৎ সত্যলোকে, গমন করি। আপনি অখিল জগন্নিবাসি লোকদিগের অন্তঃকরণ অবগত আছেন। আমিও জগতের মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং আপনি আমারও হৃদয় জানিতেছেন। প্রাকৃতলোকের ন্যায় আপনি যে ভুলিয়া যাইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ, আপনি একমাত্র চিদানন্দরসে পরিপূর্ণ। অতএব হে দেব! আপনার পাদপদ্মযুগলে আমার নমস্কার জানিবেন ॥ ১৭৭ ॥

গতে স্বয়ম্ভুবি ভুবি স্থবিমলায়াং নবতৃণাঙ্কুরাচামোদারমোদা রভসেন চরন্তী পূর্ব্ববৎ সা বৎসাবলিরথ রথচরণপাণিনা দদৃশে॥১৭৮

তদনু কলকোমলগভীরহাঙ্কারকলিতচলনেঙ্গিতাঙ্গিতানুবিদ্ধ লঘুলঘুযষ্টিকাঘূর্ণনেন সসম্ভ্রমভ্রমণেন মুখবিবরবিগলদর্দ্ধাবলীঢ়তৃণাঙ্কুরনিকরকরম্বিতধরণিতলং বৎসকুলমনু মনুজাকৃতি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মমোহনানন্তরমনন্তরমণীয়রহস্য-হস্যমানপরমোপযোগি যোগিকুলং পূর্ব্বভোজনস্থলমনুসসার ॥ ১৭৯ ॥

সারভূতাং মুকুটমণিমিমমালোক্য তেঽপি তদনবলোকন-

নবতৃণাঙ্কুরাণাং আচামেন আস্বাদেন উদারো মোদো যস্যাঃ সা। রভসেন হর্ষেণ॥ ১৭৮॥ হাঙ্কারঃ পরাবর্ত্তনার্থং তাদৃশসঙ্কেতধ্বনিস্তেন কলিতং কৃতং চলনেঙ্গিতং তস্যাপি অঙ্গিতয়া অঙ্গিত্বেন অনুবিদ্ধং লঘুলঘুযষ্টিকাঘূর্ণনং তেন হেতুনা যৎ সসম্ভ্রমং ভ্রমণং তেন॥ ১৭৯ ॥ মানান্তরেণ প্রমাণান্তরেণ অনধিগম্যমানো ন জ্ঞায়মানো মহিমা যস্য তং। অহিরঘাসুর-

---

এই বলিয়া সত্যলোকে প্রস্থান করিলেন। তখন চক্রপাণি ভগবান্ বৎসদিগকে নব নব তৃণাঙ্কুরের আস্বাদনে নিতান্ত আনন্দিত ও পূর্ব্বমত সহর্ষে পরিষ্কৃত ভূতলে সঞ্চরণ করিতে দেখিলেন ॥ ১৭৮ ॥

তৎপরে ভগবান্ অতিমধুর কোমল অথচ গম্ভীর সঙ্কেতশব্দ করিয়া বৎসদিগকে যাইবার ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে যষ্টি ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই যষ্টিঘূর্ণনে এবং সবেগ-গমনে তাহাদের মুখবিবর হইতে অর্দ্ধাস্বাদিত তৃণাঙ্কুররাশি গলিত হইয়া পড়িল এবং তাহাদ্বারা ধরণীতল আচ্ছন্ন করিল। তখন এরূপ বৎসকুলের পশ্চাদ্দেশে মানবাকৃতি পরব্রহ্ম, ব্রহ্মাকে মোহিত করিবার পর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভোজন স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার পরমরমণীয় অসীম রহস্যকার্য্য দেখিয়া যোগিগণ হাসিতে লাগিলেন ॥ ১৭৯ ॥

সেই সকল সহচরগণও সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুকুটরত্নের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্বে তাঁহার অদর্শনে যে মনোমধ্যে উৎকণ্ঠা হইয়া

বৈমনস্যং বৈমনস্যহংঞ্জসা যদুপজগ্মুস্তদপহায় হায়নং গতমপি ক্ষণার্দ্ধ-মিব মন্যমানা মানান্তরানধিগম্যমানমহিমানমহিমানহারি-হারি-চরিতমুপব্রজন্তো নাভোজি ভোজিত-রিপুসমীক-বল কবল একো-হপি ভবন্তমন্তরেণেতি বদন্তো দন্তোজ্জ্বলকিরণমঞ্জরী-জরীজৃম্ভ্যমাণ-মধুরাধরা ধরাভরাপহারিণং হারিণং তমভিত আবব্রুঃ॥ ১৮০॥

তদনু দনুজদমনোহপি মনোহপিধায়িনীং সপ্রণয়মুবাচ বাচ-মতিমধুরতরাং। এবমেব মে প্রণয়লোভবতাং ভবতাং সুচিরময়ি ময়ি হৃদ্য-সৌহৃদ্য-সৌরভমিতি নিগদিতা দিতাখিলতাপা লতা-পাশবলয়-বলয়িতকরাঃ করাগ্রং ভগবত আধৃত্য এহি চিরারব্ধ-

---

অস্য মানহারি জ্ঞাননাশকং গর্ব্বহারীতি বা হারি মুগ্ধং চরিতং যস্য তং। একোহপি কবলো ন অভোজি। ভো ইতি সম্বোধনে। সমীকং সৈন্যং॥ ১৮০॥

মনসো হপিধায়িনীং প্রেম্ণা আচ্ছাদনকারিণীং। অয়ি সম্বোধনে। ময়ি বিষয়ে যৎ হৃদ্যং হৃদয়প্রিয়ং সৌহৃদ্যং তস্য সৌরভং তদ্বদিন্দ্রিয়াহ্লাদকত্বং। দিতঃ খণ্ডিতঃ অখিলতাপো

ছিল, শীঘ্র তাহা দূর করিলেন। ক্ষণার্দ্ধ সময় যেন একবৎসরের তুল্য বিবেচনা করিলেন। অবশেষে যাঁহার মহিমা অন্যপ্রমাণে জানা যায় না এবং যাঁহার চরিত্র অঘাসুরের জ্ঞান বিনাশ করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাঁহারা সকলেই উপস্থিত হইলেন। পরে বলিতে লাগিলেন, ভাই! কৃষ্ণ! তুমি রিপুদের সৈন্যবল জয় করিয়াছ। তোমা ব্যতীত আমরা একটী গ্রাসও আহার করি নাই। এই কথা যখন তাঁহারা বলিতে ছিলেন, তখন তাঁহাদের দশনপঙ্‌ক্তির উজ্জ্বল-কিরণমালায় মধুর অধর-দেশ অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহারা ভয়বিনাশি পরমসুন্দর সেই শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে বেষ্টন করিলেন॥ ১৮০॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ বলিতে লাগিলেন যে, আমরা ভোজ-নের সমাপ্তি করিব। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে তাঁহাদের যে সৌহৃদ্য আছে তাহার সৌরভে তাঁহারা অখিল-তাপ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের

মশনং সমাপয়ামো যামোঽশনায়াঃ পারমিতি মিতিরহিতকথা-মোদেন তেষাং জাতকৌতুকঃ স দানবনাশনো বনাশনোৎসবপরি-সমাপ্তিমভিললাষ ॥ ১৮১ ॥

অথ ভোজনরস উপরতে পরতেজসা তেন দিবসমণের্ললা-টন্তপস্যাতপস্যাপনোদায় বিনোদায় বিশ্রামেণ চ ক্ষণমলসতা-লসতামবয়বানাং খেলাখেদং প্রচ্ছায় প্রচ্ছায়-ললিত-তরুমূলমালম্ব-মানো লম্বমানোদারহারঃ সহচরোরুমূলকৃতোপধানো মহূর্ত্তং সুষ্বাপ সুষ্বাপতেয়মিব রমণীয়তাদেব্যাঃ ॥ ১৮২ ॥

যেষাং তে। অশনায়ায়াঃ ক্ষুধায়াঃ। অশনায়া বুভুক্ষা ক্ষুদিত্যমরঃ ॥ ১৮১ ॥

দিবসমণেঃ সূর্য্যস্য। কীদৃশস্য। পরতেজসা ললাটন্তপস্য। অসূর্য্যললাটয়োদৃ´শিতপোরিতি খশ্। তৎসম্বন্ধিন আতপস্য অপনোদায় নিবারণার্থং বিশ্রামেণ হেতুনা ক্ষণং বিনোদায় আনন্দার্থং। ভোজনহেতুকয়া অলসতয়া আলস্যেন লসতাং শোভমানানাং অঙ্গানাং খেলাজনিতং খেদং প্রচ্ছায় দূরীকৃত্য। ছো ছেদনে। প্রকৃষ্টা ছায়া যত্র তথাভূতং তরুমূলং। সুষ্বাপ। কীদৃশং। রমণীয়তাদেব্যাঃ শোভনং স্বাপতেয়ং ধনমিব। পথ্যতিথিস্বপতের্ঢঞিতি ঢঞ্। রমণীয়ত্বস্য সর্ব্বস্বভূতং তৎ শয়নমিত্যর্থঃ ॥ ১৮২ ॥

অপরিমিত কথার প্রমোদে ভগবানের কৌতূলহ জন্মে। তখন দানব-বিনাশী সেই ভগবান্, প্রেমদ্বারা হৃদয়ের আচ্ছাদনকারী বনভোজনের উৎসব শেষ ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৮১ ॥

অনন্তর ভোজনোৎসব সমাপ্ত হইলে উৎকৃষ্ট তেজে যিনি লোক-দিগের ললাট উপতপ্ত করিতেছিলেন, সেই দিনমণির আতপ-নিবা-রণের নিমিত্ত এবং বিশ্রাম করিয়া ক্ষণকাল আনন্দ করিবার নিমিত্ত, আলস্য হেতু যে সকল অঙ্গ শোভা পাইতেছিল, সেই সকল অঙ্গের খেলাজনিত খেদ দূর করিয়া, গলদেশে উদার হার ধারণ করিয়া এবং সহচরদিগের উরুমূলে উপধান (বালিশ) করিয়া রমণীয়তা দেবীর ধনের ন্যায় ছায়াপ্রধান তরুমূল অবলম্বন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল শয়ন করিলেন ॥ ১৮২ ॥

অথ ভগবন্নিলয়-লয়নার্থমিব গগনচত্বরত্বরমাণে চরমদিগ্বনিতা-নিতান্তপরভাগ-ভাগাতিশয়প্রণয়মহিম্নেব তদ্ভবনমালম্বিতুমুপক্রান্তেঽপক্রান্তে চ সকললোকতাপতোঽপতোষতয়া কমলিনী-মলিনীভাব-ভাবয়িতরি তরিমিব গগনপারাবার-পারাবারয়োঃ স্বমণ্ডলীমণ্ডলীনামিব চিকীর্ষতি ভগবতি গভস্তিমালিনি ॥ ১৮৩ ॥

ভগবতো নিলয়ে লয়নং সংশ্লেষঃ প্রাপ্তিস্তদর্থমিব গভস্তিমালিনি সূর্য্যে গগনচত্বরাৎ ত্বরমাণে সতীতি শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনাং তেষাং সুখময়গমনস্যাপ্রমাণত্বভানাৎ। সর্ব্বে সহচরাঃ শ্রীকৃষ্ণং পুরো নিধায় পুরঃ পুর্য্যাঃ পুরঃ অগ্রদেশস্য সমীপমুপসীদন্তি স্মেত্যন্বয়ঃ। গভস্তি-মালিনি কীদৃশে। চরমদিগেব বনিতা তস্যা নিতান্তপরভাগং অতিশয়শোভাং ভজতে তথা-ভূতো যোঽতিশয়প্রণয়স্তস্য মহিম্না ইব তদ্ভবনং আলম্বিতুং উপক্রান্তে কৃতারম্ভে। ততশ্চ সকললোক-কর্ম্মকাৎ তাপতো ঽপক্রান্তে নিবৃত্তে তদ্বনিতাবিরহসন্তপ্তেনেব তেন সকল-লোকতাপনাৎ। ততশ্চ অপতোষতয়া স্বকর্তৃকত্যাগেন গতসন্তোষতয়া কমলিনিষ্ঠা মলিনী-ভাবস্য ভাবয়িতরি উৎপাদকে। কিঞ্চ। স্বমণ্ডলীং নিজবিম্বং অণ্ড-লীনাং ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-লগ্নামিব চিকীর্ষতি। স্বমণ্ডলীং কীদৃশীং। গগনমেব পারাবারঃ সমুদ্রস্তস্য পারাবারয়োঃ পরা-বরতটয়োর্গমনার্থং তরিমিব নৌকামিব। শ্লেষেণ স্বমণ্ডলীং স্বগোষ্ঠীং। তথাভূতাং চিকীর্ষতি। তদ্বনিতাস্থানমেকাকিত্বেনৈব জিগমিষয়েতি ভাবঃ ॥ ১৮৩ ॥

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গৃহে গমন করিবেন বলিয়াই যেন কিরণমালী ভগবান্ সূর্য্যদেব গগনরূপ প্রাঙ্গণ হইতে ত্বরা করিতে লাগিলেন। পশ্চিমদিগ্-বধূর অত্যন্ত শোভাধারী যে প্রণয় ছিল, সেই প্রণয়ের মাহাত্ম্য বশতই যেন দিবাকর তদীয় ভবনে গমন করিবার নিমিত্ত উপক্রম করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সূর্য্যদেব, তদীয় বনিতার বিরহে সন্তপ্ত হইয়াই যেন লোকদিগকে তাপ দান করিতেন, এক্ষণে তিনি সকল লোকদিগকে তাপ দিবার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। আপনি ত্যাগ করাতে সন্তোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলিনীর মালিন্য উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অপিচ, গগনরূপ সমুদ্রের উভয়পারের (গমনের জন্য) নৌকার তুল্য আপনার প্রতিবিম্বকে যেন ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহের মধ্যে লগ্ন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন॥ ১৮৩॥

বেণুবিষাণধ্বনি-ধ্বনিতদিগ্বলয়া নিলয়ায় নিভৃতহৃদয়া হৃদয়াধিনাথেন তেন সহচরাঃ সর্ব্ব এব সর্ব্বতো বৎসান্ সমবহারয়ন্তো রয়ন্তোষস্যাসাদ্য ব্রজন্তো ব্রজন্তোয়দেন সহ নভো দিবসা ইব ভোগিনস্তস্যৈব পূর্ণাভোগং ভোগং বীক্ষ্য সকৌতুকমহো মহোজ্জ্বলং নঃ খেলাগহ্বরমিদং জাতমিতি পরস্পরং গদন্তোঽগদন্তোদহরমিব শ্রীকৃষ্ণং নিধায় পুরঃ পুরঃ সমীপং সমুপসীদন্তি স্ম ॥ ১৮৪ ॥

তত্র চ মাতৃস্তনপানোৎসুকতয়া সত্বরাগ্রচরণা রণাজিরোদি-

রয়ং বেগং। তোষস্য সন্তুষ্টেঃ। আসাদ্য প্রাপ্য। ব্রজং গোষ্ঠং। নভসঃ শ্রাবণস্য দিবসা ইবেতি তদবিনাভাবিত্বং ধ্বনিতং। ভোগিনঃ সর্পস্য তস্যৈব অঘাসুরস্য ভোগং শরীরং। ভোগং শরীরমিতি ভাগবৃত্তিঃ। পূর্ণাভোগং পূর্ণবিস্তারং। অগদং ঔষধং। তোদহরং ব্যথাহরং॥ ১৮৪ ॥

তত্র চ সমুপসাদনক্রিয়ায়াং। সর্ব্বে বৎসা উভয়তঃ অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চ ক্রমেণ ত্বরা অত্বরা

তখন সেই সকল সহচরগণ, বেণু এবং শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সকল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। গৃহে গমন করিবার জন্য সকলেই শূন্যহৃদয় হইয়াছিলেন। তখন শ্রাবণ মাসের দিবস সকল যেরূপ মেঘের সহিত অতিবাহিত হয়, সেইরূপ সেই সকল সঙ্গিগণ, হৃদয়নাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমস্ত বৎসদিগকে একত্র করিয়া লইয়া, সন্তোষের বেগতুল্য ব্রজ প্রাপ্ত হইলেন। সেই সর্পরূপি অঘাসুরের পূর্ণবিস্তারিত শরীর দেখিয়া সকৌতুকে বলিতে লাগিলেন, আহা! আমাদের ইহা মহা উজ্জ্বল খেলিবার গহ্বর জন্মিয়াছে। পরস্পর এই কথা বলিয়া ব্যথাবিনাশি ঔষধের তুল্য শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া নগরীয় অগ্রভাগের নিকটে উপস্থিত হইলেন॥ ১৮৪ ॥

যে সময়ে পুরীর নিকটে সকলে উপস্থিত হন, সেই সময়ে মাতার স্তন পান করিবে বলিয়া সকল বৎসগণের অগ্রবর্ত্তী চরণ সকল অত্যন্ত সত্বর হইল এবং যুদ্ধচত্বরে যাঁহার তেজঃপুঞ্জ উদিত হইয়াছিল, সেই উৎসবসম্পাদক এবং প্রাণরক্ষক ভগবান্ পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়াতে বৎস

ত্বরমহসি মহসিদ্ধিকৃতি পশ্চাদ্বর্ত্তিনি ভগবতি বিলম্বমানোত্তরচরণা ইব সর্ব্বে বৎসা উভয়তস্ত্বরাত্বরাভ্যাং সহজতোঽপি মন্থরগতয় এব বভূবুঃ ॥ ১৮৫ ॥

প্রবিষ্টে চ ব্রজপুরং ব্রজপুরন্দরনন্দনে কমলমধুরমুরলীরব-মধুভিঃ কূর্ব্বতি সকললোকশ্রুতিসেচনকমসেচনকমধুরিমণি রচয়তি সমস্তজনজীবনাগমনমিব স্নেহভরনির্ভর-নির্ভুগ্নহৃদয়াভ্যাং তন্মুরলীনাদগুণে নাদগুণেনাকৃষ্টাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রতোলীতলমুপসেদে ॥ ১৮৬ ॥

চ তাভ্যাং তত্র ত্বরায়াং হেতুঃ মাতৃস্তনেতি অত্বরায়াং হেতুঃ পশ্চাদ্বর্ত্তিনি ভগবতীতি। কীদৃশে। রণাজিরে যুদ্ধাঙ্গনে উদিত্বরং উদয়শীলং মহস্তেজো যস্য তস্মিন্। স্বজীবনরক্ষকে প্রেমসমুচিতমেবেতি ভাবঃ। মহসিদ্ধিকৃতি উৎসবসম্পাদকে ইতি তত্র প্রেম্নি তাদৃশবুদ্ধিপূর্ব্বককৃতত্বশঙ্কাপি নিরস্তা। সহজতোঽপি মন্থরগতয় ইতি ত্বরাতোঽপ্যত্বরায়া আধিক্যং বোধয়তি। তেন চ স্বাত্মদেহাদিতোঽপি তেষাং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাধিক্যং দ্যোত্যতে ইতি ॥ ১৮৫ ॥

শ্রুতিসেচনকমিতি স্বার্থে কঃ। অসেচনকং পরমানন্দকারী মধুরিমা যস্য তস্মিন্। তদসেচনকং তৃপ্তের্নাস্ত্যন্তো যস্য দর্শনাৎ। ইত্যমরঃ। তত্র দর্শনাদিত্যুপলক্ষণমনুভবস্যাপি তথা দীর্ঘাদিত্বঞ্চ ক্বচিদিতি তট্টীকাকৃৎ। প্রতোলী রথ্যা। রথ্যা প্রতোলী বিশিখা ইত্যমরঃ ॥১৮৬॥

গণের পশ্চাদ্বর্ত্তী চরণ সকল যেন বিলম্ব করিতে লাগিল। এই দুই দিকে তাহাদের ত্বরা এবং অত্বরা থাকাতে স্বভাবতই তাহাদের গতি মন্থর হইয়াছিল ॥ ১৮৫ ॥

সেই সময়ে ব্রজরাজের তনয় ব্রজপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে কমলকুসুমের তুল্য মধুর মুরলীরব করিতে লাগিলেন। সেই মুরলীরবের মধুরধারা দ্বারা সকল লোকের শ্রবণেন্দ্রিয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল। তাঁহার তাৎকালিক রূপমাধুরী পরমানন্দ প্রদান করিতে লাগিল। অধিক কি, তাঁহার আগমনে যেন সকল লোকের মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হইল। তখন স্নেহভরের আতিশয্যে নন্দ এবং যশোদার হৃদয় গলিয়া গেল। অবশেষে পুত্রের মুরলীরবের গুণে আকৃষ্ট হইয়া যেন পুরদ্বারের রথ্যাভূমিতে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮৬ ॥

তদনু দনুজদমন-সহচরাশ্চরাচরগুরোস্তস্যৈব বৎসরান্তরকৃতং কৃতং তদদ্যতনমিব জানন্তোঽনন্তোত্তম-সন্তোষতঃ স্বস্বজননীজন-নীরজস্ক্রিয়মাণ-বপুষঃ সন্তো নিজগদুঃ ॥ ১৮৭ ॥

জননি জননিতান্তবিস্মাপকং স্মাপকঞ্চাস্মাকমতিসাহসপুষ্করং দুষ্করং দুরাসদং রাসদং কর্ম্ম কৃতবান্। অস্মানপি বিষমবিষ-মহানলদগ্ধানবিদগ্ধানবিলম্বেনৈব জীবয়ামাস চ। স চতুরশিরোমণিরিতি বৎসর-ক্ষণা বৎসরক্ষণাহিতলক্ষণাঃ শিশবঃ সর্ব্বমেবানুপূর্ব্ব্যা কথয়াম্বভূবুঃ ॥ ১৮৮ ॥

বৎসরান্তরে কৃতং তৎকৃতং কর্ম্ম অঘাসুরবধলক্ষণং ॥ ১৮৭ ॥

স্মাপকঞ্চ মন্দহাস্যজনকঞ্চ। অতিসাহসেন পুষ্করং পুষ্কলং। রলয়োরৈক্যাৎ। রাসো বিনোদঃ। বৎসরঃ ক্ষণবদ্ যেষাং তে বৎসর-ক্ষণাঃ। বৎসানাং রক্ষণে আহিতলক্ষা নিপুণাঃ। গুণৈঃ প্রতীতেতু কৃতলক্ষণা হিতলক্ষণাবিত্যমরঃ। অত্র এবু মাতৃভিঃ যত্নাদি ব্যবসা যস্য প্রশ্নঃ তাস্বেভিরপি প্রত্যুত্তরেণ তদনুমোদনং শ্রীভগবৎপ্রভাবেণ পূর্ব্বমন্যেষপি নিজতয়ৈষাং স্ফূর্ত্তিরিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৮৮ ॥

অনন্তর দৈত্য-নিধনকারী ভগবানের সহচরসকল, চরাচর গুরু সেই ভগবানেরই বৎসরসাধ্য কার্য্য যেন অদ্য ঘটিয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন অসীম পরমানন্দভরে সকলেরই স্ব স্ব জননী-গণ ধূলি অপসারণ পূর্ব্বক পুত্রগণের দেহশোভা বর্দ্ধন করিলে এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অতীত ঘটনা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮৭ ॥

মা! সেই চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে সকল লোকের অত্যন্ত বিস্ময় উৎপন্ন হয়, আমাদেরও সেই কার্য্যে মৃদু-হাস্য উপস্থিত হইয়াছিল। সেই কার্য্য অসীম-সাহসপূর্ণ দুষ্কর, অপরের অসাধ্য এবং চিত্তবিনোদী। অধিক কি, আমরা তত চতুর নহি এবং আমরা যখন বিষম বিষরূপ মহানলে দগ্ধ হই, তখন তিনিই আমাদের প্রাণ রক্ষা করেন। একবৎসর যাঁহাদের এক মুহূর্ত্ত তুল্য এবং বৎস-পালনে যাঁহারা সুনিপুণ তখন সেই সকল ব্রজশিশুগণ সমস্তই আনু-পূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন ॥ ১৮৮ ॥

অথ ঘোষরাজো রাজোচিতপরিচ্ছদকরৈঃ পরিচারকনিকরৈঃ করৈক-দিশ্যমানৈরুপচরিতং চারুচরিতং চারুণাক্ষং প্রভূতনয়ং তনয়ং স্নানপানাহারাদিভিরপসারিতখেদং খে দন্দহ্যমানস্য খরকিরণস্য কিরণস্যন্দঃ কথমনেনসানেন সাধুনাঽধুনা শিরীষকোমলবপুষা সহ্যত ইতি জনন্যাঽনন্যাতিশয়-বৎসলয়া করতলেনামৃষ্যমানসকলাঙ্গং বিশ্রামায় নিযোজয়ামাস॥ ১৮৯॥

গতবতি ভবনমধ্যমধ্যবসায়সহস্রৈরপ্যনধিগম্যভাবলীলেঽবলীলেহিত-যোগীন্দ্রবৃন্দদুষ্করকরণে ভগবতি ব্রজপুরন্দরোঽদরোৎ-

করৈকেণ দক্ষিণকরেণ এতদেতদেবমেবং ক্রিয়তামিতি স্বয়মভিনয়েন দিশ্যমানৈঃ আজ্ঞাপ্যমানৈঃ দন্দহ্যমানস্য অতিশয়েন দাহকস্য খরকিরণস্য সূর্য্যস্য কিরণস্যন্দঃ রশ্মিধারাপাতঃ এনঃ পাপং অনেনসা অঘরহিতেন। বস্তুতস্তু। পঞ্চম্যন্ত্যপদার্থ-বহুব্রীহিণা অঘহন্ত্র্যা জনন্যা কর্ত্র্যা করতলেনামৃষ্যমাণানি সকলাঙ্গাঙ্গানি যস্য তং। কীদৃশ্যা। ন বিদ্যতে অন্যস্যাং অতিশয়ো যস্যাঃ তথাভূতা চাসৌ বৎসলা চেতি তয়া॥ ১৮৯॥

কীদৃশে। অবলীলৈব ঈহিতং কৃতং যোগীন্দ্রবৃন্দৈরপি দুষ্করং করণং কর্ম্ম ব্রহ্মমোহনাদি-

অনন্তর ব্রজরাজ, দক্ষিণ বাহুদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাজোচিত পরিচ্ছদধারী পরিচারকগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ, স্নান, পান এবং আহারাদি দ্বারা চারুচরিত্র অরুণনেত্র এবং প্রচুর নীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট দূর করিল। "আকাশে অতিশয় দাহকারি প্রচণ্ডরশ্মি সূর্য্যদেবের কিরণধারার পতন হইতেছে। শিরীষপুষ্পের তুল্য কোমলশরীর, নিষ্পাপ এই সাধুপুত্র, কিরূপে তাহা সহ্য করিবে?" এই বলিয়া অতিশয় গুণবতী স্নেহময়ী জননী, করতল দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রজরাজ, বিশ্রামের নিমিত্ত পুত্রকে নিযুক্ত করিলেন॥ ১৮৯॥

যাঁহার ভাব এবং লীলা সহস্র প্রকার অধ্যবসায় দ্বারাও জানা যায় না, যিনি যোগীন্দ্রগণেরও অসাধ্য ব্রহ্মমোহন প্রভৃতি কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গৃহের মধ্যে গমন

সাহ সাহসিক্যবশো মহিষ্যা সমং মন্ত্রয়ামাস ॥ ১৯০ ॥

অয়ি শ্রীকৃষ্ণজননি পরিচারকাদিপরিচ্ছদ ইব কৃষ্ণস্য পৃথগাবাসোঽপি কারয়িতুমর্হঃ। সহসা হসন্তী সাহসন্তীহ কতি দিবসা অস্য জাতস্য নাধুনানেন ধুনানেন সকলাঙ্গতাপং শূন্যোৎসঙ্গয়া ময়া ভবিতুং শক্যতে ॥ ১৯১ ॥

স চোবাচ বাচমতিকোমলামমলাময়ি ন জানাসি নাসি বিজ্ঞা বিজ্ঞানামিদমপি কিঞ্চিদভিমানসুখং। যদপত্যে জাতমাত্র এব তদ্বৈভব-ভবনায় প্রমোদন্তে। সম্পন্না হি পিতরঃ। সুখবিশেষ

লক্ষণং যেন তস্মিন্ অদরেণ অনল্পেন উৎসাহেন সাহসিক্যং সহসা প্রবর্ত্তনং তদ্বশঃ ॥ ১৯০ ॥

সা যশোদা আহ। কীদৃশী। সহসা হসন্তী। প্রশ্নস্যাত্যন্তাযোগ্যত্বমননেনকৃতহাসা। অস্য কৃষ্ণস্য জাতস্য সতঃ কতি দিবসাঃ সন্তি তে স্বয়ং গণ্যন্তামিত্যপেক্ষিতস্য শেষস্যানুক্তিরপর্য্যালোচিতচিকীর্ষিতে ত্বয়ি কিং প্রত্যুত্তরয়িতব্যমিতি ব্যজ্যমানার্থপোষিকা। অনেন শ্রীকৃষ্ণেন অধুনা ইদানীমেব ধুনানেন দূরীকুর্ব্বতা। শূন্যোৎসঙ্গয়া শূন্যক্রোড়য়া ॥ ১৯১ ॥

সম্পন্না ধনাদিমন্তঃ। তূষ্ণীকয়া মৌনবত্যা কৃতানুমোদন ইতি "মৌনং সম্মতিলক্ষণ-"

করিলে, ব্রজরাজ বহুতর উৎসাহ এবং সাহসের বশবর্ত্তী হইয়া মহিষী যশোদার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯০ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণজননি! পরিচারক ও পরিচ্ছদাদির যেমন পৃথক্ বাসগৃহ আছে, তাহার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেরও স্বতন্ত্র একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। যশোদা সহসা হাসিয়া বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কত দিনই বা গত হইয়াছে? এখনও আমার এই শ্রীকৃষ্ণ, নিজের দেহকষ্ট নিবারণ করিতেও জানে না এবং সেই জন্য তাহাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালের জন্যও আমি শূন্যক্রোড়ে থাকিতে পারিব না ॥ ১৯১ ॥

ব্রজরাজ নন্দ, অতিশয় কোমল এবং বিমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন। অয়ি যশোদে! তুমি কিছুই জান না, তুমি প্রবীণা নও। কারণ অপত্য জন্মিবা মাত্র, তাহার ঐশ্বর্য্য হইবার নিমিত্ত, ঐশ্বর্য্যশালী পিতা মাতা সকল আনন্দিত হইয়াথাকেন, ইহাই বিজ্ঞদিগের অল্পমাত্র অভিমানসুখ। এ দিকে,আমরাও ধনশালী এবং ইহাই সুখবিশেষ,তুমি যখন

এবায়ং কথমত্র শূন্যোৎসঙ্গয়া ভবিতব্যং ভবত্যেতি স্মিতপূর্ব্বং তুষ্ণী-কয়া তয়া কৃতানুমোদনো মোদনোনুদ্যমানমানসস্তদপরেদ্যুরারভ্য কৃষ্ণার্থং পৃথগেবাত্মপুর-সদৃশমাত্মপুর-লগ্নমেব পুরং কারয়ামাস॥ ১৯২

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৌমারলীলালতাবিস্তারে বৎসক-বকা-ঘাসুরবধ-পুলিনভোজন-ব্রহ্মমোহনো নাম সপ্তমঃ স্তবকঃ ॥*॥ ৭ ॥*॥

মিত্যুক্তেঃ। মোদেন নোনুদ্যমানং অতিশয়েন প্রের্য্যমাণং মানসং যস্য সঃ॥ ১৯২॥

॥ * ॥ ইত্যানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং সুখবর্ত্তিন্যাং সপ্তমস্তবকসঙ্গমনং ॥ * ॥

বলিতেছ যে, আমি কিরূপে শূন্যক্রোড়ে একাকী অবস্থান করিব। তখন অল্পহাস্য করিয়া যশোদা মৌনবতী থাকিয়াই ব্রজরাজের কথার অনুমোদন করিলেন, কারণ "মৌনং সম্মতিলক্ষণং"। এই অনুমোদন বুঝিতে পরিয়া, তখন ব্রজরাজের হৃদয়ও প্রমোদভরে অত্যন্ত পরি-চালিত হইল। তৎপরে তাহার পরদিন হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত, আপনার পুরের তুল্য এবং নিকটে একটী স্বতন্ত্র পুর নির্ম্মাণ করাইলেন॥ ১৯২॥

॥ * ॥ ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৌমারলীলা লতাবিস্তারে শ্রীরাম-নারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে বৎসাসুর, বকাসুর তথা সর্পাকৃতি অঘাসুর-বধ, পুলিনভোজন এবং ব্রহ্মমোহন নামক সপ্তম স্তবক ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অথ অষ্টমঃ স্তবকঃ।

অথ কৌমারলীলাং তিরোধাপ্য-ক্রমানুরোধাপ্যক্রমানুত্তম-বয়োঽবস্থাবস্থানস্বীকারেণাবির্ভাবিপৌগণ্ডো গণ্ডোড্ডমরতারতা-মন্দহসিতাসবঃ সবলো বিস্মৃত-ধূলিখেলোঽলিখেলোড্ডমরকুসুম-কন্দুকখেলাপরোঽপরোক্ষ-ঘনরসোরসোৎসবকরোঽবকরোজ্ঝিত-

অথ পৌগণ্ডকৈশোরলীলে যুগপদুদ্গতে। কৃষ্ণস্য গুরুভিঃ কান্তাবর্গৈরাস্বাদিতে ক্রমাৎ। পূর্ব্বরাগো ব্রজস্ত্রীণাং কৃষ্ণজন্মতিথৌ মহান্। উৎসবঃ কন্দুকক্রীড়া ধেনুকস্য বধোঽষ্টমে ॥ ০ ॥

ক্রমাণুরোধেনাপ্যঃ প্রাপ্যো যঃ ক্রমঃ পরিপাটী। ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যামিতি বিশ্বঃ। তেন অনুত্তমায়া অত্যুত্তমায়া বয়োঽবস্থায়া অবস্থিতিস্বীকারেণ আবির্ভাবিতং পৌগণ্ডং যেন সঃ। গণ্ডয়োঃ কপোলয়োরুড্ডমরতা উন্নতিস্তস্যাং আরক্তং মন্দহসিতমেব আসবো মধু যত্র সঃ। স শ্রীকৃষ্ণঃ। অলীনাং ভ্রমরাণাং খেলয়া উড্ডমরৈরুন্নতৈঃ কুসুমৈরেব কন্দুকং তৎ খেলাপরঃ রসায়াঃ পৃথিব্যা উৎসবকরঃ অবকরো মালিন্যং। হায়নাতীতঃ হায়নান্

অষ্টম স্তবকে, শ্রীকৃষ্ণের এক কালে পৌগণ্ড এবং কৈশোরলীলার আবির্ভাব, ক্রমান্বয়ে গুরুপত্নীগণের সেই অবস্থাদ্বয়ের আস্বাদন, ব্রজ-কামিনীগণের কৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বানুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে মহান্ উৎসব, কন্দুকক্রীড়া এবং ধেনুকবধ, সবিস্তরে বর্ণিত হইবে॥ ০॥

এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৌমার-লীলা তিরোহিত করিয়া ক্রমানুরোধে যে পারিপাট্য পাওয়া যাইবে, তন্নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট বয়োঽবস্থার অবস্থিতি স্বীকার পূর্ব্বক আপনার পৌগণ্ড অবস্থা আবির্ভাব করিলেন, তাঁহার মৃদুমধুর হাস্য-মধু উন্নত গণ্ডযুগলে লগ্ন রহিয়াছে। তিনি তখন বলরামের সহিত ধূলিখেলা বিস্মৃত হইলেন। মধুকরদিগের খেলায় যে সকল পুষ্প উন্নত হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারা তিনি কন্দুক-খেলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন মূর্ত্তিমান্ ঘন-আনন্দরস বিরাজ করিতেছেন। তিনি ধরণীদেবীর উৎসব সম্পাদন করিতেন। যখন তাঁহার ছয় বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি

নিখিলগুণৈঃ সহ সহচরৈর্বৎসরক্ষণ-ক্ষণমপহায় হায়নাতীতো ধেনু-পালনলীলালীলাবণ্যমুরীচকার ॥ ১ ॥

এবমস্য পৌগণ্ডে বয়সি কৈশোরপ্রাগ্‌ভাব ইব ক্রমবিরলায়মানতারল্যতয়া প্রথমারব্ধগাম্ভীর্য্যস্বাধ্যায়মিব গমনং। শৈশবদশা-সহচরীবিরহেণ মলিনমুখী ভাবমনুসরন্তীব লোমলতিকা। ক্ব গত-মস্য বালচাপল্যমিতি সুহৃদ্বিচ্ছেদেনেব ক্রমক্ষীয়মাণমবলগ্নং। ক্ব গতমস্য শৈশবতারল্যমিতি তদনুসন্ধানধুরন্ধরতয়েব চাপল্যমভ্যস্যন্তী ইব নয়নকমলে ॥ ২ ॥

সুকবিকাব্যমিব অস্থানস্থপদাদিদূষণরহিতমুদিতং ॥ ৩ ॥

সম্বৎসরপরি-বৎসর ইদাবৎসরানুবৎসর-বৎসরান্ পঞ্চ অতীতঃ ষড়্‌বর্ষবয়াঃ। ঐশ্বর্য্যপক্ষেঽপি কালাতীতঃ। লীলানামালী শ্রেণী তস্যা লাবণ্যং ॥ ১ ॥

বালচাপল্যং বালৈঃ সহ চাপল্যং ধাবনকূর্দ্দনাদ্যুপযোগি ॥ ২ ॥

পদাদীত্যাদিশব্দাৎ পদৈকদেশঃ। উদিতং বাক্যং ॥ ৩ ॥

নিখিলনির্ম্মল-গুণযুক্ত সহচর সঙ্গিগণের সহিত বৎসপালন মহোৎসব পরিত্যাগ করিয়া ধেনুপালন-লীলারাশির মাধুরী অবলম্বন করিলেন ॥১

এইরূপে কৈশোর দশার পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় পৌগণ্ড-বয়সে ক্রমে ক্রমে চাঞ্চল্য বিরল হইয়া গেল এবং এই কারণে তাঁহার গমন যেন প্রথমেই গাম্ভীর্য্যের বেদপাঠ শিক্ষা করিতে লাগিল। শৈশব দশারূপ সহচরীর বিরহেই যেন রোমলতিকা মালিন্য অনুসরণ করিতে লাগিল। "বালকদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকূর্দ্দনাদি চাপল্য কোথায় গেল?" এইরূপ বন্ধুবিচ্ছেদেই যেন তাঁহার মধ্যদেশ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। ইহাঁর বাল্যচাপল্য কোথায় গেল, এইরূপে নৈপুণ্যসহকারে তাহার অনুসন্ধানে উন্মুখ হইয়াই যেন নয়নকমলযুগল, চাপল্য অভ্যাস করিতে লাগিল অর্থাৎ পৌগণ্ডারম্ভে নয়ন চঞ্চল হইতে আরম্ভ করিল ॥ ২ ॥

সুকবির কাব্য যেমন অযথাস্থান স্থিত পদ এবং পদের এক দেশের দূষণ বিরহিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অস্থানস্থিত পদ এবং পদৈকদেশের দূষণশূন্য ছিল ॥ ৩ ॥

কিং বহুনা ।

অধি মধুদিনমনুপর্ব্বকর্ব্বুরিত-নবাঙ্কুরকন্দলদলপ্রামণীয়ক-নবতমালকড়ম্ববিড়ম্বকং ॥ ৪ ॥

প্রত্যঙ্গরঙ্গি-তরঙ্গিত-বিশেষমাধুরী-ধুরীণমন্তরুৎপদ্যমান-মধুপরাগ-মধুপরাগভাগঽভিনব-কুট্মলীভাব-ভাবহিতং কুসুমমিব ॥ ৫ ॥

তদা তস্য তদপি বপুরপূর্ব্বমিবাসীদিত্যন্বয়ঃ । কীদৃশং । অধি মধুদিনং বসন্তদিবসেষু অনুপর্ব্ব পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রতিগ্রন্থি ইত্যর্থঃ । কর্ব্বুরিতৈঃ কির্ম্মিরায়িতৈর্নবাঙ্কুরকন্দলৈর্দলং প্রস্ফুটং রামণীয়কং রমণীয়ত্বং যস্য তথাভূতস্য নবতমালকড়ম্বস্য বিড়ম্বকং স্বরোমাবল্যাদ্যুদ্গমশোভয়া তিরস্কারকং ॥ ৪ ॥

প্রত্যঙ্গং অঙ্গস্যাঙ্গস্য রঙ্গী রঙ্গসূচকো যস্তরঙ্গিতবিশেষস্তেন যা মাধুরী তস্যা ধুরীণং বহনসমর্থং । তরঙ্গিতেতি ক্যঙর্থ-ক্বিবন্তাভাবে নিষ্ঠা । পৌগণ্ডভাক্ত্বেঽপি অন্তর্গতকৈশোরধর্ম্মসূচকত্বে দৃষ্টান্তঃ । অন্তরুৎপদ্যমানাভ্যাং মধুপরাগাভ্যাং মকরন্দধূলিভ্যাং মধুপস্য ভ্রমরস্য রাগং ভজতে তথাভূতঞ্চ । অভিনবস্য কুট্মলীভাবস্য ভা কান্তিস্তত্রাবহিতং সাবধানং । দার্ষ্টান্তিকপক্ষে । মধুরগমনাভিলাসঃ পরাগস্তদুচিতধীরলালিত্যোপযোগিনী চেষ্টা । মধুপোঽত্রানঙ্গঃ । উৎপদ্যমানেতি বর্ত্তমানকালত্বং ক্ষণক্ষণবৃদ্ধিসূচকং ॥ ৫ ॥

অধিক কি, বসন্তকালের প্রত্যেক দিবসে পর্ব্বে পর্ব্বে (পাবে পাবে) বিবিধবর্ণযুক্ত নবাঙ্কুরশ্রেণীদ্বারা নবতমালতরুর অঙ্কুরের যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের শরীরপ্রভায় তাহারও সৌন্দর্য্যমাধুরী তিরস্কৃত হইত ॥ ৪ ॥

তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গের যে রঙ্গসূচক তরঙ্গবিশেষ বিদ্যমান ছিল, শ্রীকৃষ্ণের দেহও তাহার মাধুরীভার বহন করিতে সমর্থ ছিল । অন্তরে মকরন্দ এবং পুষ্পপরাগ উৎপন্ন হইলে তাহা দ্বারা পুষ্প যেরূপ ভ্রমরের বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং অভিনব মুকুলের যেরূপ প্রভা তদ্বিষয়ে পুষ্প যেরূপ সাবধান, তাঁহার শরীরও অবিকল সেইরূপ হইয়াছিল । ইহার তাৎপর্য্য, রমণাভিলাষ, তৎকালোচিত ধীরলালিত্যের উপযোগি চেষ্টা এবং অনঙ্গ, এই সকল কৃষ্ণশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

অপাকনিষ্কষায়মৃদুমধুরলুলিতং শ্যামলতা-লতায়াঃ কিমপি ফলমিব ॥ ৬ ॥

স্বয়মেব রত্নান্তরেণ পরিবর্ত্তিত-বিশিষ্ট-রত্নান্তরায়মাণৈরিব লাবণ্যবিশেষৈরুপচীয়মানং ॥ ৭ ॥

মদমুদিতমাতঙ্গকুলমিব স দানবাপীনবক্ষোভং বক্ষোভঙ্গিম-সঙ্গি-মধুরিমাং স মাংসলতাভ্যাং তদপ্যন্যদিব প্রতিভাসমানমসমান-

নন্থ তথাপি প্রকটপৌগণ্ডমাত্রকত্বে তস্য কথং শৃঙ্গারিত্বেন সৌরস্যং তত্রাহ। অপাকং অপ্রাপ্ত-পাকং। কিঞ্চ। নিষ্কষায়ং কষায়দশামতিক্রান্তং মৃদু কোমলং মধুরং সুস্বাদু-লুলিতং লোভ্যং কিমপ্যনির্ব্বাচ্যং ফলমিতি। তেন প্রথমপৌগণ্ডেহপ্যস্যাতিতেজস্বিত্বাৎ পৌগণ্ডশেষং প্রাপ্তমিব প্রথমকৈশোরং স্পৃষ্টবদিব বপুরভূদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি। রত্নানন্তরেণ বাল্যসম্বন্ধিলাবণ্যেন পরিবর্ত্তিতং বিশিষ্টরত্নান্তরং কৈশোর-বর্ত্তিলাবণ্যং তদ্বদাচরদ্ভিঃ ॥ ৭ ॥

দানবাপ্যা সূচিতো যো নবঃ ক্ষোভস্তেন সহ বর্ত্তমানং। বাপী তু দীর্ঘিকেত্যমরঃ। পক্ষে সদা নবা নবীনা অপীনস্য বক্ষসো ভা যত্র তৎ। বক্ষসি ভঙ্গিমসঙ্গো লম্পটত্বাসঞ্জকো যো

শ্যামলতা নাম্নী লতার ফল, পরিপক্কও হয় নাই, অথচ কষায় দশা বিগত হইয়াছে। এমন সময়ে ঐ কোমল, সুস্বাদু এবং লোভনীয়, শ্যামলতার অনির্ব্বচনীয় ফল যেরূপ সুন্দর হয়, তৎকালে ভগবানের শরীরও সেইরূপ হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

এক রত্নের সহিত অন্য রত্ন মিশ্রিত করিলে যেরূপ সুন্দর দেখায়, সেইরূপ ভগবান্ আপনিই বাল্যকালসম্বন্ধীয় লাবণ্য রূপ রত্ন দ্বারা কৈশোর কালবর্ত্তি লাবণ্যরূপবিশিষ্ট রত্ন পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব রত্নান্তর দ্বারা পরিবর্ত্তিত রত্নান্তরের ন্যায় বিশিষ্ট লাবণ্য দ্বারা তাঁহার শরীর বর্দ্ধিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

মদমত্ত হস্তিগণ মদস্রাব করিতে করিতে যে দীর্ঘিকাতে অবগাহন করে, তাহাকে মদবাপী অর্থাৎ মদ-দীর্ঘিকা কহে। সেই বাপীতে যাইয়া মদমত্তমাতঙ্গকুল যেরূপ নব বিলোড়নে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ভগ-বানের দেহে বিশাল বক্ষঃস্থলের সর্ব্বদা নূতন কান্তি লক্ষিত হইত। বক্ষঃস্থলে লাম্পট্যপ্রতিপাদক মাধুরী এবং স্কন্ধদ্বয়ের স্থূলতা, এই

মঞ্জুলমখিললোকলোচনচমৎকারকারণং বপুরপূর্ব্বমিব তদা তদা-
সীৎ ॥ ৮ ॥

এবমবসরে । ভগবদুপমা-সপক্ষা মাসপক্ষানন্তরং ভগবদবতা-
রস্য যা অনুধরণি ধরণিধরেন্দ্রদুহিতৃসুন্দরতাদরতা-কারিণ্যো ভগ-
বতঃ প্রিয়তমা-যতমানাস্তস্যৈব নিত্যসঙ্গিত্বেঽঙ্গিত্বে চ প্রথমরসস্য

মধুরিমা অংশয়োঃ স্কন্ধয়োর্মাংসলতা চ তাভ্যাং। ভঙ্গো ধূম্যাট-ষিড়্গয়োরিতি বিশ্বঃ। ভঙ্গস্য ভাবো ভঙ্গিমা ষিড়্গত্বং ॥ ৮ ॥

ভগবদুপমানাং নীলমণিমেঘনীলোৎপলাদীনাং সপক্ষাঃ কনকবিদ্যুচ্চম্পকাদয়ো রূপকাদ্যর্থং বর্ত্তন্তে যাসু তা ধরণিধরেন্দ্রদুহিতুঃ পার্ব্বত্যা অপি সুন্দরতায়াঃ সৌন্দর্য্যস্য দরতা-কারিণ্য অল্পতাকারিণ্যঃ প্রিয়তমাঃ শ্রীরাধিকাদ্যাস্তস্যৈব ভগবতো নিত্যসঙ্গিত্বে যতমানাঃ ক্রিয়মাণযত্নাঃ প্রথমরসস্য শৃঙ্গারস্য অঙ্গিত্বে মুখ্যত্বে নিমিত্তে চ যতমানাঃ তাসাং তাদৃশী-চেষ্টা বিনা তস্য মুখ্যত্বমেব মহাত্মভিরনাদৃতং স্যাদিতি। যথোক্তং। হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষী রাধিকা চ। অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদা-

---

দুইটী দ্বারা তাঁহার মনোহর শরীর যেন অন্যরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহার দেহ দেখিলে সকল লোকের নয়নে বিস্ময় জন্মিত। এইরূপে তৎকালে তদীয় শরীর যেন অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

এই সময়ে ভগবানের শ্রীরাধিকা প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গ ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। নীলকান্তমণি, নবজলধর এবং নীলবর্ণ উৎপল প্রভৃতি যেরূপ ভগবানের উপমা বাচক। সেইরূপ শ্রীরাধিকা প্রভৃতি কৃষ্ণকান্তাদিগেরও কনক, বিদ্যুৎ এবং চম্পক পুষ্প প্রভৃতি উপমা সমূহ বিদ্যমান ছিল। এই সকল রমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার এক মাস পরে, কেহ কেহ বা এক পক্ষ পরে, জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর সকল স্বীয়-সৌন্দর্য্যে পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্যেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেন। ঐ সকল রমণী ভগবানের নিত্য সঙ্গিনী এবং শৃঙ্গাররসের সর্ব্বাঙ্গ পুষ্টি সাধনবিষয়ে যত্নপরায়ণ ছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীরাধিকা প্রভৃতি রমণীদিগের যদি ঐরূপ চেষ্টা সকল না হইত, তাহা হইলে কখনই মহাত্মাগণ, শৃঙ্গাররসকে প্রধান বলিয়া আদর করিতে পারিতেন না।

রসস্যন্দরূপা অবতেরুঃ ॥ ৯ ॥

তাসামপি কৌমারাপগমে ঋজূভূয় বর্দ্ধিতা মঞ্জরীব তিরশ্চীনা দৃষ্টিঃ। হেমন্তদিনমিব ক্রমহীয়মানং হসিতং। কাব্যগুণবিশেষ ইব বাক্যার্থেঽপি পদমাত্রপ্রয়োগো ব্যাহারঃ। বলীকপ্রান্ত-নিঃস্যন্দী নির্বৃষ্ট-জলধর-জলবিন্দুসন্দোহ ইব ক্রমমন্দ-মন্দশ্চরণ-বিহার ॥ ১০ ॥

দীনলব্ধমহারত্নমিব জনলোকনসঙ্কোচাচ্ছন্নং বক্ষঃ। অর্ঘপাত্র-

ত্রেতি ॥ ৯ ॥

কাব্যগুণেতি। তথা চোক্তং। পদার্থে বাক্যবচনং বাক্যার্থে চ পদাভিধেতি। পদমাত্রেতি নতু বাল্যবদিদানীমপি বচনপ্রাচুর্য্যমিত্যর্থঃ। যথা, সুন্দরি কমবলোকসে ইতি সখ্যা পৃষ্টা সুস্নিগ্ধনীরদং সস্পৃহমীক্ষমাণা কাচিত্তাং প্রত্যাহ আসেচনকমিতি। তদাসেচনকং তৃপ্তের্নাস্ত্যন্তো যস্য দর্শনাদিত্যমরঃ। এবমেব বাক্যার্থেষু অভিসারিকা কাকুদ ইত্যাদিপদমাত্রপ্রয়োগো জ্ঞেয়ঃ। বলীকং ছদিপ্রান্তদেশস্তস্যাপি প্রান্তাৎ নিঃস্যন্দী ক্ষরণশীলঃ। নির্বৃষ্টো। বৃষ্টিং কৃত্বা বিরতো জলধরো মেঘো যস্য তথাভূতো জলবিন্দুসমূহ ইব ॥ ১০ ॥

জনলোকনসঙ্কোচেনৈবাচ্ছন্নং নতু বস্ত্রাচ্ছন্নমপি কর্ত্তুং শক্যত ইতি ভাবস্তথাপ্যে

এই হেতু ইহাঁরা সকল যেন রসক্ষরণস্বরূপ ছিলেন ॥ ৯ ॥

প্রথমে মঞ্জরী যেমন সরল হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং শেষে বক্র হইয়া যায়, সেইরূপ শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি ভগবৎপ্রিয়াদিগেরও বাল্যকাল অতীত হইলে, যৌবনোদ্গমে সরল দৃষ্টি কুটিল হইয়া আসিল। হেমন্তকালের দিবসের ন্যায় তাঁহাদের হাস্যক্রমে ক্ষীণ হইয়া গেল। কাব্যের গুণবিশেষ যেরূপ, বাক্যের অর্থেও পদমাত্রের প্রয়োগ জন্য প্রযুক্ত হইয়াথাকে, সেইরূপ বাক্যের অর্থ থাকিলেও পদমাত্র প্রয়োগের জন্য তাঁহারা কথা কহিতেন। বৃষ্টির অন্তে মেঘ না থাকিলে জলবিন্দু সকল যেরূপ ছাদের প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে নিপতিত হয়, সেইরূপ তাঁহারাও ধীরে ধীরে পদনিক্ষেপ করিতেন ॥ ১০ ॥

দরিদ্র লোকে রত্নলাভ করিলে, লোকে দেখিবে ভয়ে যেরূপ তাহা সঙ্কোচ করত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ তাঁহাদের বক্ষঃস্থল, লোক দর্শন সঙ্কোচে আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু বস্ত্রদ্বারা আবরণ করা যাইত না। অবগুণ্ঠন (আবরণ) মুদ্রাদ্বারা অর্ঘপাত্র যেরূপ আচ্ছাদিত থাকে, সেই-

মিব অবগুণ্ঠনমুদ্রয়াবগণ্ঠিতমুত্তমাঙ্গং অন্তর্বর্ত্তিরত্নশলাকং মৃণাল-শকলমিব কৌমারাপগমেন নিষ্কৃষ্টমপি কয়াপি দেবতয়েব জুষ্টং মানসং। কৌমারপরিচিতানপরিচিতানিব বিষয়ান্ কুর্ব্বাণং জ্ঞানং ॥ ১১ ॥

আরুণ্যং করতলয়োঃ। পীযূষরশ্মিতা বদনবিম্বে। অঙ্গারকতা হনঙ্গে। সৌম্যতা দৃষ্টিপাতে। গুরুতা শ্রোণৌ। কাব্যতা বচনে।

আত্মনো যুবতিত্বখ্যাপনে লজ্জাপাতাৎ উত্তমাঙ্গং শিরঃ অন্তর্ব্বর্ত্তিনী রত্নশলাকা যস্য তথা-ভূতং মৃণালখণ্ডমিব মানসমিতি মনসো বাল্যসূচকং সারল্যং প্রকটং লক্ষ্যমাণমপি যৌবন-স্পর্শেনাসারল্যগর্ভং জাতমিত্যর্থঃ। কৌমারস্য অপগমে বিরামে বিষয়েণ নিষ্কৃষ্টমপি নিষ্কর্ষমপ্রাপ্তমপি সন্দিগ্ধমপীতি যাবৎ কয়াপি কামোন্মাদাঙ্কুররূপয়া কৌমারে পরিচিতান্ রথ্যাধূলিক্রীড়িতাদীন্ বিষয়ান্ অপরিচিতানিব কুর্ব্বাণং জ্ঞানং ॥ ১১ ॥

অনুভাবশোভাসম্পত্তিং বর্ণয়িত্বা তাৎকালিকীমঙ্গশোভাসমৃদ্ধিমপি বর্ণয়তি। আরুণ্যং রক্তিমা, পক্ষে অরুণঃ সূর্য্যস্তস্য ভাব আরুণ্যং। পীযূষমমৃতং তদিব সুরসা রশ্ময়ো যত্র তত্তা, পক্ষে পীযূষরশ্মিশ্চন্দ্রঃ। অঙ্গানি ইয়র্ত্তি প্রাপ্নোতীতি ঋ গতাবিত্যস্মান্নবুণি। অঙ্গারকঃ, পক্ষে মঙ্গলগ্রহঃ। সৌম্যো বুধে মনোজ্ঞে স্যাদনুগ্রে সোমদৈবতে ইতি বিশ্বঃ। শনৈঃ শনৈশ্চ-

---

রূপ তাঁহাদের মস্তকে অবগুণ্ঠন দেওয়া থাকিত। কোনও মৃণাল-দণ্ডের অন্তরে রত্নশলাকা থাকিলে, লোকে যেমন বিবেচনা করে যে, ইহার মধ্যে কোনও দেবতা আছে, সেইরূপ কৌমার দশা অতীত হইলে তদ্বিষয়ে সন্দিহান থাকিলেও কামের অনিবার্য্য অঙ্কুর রূপা কোনও দেবতা যেন তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, বাল্যকালে ধূলিখেলা প্রভৃতি যে সকল বিষয় পরিচিত ছিল, তাঁহাদের জ্ঞানোদয়ে এক্ষণে সেই সকল পরিচিত বিষয়, অপরিচিত হইয়া আসিল ॥ ১১ ॥

তাঁহাদের করতলে আরুণ্য, অর্থাৎ রক্তিমা, মুখবিম্বে পীযূষরশ্মিতা, অর্থাৎ অমৃততুল্য সুরসরশ্মি সকল বিদ্যমান ছিল। অনঙ্গ বিষয়ে অঙ্গার-কতা অর্থাৎ তাঁহাদের অঙ্গ সকল কামাধীন হইয়াছিল, দৃষ্টিপাত বিষয়ে সৌম্যতা অর্থাৎ মনোহরত্ব ছিল, নিতম্বদেশে গুরুতা, অর্থাৎ গৌরব ছিল, বাক্য-বিন্যাসে “কাব্যতা” কবিত্বশক্তি ছিল। উভয়

শনৈশ্চরতা চরণয়োঃ। তমস্তা কেশপাশে। কেতুত্বং গুণগর্ব্বোর্ম্মিভি নবৈব গ্রহা আশ্রয়মিব চক্রুঃ॥ ১২॥

কিঞ্চ।

চরণচাঞ্চল্যং নয়নেন। মধ্যগৌরবং শ্রোণীভারেণ। জ্ঞানতানবমুদরেণ। বচনপ্রাচুর্য্যং মাধুর্য্যেণ। হৃতমিতি শৈশবাধিকারে নশ্যতি সত্যঙ্গাদীনাং পরগুণবিশেষলুণ্টাকতাসীৎ॥ ১৩॥

কিঞ্চ।

অণিমা মধ্যমে। মহিমা শ্রোণিভারে। লঘিমা বচসি। প্রাপ্তিস্ত্রপত্রপায়াং। কামাবসায়িতা মনসি। ঈশিতা লাবণ্যে। বশিতা

লত ইতি শনৈশ্চরৌ চরণৌ। পক্ষে শনৈশ্চরো মন্দঃ। তমোঽন্ধকারো রাহুশ্চ। কেতুঃ পতাকা তন্নামা গ্রহশ্চ। অত্রাঙ্গপক্ষে তমস্তা কেতুত্বমিত্যেতৎ দ্বয়ং আচারার্থক-ক্বিবন্তোত্তরকর্ত্তৃবাচক-ক্বিন্তাবপ্রত্যয়েন সিদ্ধং। অতএব কেতুত্বমিত্যত্র দ্বিৎকারকসংযোগোস্তকা অনচি চেতি দ্বিত্বেন চ। যদ্বা। ভবতি হি তাক্কর্ম্যাত্তাচ্ছব্দমিতি লক্ষণয়ৈব সোৎস্যতি অলমেতাবতা কষ্টেনেতি॥১২

তানবং কৃশতা॥ ১৩॥

অণোর্ভাবঃ অণিমা কার্শ্যং। মহতো ভাবো মহিমা স্থৌল্যং। লঘিমা অল্পতা। কামাবসায়িতা

চরণে শনৈশ্চরতা অর্থাৎ তাঁহারা ধীরে ধীরে চলিতেন, কেশকলাপে "তমস্তা" অর্থাৎ তাঁহাদের কেশপাশ ঘনতিমিরবর্ণ ছিল, সমস্ত গুণ বিষয়ে "কেতুত্ব" অর্থাৎ তাঁহাদের গুণপতাকা উড্ডীন হইত। এইরূপে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু, এই নবগ্রহ যেন তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছিল॥ ১২॥

অপিচ, তাঁহাদের চরণের চাঞ্চল্য নয়নে আসিল। মধ্যদেশের গৌরব নিতম্বে আসিল। জ্ঞানের কৃশতা (অল্পতা), উদরে আসিল। এবং তাঁহাদের যে প্রচুর বচন ছিল, তাহা প্রচুর মাধুর্য্যে পরিণত হইল। এইরূপে শৈশবের অধিকার নষ্ট হইলে, তাঁহাদের অবয়ব সকল, অপরের গুণবিশেষ সমুদায় লুণ্ঠন করিয়াছিল॥ ১৩॥

অপর তাঁহাদের মধ্যদেশে অণিমা (কৃশতা), নিতম্বদেশে মহিমা (স্থূলতা), বাক্যে লঘিমা (অল্পতা), লজ্জাবিষয়ে প্রাপ্তি, অর্থাৎ লজ্জাশীলতা, হৃদয়ে কামাবসায়িতা (কামচেষ্টা), নয়নকোণে বশিতা (বশী-

নয়নকোণয়োঃ। প্রাকাম্যং মাধুর্য্যে ইতি। সিদ্ধয়োঽপি তদা তাসু প্রাদুরাসন্॥ ১৪॥

যেন খলু সুরভীকৃতমিব ব্রজনগরং। রঞ্জিতমিব সকলমেব ভুবনং। সম্পাদিতমিব কুসুমধনুষো জনুষঃ সাফল্যং। শোধিত ইব শৃঙ্গারাখ্যো রসঃ। মার্জ্জিতা ইব সর্ব্বে ভাবাঃ। সরসীকৃতমিব লীলা-বিলসিতং শ্রীকৃষ্ণস্য। কৃতার্থীকৃতমিব কবিকুলবাঙ্নির্ম্মাণং॥ ১৫॥

যেন চ তাসামপি উৎকলিকা উৎকলিকা মনোভূর্মনোভূঃ। মনোরথো মনোরথোরতিরতিদ্রাঘীয়সী। ত্রপাত্র পারশূন্যা

কন্দর্পব্যবসায়ঃ। ঈশিতা ঐশ্বর্য্যং। বশিতা বশীকরণং। প্রাকাম্যং পরিপূর্ণতা॥ ১৪॥

যেনেত্যাদিনা। তাসাং স কোঽপি হৃদ্বিকারঃ সমজনীত্যনেনান্বয়ঃ॥ ১৫॥

উৎকলিকা উৎকণ্ঠা। কীদৃশী। উদ্গতা-কলিকৈব যস্যাস্তথাভূতা অবহিঃ প্রকাশিতগুণে-ত্যর্থঃ। মনোভূঃ কন্দর্পঃ। কীদৃশঃ। মনোভূর্মনস্যেব ভবতি ন বহিঃপ্রকাশিতব্যাপার ইত্যর্থঃ। মনোরথঃ শ্যামসুন্দরেণ সহ রংস্যামহে ইত্যেবং লক্ষণঃ মনো এব রথোঽধিকরণং

করণশক্তি) এবং মাধুর্য্যে প্রাকাম্য অর্থাৎ পরিপূর্ণতা ছিল। এইরূপে তাঁহাদের অঙ্গদেশে অষ্টসিদ্ধিও প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল॥ ১৪॥

অনন্তর যখন শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ভগবৎপ্রিয়াদিগের কোনও এক প্রকার অনির্ব্বাচ্য হৃদয়ের বিকার উপস্থিত হয়। তখন ব্রজপুর সৌগন্ধ্যপূর্ণ হইল। সকল ভুবন যেন রঞ্জিত হইল। পুষ্পশর মদনের জন্ম যেন সফল হইল। শৃঙ্গার নামক রস যেন সংশোধিত হইল। সমস্ত ভাব যেন মার্জ্জিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস যেন অপেক্ষাকৃত মধুর হইল। এবং কবিদিগের বাক্যরচনা যেন কৃতার্থ হইল॥ ১৫॥

যে হৃদয় বিকার দ্বারা তাঁহাদেরও উৎকণ্ঠা হইল সত্য, কিন্তু বাহিরে তাহার গুণ প্রকাশ পাইল না তাঁহাদের মদন, মনেই রহিল, অর্থাৎ বাহিরে মদনের ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইল না। "আমরা শ্যামসুন্দরের সহিত বিহার করিব" এরূপ মনোরথ মনেই স্থান পাইল। তাঁহাদের রতি অতিশয় দীর্ঘতর হইল। এই বিষয়ে তাঁহাদের অপার লজ্জ

সাধ্বসং সাধ্বসঙ্কোচমুচ্চৈররতিররতিগ্মা অনুৎসাহোঽনুৎসাহো বৈমনস্যং বৈমনস্যন্দুকপ্রায়ং ॥ ১৬ ॥

যশ্চ। ষষ্টিকশালিরিব অন্তরে পরিপাকং ব্রজন্নপি ন বহির্বিকাশী। পরিজনৈরনুযোজ্যমানোঽপি নিহ্নূয়মানঃ ॥ ১৭ ॥

রস ইব অশব্দবাচ্যঃ। মুখ্যার্থ ইব কদাপি ন লক্ষ্যঃ। নিগূঢ়-

যস্য সঃ। অত্র ত্রপা লজ্জা। সাধ্বসং জনশঙ্কা সাধু যথা স্যাত্তথা ন বিদ্যতে সঙ্কোচোঽন্তো যস্য তৎ পরিপূর্ণমিবেত্যর্থঃ। অরতিঃ অনিবৃতিঃ। অরং দ্রুতং। তিগ্মা তিক্ষা। অনুৎসাহঃ কথম্ভূতঃ। নুদং খণ্ডনং ন সহত ইতি দুশ্চিকিৎস্য ইত্যর্থঃ। অসূর্য্যম্পশ্যা ইতি বৎ। যদ্বা। ন নুৎসাহোঽনুৎসাহ ইতি নঞা পশ্চাৎ সম্বন্ধঃ। বৈমনস্যং দুর্ম্মনস্কতা। বৈ নিশ্চিতং। মনসি অন্দুকপ্রায়ং। অন্দুকো নিগড়োঽস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ ॥ ১৬ ॥

ষষ্টিকশালিঃ ষাঠীতি খ্যাতং ধান্যং অনুযোজ্যমানঃ পৃচ্ছ্যমানঃ। প্রশ্নোঽনুযোগঃ পৃচ্ছা চেত্যমরঃ ॥ ১৭ ॥

অশব্দবাচ্যঃ শব্দেনাভিধাতুমশক্যঃ রসস্যানুভবৈকগোচরত্বাৎ। তথাত্বে চ রসস্যৈব স্যাৎ দূষণঞ্চ। যথোক্তং। ব্যভিচারিরসস্থায়ি ভাবানাং শব্দবাচ্যতেতি। পক্ষে। তদ্বাচকশব্দস্তাভির্ন প্রযুজ্যতে। মুখ্যার্থঃ সঙ্কেতিতঃ। যথা গঙ্গাদিশব্দানাং প্রবাহাদিলক্ষণোঽর্থঃ। কদাপি ন লক্ষ্যঃ লক্ষণাবৃত্তিগম্যো ন ভবতি। পক্ষে অন্যৈর্দুস্তর্ক্যঃ। অব্যঙ্গঃ ন বিদ্যতে

হইল। তাঁহাদের ভয় পরিপূর্ণ হইল। তাঁহাদের বৈরাগ্য অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের অনুৎসাহ অচিকিৎস্য হইয়া উঠিল। এবং তাঁহাদের অন্যমনস্কতা, মনোমধ্যে নিগড় স্বরূপ হইল ॥ ১৬ ॥

যে মনোবিকার ষাটীধান্যের ন্যায় অন্তরে পরিপাক পাইলেও বাহিরে বিকাশ প্রাপ্ত হইল না এবং পরিজন সকল অনুযোগ করিলেও সকলে তাহা গোপন করিতেন ॥ ১৭ ॥

রস যেরূপ শব্দদ্বারা প্রকাশ্য নহে, কিন্তু একমাত্র অনুভব দ্বারা রসবোধ হইয়াথাকে, সেইরূপ ইহাঁদের মনোবিকৃতিও শব্দ দ্বারা বোধগম্য নহে। যেরূপ গঙ্গাদি শব্দের প্রবাহাদি রূপ মুখ্য অর্থ, লক্ষণাদিদ্বারা বোধগম্য হয় না, সেইরূপ তাঁহাদেরও মনোবিকার অপরের তর্কাতীত। নিগূঢ় লক্ষ্যার্থ যেরূপ ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারাগমাব হধনয়্যো,

লক্ষ্যার্থ ইব অব্যঙ্গ্যঃ ॥ ১৮ ॥

অন্তর্বিঘূর্ণমানোঽপি সুস্থিরঃ। উদ্বেগজনকোঽপ্যনুদ্বেগঃ। সন্নিপাতজ্বর ইব অস্থিসন্ধ্যাদিবিমর্দ্দকরঃ, সন্ততং তৃষ্ণাজনকশ্চ। তাসাং স কোঽপি হৃদ্বিকারঃ সমজনি ॥ ১৯ ॥

যস্তু অবিপক্কমরসভাবিতং তাসামন্তরং বংশমিব ঘুণঃ সন্ততমেব নিকৃন্ততি ॥ ২০ ॥

তস্মিন্ সতি।

লবলীফলপাণ্ডুরং কপোলতলং। আতপশুষ্যমাণকিসলয়-

ব্যঙ্গং যত্র সঃ। কুশলঃ মণ্ডপ ইত্যাদৌ পক্ষে তাভির্ব্যঞ্জনয়াপি ন প্রকাশ্যঃ ॥ ১৮ ॥

ন বিদ্যতে নুৎ খণ্ডনং যস্য তথাভূতো বেগো যস্য সঃ অনুদ্বেগঃ অখণ্ডবেগ ইত্যর্থঃ। তৃষ্ণা পিপাসা সম্ভোগেচ্ছা চ ॥ ১৯ ॥

যস্তু ইতি। তুকারঃ পূর্ব্বতো ভিন্নক্রমার্থঃ। তাদৃশমন্তরং প্রতি তস্য ঘুণসাধর্ম্ম্যং তু স্বরূপলক্ষণাজ্ঞাপনায় ॥ ২০ ॥

অবশ্যায়ো নীহারঃ। দীর্ঘঞ্চ তৎ উষ্ণং চেতি দীর্ঘোষ্ণং। উদ্দেশশূন্যং গন্তব্যদেশনিশ্চয়া-

---

সেইরূপ তাঁহারা কোনও প্রকার চিহ্নদ্বারা মনোবিকার প্রকাশ করেন না ॥ ১৮ ॥

সেই হৃদ্বিকার অন্তরে ঘূর্ণমান হইলেও তাহা সুস্থির, অর্থাৎ তাহা স্থিরতর। উদ্বেগজনক হইলেও অনুদ্বেগ, অর্থাৎ তাহার বেগ অখণ্ড। সান্নিপাতিক জ্বরে যেরূপ অস্থি এবং সন্ধিস্থান সকল ভাঙ্গিয়া যায় এবং সর্ব্বদা পিপাসা জন্মে, সেইরূপ তাঁহাদের মনোবিকার দ্বারাও অস্থি এবং সন্ধিস্থান সকল চূর্ণ হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা সম্ভোগবাসনা উৎপন্ন হয় ॥ ১৯ ॥

অপক্ক এবং নীরসবংশে যেমন ঘুণ ধরিয়া থাকে সেইরূপ ঐ মনোবিকার দ্বারা তাঁহাদের অপরিপক্ক এবং রসভাববিহীন অন্তঃকরণ সর্ব্বদা ছিন্ন হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

এইরূপ মনোবিকৃতি হইলে তাঁহাদের গণ্ডস্থল, লবলী (নোড়) ফলের তুল্য পাণ্ডুবর্ণ হইল। আতপ-তাপদ্বারা পরিশুষ্ক নবপল্লবের

মিবোষ্ঠাধরং। সাবশ্যায়-নীলনলিনদলমিব নয়নযুগলং। নিদাঘ-দিনমিব দীর্ঘোষ্ণং শ্বসিতং। অজ্ঞজনহৃদয়মিব অন্তঃশূন্যমবলোকনং। আত্মারামপ্রস্থানমিব উদ্দেশ্যশূন্যং পদবিহরণং। গ্রহগ্রস্তদশাপন্নজনচরিতমিব অনবস্থিতং বচনং। নির্ব্বিন্নজনশীলমিব গৃহাদিকার্য্যপরাঙ্মুখং অবিপক্ক ব্যবসিতমিতি স্থিতে ॥ ২১ ॥

সহজবর্ত্তী জবর্ত্তীয়ো গৃহাদিষু তাসাং ভগবতি ভাবো ভাবোধ্য-

ভাবাং সংস্কারবশেনেত্যর্থঃ। এবমত্র। লালসোদ্বেগজাগর্য্যাতানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশাদশেতি পূর্ব্বরাগোক্তা দশাঃ। অপ্যুক্তেষু যথাযোগ্যং সূচিতা-বিবিচ্য জ্ঞেয়াঃ। যথা অন্তর্বিঘূর্ণেত্যত্র লালসা, উদ্বেগজনক ইতি উদ্বেগঃ, সন্নিপাতেতি ব্যাধিঃ নবনীতকেতি পুনর্ব্যাধিঃ। আতপেতি মোহঃ সাবশ্যায়েতি জাগর্য্যা নিদাঘেতি ব্যাধিঃ, অজ্ঞজনেতি জড়িমা, আত্মারামেতি উদ্বেগঃ, গ্রহগ্রহেত্যুন্মাদঃ, নির্বিন্নজনেতি তানবং, অবিপক্কেতি মৃতেরনর্কতাজ্ঞাপনং ॥ ২১ ॥

যদি তাসাং ভগবতি ভাবো ভগবন্নিষ্ঠো ভাবঃ। বক্ষ্যমাণো নাভূৎ মনোমধ্য এবাত্ম-সম্মাভির্নিরুদ্ধনীয়ঃ কথমপি সখীভ্যোঽপি ন বক্তব্য ইতি নিশ্চিতোঽভূদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতো ভাবঃ গৃহাদিষু জবর্ত্তীয়ঃ জবেন বেগেন ঋতীয়া ঘৃণা যস্মাৎ। ন চায়মাগন্তুকঃ কিন্তু

তুল্য তাঁহাদের ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়া গেল। তুষারপতনে নীলকমলের দল যেরূপ প্রভাহীন হয়, সেইরূপ তাঁহাদের নয়নযুগল মুদ্রিত হইয়া আসিল। গ্রীষ্মকালের দিবসের ন্যায় দীর্ঘ এবং উষ্ণনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। অজ্ঞজনের হৃদয়-তুল্য তাঁহাদের অন্তরে সারশূন্য অবলোকন ঘটিয়াছে। আত্মারাম তত্ত্বজ্ঞানির প্রস্থান যেরূপ উদ্দেশ্য-শূন্য, সেইরূপ তাঁহাদেরও অকারণ পদসঞ্চারণ হইত। গ্রহগ্রস্তদশাপন্ন লোকের চরিত্রের ন্যায় তাঁহাদের বাক্য অব্যবস্থিত। বৈরাগ্যপ্রাপ্ত লোকের গৃহাদি কার্য্যে পরাঙ্মুখ স্বভাবের ন্যায় তাঁহাদেরও অপরিপক্ক আচরণ হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ-মনোভাব স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। সেই ভাবে গৃহাদিকার্য্যে তাঁহাদের সাতিশয় ঘৃণা জন্মিল। তাঁহারা সেই ভাব, মনোমধ্যে গোপন করিয়া রাখিলেন, সখীদের নিকটেও ব্যক্ত

তয়া নব ইব লক্ষ্যমাণো বক্ষ্যমাণো যদা নাভূৎ ॥ ২২ ॥

তদাহুঃ সহচর্য্যো দুঃসহচর্য্যোপচারসঞ্চারসময়ে তত্তদ্ধৃদয়জ্ঞতয়া জ্ঞতয়া চ তমবগম্যাপি বিশেষাবগতয়ে গতয়েব ধিয়া শ্রীকৃষ্ণস্য তনুমহসঃ সাদৃশ্যং দৃশ্যং বহন্তি নরেন্দ্রমণিময়ালঙ্করণান্যলঙ্করণান্যথাভাবকারীণি সুরঞ্জনান্যঞ্জনান্যবতংসীকরণার্থমানীতান্যামোদিতকুব-

---

সহজবর্ত্তী স্বাভাবিকস্তথাপি ভা কান্তিস্তয়া বোধ্যতয়াঃজ্ঞেয়ত্বেন নবো নবীন ইব লক্ষ্যমাণঃ ॥ ২২ ॥

তদা সহচর্য্যঃ নরেন্দ্রমণিময়ালঙ্করণাদীনি পুরতঃ সমানীয় অহুরিত্যন্বয়ঃ। কদা। দুঃসহায়াঃ অসহায়াঃ চর্য্যায়াঃ পূর্ব্বরাগজন্যায়াঃ স্থিতের্য উপচারস্তস্য সঞ্চারসময়ে। জ্ঞতয়া বিদগ্ধতয়া তং কৃষ্ণনিষ্ঠভাবং তাভিরপ্রকাশিতমপি অবগম্যাপি সামান্যাকারেণ জ্ঞাত্বাপি তস্য বিশেষস্য অবগতয়ে গতয়া প্রাপ্তয়া ইব ধিয়া। তানি সর্ব্বাণি কীদৃশানি। কৃষ্ণস্যাঙ্গকান্তিদৃশ্যং মনোরমং সাদৃশ্যং বহন্তি অলমতিশয়েন করণানাং নেত্রত্বগাদীন্দ্রিয়াণাং অন্যথাভাবকারীণি অশ্রুরোমাঞ্চাদিমত্ত্বকারীণি আমোদিতকুবলয়ানি সুবাসিতভূমণ্ডলানি কুবলয়ানি

করিলেন না। কিন্তু তথাপি অলৌকিক-প্রভা-প্রকাশে যেন নবীন বলিয়া লক্ষিত হইল ॥ ২২ ॥

তৎকালে সহচরী সকল রাজোচিত মণিময় অলঙ্কার প্রভৃতি বস্তু সকল দান করিলেন। অসহনীয় যে চর্য্যা অর্থাৎ পূর্ব্বরাগজনিত স্থিতি, তাহার সঞ্চারণকালে সখীগণের চাতুরী ও শ্রীরাধিকাদিগের হৃদয়ভাব জানিতে পারিলেন। তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ ভাব অবগত হইয়াও পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য, যেন অন্যপ্রকার বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। সহচরীগণ, যে সকল মণিময় অলঙ্কার সম্মুখে আনিয়া দান করিলেন, সেই সমস্ত আভরণ শ্রীকৃষ্ণের দেহ-প্রভার মনোরম সাদৃশ্য ধারণ করিতেছিল। সেই সকল অলঙ্কার দেখিয়া তাঁহাদের নেত্র ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ে অশ্রুপাত ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি হইতে লাগিল। তাঁহারা নয়নরঞ্জন কজ্জল আনিয়াছিলেন এবং কর্ণাভরণের নিমিত্ত যে সকল নীলকমল আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের সৌরভে ভূমণ্ড

লয়ানি কুবলয়ানি পুরতঃ সমানীয় ॥ ২৩ ॥

প্রিয়সখ্যঃ পশ্যত শ্যত-নয়নয়োরনয়োরসারস্যং রস্যং কৃষ্ণরুচি-রুচিরং নেপথ্যং পথ্যং গৌরেষঙ্গেযু ভবতীনামিতি যদ্যুচিরেঽচিরেণ তদা তানি কৃষ্ণাঙ্গবর্ণসদৃশানি দৃশা নিভাল্য কৃষ্ণনামচরিতং নামচরিতং শ্রুতিপথে সমনুভূয় ভূয়স্থেন বিপুলপুলকান্যঙ্গানি ধৌতকজ্জলানি জলানি বহন্তীর্দৃশঃ বহিরিব নিঃসরন্তি শ্বসিতানি চ ধারয়মাণাস্থ রয়মাণাস্থ চ কামপি দশাং কামপি কাপি সহচরী চরী-করীতি স্ম প্রণয়পরীহাসমিব ॥ ২৪ ॥

নীলোৎপলানি ॥ ২৩ ॥

অসারস্যং তাপং শ্যত দূরীকুরুত। শো তনূকরণে ইত্যস্য রূপং। রস্যং রসার্হং নেপথ্যং ভূষণং। নাম প্রাকাশ্যে শ্রুতিপথে কৃষ্ণনামচরিতং চলিতং প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ। অনুভূয় আস্বাদ্য কামপি দশাং রয়মাণাস্থ প্রাপ্নুবতীযু জলানি বহন্তীর্দৃশো দৃষ্টীর্ধারয়মাণাস্থ বহির্নিঃসরন্তি শ্বসিতানি ইব বহির্গচ্ছতঃ প্রাণানিব শ্বসিতানি শ্বাসান্ ধারয়মানাস্থ তাস্থ মধ্যে কামপি মুখ্যাং। চরীকরীতীতি যঙ্লুগন্তপদং ॥ ২৪ ॥

আমোদিত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

হে প্রিয়সখীগণ ! তোমরা দেখ, তোমাদের এই নয়নযুগলের তাপ দূর কর। শ্রীকৃষ্ণের দেহপ্রভার তুল্য মনোহর এই সরস আভরণ, তোমাদের গৌরবর্ণ অঙ্গে সমযোগ্য। যখন সখীগণ, শীঘ্র এই সকল কথা বলিলেন, তখন তাঁহারা চক্ষু দিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের বর্ণ-তুল্য সেই সকল আভরণ দর্শন করিলেন এবং পরে প্রকাশ্যে তাঁহাদের শ্রবণপথে কৃষ্ণ নাম প্রবেশ করিল। কৃষ্ণনাম অনুভব করাতে বহুপরি-মাণে তাঁহাদের অঙ্গে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের চক্ষে কজ্জল ধৌত হইয়া জল নির্গত হইতে লাগিল এবং প্রাণবায়ু সকল যেন নিশ্বাসছলে বাহিরে নির্গত হইতে লাগিল। যখন সকলেই জলপূর্ণ দৃষ্টি সমুদায় এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ধারণ করিলেন ও যখন তাঁহারা কোনও অপূর্ব্ব কামদশা প্রাপ্ত হইলেন, তখন কোনও সহচরী, প্রণয়-পরিহাসের ন্যায় কোনও দশা, বারম্বার করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

আঃ কষ্টমালি মালিন্যং হৃদি মে জাতং। যদিদমঞ্জনমীক্ষিত-মেব তে নয়নজলজং জলজম্বালতাস্তিমিতমকরোৎ। ইদমপি পুরন্দরমণীস্রাভরণমপি নদ্ধমেব বিপুলপুলকময়ীং চকার বপুর্যষ্টিং। ইদমপীন্দীবরজালমনাঘ্রাতমেব স্ফীতসরসামিব গন্ধবহাং গন্ধবহাং সম্পাদয়ামাস। নয়নাদৌ কৃতানি পুনঃ কিং করিষ্যন্তী মানীতি॥২৫॥

মা নীতিপরোঽয়ং সখীজনঃ সখি স খিদ্যতি খিদ্যতি ॥ ২৬ ॥

তদিহ তত্ত্বং তত্ত্বং কথয় কিমেষামেব শক্তিবিশেষঃ কিং ভবতী-

ঈক্ষিতমেব সৎ অঞ্জনং কর্তৃ জলেন জম্বালতয়া অতিবেগেন স্তিমিতং আর্দ্রিতং। জম্বা-লোঽতিজব ইত্যমরঃ। অপিনদ্ধং অপরিহিতমেব সৎ। গন্ধবহাং নাসাং গন্ধবহাং দূরাদেব ঈষদ্গন্ধং বহন্তীং সতীং স্ফীতা ফুল্লা চাসৌ সরসা চেতি তথাভূতাং সম্পাদয়ামাস। অত্র নানা-ভূষণানাশ্রবৌ কৃষ্ণাঙ্গগন্ধসাজাত্যানুভবেন জাতৌ ॥ ২৫ ॥

অয়ং সখীজনঃ মা নীতিপরঃ ন নীতিজ্ঞঃ। হে সখি স প্রসিদ্ধো মল্লক্ষণ ইত্যর্থঃ। খিদ্যতি খেদং প্রাপ্নোতি। হে খিদ্যতি খিং সম্পদাদিক্বিপা খিদ্। তাং যাতী গচ্ছন্তী প্রাপ্নুবতী তস্যাঃ সম্বোধনে হে খিদ্যতি ॥ ২৬ ॥

তৎ তস্মাদিহ তৎপ্রসিদ্ধং তত্ত্বং ত্বং কথয়। উঢ়ানাং গোপবধূটানাং শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যা-

---

সখি ! আঃ ! কি কষ্ট জন্মিয়াছে। আমার হৃদয়ে অত্যন্ত মালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। কারণ এই দর্শনরূপ কজ্জল, তোমার নয়নপথকে জলবেগে আর্দ্র করিয়াছে। এই যে ইন্দ্রকান্তমণির আভরণ রহিয়াছে, ইহা তুমি অঙ্গে পর নাই, তথাপি তোমার দেহযষ্টির মধ্যে বিপুল রোমাঞ্চ জন্মিয়াছে। এই যে নীলপদ্ম সকল রহিয়াছে, ইহাদের আঘ্রাণ গ্রহণ করা হয় নাই। তথাপি তোমার নাসিকা, দূর হইতেই গন্ধ লইয়া প্রফুল্ল এবং সুন্দর হইয়াছে। নয়ন প্রভৃতি স্থানে এই সকল কার্য্য করিয়াছে। অতএব ইহারা পুনর্ব্বার কি করিবে ? ॥ ২৫ ॥

হে খেদান্বিতে ! সখি ! তোমার এই সখীজন (অর্থাৎ আমি) নীতিজ্ঞ নহি, এই কারণে খেদান্বিত হইতেছি ॥ ২৬ ॥

অতএব এই বিষয়ে সেই প্রসিদ্ধ তত্ত্ব, তুমি বর্ণন কর। এই সকল অলঙ্কারাদি বস্তু সমূহেরই কি ইহা কোন শক্তি বিশেষ, অথবা তোমা-

নামেব মনসঃ কোঽপি বিকার ইতি স্থিতে সর্ব্বাসামেবানুরাগি-
ণীনামূঢ়ানূঢ়ানাং সর্ব্বা এব সহচর্য্যঃ পরমগুণোত্তরাঃ ॥ ২৭ ॥

যাসাং নিন্দিতকমলাচরণানি চরণানি ॥ ২৮ ॥

বিহিতশোভারম্ভা রম্ভা ঊরবঃ। কামসিংহাসন-হাসনকারীণি

দীনাং অনূঢ়ানাং ধন্যাদিকন্যানাং সর্ব্বা এব সহচর্য্যঃ তাসাং ভাবপরীক্ষণে ক্ষণবশাঃ কৌতুক-বশা বভূবুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭ ॥

নিন্দিতং কমলায়া লক্ষ্যা অপি আচরণং স্বাঙ্গপ্রসাধনাদি কর্ম্ম যৈস্তানি এতৎ চরণস্থ-স্বাভাবিকসৌন্দর্য্যমপি লক্ষ্যা ভূষণাদিপ্রসাধিতসমস্তাঙ্গেষপি নাস্তীতি ভাবঃ। ন চাত্র ব্যতিরেকালঙ্কারেণ চরণৈঃ পদ্মশোভাক্ষেপ ইতি শক্যতে ব্যাখ্যাতুং। অগ্রে মুখৈরেব পদ্ম-শোভাখণ্ডনস্য বর্ণয়িষ্যমাণত্বেন পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ। ন চ চরণাদিমুখান্তানামঙ্গানাং প্রত্যেক-মুপমাখণ্ডনপ্রক্রমস্য ভঙ্গঃ লক্ষ্মীসর্ব্বাঙ্গতিরস্কারিশোভত্বেন চরণানামপি সামান্যাকারেণ তথাত্বস্য ভঙ্গ্যোদিতত্বাৎ। তথা। ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলেতি মহানুভাবসর্ব্বজ্ঞ-কবি-চূড়ামণিশ্রীমদ্রূপগোস্বামিবর্ণিত-রাধাসারূপ্যধারি-বিশাখাদীনাং তথোৎকর্ষস্য সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধত্বাভাবেন প্রস্তুতোপযোগিত্বাচ্চ এতদেব সাধু ব্যাখ্যানমিতি ॥ ২৮ ॥

বিশেষেণ হতশোভো রম্ভাণামারম্ভো যেভ্যস্তে কামস্য যৎ সিংহাসনং তস্য হাসনকারী-

---

দেরই কোনও মনের বিকার জন্মিয়াছে। এইরূপ ঘটনার পর তৎ-কালে গোপদিগের বিবাহিতা শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি রমণী এবং অবিবাহিতা অন্যান্য ধন্যাপ্রভৃতি কন্যা সকল উপস্থিত ছিলেন, সেই সমস্ত অনুরাগবতী রমণীগণের সহচরীই সকল, পরমগুণভূষণে বিভূ-ষিত হইয়া তাঁহাদের ভাব পরীক্ষা কার্য্যে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া-ছিলেন ॥ ২৭ ॥

যে সকল সহচরী, তাঁহাদের স্ব স্ব সখীগণের ভাব পরীক্ষা করিতে গিয়া কৌতুকপরবশ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চরণদ্বারা কমলাদেবীরও স্বকীয় অঙ্গে বেশভূষাদি কার্য্য তিরস্কৃত হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥

তাঁহাদের নিতম্বপ্রদেশ দেখিলে রম্ভাদিগের অভ্যুদয়, বিশেষরূপে হতশ্রী হইয়াছিল। তাঁহাদের নিতম্ব বিম্ব সকল, কামদেবের যে সিংহা-

শ্রোণিবিম্বানি। ধিক্‌কৃতডমরুমধ্যানি মধ্যানি। যাসাঞ্চ কুচ-কোরকৈরপি কৃতানি সৌন্দর্য্যেষু বিফলানি ফলানি দাড়িমী-লতানাং ॥ ২৯ ॥

দশনবসনৈরপহৃতশোণিমসৌরভ্যাদিবন্ধুজীবানি বন্ধুজীবানি জাতানি। দশনৈঃ পরাজিতানি মনোরমাণি মাণিক্যশকলানি ॥৩০

নাসাপুটৈরবধীরিতা মুহুরধোমুখকামেষুধিরধোমুখকামেষু-ধিষণা চ কটাক্ষৈঃ ॥ ৩১ ॥

ণীতি এতত্তুল্যং কামস্য রাজপট্টভূতসিংহাসনমন্যন্নাস্তীত্যত্রৈব কামঃ সাম্রাজ্যার্থমাস্তে ইতি ভাবঃ। দাড়িমীলতানাং ফলানি সৌন্দর্য্যেষু বিফলানি কৃতানীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥

বন্ধুজীবানি বন্ধুজীবকুসুমানি যাসাং দশনবসনৈরপহৃতশোণিমসৌরভ্যাদিবন্ধুজীবানি জাতানীত্যন্বয়ঃ। অপহৃতঃ শোণিম্নঃ শোণত্বস্য সৌরভ্যস্য আদিশব্দাৎ প্রকাশস্য চ বন্ধুরূপজীব আত্মাপি যেষাং তানি ॥ ৩০ ॥

অবধীরিতা তিরস্কৃতা অধোমুখী কামস্য ইষুধিস্তূনঃ। লজ্জয়া অধোমুখস্য কামস্য ইষুষু শরেষু যা ধিষণা সন্ধানবতী বুদ্ধিঃ সা চ কটাক্ষৈরবধীরিতা ॥ ৩১ ॥

সন আছে, তাহাকেও উপহাস করিত। ইহার তুল্য, কামদেবের রাজ-পট্টভূমি সিংহাসন আর নাই। কামদেব, সাম্রাজ্য লাভের জন্য এই স্থানেই উপবেশন করিয়া আছেন, ইহাই তাৎপর্য্য। ইহাঁদের মধ্যদেশ দেখিলে, ডমরুবাদ্যেরও মধ্যদেশ ধিক্কার প্রাপ্ত হইত। যাঁহাদের কুচকলিকা দেখিলে, দাড়িমীলতার ফল সকল, সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিষ্ফল হইয়া যাইত ॥ ২৯ ॥

তাঁহাদের ওষ্ঠাধরের নিকট বন্ধুজীব (বাঁধুলি) পুষ্পদিগের অরু-ণিমা, সৌরভ্য, বিকাশ এবং বন্ধুরূপ আত্মাও অপহৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের দশনদ্বারা মনোহর মাণিক্যখণ্ড সকল পরাস্ত হইয়াছে ॥৩০॥

তাঁহাদের নাসাপুট দেখিলে কামদেবের অধোমুখ তূণ, বারম্বার অপমানিত হইয়াথাকে এবং তাঁহাদের কটাক্ষক্ষেপ দেখিলে লজ্জায় অধোমুখ কামদেবের শরসন্ধানযুক্ত বুদ্ধিও তিরষ্কৃত হইয়া যাইত ॥৩১॥

নয়নৈরপি তিরস্কৃতানি বিলসৎকালিকালিন্দীবরেন্দীবরেহিতানি ॥ ৩২ ॥

বিধূয়মানবদন-বিধূয়মানবদনলঙ্কৃত-কমলানি কমলানি ॥ ৩৩ ॥

তাস্তাঃ স্বস্বযূথপাযূথপারবশ্যং গতাগতাশঙ্কং তাসাং ভাবপরীক্ষণক্ষণবশা বভূবুঃ ॥ ৩৪ ॥

নিত্যসিদ্ধানামাসাং নিত্যসিদ্ধানামাসাং মুখ্যং নার্হতি কদাচি-

বিশেষেণ লসৎ কং সুখং যেষাং তথাভূতা অলয়ো ভ্রমরা যেষু তেষাং কালিন্দীসম্বন্ধি শ্রেষ্ঠেন্দীবরাণাং ঈহিতানি বিকাশান্দোলনাদীনি নয়নৈস্তিরস্কৃতানি ॥ ৩২ ॥

উপমানাদাচারে ক্যঙা বিধূয়মানৈর্ব্বিধুতুল্যৈর্ব্বদনৈর্বিধূয়মানবৎ বিশেষেণ কম্প্যমানানীব খণ্ড্যমানানীব বা কমলানি পদ্মানি জাতানীত্যর্থঃ। ইবার্থকেন বৎ-শব্দেন সহ সমাসঃ। অতএব অনলঙ্কৃতং অভূষিতং কমলং জলং যেভ্যস্তানি। সলিলং কমলং জলমিত্যমরঃ। যাসাং সখ্য এব ঈদৃশসৌন্দার্য্যাস্তা যূথপাঃ কেন কবিনা বর্ণয়িতুং শক্যা ইতি ন তা বর্ণিতা ইতি দ্যোতিতং ॥ ৩৩ ॥

স্বস্বযূথপানাং যূথে পারবশ্যং বশতাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৪ ॥

আসাং নিত্যসিদ্ধানাং সা রসরীতিরপি নিত্যসিদ্ধা কদাচিদপি আসাং মুখ্যং শ্রীকৃষ্ণা-

---

যমুনার যে সকল নীলকমলে সমধিক সুখবিশিষ্ট ভ্রমর সকল বিদ্যমান আছে এবং সেই সকল নীলপদ্মের বিকাশ এবং আন্দোলন প্রভৃতি যে সকল চেষ্টা আছে, তৎসমুদায়ও তাঁহাদের নয়নের কাছে তিরস্কৃত হইয়াথাকে ॥ ৩২ ॥

তাঁহাদের শশধর তুল্য বদনের নিকট পদ্মপুষ্প সকল যেন বিশেষরূপে খণ্ডিত এবং কম্পিত হইয়া যায় ও তৎকালে ঐ সকল কমলের অবস্থানে জলেরও শোভা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

যাঁহাদের এইরূপ সৌন্দর্য্যবতী সখী আছে, তাঁহাদিগকে যূথপা বলে। তখন তত্তৎ সহচরী সকল সভয়ে স্ব স্ব যূথপাদিগের দলে অধীনতা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

এই সকল রমণী অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ। ইহাঁদের সেই প্রসিদ্ধ রসরীতিও নিত্যসিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। সেই রসপদ্ধতি, কখনও

দপি সা রসরীতিঃ। ন চ সা বয়ঃকৃতেতি বয়ঃ কৃতেতি কর্ত্তব্যতা চ তস্যা ইতি কৈশোরাগমে রাগমেদুরতা চ তাসাং ন বিস্ময়জনিকা। জনিকালসমকালমেবাজনি। কাচিদভিব্যক্তিরেব কৈশোরে ইতি রহস্যে ॥ ৩৫ ॥

রহস্যেকা কাচিদমৃতবল্লিশাখা-বিশাখাবিদগ্ধভাবমুগ্ধমধুরামধুরাক্ষরমাত্মনঃ প্রিয়সখীং রাধাং নিগদতি স্ম ॥ ৩৬ ॥

মুমুখতাং নার্হতি। নাম প্রাকাশ্যে। ইতীত্যুক্তহেতোরেব সা রসরীতিঃ প্রাকৃতানামিব ন চ বয়ঃকৃতান্ কৈশোরবয়োজনিতা। তথা তস্যা রসরীতেরিতিকর্ত্তব্যতা তত্তদ্ব্যাপারশ্চ ন চ বয়ঃকৃতা কৈশোরস্যাগমে প্রাপ্তে তাসাং রাগস্য মেদুরতা অনুরাগস্য নিবিড়তা ন বিস্ময়জনিকা। নিত্যসিদ্ধরতিক্রীড়াবতীনামপ্যাসাং কৈশোর এব লৌকিকরীত্যা কিমিতি পূর্ব্বরাগ ইতি বিদ্বজ্জনবিস্ময়ং নোৎপাদয়তীত্যর্থঃ। তত্র সমাধত্তে জনিকালেতি। রহস্যে ইত্যতিগোপ্যে সিদ্ধান্ততত্ত্বে স্থিতে সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

রহসি বিবিক্তদেশে। একা সখীষু মুখ্যা ॥ ৩৬ ॥

প্রাকাশ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারে না। অতএব সেই রসপদ্ধতি, প্রাকৃত মানবদিগের ন্যায় কৈশোর-দশা-জনিত নহে এবং সেই রসপদ্ধতির ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ তত্তৎ ব্যাপারও বয়ঃক্রম জন্য নহে। কৈশোর দশা উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অনুরাগের নিবিড়তা বিস্ময়জনক নহে। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ রতিক্রীড়া-শালিনী হইলেও কৈশোর দশাতেই লৌকিকরীত্যনুসারে, কেন পূর্ব্বরাগ জন্মিল ! এই ভাবিয়া পণ্ডিতদিগের বিস্ময় উৎপন্ন হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। কারণ জন্মকালের সমকালেই কৈশোর দশাতে কোনও এক অনির্ব্বাচ্য ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপে পরম গোপনীয় সিদ্ধান্ততত্ত্ব প্রকটিত হইল ॥ ৩৫ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে চাতুরী দ্বারা মুগ্ধ অথচ মধুর এবং অমৃতলতার শাখার তুল্য বিশাখা নামে কোনও একজন প্রধানা সখী নির্জ্জনপ্রদেশে সুমধুর অক্ষর বিন্যাস পূর্ব্বক আপনার প্রিয়সখী শ্রীরাধিকাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

সুমুখি কথমকস্মাদেষ তে হৃদ্বিকারঃ
প্রণয়িপরিজনানাং প্রাণসম্বাধকারী।
সমজনি জনিমাত্রেণৈব যাতশ্চ পাকং
তদপি ন চতুরাণামপ্যয়ং তর্কগম্যঃ ॥ ৩৭ ॥
যতঃ।
ক্ব তেঽধ্যয়নকৌতুকং ক্ব শুকশারিকাধ্যাপনা
ক্ব বর্হিনটনেক্ষণং ক্ব পরিবাদিনীবাদনং।
ক্ব হাসপরিহাসিনী প্রিয়সখীজনৈঃ সঙ্কথা
কিমালি বনমালিনা তব মনোমণিশ্চোরিতঃ ॥ ৩৮ ॥
নৈতদসম্ভাবনীয়ং।
নহি কুমুদবান্ধবমন্তরেণ কুমুদ্বতী মুদ্বতী ভবিতুমর্হতি ॥ ৩৯ ॥

পাকং বিপরিণামং যাতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৩৭ ॥
কথমসাববসিত ইতি চেত্তত্রাহ ক্ব তে ইতি। পরিবাদিনী বীণা ॥ ৩৮ ॥
মুৎ আনন্দস্তদ্বতী ॥ ৩৯ ॥

হে সুমুখি! কেন তোমার অকস্মাৎ এরূপ হৃদয়ের বিকার উপস্থিত হইল। তোমার এইরূপ মনোবিকারে অনুরক্ত পরিজনবর্গের মনোমধ্যে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। এই মনোবিকৃতি, জন্মিবামাত্রেই পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি চতুরলোকেও এই মনোবিকার, তর্ক করিয়াও বুঝিতে পারেন না ॥ ৩৭ ॥

কারণ, এখন তোমার অধ্যয়ন-কৌতূহল কোথায় গেল? শুক এবং শারিকাদিগের অধ্যাপনা কোথায় গেল? পূর্ব্বে যে ময়ূরের নৃত্য দেখিতে তাহা এখন তোমার কোথায় গেল? তোমার এখন বীণাবাদন কার্য্য কোথায়? হাস্য এবং পরিহাসকারিণী প্রিয়সখীদিগের সহিত নির্জনে কথোপকথনই বা এখন কোথায় গেল? সখি! বনমালী শ্রীকৃষ্ণ কি তোমার মনোরূপ মণি চুরী করিয়াছেন? ॥ ৩৮ ॥

সখি! তোমার যে এরূপ কষ্ট হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। কুমুদবান্ধব ব্যতীত কুমুদিনী, কখনই প্রমোদিনী হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

তপনমণ্ডলমন্তরেণ কমলিনী মলিনীভাবমর্হত্যেব ॥ ৪০ ॥

নাপি স্বমুদি তমুদিরমন্তরেণ সারঙ্গী সারঙ্গীতমন্যস্থ মন্যতে ॥ ৪১

নাপি কুসুমধন্বানমন্তরেণ রতিরতিরতিমতী কাপি ভবতি ॥ ৪২

নহি জলধরোৎসঙ্গসঙ্গমন্তরেণ সৌদামিনী-দামিনী ভবিতুমীষ্টে ॥ ৪৩ ॥

ন চ মধুমাসমন্তরেণ ক্বচন কলকণ্ঠী সমুৎকণ্ঠী ভবতি ॥ ৪৪ ॥

নন্থ শীতলস্বভাবে কুমুদবান্ধবে কুমুদ্বতী মোদতাং নাম কৃষ্ণস্য তু তথা ত্বমনিশ্চিত্য কথং প্রীতিস্তত্র কর্ত্তুমুচিতা বহুবহুবল্লভত্বেন তত্র কঠিনচরিতত্বস্যাপি সম্ভবাৎ তত্রাহ তপনেতি। কান্তস্য তৈক্ষ্ণ্যং প্রণয়িন্যাঃ সুখায়ৈব ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

নন্থ কথং তত্রৈব প্রীতিরৈকান্তিকত্বব্রতনিশ্চয়স্তত্রাহ নাপীতি। স্বস্থ মুদি হর্ষে সারঙ্গী চাতকী মুদিরং মেঘং বিনা অন্যস্থ গীতং সারং ন মন্যতে। মেঘে চাতকীনামিব কৃষ্ণে গোকুলবালানামৌৎপত্তিক এব তথাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

নন্থ তথাপি মেঘচাতক্যোঃ পরস্পরসাপেক্ষত্বশোভাসাদৃগুণ্যাভাবঃ স্পষ্ট এব বিনাপি চাতকীর্মেঘশোভায়া অপ্রচ্যুতত্বদর্শনাদিত্যত আহ নাপি কুসুমেতি ॥ ৪২ ॥

নন্থ মা ভবত্বন্যত্রাপি রতিমতী কিন্তু বিনাপি কন্দর্পং শম্বরগৃহে তস্যা বহুকালমবৈকল্যং দৃষ্টমিত্যত আহ নহি জলধরেতি। সৌদামিনী বিদ্যুৎ। সৌদামনী চ সৌদাম্নী সৌদামিন্যপি দৃশ্যত ইতি দ্বিরূপকোষঃ। দামিনী দামযুক্তা শোভাবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ শোভায়া অভাবাদেবান্যত্র ন তিষ্ঠত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

নন্থ তস্যাপি তত্রাস্থৈর্য্যমেব স্পষ্টো দোষ ইত্যত আহ ন চ মধ্বিতি। মধুমাসশ্চৈত্রঃ। কলকণ্ঠী কোকিলাঙ্গনা। সমুৎকণ্ঠীতি ঙীপ্প্রত্যয়ান্তং। অত্রোভয়োঃ পরস্পরসাপেক্ষত্বেনৈব

সূর্য্যমণ্ডলের প্রকাশ না হইলে কমলিনী মলিন হইয়াই থাকে ॥ ৪০

আপনার আনন্দ হইবে বলিয়া চাতকী, মেঘব্যতীত অন্যের সঙ্গীত সার বলিয়াই বিবেচনা করে না ॥ ৪১ ॥

পুষ্পশর ব্যতিত অন্য কাহারও উপরে রতিদেবী অত্যন্ত অনুরাগিণী হয়েন না ॥ ৪২ ॥

জলধরের ক্রোড়স্পর্শ ব্যতিরেকে সৌদামিনী, কখনই শোভান্বিত হইতে ইচ্ছা করে না ॥ ৪৩ ॥

চৈত্রমাস ব্যতিরেকে কোকিলপত্নী কি অন্য কোনও কালে উৎকণ্ঠিত হইয়াথাকে ! ॥ ৪৪ ॥

নাপি কমলাকরমপহায় সলিলমাত্রে এব শোভতে রাজ-হংসী ॥ ৪৫ ॥

ন চ বলক্ষ-পক্ষমন্তরেণ পরিপুষ্টিমীয়তে চান্দ্রমসী রেখা ॥৪৬॥

ন চ নিকষপাষাণশকলং বিনা নিজগুণমাবিষ্করোতি কাঞ্চনী রেখা ॥ ৪৭ ॥

ন চ বসন্তমন্তরেণ পরিমলমালম্বতে বাসন্তী ॥ ৪৮ ॥

শোভাসাম্যানাং কলকণ্ঠ্যাস্তত্রাস্থৈর্য্যাভাবস্তদবিনভাবস্ত উপমাপ্রয়োজকভূত তদ্ধর্ম্মাভাবা-দেবেতি ন পূর্ব্বোক্তা দোষাঃ ॥ ৪৪ ॥

নন্থ কলকণ্ঠ্যাঃ কণ্ঠস্বরঃ প্রশস্ততাং নাম নতু গাত্রসৌন্দর্য্যমিত্যত আহ নাপি কম-লেতি ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ প্রীতের্যোগ্য প্রতিযোগিসঙ্গস্ত ভাবাভাবাভ্যামেব সমৃদ্ধিনাশাবপীত্যত্র দৃষ্টান্তঃ। ন চ বলক্ষেতি। বলক্ষ-পক্ষং। শুক্লপক্ষং ঈয়ত ইতি ঈঙ্ গতৌ দৈবাদিকঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্যচ্চ স্বনিষ্ঠপ্রেমাদিমহাগুণপরীক্ষণঞ্চ তাদৃশপ্রতিযোগিন্যেব নান্যত্রেতি দৃষ্টান্তঃ। ন চ নিকষেতি ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ গুণনামপ্রসিদ্ধ্যাদিকং সর্ব্বমেব তাদৃশপ্রতিযোগিসাহিত্যেনৈব প্রকাশতে নান্য-থেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ। ন চ বসন্তেতি। পরিমলমিতি গুণঃ বসন্তোঽপি সুরভিঃ বাসন্তীতি নাম সচাপি বসন্তনামা লতাসু মধ্যে শ্রেষ্ঠা মাধবীতি প্রসিদ্ধিঃ সচাপি ঋতুষু শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি তথা পরস্পরশোভাসাপেক্ষত্বাবিনাভাবস্থৈর্য্যসৌন্দর্য্যাদ্যাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বদৃষ্টান্তনিষ্ঠা গুণা অপি অত্র বর্ত্তন্ত এবেত্যয়মেব মুখ্যো দৃষ্টান্ত ইত্যত্রৈব পর্য্যবসানমিতি দার্ষ্টান্তিকপক্ষেঽপি বৈদগ্ধ্যা-দিনা গুণেন তুল্যাবেব রাধামাধবৌ মাধবেতি রাধেতি তুল্যপর্য্যায়ত্বান্নাম্নাপি প্রসিদ্ধ্যা চ লোকোত্তরয়া প্রেম্না চ পরস্পরসাপেক্ষত্বাদিভিশ্চেতি ॥ ৪৮ ॥

তড়াগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র সলিলে রাজহংসী কখনই শোভা পাইতে পারে না ॥ ৪৫ ॥

শুক্লপক্ষ ব্যতিরেকে চন্দ্রকলা কি কখন বৃদ্ধি পাইতে পারে! ॥৪৬

নিকষ (কষ্টি) পাষাণ ব্যতিরেকে স্বর্ণরেখা কি কখন আপনার গুণ প্রকাশ করিতে পারে! ॥ ৪৭ ॥

বসন্তকাল ব্যতীত মাধবীলতা কখনই পরিমল ধারণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮ ॥

চন্দ্র এব চন্দ্রিকা। রত্ন এব রত্নপ্রভা। কুসুম এব মাধ্বীক-ধারেতি॥ ৪৯ ॥

কিময়ি ময়ি তেঽপলাপঃ। ন খলু মণি-বণিজামগোচরো মণে-রবান্তরঃ কোঽপি ভাবঃ। তন্মাপলপনীয়মিদং পনীয়মিদঞ্জসা ॥৫০॥

ইতি তদুদিতোপরমে পরমেণ প্রণয়েন সকলগুণললিতা ললিতা চোবাচ। যুক্তমুক্তমুদারপ্রণয়দ্রুমশাখয়া বিশাখয়া। বিচিত্রং

অথ তত্রাপ্যত্যন্তৈক্যবিবক্ষয়া ধর্ম্মধর্ম্মিরূপেণ পৌরাণিকসিদ্ধান্তোপযোগিত্বাচ্ছক্তি-শক্তিমত্তারূপেণ বা সম্বন্ধেন দৃষ্টান্তত্রয়ং। তত্র চন্দ্রচন্দ্রিকয়োঃ সুখস্পর্শতা ত্বগিন্দ্রিয়গম্যা। রত্ন-রত্নপ্রভয়োর্দর্শনীয়তা নেত্রেন্দ্রিয়গম্যা জাড্যাদিরাহিত্যেন পূর্ব্বতোঽপ্যধিকা। কুসুমমাধ্বীক-ধারয়োস্তু সৌরভ্যং সৌরভ্যং সুখস্পর্শত্বং সুদর্শত্বমিতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গম্যত্বমিত্যত্রৈব শ্রৈষ্ঠ্যে বিশ্রান্তিরিতি ॥ ৪৯ ॥

অপলাপঃ সংগোপনং। অপলাপস্তু নিহ্নব ইত্যমরঃ। মণিবণিজামিতি ত্বৎসখিত্বাৎ ত্বৎ-সাধর্ম্ম্যবত্যো বয়ং স্বানুভবেনৈব সর্ব্বং জানীম ইত্যর্থঃ। ভাবঃ স্বরূপং। ইদং হৃদ্বিকারচিহ্নং অঞ্জসা সাক্ষান্নাপলপনীয়ং। পনীয়াস্তব্যা মিৎ স্নেহো যস্যাঃ। হে পনীয়মিৎ সখি স্নেহেন ময়ি সর্ব্বমেব কথয়েতি ভাবঃ। পন স্তুতৌ ঞিমিদা স্নেহনে ইতি ধাতু ॥ ৫০ ॥

চন্দ্রেই কৌমুদীর বিকাশ, রত্নেই রত্নপ্রভা থাকে এবং পুষ্পেই মধু-ধারা অবস্থান করে ॥ ৪৯ ॥

সখি! আমার কাছে তোমার গোপন কেন! যাহারা রত্নের বণিক্ (জহরী), তাহাদের কাছে কোন্ রত্ন কিরূপ, কাহার কত মূল্য? এ কথা কি কখন গুপ্ত থাকিতে পারে? অতএব তুমি আমার কাছে, এই বিষয় গোপন করিও না। সখি! তোমার ভালবাসা সকলেরই স্তবযোগ্য, অতএব ভালবাসার গুণে শীঘ্র আমাকে সমস্তই বল ॥ ৫০ ॥

এইরূপে বিশাখার কথা শেষ হইলে, পরম প্রণয়সহকারে সকল গুণবিভূষিতা ললিতা বলিতে লাগিলেন। পরমরমণীয় প্রণয়বৃক্ষের শাখাস্বরূপ বিশাখা, উপযুক্ত বাক্যই বলিয়াছে। ইহা কিছুই বিচিত্র

নৈতৎ। পীযূষময়ূখেনৈব বিভাবরী বিভা বরীয়সী ভবতি। তম-স্তরেণ চকোরী চ কোরীকরোতি কমপরং ॥ ৫১ ॥

ইত্যুক্তা সাহ সাহসমিদং ভবতীনাং যদিদমসম্ভাব্যমপি সম্ভাব্যতে। বিশাখা বিশাখাভাবং ন ত্যজতি যদিয়ং মাধবমাস-হায়িনীতি ॥ ৫২ ॥

বিভাবর্য্যা রাত্র্যা বিভা কান্তিঃ। তং বিনা কা চকোরী কং অপরং উরীকরোতি স্বীকরোতীতি তব কান্তিদায়িত্বং জীবনদায়িত্বঞ্চ কেবলমেকস্য কৃষ্ণস্যৈব নান্যস্যেত্যেকত্রৈব দৃষ্টান্তদ্বয়তাৎপর্য্যং ॥ ৫১ ॥

ইতি ললিতয়োক্তা সা রাধা আহ। বিশাখাভাবং বিশাখানক্ষত্রস্বভাবং। মাধবমাসো বৈশাখঃ। বৈশাখে মাধবো রাধ ইত্যমরঃ। তং জিহীতে গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি গৃহাদিভ্যো-ণিনিঃ। বৈশাখপূর্ণিমায়াং বিশাখানক্ষত্রযোগাৎ। ভঙ্গ্যাতু বিশাখা ত্বং তস্মিন্ মাধবে সঙ্গতৈব তিষ্ঠসীতি মা স্বসদৃশীং মাং জানীহীতি নর্ম্ম সূচ্যতে। পক্ষে। মাধবস্য কৃষ্ণস্য মা শোভা তস্যাঃ সহায়িনী সহায়বতী তদনুকূলব্যাপারযুক্তা। অত্রাদৃষ্টাশ্রুতচরেঽপি শ্রীকৃষ্ণে প্রথমমস্যা রাগঃ শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিদর্শিতাঙ্গলনানিষ্ঠরূপাদেব। ততো বক্ষ্যমাণপ্রকারাদ্বলভীতলে দর্শনাদয়ং স ইতি নিশ্চয় আসীৎ। ততস্তদনুসন্ধানধৃতচিত্তয়া অন্যজনপরিশীলিততৎপ্রসঙ্গপরামর্ষা-স্নামাদিজ্ঞানমিতি বিবেচনীয়ং ॥ ৫২ ॥

নহে। কারণ, চন্দ্রের প্রকাশেই রজনীর সমধিক কান্তি লক্ষিত হইয়া-থাকে। সেই শশধর ব্যতীত, চকোরী আর অন্য কাহার কান্তিকে স্বীকার করেন! ॥ ৫১ ॥

ললিতার এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকা কহিলেন, ইহা তোমাদের পরম সাহসের কার্য্য। যেহেতু তোমরা এইরূপ অসম্ভব বিষয়ের সম্ভা-বনা করিতেছ। যখন এই সখী বিশাখা, মাধব্ মাস, অর্থাৎ বৈশাখ মাস প্রাপ্ত হইয়াথাকে, তখন বিশাখা, বিশাখা নক্ষত্রের স্বভাব পরি-ত্যাগ করিতেছে না। প্রকারন্তরে বলা হইল, বিশাখা কেবল মাধব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপর সঙ্গত হইয়া আছে। অতএব তুমি নিজের মত আমাকে বোধ করিও না। অথচ বিশাখা, মাধবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে শোভা বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিয়াথাকে ॥ ৫২ ॥

তদুদিতান্তেঽতান্তেন মনসা পুনর্ললিতাহ। ভাবিনি ভাবি নিয়তমেব ভবতি। রাধাভিখ্যে তত্র রাধৈব সাহায্যমবলম্বতে রাধাবিশাখয়োরৈক্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

অথাহ সা হসামৃতমধুরং। ললিতে নহ্যাকাশলতাকাশলতা-কুসুমসমান-কুসুমেতি শক্যতে বক্তুং ॥ ৫৪ ॥

অতান্তেন প্রফুল্লেনেত্যর্থঃ। তস্যাঃ স্বস্বভাবপ্রকাশনকর্ম্মঠনর্ম্মশ্রবণাৎ। হে ভাবিনি সুন্দরি। ভাবি ভবিতব্যং। রাধাভিখ্যে রাধানাম্নি তত্র বৈশাখমাসে তৎসনাম্নী রাধৈব। নন্ন কা তত্র রাধা তত্রাহ। রাধাবিশাখয়োরৈক্যাৎ একপর্য্যায়িত্বাৎ। তত্র বিশাখানক্ষত্রমেব রাধা উচ্যত ইত্যর্থঃ। শ্লেষেণ রাধায়া অভিখ্যা শোভা যস্য তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে। অভিখ্যা নাম-শোভয়োরিত্যমরঃ ॥ ৫৩ ॥

হসামৃতমধুরং যথা স্যাত্তথা সা রাধা আহ আকাশেতি। আকাশলতায়াঃ কীদৃশং কুসুম-মিতি প্রশ্নে আকাশলতায়াঃ কুসুমতুল্যং যদিত্যুত্তরমিব ভবতীনামলীকমূলকে প্রশ্নে মমাপি কিং তাদৃশমুত্তরমুচিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরাধিকার কথা শেষ হইলে পুনর্ব্বার ললিতা প্রফুল্ল মনে বলিলেন, সখি! যাহা ভবিতব্য আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিয়াথাকে। কারণ, বৈশাখমাসের আর একটী নাম রাধা। সেই রাধানামক বৈশাখমাসে রাধিকাই সাহায্য করিয়াথাকেন। যেহেতু রাধা এবং বিশাখা শব্দ এক পর্য্যায়ের মধ্যে বিদ্যমান আছে। প্রকারান্তরে বলা হইল, বিশাখা নক্ষত্রের নাম রাধা। সেই রাধাদ্বারা যাঁহার শোভা হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর রাধিকাই সাহায্য অবলম্বন করিয়াথাকেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর শ্রীরাধিকা মধুর হাস্যসুধা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ললিতে! যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, আকাশলতার পুষ্প কিরূপ? এবং যদি কেহ এই প্রশ্নের উত্তরে বলে যে, আকাশলতার পুষ্প, আকাশলতার পুষ্পের তুল্য। এইরূপ তোমাদেরও প্রশ্ন অলীক। তবে কি তোমাদের ঐরূপ অলীকপ্রশ্নে আমি অলীক উত্তর দান করিব? ॥ ৫৪ ॥

তদয়ি মুখবিজিতনালীকেন বিতর্কেণ সম্ভাবনীয়োঽয়ং জনঃ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবমবসরে স্বভাবশ্যামা শ্যামানাম রাধারাধায় প্রতিদিন-সেবাগমনশীলা। তদাপি তদাপি তদ্ধৃদয়া হৃদয়ালুতয়া তত্রৈবা-জগাম ॥ ৫৬ ॥

আগতায়াঞ্চ তস্যামেতস্যা মেদুরহৃদঃ কমলমুখ্যা মুখ্যায়া হৃদয়মতিস্নিগ্ধমুগ্ধমুদিতমাসীৎ ॥ ৫৭ ॥

পরস্পরং মিলিতবতীষু সকলাসু সকলাসু সস্মিতগাম্ভীর্য্যা-

মুখেন বিজিতং নালীকং কমলং যয়া হে তথাভূতে অলীকেন মিথ্যাভূতেন বিতর্কেণ ন সম্ভাবনীয়ঃ অয়ং। মল্লক্ষণো জনঃ ॥ ৫৫ ॥

স্বভাবেন শ্যামা, শীতকালে ভবেদুষ্ণেত্যাদ্যুক্তলক্ষণা। রাধায়া আরাধায় আরাধনায় সুহৃৎপক্ষত্বাত্সমর্পণায়েত্যর্থঃ। তথাপি তত্রৈবাজগাম। কীদৃশী। তস্যাং রাধায়াং আপিতং প্রাপিতং সমর্পিতং হৃদয়ং স্বমনো যয়া সা। তত্র হেতুঃ। হৃদয়ালুতয়া সৌহার্দ্দেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

এতস্যা মুখ্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ ॥ ৫৭ ॥

সকলাসু কলাভির্বৈদগ্ধীভিঃ সহিতাসু মুখ্যা রাধা আহ। সে বচসি মনঃ আহরস্ব-

---

অতএব সখি! তুমি আপনার মুখ দিয়া কমলকে জয় করিয়াছ। এক্ষণে অলীক তর্ক করিয়া আমাকে আর তোমরা কষ্ট দিও না ॥ ৫৫ ॥

এই সময়ে শ্যামা নামে স্বভাবত শ্যামা অর্থাৎ "শীতকালে যে উষ্ণ এবং উষ্ণকালে যে শীতল," ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত সখী, সেই স্থানেই আগমন করিলেন। এই শ্যামা রাধিকাকে আরাধনা করিবেন বলিয়া প্রতিদিনই আগমন করিতেন। রাধিকার উপর হৃদয় সমর্পণ করাতে তাঁহার উপর অত্যন্ত মন ছিল। এই কারণেই সেই স্থানেই শ্যামা আগমন করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

শ্যামা সখী আগমন করিলে, কোমলহৃদয় কমলমুখী এই প্রধান সখী রাধিকার হৃদয়, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, মুগ্ধ এবং প্রমুদিত হইয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

কলাচাতুর্য্যপরিপূর্ণ ঐ সকল সহচরী, পরস্পর একত্র মিলিত

বহিত্থং মুখ্যাহ। কমলমুখ্যাহরস্ব মে বচসি মনো মনোজ্ঞে প্রিয়-সখি শ্যামে দৃশ্যা মে দৃশোঃ কর্পূরবর্ত্তিরিব ভবতী ভবতীহ। তদা-কর্ণয় কর্ণযশস্করং কিমপি মে সখীজনবচনমিতি সখ্যোরুদিতং কথ-য়তি ॥ ৫৮ ॥

শ্যামাহ মা হরিণাক্ষি সখীজনমভ্যসূয়তু ভবতী। সকলাস্বেব গোকুলকুল-ললনাপরিষৎসু গোকুলললনা-ললামভূতায়াস্তব স্তবন-কথাপ্রসঙ্গে সঙ্গে যমিদং বৃত্তং। তৎস্বভাবো হি ভাবো হিমকর-কুমুদিন্যোরিব তস্য তব চ জায়মান এব সকলগোকুলনগরীগরীয়ঃ-সৌরভ্যমভ্যাগময়তি ॥ ৫৯ ॥

মুখ্যা হসিতমুখ্যাহ সিতময়ূখমুখি সত্যমেব ভবতি ভবতী চ

প্রবেশয়। ভবতী মম দৃশ্যা সতী দৃশোর্নেত্রয়োঃ কর্পূরবর্ত্তিরিব ভবতি ॥ ৫৮ ॥

পরিষৎ সভা। ললামভূতায়াঃ ভূষণরূপায়াঃ। ললামং পুচ্ছপুণ্ড্রাশ্বভূষা প্রাধান্যকেতুষিত্য-মরঃ। সঙ্গেয়ং প্রশংসনীয়ং স্বভাবো হি ভাবো ইত্যতিনিরূপধিত্ববিবক্ষয়া লক্ষণা স্বাভা-বিকো ভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

মুখ্যা রাধা আহ হসিতমুখী সতীতি নর্ম্মার্থং সিতময়ূখমুখি চন্দ্রমুখি সর্ব্বকলয়া সর্ব্বাং-শেন ॥ ৬০ ॥

হইলে, শ্রীরাধিকা মৃদুমধুর হাস্য গাম্ভীর্য্য এবং আকার গোপন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হে কমলমুখি! তুমি আমার মনোমধ্যে প্রবেশ কর। হে মনোজ্ঞ! প্রিয়সখি! শ্যামে! তুমি আমার দৃশ্য হইয়া এই নয়নদ্বয়ের কর্পূরপ্রদীপ স্বরূপ হইতেছ। অতএব এই সখীজনের (আমার) কর্ণসুখকর কোনও বাক্য শ্রবণ কর। এই বলিয়া শ্রীরা-ধিকা, বিশাখা এবং ললিতার বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

শ্যামা কহিলেন, হে হরিণলোচনে! তুমি সখীদিগকে দেখিতে পার না। গোকুলের কুলনারীসভাতে তুমিই গোকুলের ভূষণস্বরূপা। তোমার স্তবকথার প্রসঙ্গে এই ঘটনা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। হিমাংশু এবং কুমুদিনীর যেরূপ স্বাভাবিক ভাব, তোমার এবং তাঁহারও সেই-রূপ স্বাভাবিক ভাব জন্মিয়া সকল গোকুল-পুরীর গুরুতর সৌরভ আনয়ন করিতেছে ॥ ৫৯ ॥

তখন প্রধান সখী রাধিকা সহাস্যবদনে কহিলেন। সখি! তোমার

তস্মিন্ জনে। যদাত্মকথামন্যকণ্ঠমিদমপি সম্ভাব্যতে। ত্রাসঞ্জয়সি জয়সি ত্বং সর্ব্বকলয়া ॥ ৬০ ॥

পশ্য কা পুনরহিমকরং হিমকরম্বা করেণাহর্ত্তুমভিলষতু ॥ ৬১ ॥

কা চ কাচমণিনা মহামণিং পরিবর্ত্তয়িতুমুদ্যতা ভবতু ॥ ৬২ ॥

কা বা রত্নাকরবর্ত্তীনি করবর্ত্তীনি কর্ত্তুমাকাঙ্ক্ষতু মহারত্নানি ॥ ৬৩ ॥

পূর্ব্বরাগপাকাবস্থায়াং দৈন্যস্যৈব সঞ্চারিণঃ প্রাবল্যাত্তদনুরূপমাহ। তত্র প্রথমং কৃষ্ণস্যাতি দুর্ল্লভতাস্ফূর্ত্ত্যাহ কা পুনরিতি। অহিমকরং সূর্য্যং। হিমকরং চন্দ্রং ॥ ৬১ ॥

শুদ্ধপ্রেম্না দুর্ল্লভোঽপি বশীকর্ত্তুং শক্য ইতি চেত্তত্র স্বপ্রেম্নোঽপি তথাত্বাভাবং দৈন্যেনৈবাহ কা চেতি। কা চ নারী কাচমণিনা স্বনিষ্ঠপ্রেম্না মহামণিং ইন্দ্রনীলমণিং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠপ্রেমাণং পরিবর্ত্তয়িতুং স্বকর্তৃকপ্রেমাণং কৃষ্ণেঽর্পয়িত্বা কৃষ্ণকর্তৃকপ্রেমাণমাত্মন্যর্পয়িতুং ॥ ৬২ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যাক্ষয়ানাং মহাগুণানামানন্ত্যমবকলয্যাত্মনশ্চ তদুদাহরণোচিতপ্রাত্রত্বাভাবমাশঙ্ক্য সবিচারমাহ কা বা রত্নাকরেতি। নহি রত্নাকরস্থ-সমস্তরত্নানি করতলমাত্রে মান্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

মুখে হাস্যকিরণ লাগিয়া রহিয়াছে। সত্যই সখি! তুমি সেই লোকের উপর লোভ প্রকাশ করিতেছ। কারণ, তুমি আপনার কথা, অন্যের স্কন্ধে অর্পণ করিতেছ এবং দেখিতেছি যে, তুমি সকল প্রকারে উৎকর্ষ লাভ করিতেছ ॥ ৬০ ॥

কেন তুমি এই বিষয়েরও সম্ভাবনা করিতেছ। দেখ, কোন্ রমণী, সূর্য্যই হউক, আর চন্দ্রই হউক, তাহাকে হাত দিয়া ধরিতে ইচ্ছা করিয়াথাকে? ॥ ৬১ ॥

কোন্ রমণী কাচ মণির তুল্য আপনার প্রেমদ্বারা মহামূল্য ইন্দ্রনীলমণিকে (শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকে) পরিবর্ত্তন করিতে, অর্থাৎ আপনাতে অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াথাকে ॥ ৬২ ॥

কোন্ রমণীই বা সমুদ্রস্থিত সমস্ত রত্নরাশি, আপনার করায়ত্ত করিতে বাসনা করিয়াথাকে ॥ ৬৩ ॥

জয় নিতাই